

সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী—৩৪

ভারত-শাস্ত্র-পিটক

সম্পাদিত—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

প্রবর্তক—

শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

বঙ্গানুবাদ

অনুবাদক

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

৪৩১১ অপার সাকুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে

শ্রীরামকমল সিংহকর্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা

১৩১৮

মূল্য ৫ পাঁচ টাকা ।

R. MICLETSARY	
Acc	203531
C	203531
	BR A
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
Co. kept	✓

কলিকাতা

২১।৩ শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রিট, বাগবাজার

বিশ্বকোষ-প্রেসে

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত

১৩১৮

উৎসর্গ



ভারতীয় শাস্ত্রে পরমশ্রদ্ধাবান্

স্বধর্ম্মানুরক্ত

দীঘাপতিয়া-রাজকুলভূষণ

পরমক্ষেমাঙ্গদ

শ্রীমৎ কুমার বসন্তকুমার রায় এম্ এ

মহোদয়ের করকমলে

ভারতশাস্ত্র-পিটকের অন্তর্ভুক্ত এই প্রথম গ্রন্থ

সাদরে অর্পণ করিলাম।

নিবেদন

দীর্ঘাপতিয়া রাজবংশের উজ্জল প্রদীপ শ্রীমান্ কুমার শরৎকুমার রায় বখশ্ আমার নিকট পদার্থবিজ্ঞা পড়িয়া এম্ এ পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন। আমি তখন মাঝে মাঝে পদার্থবিজ্ঞার সীমা ছাড়াইয়া অস্ত্রান্ত্র কথা পাড়িতাম। আমাদের দেশের পুরাতন কথা যে আমরা জানি না বা জানিবার যত্নও করি না এবং ইহার অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না, এই বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে প্রায়ই আলোচনা হইত। এমন কি আমাদের জাতীয় জীবনের যে কিছু বিশিষ্টতা, তাহার মূল ভিত্তিও আমরা সন্ধান রাখি না, এই জন্ত বসিয়া বসিয়া আক্ষেপ করিতাম ও আমাদের শিক্ষাকে ধিকার দিতাম। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিয়া এই সন্ধানকার্যে সাহায্য করা উচিত, এই কল্পনা সেই সময়ে অকুরিত হইয়াছিল। তাহার ফলে শ্রীমান্ শরৎকুমার ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির অনুবাদ প্রচারের ভারগ্রহণে উৎসুক হন। সৰ্ববিধ সংকর্ষে শ্রীমানের ঐকান্তিক আগ্রহ এই উৎসুকোর প্রবর্তক। এইরূপে তাঁহারই প্রবর্তনায় ও ব্যয়ে ঐতরের ব্রাহ্মণের অনুবাদকার্য আরম্ভ হয়।

ব্রাহ্মণগ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশের আবশ্যকতা স্থির হইলে, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত রায় বীজেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বহুবর্গের পরামর্শে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণকে ঐতরে ব্রাহ্মণের অনুবাদে নিযুক্ত করা হয়। দূর্ভাগ্যক্রমে প্রথম দুই অধ্যায়মাত্র অনুবাদ করিয়া, পণ্ডিতমহাশয় এ বাধ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। পণ্ডিত মহাশয় অনুবাদ করিতেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহা মুদ্রিত হইতেছিল। তাঁহার বিদায়গ্রহণে হঠাৎ আরম্ভ কার্য স্থগিত হইবার উপক্রম হইয়া পড়িল।

এই সময়ে কুমার বাহাদুরের অনুরোধে আমার উপর অকস্মাৎ অনুবাদ-কার্যের ভার পড়ে। তিনি যে কেন আমার উপর এই ভার অর্পণ করিলেন, আর আমিই বা কেন এই ভার গ্রহণ করিলাম, তাহার কোন সঙ্গত উত্তর দিতে পারিব না। এখন তাহা মনে করিয়া বিন্মিত হই। বেদবিজ্ঞা অল্পজ্ঞকে

গয় করেন ; কিন্তু আমার মত অজ্ঞের হাতে পড়িয়া তাঁহার কিরূপ শোচনীয় দশা হইয়াছিল, তাহা জানি না। বেদবিদ্যায় আমি তখন সর্বতোভাবে অজ্ঞ ছিলাম। সম্ভবতঃ এই অজ্ঞতাই আমাকে এই ভারগ্রহণে প্রোৎসাহিত ও প্রেরিত করিয়াছিল। ভারতবর্ষে বেদপন্থী সমাজে জন্মিয়া ভারতবর্ষের পুরাতনী বিদ্যায় অজ্ঞতা নিতান্ত ভাগ্যহীনতার লক্ষণ বলিয়া আমি বোধ করিতাম। এই সুযোগ অবলম্বনে সেই মহতী বিদ্যায় যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিতে পারি, এই প্রলোভন ত্যাগ করিতে আমি সমর্থ হই নাই। এই প্রাংগুলভা ফলের লোভেই আমি উদ্বাহ বামনের বৃত্তি আশ্রয় করিয়াছিলাম। বামনের চেষ্টায় বাহা সঞ্চলিত হইয়াছে, তাহা এখন সুধী-সমাজে উপস্থাপিত হইল। সুধীসমাজ এখন মন খুলিয়া উপহাস করুন।

ব্রাহ্মণগ্রন্থ বৈদিক যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের উপদেশে পূর্ণ। ঐ সকল অনুষ্ঠান এত জটিল, যে যাজ্ঞিকের হস্তে এই সকল কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত না দেখিলে, উহা হৃদগত রী প্রায় অসাধ্য। কেবল গ্রন্থের অধ্যয়নে ঐ সকল জটিল বিষয় আয়ত্ত করা কঠিন। পদে পদে ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা থাকে। বর্তমান অনুবাদেও কত ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, তাহা আমি জানি না। তরসা এই, সুধীগণ শ্রামিকাটুকু বর্জন করিয়া বিমুক্ত অংশ গ্রহণ করিবেন।

আমার অবসর অল্প ; নানাবিধ অধিকারের ও অনধিকারের চর্চায় আমার জীবনের ক্ষয় ও অপব্যয় চলিতেছে। অনুবাদ আরম্ভের পর দুই মাস কাজ করিয়া চারি মাস বিশ্রাম লইয়াছি। ১৯১০ সালের আরম্ভে কাজ আরম্ভ করি, ১৯১৮ সালে অনুবাদ প্রচারিত হইল। আট বৎসরের চেষ্টার পর এই গ্রন্থ বাহির হইল। একপক্ষে ভালই হইয়াছে। এই দীর্ঘ সময় মধ্যে অনেক গ্রন্থের সাহায্য লইতে পারিয়াছি, যাঁরা না পারিলে না জানি আরও কত ভ্রমপ্রমাদ ঘটিতে পারিত।

আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত মূলগ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়াছি। অনুবাদে সর্বতোভাবে সাধারণ ব্যাখ্যায় অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছি। যুছদিন পূর্বে মার্টিন হোগ যে মূলগ্রন্থ ও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সাহায্য লই। মাই, বলিলেই চলে। যেখানে সাধারণ ব্যাখ্যায় সংশয় বোধ হইয়াছে, সেখানে ইংরেজি অনুবাদ খুলিয়াছি বটে ; কিন্তু সাধারণতঃ সাধারণ ব্যাখ্যায় সন্দেহ হইলেও সাধারণ অনুসরণই কর্তব্য মনে করিয়াছি।

সৌভাগ্যক্রমে দায়ণীচাঁচী আমীর মত অজ্ঞের জন্তই বেদের বাঁখা করিয়া ছিলেন। তাহার সুস্পষ্ট ভাষার ও প্রাঞ্জল বাঁখার সাহায্য নী পাইলে ঐতরের ব্রাহ্মণের এই অমুবাদী বাঁখির ইহঁত না।

বেদের ক্রিয়দংশের নাম মন্ত্র; অপরাংশের নাম ব্রাহ্মণ। মুখ্যতঃ যজ্ঞকর্মের অচুঠানে মন্ত্রের প্রয়োগ। কোন না কোন দেবতার উদ্দেশে কোন না কোন দ্রব্য তাঁগের নাম যজ্ঞ। যজ্ঞমানের হিতার্থ যজ্ঞমানকর্তৃক যাহারা যজ্ঞে বৃত্ত ও নিযুক্ত হইতেন, তাহাদের নাম ঋত্বিক। ঋত্বিকদিগকে বিবিধ কণ্ঠ মন্ত্রসহকারে সম্পাদন করিতে ইহঁত। কেহবা উচ্চস্বরে ঋকমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবতার আহ্বান বা প্রশংসাদি করিতেন; কেহবা অগ্ৰচ্চস্বরে যজুর্মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুরোডাশাদি যজ্ঞের দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন বা দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিতেন; কেহ বা সামমন্ত্র গান করিয়া দেবতার স্তুতি করিতেন। পশ্চে বা ছন্দে প্রথিত মন্ত্রের নাম ঋকমন্ত্র, গণ্ড-ময় মন্ত্রের নাম যজুর্মন্ত্র; আর যাহাতে ময় বসাইয়া গান করা হইত, তাহা সামমন্ত্র। ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণগ্রন্থে এই সকল মন্ত্র বাখ্যাত হইয়াছে, কোন মন্ত্র কোন ঋত্বিককর্তৃক কোন কন্ঠে কিরূপে বিনিযুক্ত হইবে তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, কোন কারণে কোন মন্ত্র কোন নির্দিষ্ট কর্মের উপযোগী, তাহার হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং অসিদ্ধক্রমে নানা আখ্যায়িকাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

হোতা ও ত্বাহার সহকারী ঋত্বিকগণ মুখ্যতঃ ঋকমন্ত্রের বিনির্দেশি দ্বারা দেবতাহ্বানাদি কণ্ঠ করিতেন। অশ্বযু ও ত্বাহার সহকারীরা যজুর্মন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা আহুতিদামাদি কণ্ঠ করিতেন; উদগাতা ও ত্বাহার সহকারীরা সামমন্ত্র গান করিতেন। অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে এই তিন শ্রেণির ঋত্বিকের প্রয়োজন হইত। ত্বাহারা একযোগে দুই নির্দিষ্ট কণ্ঠ করিতেন। ঐতরের ব্রাহ্মণ গ্রন্থে প্রধানতঃ হোতা ও ত্বাহার সহকারীদিগের অমুত্বের কন্ঠের উপদেশ আছে; কাজেই এই ব্রাহ্মণগ্রন্থ পূর্ণবেদান্তসারী বলিয়া প্রসিদ্ধ; অতীত বেদের অমুত্বকারী কন্ঠের উল্লেখ এই ব্রাহ্মণে প্রসঙ্গতঃ মাত্র আছে। যজুর্বেদী বা সামবেদী ঋত্বিকদিগের কন্ঠের সম্পূর্ণ উপদেশ না থাকায় যজ্ঞের একদেশমাত্র এই ব্রাহ্মণে বিবৃত হইয়াছে। সম্পূর্ণভাবে কোন যজ্ঞকে জানিতে ইহঁলে অতীত ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন আবশ্যিক।

এই অমুবাদগ্রন্থ কতকটা বোধগম্য করিবার উদ্দেশে প্রচুর পরিশ্রমে টীকা

সম্মিবেশ করিয়াছি। গ্রন্থের পরিশিষ্টে পারিভাষিক শব্দগুলির তাৎপর্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। টীকা ও পরিশিষ্ট প্রস্তুত করিবার জন্য অত্যন্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থ এবং সেই সেই ব্রাহ্মণগ্রন্থের অনুযায়ী সূত্রগ্রন্থের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। প্রধানতঃ শতপথ ব্রাহ্মণগ্রন্থের এবং তদনুযায়ী কাভ্যায়নীয় শ্রোতসূত্রের অবলম্বনে এই পরিশিষ্ট প্রস্তুত করিয়াছি। বহু বংসর হইল, বার্লিন নগর হইতে বিখ্যাত আচার্য্য বেবারকর্তৃক শতপথ ব্রাহ্মণের এবং যজ্ঞিকদেবাদিকৃত-ব্যাক্যাসম্বিত কাভ্যায়নশ্রোতসূত্রের যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, প্রধানতঃ তাহারই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। বেদের শাখাভেদে ঋষিদের অন্তর্গত অল্পবিস্তর ভেদ থাকায় স্থলবিশেষে বোধ্যয়ন এবং আপস্কম্য প্রণীত শ্রোতসূত্রেরও সাহায্য লইতে হইয়াছে। কিন্তু যজ্ঞকর্ম এমন জটিল যে, এই টীকা ও পরিশিষ্ট সত্ত্বেও কেবল এই গ্রন্থ পাঠে পাঠকেরা বৈদিক যাগ-যজ্ঞের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা অল্প। এই গ্রন্থের ভূমিকায় প্রধান যজ্ঞগুলির বিস্তৃত বিবরণ দিয়া মূলগ্রন্থকে স্পষ্ট করিবার ইচ্ছা ছিল। ভূমিকা লেখাও প্রায় শেষ হইয়াছে। কিন্তু সেই বৃহৎ ভূমিকা ছাপিয়া ফেলিতে শীঘ্র সমর্থ হইব, আশা করি না। জীবনের ভঙ্গুরতা স্মরণ করিয়া অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম। ভূমিকা যাহা লিখিয়াছি, তাহা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ প্রথম দুই অধ্যায় অনুবাদ করেন। সেই অংশের সমুদায় কৃতিত্ব তাঁহার। তিনি অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমিও তাঁহার অনুসরণে সেইরূপই করিয়াছি। তজ্জন্ত কতক দোষ ঘটিয়াছে! অনুবাদ সমাপ্ত করিয়া ছাপিতে দিলে বোধ হয় গ্রন্থের এই দোষগুলি ঘটিত না। বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ দয়া করিয়া ভ্রমপ্রমাদ দেখাইয়া দিলে অনুগৃহীত হইব। এই অনুবাদের সংস্করণ যদি কখনও প্রকাশিত হয়, তাহাতে তদনুসারে বিগুণ্ডি সাধন করিব।

অত্যন্ত ব্রাহ্মণের মধ্যে গুরুবজ্রকর্ষেদীয় শতপথব্রাহ্মণের অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে এবং উহার প্রথম খণ্ড ইতঃপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। সুখের বিষয়, ঐ গ্রন্থের অনুবাদ যোগ্যতর পাত্রে অপিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী শতপথব্রাহ্মণের অনুবাদ করিতেছেন এবং আশা করা যায়, তাঁহার অনুবাদ সাধারণে সাদরে গ্রহণ করিবেন।

শ্রীমান্ কুমার শরৎকুমার রায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একান্ত হিতার্থী বহু ; সাহিত্য-পরিষদের সাহায্য অল্প তাঁহার ধনভাণ্ডার সর্বদা উন্মুক্ত আছে বলিলেই হয়। তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই অনুবাদগ্রন্থগুলিকে সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলীভুক্ত করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। পরিষদের অন্ততম পরমাত্মগ্রাহক লালগোলায় রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর—সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাসে যাহার নাম অক্ষয় থাকিবে—তিনিও এই শাস্ত্র-প্রকাশকার্যে পরমোৎসাহে যোগ দিয়াছেন। উভয়ের প্রবর্তনায় পরিষৎ-প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত এই “ভারত-শাস্ত্র-পিটক” স্বতন্ত্রভাবে স্থানলাভ করিয়াছে এবং ঐতর্যের ব্রাহ্মণের এই অনুবাদ উক্ত ভারত-শাস্ত্র-পিটক মধ্যে প্রথম সংখ্যক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইবে।

কলিকাতা
১লা আশ্বিন, ১৩১৮

}

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী



সূচী

প্রথম পক্ষিকা	অগ্নিস্টোম	১— ১১৫
দ্বিতীয় পক্ষিকা	অগ্নিস্টোম	১১৬—২২৪
তৃতীয় পক্ষিকা	অগ্নিস্টোম-উক্তা	২২৫—৩২৬
চতুর্থ পক্ষিকা	ষোড়শী, অতিরাত্র, গবাময়ণ, ছাদশাহ	৩২৭—৩৯৯		
পঞ্চম পক্ষিকা	ছাদশাহ, অগ্নিহোত্র	৪০০—৪৮১
ষষ্ঠ পক্ষিকা	সোমযজ্ঞ	৪৮২— ৫৬০
সপ্তম পক্ষিকা	রাজসূয়	৫৬১—৬২১
অষ্টম পক্ষিকা	রাজসূয়	৬২২—৬৭৪
প্রথম পরিশিষ্ট	৬৭৫—৬৯৮
দ্বিতীয় পরিশিষ্ট	৬৯৯—৭৫৪



ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

প্রথম পঞ্চিকা

প্রথম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

দীক্ষণীয়েষ্টি-বিধান

ঋগ্বেদান্তর্গত ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ চল্লিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। সকল সোমযজ্ঞের প্রকৃতি স্বরূপ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের বিবরণ লইয়া ইহার আরম্ভ। গোষ্টোম আরুষ্টোম প্রভৃতি বিবিধ সোমযাগের মধ্যে জ্যোতিষ্টোমের স্থান প্রথমে^১। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের সাতটি সংস্থা^২; তন্মধ্যে অগ্নিষ্টোম, উক্থা, ষোড়শী ও অতিরাত্র এই চারিটি সংস্থা পর পর বর্ণিত হইবে। এই চারিটির মধ্যে অগ্নিষ্টোম প্রকৃতি,^৩ অর্থাৎ সকল অনুষ্ঠান^৪ অগ্নিষ্টোমে উপদিষ্ট হইয়াছে। উক্থা, ষোড়শী ও অতিরাত্র বিকৃতি,^৫ অর্থাৎ অগ্নিষ্টোম-সাধারণ অনুষ্ঠান ব্যতীত কয়েকটি বিশেষ অনুষ্ঠান হাতে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই জন্ত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞই প্রথমে বর্ণিত হইল। গ্নিষ্টোমের আরম্ভে ঋত্বিক বরণ প্রথম অনুষ্ঠেয়; কিন্তু ঋত্বিক^৬ বরণ হৌত

(১) “এষ বাব প্রথমো যজ্ঞো যজ্ঞানাং যজ্ঞোজ্যোতিষ্টোমঃ।”

(২) সংস্থা—সংস্কার, (গৌতম সং ৮)

^১ প্রকৃতি—যে যজ্ঞের সকল অনুষ্ঠান প্রত্যেক ক্রতি দ্বারা উপদিষ্ট হয়, তাহার নাম প্রকৃতি।

^২ বিকৃতি—যে যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানমাত্র প্রত্যেক ক্রতি দ্বারা উপদিষ্ট হয়, তাহার নাম বিকৃতি।

বিষ্ণু তাঁহাদের আদিত্যে ও অন্তে রক্ষকবৎ বহুমান। একত্র প্রথমে উঁহাদেরই ইষ্টিবিধান হইতেছে, যথা—“আগ্ন্যবৈষ্ণবং...একাদশকপালম্”

একাদশ কপালে সংস্কৃত ও দীক্ষণীয় পুরোডাশ অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে নির্বপণ (হবন) করিবে।

সোমবাগে প্রবৃত্ত যজমানের সংস্কারের নাম দীক্ষা বা দীক্ষণ; দীক্ষণার্থ অমুষ্ঠানের নাম দীক্ষণীয়া। দীক্ষণীয়া কৰ্ম্মে ব্যবহার্য্য বলিয়া পুরোডাশের^{১২} বিশেষণ দীক্ষণীয়। হবিঃস্বরূপে দেয় পক্ষ পিষ্টকের নাম পুরোডাশ। সেই পুরোডাশ একাদশ সংখ্যক কপালে (মৃৎপাত্রে, খোলায়) পাক করিয়া অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে নির্বপণ^{১৩} করিবে। এই পুরোডাশ প্রদান প্রভৃতি কৰ্ম্ম-কলাপের নাম দীক্ষণীয়া ইষ্টি। অগ্নি ও বিষ্ণুকে পুরোডাশদানের ফল, যথা—“সৰ্ব্বাভ্য এবৈবনং.....নির্ব্বপন্তি।”

এতদ্বারা সকল দেবতার উদ্দেশেই নিরবশেষে নির্ব্বপণ (পুরোডাশ প্রদান) করা হইবে।

প্রথম দেবতা অগ্নি ও অস্তিম দেবতা বিষ্ণুর উদ্দেশে হোম করিলে মধ্যবস্তী অত্র দেবতারাও তৃপ্ত হইবেন.^{১৪} কেহ বাদ পড়িবেন না; এইরূপ বৃত্তিতে হইবে। একের তৃপ্তিতে অত্রের তৃপ্তি কিরূপে হইবে, তাহার উত্তর, যথা—“অগ্নিবৈ..... সৰ্ব্বা দেবতাঃ”

অগ্নিই সকল দেবতা, বিষ্ণুও সকল দেবতা। :

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আছে, সকল দেবতা অগ্নিতে শরীর রাখিয়াছিলেন; সেই

(১২) পুরোডাশ—ইষ্টিকৰ্ম্মে দেবতাকে যে পিষ্টক হবন করা যায়, উহার নাম পুরোডাশ। চাউলকে চূর্ণ (পিষ্ট) করিয়া মদন্তীনামক তাম্রপাত্রে রাখিয়া জলে ভিজাইয়া পিণ্ডের মত করা হয়; পরে আহবনীয় অগ্নিতে উহাকে অঙ্গ পাক করিয়া কুর্মাভূতি করা হয়, তৎপরে উহা একাদশ কপালে, (এগারখানা খোলায়) রক্ষিত হয়, পরে সমিধ দর্ভায়িতে পাক করিয়া তাহার উপর ঘৃত সেক করা হয়। তৎপরে হোমের জন্য ইড়াপাত্রে করিয়া বেদীর উপর রাখা হয়।

(১৩) নির্ব্বপণ—শকটস্থিত বাস্তরশি হইতে চারি মুষ্টি ধাত্ত লইয়া শূর্ণে (কুলায়) রাখার নাম নির্ব্বপণ। এই অমুষ্ঠানের পর যে আচুতি দেয়া হয়, এতলে তাহাকেই নির্ব্বপণ বলা হইয়াছে। (সারণ)

(১৪) এ বিসরে জ্ঞায়—“ভস্মধাপজিতস্বৰ্গগতপেন গুজ্ঞতে।”

জ্ঞান অগ্নিই সকল দেবতা”^{১৫}; অতএব শ্রুতি আছে, দেবাস্তুরযুদ্ধে দেবগণ ভীত হইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তজ্জ্ঞান অগ্নিকেই সর্বদেবতার স্বরূপ বলা হয়”^{১৬}। আর বিষ্ণু সকল জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, এই জ্ঞান বিষ্ণুও সর্বদেবতাস্বরূপ”^{১৭}। প্রকারান্তরে অগ্নি ও বিষ্ণুর প্রশংসা, যথা—
“এতে.....ঋণু বন্তি।”

অগ্নি ও বিষ্ণু ইহাদের যে দুইটি শরীর আছে, তাহা যজ্ঞের (সোমযাগের) আদিতে ও অন্তে অবস্থিত; তাহা হইলে অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে যে পুরোডাশ নির্বপণ হইবে, তাহাতে সকল দেবতারই পরিচর্যা (সিদ্ধ) হইবে”^{১৮}।

অগ্নি ও বিষ্ণুর মধ্যে পুরোডাশের বিভাগ-সম্বন্ধে ব্রহ্মবাদীরা”^{১৯} প্রশ্ন করেন, যথা—“তদাহঃ.....বিভক্তিরিতি।”

[ব্রহ্মবাদীরা] এ বিষয়ে বলেন, একাদশ কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ [একই দ্রব্য], [কিন্তু] অগ্নি ও বিষ্ণু দুই [দেবতা]; সেই [এক] দ্রব্য উভয়ের কিরূপ ভাগকল্পনা হইবে? সেইরূপ বিভাগ কেনই বা হইবে?

অতঃ ব্রহ্মবাদীরা ইহার উত্তর দেন, যথা—“অষ্টকপাল.....বিভক্তিঃ”

অষ্ট কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ অগ্নির অংশ, [কেন না] গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা ও গায়ত্রী অগ্নির ছন্দঃ”^{২০}; আর কপালত্রয়ে

(১৫) “তে দেবা অগ্নৌ তনুঃ সংজদধত তস্মাদাহরয়িঃ সৰ্বা দেবতাঃ।”

(১৬) “দেবাস্তুরাঃ সংযন্তা আসংস্তে দেবা বিভ্যতোহয়িঃ প্রাবিশন্তস্মাদাহরয়িঃ সৰ্বা দেবতাঃ।

(১৭) অত্র শ্রুতি—“ভূতানি বিষ্ণুভূবনানি বিষ্ণুঃ।” ব্যাপ্তার্থক বিষ্ণু হইতে বিষ্ণু।

(১৮) তৈত্তিরীয় শ্রুতিও এ বিষয়ে প্রমাণ যথা—“আগ্ন্যবৈক্যং একাদশকপালং নির্বপেদী-
ক্ষিষ্যমাণঃ অগ্নিঃ সৰ্বা দেবতাঃ বিষ্ণুযজ্ঞো দেবতাক্ষৈব যজ্ঞকারভতে অগ্নিরবমো দেবানাং বিষ্ণুঃ পরমো
যদাগ্ন্যবৈক্যমেকাদশকপালং নির্বপতি দেবতা এবোভয়তঃ পরিগৃহ্য যজমানোহবক্কোঃ।” (৫।৫।৪-৫)

(১৯) ব্রহ্মবাদী - বেদবক্তা। (জটায়ু)

(২০) অগ্নি ও গায়ত্রী উভয়েই প্রজাপতির মুখ হইতে উৎপন্ন, সে হেতু উভয়ের নাম্যপ্রযুক্ত

সংস্কৃত পুরোডাশ বিষ্ণুর অংশ, [কেন না] বিষ্ণু ত্রি [পাদ] দ্বারা এই (জগৎ) আক্রমণ করিয়াছিলেন” । সেই দেবতা-
দ্বয়ের সেই (পুরোডাশে) এইরূপ বিভাগকল্পনার এই কারণ
ও [তজ্জন্ম] এইরূপ বিভাগ ।

এইরূপে দীক্ষণীয় ইষ্টির বিধান করিয়া পুরোডাশ ব্যতীত অন্ত্র দ্রব্যের দ্বারাও
হোমের বিধান হইতেছে, যথা—“স্বতে.....মন্ত্ৰেত”

যে (যজমান) আপনাকে অপ্রতিষ্ঠিত মনে করে, সে ঘৃত-
পক্ চরু নির্বপণ করিবে ।

অপ্রতিষ্ঠিত অর্থে পুত্রাদি-রহিত ও গবাদি-রহিত । সে ব্যক্তি ঘৃতপক্ তণ্ডুলের
দ্বারা চরু হোম করিবে । এইরূপ অপ্রতিষ্ঠার দোষ-প্রদর্শন হইতেছে, যথা—
“অস্ত্রাং বাব.....প্রতিষ্ঠিতি ”

হে বৎস, যে এইরূপ প্রতিষ্ঠারহিত, সে ইহজগতে
প্রতিষ্ঠিত (শ্লাঘ্য) হয় না ।

ঘৃতচরু দ্বারা সেই অপ্রতিষ্ঠার পরিহার হয় যথা—“তদ্ যৎ.....প্রজাতিতৈ ।”

তাহাতে (সেই ঘৃতপক্ চরুতে) যে ঘৃত আছে, তাহা
স্ত্রীর পয়ঃ (শোণিতস্বরূপ), আর যে তণ্ডুল আছে, তাহা
পুরুষের [রেতঃস্বরূপ] ; সেই ঘৃততণ্ডুল মিথুন সদৃশ ; [সেই
জন্ম এই] মিথুন দ্বারাই (ঘৃততণ্ডুলময় চরু প্রদান দ্বারা) ইহাকে
(যজমানকে) সন্ততি দ্বারা ও পশু দ্বারা বদ্ধিত করা হয় ।
(সেই হেতু এই চরু) প্রতিষ্ঠারই হেতু ।

এই জ্ঞানের প্রশংসা যথা—“প্রজায়তে..... বেদ”

গায়ত্রী অগ্নির চন্দ্রঃ । যথা—“প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয়েতি স মুংতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত তমগ্নি-
র্দেবতাদ্বন্দ্বজাত গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ।”

(২১) “ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্” ঋ-সং ১২২।১৭ ।

“ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুগোপা অদাতাঃ” ঋ-সং ১২২।১৮ ।

যে ইহা জানে, সে সন্ততি দ্বারা ও পশু দ্বারা বদ্ধিত হয় ।

তৎপরে দীক্ষণীয় ইষ্টির কাল-নির্দেশ হইতেছে যথা—“আরকযজ্ঞো বা..... দীক্ষা ।”

যে (যজমান) দর্শযাগ ও পূর্ণমাস যাগ করিয়াছে, সে সকল যজ্ঞই আরম্ভ করিয়াছে ও সকল দেবতা [-পূজা] আরম্ভ করিয়াছে ; অমাবস্যায় কর্তব্য বা পূর্ণিমায় কর্তব্য যজ্ঞের পর দীক্ষণীয় ইষ্টি করিবে ; সেই হবিঃ (আমাবাস্ত্র যজ্ঞ) ও সেই হবিঃ (পৌর্ণমাস যজ্ঞ) অনুষ্ঠিত হইলে পর দীক্ষিত হইবে (দীক্ষণীয় ইষ্টি সম্পাদন করিবে) । ইহাই একবিধ দীক্ষা ।

এই অগ্নিষ্টোম সোমযাগ প্রকৃতপক্ষে দর্শপূর্ণমাসের^{২২} বিকৃতি নহে, কিন্তু ইহার অঙ্গীভূত দীক্ষণীয়াদি দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতি । অগ্নিহোত্র দর্শপূর্ণমাসের অপেক্ষা করে না ; কিন্তু অগ্নিহোত্র আহবনীয়াদি অগ্নিসাপেক্ষ, সেই অগ্নি সকল পবমানেষ্টি-সাপেক্ষ, পবমানেষ্টি আবার দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতি । এইরূপে পরম্পরাক্রমে সোমযাগও দর্শপূর্ণমাসের অপেক্ষা করে । এই জন্ত দর্শপূর্ণমাসের অনুষ্ঠানে অত্র যজ্ঞেরও আরম্ভ হয় ; যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সেই যজ্ঞীয় দেবতাপূজারও আরম্ভ হয় । সেই জন্ত বলা হইল, দর্শপূর্ণমাসের পর দীক্ষণীয় ইষ্টি করিবে । “ইহা একবিধ দীক্ষা” বলায় সূচিত হইল, অত্রবিধ দীক্ষাও আছে । যজ্ঞীয় ত্রব্যের আহরণ হইলে দর্শপূর্ণমাসের পূর্বেই সোমযাগ করিবে, এইরূপ অত্র শ্রুত আছে^{২৩} ।

তৎপরে প্রকৃতযজ্ঞে পঞ্চদশ সামিধেনীপাঠের বিধান থাকিতেও এস্থলে অত্র সংখ্যার বিধান হইতেছে, যথা “সপ্তদশ...অমুক্ত্রাং ।”

সপ্তদশ সামিধেনী পাঠ করিবে ।

অধ্বর্যুর আদেশানুসারে হোতা সপ্তদশ সামিধেনী (অগ্নিসমিদ্ধনের অর্থাৎ

(২২) দর্শপূর্ণমাস—অমাবস্যা বা পূর্ণমাসীতে অবস্থান করিয়া প্রতিপত্তি হইতে আরম্ভ আসসাধা যাগবিশেষ । (রঘুনন্দন)

২৩) যথা আশ্বলায়ন—“উক্তঃ দর্শপূর্ণমাসাত্যাং যথোপপাদ্যেক প্রাপপি সোমেনৈকে ।”

অগ্নিপ্রজ্ঞানেন^{১০} ; ঋক্গজ্ঞ পাঠ করিবে। প্রকৃতি-যজ্ঞে প্রযুক্ত পঞ্চদশ সামিধেনী ঋকের মধ্যে ধাত্যানামক আরও দুইটি ঋক্ বসাইয়া সপ্তদশ মন্ত্র হইবে।

সপ্তদশ সংখ্যাক সামিধেনীর প্রশংসা যথা “সপ্তদশো...প্রজাপতিঃ”

প্রজাপতি সপ্তদশ [-অবয়বাত্মক] ; [কেন না] মাস বারটি ; হেমন্ত ও শিশির ঋতুকে সমান (এক ঋতু বলিয়া) ধরিলে ঋতু পাঁচটি ; [দ্বাদশ মাস ও পঞ্চ ঋতুর যোগে উৎপন্ন] সেই সমগ্র কাল সংবৎসর ; এবং সংবৎসর প্রজাপতি ।

সপ্তদশ সংখ্যাজ্ঞানের প্রশংসা যথা “প্রজাপত্যায়তনাতিঃ...বেদ”

প্রজাপতি ইহাদের [এই সামিধেনীসমূহের] আয়তন

(২৪) সামিধেনী—অগ্নি-সমিদ্ধন (প্রজ্ঞান) কালে ব্যবহৃত ঋক্মন্ত্রের নাম সামিধেনী ।

১। ঐ বো বাজা অভিধ্যাও হবিষস্তো যুতাচা । দেবান্ জিগতি হ্রয়ঃ । ৩২৭।১

২। সমিধ্যামানো অধ্বরে অগ্নিঃ পাবক ঈডাঃ । শোচিক্শেপ্তমীমহে । ৩২৭।৪

৩। ঈড়েস্তো নমস্তস্তিরন্তমাংসি দর্শতঃ । সমগ্নিঃ ইধ্যতে বুধা । ৩২৭।১৩

৪। বুধো অগ্নিঃ সমিধ্যাতে অধো ন দেববাহনঃ । তং হবিষস্ত ঈড়তে । ৩২৭।১৪

৫। বুধণং হা বয়ং বুধন্ বুধণং সমিধীমহি । অগ্নে দীদাতং বুহং । ৩২৭।১৫

৬। অগ্ন আয়াহি বীতরে গৃণানো হব্যদাতরে । নিহোতা সংসি বহিষি । ৬।১৬।১০

৭। তং জা সমিদ্ভিরঙ্গিরো যুতেন বর্দ্ধয়ামসি । বুহং শোচাযষিষ্ঠ্য । ৬।১৬।১১

৮। স নঃ পৃথু শ্রবায়ং অচ্ছা দেব বিবাসসি । বুহদগ্নে হবীর্ধাম্ । ৩।১৬।১২

৯। অগ্নিঃ দূতং বুগীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং । অস্ত বজ্রস্ত সূক্তভূম্ । ১।১২।১

১০। সমিদ্ধো অগ্ন আহত দেবান্ যক্ষি হু অধ্বর । তং হি হব্যাবুড়সি । ৫।২৮।৫

১১। আজুহোতা ছবস্তত অগ্নিঃ প্ররতি অধ্বরে । বুগীধ্বং হব্যবাহনম্ । ৫।২৮।৬

আখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র (১।২) অনুসারে এই একাদশটি ঋক্মন্ত্র অগ্নিসমিদ্ধনে প্রযুক্ত হয়। ইহার মধ্যে প্রথমটি ও শেষটি তিনবার করিয়া পঠিত হওয়ার সামিধেনী মন্ত্রসংখ্যা পঞ্চদশ। প্রকৃতিযজ্ঞে পঞ্চদশ সামিধেনী-পাঠের বিধান থাকিলেও এস্থলে দীক্ষণীয় ইষ্টিতে সপ্তদশের বিধান হইতেছে। এ জন্ত আর দুইটি ঋক্মন্ত্র এই পঞ্চদশের মধ্যে বসান হয়। এই দুইটির নাম ধাত্যা মন্ত্র, যথা—

১। পৃথুপাঃ অমর্ত্যো যুতনির্ধিক্শাততঃ । অগ্নিব্রজসা হব্যাবাট্ । ৩২৭।৫

২। তং সংবাধো বতস্তে ইথা থিরা বজ্রবন্তঃ । আ চক্রুঃগ্নিস্মৃত্যে । ৩২৭।৬ (আখ্যায়ন ৪।২)

(আশ্রয়) ; এই জন্য যে ইহা (সপ্তদশ মন্ত্রের ব্যবহার) জানে, সে ইহাদের (এই মন্ত্রের) দ্বারা সমৃদ্ধ হয় ।

সংবৎসররূপী প্রজাপতির সপ্তদশ অবয়ব, সামিধেনীর সংখ্যাও সপ্তদশ ; এই হেতু প্রজাপতি সামিধেনীর আশ্রয় ।

দ্বিতীয় খণ্ড

ইষ্টি-আহুতি-উতি-হোতা

দীক্ষণীয় ইষ্টি নিরূপণের পর ইষ্টিশব্দের ব্যুৎপত্তি হঠতেছে যথা “যজ্ঞো বৈ... তমম্ববিন্দন” ।

যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন; [দেবগণ] তাঁহাকে ইষ্টিসমূহ দ্বারা অন্বেষণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন । যে হেতু ইষ্টি দ্বারা অন্বেষণ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তজ্জন্মই ইষ্টির ইষ্টিত্ব । [পরে দেবগণ] যজ্ঞকে পাইয়াছিলেন ।

যজ্ঞ অর্থে জ্যোতিষ্টোমাত্মানী যজ্ঞপুরুষ (সায়ণ) । ইষ্টি শব্দ^১ যজ্ঞনার্থ যজ্ঞধাতু হইতে নিম্পন্ন । কিন্তু এখানে দেবগণ ইষ্টি দ্বারা যজ্ঞকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়া ইচ্ছার্থক ইষ ধাতু হইতে নিম্পন্ন করা হইল ।

* যজ্ঞলাভ-জ্ঞানের প্রশংসা যথা—“অম্ববিন্দন...এবং বেদ”

যে ইহা জানে, সে [ইষ্টি দ্বারা] যজ্ঞ লাভ করিয়া সমৃদ্ধ হয় ।

তৎপরে ইষ্টিবিধানে প্রযুক্ত আহুতি^২ শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখান হঠতেছে... “আহুতয়ো.....আহুতিত্বম্ ।”

এই যে সকল আহুতি, ইহাদের নাম [বস্তুতঃ] আহুতি ;

(১,২) ইষ্টি ও আহুতি—ইষ্টিশব্দ যজ্ঞ ধাতু হইতে উৎপন্ন, যদ্বারা যজ্ঞন করা যায় ; ইন্দ্রাদি কতিপয় দেবতাকে যথাবিধি পুরোডাশদানের নাম ইষ্টি । আহুতি—হ ধাতু হইতে উৎপন্ন, যথাবিধি যন্ত্রকরণক বহ্যাদিকরণক দেবতোদ্দেশে তবিঃপ্রদানের নাম আহুতি ।

[কেন না] যজ্ঞমান ইহা দ্বারা (আহুতি দ্বারা) দেবগণকে আহ্বান করেন । এই জন্য আহুতি সকলের আহুতিত্ব ।

হু স্ব উকারযুক্ত আহুতি শব্দ হবনার্থক হ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; অর্থ—অগ্নিতে যজ্ঞাদি হবনীয় দ্রব্যের প্রদান । এখানে আহুতি দ্বারা দেবগণ আহুত হয়েন বলিয়া, আহ্বানার্থক হেবাধাতু হইতে নিষ্পন্ন আহুতির সহিত আহুতিকে সমানার্থক করা হইল ।

তৎপরে ইষ্টি ও তদঙ্গ আচতার উতিনাম নির্দেশ করা হইতেছে, যথা—
“উতগঃ...ভবন্তি ।”

যদ্বারা (যে ইষ্টি ও আহুতি দ্বারা) দেবগণ যজ্ঞমানের হবে” (যজ্ঞে) আগমন করেন, তাহারই নাম বস্তুতঃ উতি । অথবা যাহা পথ ও যাহা স্রুতি (পথের অবয়ব), তাহাই উতি ; [কেন না] তাহারা (ইষ্টি ও আহুতি) উভয়েই যজ্ঞমানের স্বর্গপ্রাপক (পথ স্বরূপ) হয় ।

উতি শব্দ প্রকৃতপক্ষে রক্ষার্থক অব্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; যাহা দেবগণকে রক্ষা করে, তাহা উতি, অর্থাৎ যজ্ঞ বা তদঙ্গ আহুতি । এখানে যদ্বারা দেবগণ যজ্ঞে আসেন, অথবা যে পথে যজ্ঞমান স্বর্গে যান, এই অর্থ করিয়া উতি শব্দ গমনার্থক আঙ-পূর্বক অয় ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা হইল । “আয়ন্তি যাভিঃ ইতি আঙ পূর্বস্তায়তি-ধাতোর্বণবিকারেণ উতি শব্দঃ ।”

পরে ইষ্টির অঙ্গভূত যাজ্ঞা ও অহুবাধ্যা^১ পাঠকের নামকরণ সম্বন্ধে ব্রহ্মবাদীর প্রশ্ন যথা—“তদাহঃ...আচক্ষত ইতি ।”

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, যখন [হোতা ভিন্ন] অন্য লোকে (অর্থাৎ অধ্বয্যু) আহুতি দান করেন, [তখন

(৩) হব--যজ্ঞ —“হুগ্ধে দেবা অস্মিন্গতি হবঃ ।”

(৪) আগুঃ (স্বর্গবিশেষে “যজ্ঞামহে” এই ভিৎস্ত রেকান্ত) পূর্বক বষট্কারান্তি অর্ধ ঋকে অবস্থান, একটা ঋকে “রাজ্যা” কহে । যে ঋকের প্রথমার্ধে এক বিরাম, চতুস্ত্রয়ে প্রথমস্ত্রি দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীয় বিরাম, দেবতার আহুকুল, কারী সেই ঋকে “পুরুহুহুবাধ্যা” বা “অহুবাধ্যা” কহে ।

তঁাহাকে হোতা না বলিয়া] যিনি অনুবাক্য্য বলেন ও যিনি যাজ্ঞ্য পাঠ করেন, তঁাহাকে কেন হোতা বলা হয় ?

ইহার উত্তর—“যদ্যব...ভবতি ।”

হে বৎস, যেহেতু সেই (যাজ্ঞ্য ও অনুবাক্য্যার পাঠক) সেই [যজ্ঞে] দেবতাগণকে যথাস্থানে, উঁহাকে আবাহন করি, উঁহাকে আবাহন করি, এইরূপে আবাহন করিয়া থাকেন, সেই জন্মই হোতার হোতৃত্ব; [এই জন্ম] তিনিই হোতা হয়েন।

ইষ্টবিধানে আহুতিদানের সময় দুইটি মন্ত্র পাঠিত হয় ; একটি অনুবাক্য্য বা পুরোহিতবাক্য্য, আর একটি যাজ্ঞ্য । অধ্বর্যু আহুতি দেন ও হোতা ঐ মন্ত্র পাঠ করেন । হোতৃ শব্দ হবনার্থ হ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, কাজেই আহুতিদাতার নামই হোতা হওয়া উচিত, অথচ তঁহার নাম অধ্বর্যু ও মন্ত্রপাঠকের নাম হোতা হইল কেন ? ইহার উত্তরে বলা হইল, আঙ্-পূরক বহ্ ধাতু হইতে হোতা (অর্থাৎ আবাহনকর্তা) নিষ্পন্ন করা চলিতে পারে ; তাহা হইলে যিনি যাজ্ঞ্য ও অনুবাক্য্য মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে আবাহন করেন, তিনিই হোতা, ইহা বলিলে দোষ হয় না ।

হোতৃত্বজ্ঞান প্রশংসা বথা—“হোত্রেতি...বেদ”

যিনি ইহা (উপর্যুক্ত উত্তরের প্রতিপাদ্য অর্থ) জানেন, তঁাহাকে হোতা বলা হয় ।

অর্থাৎ তিনি হোতৃকর্মে কুশল হয়েন ।

তৃতীয় খণ্ড

দীক্ষিতের বিবিধ সংস্কার

এইরূপে ইষ্ট, আহুতি, উতি ও হোতৃ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া দীক্ষিত ব্রহ্ম-মানের বিবিধ সংস্কারের প্রস্তাব হইতেছে,—“পুনর্বা...দীক্ষয়ন্তি ।”

যাঁহাকে দীক্ষিত করা হইল, তঁাহাকে পুনরায় ঋত্বিকেরা গর্ভস্বরূপ করিবেন ।

গর্ভ শব্দে ভ্রূণ বুঝায় । যজমান একবার জন্মকালে মাতৃকৃষ্ণিতে বাস করিয়া-
ছিলেন ; পুনরায় তাঁহাকে ভ্রূণরূপে ব্যবহার করিয়া বিবিধরূপে সংস্কৃত করিতে
হয় । তন্মধ্যে প্রথম সংস্কার যথা—“অদ্বিরভিবিষ্ণুস্তি ।”

জল দ্বারা অভিষেক (স্নান) করান হয় ।^১

সেই জলের প্রশংসা যথা “রেতো বা...দীক্ষয়স্তি ।”

জলই রেতঃ । সেইজন্য ইঁহাকে (দীক্ষিত যজমানকে) সরেতস্ক
(রেতোযুক্ত) করিয়া দীক্ষিত করা হয় ।

শ্রুতিমতে রেতঃ হইতে জল উৎপন্ন, এজ্ঞ জলকে রেতঃস্বরূপ বলা যাইতে
পারে^২ । তৎপরে অগ্নিবিধ সংস্কার যথা—“নবনীতেনাভ্যঙ্গস্তি ।”

নবনীত দ্বারা অভ্যঙ্গ করা হয় ।

নবনীত ব্যবহারের কারণ, যথা—“আজ্যং...সমর্দ্ধয়স্তি ।”

আজ্য দেবগণের, সুরভি-যুত মনুষ্যগণের, আয়ুত পিতৃ-
গণের, নবনীত গর্ভের (ভ্রূণগণের) ; অতএব নবনীত দ্বারা যে
অভ্যঙ্গ করা হয়, তাহাতে তাঁহাকে (যজমানকে) আপনার
[উচিত, প্রাপ্য] ভাগের দ্বারাই সমৃদ্ধ করা হয় ।

আজ্য অর্থে গলিতঘৃত ; ঘনীভূত অবস্থায় ঘৃত ; ঐষদগলিত অবস্থায় আয়ুত^৩ ।
পরে অস্ত্র সংস্কার যথা “আঙ্গস্ত্যেনম্ ।”

ইঁহাকে [চক্ষুতে] অঙ্গন দেওয়া হয় ।

অঙ্গনপ্রশংসা যথা “তেজো বা...দীক্ষয়স্তি ।”

এই যে অঙ্গন, ইঁহা অগ্নিদ্বয়ের তেজঃস্বরূপ ; সেই হেতু এত-
দ্বারা ইঁহাকে (যজমানকে) তেজস্বী করিয়া দীক্ষিত করা হয় ।

(১) তৈত্তিরীয় মতে বপনের পর অভিষেক । “অগ্নিরসঃ স্ববর্গং লোকং যন্তোঽঙ্গু দীক্ষা-
তপসী প্রবেশয়ন্ । অঙ্গু ব্রাহ্মী সাক্ষাদেব দীক্ষাতপসী অবরুদ্ধে ।” (৬।১।১২)

(২) “শিষ্টাঃ রেতস আপঃ” (আর্য্যাক ২।৪।১৬) “অগ্নিন্ পঞ্চাঙ্গকে শরীরে বৎ কঠিনঃ
সা পৃথিবী বদ্মং ভদ্রাপঃ”—(গর্ভোপনিষৎ ।)

(৩) “সর্পির্বিলাীনমাজ্যং স্তান্যনভূতঃ যুতঃ বিদুঃ ।” এ বিষয়ে তৈত্তিরীয় মত—‘যুতং
দেবামাং মস্ত পিতৃণাং নিম্পকঃ মনুষ্যাণাম্ ।’ “ঐষদ্বিলীনং মস্ত নিঃশেষেণ বিলাীনং নিম্পকম্ ।” (সারণ)

পরে অল্প সংস্কার—“একবিংশত্যা...পাবয়স্তি ।”

একবিংশতি দর্ভপিঞ্জল (কুশসমষ্টি) দ্বারা পবিত্র করা হয় ।

শুদ্ধির প্রয়োজন প্রদর্শন যথা—“গুহং.....দীক্ষয়স্তি ।”

ইনি [অভিষেকাদি সংস্কার দ্বারা] শুদ্ধ হইলেও তদ্বারা (কুশ দ্বারা পুনরায়) পবিত্র করিয়া দীক্ষিত করা হয় ।

তৎপরে দীক্ষিতকে প্রাচীনবংশ গৃহে^১ প্রবেশের বিধান যথা “দীক্ষিত-
বিমিতং প্রপাদয়স্তি ।”

দীক্ষিতের জন্ম নিম্নিত [প্রাচীন বংশগৃহে তাঁহাকে]
প্রবেশ করাইবে ।

সেই গৃহের যোনিস্বরূপ-প্রদর্শন যথা—“যোনির্কা...স্বাস্থ্যপ্রদায়স্তি”

এই যে দীক্ষিতের জন্ম নিম্নিত, ইহা দীক্ষিতের [পক্ষে]
যোনিস্বরূপই; তদজন্ম ইঁহাকে (জ্ঞানস্বরূপ যজমানকে) আপ-
নার যোনিতেই (গর্ভবাসস্থানে) প্রবেশ করান হয় ।^২

দীক্ষিত পক্ষে তৎপরে নিয়ম যথা—“তস্মাদ্.....চরতি চ”

[যজমান] সেই ঋব (স্থির) যোনি মধ্যে উপবেশন
করিবে ও বিচরণ করিবে ।

তাহার কারণ-প্রদর্শন যথা—“তস্মাদ্.....জায়ন্তে”

• [কেন না] সেইরূপ ঋব যোনিমধ্যে গর্ভ অবস্থান করে
ও [তাহা হইতে] জাত হয় ।

(৪) দেবযজ্ঞনার্থ নিম্নিত গৃহকে প্রাচীনবংশ (প্রাথমিক) শালা বলে । যথা আপস্তম্ব —“আবে
দেবাস ইমহ ইতি পূর্কয়া দ্বারা প্রাথমিকং এবিশ্ত ॥” (১০।৮১)

(৫) শাখান্তরেও যজ্ঞমাসের দেবযজ্ঞগৃহপ্রবেশকে ঋণের যোনিপ্রবেশের সহিত তুলিত
করা হইয়াছে—“তৈত্তিরীয়শ্রুতি “বহিঃ পাবয়িত্বাস্তঃ প্রপাদয়তি, মনুষ্য লোকএবৈবঃ পাবয়িত্বা পুতঃ
দেবলোকং প্রপয়তি” (৬।১।২১)

• “গর্ভে বা এষ বন্দীকিতো যোনির্দীক্ষিতবিমিতঃ বন্দীকিতবিমিতমন্তোতা প্রবেশেৎ যথা
যোনের্গতঃ দেবস্তি তাদৃশেন তত্র প্রপদ্যমানো গোপীশ্বর ।” (শতপথ)

সেই স্থান হইতে বহির্গমন-নিষেধ যথা—“তস্মাদ্.....অত্যাশ্রাবয়েয়ঃ ।”

সেই জ্ঞান দীক্ষিতের জ্ঞান নিশ্চিত [স্থান] ভিন্ন অন্য স্থানে দীক্ষিতকে দর্শন করিয়া আদিত্য (সূর্য্য) যেন উদিত না হয়েন, বা অস্তগত না হয়েন, অথবা [ঋত্বিকেরা যেন দীক্ষিতকে লক্ষ্য করিয়া] আশ্রাবণা^৬ না করেন ।

দীক্ষিত সর্বদা প্রাচীন বংশশালাতেই অবস্থান করিবে ; যদি নিতান্তই বাধ্য হইয়া বাহিরে যাইতে হয়, সূর্য্যোদয় বা সূর্যাস্তগমন-কালে বা আশ্রাবণার সময়ে যেন বাহিরে না থাকেন ।

তৎপরে অত্র সংস্কার—“বাসসা...প্রোগৃবন্তি”

বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করিবে ; [কেন না] এই যে বস্ত্র ইহা দীক্ষিতের পক্ষে উল্লস্বরূপ ; তজ্জ্ঞান ইহাতে তাঁহাকে উল্ল দ্বারাই আচ্ছাদন করা হয় ।^৭

দীক্ষিত ক্রণস্বরূপ ; উৰ্ব্ব অর্থে ক্রণবেষ্টক চর্ম্ম ; এই বস্ত্র ক্রণের উল্লস্বরূপ হয় । পরে অত্র সংস্কার যথা—“কৃষ্ণাজিনং.....ভবতি”

কৃষ্ণাজিন উত্তর (বহির্বেষ্টন) হইবে ।

অর্থাৎ কৃষ্ণাজিন দ্বারা আবার বেষ্টন করিবে । এই বেষ্টন ক্রণরূপী দীক্ষিতের পক্ষে জরায়ু স্বরূপ হইবে । যথা—“উত্তরং...প্রোগৃবন্তি ।”

উল্লের উপরে (বাহিরে) জরায়ু থাকে ; ইহাতে তাঁহাকে জরায়ু দ্বারা আচ্ছাদন করা হয় ।

পুনশ্চ অপর সংস্কার—“মুষ্ঠীকুরুতে”

[যজমান দুই হস্ত] মুষ্টিবদ্ধ করিবে ।^৮

(৬) আশ্রাবণা জুহ উপভূত ধরিয়া অক্ষর্য্য কর্তৃক স্পৃহ করে মন্ত্রপ্রাণ করান ।

(৭) তৈত্তিরীয় শাখায়—“গর্ভো বা এষ বন্দীক্ষিত উৰ্ব্ব বাসঃ প্রোগৃতে তস্মাদ্গর্ভাঃ প্রাবৃত্তা জায়ন্তে ।” (৩।১।৩২)

(৮) আপস্তম্ব—“অথাজুর্দীক্ষিতঃ । বাহা বস্ত্রঃ মনসেতি যে বাহা দিব ইতি যে বাহা পৃথিব্যা ইতি যে বাহোরোরস্ত্রিকাদিতি যে বাহা বজ্রং বাতাদানন্ত ইতি মুষ্ঠীকরোতি ।” (১০।১১।৩৪)

তৎপ্রশংসা যথা—“মুষ্টি.....কুরুতে”

গর্ভ মুষ্টি করিয়া অভ্যন্তরে শয়ান থাকে ; কুমার (নবপ্রসূত শিশু) মুষ্টি করিয়া জন্মগ্রহণ করে ; অতএব এই যে (যজমান) মুষ্টি করিবে, ইহাতে যজ্ঞকে ও সকল দেবতাকে মুষ্টিমধ্যে ধরা হয় ।”

প্রকারান্তরে মুষ্টিদ্বয়ের প্রশংসা যথা—“তদাহ.....তথেন্তি” ।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, যে পূর্বে দীক্ষিত, তাহার সংসব দোষ হয় না, [কেন না] তৎকর্তৃক [মুষ্টিমধ্যে] যজ্ঞ ধৃত হইয়া রহিয়াছে ও দেবতাও ধৃত হইয়া রহিয়াছেন ; যে পরে দীক্ষিত, তাহার যেরূপ আর্তি (অনিষ্ট) হয়, ইহার (পূর্বদীক্ষিতের) সেরূপ হয় না ।

হইজন ব্যক্তি একসঙ্গে পরস্পর নিকটে থাকিয়া সোমযোগ করিলে উহা পরস্পর দীর্ঘা প্রকাশক বলিয়া দৃশ্য হয় ; উহাকে সংসব দোষ বলে^{১০} । এরূপ স্থলে যে ব্যক্তি পূর্বে দীক্ষিত হয়, তাহার দোষ ঘটে না, কেন না সে পূর্বেই যজ্ঞকে ও দেবতাগণকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়াছে । যিনি পরে দীক্ষিত, তাহারই অনিষ্ট ঘটে ; তাহাকেই তজ্জন্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ।

তৎপরে কৃষ্ণাজিন পরিত্যাগ-বিধান যথা—“উমুচ্য.....জায়ন্তে”

কৃষ্ণাজিন উন্মোচন করিয়া অবভূথ (স্নানদেশ) গমন করিবে ; [কেননা] সেই জরায়ু হইতে মুক্ত হইয়া গর্ভ জন্মগ্রহণ করে ।

কিন্তু বেটনবস্ত্র পরিত্যাগ করিবে না, তাহার কারণ-প্রদর্শন যথা—“সহৈব...
...জায়তে ।”

(৯) শাখান্তরে—“মুষ্টিকরোতি বাচং বচ্ছতি যজ্ঞস্ত মুঠৌ ।” (তৈঃ ৩।১।৪।৩)

(১০) হইজনের মধ্যে নদী বা পর্কণ্ড বাবধান থাকিলে সংসব দোষ হয় না—“সংসবোহনন্ত-
হিতেন্ন নদ্যা বা পর্কণ্ডেন বা ।”

বস্ত্রের সহিতই [অবভূথ স্নানে] যাইবে ; [কেন না]
কুমার উষ্ম" সমেত জন্মগ্রহণ করে ।

প্রাচীন বংশ-শালা হইতে বাহিরে আসিয়া স্নানদেশে গমন ক্রণের জন্মগ্রহণ
স্বরূপ ; তাহাতে স্রাব্য হইতে মোক্ষণ হয় । কিন্তু ক্রণ উষ্ম সমেত ভূমিষ্ঠ হয় ।

চতুর্থ খণ্ড

যাজ্ঞা ও অনুবাক্য

দীক্ষণীয় ইষ্টিবিধানের ও আনুষ্ঠানিক সংস্কারাদি বিধানের পর এক্ষণে ঋত্বেদ-
প্রতিপাদ্য হোত্র-কৰ্ম্ম (হোতার কর্তব্য) বিধান হইতেছে, যথা—“ত্বমগ্নে...তন্মৈ ।”

যে যজ্ঞমান ইতঃপূর্বে [সোম] যাগ করে নাই, তাহার
জন্ম “ত্বমগ্নে সপ্রথা অসি” এবং “সোম যাস্তে ময়োভুবঃ”
[এই দুইটি ঋক্ মন্ত্র] আজ্যভাগদ্বয়ের পুরোহনুবাক্য রূপে
পাঠ করিবে ।

স্মৃতাঙ্কতি-দানের সময়ে অধ্বয্যুর আদেশানুসারে হোতা এই দুইটি মন্ত্র পাঠ
করিবে । প্রথম আহুতির একটি মন্ত্র, দ্বিতীয় আহুতির অপর মন্ত্র । এই মন্ত্র
পাঠের ন্যায় পুরোহনুবাক্য পাঠ ।

প্রথম মন্ত্রটির প্রয়োগের কারণ প্রদর্শন যথা—“ত্বয়া.....বিতনোতি ।”

[হে অগ্নে ! ঋত্বিক্গণ] তোমার [প্রসাদে] যজ্ঞ বিস্তার
করিতেছেন—এই বাক্য দ্বারা ইহার (যজ্ঞমানের) জন্ম
যজ্ঞকে বিস্তৃত করা হয় ।

অগ্নি যজ্ঞমানের জন্ম অগ্নি মন্ত্রের বিধান যথা—“অগ্নিঃ.....তন্মৈ ।”

(১১) উষ্ম—ক্লেদাকার স্রাব্য অপেক্ষা অতিশয় সূক্ষ্ম চর্ম্ম ।

(১) ত্বমগ্নে সপ্রথা অসি মূঠো হোতা বয়েণাঃ । ত্বয়া যজ্ঞঃ বিতথতে । (ঋক্ ৫।১৩।৪)

(২) সোম যাস্তে ময়োভুব উভয়ঃ সন্নি পাত্তবে । তাজিরো অবিজা ভব । (১।২২।১)

যে (যজমান) পূর্বের যাগ করিয়াছে, তাহার জন্ম “অগ্নিঃ প্রত্নেন মন্মনা” এবং “সোম গীৰ্ভিক্তা বয়ম্” এই দুই মন্ত্র ।

দ্বিতীয় বার অনুষ্ঠিত যাগের সময় উভয় আহুতির জন্ম এই দুই মন্ত্র পুরোহিতবাক্য হইবে ।

প্রথম মন্ত্রপ্রয়োগের আনুকূল্য দেখান হইতেছে যথা “প্রত্নমিতি..... অভিবদতি ।”

প্রত্ন (পুরাতন) এই পদ দ্বারা (পূর্বের অনুষ্ঠিত সোম-যাগের কথা) বলা হইল ।

কিন্তু অন্তরূপ মন্ত্রেরও বিধান আছে ; পূর্বোক্ত মত সকলে আদর করেন না যথা—“তং তং নাদৃত্যম্ ।

এ বিষয়ে [যাহা বিহিত হইল] তাহা আদরণীয় নহে ।

দীক্ষণীয় ইষ্টিতে দুইটি আজ্যভাগ সম্বন্ধে “ত্বমগ্নে” ইত্যাদি যে অনুবাক্য পাঠ করিবে, এই মত গ্রাহ্য নহে ।

“অগ্নিব্রত্ৰাণি জজ্ঞান” এবং “ত্বং সোমাসি সৎপতিঃ” এই দুই বাক্ত্রগ্ন (ব্রত্ৰহা দেবতা-সম্বন্ধীয়) মন্ত্র পাঠ করিবে ।

দুই আহুতিতে এই দুইটি পুরোহিতবাক্য হইতে পারে । যে পূর্বে যাগ করে নাই বা করিয়াছে, উভয় যজমানের পক্ষেই এই বিধান চলিতে পারে ।

এই দুই মন্ত্রের প্রয়োজ্যতা-প্রদর্শন যথা—“ব্রত্ৰং.....কর্তব্যো”

যাহাকে (যে যজমানকে) যজ্ঞে প্রেরণ করা (দীক্ষিত করা) হয়, সে ব্রত্ৰকে (পাপরূপ শত্রুকে) হত্যা করে ; এই জন্ম বাক্ত্রগ্ন (ব্রত্ৰহত্যা-সম্বন্ধীয়) মন্ত্রদ্বয় পাঠ করা কর্তব্য ।

আজ্যভাগ-দান কৰ্ম্মান্ত, ইহাতে পুরোহিতবাক্য পাঠ হয় । তৎপরে হবিঃ-

(৩) অগ্নিঃ প্রত্নেন মন্মনা গুণতানন্তরং স্বাঃ । কবিঃ বিশেষণ ব্যবুধে । (৮।৪৪।১২)

(৪) সোম গীৰ্ভিক্তা বয়ম্ বর্ধয়ামো বচো বিদঃ । হৃদ্যডীকো ন আ বিদঃ । (১।১১।১১)

(৫) অগ্নিব্রত্ৰাণি জজ্ঞানন্ ত্রিবিধ্যাঃ বিপজ্জমা । সমিদ্ধঃ শুক্ল-ব্রাহ্মতঃ । (৬।১৬।৩৪)

(৬) ত্বং সোমাসি সৎপতিঃ স্বাক্ষোক্ত ব্রত্ৰহা । স্বঃ শুক্লো অসি ক্রতুঃ । (১।১১।৫)

কৰ্ম প্রধান কৰ্ম ; তাহাতে যাজ্ঞা ও অনুবাক্যা পাঠ হয়। এক্ষণে তাহার বিধান হইতেছে যথা—“অগ্নিমুখং.....ভবতঃ”

“অগ্নিমুখং প্রথমো দেবতানাম্”^১ এবং “অগ্নিশ্চ বিষ্ণো তপ উত্তমং মহঃ”^২ এই দুইটি অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে হবিঃ-প্রদানের জন্য অনুবাক্যা ও যাজ্ঞা।

প্রথম মন্ত্রটি অনুবাক্যা, দ্বিতীয়টি যাজ্ঞা। এই দুই মন্ত্রের প্রয়োজ্যতা যথা—
“আগ্নাবৈষ্ণব্যো.....অভিবদতি”

অগ্নি ও বিষ্ণুর সম্বন্ধী এই দুই ঋক্ রূপ-সমৃদ্ধ; [কেন না] এই দুই ঋক্, যে কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাকেই পূর্ণভাবে উল্লেখ করিতেছে ; এবং যাহা [নিজে] রূপসমৃদ্ধ, তাহা যজ্ঞকেও সমৃদ্ধ (সম্পূর্ণ) করে।

ঐ দুই ঋকে যজ্ঞমানকে দীক্ষাদানের জন্তই অগ্নি ও বিষ্ণুকে আহ্বান করা হইয়াছে। তজ্জন্ত এই দীক্ষাকার্য্যে এই দুই মন্ত্রই সর্বতোভাবে অনুকূল ; তজ্জন্ত ঐ ঋক্ পাঠ করিলে কৰ্ম্মের কোনরূপ বিঘ্ন বা বৈকল্য ঘটবার আশঙ্কা থাকে না।

পুনশ্চ মন্ত্রদ্বয়ের প্রশংসা—“অগ্নিশ্চ.....দীক্ষয়েতামিতি।”

এই যে অগ্নি আর যে বিষ্ণু, ইঁহারা দেবগণের মধ্যে দীক্ষার পালনকর্তা ; ইঁহারাই দীক্ষাকৰ্ম্মের ঈশ্বর (প্রভু) ; অতএব অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দিষ্ট যে হবিঃ, তদ্বারা যাঁহারা দীক্ষার ঈশ্বর,

(৭,৮) এই ঋক্ দুইটি প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদ-সংহিতার শাকলশাখায় নাই। আশ্বলায়ন-শ্রৌত-সূত্র ৪।২ মধ্যে ইহা অত্র শাখা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে—

“অগ্নিমুখং প্রথমো দেবতানাং সংগতানামুত্তমো বিষ্ণুরাসীৎ ।

যজ্ঞমানায় পরিগৃহ্য দেবান্ দীক্ষয়েদং হবিরাগচ্ছতং নঃ ॥

অগ্নিশ্চ বিষ্ণো তপ উত্তমং মহো দীক্ষাপালায় বনতং হি শত্রা ।

বিষেদেবৈবজ্জিহৈঃ সংবিদানো দীক্ষামস্মৈ যজ্ঞমানায় ধত্তম্ ॥”

তঁাহারাই প্রীত হইয়া [যজমানকে] দীক্ষা দান করেন ।

যাঁহারা দীক্ষয়িতা, তঁাহারাই দীক্ষিত করেন ।

উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের ছন্দঃপ্রশংসা যথা—“ত্রিষ্টুভৌ.....সেন্দ্ৰিয়ত্বায়”

ত্রিষ্টুপ্ দুইটী [যজমানকে] সেন্দ্ৰিয়ত্ব (ইন্দ্রিয়যুক্তত্ব
অর্থাৎ বলবীৰ্য্য) প্রদান করে ।

পঞ্চম খণ্ড

বিবিধ কামা সংযাজ্যা

প্রধান হবিঃপ্রদানের যাজ্ঞা ও অনুবাক্যা উক্ত হইল ; এক্ষণে স্থিষ্টকৃত্তং যাগে
বিবিধ ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিশেষরূপ যাজ্ঞা ও অনুবাক্যার বিধান করা হইতেছে—
“গায়ত্র্যৌ.....ব্রহ্মবর্চসকামঃ।”

তেজস্কাম [ও] ব্রহ্মবর্চসকাম [যজমান] গায়ত্রীদ্বয়কে
স্থিষ্টকৃত্তের সংযাজ্যা করিবে ।

“স হব্যবাহুর্মর্ত্যঃ” (সং ৩১১২) “অগ্নির্হোতা পুরোহিতঃ” (সং ৩১১১)
এই দুইটী গায়ত্রীকে সংযাজ্যরূপে পাঠ করিলে যজমানের তেজঃ (শরীরকান্তি)
ও ব্রহ্মবর্চস (বেদাধ্যয়নসম্পত্তি) জন্মে । স্থিষ্টকৃত্তং যাগে বিধিত যাজ্ঞা ও অনু-
বাক্যকে সংযাজ্যা বলা হয় ।

উক্ত ফলপ্রদানে গায়ত্রীর ক্ষমতা আছে—“তেজো বৈ.....গায়ত্রী”

গায়ত্রীই তেজ এবং ব্রহ্মবর্চস ।

ইহা জানার ফল—“তেজস্বী...কুরুতে”

যে (যজমান) এই প্রকার জানিয়া গায়ত্রী দুইটী [সংযাজ্যা]
করে, [সে] তেজস্বী ও ব্রহ্মবর্চসযুক্ত হয় ।

উক্ত অনুষ্ঠান দ্বারাই ফললাভ হয়, কিন্তু উক্তরূপ ফলবত্তা জানিয়া অনুষ্ঠান

করিলে অধিক ফল হয়। ফলাস্তরের নিমিত্ত অপর ছন্দের বিধান—
“উক্ষিহা... কুর্কীত”

অথবা আয়ুক্ষাম দুইটি উক্ষিক্কে [সংযাজ্য] করিবে।

“অগ্নে বাজন্ত গোমতঃ” (সং ১৭৯৮) “স হৃদানো বম্বুক্ষবিঃ” (সং ১৭৯৫)
এই দুইটি উক্ষিক্ছন্দের জপ করিলে শত বৎসর আয়ু হয়। যে হেতু উক্ষিক্
ছন্দকেই আয়ু বলা হইতেছে——“আয়ুর্কী উক্ষিক্”

উক্ষিক্ ছন্দই আয়ুঃ।

এইরূপ অবগতির প্রশংসা “সর্বমাযুঃ.....কুরুতে”

যে এই প্রকার জানিয়া উক্ষিক্ দুইটি [সংযাজ্য] করে,
[সে] সম্পূর্ণ আয়ু পায়।

ফলাস্তরের জন্ত অপর ছন্দের বিধান——“অনুষ্ঠুভৌ..... কুর্কীত”

স্বর্গকামী দুইটি অনুষ্ঠুপ্কে [সংযাজ্য] করিবে।

“স্বমগ্নে বম্বু” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় অনুষ্ঠুপ্ছন্দ (সং ১৪৫১,২)। অনুষ্ঠুপ্ছন্দ
স্বর্গের কারণ, যথা “দ্বয়োর্কী.....প্রতিতিষ্ঠতি।”

দুই অনুষ্ঠুপের চতুঃষষ্টি অক্ষর ; [ক্রমশঃ] উর্দ্ধে অবস্থিত
এই তিন লোক (পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ প্রত্যেকে) একবিংশতি-
অবয়বযুক্ত ; [যজমান] একবিংশতি একবিংশতি অক্ষর দ্বারা
[ক্রমশঃ] এই সকল লোকে আরোহণ করেন, [আর]
চতুঃষষ্টিতম [অক্ষর] দ্বারা স্বর্গলোকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় উক্ত আছে, দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরে একটি অনুষ্ঠুপ্ ছন্দ হয় ;
তবেই দুইটি অনুষ্ঠুপ্ মিলিয়া চৌষষ্টি অক্ষর হইবে ; তাহাতে প্রথম একবিংশতি
অক্ষরে একবিংশতি অবয়ববিশিষ্ট ভুলোক, দ্বিতীয় একবিংশতিতে তথাবিধ অন্তরিক্ষ,
তৃতীয় একবিংশতি অক্ষরে তথাবিধ স্বর্গলোক, এইরূপ উপর্যুপরিভাবে তিনলোক
অতিক্রম করিলে স্বর্গে আরোহণমাত্র হইল ; অবশিষ্ট চতুঃষষ্টিতম অক্ষর দ্বারা
যজমান সেই স্বর্গলোকেই অবস্থিত থাকে। উক্তরূপ জ্ঞানের প্রশংসা—
“প্রতিতিষ্ঠতি...কুরুতে”

যে এই প্রকার জানিয়া দুইটি অনুষ্ঠপ্ [সংযাজ্য] করে,
[সে] প্রতিষ্ঠিত হয় ।

ফলাস্তরের জ্ঞাত অপর ছন্দের বিধান—“বৃহতৌ.....কুর্কীত”

শ্রীকামী ও যশস্কামী দুইটি বৃহতীকে [সংযাজ্য] করিবে ।

“এনা বো অগ্নিঃ” (সং ৭।১৬।১) “উদন্ত শোচিরহাং” (৭।১৬।৩) এই দুইটি বৃহতী ছন্দ । বৃহতীছন্দের শ্রী ও যশের কারণত্ব—“শ্রীর্কৈ... ..বৃহতী”

ছন্দঃসমূহের মধ্যে বৃহতী শ্রী [ও] যশঃ [-স্বরূপ] ।

পশুসম্পত্তি প্রদানে সকল ছন্দের মাৎসর্য্য হইয়াছিল ; তন্মধ্যে বৃহতী জয়লাভ করেন । অত্যাচ্ছন্দ বৃহতীকে আশ্রয় করিয়াছিলেন ; এই জ্ঞাত বৃহতী শ্রীস্বরূপ । (তৈত্তিরীয় মত) ।^১ ইহা জানার প্রশংসা “শ্রিয়মেব.....কুরুতে”

যে এই রূপ জানিয়া বৃহতী দুইটি [সংযাজ্য] করে,
[সে] আপনাতে শ্রী এবং যশ ধারণ করে ।

অহীনসাদি^২ পরবর্তী যজ্ঞকাম যজ্ঞমানের জ্ঞাত অপর ছন্দের বিধান হইতেছে,
“পঙ্তী.....কুর্কীত”

যজ্ঞকামী দুইটি পঙ্তিকে [সংযাজ্য] করিবে ।

“অগ্নিঃ তং মত্তে” ইত্যাদি দুইটি মত্ত পঙ্তি (সং ৫।৬।১,২) ; যজ্ঞের সহিত পঙ্তি ছন্দের সম্বন্ধ—“পাঙ্তো বৈ যজ্ঞঃ”

যজ্ঞ পঙ্তি (ছন্দঃ)-সম্বন্ধী ।

ইহা জানা আবশ্যক—“উপৈনং.....কুরুতে”

যে (যজ্ঞমান) এই প্রকার জানিয়া পঙ্তি দুইটি [সংযাজ্য]
করে, যজ্ঞ তাহাকে সমীপে [আসিয়া] প্রণাম করে ।

বীৰ্য্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত অপর ছন্দের বিধান—“ত্রিষ্টুভো.....কুর্কীত”

বীৰ্য্যকাম [যজ্ঞমান] ত্রিষ্টুপ্ দুইটিকে [সংযাজ্য] করিবে ।

(১) “ছন্দাংসি পণ্ডাজিমযুতান্ বৃহত্বাদজয়ং তন্মাদ্বাহতাঃ পশব উচ্যন্তে” (৫।৩।২।৩৪)

(২) যজ্ঞবিশেষ ।

“যে বিরূপে চরতঃ” ইত্যাদি মন্ত্রধ্বন্য ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ (সং ১১৩১১,২)। ত্রিষ্টুপ্-
ছন্দের বীৰ্য্যজনকষে প্রমাণ—“ওজো.....ত্রিষ্টুপ্”।

ত্রিষ্টুপ্ (ছন্দ) বীৰ্য্য, ওজঃ এবং ইন্দ্রিয় [-স্বরূপ]।

বীৰ্য্য শরীর-বল ; ওজঃ বলবর্দ্ধক অষ্টম ধাতু ; ইন্দ্রিয় নেত্রাদির পটুত্ব।

ইহা জানা আবশ্যক—“ওজস্বী.....কুরুতে”

যে এইরূপ জানিয়া ত্রিষ্টুপ্ দুইটি [সংযাজ্য] করে, [সে]
ওজস্বী ইন্দ্রিয়বান্ এবং বীৰ্য্যবান্ হয়।

গবাদি পশুলাভের নিমিত্ত অপর ছন্দের বিধান—“জগত্যো.....কুর্কীত”

পশুকাম দুইটি জগতীকে [সংযাজ্য] করিবে।

“জনশ্র গোপা” ইত্যাদি মন্ত্র দুইটি জগতীচ্ছন্দ। (সং ৫১১১১,২) পশুলাভ
জগতীচ্ছন্দের সাধ্য—“জাগতা বৈ পশবঃ”

পশুগণ জগতীচ্ছন্দঃ-সম্বন্ধী।

ইহা জানা আবশ্যক—“পশুমান্.... কুরুতে”

যে এইরূপ জানিয়া জগতীদ্বয় [সংযাজ্য] করে, [সে]
পশুমান্ হয়।

অন্নার্থীর জন্ত অপর ছন্দের বিধান—“বিরাজো.....কুর্কীত”

ভোজনযোগ্য অন্নার্থী দুইটি বিরাট্কে [সংযাজ্য]
করিবে।

“প্রেক্ষোহগ্নে,” “ইমো অগ্নে” এই দুইটি বিরাট্ ছন্দ। (সং ৭১১৩,১৮) অন্ন
বিরাজনের কারণ বিধায় বিরাট্ স্বরূপ যথা—“অন্নং বৈ বিরাট্”

অন্নই বিরাট্।

ইহাই স্পষ্ট করা হইতেছে—“তন্মাদ.....বিরাট্ভব্”

সেই হেতু ইহ [লোকে] যাহারই ভূরি অন্ন থাকে, সেই
ব্যক্তি লোকে ভূরিপরিমাণে বিরাজমান (শোভমান) হয় ; সেই
জন্ত বিরাট্ ছন্দের বিরাট্ভব্।

ইহা জানা আবশ্যক—“বি শ্বেবু.....বেদ”

যে ইহা জানে, [সে] আপনার লোকের (জাতিগণের)
মধ্যে বিশেষরূপে শোভমান হয় [এবং] আপনার লোকের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় ।

ষষ্ঠ খণ্ড

নিত্য সংযাজ্যা ও সত্যোক্তি

নানাবিধ বিশেষ ফলপ্রদ কাম্য সংযাজ্যার পরে নিত্য সংযাজ্যার বিধান
হইতেছে ; তদর্থ বিরাট্ ছন্দের প্রশংসা—“অথো.....যদ্বিরাট্”

অনন্তর, যে বিরাট্ (ছন্দ) [আছে], এই ছন্দ পঞ্চ-
বীৰ্য্য [-বিশিষ্ট]

তাহা স্পষ্ট করিতেছে—যত্রিপদা.....তৎ পঞ্চমং”

যে হেতু [এই বিরাট্ ছন্দ] ত্রিপাদবিশিষ্ট, সেই হেতু
[ইহা] উষ্ণিকৃৎস্বরূপা ও গায়ত্রীস্বরূপা ; যে হেতু ইহার
(বিরাট্ ছন্দের) পাদসকল একাদশাক্ষরবিশিষ্ট, সেই হেতু
[ইহা] ত্রিষ্টুপ্‌স্বরূপা ; যে হেতু [এই বিরাট্ ছন্দ]
ত্রয়স্ত্রিংশদক্ষরা, সেই হেতু [ইহা] অনুষ্টুপ্‌, [কেননা] এক
অক্ষর দ্বারা বা দুই [অক্ষর] দ্বারা ছন্দ বিগত হয় না ; যে
হেতু ইহা বিরাট্‌, সেই হেতু [ইহার] পঞ্চম [বীৰ্য্য আছে]

বিরাট্‌ ছন্দে উষ্ণিকৃ, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্‌, অনুষ্টুপ্‌ ও বিরাট্‌ এই পঞ্চবিধ ছন্দের
বীৰ্য্য ঋ সামর্থ্য আছে, একে একে তাহার কারণ প্রদর্শিত হইল। অনুষ্টুপ্‌ভের
বত্রিশ অক্ষর; তবে বিরাট্‌ ছন্দ কিরূপে অনুষ্টুপ্‌ভের সমান হইল, এই আপত্তি
খণ্ডনার্থ বলা হইল, দুই এক অক্ষরের কম বেশীতে ছন্দ নষ্ট হয় না। আবার

“প্রেক্ষো অগ্নে” এই ঋকে ‘উনত্রিশ অক্ষর’ ও “ইমো অগ্নে”^১ এই ঋকে বত্রিশ অক্ষর, ইহাতেও উহাদের বিরাট্ নষ্ট হয় না, কেননা এক বা দুই অক্ষরের ন্যূনতাত্ত্বিক ধর্তব্য নহে।

এইরূপ জ্ঞানের প্রশংসা—“সর্বেষাং.....কুরুতে।”

যে এই প্রকার জানিয়া বিরাট্ (ছন্দ) দুইটিকে [সংযাজ্য] করে, [সে] সকল ছন্দের বীৰ্য্য (সামর্থ্য) অবরোধ (আকর্ষণ) করে, সকল ছন্দের বীৰ্য্য ভোগ করে, সকল ছন্দের সাযুজ্য, সারূপ্য [ও] সালোক্য লাভ করে, অন্নভক্ষণসমর্থ (নীরোগ) ও অন্নপতি (বহুবিধ ভক্ষ্য বস্তুর অধীশ্বর) হয়, [ও] প্রজার (পুত্রাদির) সহিত অন্ন ভোগ করে।

সকল ছন্দ অর্থে এস্থলে উষ্ণিক্, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, অম্বুষ্টুপ্, ও বিরাট্ ছন্দ। যে উক্ত বিরাট্ ছন্দের সামর্থ্য জানে, সে সেই সকল ছন্দের অভিমানী দেবতার সহিত সহচরত্ব, তুল্যরূপত্ব ও এক স্থানে নিবাস লাভ করে। এই হেতু বিরাট্ ছন্দকে সংযাজ্য করিলে অত্রাত্ত্ব ছন্দের ফল পাওয়া যায়—“তন্মাদ্বিরাজাবেব.....ইত্যেতে।”

সেই হেতু “প্রেক্ষো অগ্নে” “ইমো অগ্নে” এই বিরাট্ ছন্দ দুইটিকে [সংযাজ্য] করিবে।

স্বিষ্টকৃতের সংযাজ্য বিধানের পর দীক্ষিতকে সত্যকথা বলিতে উপদেশ হইতেছে—“ঋতং.....বদিতব্যং”

বৎস, দীক্ষা ঋত, দীক্ষা সত্য, সেই হেতু দীক্ষিত সত্যই বলিবে।

ঋত অর্থে সত্যচিন্তা, সত্য অর্থে সত্যকথা। কিন্তু সকলে ইহাতে সমর্থ হয় না যথা—“অথো.....ইতি”

পক্ষান্তরে [ব্রহ্মবাদীরা] নিশ্চয়ই বলেন, কোন্ মনুষ্য সকল

(১) “প্রেক্ষো অগ্নে দীর্ঘিহ পুরো নোহজ্জশ্রয়া হৃদ্যা যবিষ্ঠ। স্বাং শবন্ত উপযজি বাজাঃ ॥” ৭।১।৩

(২) “ইমো অগ্নে বীতভমানি হব্যাক্রশোকসি দেবত্যাতিমচ্ছ। প্রতি ন ঐংহরভাণি ব্যস্ত ॥” ৭।১।১৮

[কথা] সত্য বলিতে সমর্থ ? দেবগণই সত্যতৎপর, মনুষ্যগণ অনৃততৎপর ।

তৎপক্ষে ব্যবস্থা—“বিচক্ষণবতীং...বদেৎ”

বিচক্ষণ [এই চতুরক্ষর মন্ত্র]-বিশিষ্ট বাক্য বলিবে ।

দেবদত্ত বিচক্ষণ ! জল আন, রামচন্দ্র বিচক্ষণ ! চন্দ্র দেখ, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবে । বিচক্ষণ এই মন্ত্র দ্বারা সত্য কথনের ফল কিরূপে হয় দেখান হইতেছে যথা—“চক্ষুর্ভৈ...পশ্চতি”

চক্ষুই বিচক্ষণ, যে হেতু ইহাদ্বারা বিশেষরূপে দেখা যায় ।

দর্শনার্থক চক্ষিঙ্ ষাৎ হইতে “বিচক্ষণ” এই শব্দটি উৎপন্ন ; বিশেষরূপে বস্তুনির্গম ইহার দ্বারা হয় ; “বি পশ্চতীতি বিচক্ষণম্”—অর্থ নেত্র ; অতএব চক্ষু ও বিচক্ষণ এই দুইটি শব্দ এক পর্য্যায় । হউক এক পর্য্যায় শব্দ, তথাপি তদ্বারা সত্য প্রপূরণ কেন হইবে ? তদন্তর “এতচ্চ.....যচ্চক্ষুঃ”

[এই] যে চক্ষু, ইহাই মনুষ্যগণে সত্য [রূপে] নিহিত ।

প্রমাণ * সমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ ; প্রত্যক্ষ প্রমাণের ও সত্যজ্ঞানের সাধন চক্ষু ; এই হেতুতেই চক্ষুর সমপর্য্যায় বিচক্ষণ শব্দপ্রয়োগে বক্তার সত্যে প্রবৃত্তি হইবে । চক্ষুরই যথাবদ্বস্তদর্শনের কারণতা—“তস্মাদ্.....শ্রদ্ধধাতি”

[যে হেতু চক্ষু দর্শনের কারণ] সেই হেতু [লোকে] আচক্ষাণকে (বক্তাকে) জিজ্ঞাসা করে—তুমি [কি এইরূপ] দেখিয়াছ ? সে যদি বলে, আমি দেখিয়াছি, তখন তাহার [বাক্য] বিশ্বাস করে । যদি [কেহ স্বচক্ষে] স্বয়ং দেখে, [তবে সে] অপর অনেকের [কথাও] বিশ্বাস করে না ।

দূর হইতে স্বাগুতে মানুষ ভ্রম হয় ; যে নিকট হইতে দেখে, সে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করে, পরের কথায় স্বাগুকে মানুষ বলে না । তৈত্তিরীয়গণও তাহাই বলিয়াছেন । এই জন্ত চক্ষুর পর্য্যায় বিচক্ষণ শব্দ ব্যবহারে সত্য কথনের ফল হয় ;—সেই বিধানের উপসংহার যথা—“তস্মাৎ.....ভবতি”

সেহেতু বিচক্ষণবতী (এই শব্দবিশিষ্ট) বাক্যই বলিবে ;
ইহার (বিচক্ষণ-শব্দযুক্ত বাক্যবক্তার) [যে] বাক্য, [তাহা]
মিথ্যা হইলেও অত্যন্ত সত্য হয়, অত্যন্ত সত্য হয় ।

অর্থাৎ ফলতঃ মিথ্যা হইলেও বিচক্ষণ এই মন্ত্রশক্তিতে উহা প্রচুর সত্য হয়,
মিথ্যাদোষে দূষিত হয় না ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

প্রায়গীয়েষ্টি বিধান

প্রথমাধ্যয়ে দীক্ষণীয় ইষ্টি, তাহার প্রশংসা, যজ্ঞমানের সংস্কার, তাহার যাজ্ঞা,
অমুবাক্যা, সংযাজ্ঞা ও সত্যকথন বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর প্রায়গীয়াদি
বিধানের নিমিত্ত দ্বিতীয়াধ্যায়ের আরম্ভ। সৰ্ব্বাগ্রে প্রায়গীয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি
হইতেছে—“স্বর্গং.....প্রায়গীয়াত্মম্”

এই যে প্রায়গীয়া [নামক কৰ্ম], ইহার দ্বারা [যজ্ঞমান]
স্বর্গলোকের সমীপে যায় ; সেই হেতু প্রায়গীয়ের প্রায়গীয়াত্মম্ ।

প্রপূর্বক ই ধাতু হইতে “প্রায়গীয়া” শব্দ নিষ্পন্ন ; প্রায়শ্চি অনেন—প্রকৃষ্টরূপে
গমন করে (স্বর্গে) যজ্ঞাদি, তাহার নাম প্রায়গীয়া । অনন্তর প্রায়গীয়া এবং
উদয়নীয় উভয় কৰ্ম্মের প্রশংসা—“প্রাগো.....প্রতিপ্রজাতো”

(১) দীক্ষার পরে সোমলতাক্রম করিবে, এবং সেই দিবসেই প্রায়গীয়েষ্টি করিবে। ইহা
আবলারন বলেন—“দীক্ষান্তে রাজক্রমঃ” (৪।২।১৮), “তদন্তঃ প্রায়গীয়েষ্টিঃ” (৪।৩।২) অর্থাৎ
দীক্ষা-দিবস শেষ হইলে, তৎপরবর্তী দ্বিতীয় দিবসে সোমক্রম করিবে। (গার্গ্যানারায়ণ)

প্রাণ (বায়ু) প্রায়ণীয়, উদান উদয়নীয়, সমান (বায়ু) হোতা; প্রাণ ও উদান উভয়ে সমান (অভিন্ন); [উক্ত কৰ্ম্মদ্বয় দ্বারা] প্রাণের সামর্থ্য জন্মে, [এবং] প্রাণের [বিষয়ে] জ্ঞান জন্মে।

প্র-শব্দ সাম্য হেতু প্রাণ বায়ু প্রায়ণীয়; উৎ-শব্দ সাম্য হেতু উদান বায়ু উদয়নীয়; একই দেহে অবস্থিতি হেতু উভয় বায়ু সমান (অভিন্ন); আবার প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় উভয় কৰ্ম্মে একই ব্যক্তি যাজ্ঞা ও অমুবাচ্য পাঠ করিয়া হোতার কার্য করেন, বলিয়া উভয় কৰ্ম্মও সমান; হোতাও সমান (একই ব্যক্তি); এই হেতু সমান বায়ুই হোতা। উভয় কৰ্ম্ম দ্বারা দেহস্থ বায়ুসকল কার্যক্ষম হয়; ও কোন্টা প্রাণ, কোন্টা উদান এইরূপ জ্ঞান জন্মে। যজ্ঞে দেবতা-বিশেষের আধ্যাত্মিকা—“যজ্ঞো.....হস্তাঃ”

যজ্ঞ (সোমযাগাভিমানি-দেবতা) দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন; [তখন] সেই দেবগণ কোনও (যজ্ঞাদি) করিতে পারিতেন না এবং জানিতে পারিতেন না। [তৎপরে] তাঁহারা অদিতিকে বলিলেন, তোমার প্রসাদে আমরা এই যজ্ঞকে প্রকৃষ্টরূপে জানিব; তিনি (অদिति) বলিলেন, তাহাই হউক; [কিন্তু] সেই [আমি অদिति], তোমাদের নিকটে বরপ্রার্থনা করিতেছি। [দেবগণ কহিলেন] প্রার্থনা কর; তিনি (অদिति) এই বর চাহিলেন—যজ্ঞ সকল (সোমযাগাদি) মৎপ্রায়ণ (আমাকে লইয়া আরন্ধ) হউক এবং মতুদয়ন (আমাকে লইয়া অবসান) হউক। [দেবগণ কহিলেন] তাহাই হইবে। যে হেতু [চরু] ইহার (অদিতির) বর দ্বারা প্রার্থিত হইয়াছিল, সেই হেতু প্রায়ণীয় চরু (যজ্ঞারম্ভের ইচ্ছিতে প্রদত্ত চরু) ও উদয়নীয় চরু (যজ্ঞসমাপ্তির ইচ্ছিতে প্রদত্ত চরু) অদिति * দেবতার (অংশ)।

* নিরুক্তে (৪।৪।২, ১১।৩২) ব্যাখ্যাত হইয়াছে—অদिति দেবমাতা অদীনা; অদिति

“মৎপ্রারণ”—অর্থ মত্ৰপক্ৰম, “মত্ৰদমন” অর্থ—মদবসান । তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে এই উপাখ্যান সমর্থিত হইয়াছে ।^১ সোমবাগের প্রারম্ভে প্রারণীয়া ইষ্ট ও সমাপ্তিতে উদয়নীয়া ইষ্ট কর্তব্য । অদিতির অপর বর—“অথো.....সবিত্রোদীচী-মিতি”

পুনশ্চ [অদিতি] এই বর চাহিয়াছিলেন, [হে দেবগণ] আমা দ্বারা পূর্বদিক্, অগ্নি দ্বারা দক্ষিণ, সোম দ্বারা পশ্চিম ও সবিতা দ্বারা উত্তরদিক্ প্রকৃষ্টরূপে জান ।

যজ্ঞের অমুসন্ধানে বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া দেবগণের দিগ্ভ্রম ঘটিলে অদিতি বলেন, অদিত্যাদি চারি দেবতার অধিষ্ঠান দ্বারা চারি দিক্ জানিতে পারিবে ; প্রারণীয় ও উদয়নীয় চক্রদ্বারা সেই সেই নির্দিষ্ট দিকে সেই সেই দিনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার হোম কর্তব্য । তন্মধ্যে প্রথম যজ্ঞবিধান “পথ্যাং যজতি” ।

পথ্যাকে যজন করিবে ।

অদিতির অস্ত্র মূর্তি “পথ্যা” ; তজ্জন্ত প্রথমে পূর্বদিক্ জ্ঞানের জন্ত সেই দিকে অবস্থিত পথ্যার যজন বিধেয় । তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ইহা সমর্থিত হইয়াছে ।^২ উক্ত বিধির প্রশংসা—“মৎপথ্যাং.....অমুসঞ্চরতি”

যে হেতু পথ্যাকে যজন করা হয়, সে হেতু এই (আদিত্য) পূর্বদিকে উদিত হন, পশ্চিমে অন্তগত হন ; এই (আদিত্য) পথ্যারই অনুসরণ করেন ।

দাক্ষারণী ; অদিতি অগ্নি ; অদিতি সৌ, আকাশ । অদিতি সম্বন্ধে কেহ কেহ এরূপ বলেন—এদী শক্তিই অদিতি, ইনিই জগজ্জননী, অতএব সমস্ত দৃশ্য পদার্থই আদিত্য—অর্থাৎ অদিতি হইতে জাত ; তন্মধ্যে সূর্য্যই প্রধান, এ হেতু “আদিত্য” শব্দটি সূর্য্যতেই যোগ্যতঃ । আর কন্তপ অর্থ—ঈশ্বর, “যঃ সর্বং পশুতি” যে সকল দেখে সে কন্তপ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক) ; এ জন্তই কন্তপ প্রজাপতির পত্নী অদিতি ।

(২) “দেবা বৈ দেবযজনমধ্যবসায় যিশোন প্রাজানন্ তেহন্তোহন্তমুপাধাবন্ দ্বরা প্রজানান স্বরোতি তেহদিত্যাঃ সমপ্রিগন্ত দ্বরা প্রজানামেতি সাত্রবীষয়ং যুগৈ মৎপ্রারণা এব বো যজা মত্ৰদমনা অসন্নিতি তন্মাদ্বাদিত্যাঃ প্রারণীরো যজানামাদিত্য উদয়নীকঃ” (৬।১।১১)

(৩) “পথ্যাং যজতিমরজন্ প্রাচীসেব তন্না দিশং প্রাজানন্” (৬।১।১২)

প্রাণগীর হোমধারা পথ্য দেবতার পূর্বদিকের সহিত সন্ধ আছে, উদয়নীর হোমধারা সেই পথ্য দেবতার পশ্চিমদিকের সহিতও সন্ধ আছে; স্তত্রাং আদিত্য, পূর্বপশ্চিম উভয়তঃ পথ্যার অনুসরণ করে ইহা যুক্ত। দক্ষিণদিকে অবস্থিত অগ্নির যাগ বিধান—“অগ্নিঃ যজতি”

অগ্নিকে যজন করিবে।

ইহার প্রশংসা—“বদগ্নিঃ.....হোষধরঃ”

যে হেতু [দক্ষিণদিকে] অগ্নিকে যজন করা হয়, সেই হেতু দক্ষিণদেশে অগ্নে ওষধি সকল পরিপক হইয়া [স্বামীর গৃহে] আসে ; কারণ ওষধিসকল অগ্নিরই অধীন।

[এই শ্রুতিটি যজ্ঞের দেশ আখ্যাবর্তের অন্তর্ভাগেই যেন বিহিত রহিয়াছে] বিজ্যাচলের দক্ষিণে ধাত্তাদি ওষধির সর্বাগ্রে পাক জন্মে, অর্থাৎ কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে পাকে ; আর বিজ্যাচলের উত্তরে যব গোধূম চণকাদি মাষফাক্তনে পাকে। যেমন অন্নপাক অগ্নিসাধ্য, তেমন বীজপাকও ওষধির অন্তর্নিহিত অগ্নিসাধ্য, এজ্ঞত্বই ওষধি সকলকে আগ্নেয় বা অগ্নির অধীন বলা হইল। সোমের যাগ—“সোমঃ যজতি”

সোমের যজন করিবে।

তৎপ্রশংসা—“যৎসোমঃ.....হাপঃ”

যে হেতু সোমকে [পশ্চিম দিকে] যজন করে, সেই হেতু বহু জল পশ্চিমাভিমুখ হইয়াও প্রবাহিত হয় ; কেননা, জল সোমসম্বন্ধী।

সোম অমৃতকিরণ, এই জ্ঞাত সোমের সহিত জলের সন্ধ। পশ্চিম-সমুদ্র সমীপে প্রবাহিত নদীর গতি পশ্চিমাভিমুখেই দেখা যায়, কেননা সোম পশ্চিমে অবস্থিত ; সেজ্ঞাত সোম দেবতার সম্পর্কযুক্ত জলও তদভিমুখে আকৃষ্ট হয়। উক্তরে অবস্থিত সবিতার যাগ বিধান—“সবিতারং যজতি”

সবিতার যাগ করিবে।

তৎ প্রশংসা—“যৎ সবিতারং.....এতৎ পবতে”

যে হেতু [উত্তরদিকে] সবিতার যাগ করা হয়, সেই হেতু উত্তরপশ্চিম (কোণে) সমধিকভাবে এই পবন সঞ্চরণ করে ; এই বায়ু সবিতার প্রসূত (প্রেরিত) হইয়াই এই দিকে প্রবাহিত হয় ।

সবিতা অর্থ প্রেরক দেবতা । সবিতার প্রেরণাতেই বায়ু বহে । উর্দ্ধদিকে অদিতির যাগবিধান—“উত্তমামদিতিং যজতি”

উর্দ্ধে অবস্থিত অদিতির যাগ করিবে ।*

উক্ত বিধির অনুবাদপূর্বক প্রশংসা—“যজ্তমাং.....জিহ্বতি”

যে হেতু উর্দ্ধদিগ্‌বর্ত্তিনী অদিতির যাগ করা হয়, সেই হেতু ইনি (অদिति) ইহাকে (অধোবর্ত্তিনী পৃথিবীকে) বৃষ্টিদ্বারা সর্ব্বতোভাবে স্নিগ্ধ করেন, [আবার গ্রীষ্মকালে ভূমিগত রস] নিজের দিকে (উর্দ্ধদিকে) আকর্ষণ করেন ।

আপস্তম্ব বলেন—পথ্যাদি দেবতাচতুষ্টয়ের আজ্য দ্বারা হোম করিবে, আর অদিতির হোম চরুদ্বারা করিবে ।*

উক্ত দেবতাগত সংখ্যার প্রশংসা—“পঞ্চ.....যজোহপি”

[প্রাপ্তক] পঞ্চ দেবতার যাগ করা হয় ; [পঞ্চ দেবতার যোগে] যজ্ঞ পণ্ডিত্ববিশিষ্ট (পঞ্চসংখ্যায়ুক্ত) হয়, দিক্‌সকলও (পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও উর্দ্ধ এই পাঁচটি) জানা যায়, যজ্ঞও কল্পিত (প্রয়োজনসমর্থ) হয় ।

এতদজ্ঞানের প্রশংসা—“তস্মৈ.....ভবতি”

(৪) ইহা তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আছে—“পথ্যং যজ্তিময়জন্ প্রাচীমেব, তয়া দিশং প্রাজানন্ অগ্নিনা দক্ষিণা সোমেন প্রতীচাং সবিত্রোদীচীমদিত্যোদ্ধাব” (৬।১।১২)

(৫) “চত্বর আজ্যভাপান্ প্রতিদিশং যজতি পথ্যং যজিৎ পুরতাং, অগ্নিঃ দক্ষিণতঃ, সোমঃ পশ্চাৎ, সবিতারমুত্তরতো মধ্যো অদিতিং হজ্জিমা” (১০।২।১১) হাবিঃ—অর্থ চরু (৭)

যে জনতাতে (যাজ্ঞিকসমূহ মধ্যে) হোতা এই প্রকার [প্রায়ণীয় দেবতাগণকে] জানে, সেই স্থানে [হোতা স্বকার্যে] সমর্থ হয় । ২০২১৩

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রযাজাহতি ও দেবতাপ্রশংসা

প্রায়ণীরেটির পরে বিবিধ ফলকামনায় বিবিধ ‘প্রযাজ’ যজ্ঞ বিধান—
“যজ্ঞোজো.....দিক্”

যে (যজমান) তেজ ও ব্রহ্মবর্চস ইচ্ছা করিবে, সে প্রযাজ (নামক) আহুতিসমূহ দ্বারা প্রাগপবর্গ (পূর্বদিকে যজন) করিবে, [যে হেতু] পূর্ব দিক্ই তেজ ও ব্রহ্মবর্চস ।

আপস্তম্ব মতে—“সমিধো যজতি” ইত্যাদি বিধান দ্বারা পাঁচটি প্রযাজ নামক আহুতির প্রকৃতি যজ্ঞে বিহিত আছে, তদ্ব্যতীত অন্তবিধ কাম্য প্রযাজাহতির এস্থলে বিধান হইতেছে । আদিত্য পূর্বদিকে উদিত হয়, সে জন্ত পূর্বদিক্ তেজোবিশিষ্ট । আর গায়ত্রী জপ পূর্বাভিমুখে করা হয়, সে জন্ত পূর্বদিক্ ব্রহ্মবর্চস ।

ইহা জানার ফল যথা “তেজস্বী...এতি”

যে ইহা জানিয়া পূর্বদিকে যজন করে, সে তেজস্বী ও ব্রহ্মবর্চসযুক্ত হয় ।

অন্নাদিকারীর দক্ষিণাপবর্গস্থ বিধান “যো.....অন্নপতির্যদগ্নিঃ”

যে অন্নাদি ইচ্ছা করিবে, সে প্রযাজ আহুতি দক্ষিণদিকে প্রদান করিবে, কেননা এই যে [দক্ষিণে অবস্থিত] অগ্নি তিনি অন্নপুতি ও অন্নাদ (অন্নভক্ষক) ।

অন্ন উন্নয়নিত্তে জীর্ণ হয়, পশু ওষধির অন্তঃস্থ অগ্নিঘারা পাকে, তথুলাদি অগ্নিঘারা পাক করা হয়, অতএব অগ্নি অন্নপতি । এতজ্ঞান-প্রশংসা—“অন্নাদোদক্ষিণৈতি”

যে ইহা জানিয়া দক্ষিণদিকে আহুতি দেয়, [সে] অন্নাদ [ও] অন্নপতি হয় এবং প্রজার (পুত্রাদির) সহিত অন্নাদি ভোগ করে ।

পশুকামীর প্রত্যগপর্বগ্ন্য বিধান—“ঋঃ.....ষদাপঃ”

যে পশু ইচ্ছা করিবে, সে প্রযাজ আহুতি পশ্চিমদিকে প্রদান করিবে ; এই যে জল তাহা পশু ।

পশ্চিম দিকে অবস্থিত সোম হইতে জল উৎপন্ন হয়, সেই জলপানে ও জলপরিপুষ্ট তৃণভক্ষণে পশুকুল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এজন্ত জলকে পশু বলা হইল । ইহা জানার প্রশংসা—“পশুমান.....প্রত্যঙৈতি”

যে ইহা জানিয়া পশ্চিমে আহুতি দেয়, সে পশুমান হয় ।

অহীন যজ্ঞের পর সোমপানকামীর উত্তরাপর্বগ্ন্য বিধান—“ঋঃ.....রাজা”

যে সোমপান ইচ্ছা করিবে, সে প্রযাজ আহুতি উত্তরদিকে প্রদান করিবে ; রাজা সোমই উত্তরদিক্ ।

বল্লীরূপে রাজমান বা শোভমান বিধায় সোমের নাম রাজা । সোমলতা উত্তরদিকে জন্মে বলিয়া উহা উত্তরদিক্‌রূপী । স্বর্গকামীর আহবনীর যজ্ঞে প্রযাজ হোম বিধি—“স্বর্গ্যোবোদ্ধা.....রাগ্নোতি”

উর্দ্ধদিক্ স্বর্গ্য (স্বর্গের পক্ষে হিতকর) ; [এই জন্ত সে] সকল দিকেই সমৃদ্ধিযুক্ত হইবে ।

স্বর্গকামী উর্দ্ধদিকের ধ্যান করিয়া আহবনীর অগ্নিতে প্রযাজ আহুতি দিবে ; স্বর্গলাভ ঘটিলে সকল দিকেই তাহার সমৃদ্ধি ঘটবে । ইহা জানা আবশ্যক—“সম্যাকো.....বেদ”

এই লোকসকল (হু প্রভৃতি তিনলোক) স্বানুরূপ ভোগ-প্রদ ; যে ইহা জানে (আহবনীর মধ্যে হোম জানে), তাহার

জন্ম এই লোকসকল স্বামুরূপ ভোগপ্রদ হইয়া শ্রীর (ধন-
ধানাদি সম্পত্তির) জন্ম প্রকাশিত হয় ।

এইরূপে বিবিধ কাম্য প্রযাজাহতির বিধান করিয়া প্রায়ণীয় দেবতাগণের
প্রশংসা হইতেছে—“পথ্যাং.....সম্ভরতি”

[পূর্বের বলা হইয়াছে] পথ্যার যাগ করা হয় । পথ্যার
যে যাগ হয়, তাহাতে যাগের প্রারম্ভে [মন্ত্ররূপ] বাক্যই
সম্পাদিত হইয়া থাকে ।

অগ্নিাদি অপর দেবতা চতুষ্ঠয়ের প্রশংসা “প্রাণাপানা.....অদিতিঃ”

প্রাণ ও অপান (বায়ু) [যথাক্রমে] অগ্নি ও সোম ; সবিতা
প্রসবের (যজ্ঞকর্মে প্রেরণের) জন্য, অদিতি প্রতিষ্ঠার (স্থির
অবস্থানের) জন্ম [উপযোগী] ।

মুখ নাসিকার বাহিরে সঞ্চারিত উচ্চাশ-রূপী প্রাণবায়ু শরীরে উৎকৃতা জন্মায়,
এ জন্ম অগ্নি প্রাণস্বরূপ ; আর মুখ নাসিকা দ্বারা আকৃষ্ট শরীরের মধ্যে সঞ্চারিত
অপান বায়ু শরীরে নীতলতা জন্মায়, এ হেতু উহার সোমত্ব । পুনরায়
পথ্যা দেবতার প্রশংসা—“পথ্যাং.....নয়তি”

[অন্ত দেবতা ত্যাগ করিয়া প্রথমে] পথ্যারই যাগ করিবে,
যে হেতু পথ্যারই যে যাগ হয়, তাহাতে [মন্ত্ররূপ] বাক্য-
দ্বারা [ক্রিয়মাণ] যজ্ঞকে পথ পাওয়ায় ।

অর্থাৎ তদ্বারা যজ্ঞ যথাবিহিত মার্গে অহুষ্ঠিত হয় । পুনরায় অন্ত দেবতাগণের
প্রশংসা—“চক্ষুৰী.....অদিতিঃ”

অগ্নি ও সোম দুই চক্ষুঃ [-স্বরূপ] ; সবিতা প্রসবের
(যজ্ঞকর্মে নিয়োগের) জন্ম, অদিতি প্রতিষ্ঠার জন্ম [উপযোগী] ।

তেজোময়ত্ব হেতুই অগ্নি ও সোম চক্ষুঃস্বরূপ । অগ্নি ও সোম চক্ষুঃস্বরূপ,
ইহাতে কি বিশেষ বুঝা যায় ?—“চক্ষুৰী.....প্রজানতি”

দেবগণ [অন্তর্হিত] যজ্ঞকে চক্ষুদ্বারাই জানিয়াছিলেন ;

যাহা ছুজ্জৈয়, তাহা চক্ষুদ্বারাই জানা যায় ; এবং সেই হেতু যুদ্ধ (দিগ্ভ্রান্ত ব্যক্তি) [ইতস্ততঃ] বিচরণ করিয়া যখনই কোন ক্রমে চক্ষুদ্বারা জানিতে পায় (কোন চিহ্ন দেখিতে পায়), তখনই [পথ] জানিতে পারে ।

এজন্তই চক্ষুঃস্বরূপ অগ্নি ও সোমদ্বারা দিক্‌নির্ণয় উচিত । ভূমিস্বরূপা অদिति প্রতিষ্ঠার কারণ, ইহার বিস্তার—“যদৈ.....লোকস্তানুখ্যাতৈঃ”

বৎস, দেবগণ যে যজ্ঞকে জানিয়াছিলেন, তখন ইহাতেই (এই ভূমিতেই) [যজ্ঞকে] জানিয়াছিলেন, [তৎপরে] ইহাতেই যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন ; ইহাতেই যজ্ঞ বিস্তার করা হয়, ইহাতেই কৰ্ম্ম করা হয় এবং [উপকরণাদি] ইহাতেই সংগৃহীত হয় । ইনিই (এই ভূমিই) অদिति । সেই জন্ম উত্তমা, (অন্তিম দেবতা) অদিতির যজন হয় । উত্তমা অদিতির যে যজন হয়, তদ্বারা যজ্ঞেরই জ্ঞান জন্মায় ও স্বর্গলোক-প্রাপ্তি ঘটে ।

তৃতীয় খণ্ড

প্রায়ণীয়েষ্টির যাজ্যানুবাক্য

প্রায়ণীয় ইষ্টির দেবতাগণের যাজ্য ও অনুবাক্য-বিধানের প্রস্তাব—“দেব-বশঃ.....যজ্ঞোহপি”

দেববৈশ্বগণ [এই যজ্ঞে] কল্পনীয়, ইহা [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন ; কল্পিত দেববৈশ্বগণকে অনুসরণ করিয়া মনুষ্যবৈশ্বেরা সম্পন্ন (সম্পত্তিযুক্ত) হয় ; এই রূপে সকল বৈশ্ব (দেববৈশ্ব ও মনুষ্যবৈশ্ব) [যজ্ঞমানের যজ্ঞ সম্বন্ধে] সম্পন্ন হয়, যজ্ঞও স্বপ্রয়োজনসমর্থ হয় ।

মহুয্যের জ্ঞান দেবগণও চারি বর্ষে বিভক্ত, দেবগণের মধ্যে অগ্নি বৃহস্পতি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ,^১ ইন্দ্র বরুণ সোম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়,^২ বসু রুদ্র আদিত্য বিষ্ণুদেব ও মরুৎ প্রভৃতি বৈশ্য,^৩ পূষা প্রভৃতি শূদ্র।^৪ যজ্ঞে দেববৈশ্যের পূজা হইলে তদনুগ্রহে মহুয্যবৈশ্য সমৃদ্ধ হয়; তাহাদের নিকট ধনলাভ করিয়া যজ্ঞকার্য্য সুসম্পন্ন হয়। ইহা জানা আবশ্যক—“তশ্চৈ.....ভবতি”

যেখানে হোতা ইহা জানে, সেই [যাজ্ঞিক-] জনসমূহ-
মধ্যে [সেই] হোতা স্বকর্ম্মকুশল হয়।

প্রথম দেবতার অনুবাক্য—“স্বস্তি নঃ পথ্যাস্থ ধন্বন্তিত্যাহ”

স্বস্তি নঃ পথ্যাস্থ ধন্বন্ত, এই অনুবাক্য বলিবে।

মরুদেশীয় পথে [জল প্রদান দ্বারা] আমাদের মঙ্গল কর, এই প্রথম পাদটি মাত্র এস্থলে ধৃত হইল। উক্ত ঋকে দেববৈশ্য মরুতের নাম আছে, তাহা দেখাইবার জন্য অবশিষ্ট পাদত্রয় উদ্ধৃত হইল যথা;—

স্বস্ত্যাপ্সু বৃজনে স্বর্ষতি। স্বস্তি নঃ পুত্রকৃথেষু যোনিষু স্বস্তি
রায়ে মরুতো দধাতন।^১

এই তিন চরণের অর্থ—জল হইলেও জলরহিত স্বর্গের পথে মঙ্গল বিধান কর,

(১) “অগ্নে মহান্ অসি ব্রাহ্মণ ভারত” (তৈং ব্রাং ৩।৫।৩) “ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতিঃ।”

(তৈং, সং, ২।২।১১)

(২) “তজ্জৈরোরুপমতান্জত ক্ষত্র্য বাস্তেতানি দেবজাতানিগ্নিত্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্তো ধনো বৃত্য়গ্নীশানঃ।”

(৩) “স বিশমস্বজত বাস্তেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে, বসবো রুদ্রা আদিত্য বিষ্ণু-
দেবা মরুতঃ।”

(৪) “স শৌত্রং বর্ষমস্বজত পুষণমিতি।” (শতপথ ১৪।৪।২।২৩-২৫)

(৫) এই ঋকেররূপ ও বহুসংহিতাত্ম্য উভয় ভাবাই সারপাঠ্য্য-বিরচিত। কিন্তু “স্বস্তি নঃ পথ্যাস্থ” ইত্যাদি ঋকের অর্থ ঋগ্ভাষ্যে অভ্যবধি দেওয়া হইয়াছে; ইহা ঋগ্ভাষ্য হইতে জাতব্য।

‘স্বস্তি নঃ পথ্যাস্থ ধন্বন্ত স্বস্ত্যাপ্সু বৃজনে স্বর্ষতি।

স্বস্তি নঃ পুত্রকৃথেষু যোনিষু স্বস্তি রায়ে মরুতো দধাতন” (১০। ৩০। ১৫)

এবং পুত্রোৎপত্তিব্যোগ্য বোনিতে (ভার্য্যভে) আমাদের মঙ্গল বিধান কর,
[এবং] হে মরুদগণ, ধনের মঙ্গল বিধান কর।

উক্ত ঋকে কিরূপে বৈশ্বের করনা হয়? উত্তর “মরুতো.....অচীকৃৎপৎ”

মরুতেরা দেবগণের বৈশ্ব; ইহা দ্বারা (এই মরুচ্ছব্দযুক্ত
মন্ত্রপাঠে) যজ্ঞারম্ভে তাঁহারাই কল্পিত হইতেছেন।

ছন্দোবাহুল্যের প্রশংসা “সর্কৈঃ.....জয়তি”

সকল ছন্দ দ্বারা যাগ করিবে, ইহা [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন;
দেবগণ সকল ছন্দদ্বারা যাগ করিয়া স্বর্গলোক জয় (অর্জ্জন)
করিয়াছেন, সেই রূপ যজমানও সকল ছন্দ দ্বারা যাগ করিয়া
স্বর্গলোক জয় করেন।

প্রায়শ্চিত্তের পঞ্চ দেবতার মন্ত্র ও ছন্দ ক্রমশঃ কথিত হইতেছে—“স্বতি
.....ইত্যাদিতের্জগতো”

“স্বস্তি নঃ পথ্যাস্থ ধন্বশ্চ” ও “স্বস্তিরিদ্ধি প্রপথে শ্রেষ্ঠা”
এই দুই ত্রিষ্টুপ্ পথ্যার বা স্বস্তির; “অগ্নে নয় স্থপথা রায়ে
অশ্বান্”^১ ও “আদেবানামপি পশ্চামগশ্মা”^২ এই দুই ত্রিষ্টুপ্
অগ্নির; “স্বং সোম প্রচিকিতো মনীষা” ও “যা তে ধামানি দিবি
যা পৃথিব্যাং”^৩ এই দুই ত্রিষ্টুপ্ সোমের; “আবিশ্বদেবং সৎ-

(৬) “স্বস্তিরিদ্ধি প্রপথে শ্রেষ্ঠা রেক্ষত্যাতি যা বামমেতি। সা নো অমা সো অরণে নি পাতু
বাবেশা ভবতু দেবগোপা।” (১০।৬৩।১৬)

(৭) “অগ্নে নয় স্থপথা রায়ে অশ্বান্, বিধানি দেব বয়ুনানি বিধান্। যুযোধ্যা যজ্ঞহর্যধমে-
নো ভূয়িষ্ঠাঃ তে নম উস্তিঃ বিধেম।” (১।১৮২।১)

(৮) “আ দেবানামপি পশ্চামগশ্মা বহুহবান্ তদনু প্রবোহুঃ। অগ্নিরিধান্, স যজাৎ সেহু
হোতা সোমরান্, স ঋতুন্, করয়তি।” (১০।২।৭)

(৯) “স্বং সোম প্রচিকিতো মনীষা স্বং রজিষ্ঠমহু নেবি পশ্যৎ। তব অগীতী পিতরো ন ইত্রে
দেবেবু রত্নমভিজ্ঞা ধীরাঃ।” (১।২১।১)

(১০) “যা তে ধামানি দিবি বা পৃথিব্যাং বা পূর্বভেনোবীষজ্। ভেভির্ণে। বিধৈঃ হমনা
অহেলন্, ঋকান্ সোম এতিহব্যা পৃষ্ঠাস।” (১।২১।৪)

পতিং”^{১১} ও “য ইমা বিশ্বা জাতানি”^{১২} এই দুই গায়ত্রী সবিতার ;
 “স্বত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং”^{১৩} ও “মহীমু য় মাতরং স্ব-
 ত্রতানাং”^{১৪} এই দুই জগতী অদিতির ।

প্রত্যেক দেবতার উদ্দিষ্ট মন্ত্রধ্বয়ের মধ্যে প্রথমটি অনুবাক্যা ও দ্বিতীয়টি যাজ্য ।
 সকল ছন্দ দ্বারা যাগ করিবে বলিয়া কেবল তিনটি ছন্দের নাম ইহল কেন ?
 উত্তর—“এতানি……ক্রিয়ন্তে”

বৎস, গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ইহারাই সকল ছন্দ,
 যে হেতু ইহারাই যজ্ঞে প্রচুরভাবে ব্যবহৃত হয় । অন্যান্য
 ছন্দ ইহাদিগকেই অনুসরণ করিয়া বর্তমান ।

এই জ্ঞানের প্রশংসা—এতৈর্হ……বেদা”

যে ইহা জানিয়া ঐ কয়টি ছন্দ দ্বারা যাগ করে, তাহার
 সকল ছন্দের দ্বারাই যাগ করা হয় ।

চতুর্থ খণ্ড

যাজ্যানুবাক্যার প্রশংসা—সংযাজ্যাবিধান

কথিত যাজ্য অনুবাক্যার প্রশংসা—“তা বা……জয়তি”

ঐ সকল [ঋক্] প্রশব্দবিশিষ্ট, নেতৃশব্দবিশিষ্ট, পথি-
 শব্দবিশিষ্ট ও স্বস্তিশব্দবিশিষ্ট ; [এই জন্তই ইহার প্রায়ণীয়
 ইষ্টীগত] এই হবির যাজ্য ও অনুবাক্যা ; এই সকল ঋক্

(১১) “আ বিশ্বদেবং সংপতিং স্বৈজরদ্যা বৃগীমহে । সত্যসবং সবিতারং ॥” (৫ । ৮২ । ৭)

(১২) য ইমা বিশ্বা জাতান্তাশ্রাবয়তি সোকেন । অ চ স্ববাতি সবিভা ॥” (৫ । ৮২ । ৯)

(১৩) “স্বত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং স্বশ্র্ণাণমদিতিং স্বপ্রণীতিং ।

দৈবীং নাবং স্বরিজামনাগসমশ্রবস্তীমারুহেমা স্বত্তয়ে ॥” ১০ । ৬৩ । ১০ ।

(১৪) মহীমু মাতরং স্বত্রতানামমৃতন্ত পত্নীমবসে হবেম ।

তুবিশ্বত্রোমজরস্তী স্বরুটীং স্বশ্র্ণাণমদিতিং স্বপ্রণীতিম্ ॥ (বাজসনেয়ী সং ২১।৫।৪)

দ্বারা যজ্ঞ করিয়া দেবগণ স্বর্গলোক অর্জ্জন করিয়াছিলেন ; সেই রূপ যজ্ঞমানও ইহাদের দ্বারা যাগ করিয়া স্বর্গলোক অর্জ্জন করে ।

“স্বস্তি রিদ্ধি প্রপথে” এবং “স্বঃ সোম প্রচিকিতঃ” এই দুই ঋকে প্র শব্দ আছে ; “অগ্নেনয়” এ স্থলে নী ধাতু হইতে উৎপন্ন “নেতৃ”-বাচক নয় শব্দ আছে ; “অগ্নে নয় সূ-পথা” এবং “আদেবানামপি পন্থাঃ” এই দুই ঋকে পথি শব্দ আছে ; “স্বস্তি নঃ পথ্যাসু” “স্বস্তিরিদ্ধি” এই দুই ঋকে স্বস্তি শব্দ আছে ; অত্র কয়টি ঋকে ঐ ঐ শব্দ না থাকিলেও তাহাও ছত্রিত্যয়ে ’ প্র ইত্যাদি শব্দবিশিষ্ট ধরিয়া লইতে হইবে । সুতরাং এই মন্ত্রগুলি যাজ্ঞ্য অনুবাক্য-স্বরূপে প্রশস্ত । প্রথম ঋকের চতুর্থ চরণে মরুৎ শব্দের তাৎপর্য প্রকাশ—“তাসু.....বিমথতে”

ঐ সকল ঋক্ মধ্যে [প্রথম ঋকে] “স্বস্তি রায়ে মরুতো দধাতন” এই চরণ আছে । মরুদ্গণ দেববৈশ্য ও অন্তরিক্ষ-নিবাসী ; যে (যজ্ঞমান) তাঁহাদের উদ্দেশে নিবেদিত (বিজ্ঞাপিত) হয়, সে স্বর্গলোকে যায় ; [আবার মরুদ্গণ] ইহাকে (যজ্ঞমানকে) [স্বর্গগমনে] নিরোধ করিতে বা বিনাশ করিতেও সমর্থ । হোতা যখন “স্বস্তি রায়ে মরুতো দধাতন” ইহা পাঠ করেন, তখন দেববৈশ্য মরুদ্গণের উদ্দেশে যজ্ঞমানকে নিবেদন করা হয় (জানান হয়) ; [তখন আর] স্বর্গলোকগামী যজ্ঞমানকে দেববৈশ্য মরুদ্গণ নিরোধ করেন না বা বিনাশ করেন না ।

যজ্ঞমান মরুদ্গণের নিকটে বিজ্ঞাপিত হইলে স্বর্গে যাইতে পারে, না হইলে যাইতে পারে না, এই হেতু উক্ত মন্ত্র দ্বারা বিজ্ঞাপন করা হয় । ইহা জানার প্রশংসা—“স্বস্তি.....বেদ”

(১) ভ্রূয়—“হজ্রিণো গচ্ছন্তি”—হাতিওয়াল। মানুষ যায় ; অনেক হাতিওয়ালার মধ্যে দুই এক জনের হাতি না থাকিলেও যেমন সে ছত্রীর অন্তর্নিবিষ্ট হয়, এখানেও সেইরূপ ।

যে (যজমান) ইহা জানে, তাহাকে [মরুদগণ] স্থখে স্বর্গলোকের অভিমুখে লইয়া যান।

প্রধান হবির যাজ্ঞান্ববাক্যে প্রশংসার পর স্বিষ্টকৃতের সংযাজ্য-বিধান—“বিরাজা-বেতন্ত..... অয়ত্রিশদকরে”

তেত্রিশ অক্ষরযুক্ত যে দুইটি বিরাট্ (ছন্দ), [তাহাই] এই স্বিষ্টকৃত হবির সংযাজ্য হইবে।

সেই দুইটি ঋকের প্রথম পাদ—

“সেদগ্নিরগ্নী”রত্যস্বত্বান্”^২ [এবং] “সেদগ্নির্যো বহু-
য্যতো নিপাতী”^৩ এই দুইটি।

বিরাট্ ছন্দের প্রশংসা—“বিরাড়্ভ্যাং.....জয়তি”

বিরাট্ দ্বয় দ্বারা যাগ করিয়া দেবগণ স্বর্গলোক জয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই যজমানও দুই বিরাট্ দ্বারা যাগ করিয়া স্বর্গলোক জয় করে।

এ দুই ঋকের অক্ষরসংখ্যার প্রশংসা—“তে.....দেবতান্তর্পয়তি”

এই ঋক্ দুইটি তেত্রিশঅক্ষরযুক্ত; দেবতাও তেত্রিশ জন, [যথা] অষ্ট বহু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ও প্রজাপতি, ও বষট্কার; এই জন্য প্রথম যজ্ঞারম্ভে ঐ দেবগণকে অক্ষরভাগী করা হয়; এক এক অক্ষরে এক এক দেবতাকে প্রীত করা হয়; দেবতার পাত্র দ্বারা (ফল-স্বরূপ অক্ষর দ্বারা) তখন দেবতাগণকেই প্রীত করা হয়।

(২) “সেদগ্নিরগ্নীরত্যস্বত্বান্ বাহী তনরো বীলুপানি:। সহস্রপাথা অক্ষরা সমেতি।”

(৭।১।১৪)

(৩) “সেদগ্নির্যো বহুয্যতো নিপাতি স্তম্ভারমহেস ট্রব্যাপ্যং। স্বজাতাসঃ পরিচরন্তি বীরাঃ।”

(৩।১।১৫)

পঞ্চম খণ্ড

প্রায়গীয়েষ্টি সম্বন্ধে অষ্টাঙ্গ বিধান

প্রযাজ ও অনুযাজ-বিষয়ে পূর্বপক্ষ উত্থাপন “প্রযাজবৎ.....অনুযাজ ইতি”

প্রায়গীয কৰ্ম প্রযাজস্থিত^১ [কিন্তু] অনুযাজবর্জিত কর্তব্য, ইহা [অপর শাখাধ্যায়ীরা] বলেন ; [তাঁহাদের যুক্তি এই] প্রায়গীয়ের যে অনুযাজ^২ [বিহিত আছে] ইহা যেন হীন,—ইহা যেন বিলম্বহেতু ।

প্রায়গীয ইষ্টি দর্শপূর্ণমাস যাগেরই বিকৃত কৰ্ম, সুতরাং ইহাতেও প্রযাজ ও অনুযাজ^৩ বিধান আছে ;^৪ কিন্তু অপরশাখীরা (তৈত্তিরীয়গণ) বলেন, প্রায়গীয়ে প্রযাজ বিধান করিবে, অনুযাজ বিধান করিবে না, কেন না—অনুযাজ করিলে কার্যে বিলম্ব হয় । [তাঁহারা উদয়নীয় কৰ্মেও প্রযাজ বর্জন করিতে বলেন ।] ইহাই পূর্বপক্ষের তাৎপর্য । উক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস—“তত্ত্বাদ্যৎ..... কর্তব্যম্।”

তাহা (অনুযাজবর্জন) সেই কৰ্মে আদরগীয নহে । [প্রায়গীযকৰ্ম] প্রযাজযুক্ত ও অনুযাজযুক্তই করিবে ।

হেতু প্রদর্শন যথা—প্রাণা বৈ.....ইয়াৎ”

প্রযাজ [যজমানের] প্রাণস্বরূপ, অনুযাজ প্রজা (অপত্য)-স্বরূপ ; যদি প্রযাজ বর্জন কর, [তবে] যজমানের প্রাণের অন্তরায় হইবে, [আর] যদি অনুযাজ বর্জন কর, [তবে] যজমানের প্রজার অন্তরায় হইবে ।

(১) প্রথম যাগের পূর্বে ২য় যাগা যে-যজ করা হয় তাহাকে “প্রযাজ” কহে ।

(২) প্রধান যাগের পরে “অনুযাজ” বিহিত হয় ।

(৩) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩ । ৫ । ৫ । ১—৫ ।)

(৪) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩ । ৫ । ১ । ১—৩ ।)

ইহা তৈত্তিরীয়েয়াও সমর্থন করিয়াছেন ।^৬ উক্ত পূর্বপক্ষের সিদ্ধান্ত—“তস্যাৎ ...কর্তব্যং”

সেই হেতু [প্রায়ণীয় কর্ম] প্রযাজযুক্ত এবং অনুযাজ-যুক্তই কর্তব্য ।

তৈত্তিরীয়েয়া ইহা সমর্থন করেন^৭ । এতদ্বিষয়ে সকল স্থানেই ঐতরেয় পাঠে অনুযাজ শব্দে হ্রস্ব উকার, তৈত্তিরীয় পাঠে অনুযাজে দীর্ঘ উকার । বিধিপ্রাপ্ত পত্নীসংযাজ^৮ ও সমিষ্ট যজুর^৯ নিষেধ—“পত্নীঃ.....জুহয়াৎ”

পত্নীদের সংযাজ করিবে না, [এবং] সংস্থিত (সমিষ্ট) যজুর হোম করিবে না ।

তাহার হেতুপ্রদর্শন—“তাবতৈব যজোহসংস্থিতঃ”

এতদ্বারাই (উহা না করিলেই) যজ্ঞ অসমাপ্ত থাকে ।

পত্নী সংযাজাদি যজ্ঞের সমাপ্তিতে অশুষ্ঠেয় ; এ স্থলে অশ্রান্ত অশুষ্ঠান বর্তমান থাকায় পত্নীসংযাজাদি করিবে না । কিঞ্চিৎ বিশেষ বিধান—“প্রায়ণীয়স্ত..... অব্যবচ্ছেদায়”

[সোম-] যজ্ঞের সন্ততির নিমিত্ত, যজ্ঞের অবিচ্ছেদে নমিত্ত প্রায়ণীয় কর্মের নিক্ষেপ^{১০} (পাত্ৰান্তরে) স্থাপন করিবে; (তৎপরে যাগের অবসানে স্তত্যাদিনে^{১১}) উদয়নীয় ইষ্টির হবির সহিত সেই নিক্ষেপ নির্ব্বপণ করিবে ।

(৫) “ভক্তথা ন কার্য্যামান্না বৈ প্রযাজাঃ প্রজানুযাজা বৎপ্রযাজানন্তরিরাদানান্মন্তরিরাদ্ বদনুযাজানন্তরিরাদ্ প্রজামন্তরিরাদ্” (৬।১।৫।৪)

(৬) “প্রযাজবদেনানুযাজবৎ প্রায়ণীয়ং কার্য্যং প্রযাজবদনুযাজবদুদয়নীয়ম্” (৬।১।৫।৫)

(৭) দক্ষিণচরণ ও বেলীতে আরোহণের পর পত্নীর অশুষ্ঠেয় বাগ চতুষ্ঠের নাম “পত্নীসংযাজ” ।

(৮) বেলী হইতে উঠিয়া দক্ষিণচরণ বেলীতে রাখিয়া “এবা” মন্ত্র দ্বারা হোম করাকে “সমিষ্ট যজুরহোম” কহে ।

(৯) “পাত্ৰলগ্ন হবিশেষকে “নিক্ষেপ” কহে ।

(১০) সোমলডাকে জল সহ কোটার—গেতো করার নাম “স্তত্যা”

ইহা তৈত্তিরীয়েয়া সমর্থন করেন” । প্রকারান্তর কখন—“অথো.....ভবতি”

অনন্তর যে স্থালীতে প্রায়ণীয় হবির নির্বপণ করিবে, তাহাতেই উদয়নীয় হবির নির্বপণ করিবে ; তাহাতেই (আত্মস্তে একই পাত্রের ব্যবহার হেতু) যজ্ঞ সম্ভূত ও অবিচ্ছিন্ন হইবে ।

অনন্তর প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় ইষ্টিতে যাজ্য অনুবাক্যের বিপর্যয় বিধানের প্রস্তাব—“অমুগ্নিন্ বা.....ইতি।”

[ব্রহ্মবাদীরা] এইরূপ বলেন,—এই যে প্রায়ণীয় কৰ্ম্ম, ইহা দ্বারা যজমান পরলোকেই সমৃদ্ধি লাভ করে, ইহলোকে করেনা ; [কেননা] প্রায়ণীয় এই [নাম মনে] করিয়া নির্বপণ করা হয়, প্রায়ণীয় এই [নাম মনে] করিয়া চরণ (আহুতি প্রক্ষেপ) করা হয়, [ইহা দ্বারা] যজমান ইহলোক হইতে প্রয়াণই করে ।

প্রয়াণ করে বলিয়া ইহার নাম “প্রায়ণীয়” বলা হইল । উক্ত আপত্তির উত্তর—“অবিচ্ছিন্না.....অনুবাক্য”

না জানিয়াই [ব্রহ্মবাদিগণ] তাহা বলেন ; [উক্ত দোষ পরিহারের জন্য] যাজ্য ও অনুবাক্যসমূহের ব্যতিষঙ্গ করা হয় ।

পূর্বোক্ত “স্বস্তিনঃ পথ্যাস্ত্” হইতে “মহীম্ ষু মাতরং” পর্যন্ত প্রায়ণীয়েয় যাজ্যানুবাক্য । তাহাদের ব্যতিষঙ্গের অর্থ বুঝান হইতেছে যথা—“যাঃ..... প্রতিতিষ্ঠতি”

যাহা প্রায়ণীয়েয় পুরোহনুবাক্য (অনুবাক্য), তাহাকে উদয়নীয়েয় যাজ্য করিবে ; যাহা উদয়নীয়েয় পুরোহনুবাক্য, তাহাকে প্রায়ণীয়েয় যাজ্য করিবে ; এইরূপে (ইহ এবং পর)

উভয় লোকে সমৃদ্ধির জন্ম, উভয় লোকে প্রতিষ্ঠার জন্ম, ব্যতি-
ষঙ্গ করা হয় ; [তদ্বারা যজমান] উভয় লোকে সমৃদ্ধিমান
হয়, উভয় লোকে প্রতিষ্ঠিত হয় ।

তৈত্তিরীয়দেরও ঐ মত ।^{১২} ব্যতিষঙ্গ জ্ঞানের প্রশংসা—“প্রতিষ্ঠিতি য
এবং বেদ”

যে ইহা জানে [সে] প্রতিষ্ঠিত হয় ।

প্রথমখণ্ডোক্ত প্রায়ণীয়-উদয়নীয়-চরুর প্রশংসা—“আদিত্যচরু...অপ্রশংসায়”

প্রায়ণীয় চরু অদিতির উদ্দিক্ত, উদয়নীয় চরু অদিতির
উদ্দিক্ত ; [এই দুই চরু] যজ্ঞকে ধরিবার জন্ম, যজ্ঞকে অশ্রুস্ত
(অশিখিল) করিবার জন্ম, যজ্ঞে গ্রন্থিবন্ধনের জন্ম ।^{১২}

দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা বুঝান হইতেছে যথা—“তদ্ যথৈব.....উদয়নীয়ঃ”

[কোন কোন ব্রহ্মবাদী] এই (দৃষ্টান্ত) যেরূপ বলেন,
তাহা এই,—রজ্জুর উভয় প্রান্তে খুলিয়া পড়া নিবারণের জন্ম
যেমন গ্রন্থি দেয়, সেইরূপ [যজ্ঞের আদিতে] যে অদিতির
উদ্দিক্ত প্রায়ণীয় চরু আছে এবং [যজ্ঞের অন্তে] যে অদিতির
উদ্দিক্ত উদয়নীয় চরু আছে, তদ্বারা যজ্ঞের উভয় অন্তকে
আঁটিয়া ধরিবার জন্ম গ্রন্থি দেওয়া হয় ।

প্রায়ণীয়ে যে পথ্যানামিকা প্রথম দেবতা আছে, উদয়নীয়ে তাহার উত্তমাত্ত
দর্শন—“পথ্যৈবেতঃ.....বহ্যাত্তি”

ইহাদের (দেবতাদের) মধ্যে “পথ্যা” ও “স্বত্তি” [নাস্তী

(১২) “যাঃ প্রায়ণীয়ত বাজ্যাবজ্ঞা উদয়নীয়ত বাজ্যাঃ কুর্য্যাৎ, পরাভুঃ লোকমারোহেৎ এবা-
বুজঃ ভাদ্রবাঃ প্রায়ণীয়ত পুরোহিতবাক্যাত্তাঃ উদয়নীয়ত বাজ্যাঃ কুর্যোত্যগ্নিরেব লোকে
প্রতিষ্ঠিতি” । [৩।১।৫।৫]

দেবতা] দ্বারা [যজমান যজ্ঞ] আরম্ভ করে ; পথ্যা ও স্বস্তিকে লক্ষ্য করিয়া উদ্যাপন (সমাপন) করে ; [এতদ্বারা] এই কৰ্ম্ম স্বস্তিতেই (মঙ্গলেই) আরম্ভ করা হয়, এবং স্বস্তিতে সমাপন করা হয়, স্বস্তিতে সমাপন করা হয় ।

পথ্যার নামই স্বস্তি । প্রায়ণীয় কৰ্ম্মে পথ্যা বা স্বস্তি দেবতার প্রথমে যাগ করা হয়, উদয়নীয় কৰ্ম্মে উক্ত দেবতার শেষে যাগ করা হয় ; স্বস্তি দেবতার আন্তস্তে যাগ করার যজমানের যজ্ঞ নির্কিয়ে সমাপ্ত হয় ।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

সোমপ্রবহণ

পূর্ব অধ্যায়ে প্রায়ণীয় ইষ্টি ও উদয়নীয় ইষ্টি ও তাহার দেবতাদি বর্ণিত হইয়াছে । অনন্তর সোম আনয়নের দিক্ নির্ণয় হইতেছে—“প্রাচ্যাং.....ক্রীয়েতে”

পূর্বদিকেই দেবগণ রাজা সোমকে ক্রয় করিয়াছিলেন ; সেই হেতু [ঋত্বিকেরাও প্রাচীনবংশের] পূর্বদিকেই [সোম] ক্রয় করিবে ।

সোমবিক্রেতার দোষ কথন—“তং.....সোমবিক্রয়ী”

[দেবগণ] ত্রয়োদশ মাস (তদভিমানি-দেবতা) হইতে তাহা (সোম) ক্রয় করিয়াছিলেন ; সেই হেতু ত্রয়োদশ মাস

[শুভকর্মেণ] অনুকূল নহে, সোমবিক্রেতাও [সদাচারেণ] অনুকূল নহে; বস্তুতঃ সোমবিক্রয়ী পাপী ।^১

মেবাদিরাশির সংক্রান্তিরহিত মলমাস শুভকর্মে বর্জনীয় । ঐ বিষয়ে তৈত্তিরীয়-শ্রুতির প্রমাণ আছে ।^২ ক্রয়ের পর প্রাচীনবংশে সোম আনয়নকালে পাঠ্য অষ্টমন্ত্রপ্রশংসা * “তস্য.....তদষ্টানামষ্টম্”

মনুষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া আসিবার সময় সেই জীত সোমের দিক্ (অধিষ্ঠানস্থল), বীৰ্য্য (সোমের বল-দানশক্তি), ইন্দ্রিয় (চক্ষুরাদির বলাধানক্ষমতা) নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; [মনুষ্যেরা] একটি ঋক্ দ্বারা ঐ সকলকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা রক্ষা করিতে পারে নাই; [ক্রমে] তাহা দুই ঋক্ দ্বারা, তাহা তিন ঋক্ দ্বারা, তাহা চারি ঋক্ দ্বারা, তাহা পাঁচ ঋক্ দ্বারা, তাহা ছয় ঋক্ দ্বারা, তাহা সাত ঋক্ দ্বারাও রক্ষা করিতে পারে নাই; [অবশেষে] তাহা আট ঋক্ দ্বারা রক্ষা করিয়াছিল, তাহা আটটি ঋক্ দ্বারা পাইয়াছিল; যেহেতু অষ্ট [ঋক্] দ্বারা রক্ষা করিয়াছিল, অষ্ট [ঋক্] দ্বারা পাইয়াছিল, সেই জন্য অষ্টের অষ্টত্ব ।

এতদ্বারা পাইয়াছিল, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা প্রান্ত্যর্থক অশ্-ধাতু হইতে এস্থলে অষ্ট শব্দ নিস্পন্ন করা হইল । এই জ্ঞানের প্রশংসা—“অন্নুতে.....বেদ”

(১) “শুভকাধ্যাপকঃ ক্রীষঃ কস্তাদৃশ্যভিশন্তকঃ ।

মিত্রত্রক্ পিশুনঃ সোমবিক্রয়ী চ বিনিম্বকঃ ।” [বাজবল্য ১ । ২২৩]

সোমবিক্রয়িণে বিষ্ঠা ভিষজে পুয়শোণিতং ।

নষ্টং সেবলকে দত্তমপ্রতিষ্ঠত্ব বাৰ্দ্ধ্যে । [মনু ৩ । ১৮০]

(২) “অগ্নে জ্যোতিঃ সোমবিক্রয়িণিতম ইত্যাহ, জ্যোতিরেব বজ্রমানে দধতি তমস। সোম-বিক্রয়িণমর্ষয়তি” [৬ । ১ । ১০ । ৪]

(৩) পরবর্তী দ্বিতীয় খণ্ডে অষ্ট ঋক্‌বিধান দেখ ।

যে ইহা জানে, সে যাহা যাহা কামনা করে, তাহা প্রাপ্ত হয়।

উক্ত অষ্ট সংখ্যার বিধান—“তন্মাদেতেষু.....অবক্ৰথৈ”

সেইজন্য ইন্দ্রিয় ও বীৰ্য্য রক্ষা করিবার জন্য এই সকল কর্ম্মে (সোমানয়নাদি কর্ম্মে) আটটি আটটি [ঋক্] পাঠ করা হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

সোমপ্রবহণ মন্ত্র

পূর্বোক্ত অষ্টসংখ্যক মন্ত্রের অবতারণার জন্য ‘প্রৈব’ মন্ত্রের বিধান “সোমায়.....অধ্বর্যুঃ”

অধ্বর্যুঃ [হোতাকে] কহেন—তুমি [প্রাচীনবংশে] নীয়মান ক্রীত সোমের উদ্দেশে ক্রমানুসারে মন্ত্র বল।

ইহাই অধ্বর্যুপাঠ্য প্রৈব মন্ত্রের অর্থ। অনন্তর হোতৃপাঠ্য প্রথম ঋক্ “ভদ্রাদভিশ্রেয়ঃ প্রেহীতাবাহ”

“ভদ্রাদভিশ্রেয়ঃ প্রেহি” এই (ঋক্) [হোতা] পাঠ করিবে।

অধ্বর্যুঃ কর্তৃক প্রেহিত হোতা সোমানয়নে উক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। এই ঋক্ তৈত্তিরীয়-সংহিতায় আছে। উক্ত ঋকের প্রথম পাদের ব্যাখ্যা—“অয়ং..... গময়তি”

(১) “বজ্র” “ব্রহ্মি” ইত্যাদি লোট্, বিভক্তির মধ্যম পুরুষান্ত গদ্য বচনিত যে বাক্য দ্বাবা অধ্বর্যুঃ হোতাকে কর্ম্ম প্রেবণ (নিরোগ) করে সেই বাক্যকে প্রৈব কহে; উক্ত প্রৈববাক্যবিশিষ্ট মন্ত্রকে প্রৈব-মন্ত্র কহে।

(২) “ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুর এতা তে অস্ত।

অথৈ মমন্ত বর আ পৃথিব্যা আরো শত্ৰুং কুশুহি সর্কবীরঃ। [১।২।৩।৩]

হে বৎস (সোম), এই লোক (ভুলোকরূপী সোমজন্ম-স্থান) ভদ্র (উত্তম); তদপেক্ষায় এই লোক (স্বর্গরূপী প্রাচীনবংশগৃহ) শ্রেষ্ঠ ;—তাহা [এই অর্থযুক্ত ঐ মন্ত্রের প্রথম চরণ] যজমানকে সেই স্বর্গ লোকেই গমন করায় ।

দ্বিতীয় পাদের অম্ববাদপূর্বক ব্যাখ্যা—“বৃহস্পতিঃ.....ব্রহ্মধ্বজিযতি”

বৃহস্পতি তোমার পুরোগামী হউন ;—ইহা দ্বারা (এই অর্থবিশিষ্ট দ্বিতীয়চরণ পাঠ দ্বারা) ইহার (যজমানের) নিমিত্ত ব্রাহ্মণকেই অগ্রগামী করা হয় ; যে হেতু বৃহস্পতিই ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ-সহায় কৰ্ম্ম নষ্ট হয় না ।

তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের অম্ববাদপূর্বক ব্যাখ্যা—“অথেমবস্যা.....পাদয়তি”

অনন্তর পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই [দেবযজন] স্থান তোমার অবস্থানযোগ্য মনে কর,—ইহা দ্বারা (তৃতীয়চরণের পাঠ দ্বারা) পৃথিবীমধ্যে যে দেবযজন স্থান শ্রেষ্ঠ, সেই দেবযজন স্থানে সোমকে স্থাপন করা হয় । সৰ্ব্বাপেক্ষা বীর [ভূমি] শত্রু-গণকে দূর কর,—ইহা দ্বারা (চতুর্থচরণ পাঠ দ্বারা) ইহার (যজ-মানের) দ্বেষকারী পাপরূপ শত্রুকে বাধিত করা হয় ও নিকৃষ্ট দেশে দূর করা হয় ।

হোতার পাঠ্য দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ ঋকের বিধান “সোম.....সমর্দ্ধয়তি”

রাজা সোমের আনয়নকালে “সোম যাস্তে ময়োভূবঃ” ইত্যাদি তিনটি ঋক্ ৩ পাঠ করিবে ; এই তিন ঋকের দেবতা

উক্ত মন্ত্রটি বহুবেদে দেখা যায় না, কিন্তু অথর্ববেদে আছে [১।১।২২৪] ; এই মন্ত্র দ্বারা হোম বা জপ করিলে প্রবাসে আপন হইতে ধন উপস্থিত হয় । সাধারণাচার্য অথর্ববেদের ভাষ্যে ইহার অন্তরঙ্গ অর্থ করিয়াছেন ।

(৩) “সোম যাস্তে ময়োভূবঃ উক্তঃ সতি বাওবে । তাদিনে হবিজা ভব ।” (১।১।২২)

সোম, ছন্দ গায়ত্রী ; এই জন্ত আপনাই দেবতা ও আপনাই ছন্দ দ্বারা ইঁহাকে (সোমকে) সমুদ্র করা হয় ।

যে দ্রব্য আনিবে তাহার নাম “সোম” এবং মন্ত্র তিনটির দেবতাও “সোম” ; গায়ত্রী স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে সোম আনিরাছিলেন, অতএব সোমের গায়ত্রী ছন্দ ; এজন্তই দেবতা ও ছন্দকে সোমের আপনার বলা হইল। ইহা তৈত্তিরীয় ঋজিতে ব্যক্ত আছে * । পঞ্চম ঋকের বিধান “সর্বে.....গতেনেত্যাহ”

“সর্বে নন্দন্তি যশসাগতেন” এই ঋক পাঠ করিবে ।

এই ঋকের প্রথম পাদের ব্যাখ্যা—“যশো বৈ.....বশ্চ ন”

রাজা সোম যশঃস্বরূপ ; যে ব্যক্তি যজ্ঞে লাভার্থী ও যে [লাভার্থী] নহে, তাহার সকলেই জীয়মাণ সোমকে দেখিয়া আনন্দিত হয় ।

দ্বিতীয় পাদের ব্যাখ্যা—“সভাসাহেন.....রাজা”

“সভাসাহেন সখ্যা সখায়ঃ” ইহার অর্থ—এই যে রাজা সোম, ইনি [ব্রাহ্মণগণের] সখা এবং ব্রাহ্মণগণের সভার পরাভবকর্তা ।

তৃতীয়পাদের প্রথম পদের ব্যাখ্যা—“কিষ্বিম্পৃং দিত্যেব উ এব কিষ্বিম্পৃং”

“কিষ্বিম্পৃং” ইহার অর্থ যে এই যে সোম, ইনি কিষ্বিম (পাপ) হইতে রক্ষাকর্তা ।

“ইং বজ্রমিদং বচো ভূত্বাণ উপাগমি । সোম স্বঃ নো বুধে ভব ॥” (১৯১১০)

“সোম গীর্ভিষ্ট । বয়ং বর্জ্যামো বচোবিদঃ । হৃদ্যীকো ন আশিষ ॥” (১৯১১১)

(৪) “কজ্রশ্চ বৈ হৃদ্যী চাক্ষরপায়োরশর্ভেতাং সা কজ্রঃ হৃদ্যী মজরং সারবীজ্জীৱন্তামিতো-
দ্বিবি সোমস্তাহরতেনাত্মানং নিদ্রীশীষেতীম বৈ কজ্রসৌ হৃদ্যী হন্যাসি সৌপর্ণো সাত্র-
বীজমৈ বৈ শিতরো পুত্রান্বিত্ততৃত্তীয়ন্তামিতোদ্বিবি সোমস্তাহরতে নাত্মানং নিদ্রীশীষ”

[১১১১১১]

(৫) “সর্বে নন্দন্তি যশসাগতেন সভাসাহেন সখ্যা সখায়ঃ

কিষ্বিম্পৃং শিত্ত্বনির্ঘোষাকরং হিতো ভবতি যাক্ষিণঃ ॥” (১০১১১১০)

পাপের কারণ প্রদর্শন—যে বৈ.....ভবতি”

যে [যজ্ঞে] প্রবৃত্ত হয় এবং যে [যজ্ঞকর্ম্মে] শ্রেষ্ঠতা লাভ করে, সে পাপ লাভ করে ।

কর্ম্মসমাপ্তির ব্যগ্রতা ও কর্ম্মপটুত্বগর্ক ঋত্বিকের পাপের কারণ ; বথা—
“তদ্বাদাহঃ.....যাতররিত্তি”

সেই হেতু (ঋত্বিকের পাপের সম্ভাবনা থাকায়) [যজমান] এইরূপ বলে—[অহে হোতা, তুমি অন্তমনস্ক হইয়া] পুরো-
হম্বাক্য পাঠ করিও না ; [অহে অধ্বর্যু, তুমি ব্যগ্রতাপ্রযুক্ত] অগ্নি অমুষ্ঠান করিবে না ; অহে ক্রিপ্র-
কারিগণ, তোমাদিগকে যেন] পাপ আশ্রয় না করিতে হয় ।

তৃতীয় পাদে দ্বিতীয় পদানুবাদব্যাখ্যা—“পিতৃযনিঃ.....তং করোতি”

“পিতৃযনি” এস্থলে অন্নই পিতৃ, দক্ষিণাই পিতৃ ; সেই (দক্ষিণা)
ইহা দ্বারা [ঋত্বিকদিগকে] দান করা হয় ; এতদ্বারা এই
সোমকেই অন্নসনি [অন্নের নিমিত্ত] করা হয় ।

চতুর্থ পদস্থ বাজিন শব্দ ব্যাখ্যা—“অরং.....বাজিনং”

“অরং হিতো ভবতি বাজিনায়” এস্থলে বাজিন অর্থে ইন্দ্রিয়
ও বীৰ্য্য ।

ইহা জানার প্রশংসা—“আজরসং.....বেদ”

যে ইহা জানে, জরা (বার্দ্ধক্য) শেষ পর্য্যন্ত তাহার ইন্দ্রিয়
ও বীৰ্য্য বিচ্ছিন্ন হয় না ।

বর্চ ঋকের বিধান “আগন্বেব ইত্যাহ”

“আগন্ দেব” এই মন্ত্র * পাঠ করিবে ।

(৪) “আগন্ দেব বতুর্ভিবর্ধতু অরং বথাতু নঃ সখিতা হুপ্রোজামিবন্ ।

স নঃ কপাতিরহতিষ্ঠ জিবতু প্রোজামন্ত রয়িনম্নে সখিতু ॥” (৪ । ৫৩ । ৭)

উক্ত ঋকের প্রথম পাদে পূর্বভাগের ব্যাখ্যা—“আগতো.....তবতি”

সেই সময়ে (ক্রয়ের পর) তিনি (সোম) আগত হন ।

উত্তর ভাগের সাহুবাদ ব্যাখ্যা—“ঋতুভিঃ.....আগময়তি”

যেমন মনুষ্যের [ভ্রাতা মনুষ্য], সেইরূপ ঋতুগণ রাজা সোমের রাজভ্রাতা; ‘ঋতুভিবর্দ্ধতু ক্ষয়ম্’—এই বাক্য সেই ঋতুগণসহ এই সোমকে [এই যজ্ঞে] আগমন করায় ।

দ্বিতীয় পাদে সাহুবাদ ব্যাখ্যা—“দধাতু.....আশান্তে”

“দধাতু নঃ সবিতা স্তুপ্রজামিবম্” এই পাদপাঠ দ্বারা আশীষ (প্রার্থনীয় প্রজাদি) প্রার্থনা করা হয় ।

তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে সাহুবাদ ব্যাখ্যা—“স নঃ...আশান্তে”

“স নঃ ক্ষপাভিরহতিশ্চ জিম্বতু”—এই বাক্যে অহঃ শব্দে দিন ও ক্ষপা শব্দে রাত্রি; উহাতে অহোরাত্র দ্বারাই ইহার নিমিত্ত এই আশীষ প্রার্থনা করা হয় । “প্রজাবন্তং রয়িমস্মৈ সমিষ্বতু”—ইহা দ্বারাও আশীষ প্রার্থনাই হয় ।

ষষ্ঠম ঋকের বিধান “যা তে.....ইত্যবাহ”

“যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি” এই ঋক পাঠ করিবে ।

ঐ ঋকের দ্বিতীয় পাদ—

“তা তে বিশ্বা পরিভূরন্তু যজন্তম্ ।”

উভয় চরণের অর্থ—[হে সোম] তোমার যে সকল [উত্তরবেদি-প্রভৃতি] স্থানের হবির দ্বারা যাগ হয়, তোমার সেই সকল স্থান ব্যাপিয়া তুমি যজ্ঞের নিকটে অবস্থান কর ।

তৃতীয় পাদে সাহুবাদ ব্যাখ্যা—“গয়ক্ষানঃ.....তদাহ”

(৭) “যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি তা তে বিশ্বা পরিভূরন্তু যজন্তম্ ।

গয়ক্ষানঃ প্রভরণঃ হবীরোৎখীরণহা এতরা সোম যজ্ঞয়ম্ ॥” (১ । ৯১ । ১৯) *

“গয়স্থানঃ প্রতরণঃ স্বীরঃ”—এতদ্বারা, আমাদিগের গাভীসকলের বুদ্ধিকৰ্ত্তা ও উদ্ধারকৰ্ত্তা হও, ইহাই বলা হয় ।

চতুর্থ পাদের সাহুবাদ ব্যাখ্যা—অবীরহা.....হিন্তি”

“অবীরহা প্রচরা সোম দুৰ্য্যান্” এস্থলে দুৰ্য্য অৰ্থে গৃহ ; [পরিচর্য্যার ক্রটির আশঙ্কায়] সমাগত সোমরাজ হইতে যজ্ঞমানের গৃহ (গৃহস্থিত লোকেরা) ভয় পায় ; তখন যদি হোতা এই মন্ত্র পাঠ করে, তাহা হইলে শান্তির কারণ [এই মন্ত্র] দ্বারা সোমকে শাস্ত করা হয় ; সোম শাস্ত হইলে যজ্ঞমানের প্রজার ও পশুর হিংসা করেন না ।

অষ্টম ঋক্ বিধান—“ইমাং.....পরিদধাতি”

“ইমাং ধিয়ং শিক্ষমাণস্য দেব” এই বরুণদেবতাক ঋকের দ্বারা [অনুবচন পাঠ] সমাপ্ত করিবে ।^৮

বারুণ ঋক্ দ্বারা সমাপনের কারণ “বরুণদেবত্যো.....সমর্দ্ধয়তি”

যতক্ষণ এই সোম [বস্ত্রাদি দ্বারা] আবদ্ধ থাকেন, ও যতক্ষণে প্রাচীনবংশ গৃহে উপস্থিত হন, ততক্ষণ ইহার দেবতা বরুণ ; তাহা হইলে [উক্ত বারুণ ঋক্ পাঠে] আপনাই দেবতা দ্বারা ও আপনারই ছন্দ দ্বারা ইহাকে সমৃদ্ধ করা হয় ।

বন্ধন-ক্রিয়া বরুণ-পাশের অধীন এবং আবরণ-ক্রিয়াও বরুণের অধীন ; সেই হেতু সোমের দেবতা বরুণ । উক্ত ঋক্টির জিষ্টপু ছন্দ ; এই জিষ্টপু সোম আহরণ করিবার জন্ত স্বর্গে যাইয়া দক্ষিণা ও তপস্যা আনিয়াছিলেন^৯ ; সেই জন্ত

(৮) “ইমাং ধিয়ং শিক্ষমাণস্য দেব ক্রতুং দক্ষং বরুণং সংশিখাষি ।

বরাতি বিধা হুরিতা তরেন হৃতর্গাণমধি নাবং ক্ৰহেব ॥” (৮।৪২।৩)

(৯) “সো দক্ষিণাভিক্ত তপসা চাগচ্ছতি” (৩।১।৩।২)

ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সোমের স্বকীয়। ইহা শাখান্তরে তৈত্তিরীয় সংহিতায়
কথিত আছে।

প্রথম পাদের ব্যাখ্যা—“শিক্ষমাগন্ত.....যজ্ঞতে”

“শিক্ষমাগন্ত দেব” এস্থলে [শিক্ষমাগের অর্থ], যে যজ্ঞ
করে, [কেন না] সে শিক্ষা [যজ্ঞ অভ্যাস] করে।

দ্বিতীয় পাদের সাহুবাদ ব্যাখ্যা—“ক্রতুং.....তদাহ”

“ক্রতুং দক্ষং বরুণ সংশিশাষি” এতদ্বারা হে বরুণ, [তুমি]
বীর্য ও প্রকৃষ্ট জ্ঞানের সম্যক উপদেশ প্রদান কর, ইহাই
বলা হয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের সাহুবাদ ব্যাখ্যা—“যয়াতি.....সন্তরতি”

“যয়াতি বিশ্বা ছুরিতা তরেম স্ততর্মাগমধি নাবং রুহেম”
এস্থলে যজ্ঞই স্থখে তরণকারী নৌকা—কৃষ্ণাজিনই স্থখতরণ-
কারী নৌকা—[মন্ত্রাত্মক] বাক্যই স্থখতরণকারী নৌকা ;
[সেই মন্ত্র পাঠে] সেই বাক্যরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়া
তদ্বারাই স্বর্গলোকের উদ্দেশে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

উক্ত সকল ঋকের প্রশংসা—“তা এতাসমুচ্চৈ”

সেই এই আটটি রূপসমৃদ্ধ মন্ত্র পাঠ করিবে।

উক্ত রূপ-সমৃদ্ধির কারণ—“এতদৈ.....বদতি”

যাহা রূপসমৃদ্ধ, [অর্থাৎ] যে ঋক্ ক্রিয়মাণ কর্মকে
পূর্ণভাবে উল্লেখ করে, তাহা যজ্ঞকেও সমৃদ্ধ (সম্পূর্ণ) করে।

আত্মস্তে দুইটি ঋকের আবৃত্তি বিধান—“তাসাং.....ত্রিরক্তমাং”

তন্মধ্যে (উক্ত আটটি ঋকের মধ্যে) প্রথম ঋক্ তিনবার,
[আর] শেষ ঋক্ তিন বার পাঠ করিবে।

উক্ত রূপে আবৃত্তি ঋকের সংখ্যার প্রশংসা—“তাঃ...প্রজাপতিঃ”

[উক্তরূপে আবৃত্তি] সেই (অষ্টসংখ্যক) ঋক্ দ্বাদশ-

সংখ্যক হইবে; দ্বাদশ মাসেই সংবৎসর, সংবৎসরই প্রজাপতি ।

উক্তরূপ জ্ঞানের প্রশংসা—“প্রজাপত্যা.....বেদ”

যে ইহা জানে, সে প্রজাপতি যাহাদের আয়তন (আশ্রয়), সেই [ঋক্] সকলের দ্বারা সমৃদ্ধ হয় ।

আবৃত্তির প্রশংসা—“ত্রিঃ.....অবিস্রংসায়”

প্রথম ঋক্ তিনবার, শেষ ঋক্ তিনবার পাঠ করিবে ; তদ্বারা [যজ্ঞের] স্থিরতার জন্ম, দৃঢ়তার জন্ম, শিথিলতা নিবারণের জন্ম [রক্ষুরূপী] যজ্ঞের [প্রাপ্তদ্বয়ে] গ্রহি দেওয়া হয় ।

তৃতীয় খণ্ড

সোমের উপাবহরণ

সোম আনয়নের ঋক্ বলা হইয়াছে, এখন আনীত সোমকে শকট হইতে নামাইবার ঋক্ বিধান—“অন্ততরো.....হরেয়ুঃ”

একটি বলদ [শকটে] যোড়া থাকিবে, অপর আর একটি খুলিয়া দিবে ; অনন্তর রাজাকে (সোমকে) নামাইবে ।

শকট হইতে ছই বলীবর্দ-মোচনে দোষ-প্রদর্শন “যজ্ঞভয়োঃ.....কুয়্যুঃ”

যদি দুইটি বলদই [শকট হইতে] খুলিয়া [সোম] নামান হয়, [তবে] সোমকে পিতৃদৈবত করা হয় ।

পিতৃদৈবত অর্থাৎ পিতৃলোককর্তৃক স্বীকৃত সোম দেবযজ্ঞের অযোগ্য ; উক্তর বলীবর্দ শকটে বৃক্ত থাকিও দোষাবহ—“যদ.....প্লেবেরন”

যদি দুইটিই মুক্ত থাকে, [তাহা হইলে] যোগক্ষেমের

অভাব প্রজাকে (পুত্রাদিকে) আক্রমণ করে ; [তাহাতে] প্রজা পরিণত হইয়া (ভাসিয়া) যায় ।

অপ্রাপ্ত ধনের লাতকে যোগ করে, আর লব্ধ ধনের রক্ষা করাকে ক্ষেপ করে ।

যে বলদ খোলা যায়, সে গৃহস্থিত প্রজাস্বরূপ, [আর] যে যোড়া থাকে, সে [লৌকিক ও বৈদিক] ক্রিয়াস্বরূপ ; [অতএব] যাহারা একটি যোড়া রাখিয়া ও অন্যটিকে খুলিয়া [সোমকে] নামায়, তাহারা যোগ ও ক্ষেম উভয়ই সম্পাদন করে । ’

অনন্তর আখ্যায়িকা দ্বারা সোম-নামাইবার অন্তঃশ্রীশ্রী কোণের বিধান “দেবা-সুহা.....কর্তোঃ”

দেবগণ ও অসুরগণ এই সকল লোকে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; তাহারা [প্রথমে] এই পূর্বদিকে যুদ্ধ করেন, তাহাতে অসুরেরা তাঁহাদিগকে (দেবগণকে) পরাজয় করে ; [পরে] তাহারা দক্ষিণদিকে যুদ্ধ করেন, তাহাতে অসুরেরা তাঁহাদিগকে পরাজয় করে ; তাহারা পশ্চিমদিকে যুদ্ধ করেন, তাহাতে অসুরেরা তাঁহাদিগকে পরাজয় করে ; তাহারা উত্তরদিকে যুদ্ধ করেন, তাহাতে অসুরেরা তাঁহাদিগকে পরাজয় করে ; [শেষে] তাহারা উত্তর-পূর্বদিকে (ঈশান কোণে) যুদ্ধ করেন, তাহারা তখন পরাজিত হন নাই ; এই সেই (ঈশান) দিক অপরাজিত ; সেই হেতু এই দিকে [সোম নামাইতে] যত্ন করিবে বা যত্ন করাইবে ; তবে [যজ্ঞকে] সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে ।

(১) “যজ্ঞতো বিশ্বচ্যাবতিথ্যং পুরীমাহ বজ্রং বিজিহ্ম্যাহ যজ্ঞতাববিশ্রুতং স্বখানাগতান্ধাতিথ্যং ক্রিয়ন্তে তাদৃগেব তবিশ্রুতোহন্তোহনত্বান্ তবতি অবিশ্রুতোহন্তোহনত্বাতিথ্যং যজ্ঞমতি বজ্রস্য লভতৈঃ” (৩২/১৫)

সোমই জয়ের হেতু ইহা দেখান হইতেছে—“তে.....রাজা”

সেই দেবগণ বলিয়াছিলেন,—আমাদের রাজার অভাবে জয় হইল না, আমরা রাজা করিব; তাহাই হউক, এই বলিয়া তাঁহারা সোমকে রাজা করিয়াছিলেন; তাঁহারা রাজা সোমদ্বারা সকল দিক্ জয় করিয়াছিলেন। যে (যজমান) [সোম-] যাগ করে, সোমই তাহার রাজা। [শকট] পূর্বদিকে অবস্থিত থাকিতে [সোম] চাপাইবে, তাহাতে পূর্বদিক্ জয় করা হয়; [তৎপরে] তাহাকে (শকটস্থ সোমকে) দক্ষিণে বহন করিবে, তাহাতে দক্ষিণদিক্ জয় হয়; তাহাকে পশ্চিমে ফিরাইবে, তাহাতে পশ্চিম দিক্ জয় হয়; তাহাকে উত্তরে রাখিয়া [শকট হইতে] নামাইবে, তাহাতে রাজা সোমের দ্বারা উত্তর দিক্ জয় হয়।

আপত্ত্বও সোমের শকটবহন সম্বন্ধে এইরূপ বলেন।^১ ইহা জানার প্রশংসা—“সর্বা.....বেদ”

যে ইহা জানে, সে সকল দিক্ জয় করে।

চতুর্থ খণ্ড

আতিথ্যোষ্টি-বিধান

আতিথ্যোষ্টি-বিধান—“হবিরাতিথ্যং.....রাজভাগতে”

[প্রাচীনবংশ সমীপে] রাজা সোম উপস্থিত হইলে আতিথ্য হবিঃ নির্বপণ হয়।

(২) “স্বঃলগ্নাহ প্রত্যবত্তদ্ববত্ত ইতি প্রাকোহতিপ্রবার দক্ষিণমাবর্তত ইত্যগ্নেণ প্রাধঃশঃ প্রাগীবাঃ উদগীবাঃ বা শকটমবহাগ্য” (১০।২৯।১।১১)

আতিথ্যেষ্টির নামের কারণ —“সোমো.....আতিথ্যঃ”

রাজা সোম যজ্ঞমানের গৃহে আসিতেছেন, [সেই জন্ত] তাঁহার উদ্দেশে আতিথ্য হবিঃ নির্বপণ করা হয় ; তাহাতেই আতিথ্যের আতিথ্যত্ব ।

আতিথ্যেষ্টিতে পুরোডাশ-বিধান—“নবকপালো.....প্রতিপ্রজাতৌ”

প্রাণ নয়টি ; [ঐ সকল] প্রাণের স্ব-ব্যাপার-সামর্থ্যের জন্ত ও প্রাণের স্বরূপ জানিবার জন্ত পুরোডাশও নয়খানি কপালে সংস্কৃত হয় ।

মহুঘোর মস্তকে সপ্তদ্বার, অধোদেশে দুই দ্বার, এই নবদ্বারে নবপ্রাণ ।

দ্রব্য-বিধানানন্তর দেবতা-বিধান—“বৈষ্ণবো.....সমর্দ্ধয়তি”

[সেই পুরোডাশ] বিষ্ণুর উদ্দিষ্ট ; বিষ্ণুই যজ্ঞ ; [অতএব] আপনারই দেবতা দ্বারা [ও] আপনারই ছন্দোদ্বারা যজ্ঞকে সমুদ্র করা হয় ।

এই পুরোডাশ প্রদানের যাজ্ঞা ও অম্লবাক্যার ছন্দ গায়ত্রী ও ত্রিষ্টুপ্ ; তাহাকেই এস্থলে আপনার ছন্দ বলা হইল । সোমের অম্লচরবর্গের হোম যথা—“সর্বাণি.....ক্রিয়তে”

সকল ছন্দ ও সকল পৃষ্ঠ ক্রীত সোমরাজের অনুগমন করেন ; ঐহারা রাজার অনুগমন করেন, তাঁহাদের সকলেরই প্রতি আতিথ্য করিবে ।

পৃষ্ঠ-অর্থে বৃহদ্রথস্তরাদি-সামসাধ্য স্তোত্র । “অগ্নেরাতিথ্যমসি” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা হোম করিয়া সকল অম্লচরবর্গকে তৃপ্ত করিবে । ইহা তৈত্তিরীয়েরাও বলেন ২ । আতিথ্যেষ্টির অন্তর্গত অগ্নিমহ্ন-কন্ধ্য-বিধান—“অগ্নিঃপশুঃ”

(১) “সপ্ত বৈ নির্বপ্যাঃ প্রাণা বাববাকৌ ।”

(২) “বাববাকৌ রাজানুচরৈরাগচ্ছতি, সর্বেভ্যো বৈ তেভ্য আতিথ্যং ক্রিয়তে, ছন্দাংসি ঋগ্ বৈ সোমস্য রাজোহম্লচরাণ্যগ্নেয়াতিথ্যমসি বিকবে যেভ্যাহ গায়ত্র্যা এইকভেন করোতি, সোমস্যাতিথ্য-মসি বিকবে যেভ্যাহ ত্রিষ্টুপ্যে এইকভেন করোতি” (তৈত্তিরীয়সং ৩।২।১।১)

সোমরাজ আগত হইলে অগ্নিমন্ত্রন করিবে; তাহারাইরূপ।
যেমন নররাজ অথবা অথ পূজ্য ব্যক্তি উপস্থিত হইলে বৃষ
অথবা বেহৎ (গৰ্ভনাশিনী বৃদ্ধা গাভী) হত্যা করে, সেইরূপ
অগ্নির যে মন্ত্রন হয়, তাহাতেই সোমের উদ্দেশে অগ্নির
হত্যা করা হয় ; কেননা অগ্নিই দেবগণের পশু ।

বৃষ যজ্ঞের দ্রব্যাদি বহন করে, অগ্নিও দেবগণের নিকটে হব্য বহিয়া লইয়া
যান, এজন্য অগ্নিতে পশুর সাদৃশ্য ।

পঞ্চম খণ্ড

অগ্নিমন্ত্রন-মন্ত্র

অগ্নিমন্ত্রনের পর তত্রত্য ঋক-বিধানার্থ প্রৈষ-মন্ত্রের বিধান—“অগ্নে
.....অধ্বর্যুঃ”

অধ্বর্যু [হোতাকে] বলেন—তুমি মধ্যমান অগ্নির
উদ্দেশে অনুবাক্য পাঠ কর ।

তদ্বিষয়ে প্রথম ঋকের বিধান “অভি.....অস্বাহ”

“অভি ত্বা দেব সবিতঃ” এই সাবিত্রী [সবিতৃদৈবত]
ঋক পাঠ করিবে ।

এ স্থলে ব্রহ্মবাদীদের আপত্তি যথা—“তদ্বাহ.....সবাহতি”

তদ্বিষয়ে [ব্রহ্মবাদিগণ] বলেন, যখন [অধ্বর্যু] “অগ্নে
মধ্যমানায়” এই [অগ্নির অনুকূল] বাক্য [প্রৈষমন্ত্ররূপে]

(১) ইহা রাজক্যেও নহে—“অস্বাহ বা সবাহ বা সোমজিয়ারোপকরণং” (১।১০১)

(১) “অভি ত্বা দেব সবিতরীশানং বার্য্যাপাং । সদাযন্ ভাসবীমহে ৪” (১।১০১)

বলেন, তখন পরে [আশ্বিনী ঋক্ পাঠ না করিয়া] কেন সাবিত্রী ঋক্ পাঠ করা হয় ?

তাহার উত্তর—“সবিতা.....অস্বাহ”

সবিতাই প্রসবের (যজ্ঞকর্মে প্রেরণের) প্রভু ; ঐ মন্ত্র দ্বারা সবিতৃ-প্রেরিত হইয়াই এই অগ্নিকে মস্থন করা হয় ; সেই জন্য সাবিত্রী ঋক্ই পাঠ করিবে ।

দ্বিতীয় ঋক্ বিধান—“মহী.....অস্বাহ”

“মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন” এই দ্বাবাপৃথিবীয়া ঋক্ পাঠ করিবে ।

দ্বাবাপৃথিবীয়া অর্থে বাহ্যার দেবতা দ্যৌ এবং পৃথিবী । এস্থলেও পূর্বমত আপত্তি ও তাহার উত্তর “তদাহঃ.....অস্বাহ”

সে বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন—যখন “অগ্নয়ে মথ্য-মানায়” এই [অগ্নির অনুকূল] বাক্য [প্রৈষমন্ত্র] বলা হয়, তখন পরে কেন দ্বাবাপৃথিবীয়া ঋক্ পাঠ করা হয় ? [উত্তর], [পুরাকালে] উৎপন্ন এই অগ্নিকে দেবতার দ্যৌ এবং পৃথিবী দ্বারা গ্রহণ করিয়াছিলেন ; এখনও তাঁহাদের দ্বারাই অগ্নি গৃহীত হন । সেই জন্য দ্বাবাপৃথিবীয়া ঋক্ই পাঠ করা হয় ।

পাবক নামক অগ্নি পৃথিবীতে আছেন, স্বরূপ অগ্নি আকাশে আছেন । তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম ঋক্ বিধান—“স্বামগ্নে.....সমর্দ্ধয়তি”

“স্বামগ্নে পুষ্করাদধি” ইত্যাদি অগ্নিদৈবত ও গায়ত্রী-

(২) “মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমা বজ্রাঃ মিনিক্তাঃ পিপ্তাঃ নো ভরীমতিঃ ।” (৩।২২।৩৩)

(৩) “স্বামগ্নে পুষ্করাদধি অথর্কী নিরমহত । বুয়ে । নিবত বাধতঃ ।” (৩।৩৩।৩৩)

“তং উং বা দধ্যত্, ঋকিঃ পুত্র ইধে অথর্কণঃ ব্রহ্মহণঃ পুন্সরম্ ।” (৩।৩৩।৩৪)

“তং উং বা পাদ্যো বৃণা সর্ষেধে বৃহ্মহতমঃ ধনজয়ঃ রণে রণে” (৩।৩৩।৩৫)

ছন্দোযুক্ত তিনটি ঋক্ পাঠ করা হয় ; তাহাতে মন্ত্রনকালে অগ্নিকে আপনারই দেবতা ও আপনারই ছন্দোদ্বারা সমৃদ্ধ করা হয় ।

উহার মধ্যে প্রথম ঋকের দ্বিতীয় পাদের প্রশংসা—“অথর্বা.....অভিবদতি”

অথর্বা নির্মম্বন করিয়াছিলেন—এই বাক্য রূপসমৃদ্ধ ; যাহা রূপসমৃদ্ধ, তাহা যজ্ঞের পক্ষে সমৃদ্ধ, যেহেতু সেই ঋক্ ক্রিয়মাণ কর্ম্মকেই সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করে ।

পঞ্চম ঋকের পরে ও ষষ্ঠ ঋকের পূর্বে অগ্নি উৎপন্ন না হইলে অতিরিক্ত কতিপয় ঋক্ বিধান—“স.....অনুচ্যাঃ”

ঐ পাঁচটি ঋক্ পাঠ করিলেও যদি তিনি (অগ্নি) উৎপন্ন না হন, অথবা বিলম্বে উৎপন্ন হন, [তবে] রক্ষোন্ন-গায়ত্রী-সকল পাঠ করিবে ।

সে কোন্ কোন্ ঋক্ ?

“অগ্নে হংসিন্য়ত্রিণম্” ইত্যাদি কয়েকটি ।*

সেই নয়টি ঋক্ পাঠ কি জন্ত ?—“রক্ষসামপহত্যে”

রাক্ষসগণের অপহৃতির (দূরীকরণের) জন্ত ।

ইহাতে রাক্ষসের প্রসঙ্গ কেন ? তাহার উত্তর—“রক্ষাসি.....জায়তে”

(৪) “অগ্নে হংসি ত্রিণং দীদ্যন্নর্হোষা । স্বে ক্ষয়ে শুচিত্ত্বত ॥

উত্তিষ্ঠসি স্বাহতো য়তানি প্রতি মোদসে । যব্ভা ক্রচঃ সমস্থিরন্ ॥

স স্বাহতো বি রোচতে হগ্নিরীড়েনো গিরা । স্পচা প্রতীকমজ্যতে ॥

যুতেনাগ্নিঃ সমজ্যতে মধু প্রতীক স্বাহতঃ । রোচমানো বিভাবস্থঃ ॥

অরমাণঃ সমিধ্যসে দেবেভ্যো হব্যবাহন । তং স্বা হবন্ত মর্ত্যাঃ ॥

তং মর্তী অমর্ত্যং যুতেনাগ্নিঃ সপর্ধ্যত । অদাত্যং গৃহপতিং ॥

অদাত্যেন শোচিবাগ্নে রক্ষস্বঃ দহ । গোপা স্বতস্য দীদিহি ॥

স স্বমগ্নে প্রতীকেন প্রত্যোষ যাতুধান্তঃ । উরক্ষয়েমু দীদ্যৎ ॥

ভং স্বা গীর্তিরক্ষস্ব্য হব্যবাহং সমীধিরে । যজিষ্ঠং মানুবে জনে ॥” (১০।১১৮।১—২)

[মন্বন করিলেও] যখন উৎপন্ন না হন অথবা যখন বিলম্বে উৎপন্ন হন, তখন ইহাকে রাক্ষসেরাই প্রতিবন্ধ করিতেছে।

তৎপরে ঋক্-বিধান “স.....অমুক্ত্রয়াৎ”

[রক্ষোন্নী ঋকের মধ্যে] যদি একটি ঋক্ পাঠ করিলেই বা দুইটি পাঠ করিলেই তিনি উৎপন্ন হন, তবে তখন জাতশব্দযুক্ত, [অতএব] জাত (উৎপন্ন) অগ্নির অনুকূল, “উত ব্রবন্তু জন্তবঃ” “ এই ঋক্ পাঠ করিবে।

ঐ ঋকের দ্বিতীয় পাদে জাত অর্থাৎ জন্মবাচক “অজনি” পদ আছে ; এই জন্ত ইহা জাত অগ্নির অনুকূল ; উহার প্রশংসা “যদ যজ্ঞে.....তৎ সমৃদ্ধং”

যাহা যজ্ঞের অনুকূল, তাহাই সমৃদ্ধ।

সপ্তম ঋক্-বিধান,—

“আ যং হস্তেন খাদিনং” এইটি [পাঠ করিবে]।

এই ঋকের প্রথম পাদের তাৎপর্য “হস্তাভ্যাং..... মন্বন্তি”

ইহাকে (অগ্নিকে) হস্তদ্বারাই মন্বন করা হয়।

ঐ ঋকে মন্বনজাত অগ্নিকে হস্তধৃত সত্ত্বোজাত শিশুর সহিত উপমিত করা হইয়াছে ; তজ্জন্তু বলা হইল ঋষিকেরাও অগ্নিকে হস্তদ্বারাই মন্বন করেন।

দ্বিতীয় পাদের পূর্বাঙ্কের তাৎপর্য “শিশুং...যদগ্নিঃ”

“শিশুং জাতং” ইহার অর্থ, এই প্রথমজাত যে অগ্নি, তিনি শিশুর মত।

তৎপরে তৃতীয় চরণ—

“ন বিভ্রতি বিশামগ্নিং স্বধ্বরম্”।

এই বাক্যে যে “ন” আছে, উক্ত “ন”র ব্যাখ্যা—“যদৈ.....ঔ ইতি”

(৫) “উত ব্রবন্তু জন্তব উদগ্নিক্ষুত্রহাজ নি। ধনঞ্জয়ো রণে রণে ॥” (১৭৪৩)

(৬) “আ যং হস্তেন খাদিনং শিশুং জাতং ন বিভ্রতি। বিশামগ্নিং স্বধ্বরম্ ॥” (৬১৬৪০)

দেবতাদের (দেবসম্বন্ধি মস্ত্রে) এই যে “ন” [শব্দ], তাহা
ঐ সকল (মস্ত্রে) “ও” অর্থবাচী ।

বেদে ওকারের অর্থ অঙ্গীকার, “ন”কারও ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয় । সেই জন্য
এই স্থলে “ন”শব্দ সম্বন্ধার্থে ব্যবহার করিয়া উক্ত মস্ত্রের “শিঙং জাতং ন”—অর্থে
“শিঙং জাতমিব” করা যাইতে পারে ।

সমগ্র ঋকের অর্থ—প্রজাগণের যজ্ঞনিষ্পাদক ও [হবিরাদির] ভক্ষক এই
[মন্বনজাত] অগ্নিকে [ঋষিকেরা] যেন [সন্তোজাত] শিশুর মতই হস্তে
ধারণ করেন ।

অষ্টম ঋক্ বিধান—“প্র দেবং...অভিরূপা”

“প্র দেবং দেববীতয়ে ভরতা বহুবিস্তমম্”^১ এই ঋক্
প্রত্নিয়মাণ অগ্নির অনুকূল ; [ইহা পাঠ করিবে] ।

ঐ মস্ত্রের অর্থ—[হে ঋষিকগণ], দেবগণের অভিলাষার্থ বহুবিস্তম (হব্যরূপ
ধনের অভিজ্ঞ) দেবকে (মন্বনজাত অগ্নিকে) [আহবনীয়ে] প্রক্ষেপ কর ।

প্রত্নিয়মাণ অর্থ আহবনীয়ে প্রক্ষিপ্যমাণ । মন্বনে উৎপন্ন অগ্নিকে আহবনীয়
অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয় । অষ্টম হইতে দ্বাদশ ঋক্ পর্যন্ত মন্ত্রগুলি ঐ
অল্পষ্ঠানকে লক্ষ্য করিতেছে । উক্ত ঋকের প্রযোজ্যতা—“যদ্যজ্ঞে...সমুজ্ঞঃ ।”

যাহা যজ্ঞে অনুকূল, তাহাই সমুজ্ঞ ।

উক্ত ঋকের তৃতীয় চরণ এই—

“আ স্বে যোনৌ নিবীদতু ।”

এস্থলে যোনি শব্দের ব্যাখ্যা —“এষ...অগ্নেঃ”

[আহবনীয় নামক] এই যে অগ্নি, ইনিই এই (মন্বন-
জাত) অগ্নির স্বকীয় যোনি (আপনরই স্থান) ।

নবম ঋক্ বিধান,—

“অজাতং জাতবেদসি” এই ঋক্ [পাঠ করিবে] ।^২

(১) “প্র দেবং দেববীতয়ে ভরতা বহুবিস্তমম্ । আ স্বে যোনৌ নি বীদতু ।” (৩।১৬।৪১)

(২) “অজাতং জাতবেদসি প্রিয়ং শিশীতাভিধিঃ । স্তোন আ গৃহপতিঃ ।” (৩।১৬।৪২)

এই শব্দের প্রথম পাদস্থিত জাত ও জাতবেদ্য শব্দের অর্থ—“জাত...ইতরঃ”

এই (মন্বনোৎপন্ন) অগ্নি জাত [সত্তা উৎপন্ন], আর ঐ [আহবনীয়] অগ্নি জাতবেদ্য (এই জাত অগ্নির জাত) ।

দ্বিতীয় পাদের সাংবাদ ব্যাখ্যা—“প্রিয়ঃ...অগ্নেঃ”

“প্রিয়ঃ শিশীতাতিথিম্” ইহার অর্থ,—(মন্বনোৎপন্ন) এই অগ্নি, ইনি ঐ (আহবনীয়নামক) অগ্নির প্রিয় অতিথি ।

তৃতীয় পাদের সাংবাদ ব্যাখ্যা—“স্তোন...তক্ষাতি”

“স্তোন আ গৃহপতিম্” এই উক্তিদ্বারা ইহাকে (মন্বনজাত অগ্নিকে) শান্তিতেই স্থাপন করা হয় ।

স্তোন শব্দ অর্থে স্থতকর ; স্থতকর আহবনীয়ে স্থাপন করা হয়, বলিয়া শান্তিতেই স্থাপন করা হইল ।

দশম শব্দ বিধান—“অগ্নিনা.....তৎ সমুচ্চম্”

“অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে কবিগৃহপতিযুবা হব্যবাড়্ জুহ্বাতঃ”—এই শব্দ [অগ্নির] অনুকূল ; যাহা যজ্ঞে অনুকূল, তাহাই সমুচ্চ ।

[আধারভূত আহবনীর] অগ্নিদ্বারা [মন্বনজাত ও আহবনীয়ে প্রাক্ষিপ্ত] অগ্নি সম্যক্ দীপ্ত হয় ; [এই অগ্নি] কবি (বিদ্বান্), গৃহপতি (বজ্রমানের গৃহপালক), যুবা (নুতন), হব্যবাট্ (দেবগণকে হব্যবহনকর্তা) এবং জুহ্বাত (জুহুই এই অগ্নির মুখ) । (১।১২।৬) এই মন্ত্র প্রত্নিরমাণ অগ্নিরই গুণ কীর্তন করিতেছে, বলিয়া এই কর্ণে অনুকূল । একাদশ শব্দ বিধান (৮।৪৩।১৪) “ত্বং.....সম্নিতরঃ”

“ত্বং হুমে অগ্নিনা বিপ্রো বিপ্রেন সন্ সতা” এই মন্ত্রে ইনি (মথিতাগ্নি) বিপ্র, উনি (আহবনীয়াগ্নি) বিপ্র ; ইনি সৎ, উনিও সৎ ।

“অগ্নে মহানসি ব্রাহ্মণ ভারত” এই প্রতিমতে অগ্নির ব্রাহ্মণত্ব (বিপ্রত্ব) । ঐ মন্ত্রের তৃতীয় পাদের ব্যাখ্যা—“সখা.....অগ্নেঃ”

“সখা সখ্যা সমিধ্যাসে” ইহার অর্থ এই যে [আহবনীয়] অগ্নি, ইনি [মন্বনজাত] অগ্নির আপনারই সখা ।

দ্বাদশ ঋক্ বিধান (৮৮৫৮)—“তং...অগ্নিরগ্নেঃ”

“তং মৰ্জ্জয়ন্তু স্ক্রজতুং পুরো যাবানমাজিষু শ্বেষু ক্ষয়েষু বাজিনম্”, [ইহার ক্ষয় শব্দের অর্থ], এই যে [আহবনীয়] অগ্নি, ইনি ঐ [মন্বনজাত] অগ্নির আপনারই গৃহস্বরূপ ।

ঐ মন্ত্রের অর্থ—[হে ঋত্বিক্গণ] স্ক্রজতু (যজ্ঞনির্কাহক), যুদ্ধে পুরোগামী নিজগৃহে গমনশীল সেই নূতন অগ্নিকে শোধন কর । ত্রয়োদশ ঋক্ বিধান (১০।২০।১৬)—“যজ্ঞেন.....পরিদধাতি”

“যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্তু দেবা” এই শেষ ঋক্ দ্বারা [অনুবাক্য] সমাপন করিবে ।

ইহা আখ্যায়ন বলেন ২। উক্ত ঋকের প্রথম পাদেব ব্যাখ্যা—“যজ্ঞেনআয়ন”

[মন্বনজাত] অগ্নিদ্বারা [আহবনীয়] অগ্নিকে যজন করিয়াছিলেন ; [এতদ্বারা] দেবগণ যজ্ঞদ্বারাই যজ্ঞকে যজন করিয়াছিলেন । তাঁহারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

এ স্থলে অগ্নিকেই যজ্ঞস্বরূপ বলা হইল ।

অবশিষ্ট তিন চরণের পাঠ—

তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্ । তে হি নাকং মহিমানঃ সচন্ত
যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ।

ঐ ঋকের অর্থ—দেবগণ যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞের যজন করিয়াছিলেন ; তদনুষ্ঠিত সেই সকল কর্ম্মই প্রাচীন ধর্ম্ম ছিল । তাঁহারা (সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণ) মাহাত্ম্যযুক্ত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন । সেই লোকে পূর্ব্বতন যাগকর্তৃগণ কর্ম্মবলে দেবতা হইয়া বর্তমান আছেন ।

ঐ ঋকের তাৎপর্য্য—“ছন্দাসি.....আয়ন”

(২) “যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্তু দেবা ইতি পরিদধাৎ । সর্ব্বদ্রোত্তমাং পরিধানীয়েতি বিদ্যাৎ” (২।১৬।৭৮)

ছন্দঃসমূহ (গায়ত্র্যাদির অভিমামিদেবগণ) [ইদানীং] সাধ্য (পূজনীয়) দেবতা হইয়াছেন । তাঁহারা অগ্রে [মন্বনজাত] অগ্নিদ্বারা [আহবনীয়] অগ্নিকে পূজা করিয়াছিলেন । তাঁহারা স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

কেবল ছন্দের অভিমানী দেবতাকেই চতুর্থপাদে বুঝাইতেছে না, অস্তকেও বুঝাইতেছে—“আদিত্যা.....আয়ন”

আদিত্যগণ এবং অঙ্গিরোগণও ইহলোকেই (ভুলোকেই) ছিলেন ; তাঁহারাও অগ্রে (মথিত) অগ্নিদ্বারা (আহবনীয়) অগ্নিকে পূজা করিয়াছিলেন ; [এইরূপে] তাঁহারা স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন ।

আহবনীয়গ্নিতে মথিত্যগ্নি প্রক্ষেপের প্রশংসা—“সৈবা.....সংসৃজ্যতে”

এই যে অগ্নির আহুতি (মথিত্যগ্নির আহবনীয়ে প্রক্ষেপ), সেই আহুতি স্বর্গ্য (স্বর্গলাভে অনুকূল) ; যদি [যজমান] ব্রাহ্মণোক্ত (বেদবিধিপ্রেরিত) না হইয়াও অথবা দুর্যজ্ঞোক্ত (ভাস্ত্রবিধিপ্রেরিত) হইয়াও যাগ করে, তথাপি এই আহুতি দেবগণের নিকটে উপস্থিত হয় ; [সেই আহুতি] পাপে লিপ্ত হয় না ।

ইহা জানার প্রশংসা—“গচ্ছত্যস্ত.....বেদ”

যে ইহা জানে, তাহার আহুতি দেবগণের নিকটে যায়, তাহার আহুতি পাপসংসৃষ্ট হয় না ।

অর্থাৎ যথাবিধি সম্পন্ন না হইলেও বা অজ্ঞহীন হইলেও উক্ত অর্থ জানিলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় ।

উক্ত ঋকের সংখ্যা প্রদর্শন—“তা.....রূপসমৃদ্ধাঃ”

রূপসমৃদ্ধ সেই এই ত্রয়োদশ ঋক পাঠ করিবে ।

আগন্তক রক্ষণার্থী ঋক্ ছাড়িয়া দিলে অপর ঋক্ তেরটি। উক্ত সমুদ্রের প্রশংসা “এতদৈ.....বদতি”

যাহা রূপসমৃদ্ধ, তাহা যজ্ঞের পক্ষে সমৃদ্ধ, [কেন না] সেই ঋক্ ক্রিয়মাণ কর্মকে পূর্ণভাবে উল্লেখ করে।

প্রথম ও শেষ ঋকের তিনবার আবৃত্তি-বিধান—“তাসাং.....অবিসংসার”

তাহাদের মধ্যে প্রথম [ঋক্] তিনবার ও শেষ [ঋক্] তিনবার পাঠ করিবে! [তাহা হইলে] তাহারা সতেরটি হইবে। প্রজাপতিই সপ্তদশ [-অবয়বাত্মক]; [কেননা] মাস বারটি, ঋতু পাঁচটি; তাহাদিগকে লইয়া সংবৎসর এবং সংবৎসরই প্রজাপতি। যে ইহা জানে, সে প্রজাপতি যাহাদের আশ্রয়, সেই ঋক্‌সকল দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। প্রথমটিকে তিনবার ও শেষটিকে তিনবার পাঠ করা হয়; এতদ্বারা স্থিরতা, দৃঢ়তা ও অশিথিলতা প্রাপ্তির জন্য [রজুরুপী] যজ্ঞের [উভয় প্রান্তে] গ্রহি দেওয়া হয়।

বর্ষ ৭৩

আতিথ্যোষ্টি-মন্ত্রবিধান

অগ্নিমন্ত্রের পর আতিথ্যোষ্টির অবশিষ্ট কর্ম-বিধান—“সমিধা...অভিবদতি”

“সমিধাগ্নিং ছবন্তত” এবং “আপ্যায়স্ব সমেতু তে” এই দুইটি মন্ত্র ‘আজ্যভাগদ্বয়ের পুরোমুখাক্য হইবে। ইহার। আতিথ্যশব্দযুক্ত ও [তজ্জগ্ন] রূপসমৃদ্ধ; এবং যাহা রূপসমৃদ্ধ, তাহা যজ্ঞের পক্ষে সমৃদ্ধ; [কেন না] সেই ঋক্ ক্রিয়মাণ কর্মকেই পূর্ণভাবে উল্লেখ করে।

(১) “সমিধাগ্নিং ছবন্তত যুভৈবোধরতাতিথিং। আশ্বিন্ হব্য। ছুহোতনঃ” (৮/৪৪/১)

“আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিবতঃ সোম যুধ্যৎ। ভব যাজ্ঞস্ত সংগেধে।” (১/২১/১৬)

প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদে অতিথি শব্দ থাকায় মন্ত্রদ্বয়কেই আতিথ্য-শব্দযুক্ত বলা হইল।

দ্বিতীয় মন্ত্রে আতিথ্যবাচক শব্দ না থাকায় আপত্তি যথা—“সৈষা.....ত্যাৎ”

এই অগ্নিদৈবত [প্রথম] ঋক্ অতিথি-শব্দ-যুক্ত ; কিন্তু সোমদৈবত [দ্বিতীয়] ঋক্ অতিথি-শব্দ-যুক্ত নহে। যদি সোমের ঋক্ অতিথি-[শব্দ]-যুক্ত হইত, তাহা হইলে উহা অবশ্য [পুরোহনুবাচ্য] হইতে পারিত।

এই আপত্তির উত্তর “এতৎ.....আপীনবতী”

কিন্তু ঐ ঋক্ যে আপীন-[বাচক-পদ]-যুক্ত, তাহাতেই উহা অতিথি-[শব্দ]-যুক্ত।

দ্বিতীয় ঋকে আপীনবাচক (বুদ্ধার্থক) আপ্যায়ন পদ আছে ; তাহাতেই উহা অতিথিকে বুঝাইতেছে। তাহার কারণ—“যদা.....ভবতি”

যখন অতিথিকে [ভোজনার্থ] পরিবেষণ করা হয়, তখন তিনি যেন আপীন (স্থূল) হইয়া থাকেন।

ভোজনের পর উদরপূর্তি দ্বারা স্থূল হন ; কাজেই আপীন শব্দে অতিথিকে বুঝায়। তৎপরে আজ্যভাগদ্বয়ের যাজ্যামন্ত্রবিধান—“তয়ো:.....যজতি”

“জুযাণ” দ্বারাই উভয়ের (অগ্নি ও সোমের উদ্দিষ্ট আজ্য-ভাগদ্বয়ের) যাজ্যাবিধান করা হয়।

“জুযাণেহগ্নিরাজ্যস্ত বেতু” (অগ্নি তুষ্ট হইয়া আজ্য ভোজন করুন), “জুযাণঃ সোম আজ্যস্ত হবিষো বেতু” (সোম তুষ্ট হইয়া আজ্য হবিঃ ভোজন করুন), এই জুযাণাদি মন্ত্র দুইটিকে অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে আজ্যভাগ প্রদানের যাজ্যামন্ত্র করিবে।

আজ্যভাগদানের পর আতিথ্যেষ্টির প্রধান হবিঃ প্রদানের যাজ্য ও অমুবাচ্য-বিধান—“ইদং বিষ্ণু:.....বৈষ্ণুক্যো”

“ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে” ও “তদস্ম প্রিয়মভি পাথোহশ্চাম্”
এই দুই বিষ্ণুদেবত মন্ত্র ।^২

আতিথ্যোষ্টির প্রধান দেবতা বিষ্ণু ; তাঁহার উদ্দেশ্যেই প্রধান হবিঃ পুরোডাশ দিতে হয়। কোন্টি যাজ্ঞ্য আর কোন্টি অনুবাক্য্য ? উত্তর—“ত্রিপদাং.....যজ্ঞতি”

ত্রিপাদ মন্ত্রকে (প্রথমটিকে) অনুবাক্য্য করিয়া চতু-
ষ্পাদ মন্ত্রকে (দ্বিতীয়টিকে) যাজ্ঞ্য্য করিবে ।

উভয় মন্ত্রের পাদসংখ্যার প্রশংসা—“সপ্ত পদানি... ..দধাতি”

[ঐ দুই মন্ত্রে] পাদসংখ্যা সাতটি হইল ; এই যে
আতিথ্য [ইষ্টি], ইহা যজ্ঞের শিরোদেশ । মন্তুকেও সাতটি
প্রাণ [আছে] ; এতদ্বারা (ঐ দুই মন্ত্র দ্বারা) [যজ্ঞের]
শিরোদেশেই প্রাণ কয়টিকে স্থাপন করা হয় ।

তৎপরে ষিষ্টকৃত্যংগের সংযাজ্যামন্ত্রবিধান—“হোতারং.....অভিবদতি”

“হোতারং চিত্ররথমধ্বরস্ম” এবং “প্র প্রায়মগ্নির্ভরতস্য
শৃণে” এই দুইটি ষিষ্টকৃত্যের সংযাজ্য্য হয় ।^৩ আতিথ্য-
[শব্দ]-যুক্ত বলিয়া ইহার রূপসমৃদ্ধ ; এবং যাহা রূপসমৃদ্ধ,
তাহা যজ্ঞের পক্ষে সমৃদ্ধ, কেন না ঐ ঋক্ ক্রিয়মাণ কর্ম্মকে
পূর্ণভাবে উল্লেখ করে ।

উভয় মন্ত্রেরই শেষ চরণে অতিথি শব্দ আছে। তজ্জন্ত ইহার রূপসমৃদ্ধ ।
মন্ত্রদ্বয়ের ছন্দঃপ্রশংসা—“ত্রিষ্টুভো ভবতঃ সেন্দিয়দ্বায়”

(২) “ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমুচ্চমস্ম পাংসুরে ॥” (১২২।১৭)

“তদস্য প্রিয়মভিপাথোহশ্চাং নরো যজ্ঞ দেবযবো মদন্তি ।

উরুক্রমস্য স হি বজ্রুরিথা বিকোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ ॥” (১।১৫৪।৫)

(৩) “হোতারং চিত্ররথমধ্বরস্য যজ্ঞস্য যজ্ঞস্য কেতুং কশস্তম্ ।

প্রত্যর্কিং দেবস্য দেবস্য মন্থা প্রিয়া তু অগ্নিসতিথিং জনানাম্ ॥” (১০।১৫)

“প্র প্রায়মগ্নির্ভরতস্য শৃণে, বি যং হর্বো ন রোচতে বৃহদ ভাঃ ।

অতি যঃ পুং প্তনাম্ তহৌ দ্বাতানো দৈব্যো অতিথিঃ শুশোচ ॥” (৭।৮।৪)

ত্রিষ্টপ্ দুইটি সেন্দ্রিয়ত্ব (বলবীৰ্য্য) প্রদান করে ।

তৎপরে ইড়াভক্ষণ দ্বারাই আতিথ্যোষ্টি সমাপ্ত করিবে ;^৪ ইড়াভক্ষণের পরে বিহিত অগ্নি কৰ্ম্ম এস্থলে আবশ্যক নাই । তদ্বিষয়ে বিধান—“ইড়ান্তং.....কৰ্ত্তব্যম্”

[এই আতিথ্যোষ্টি] ইড়ান্ত করা হয় ; এই যে আতিথ্যোষ্টি, দেবগণ ইহাকে ইড়ান্ত করিয়া সমৃদ্ধি পাইয়াছিলেন, অতএব ইহাকে ইড়ান্তই করিবে ।

ইড়াভক্ষণে কৰ্ম্ম সমাপ্ত হইলেই উহা ইড়ান্ত হইবে । অনুযাজ যাগের পূর্বে ও পরে দুইবার ইড়াভক্ষণ বিহিত । এস্থলে প্রথমবার ইড়াভক্ষণেই আতিথ্যোষ্টি সমাপ্ত হওয়ায় অনুযাজ করিতে হইবে না । যথা—“প্রযাজান্.....নানুযাজান্”

এস্থলে প্রযাজ যজনই করিবে, অনুযাজ করিবে না ।

অনুযাজযজনের দোষ—“প্রাণা.....তাদৃক্ তৎ”

প্রযাজ প্রাণের স্বরূপ, অনুযাজও তাহাই ; মস্তকে যে সকল প্রাণ আছে, তাহা প্রযাজ ; অধোদেশে যাহারা আছে, তাহা অনুযাজ । এই [অধোবর্ত্তী] প্রাণ সকলকে [অধোদেশে হইতে] লোপ করিয়া মাথায় তুলিতে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, যে এই আতিথ্যোষ্টিতে অনুযাজ যজন করে, সেও সেই ব্যক্তির সদৃশ হয় ।

শীর্ষস্থ প্রাণবায়ুসকল অধঃস্থ অপানাদি বায়ুর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । এই হেতু পূর্বে অনুষ্ঠিত প্রযাজের তুলনায় পরে অনুষ্ঠিত অনুযাজের নিকর্ষ দেখান হইল । অগ্নিরূপেও দোষপ্রদর্শন—“অতিরিক্তং...চেমে”

এই যে সকল [উর্দ্ধস্থ] প্রাণ ও এই যে সকল [অধঃস্থ]

(৪) অশ্বখকাষ্ঠের পাত্রবিশেষের নাম ইড়া পাত্র ; হোমের পর হবিশেষে ঐ পাত্রে রাখিতে হয় ; সেই হবিশেষের নাম ইড়া । যজমান ও ঋত্বিকেরা ঐ ইড়া ভক্ষণ করেন । ইড়াভক্ষণের পর সকল ইষ্টিতেই অনুযাজ, সূক্তবাক, পত্নীসংযাজ ও সংস্থিত জপ অনুষ্ঠিত হয় । এস্থলে আতিথ্যোষ্টিতে বিশেষ বিধি দ্বারা সে সকল নিষিদ্ধ হইল ।

প্রাণ, এই সকল প্রাণ একত্র হইয়া [একই মস্তকে] অবস্থান করিবে, ইহা অতিরিক্ত (অসঙ্গত ও অযোগ্য) ।

যজ্ঞের শীর্ষরূপ আতিথ্যোষ্টিতে উৎকৃষ্ট প্রযাজের অবস্থানই যুক্ত ; অপকৃষ্ট অনুযাজও সেস্থলে থাকিবে, ইহা অনুচিত । অনুযাজ না করিলে কোন ক্ষতি নাই যথা—“তদ্ যদ্.....অনুযাজেযু”

যদিও এস্থলে প্রযাজ যজন হয়, আর অনুযাজ হয় না, তথাপি অনুযাজসমূহের যে ফল, তাহা সেই [প্রযাজ] কন্মেরই প্রাপ্ত হয় ।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

প্রবর্গ্য-কন্ম

আতিথ্যোষ্টির পর প্রবর্গ্যকন্ম^১ । তদ্বিবয়ে আখ্যায়িকা—“যজ্ঞো.....সংজ্ঞভঃ”

যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে, আমি তোমাদের অন্ন হইব না, ইহা বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন । দেবতারা বলিলেন,—না, তুমি আমাদের অন্নই হইবে । দেবতারা তাঁহাকে (যজ্ঞকে) হিংসা করিয়াছিলেন । হিংসিত হইয়াও তিনি দেবগণের নিকট [অন্নরূপে] প্রভূত হন নাই । তখন দেবগণ বলিলেন,

(১) প্রবর্গ্যকন্ম প্রতিদিন পূর্নাক্ষে ও অপরাহ্নে প্রত্যহ দুইবার অনুষ্ঠিত হয় । এইরূপে অগ্নি-
১০ ন যজ্ঞে তিন দিন প্রবর্গ্যানুষ্ঠান বিহিত । এই কর্ণে মহাবীর নামক যুৎপাত্রে দুক্ষ পাব
করিয়া ঐ হবিঃ আহবনীয়ে আহতি দেওয়া হয় । ঐ হবির নান ঘর্ষ ।

এইরূপে হিংসিত হইয়াও ইনি যখন আমাদের অন্ন হইলেন না, অহো, তখন আমরা এই (প্রবর্গ্য) যজ্ঞের সম্ভার (আয়োজন) করিব। তাহাই হউক বলিয়া, তাঁহারা যজ্ঞের সম্ভার করিয়াছিলেন।

সেই যজ্ঞের সাধনার্থ বিধান “তৎ...সম্ভবতঃ”

সেই যজ্ঞের সম্ভার করিয়া [দেবতারা] বলিলেন, হে অশ্বিদ্বয়, [আমাদের কর্তৃক পীড়িত] এই যজ্ঞের চিকিৎসা কর। [কেন না] অশ্বিদ্বয়ই দেবগণের ভিষক্। [আবার] অশ্বিদ্বয়ই অধ্বৰ্য্যু; সেই জন্ত অধ্বৰ্য্যদ্বয় ঘর্ষের (প্রবর্গ্যের) সম্ভার (আয়োজন) করেন।^১

তৎপরে অমুক্তামন্ত্র ও প্রৈষ মন্ত্র বিধান—“তৎ.....অভিষ্টীহীতি”

যজ্ঞের আয়োজন করিয়া [অধ্বৰ্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা উভয়ে] বলিবেন,—অহে ব্রহ্মন্, আমরা প্রবর্গ্য দ্বারা [কৰ্ম্ম] অনুষ্ঠান করিব; অহে হোতা, তুমি অভিষ্টব [স্তুতিমন্ত্র] পাঠ কর।

ব্রহ্মাকে যাহা বলা হয়, উহাই অমুক্তামন্ত্র; হোতাকে যাহা বলা হয়, উহা প্রৈষ মন্ত্র।

(২) অধ্বৰ্য্যদ্বয় বলিতে অধ্বৰ্য্যু ও তাঁহার সহায় প্রতিপ্রস্থাতাকে বুঝাইতেছে। ইহাদিগকে মহাবীর ও মহাবীরে হবিঃপাকের জন্য ব্যবহার উপকরণ (সম্ভার) সংগ্রহ করিতে হয়। এই যজ্ঞে ঘর্ষ শব্দে মহাবীরে পাক উত্তপ্ত হবিঃ; তত্ত্বিন্ন তপ্ত মহাবীর পাত্র, অথবা প্রবর্গ্য কৰ্ম্মও স্থলবিশেষে ঘর্ষ শব্দের লক্ষ্য হইয়াছে।

(৩) যজ্ঞের মুখ্য ঋষিক্ চারিজন, হোতা, অধ্বৰ্য্যু, উল্লাপাতা ও ব্রহ্মা। তত্ত্বিন্ন প্রত্যেকের সহকারী অন্ত্যান্ত ঋষিক্ থাকেন। ব্রহ্মা যজ্ঞের সমগ্র ভাগ পরিদর্শন করেন। এখানে তাঁহাকেই সম্বোধন হইতেছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

অভিষেকমন্ত্র—প্রথম পটল

হোতার পাঠ্য প্রথম স্ততিমন্ত্র “ব্রহ্মজ্ঞানং.....ভিষজ্যতি”

“ব্রহ্মজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাৎ” ইহা দ্বারা আরম্ভ করা হয় । [এই মন্ত্রে] বৃহস্পতিই ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) ; তজ্জন্ম ব্রহ্ম দ্বারাই এই (প্রবর্গ্য) যজ্ঞের চিকিৎসা হয় ।

দ্বিতীয় মন্ত্র—“ইয়ং.....দধাতি”

“ইয়ং পিত্রে রাষ্ট্রেত্য্যগ্রে”^১ এই মন্ত্রে রাষ্ট্রী অর্থে বাক্য ; এতদ্বারা এই (প্রবর্গ্য) যজ্ঞে বাক্যকেই স্থাপন করা হয় ।

তৃতীয় মন্ত্র—“মহান্.....ভিষজ্যতি”

“মহান্ মহী অন্তভায় দ্বিজাতঃ”^২ এই মন্ত্রের দেবতা ব্রহ্মগম্পতি, কেন না বৃহস্পতিই ব্রহ্ম । তজ্জন্ম ব্রহ্ম দ্বারাই এই যজ্ঞের চিকিৎসা হয় ।

ইহার চতুর্থ চরণে বৃহস্পতির নাম থাকায় উহার দেবতা ব্রহ্মগম্পতি ।
চতুর্থ মন্ত্র—“অভিত্যং.....দধাতি ।”

“অভিত্যং দেবং সবিতারমোগ্যোঃ”^৩ এই মন্ত্র সবিতার । সবিতাই প্রাণ ; এই মন্ত্র দ্বারা এই যজ্ঞে প্রাণেরই স্থাপনা হয় ।

প্রথম চরণে সবিতার নাম থাকায় ইহার দেবতা সবিতা । উক্ত চারিটি মন্ত্র

(১) এই মন্ত্র শাকলসংহিতায় নাই । বাজসনেয়িসংহিতা ১৩।৫ মধ্যে আছে । আশ্বলায়ন ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন । শ্রোতসূত্র ৪।৬

(২) শাকলসংহিতায় নাই । আশ্ব. শ্রো. সূ. ৪।৬ ।

(৩) আশ্ব. শ্রো. সূ. ৪।৬ ।

(৪) বাজস. সং ৪।২৫ ; আশ্ব. শ্রো. সূ. ৪।৬ ।

শাকল শাখায় নাই। অল্প শাখা হইতে আখলায়ন উদ্ধৃত করিয়াছেন। পঞ্চম ঋক্—“সংসীদম্ব.....সমসাদয়ন্”

“সংসীদম্ব মহাঁ অসি” এই মন্ত্র দ্বারা ইঁহাকে (মহাবীরকে)
[খরনামক সন্তাপন স্থানে] স্থাপন করিবে।

ষষ্ঠ মন্ত্র—“অঞ্জস্তি.....সমৃদ্ধম্”

“অঞ্জস্তি যং প্রথয়ন্তো ন বিপ্রাঃ” এই মন্ত্র অজ্যমান (দ্বুত মাখান) [মহাবীরের] পক্ষে অভিরূপ (অনুকূল) ; যাহা যজ্ঞে অভিরূপ, তাহাই সমৃদ্ধ।

প্রথম চরণে ‘অঞ্জস্তি’ শব্দ থাকায় অজ্যমান পক্ষে অনুকূল। অঞ্জস্তি অর্থে মাখান হয় ; অজ্যমান অর্থে যাহাতে মাখান হইতেছে। সপ্তম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত ছয়টি মন্ত্র “পতঙ্গম্.....সমৃদ্ধম্”

“পতঙ্গমন্তমহরশ্চ মায়য়া” ইত্যাদি, “যো নঃ স নুত্যো অভিদাসদগ্নে” ইত্যাদি, “ভবা নো অগ্নে স্মনা উপেতো” ইত্যাদি, দুই দুই মন্ত্র [যজ্ঞে] অভিরূপ ; যাহা যজ্ঞে অভিরূপ, তাহাই সমৃদ্ধ।

দুই দুই মন্ত্র, অর্থাৎ ঐ ঋক্ ও সূক্তমধ্যগত তৎপরবর্তী ঋক্। ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত পাঁচটি মন্ত্র—“কৃণুষ.....অপহত্যে”

“কৃণুষ পাজঃ প্রসিতিং ন পৃথ্বীম্” ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্র”
রাক্ষসগণের দূরীকরণের জন্য রক্ষোন্ন মন্ত্র।

অষ্টাদশ হইতে একবিংশ পর্য্যন্ত চারিটি মন্ত্র—“পরি ত্বা.....
একপাতিত্বঃ”

“পরি ত্বা গির্বণো গিরঃ,” “অধি দ্বয়োদধা উকথ্যং

বচঃ,”^{১২} “শুক্রে তে অন্যদ যজতং তে অন্যৎ”^{১৩} “অপশ্যং গোপামনিপত্য়মানম্,”^{১৪} এই চারিটি একপাতিনী ঋক্ ।

ইহারা একপাতিনী অর্থাৎ এস্থলে “পরি ত্বা গির্বণো গিরঃ” এই প্রথম চরণ উদ্ধারের দ্বারা কেবল সেই একটিমাত্র ঋক্কে বুঝাইতেছে ; স্ত্রুতান্তর্গত তৎপর-বর্ত্তী কোন ঋক্কে বুঝাইতেছে না । অর্থাৎ এস্থলে পূর্ব্বের মত প্রত্যেক ঋকের পরবর্ত্তী কতিপয় ঋক্ও গ্রহণ করিতে হইবে না । সমস্ত মন্ত্রসংখ্যার প্রশংসা—
“তাঃ.....সংস্কৃতং”

ইহারা (সকলে) একুশটি হইল । পুরুষও (মনুষ্যদেহও) একবিংশ (একবিংশতি-অবয়বযুক্ত) ;—হাতের অঙ্গুলি দশ ; পায়ের অঙ্গুলি দশ ; আর আত্মা একবিংশস্থানীয় ; এইজন্য [ঐ একুশ মন্ত্রপাঠে] সেই এই একবিংশস্থানীয় আত্মারই সংস্কার করা হয় ।

তৃতীয় খণ্ড

অভিষেক মন্ত্র—প্রথম পটল

একই স্তরের অন্তর্গত নয়টি মন্ত্রের বিধান—“অক্রে.....দধাতি”

“অক্রে দ্রুপস্য ধমতঃ সমস্বরন্” ইত্যাদি নয়টি মন্ত্রের পবমান দেবতা । প্রাণও নয়টি ; এই (নয়) মন্ত্র দ্বারা এই যজ্ঞে প্রাণ কয়টিকেই স্থাপন করা হয় ।

আর একটি মন্ত্র “অয়ং.....দধাতি”

(১২) ১।৮৩৩, (১৩) ৩।৫৮।১, (১৪) ১০।১৭৭।৩ ।

(১) ঋ, সং ২।৭৩।১—২ ।

“অয়ং বেনশ্চোদয়ৎ পৃথ্বীগর্ভাঃ”^(২) এই মন্ত্রে যে বেন (নাভি) শব্দ আছে, সেই (নাভি) হইতে উর্দ্ধে কতিপয় প্রাণ (বায়ু) এবং অধোদিকে অন্য কতিপয় প্রাণ (বায়ু) বেনন (বিচরণ) করে ; এই জন্ত [ইহার নাম] বেন । এই নাভি আবার প্রাণস্বরূপ হইয়া [উর্দ্ধবর্তী ও অধোবর্তী অন্য প্রাণ-সকলকে] ‘নাভেঃ’ (নাভৈষীঃ—ভয় করিও না) বলে ; এই জন্ত ইহা নাভি ; ইহাই নাভির নাভিত্ব । এই হেতু উক্ত (বেনশব্দ-যুক্ত) মন্ত্র দ্বারা এই প্রবর্ণ্যে প্রাণকেই স্থাপন করা হয় ।

ঐ মন্ত্র পাঠকালে “ইহাই বেন” ইত্যাদি বলিয়া নাভি দেখান হয় । ঐ কর্মের তাৎপর্য ও মন্ত্রের আনুকূল্য বুঝান হইল । আর তিনটি মন্ত্র—“পবিত্রংদধাতি”

“পবিত্রং তে বিততং ব্রহ্মণস্পাতে”^(৩) “তপোষ্পবিত্রং বিত-
তং দিবস্পদে”^(৪) “বিয়ং পবিত্রং ধিমণা অতস্বত”^(৫) এই পূত-
(পবিত্রশব্দ)-যুক্ত মন্ত্র (তিনটি) [যজ্ঞের] প্রাণস্বরূপ ।
এই সেই অধোবর্তী প্রাণের [একটি] রেতঃপক্ষে, [একটি]
মূত্রের পক্ষে, [একটি] পুরীষের পক্ষে হিতকর ; এই হেতু ঐ
(মন্ত্র তিনটি) দ্বারা ইহাদিগকেই (অধোবর্তী প্রাণবায়ু তিনটি-
কেই) এই প্রবর্ণ্যে স্থাপন করা হয় ।

পূর্কোদ্ধৃত মন্ত্র কয়টি দ্বারা উর্দ্ধস্থ প্রাণবায়ুর এবং এই তিন মন্ত্রের দ্বারা
অধঃস্থ তিনটি প্রাণবায়ুর স্থাপনা হয় ।

(২) ঋ, সং, ১.১১২৩১ (৩) ৯৮৩১ (৪) ৯৮৩২ (৫) শাখাস্তরগত ; আশ, শ্রৌ, হৃ, ৪।৬

চতুর্থ খণ্ড

অভিষ্টবমস্ত্র—প্রথম পটল

তৎপরে কতিপয় সমগ্র সূক্তের বিধান হইতেছে—“গণানাং...ভিবজ্যতি”

“গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে”^১ এই সূক্তের দেবতা ব্রহ্মগণস্পতি । বৃহস্পতিই ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ), এই জন্ম এই সূক্ত-পাঠে ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) দ্বারাই এই প্রবর্গের চিকিৎসা হয় ।

ঋগ্বেদসংহিতার দ্বিতীয়মণ্ডলান্তর্গত ত্রয়োবিংশ সূক্তটির বিধান হইল । ঐ সূক্তে উনিশটি মন্ত্র আছে ; তন্মধ্যে প্রথম ঋকের তৃতীয় চরণে ব্রহ্মগণস্পতির নাম থাকায় এই সূক্তের দেবতা ব্রহ্মগণস্পতি । তৎপরে—অন্য সূক্ত “প্রথশ্চ...করোতি”

“প্রথশ্চ যস্য সপ্রথশ্চ নাম”^২ ইত্যাদি সূক্ত ঘর্ম্মের^৩ (প্রবর্গের) তনুস্বরূপ ; এতদ্বারা এই প্রবর্গকে সতনু (শরীরযুক্ত) ও শোভনরূপযুক্ত করা হয় ।

এতদ্বারা তিনটি ঋকযুক্ত ১০ মণ্ডল ১৮ সূক্তের বিধান হইল । তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ঋকের চতুর্থ চরণের অম্ববাদপূর্বক প্রশংসা—“রথস্তরং...করোতি”

“রথস্তরমাজভারা বসিষ্ঠঃ” এবং “ভরদ্বাজো বৃহদাচক্রে অয়েঃ” এই দুই চরণ এই প্রবর্গকে বৃহদ্রথস্তরযুক্ত (তন্মামক-সামদ্বয়যুক্ত) করে ।

একটিতে রথস্তর শব্দ ও অত্রটিতে বৃহৎ শব্দ তন্মামক সামদ্বয়কে লক্ষ্য করিতেছে ।^৪ অন্য সূক্তের বিধান—“অপশ্চং...দধাতি”

(১) ঋ, সং ২।২৩।১—১২ । (২) ১০।১৮।১।—৩ ।

(৩) ঘর্ম্মশব্দের অর্থ পূর্বে দেখ ।

(৪) রথস্তর সাম—

“অভি ত্বা শূর বোহুমঃ অহুধ্বা ইব ধেনবঃ ।

ঈশানমন্ত্র জগতঃ সোহিহুশং ঈশানমিত্র তত্বুঃ ॥” (ঋ, সং, ৭।৩২।২২)

“অপশ্যৎ ত্বা মনসা চেকিতানম্” * ইত্যাদি [সূক্তের ঋষি]
প্রজাপতিপুত্র প্রজাবান্ । এতদ্বারা এই প্রবর্ণ্যে প্রজারই
স্থাপনা হয় ।

ঐ হুক্তে (: ১ মণ্ডলের ১৮৪ হুক্তে) তিন ঋক্ । ঐ হুক্তের ঋষি প্রজাপতি-
পুত্র প্রজাবান্ । অস্ত্র হুক্তের বিধান—“কা...ভবন্তি”

“কা রাধক্কোত্রাশ্বিনা বাম্” * ইত্যাদি নয়টি মন্ত্র বিবিধ
ছন্দোযুক্ত ; তত্ত্বজ্ঞা ইহা (এই সূক্ত) [প্রবর্ণ্য] যজ্ঞের
উদরগত । [মনুষ্যেরও] উদরগত [নাড়ীপ্রভৃতি] বিবিধ-
রূপে ছোট বড় ; কিছু বা সূক্ষ্ম, কিছু বা স্থূল । সেই হেতু
(যজ্ঞের উদরস্থিত হওয়াতে) এই মন্ত্রগুলিও বিবিধ ছন্দোযুক্ত ।

১ মণ্ডলের ১২০ হুক্তের ১২টি ঋকের মধ্যে এখানে প্রথম নয়টির প্রয়োগ হই-
তেছে । এই দ্বাদশ ঋক্—প্রথমটি গায়ত্রী, দ্বিতীয়টি ককূপ্, ইত্যাদি ক্রমে বিবিধ
ছন্দোযুক্ত । ঐ সকল ঋক্ পাঠের ফল—“এতাভিঃ...অজয়ৎ”

এই সকল মন্ত্র দ্বারা কক্ষীবান্ [ঋষি] অশ্বিন্বয়ের
প্রিয় ধামে গমন করিয়াছিলেন ; [পরে] আরও উত্তম লোক
অর্জন করিয়াছিলেন ।

ইহা জানার ফল—“উপাশ্বিনোঃ...বেদ”

যে ইহা জানে, সে অশ্বিন্বয়ের প্রিয়ধামের নিকটে যায় ও
আরও উত্তম লোক অর্জন করে ।

অস্ত্র হুক্তের বিধান—

বৃহৎ সাম—

“তামিদ্ধি হবামহে সাতা বাজন্ত কারবঃ ।

জাং বৃজ্বেধু ইন্দ্র সংপতিং নরপাং কাষ্ঠাশ্বব'ভঃ ॥” (ঋ. সং. ৬।৪৬।১)

(৪) ১০।১৮৩।১-৩ (৬) ১।১২০।১-২

“আভাত্যগ্নিরুৎসামনীকম্” ইত্যাদি সূক্ত ।^১

৫ মণ্ডল ৭৬ সূক্ত, ইহার মধ্যে পাঁচটি মন্ত্র আছে। তন্মধ্যে প্রথম ঋকের চতুর্থ পাদ দ্বারা সূক্তের প্রশংসা—“গীপিবাংসং...সমৃদ্ধম্”

“গীপিবাংসং অশ্বিনা ঘর্ম্মমচ্ছ” এই চরণ [ঘর্ম্ম শব্দে প্রবর্ত্যকে লক্ষ্য করায়] [যজ্ঞে] অভিরূপ ; যাহা যজ্ঞে অভিরূপ, তাহাই সমৃদ্ধ ।

ঐ সূক্তের ছন্দের প্রশংসা—“তদ্ব...দধাতি”

ঐ সূক্তের ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ; ত্রিষ্টুপ্‌ই বীৰ্য্য ; এতদ্বারা এই প্রবর্ত্যে বীৰ্য্যেরই স্থাপনা হয় ।

অষ্ট ঋকবৃক্ত অষ্ট সূক্তের বিধান—“গ্রাবাণেব...দধাতি”

“গ্রাবাণেব তদিদং জরেথে” ইত্যাদি সূক্তে “অক্ষী ইব” “কর্ণাবিব” “নাসেব” এই এই পদে [পুনঃপুনঃ] অঙ্গের নাম করায় এতদ্বারা এই প্রবর্ত্যে ইন্দ্রিয় সকলের স্থাপনা হয় ।

২ মণ্ডল ৩৯ সূক্তের অন্তর্গত পঞ্চম ও ষষ্ঠ ঋকে ঐ সকল পদ আছে। ঐ সূক্তের ছন্দঃপ্রশংসা—“তদ্ব...দধাতি”

ঐ সূক্তের ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ; ত্রিষ্টুপ্‌ই বীৰ্য্য ; এতদ্বারা ঐ প্রবর্ত্যে বীৰ্য্যেরই আধান হয় ।

পঁচিশ ঋকবৃক্ত অষ্ট সূক্তের বিধান—“ঈড়ে...সমৃদ্ধম্”

“ঈড়ে দ্যাবাপৃথিবী পূর্ব্বচিভয়ে” ইত্যাদি সূক্তে “অগ্নিং ঘর্ম্মং সুরচং যামগ্নিচয়ে” এই পাদ [যজ্ঞে] অভিরূপ ; যাহা যজ্ঞে অভিরূপ, তাহাই সমৃদ্ধ ।

ঐ প্রথম ঋকের পাদে ‘সুরচং ঘর্ম্মং’ এই পদ প্রবর্ত্যকে বুঝাইতেছে। এই জন্ত উহা যজ্ঞে অভিরূপ। সূক্তের ছন্দঃপ্রশংসা “তদ্ব...দধাতি”

ঐ সূক্তের জগতী ছন্দঃ ; পশুগণ জগতীছন্দঃ-সম্বন্ধী ;
এতদ্বারা এই প্রবর্ণ্যে পশুগণকেই স্থাপন করা হয় ।

জগতীছন্দঃ সোয় আনিতে স্বর্গে যাইয়া তৎপরিবর্তে পশু ও দীক্ষা আনিয়া-
ছিলেন (তৈত্তিরীয়) । সেই হেতু জগতীর সহিত পশুর সম্বন্ধ । সূক্তের
প্রশংসা—“যাতিঃ...সমর্দ্ধয়তি”

[ঐ সূক্তস্থ মন্ত্রসকলে] “যে সকল [উতি] দ্বারা
ইহাকে রক্ষা করিয়াছিলে” “যে সকল [উতি] দ্বারা ইহাকে
রক্ষা করিয়াছিলে” এই [পুনঃ পুনঃ] উক্তির অর্থ এই যে,
অশ্বিষ্যই ঐ সকল (রক্ষণরূপ) ফল অনুগ্রহপূর্বক দিয়াছিলেন ;
এই জন্য ঐ সূক্তদ্বারা এই প্রবর্ণ্যে সেই সকল ফলেরই স্থাপনা
হয় এবং এতদ্বারা সেই সকল ফলকেই সমৃদ্ধ করা হয় ।

অত্র সূক্তান্তর্গত একটি ঋকের বিধান—“অরুরুচং...দধাতি”

“অরুরুচছুষসঃ পৃথিরগ্রিয়ঃ” ” এই ঋক্ রুচি- [শব্দ]-
যুক্ত ; এতদ্বারা এই প্রবর্ণ্যে রুচির (কান্তির) স্থাপনা হয় ।

অরুরুচং পদ রুচ্যর্থক রুচ্ ধাতু হইতে নিম্পন্ন । রুচি অর্থে কান্তি, শোভা ।

অভিষ্টব স্ততির পূর্বভাগের সমাপন-বিধানার্থ মন্ত্র—“দ্যুভিঃ...পরিদধাতি”

“দ্যুভিরন্তুভিঃ পরিপাতমস্মান্” ” এই [পূর্বোক্ত সূক্তের]
শেষ ঋক্ দ্বারা সমাপ্ত করা হয় ।

ঐ মন্ত্রের অবশিষ্ট তিন চরণ—“অরিষ্ঠেভিঃ...সমর্দ্ধয়তি”

“অরিষ্ঠেভিরশ্বিনা সৌভগেভিঃ তন্মো মিত্রো বরুণো মাম-
হন্তাং অদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত ত্র্যোঃ” এতদ্বারা ইহাকে
(যজমানকে) ঐ সকল (মন্ত্রোক্ত) ফল দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয় ।

সমগ্র ঋকের অর্থ,—হে অশ্বিষ্য, দীপ্তি দ্বারা, (যুতাди) অঞ্জন দ্বারা, অরিষ্ট
(হিংসাপরিহার) দ্বারা, সৌভাগ্য দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর ; তাহা হইলে

মিত্র, বরুণ, অদিতি, সমুদ্র, পৃথিবী ও জ্যোঃ আমাদিগকে অভ্যন্ত মননীয় (পূজ্য) করিবেন। ঐ মন্ত্রপাঠে ঐ মন্ত্রোক্ত সকল ফল লব্ধ হয়। অভিষ্টবস্ত্তিতির প্রথম ভাগের উপসংহার “ইতি.....পটলম্”

ইহাই [অভিষ্টবস্ত্তিতির] প্রথম পটল (প্রথম ভাগ)।

পটল অর্থে সমূহ। এই প্রথম পটলের অন্তর্গত মন্ত্রগুলি মহাবীরকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবার সময় হোতৃকর্তৃক পাঠিত হয়।

পঞ্চম খণ্ড

অভিষ্টব মন্ত্র—উত্তর পটল

“অথোত্তরম্”

অনন্তর উত্তর [পটল]।

এই দ্বিতীয় পটলের অন্তর্গত মন্ত্রগুলি ঘণ্ড্রুবা গাভী মোহনের সময় এবং উত্তপ্ত মহাবীরে হৃদ্ব স্নত প্রভৃতি ঢালিবার সময় ব্যবহৃত হয়। আরম্ভে একুশটি মন্ত্রের বিধান—“উপহসয়ে...তৎসমৃদ্ধম্”

“উপহসয়ে স্নদ্রুবাং ধেনুমেতাম্”^১ “হিং কৃণুতী বস্ত্রপত্নী বসূনাম্”^২ “অভি ত্বা দেব সবিতঃ”^৩ “সমীং বৎসং ন মাতৃভিঃ”^৪ “সংবৎস ইব মাতৃভিঃ”^৫ “যন্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূঃ”^৬ “গৌরমীনেদনু বৎসং মিশস্তম্”^৭ “নমসেদুপসীদত”^৮ “সং-জানানা উপসীদন্নভিঙ্গু”^৯ “আ দশভির্বিবস্বতঃ”^{১০} “দুহন্তি সপৈকাম্”^{১১} “সমিক্কা অগ্নিরশ্বিনা”^{১২} “সমিক্কা অগ্নির্বৃষণ রতির্দিবঃ”^{১৩} “তদু প্রযক্কতমমস্ম কস্ম”^{১৪} “আত্মব্রহ্মভো দুহতে স্নতং পয়ঃ”^{১৫} “উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মগম্পাতে”^{১৬} “অধুক্ষৎ পিপ্লুবী-

(১) ঙ, সং, ১১৬৪১২৬ (২) ১১৬৪১২৭ (৩) ১১২৪১৩ (৪) ১১১০৪১২ (৫) ১১১০৪১২
(৬) ১১৬৪১২৮ (৭) ১১৬৪১২৮ (৮) ১১১১১৬ (৯) ১১৭২১৫ (১০) ১১৭২১৬ (১১) ১১৭২১৭
(১২) আশ্বঃ জ্যোঃ হৃঃ ৪১৭ (১৩) আশ্বঃ জ্যোঃ হৃঃ ৪১৭ (১৪) ঙ, সং, ১১৬২১৬ (১৫) ১১৭৪১৪
(১৬) ১১৪০১৩

মিষম্” ১১ “উপদ্রব পয়সা গোধুগোষম্” ১২ “আহুতে সিঞ্চত
ত্রিয়ম্” ১৩ “আনুনমশ্বিনোঋষিঃ” ১৪ “সমুতো মহতীরপঃ” ১৫
এই একুশ ঋক্ অভিরূপ (অনুকূল) ; যাহা যজ্ঞে অভিরূপ,
তাহা সমুদ্র ।

ঘর্ষদ্রুবা নামক গাভীর অক্ষয়্যাকর্ষক দোহন কালে হোতা এই একুশ মন্ত্র
পাঠ করেন । আর ছয়টি মন্ত্র—“উদ্রব্য...যজতি”

“উদ্রব্য দেবঃ সবিতা হিরণ্যয়া” ১৬ এই মন্ত্রে [মহাবীর
এহণ করিয়া অগ্নি ঋষিকেরা উত্থান করিলে হোতা] তৎপশ্চাৎ
উত্থান করিবে । “প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ” ১৭ এই মন্ত্রে [তাহা-
দের] অনুগমন করিবে । “গন্ধর্ব্ব ইথা পদমশ্রু বক্ষতি” ১৮
এই মন্ত্রে খর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবে । “নাকে স্পর্গমুপ যৎ-
পতন্তম্” ১৯ এই মন্ত্রে উপবেশন করিবে । “তপ্তো বাং ঘর্ষ্মো ন
ক্ষতিঃ স্বহোত” ২০ ও “উভা পিবতমশ্বিনা” ২১ এই মন্ত্রদ্বয়কে
পূর্ব্বাহ্নে [অনুষ্ঠিত প্রবর্গ্য হবিঃপ্রদানের] যাজ্যামন্ত্র করিবে । ১২

মহাবীরকে যেখানে উদ্ভূত করা হয়, তাহার নাম খর । অন্ত মন্ত্র—“অগ্নে...
ভাজনম্”

“অগ্নে বীহি” (অগ্নি, ভক্ষণ কর) এই মন্ত্রের পর অনু-
বট্কার করিবে । ইহা স্মিটকৃতের স্থানীয় ।

পূর্ব্বোক্ত যাজ্য মন্ত্রদ্বয়ের পর বোবট্ উচ্চারণে প্রথম বট্কার হয় । তৎপরে

- (১৭) ৮৭২১৩ (১৮) আঃ শ্রোঃ হৃঃ ৪৭ (১৯) ঋ, সং, ৮৭২১৩ (২০) ৮১৭
(২১) ৮৭১২২ (২২) ঋক্ ৮৭১১ (২৩) ১৪০১৩ (২৪) ৯৮৩৪ (২৫) ১০১২৩৬
(২৬) অধর্ব্বসং ৭৭৩৫, আঃ শ্রোঃ হৃঃ ৪৭ (২৭) ১৪৬১৫

(২৮) কোন দেবতাকে আহুতিপ্রদানের সময় হোতা অনুবাক্য পাঠ করিয়া পরে যাজ্য পাঠ
করেন । যাজ্য মন্ত্রের চারি অংশ । প্রথমে “যে বজ্রামহে” বলিয়া উদ্ভিষ্ট দেবতার নাম উল্লেখ
হয় । এই অংশের নাম আগ্নঃ । তারপর দ্বিতীয় অংশ ঋক্মন্ত্র । তার পর বট্কার অর্থাৎ
বোবট্ উচ্চারণ ; বোবট্ উচ্চারণের সময় অধর্ব্ব্য অগ্নিতে আহুতি নিক্ষেপ করেন । তৎপরে
“অগ্নে বীহি” বলিয়া দ্বিতীয়বার বোবট্ উচ্চারণ, ইহাই অনুবট্কার ।

“অগ্নে বীহি” মন্ত্রের পর দ্বিতীয় বার বোষট্ উচ্চারণে অনুবষট্কার হয়। প্রবর্গ্য-কর্ণে অনুবষট্কার করিলে আর ষিষ্টকৃতের সংযাজ্য পাঠ বা ষিষ্টকৃতের আহতি আবশ্যক হয় না। পূর্বাঙ্কের যাজ্যাবিধান হইয়াছে, অপরাঙ্কের অনুষ্ঠানের যাজ্যাবিধান—“যজুশ্রিয়াস্ব.....ভাজনম্”

“যজুশ্রিয়াস্বাহতং স্বতং পয়ঃ”^{২১} ও “অস্ম পিবতমশ্বিনা”^{২২} এই দুইটি অপরাঙ্কের যাজ্য করিবে। “অগ্নে বীহি” এই মন্ত্রে অনুবষট্কার করিবে ; উহা ষিষ্টকৃতের স্থানীয়।

প্রবর্গ্যকর্ণে প্রধান হবিঃ প্রদানের পর ষিষ্টকৃতের প্রয়োজন নাই ; তাহাতে কোন দোষ হইবে না ; যথা—“ত্রয়াণাংঅনন্তরিত্যে”

“সোম (সোমরস), ঘর্ম্ম (প্রবর্গ্যের হবিঃ), ও বাজিন (ঘোল) এই তিন হবিঃ ষিষ্টকৃতের উদ্দেশে দেওয়া হয়। [কিন্তু এস্থলে] সেই হোতা যে অনুবষট্কার করেন, তাহাতেই ষিষ্টকৃতঃ অগ্নির অন্তরায় (লোপ) হয় না।

পরে ব্রহ্মা জপ করিবেন—“বিশ্বা...জপতি”

“বিশ্বা আশা দক্ষিণসাৎ”^{২৩} এই মন্ত্র ব্রহ্মা জপ করিবেন।

ব্রহ্মজপের পর হোমাস্তে হোতার পাঠ্য আর সাতটি ঋক্—“স্বাহাকৃতঃ...সমৃদ্ধম্”

“স্বাহাকৃতঃ শুচিদেবেষু ঘর্ম্মঃ”^{২৪} “সমুদ্রাদৃশ্মিমুদীয়তি বেন”^{২৫} “দ্রপ্সঃ সমুদ্রমভি যজ্জিগাতি”^{২৬} “সখে সখায়মভ্যাববুৎস্ব”^{২৭} “উক্ক উ যু গ উতয়ে”^{২৮} “উক্কো নঃ পাহংহসঃ”^{২৯} “তং যেমিস্থা নমশ্বিনঃ”^{৩০} এই সাতটি মন্ত্র অভিরূপ ; যাহা যজ্ঞে অভিরূপ, তাহাই সমৃদ্ধ।

(২১) অথর্বসং ৭।৭৩৪, আশ্ব শ্রোঃ ৪।৭ (৩০) ঋ, সং, ৮।৫।১৪ (৩১) আশ্ব, শ্রো, যু, ৪।৭
(৩২) অথর্বসং, ৭।৭৩৩, আশ্ব. শ্রো, যু. ৪।৭ (৩৩) ঋ, সং, ১০।১২৩২ (৩৪) ১০।১২৩৮
(৩৫) ৪।১।৩ (৩৬) ১।৩৬।১৩ (৩৭) ১।৩৬।১৪ (৩৮) ১।৩৬।৭

তৎপরে প্রবর্গের হবিঃশেষভক্ষণের পূর্বে আর এক মন্ত্র—“পাবকশোচে...
আকাজ্জতে”

“পাবকশোচে তব হি ক্ষয়ং পরি”^{৩২} এই মন্ত্র পাঠ করিয়া
ভক্ষণের অপেক্ষা করিবে ।

পরে ভক্ষণ-মন্ত্র—“হতং...ভক্ষয়তি”

ইন্দ্রতম (অতীতশ্রুত্যাশালী) অগ্নিতে হবির আহুতি হই-
য়াছে ; হে দেব ঘর্ম্ম (প্রবর্গ্যদেব), তোমার সেই মধু (মধুর)
হবিঃ আমরা ভক্ষণ করিব । তুমি মধুমান্ (মাধুর্য্যযুক্ত),
পিতৃমান্ (অন্নযুক্ত), বাজবান্ (গতিযুক্ত), অগ্নিরস্বান্
(অগ্নিরা ঋষি কর্তৃক পুরাকালে ভক্ষিত হওয়ায় তদযুক্ত),
তোমাকে প্রণাম ; [তুমি] আমাকে হিংসা করিও না ।
ইত্যর্থক মন্ত্র দ্বারা ঘর্ম্ম (প্রবর্গ্য হবির শেষভাগ) ভক্ষণ করা হয় ।

পরে প্রবর্গ্যপাত্র সংসাদন-কালে হোতার পাঠ্য মন্ত্রদ্বয়—

“শ্বেনো ন যোনিং সদনং ধিয়া কৃতম্”^{৩৩} ও “আ যস্মিন্
সপ্ত বাসবাঃ”^{৩৪} এই দুই মন্ত্র [প্রবর্গ্যপাত্রের] সংসাদনকালে
(নামাইবার সময়) পাঠ করিবে ।

প্রবর্গ্যকর্ম্ম কয়েকদিন ধরিয়া পূর্ব্বাহ্নে অহুষ্ঠিত হয় । শেষদিনের অপরাহ্নে
অহুষ্ঠিত প্রবর্গ্যযজ্ঞে একটি অতিরিক্ত ঋক্ বিহিত হয় যথা—“হবিঃ...ভবন্তি”

“হুবির্হবিশ্ণো মহি সন্ম দৈব্যম্”^{৩৫} এই মন্ত্র যে দিন
[প্রবর্গ্যের] উৎসাদন হয়, [সেই দিন ঐ মন্ত্র পাঠ করিবে]

অভিষ্ঠবসমাপ্তিমন্ত্র—“সূর্যবসাৎ.....পরিদধাতি”

“সূর্যবসাৎ ভগবতী হি ভূয়াঃ”^{৩৬} এই শেষ মন্ত্রে [প্রবর্গ্য]
সমাপ্ত করিবে ।

(৩২) ঋ, সং ৩২।৬ (৪০) ঋ, সং ২।৭।৩ (৪১) আষ, শ্রৌ, যু, ৪।৭ (৪২) ঋ, সং ২।৮৩।৫
(৪৩) ১।১৬৪।৪০ ।

এবর্ণ্যকর্ণের প্রশংসা—“তদেতৎ.....সম্ভবতি”

এই যে ঘর্ম্ম (প্রবর্ণ্যকর্ণ), ইহা দেবগণের মৈথুনস্বরূপ ;
সেই যে ঘর্ম্ম (মহাবীরপাত্র), তাহা শিখ্রস্বরূপ ; এই যে
ছুইখানি শফ (মহাবীরধারণের কাষ্ঠ), ইহাই শফদ্বয়স্বরূপ ;
এই যে উপযমনী (উদুস্বর-নির্ম্মিত দর্বা), তাহাই শ্রোণি-
কপাল (শ্রোণিগদ্যস্থ অস্থি) ; এই যে ছুন্ধ (মহাবীরস্থ তপ্ত
স্বতে যাহা প্রক্ষিপ্ত হয়), তাহাই রেতঃ ;^(৪৪) এই সেই রেতঃ
দেবযোনি জননস্থান অগ্নিতে সিন্ধু হয়, [যে হেতু] অগ্নিই
দেবযোনি ; সেই (যজমান) দেবযোনি অগ্নি হইতে ও আহুতি-
সমূহ হইতে [দেবতারূপে] উৎপন্ন হন ।

ইহা জ্ঞানের প্রশংসা—“ঋত্বে মনো.....যজতে”

যে ইহা জানে, এবং যে ইহা জানিয়া এই যজ্ঞক্রেতু দ্বারা
যজন করে, সে ঋত্বে মন, যজুর্ময়, সামময়, বেদময়, ব্রহ্মময়,
অমৃতময় হইয়া, সকল দেবতাকে একযোগে প্রাপ্ত হয় ।

(৪৪) এবর্ণ্যকর্ণে বিবিধ সম্ভার বা উপকরণ আবৃত্তক হয় । তন্মধ্যে ঐ কর্ণটি প্রধান । যে
স্বস্ত্র পাতে ঘর্ম্ম (ছুন্ধ ও যুত পাক করিয়া প্রস্তুত প্রকর্ণ্যের প্রধান হবিঃ) প্রস্তুত হয়, তাহার নাম
মহাবীর ; তপ্ত মহাবীর ধরিবার জন্য ছুইখানি ছুসুরের কাঠ থাকে, তাহার নাম শফ ; ছুন্ধ এইণের
জন্ত একখানি ছুসুর কাঠের দর্বা (হাতা) থাকে, তাহাই উপযমনী । অঙ্গর্যু এই সকল ত্রব্য
সংগ্রহ ও বণ্যাহানে স্থাপিত করিয়া অমুষ্ঠানে প্রস্তুত হন । প্রথমে ধর-নামক বলুকানির্ম্মিত
মণ্ডলের মধ্যে যুতাক্ত মহাবীর স্থাপিত করিয়া নীচে উপরে জলন্ত অস্ত্রার দিয়া মহাবীরকে উত্তপ্ত
করিতে হয় । এই সকল অমুষ্ঠানে হোতা অতিষ্টবস্ত্রের প্রথম পটল পাঠ করেন । তৎপরে
অঙ্গর্যু বর্ম্মপ্রথা পাঠী লোহন করেন ও অতিপ্রহাতা ছানী লোহন করেন । এই সময়ে হোতা
অতিষ্টবের দ্বিতীয় পটলের প্রথমার্শে পাঠ করেন । তৎপরে ঐ গোহুন্ধ ও হাগহুন্ধ মহাবীরে ঢালিয়া
বর্ম্মপাক করিতে হয় । এই সময়ে হোতা আর কয়েকটি অতিষ্টব পাঠ করেন । তৎপরে শকদ্বারা
মহাবীর নামাইয়া আহুতনীয়ে ঐ ঘর্ম্মের আহুতি দেওয়া হয় । পরে যজমান ও কথিকের হস্তাবশিষ্ট
বর্ম্ম তক্ষণ করেন । তৎপরে প্রারম্ভিক্ত হোমের পর বজ্রম পাতে সকল বণ্যাহানে স্থাপন করা হয় ।

ষষ্ঠ খণ্ড

উপসদিশ্টি

প্রবর্ণ্যকর্মবিধানের পর উপসদিশ্টিবিধান বিষয়ে আখ্যায়িকা—“দেবাস্থরাঃ... প্রত্যকূর্বত”

দেবগণ ও অশ্বরগণ এই লোকসকলে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তখন সেই অশ্বরেরা এই (তিন) লোককে পুরীতে (প্রাকার-বেষ্টিত নগরে) পরিণত করিয়াছিল। যেমন ওজস্বী (বীৰ্য্যবান্) ও বলযুক্ত (সেনাসমন্বিত) লোকে [করিয়া থাকে], সেইরূপ তাহারাও (অশ্বরেরাও) এই ভুলোককে লৌহ-(প্রাকার)-যুক্ত, অস্তুরিক্ষকে রজত-(প্রাকার)-যুক্ত, ও দ্যুলোককে স্বর্ণ-(প্রাকার)-যুক্ত করিয়াছিল। তাহারা এইরূপে এই লোকত্রয়কে পুরীতে পরিণত করিয়াছিল। দেবগণ বলিলেন, অশ্বরেরা যেমন লোকত্রয়কে পুরীতে পরিণত করিয়াছে, আমরাও এই লোকত্রয়কে তাহাদের বিরুদ্ধে পুরীতে পরিণত করিব। তাহাই হউক, এই বলিয়া তাঁহারা এই ভূমি হইতে সদঃ (প্রাচীনবংশের পূর্বস্থ মণ্ডপ) প্রস্তুত করিলেন, অস্তুরিক্ষের নিকট হইতে আয়ীধ্র প্রস্তুত করিলেন, দ্যুলোক হইতে হবির্ধান—(নামক-শকট)-দ্বয় প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে তাঁহারা অশ্বরদিগের বিরুদ্ধে এই লোকসকলকে পুরীতে পরিণত করিলেন।

(১) প্রাচীনবংশালায় ইষ্টিকর্মসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। প্রাচীনবংশের বাহিরে উত্তরবেদি, তাহার নিকটে সদঃ। এই সদঃস্থানে প্রাচীনবংশ হইতে সোম আনিয়া রাখিতে হয়।

(২) আয়ীধ্র—তন্নামক বিদ্যা বা অগ্নিশালা।

(৩) হবির্ধান—৫ অধ্যায় ৩ খণ্ড দেখ।

দেবগণের বিজয় যথা—“তে দেবা...অমৃতস্ত”

সেই দেবগণ বলিলেন, [আমরা] উপসৎ (তন্মামক হোম) অনুষ্ঠান করিব ; [কেন না] উপসদ (সমীপে অবস্থান বা ছুর্গের অবরোধ) দ্বারাই [লোকে] মহাপুরী জয় করে; তাহাই হউক, এই বলিয়া তাঁহারা যে প্রথম (প্রথম দিনে বিহিত) উপসৎ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তদ্বারা এই [ভূ] লোক হইতে অম্বরদিগকে অপসারিত করিয়াছিলেন ; যে দ্বিতীয় (দ্বিতীয় দিনে বিহিত) উপসৎ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তদ্বারা অন্তরিক্ষ হইতে, যে তৃতীয় (তৃতীয় দিনে বিহিত) উপসৎ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তদ্বারা দ্যুলোক হইতে, এইরূপে তাহাদিগকে এই সকল লোক হইতেই অপসারিত করিয়াছিলেন ।

তৎপরে—“তে বা...অমৃতস্ত”

এই লোকত্রয় হইতে অপসারিত হইয়া সেই অম্বরেরা [বসস্তাদি] ঋতুগণকে আশ্রয় করিয়াছিল । [তখন] দেবগণ বলিলেন, [আমরা] উপসৎ অনুষ্ঠান করিব ; তাহাই হউক, বলিয়া তাঁহারা ঐ তিনসংখ্যক উপসদের প্রত্যেককে দুই দুই বার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । এইরূপে তাহা (উপসৎ) ছয়টি হইল ; ঋতুও ছয়টি ; তখন তাহাদিগকে ঋতুর নিকট হইতে অপসারিত করিলেন ।

তৎপরে—“তে বা...অমৃতস্ত”

ঋতুর নিকট হইতে অপসারিত হইয়া সেই অম্বরেরা শাসসমূহের আশ্রয় লইল । সেই দেবগণ বলিলেন, [আমরা] উপসৎ অনুষ্ঠান করিব ; তাহাই হউক, বলিয়া তাঁহারা সেই ষট সংখ্যক উপসদের প্রত্যেককে দুই দুই বার অনুষ্ঠান করি-

লেন। এইরূপে তাহা দ্বাদশসংখ্যক হইল ; মাসও দ্বাদশ ; তখন তাহাদিগকে মাসসমূহের আশ্রয় হইতে অপসারিত করিলেন।

পরে—“তে বৈ...অম্বদন্ত” //

মাসসমূহ হইতে অপসারিত হইয়া সেই অম্বরেরা অর্দ্ধ-মাস সকলের আশ্রয় লইল। সেই দেবগণ বলিলেন, আমরা উপসং অনুষ্ঠান করিব ; তাহাই হউক, বলিয়া সেই দ্বাদশ-সংখ্যক উপসদের প্রত্যেককে দুই দুইবার অনুষ্ঠান করিলেন। তাহাতে তাহারা চব্বিশটি হইল ; অর্দ্ধমাসও চব্বিশটি ; তখন তাহাদিগকে অর্দ্ধমাস হইতে অপসারিত করিলেন।

পরে—“তে বৈ...অস্তরায়ন”

অর্দ্ধমাস হইতে অপসারিত হইয়া সেই অম্বরেরা অহো-রাত্রের আশ্রয় লইল। সেই দেবগণ বলিলেন, আমরা উপসং অনুষ্ঠান করিব ; তাহাই হউক, বলিয়া তাহারা পূর্বাহ্নে যে উপসং অনুষ্ঠান করিলেন, তদ্বারা তাহাদিগকে দিবস হইতে এবং অপরাহ্নে যে (উপসং) অনুষ্ঠান করিলেন, তদ্বারা রাত্রি হইতে অপসারিত করিলেন। এইরূপে তাহাদিগকে অহোরাত্র উভয় হইতেই অপসারিত করিলেন।

উপসদমুষ্ঠানের কাল—“তস্মাৎ...পরিশিনষ্টি”

সেইজন্য পূর্বাহ্নেই প্রথম উপসং ও অপরাহ্নে অপর উপ-সং অনুষ্ঠেয়। এতদ্বারা সেই (দিবারাত্রির মধ্যগত সন্ধ্যা) কালই শক্রর অবস্থানের জন্য অবশিষ্ট থাকে।

পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে অনুষ্ঠান দ্বারা শক্রগণ (দেবপক্ষে অম্বর ও যজমানপক্ষে শক্র) দিনরাত্রি হইতে তাড়িত হইয়া কেবল সন্ধ্যাকালকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।

সপ্তম খণ্ড

তানুনপত্র

উপসদের প্রশংসা—“জিতয়ো...ব্যজয়ন্তু”

এই যে উপসং, ইহাদের নাম জিতি (জয়); ইহাদের দ্বারাই দেবগণ অসপত্র (শত্রুরহিত) বিজয় পাইয়াছিলেন ।

ইহা জানার প্রশংসা - “অসপত্রাং...বেদ”

যে ইহা জানে, সে শত্রুরহিত বিজয় লাভ করে ।

পুনঃপ্রশংসা—“যাং...বেদ”

দেবগণ এই লোকসকলে, ঋতুসকলে, মাসসকলে, অর্দ্ধ-মাসসকলে এবং অহোরাত্রে যে যে বিজয় লাভ করিয়াছিলেন, যে (যজমান) ইহা জানে, সে সেই সেই বিজয়ই লাভ করে ।

অনন্তর তানুনপত্র প্রস্তাবের অন্ত আখ্যায়িকা—“তে দেবাঃ...বিরৈর্দেবৈঃ”

সেই দেবগণ ভয় করিয়াছিলেন, আমাদের প্রেমের অভাব (পরস্পর বিরোধ) দেখিয়া অস্ত্রেরা প্রবল হইবে । এই ভয়ে তাঁহারা বিভক্ত হইয়া (ভিন্ন ভিন্ন দল বাঁধিয়া) চলিয়া গিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । অগ্নি বহুগণের সহিত, ইন্দ্র রুদ্রগণের সহিত, বরুণ আদিত্যগণের সহিত, বৃহস্পতি বিশ্ব-দেবগণের সহিত বিভক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন ।

তৎপরে—“তে তথা...সংগ্রহণতঃ”

(১) তানুনপত্র উপসদের অঙ্গ নহে । আতিথ্যোষ্টির পর যজমান ও ঋত্বিকেরা পরস্পর অবিরোধের জন্য যে কন্দম্বারা শপথ গ্রহণ করেন, তাহার নাম তানুনপত্র । অক্ষর্যুৎক্রবা নামক দর্পী হইতে আজ্য গ্রহণ করিয়া কান্তপাত্রে রাখেন । পরে যজমান ও ঋত্বিকেরা সকলে মিলিয়া ঐ আজ্য স্পর্শ করেন । তৎপরে হোতৃপূর্ণ জলপূর্ণ মদন্তী পাত্র স্পর্শ করিলে তাঁহাদের “তমু” “বহুগণের গৃহে” (জলে) রাখা হয় । তৎপরে মদন্তীজল দ্বারা সোমের আপ্যায়ন করা হয় । (৯২ পৃঃ দেখ)

তঁাহারা সেইরূপে চলিয়া গিয়া মন্ত্ৰণা করিলেন । তঁাহারা বলিলেন, আমাদের এই যে সকল প্রিয়তম তনু (পুত্রকলত্রাদি) আছে, তাহাদিগকে এই রাজা বরুণের গৃহে [গুপ্তভাবে] রাখিয়া দিব । যিনি এই [নিয়ম] লঙ্ঘন করিবেন, অথবা যিনি লোভ দেখাইবেন (লোভ দেখাইয়া পুত্রাদিকে বাহিরে আনিবেন), আমাদের মধ্যে তিনি তাহাদের (পুত্রাদির) সহিত সঙ্গত (মিলিত) হইতে পারিবেন না । তাহাই হউক, বলিয়া তঁাহারা রাজা বরুণের গৃহে তনুসকল রাখিয়াছিলেন ।

তানুনপ্ত্র শব্দের ব্যাখ্যা—“তে যৎতানুনপ্ত্রত্বম্”

তঁাহারা যে রাজা বরুণের গৃহে তনু রাখিয়াছিলেন, তাহাই তানুনপ্ত্র হইয়াছিল ; তাহাতেই তানুনপ্ত্রের তানুনপ্ত্রত্ব ।

পুত্রাদিকে বরুণগৃহে রাখিয়া দেবগণ আজ্যাম্পর্শ দ্বারা পরস্পর বন্ধুত্ব বিষয়ে শপথ করিয়াছিলেন । তানুনপ্ত্র নামক কর্ণেও যজমান ও ঋত্বিকগণকে ঐরূপে আজ্যাম্পর্শ করিতে হয় ।

উহার সমর্থন—“তন্মাৎ.....ইতি”

সেই জন্ত [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, সতানুনপ্ত্রীকে (এক যোগে শপথকারীকে) দ্রোহ করিবে না ।

তানুনপ্ত্র শব্দে শপথ বুঝায় । পাঁচজনে মিলিয়া শপথবদ্ধ হইলে পরস্পর বিরোধ অকর্তব্য । দেবগণের শপথের ফল—“তন্মাৎ...অবাতবতি”

সেই জন্তই (দেবগণের শপথপূর্বক সন্ধিবন্ধনহেতু) অশ্বরেরা এই লোকে প্রবল হয় নাই ।

— — —

অষ্টম খণ্ড

উপসদিস্তি

আতিথ্যকর্মে আন্তীর্ণ বর্হিঃ (কুশ) উপসদে ব্যবহৃত হয়। ইড়াভক্ষণের পর আতিথ্য সমাপ্ত হওয়ায় ঐ বর্হিঃ অগ্নিতে দেওয়া হয় না ; উহা উপসদে ব্যবহৃত হয়। তাহার কারণ প্রদর্শন—“শিরো বৈশিরোগ্রাবম্”

এই যে আতিথ্য, ইহা যজ্ঞের শিরোদেশ, এবং উপসৎ গ্রীবা। মস্তক ও গ্রীবা সমান (সন্নিহিত) ; এইজন্য উভয় কন্ম এক বর্হিঃ দ্বারাই সম্পাদন করিবে।

অম্বরগণের পুরীভেদে উপসৎ বাণস্বরূপ হইয়াছিল, যথা—“ইযুং বা..... আয়ন্”

এই যে উপসৎ ইহাকে দেবগণ ইযু-(বাণ)-স্বরূপে সংস্কৃত করিয়াছিলেন। অগ্নি সেই বাণের অনীক (সম্মুখভাগ), সোম শল্য, বিষু তেজন (শল্যাগ্র) ও বরুণ পর্ণ (পত্র) হইয়াছিলেন। [দেবগণ] আজ্যস্বরূপ ধনু ধারণ করিয়া সেই বাণ মোচন করিয়াছিলেন ; এই বাণ দ্বারা তাঁহারা [অম্বর-দিগের] পুরী ভেদ করিয়া আসিয়াছিলেন।

আজ্য ধনুঃস্বরূপ হওয়াতে উপসদে কেবল স্রতদ্বারা হোম হয়,—“তস্মাৎ... ৫বস্তি”

সেইজন্য এই সকল দেবতাদের আজ্যই হবিঃ হয়।

উপসদের অঙ্গভূত ব্রতোপায়নের বিধান—“চতুরোহগ্রে.....পর্ণানি”

উপসৎসমূহের অগ্রে (প্রথমদিনে সন্ধ্যাকালে) [গাভীর] চারিটি স্তন হইতে ব্রত (যজমান কর্তৃক দুগ্ধপান) করান হয়। কেন না বাণের চারিটি সন্ধি,—অনীক, শল্য, তেজন ও পর্ণ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয়দিনের স্তনসংখ্যাবিধান—“ত্বীন্...ক্রিয়তে”

উপসংসমূহে [দ্বিতীয় দিন প্রাতঃকালে] তিনটি স্তনে ব্রত করান হয় ; কেন না বাণের তিনটি সন্ধি—অনীক, শল্য ও তেজন । উপসংসমূহে [দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায়] দুইটি স্তনে ব্রত করান হয়, কেন না বাণের দুইটি সন্ধি,—শল্য ও তেজন । উপসংসমূহে [তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে] একটি স্তনে ব্রত করান হয় ; কেন না বাণকে একটিই বলা হয় ; এক (অথগু বস্তু) দ্বারাই বীৰ্য্য সম্পাদিত হয় ।

উক্ত সংখ্যার প্রশংসা—“পরোবরীয়াংসো...অভিজিত্য”

এই লোকসকল উর্দ্ধভাগে [ক্রমশঃ] বিস্তৃত ও অধোভাগে [ক্রমশঃ] সঙ্কুচিত । উপসদেরোও উর্দ্ধ হইতে (প্রথম দিন হইতে) অধোদিকে (শেষ দিন পর্য্যন্ত) [ক্রমশঃ স্তনসংখ্যা হ্রাস দ্বারা] অনুষ্ঠিত হয় ; ইহাতে ঐ সকল লোকই জয় করা হয় ।

সত্যলোক হইতে দ্যুলোক ছোট, দ্যুলোক হইতে অন্তরিক্ক ছোট, অন্তরিক্ক হইতে ভুলোক ছোট । সেইরূপ উপসদের প্রথম দিনে চারিটি স্তন হইতে গোহৃৎ পান হয়, পরে স্তনসংখ্যা ক্রমশঃ কমান হয় । এই জন্ত এই অস্থানে স্বর্গাদিলোক জয় করা হয় ।

উপসংকর্ষের প্রশংসার পর হোতৃপাঠ্য সামিধেনী-বিধান—“উপসদ্যায়...অভিবদতি”

“উপসদ্যায় মীটুবে” ইত্যাদি তিনটি এবং “ইমাং মে অগ্নে-সমিধিমামুপসদং বনেঃ” ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র সামিধেনী করিবে । উহারো রূপসমৃদ্ধ, এবং যাহা রূপসমৃদ্ধ, তাহা যজ্ঞের

পক্ষে সমৃদ্ধ, কেন না ঐ ঋক্ ক্রিয়মাণ কৰ্ম্মকেই পূর্ণভাবে উল্লেখ করে।

পূর্বাঙ্কে প্রথম তিনটি ও অপরাঙ্কে অপর তিনটি মন্ত্রে সামিধেনী হইবে। উক্ত মন্ত্রে “উপসদ্যায়” এবং “উপসদং বনেঃ” এই দুই পদ থাকায় উহারা রূপ-সমৃদ্ধ হইল। পরে যাজ্ঞানুবাক্য-বিধান—“জগ্নিবতীঃ.....কুর্য্যাৎ”

হনন-[বাচক-শব্দ]-যুক্ত ঋক্কে যাজ্ঞা ও অনুবাক্য করিবে।

তাদৃশ ঋকের উল্লেখ—“অগ্নিঃ...ইত্যেতাঃ”

“অগ্নিব্রতীণি জজ্ঞবৎ” [অনুবাক্য], “য উগ্র ইব শর্যাহা” [যাজ্ঞা] “ত্বং সোমাসি সৎপতিঃ” [অনুবাক্য], “গয়ক্ষানো অমীবহ” [যাজ্ঞা] “ইদং বিষ্ণুবিচক্রমে” [অনুবাক্য] “ত্ৰীণি পদা বিচক্রমে” [যাজ্ঞা] এই সকল মন্ত্র।

ঐ ছয় মন্ত্র যথাক্রমে অগ্নি সোম ও বিষ্ণু এই তিন দেবতার উদ্দিষ্ট অনুবাক্য ও যাজ্ঞা হইবে। পূর্বাঙ্কের অনুষ্ঠানের যাজ্ঞা অপরাঙ্কের অনুবাক্য এবং পূর্বাঙ্কের অনুবাক্য অপরাঙ্কে যাজ্ঞা হইবে যথা—“বিপর্যস্তাভিরপরাঙ্কে যজতি”

অপরাঙ্কে বিপর্যস্ত (উলটান) মন্ত্র দ্বারা যজন করা হয়।

যাজ্ঞানুবাক্যের প্রশংসা—“ব্রহ্মো...উপসদঃ”

এই যে (পূর্বোক্ত যাজ্ঞানুবাক্যযুক্ত) উপসৎসকল, এতদ্বারা দেবগণ [অশ্বরগণের] পুরী ভেদ করিয়া ও [অশ্বর-দিগকে] হনন করিয়া আসিয়াছিলেন।

যাজ্ঞানুবাক্যগুলি সকলেরই এক ছন্দঃ, যথা—“সচ্ছন্দসঃ...বিচ্ছন্দসঃ”

[যাজ্ঞানুবাক্য মন্ত্রগুলি] সমানছন্দোযুক্ত করিবে ; বিভিন্নছন্দোযুক্ত করিবে না।

তাহার হেতু—“যৎ...জনিতোঃ”

যদি বিভিন্নছন্দোযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে গ্রীবাতে

(ঐবাস্বরূপ উপসদে) গণ্ড (গণ্ডমালা রোগ) উৎপাদন করা হয়
ও [তদ্বারা হোতা যজমানের] গ্রানি উৎপাদনে সমর্থ হন ।

সেই জন্ত বিধান—“তন্মাৎ...বিচ্ছন্দঃ”

সেই জন্ত সমানচ্ছন্দোযুক্তই করিবে ; বিভিন্নচ্ছন্দোযুক্ত
করিবে না ।

আজ্ঞা দ্বারাই উপসদের হবিঃ প্রদান হয়, তাহার প্রশংসা—“তদু...তদাহ”

এ বিষয়ে একটি কথা আছে । জনশ্রুতের পুত্র উপাবি
(নামক ঋষি) উপসৎ-সম্বন্ধীয় ব্রাহ্মণে (বেদবাক্যে) ইহা
বলিয়াছিলেন যে, শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ) ব্যক্তি অশ্লীল (কুরূপ)
হইলেও তাহার মুখ [বেদপাঠহেতু] যেন তৃপ্ত (শোভমান)
বলিয়াই বোধ হয় । সেইরূপ [ঐবাস্বানীয়] উপসৎও আজ্ঞা-
হবির্যুক্ত [অতএব শোভমান], এবং [শোভমান] ঐবার
উপরে স্থাপিত মুখও (ঐ বেদজ্ঞের মুখের মত শোভমান
দেখা যায়] ;—ইহাই তিনি ঐ উক্তি দ্বারা বলিয়াছিলেন ।

নবম খণ্ড

উপসৎ—সোমাপ্যায়ন—নিহুব

উপসদে প্রযাজ্যযাজ নিষেধ.....“দেববর্ষ... ..অপ্রতিশবায়”

এই যে প্রযাজ ও অনুযাজ, উহা দেবগণের বর্ষ-(কবচ)-
স্বরূপ ; এইজন্ত [উপসদরূপী] বাণের তীক্ষ্ণতার জন্ত ও বিরুদ্ধ
(শত্রুনিষ্কিপ্ত) বাণের পরিহারার্থ উপসৎ কৰ্ম প্রযাজরহিত ও
অনুযাজরহিত হয় ।

শক্রর বাণ হইতে আত্মরক্ষার্থ বর্ষ ধারণ করিতে হয় ; নিজের বাণ যেখানে তীক্ষ্ণ, অতএব এক বাণেই শত্রুনিপাত সম্ভব, সেখানে পরের বাণের আশঙ্কাই নাই। সে স্থলে বর্ষধারণ অনাবশ্যক। সেইরূপ উপসদ্রুপী শরক্ষেপে যেখানে শত্রুনিপাত অবশ্যসম্ভাবী, সেখানে প্রযাজ্ঞানুযায়রূপ বর্ষের প্রয়োজন নাই।

পুনঃ পুনঃ দক্ষিণে যাওয়ার নিষেধ.....“সকুৎ.....অনপক্রমায়”

[হোতা] একবার মাত্র [বেদি ও আহবনীয়ের সীমা] অতিক্রম করিয়া (পার হইয়া) আশ্রাবণ করিবে; তাহাতেই যজ্ঞের (উপসদের) সর্বত্র ব্যাপ্তি হয় ও যজ্ঞ অপক্রম করিতে (পলায়ন করিতে) পারেন না।

উপসদের তিন দেবতা, অগ্নি, সোম ও বিষ্ণু, ইহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশে আশ্রাবণ পূর্বক আহতিদানের জন্ত আহবনীয়াগ্নির দক্ষিণে গমন নিষিদ্ধ হইল। একবার গিয়া সেখানে স্থির হইয়া তিন দেবতার উদ্দেশে আশ্রাবণ করিলেই যজ্ঞ সিদ্ধ হইবে।

অনন্তর সোমাপ্যায়নের প্রস্তাব—“তদাহঃ:.....বৃত্রমহন”

[ব্রহ্মবাদীরা] এ বিষয়ে বলেন—রাজা সোমের সমীপে যে [তানুনপত্র কৰ্ম] অনুষ্ঠিত হয়, এবং উহা যে তাঁহার (সোমের) নিকটে ঘৃতদ্বারা (আজ্যস্পর্শ দ্বারা)^১ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা জরুর ; কেন না [ঘূতরূপী] বজ্র দ্বারাই ইন্দ্র বৃত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন।

শাখাস্তরেও ঐরূপ সোমের নিকটে তানুনপত্র বিধান আছে।^২ ঐ জরুর কৰ্ম্ম পরিহারের উপায় বিধান—“তদ যদ.....বর্দ্ধয়ন্ত্যেব”

(১) কোন দেবতার উদ্দেশে আহতিদানের সময় অগ্নিগুর্য উত্তর হইতে আহবনীয়ের দক্ষিণে গমন করেন ও সেইখানে থাকিয়া “ও শ্রাবয়” এই বাক্য উচ্চারণ করেন। ইহার নাম আশ্রাবণ। আগ্নীধ্রু নামক ঋষিক :তাহার প্রভাত্তরে “অন্ত শ্রোষট্” :বলেন।

(২) তানুনপত্র দেখ ; পৃ: ৮৬ ; তানুনপত্রের পর সোমাপ্যায়ন ও নিহবানুষ্ঠান।

(৩) “ঘূতং ঋগু বৈ দেবা বজ্রং কুড়া সোমমঘনু অন্তিকমিব ঋগু বা অশ্বৈতচ্চরন্তি যজ্ঞানপত্রৈঃ চগন্তি।”

যেহেতু সেই ক্রুর কৰ্ম ইহার (সোমের) সমীপে অনুষ্ঠিত হয়, সেই হেতু এই [পশ্চাত্ত্বক্ত-মন্ত্রযুক্ত অনুষ্ঠান] দ্বারা ইহাকে আপ্যায়িত (জলপ্রোক্ষণ দ্বারা শান্ত) করা হয় ও অনন্তর ইহাকে সমুদ্র করা হয় । [মন্ত্র যথা] হে দেব সোম, একধনবৎ (এক সোমই ঐহার ধন সেই) ইন্দ্রের জন্ম তোমার অংশ (অবয়ব) বদ্ধিত হউক; তোমার জন্ম ইন্দ্র বদ্ধিত হউন; ইন্দ্রের জন্ম তুমি বদ্ধিত হও; বন্ধুস্বরূপ আমাদিগকে মঙ্গল দ্বারা ও মেধা দ্বারা বদ্ধিত কর । হে দেব সোম, তোমার স্বস্তি (মঙ্গল) হউক; শেষ-ঋকযুক্ত সূত্যা (অগ্নিস্কোম যজ্ঞের শেষে সোমাভিষব) প্রাপ্ত হও । এই মন্ত্রদ্বারা [সোম] রাজার আপ্যায়ন (জলপ্রোক্ষণ দ্বারা তৃপ্তি বিধান) হয় ।

তৎপরে যজ্ঞমান ও ঋত্বিক্গণ বেদির উপর প্রস্তর নামক কুশমুষ্টিতে উভয় হস্ত রাখিয়া দ্বাপা পৃথিবীকে নমস্কার করেন; ইহার নাম নিহুব । নিহুব মন্ত্র—
“দ্বাপাপৃথিব্যোঃ.....বর্দ্ধয়ন্ত্যেব”

এই যে রাজা সোম, ইনি দ্যৌঃ ও পৃথিবীর গর্ভ; এই জন্ম অভ্যুদয়দাতা তুমি অগ্নির জন্ম ও সৌভাগ্যের জন্ম ধন প্রদান কর; অভ্যুদয়দাতা তুমি অন্য (ফলও) প্রদান কর; সত্যই ঋতবাদীদিগকে (সত্যবাদীদিগকে) প্রণাম; দ্যুলোককে প্রণাম, পৃথিবীকে প্রণাম । এই মন্ত্র দ্বারা প্রস্তরে (প্রস্তরনামক কুশ-গুচ্ছে) যে নিহুব করা হয়, তাহাতে দ্যুলোকদ্বারা ও পৃথিবী দ্বারা তাঁহাকেই (সোমকেই) প্রণাম করা হয়; অপিচ [এত-দ্বারা] তাঁহাদিগকেও (দ্বাপাপৃথিবীকেও) বর্দ্ধন করা হয় ।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

সোমক্রয়

পূর্বাখ্যারে প্রবর্ণ্যের অভিষ্টব, উপসং, তাস্মদপ্ত্র, সোমাপ্যায়ন, নিহব ও ত্রতোপায়ন অল্পতান কথিত হইয়াছে। এক্ষণে সোমক্রয়ের প্রস্তাব; তদ্বিবরে আখ্যায়িকা—“সোমো বৈ.....অজীগন্”

রাজা সোম গন্ধর্ব্বগণের নিকটে ছিলেন। তাঁহার বিষয়ে দেবগণ ও ঋষিগণ চিন্তা করিলেন, এই রাজা সোম কিরূপে আমাদের নিকট আসিবেন। [তখন] সেই বাগ্‌দেবী বাক্ (দেবী) বলিলেন, গন্ধর্ব্বেরা স্ত্রীকামুক ; আমাকেই স্ত্রী করিয়া [সোমের] মূল্যস্বরূপ কর। দেবগণ কহিলেন, না, তোমাকে ছাড়িয়া আমরা কিরূপে থাকিব। তিনি (বাগ্‌দেবী) বলিলেন, [আমাদের সোমকে] ক্রয় কর ; যখনই তোমাদের আমাকে প্রয়োজন হইবে, তখনই আমি তোমাদের নিকট পুনরায় আগত হইব। তাহাই হউক বলিয়া [দেবগণ] মহতী নগ্ন- (উমঙ্গ)-রূপ ধারণী সেই [বাগ্‌দেবী] দ্বারা রাজা সোমকে ক্রয় করিয়াছিলেন।’

সোমক্রয় বিধান “তাস্ম.....জীগন্তি”

(১) নগ্ন শব্দে, বাগ্‌দেবী বালিকারূপ ধরিলেন, ইহাই বুঝাইতেছে। বখা শাখান্তরে “তে দেবা অক্রবন্ স্ত্রীকামা সৈ গন্ধর্বাঃ স্ত্রিমা নিদ্রীপামেতি। তে বাচঃ স্ত্রিজমেকহারবীং কৃতা তম নিয়জীগন্।”

তাঁহার (বালিকা বাগ্‌দেবীর) অনুকরণে অক্ষয় (পুংসং-
সর্গরহিত) বৎসতরীকে (ছোট গাভীকে) সোমের মূল্য করা
হয়, ও তদ্বারা রাজা সোমকে ক্রয় করা হয় .

সেই বাছুরের পুনর্গ্রহণ—“তাং.....আগচ্ছৎ”

তাহাকে (বৎসতরীকে) পুনরায় ক্রয় করিবে; কেন না তিনি
(বাগ্‌দেবী) পুনরায় তাঁহাদের (দেবগণের) নিকট আসিয়াছিলেন।

সোমক্রয়ের পর অগ্নিপ্রণয়নের পূর্বে অমুচ্চ স্বরে মন্ত্রপাঠ কর্তব্য—
“তস্মাৎ.....আগচ্ছতি।”

সেই জন্ত রাজা সোমের ক্রয়ের পর উপাংশু বাক্য দ্বারা
(অমুচ্চস্বরে মন্ত্রপাঠ দ্বারা) অনুষ্ঠান করিবে ; কেন না তখন
বাগ্‌দেবী গন্ধর্বদিগের নিকট থাকেন, এবং তিনি অগ্নিপ্রণয়নের
সময় পুনরায় (গিরিয়া) আসেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

অগ্নিপ্রণয়ন

অগ্নিপ্রণয়নের প্রৈষ মন্ত্র—“অয়য়ে.....অধ্বৰ্য্যঃ”

অধ্বৰ্য্য [হোতাকে] বলিবেন, প্রণীয়মান অগ্নির অনুকূল
মন্ত্র পাঠ কর।

হোতৃপাঠ্য মন্ত্র—“প্রদেবং...অমুকুয়াং”

“প্রদেবং দেব্যা ধিয়া ভরতা জাতবেদসম্। হব্যা নো

(১) অগ্নি এতদ্বশ প্রানিবন্ধশালায় আহবন্ধীয় মধ্যে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে উত্তর
বেদিতে আনয়নের নাম অগ্নিপ্রণয়ন। এতদ্বশে ইষ্টিকর্ষ ও উত্তর বেদিতে পশুদান ও সোম-
দান অনুষ্ঠিত হয়।

বক্ষদানুষক্ ।” এত গায়ত্রী ঋক্ ব্রাহ্মণ [যজমানের পক্ষে] হোতা পাঠ করিবেন ।

ঐ ঋকের অর্থ—[হে ঋত্বিকগণ], দেব জ্ঞাতবেদিকে (অগ্নিকে) তাঁহার স্বরূপ প্রকাশক বৃদ্ধি দ্বারা [উত্তরবেদি-অভিমুখে] লইয়া চল ; তিনি উত্তর-বেদিতে অবস্থিত হইয়া আমাদের হব্যসকল [দেবগণের নিকট] বহন করুন । ঐ মন্ত্রের ছন্দ গায়ত্রী ; যজমান ব্রাহ্মণ হইলে এই মন্ত্র পাঠ করিবে । ঐ মন্ত্রের প্রযোজ্যতা “গায়ত্রো বৈ.....সমর্দ্ধয়তি”

ব্রাহ্মণ গায়ত্রীর সম্বন্ধযুক্ত ; [এবং] গায়ত্রীই তেজ ও ব্রহ্মবর্চস ; এই হেতু ঐ মন্ত্রদ্বারা ইঁহাকে (যজমানকে) তেজ ও ব্রহ্মবর্চস দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয় ।

ঋত্রিয় যজমানপক্ষে মন্ত্র—“ইমংঅমুক্ৰয়াং”

“ইমং মহে বিদথ্যায় শূষম্”^১ এই ত্রিষ্টুপ্টি রাজন্য (ঋত্রিয়) পক্ষে পাঠ করিবে ।

মন্ত্রের প্রযোজ্যতা—“ত্রৈষ্টুভো.....সমর্দ্ধয়তি”

রাজন্য ত্রিষ্টুভের সম্বন্ধযুক্ত ; ত্রিষ্টুপ্টি ওজঃ, ইন্দ্রিয় ও বীর্য্যস্বরূপ ; এইহেতু এতদ্বারা ইঁহাকে ওজোদ্বারা ও ইন্দ্রিয় দ্বারা ও বীর্য্যদ্বারা সমৃদ্ধ করা হয় ।

ঐ মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের প্রযোজ্যতা “শশ্বংকৃষ্বঃ.....গময়তি”

“শশ্বংকৃষ্ব ঈড্যায় প্রজজ্রঃ”—এই মন্ত্র আপনার [আত্মীয় স্বজন] মধ্যে তাঁহাকে (ঋত্রিয় যজমানকে) শ্রেষ্ঠতা পাওয়ায় ।

প্রথম দুই চরণের অর্থ—স্বখোংপাদক অগ্নিকে মহৎ লাভের জন্ত বহবার পূজনীয় যজমানের পক্ষ হইতে (উত্তর বেদিতে) আনা হইয়াছিল । এ স্থলে দ্বিতীয় চরণে যজমানের “শশ্বংকৃষ্ব ঈডাঃ” (বহনঃ পূজনীয়) বিশেষণ থাকায় যজমানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইল । ঐ ঋকের শেষ দুই চরণের প্রযোজ্যতা—

“শৃণোতু নো দম্যোভিরনীকৈঃ শৃণোত্বয়িঃ দিব্যৈরজস্রঃ” এই মন্ত্রের পাঠ দ্বারা, যে ইহা জানে, তাহার জরা (বার্দ্ধক্য) পর্যন্ত [অগ্নি] সেখানে (তাহার গৃহে) অজস্র (নিরন্তর) দীপ্ত থাকেন।

দুই চরণের অর্থ—দম্য (গৃহযোগ্য অর্থাৎ যজমানের গৃহরক্ষার্থ স্থাপিত) সৈন্তগণের সহিত অগ্নি আমাদিগকে (আমাদের স্তবস্তুতি) শ্রবণ করুন ; দিব্য (দেবলোকযোগ্য) সৈন্তের সহিত অজস্র (নিরন্তর) শ্রবণ করুন। অগ্নিকে ঐরূপ প্রার্থনা করায় তিনি যজমানের গৃহে স্থির থাকেন।

বৈশ্বযজমান পক্ষে মন্ত্র—“অয়মিহ.....অমুক্রয়াৎ”

“অয়মিহ প্রথমো ধায়ি ধাতৃভিঃ”^১ এই জগতীকে বৈশ্যের পক্ষে পাঠ করিবে।

তাহার প্রযোজ্যতা—“জাগতো বৈ.....সমর্দ্ধয়তি”

বৈশ্য জগতীর সম্বন্ধযুক্ত, এবং পশুগণ জগতীর সম্বন্ধ যুক্ত ;^২ এই হেতু এতদ্বারা ইহাকে পশুদ্বারা সম্বন্ধ করা হয়।

ঐ মন্ত্রের চতুর্থপাদের প্রযোজ্যতা—“বনেষু...সম্বন্ধম্”

“বনেষু চিত্রং বিশং বিশে বিশে” এই চরণ অভিরূপ এবং যাহা যজ্ঞে অভিরূপ, তাহাই সম্বন্ধ।

বৈশ্ববাচক বিশ্ শব্দ দুইবার থাকায় বৈশ্বপক্ষে অমুকুল হইল। তৎপরে বিভিন্ন জাতির অমুকুল প্রথম ঋক্ বিধানের পর সকল জাতির অমুকুল দ্বিতীয় ঋক্ বিধান—

“অয়মু য্য প্র দেবযুঃ”^৩ এই অনুষ্ঠুভে বাক্য ত্যাগ করিবে।

সোমক্রয়ের সময় বাক্যকে (মন্ত্রকে) উপাংশু পাঠের বা লুকাইবার ব্যবস্থা

(৪) ৪।৭।১

(৫) পশুর সহিত জগতীর সম্বন্ধ পূর্বে দেখ।

(৬) ১০।১৭৬।৩

হইয়াছিল। এখন আমি প্রার্থনায় সময় বাক্যকে সঠিক উচ্চারণ দ্বারা ব্যক্তি করিয়া দেওয়া হইল।

এ বিষয়ে ঐ মন্ত্রের প্রযোজ্যতা—“বাখা.....বিশ্বজতে”

অনুষ্ঠান পুঁই বাক্ (বাক্য); এতদ্বারা [অনুষ্ঠান রূপী] বাক্যেই [উপাংশ রক্ষিত] বাক্যকে ত্যাগ করা হয়।

ঐ মন্ত্রের প্রথমচরণের প্রথমার্শের প্রযোজ্যতা—“অয়মু.....প্রজতে”

“অয়মু য্য” এই যে বলা হয়, ইহাতে যে পূর্বের গন্ধর্বগণের নিকটে ছিল, সেই আমি [দেবগণের নিকটে] আসিয়াছি, এই অর্থ দ্বারা সেই বাক্ [দেবতারই] উল্লেখ হয়।

তৃতীয় ঋকের বিধান “অয়ময়ি:উরুযতি”

“অয়ময়িরুযতি” এই মন্ত্রে এই [প্রণীয়মাম] অয়িই [যজমানকে] রক্ষা করেন, ইহা বলা হয়।

উরুযতি অর্থে রক্ষতি। মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের প্রযোজ্যতা “অমৃতাদিঃ.....দধতি”

“অমৃতাদিঃ জন্মনঃ” এতদ্বারা এই যজ্ঞমানে অমৃতত্ব (অমরতা বা দেবত্ব) স্থাপন করা হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্শের জ্যেষ্ঠার্থ—“সহস্রিৎযদয়িঃ”

“সহস্রিৎ সহীয়ান্ দেবো জীবাতবে কৃতঃ” এতদ্বারা এই যে অয়ি, এই দেবকেই জীবনের ঔষধস্বরূপ করা হইল।

ঐ মন্ত্রভাগের অর্থ—দেবকে (অয়িকে) আমাদের জীবনের ঔষধার্থ প্রবল হইতেও প্রবল করা হইয়াছে।

চতুর্থ ঋক্—“ইড়ায়ান্না.....যতিঃ”

“ইড়ায়ান্না পদে বয়ং নান্না পৃথিব্যা অয়ি” এই মন্ত্রে এই

যে উত্তরবেদির [অন্তর্গত] নাভি [নামক স্থান], তাহাকেই ইড়ার (গাভীর) পদ (স্থান) বলা হইল ।

ঐ মন্ত্রাংশের ঐ অর্থ—[হে অগ্নি:] ইড়ার পদ (গাভীর স্থান) স্বরূপ পৃথিবীর (ভূমিস্থানের), পূর্বে নাভিনামক স্থানে তোমাকে [স্থাপন করি] । সৌম্যক্রমণী গাভীর পদখলি ঐ স্থানে দেওয়া হয়, তদ্বৎ গাভীর পদ বলা হইল ।

তৃতীয় চরণের প্রার্থনা—“জাতবেদো...ভবতি”

“জাতবেদো নিধীমহি” এই মন্ত্রদ্বারা ইহাকে (প্রণীয়মাম জাতবেদো অগ্নিকে) [উত্তর বেদির নাভিতে] নিধান (স্থাপন) করা হয় ।

চতুর্থচরণের প্রার্থনাতা—“অগ্নে...ভবতি”

“অগ্নে হব্যায় বোঢবে” এতদ্বারা [অগ্নি] হব্যবহনে উদ্যত হন ।

পঞ্চম শ্লোকের পূর্বার্ধ—“অগ্নে বিশ্বেতিঃ...আসাদয়তি”

“অগ্নে বিশ্বেতিঃ স্বনীক দেবৈরুর্ণাবস্তং প্রথমঃ সীদ যোনিম্” এতদ্বারা বিশ্বদেবগণ সহ ইহাকে (অগ্নিকে) [সেই নাভি নামক স্থানে] স্থাপিত করা হয় ।

ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ : স্বনীক (শোভনসৈন্তযুক্ত) অগ্নি, বিশ্বদেবগণের সহিত প্রথম (প্রধান) হইয়া উর্ণায়ুক্ত স্থানে (মেঘলোকযুক্ত নাভিস্থানে) অধিষ্ঠিত হও ।

তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের প্রার্থনাতা “কুলায়িনং...প্রতিষ্ঠাপয়তি”

“কুলায়িনং স্বতবস্তং সবিত্রে” এই (তৃতীয় চরণ) দ্বারা এই যে সকল পিতৃদারু-(খদিরবৃক্ষ)-নির্মিত পরিধি, গুণ্ণুল, উর্ণা (মেঘলোম) এবং জগন্ধি তুণ (পাখস), এই সকলকেই যজ্ঞে

(৯) প্রাচীনবংশের পূর্বদিকে উত্তর বেদি । ঐ উত্তর বেদির অন্তর্গত নাভি নামক স্থানে কুশ আতীর্ণ করিয়া তদুপরি আহবনীয হইতে আনীত অগ্নিকে স্থাপন করা হয় ।

কুলায়-(পক্ষীর বাস জন্য নির্মিত নীড়)-স্বরূপ করা হয়। এবং “যজ্ঞঃ নয় যজমানায় সাধু” এই (চতুর্থচরণ) দ্বারা যজ্ঞকেই সেখানে সরলভাবে স্থাপন করা হয়।

উভয় চরণের অর্থ—সবিভা (প্রেরক অর্থাৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা) যজ্ঞমানের জন্য কুলায়যুক্ত ও যুতযুক্ত যজ্ঞকে সাধুভাবে আনয়ন (সম্পাদন) কর। এস্থলে যজ্ঞকে কুলায়যুক্ত বলা হইয়াছে। পক্ষী কাষ্ঠতৃণাদি আহরণ করিয়া কুলায় নির্মাণ করে। উত্তরবেদির নাভিতেও কাষ্ঠনির্মিত পরিধি, তৃণ, মেঘলোমাদি আন্তরীণ করায় উহা যজ্ঞরূপী অগ্নির কুলায়স্বরূপ হইল। অগ্নিকে ঐ স্থানে স্থাপন করায় ঐ মন্ত্রের সার্থকতা। আহবনীয় স্থানে রক্ষিত কাষ্ঠখণ্ডের নাম পরিধি।

ষষ্ঠ শব্দের প্রথম চরণ—“সীদ হোতঃ...নাভিঃ”

“সীদ হোতঃ স্ব উ লোকে চিকিৎসান্” এস্থলে অগ্নিই দেবগণের হোতা, এবং এই যে উত্তর বেদির নাভি, ইহাই তাঁহার স্ব (স্বকীয়) লোক (স্থান)।

মজ্জাংশের অর্থ, অহে হোতা (অগ্নি), বিজ্ঞানবান্ তুমি স্বকীয় লোকে অবস্থান কর।

দ্বিতীয় চরণের যজ্ঞ শব্দের তাৎপর্য—“সাদয়া...আশান্তে”

“সাদয়া যজ্ঞঃ স্কৃতশ্চ যোনৌ” এই চরণে যজ্ঞমানই যজ্ঞ; যজ্ঞমানের জন্যই এই আশীষ প্রার্থনা হয়।

ঐ চরণের অর্থ—যজ্ঞকে (যজ্ঞমানকে) স্কৃতগণের (পুণ্যকর্মীদের) যোনিতে (স্থানে) স্থাপন কর।

মন্ত্রের উত্তরার্দ্ধে বয়ঃ শব্দের তাৎপর্য...“দেবাবীঃ · দধাতি”

“দেবাবীদেবান্ হবিষা যজাস্থগ্নে বৃহদযজ্ঞমানে বয়োধাঃ” এস্থলে প্রাণই বয়ঃ [শব্দের লক্ষ্য]; এতদ্বারা যজ্ঞমানে প্রাণকেই স্থাপন করা হয়।

উহার অর্থ—হে দেবপ্রিয় অগ্নি, তুমি দেবগণকে হবিঃ দ্বারা যজ্ঞন কর, এবং যজ্ঞমানে অধিকপরিমাণে বয়ঃ (প্রাণ) আধান (স্থাপন) কর।

সপ্তম ঋকের প্রথম চরণ—“নি হোতা...নাভিঃ”

“নি হোতা হোতৃসদনে বিদানঃ”^{১২} এস্থলে অগ্নিই দেবগণের হোতা ; এবং এই যে উত্তরবেদীর নাভি, ইহাই তাঁহার হোতৃ-সদন (হোতার বাসস্থান) ।

দ্বিতীয় চরণের “অসদং” পদের অর্থ—

“হেযো দীদিবাং অসদং স্তদক্ষঃ” এতদ্বারা সেই (অগ্নি) তখন (প্রণয়নকালে) [উত্তর বেদির নাভিতে] আসন্ন (উপস্থিত) হন ।

উভয় চরণের অর্থ (স্বয়ং) দীপ্তিমান ও (অন্তের) দীপক, স্তদক্ষ, হোতা (অগ্নি) হোতৃসদনে (আপনার বাসস্থানে অর্থাৎ উত্তরবেদির নাভিতে) আসন্ন হন ।

তৃতীয় চরণে বসিষ্ঠ শব্দের অর্থ—“অদকুত্রত...বসিষ্ঠঃ”

“অদকুত্রতপ্রমতির্বসিষ্ঠঃ” এস্থলে অগ্নিই দেবগণের বসিষ্ঠ (উৎকৃষ্ট বাসস্থান) ।

অদক (হিংসারহিত) ত্রতে (কশ্মে) যাহার মতি আছে, এবং যিনি বসিষ্ঠ—এই দুইটি পূর্বোক্ত অগ্নির বিশেষণ । বসিষ্ঠ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ [দেবগণের] উৎকৃষ্ট বাসস্থান ।

চতুর্থ চরণের ব্যাখ্যা—“সহস্রস্তরঃ...বিহরন্তি”

“সহস্রস্তরঃ শুচিজিহ্বো অগ্নিঃ” এস্থলে ইনি (অগ্নি) এক হইলেও [ঋত্বিকেরা] ইহাকে বহুস্থলে (বহু ধিমেষ্য)^{১৩} লইয়া যায়, ইহাই তাঁহার সহস্রস্তরতা (সহস্ররূপধারিতা) ।

ভটিজিহব ও সহস্রভুজ এ দুইটিও অগ্নিক বিশেষণ। অগ্নি এক হইলেনও বহু-
বিধে নৌমান হওয়ার সহস্ররূপধর।

এই জ্ঞানের প্রশংসা—‘প্র হ...বেদ’

যে ইহা জানে, সে সহস্রসংখ্যক পুষ্টি (গোপ্তবর্ষাদি ধনের
লাভ) প্রাপ্ত হয়।

অষ্টম ঋক্ বিধান—“ত্বং...পরিত্যজতি”

“ত্বং দূতন্তুমু নঃ পরম্পা” এই শেষ ঋক্ দ্বারা [অগ্নি-
প্রণয়ন] সমাপ্ত করা হয়।

অবশিষ্ট তিন চরণ উল্লেখপূর্বক মন্ত্রের প্রশংসা—“ত্বং বস্ত্র...হুতভে”

“ত্বং বস্ত্র আ বৃষভ প্রণেতা। অগ্নে তোকস্ত নন্তনে
ভূনু নামপ্রযুচ্ছন্দীষ্টদ বোধি গোপা” এই স্থলে অগ্নিই
দেবগণের গোপা (রক্ষক); এতদ্বারা অগ্নিকেই সকলের জন্ম,
আপনার জন্ম ও যজমানের জন্ম, রক্ষাকর্তা করা হয়। যেখানে
ইহা জানিয়া এই মন্ত্রে [অগ্নিপ্রণয়ন] সমাপ্ত করা হয়,
[সেখানে] সংবৎসরব্যাপী স্বস্তি (মঙ্গল সম্পাদন) করা হয়।

ঐ সমগ্র ঋকের অর্থ—হে অগ্নি, তুমি [দেবগণের] দূত, তুমিই আমাদের
পালয়িতা; হে বৃষভ (শ্রেষ্ঠ), তুমি সর্বত্র নিবাসহেতু ও [কর্মের] প্রেরক;
আমাদের অপত্যের ও শরীরের বিস্তার বিষয়ে অগ্রমন্ত হইয়া এবং প্রকাশক ও
গোপা (রক্ষক) হইয়া প্রবৃদ্ধ থাক।

অগ্নিপ্রণয়নে বিহিত ঋক্ সংখ্যার প্রশংসা—“তা এতাঃ...অভিবদতি”

এই সেই আটটি রূপসমৃদ্ধ ঋক্ পাঠ করিবে। [যেহেতু]
যাহা রূপসমৃদ্ধ, তাহা যজ্ঞের পক্ষে সমৃদ্ধ; কেননা ঐ ঋক্
ক্রিয়মাণ কর্মকে পূর্ণভাবে উল্লেখ করে।

প্রথম ও শেষ ঋকের তিনবার আবৃত্তি বিধান—“তাসাং...অবিসংসার”

তাহাদের মধ্যে প্রথমটিকে তিনবার ও শেষটিকে তিনবার পাঠ করিবে। [তাহা হইলে] তাহারা দ্বাদশটি হইবে। দ্বাদশ মাসেই সংবৎসর; সংবৎসরই প্রজাপতি; যে ইহা জানে, সে প্রজাপতি যাহাদের আয়তন (আশ্রয়), তাহাদের (সেই ঋক্ সকলের) দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। প্রথমটিকে তিনবার ও শেষটিকে তিনবার পাঠ করা হয়; এতদ্বারা স্থিরতার জন্ম, দৃঢ়তার জন্ম ও শিথিলতা নিবারণের জন্ম [রক্ষুরূপী] যজ্ঞের [উত্তর প্রান্ত] গ্রহিৎকরণ করা হয়।

হবির্ধান অবর্তন

তৎপরে হবির্ধান অবর্তন কর্ণের প্রৈষ মন্ত্ৰ—“হবির্ধানাত্যা...অধ্বাঃ”

অধ্বর্যুঃ [হোতাকে] বলে—প্রোহমাণ (উত্তর বেদিক্স অস্তিমুখে নীয়মান) হবির্ধানদ্বয়ের অনুকূল মন্ত্ৰ পাঠ কর।

হোতৃপাঠ্য প্রথম ঋক্—“যুজে...রিষ্যতি”

“যুজে যাং জেজ্ঞ পূর্বাং নমোহিঃ” এই মন্ত্ৰ পাঠ করা হয়, কেন না এই যে হবির্ধানদ্বয়, দেবগণ উহাকে জেজ্ঞাভারা (প্রোহমাণ দ্বারা) যুক্ত করিয়াছিলেন; এতদ্বারা (ঐ মন্ত্ৰপাঠে) জেজ্ঞাভারাই হবির্ধানদ্বয় যুক্ত হয়, এবং জেজ্ঞাযুক্ত [কর্ণ] বিনষ্ট হয় না।

(১) হবির্ধান শব্দের অর্থ বাহাতে হবিঃ সোম ও অজ্ঞাত হব্য রাখা যায়। হুইথানি শব্দটি সোম চাপাইরা “হুদি” দ্বারা চাকিয়া আটান বংশ হইতে উত্তর বেদিতে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ শব্দটির নাম হবির্ধান ও ঐ শব্দট বহন দ্বারা হবির্ধান অবর্তন।

(ঐ মন্ত্রপাঠে) ব্রহ্মদ্বারাই হবির্ধানঘর যুক্ত হয়, এবং ব্রহ্মযুক্ত [কর্ম] বিনষ্ট হয় না।

দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ ঋক্—“প্রোতাং...অস্বাহ”

“প্রোতাং যজ্ঞস্য শংভুবা” ইত্যাদি তিনটি ছাবাপৃথিবীর ঋক্ পাঠ করিবে।

উহার মধ্যে দ্বিতীয় ঋকে “ছাবা নঃ পৃথিবী ইমম্” এই বচন থাকায় ঐ তিন ঋকের ছাবাপৃথিবী দেবতা।

ঐ তিন ঋকের এইস্থলে প্রযোজ্যতা প্রদর্শন—“তদাহঃ...অস্বাহ”

এ বিষয়ে [আপত্তি] বলা হয়,—যখন, প্রোহমাণ হবির্ধান-
দ্বয়ের অনুকূল মন্ত্র পাঠ কর, এই [প্রথম মন্ত্র] বলা হইল, তখন
[হবির্ধানের অনুকূল মন্ত্রের পরিবর্তে] ছাবাপৃথিবীর ঋক্
তিনটি কেন পাঠ হয়? [উত্তর], হোঃ এবং পৃথিবীই দেবগণের
হবির্ধান ছিলেন, তাঁহারাই অতাপি হবির্ধান আছেন;
কেন না [লোকে] এই যে কিছু হবিঃ [দেওয়া হয়],
তাহা সমস্তই তাঁহাদের (হোঃ ও পৃথিবীর) মধ্যেই বর্তমান
আছে; এইজন্য ছাবাপৃথিবীর ঋক্ তিনটিই পাঠ করা হয়।

পঞ্চম ঋক্—“যমে ইবইতঃ”

“যমে ইম যতমানে যদৈতম্” এই মন্ত্র পাঠে ইহার
(শকটদ্বয়) পরম্পর সদৃশ যমজ কন্যাদ্বয়ের মত [একই
কর্মের উদ্দেশে] যজ্ঞপূর্বক চলিতে থাকে।

দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যা “প্র বাং...প্রভয়ন্তি”

“প্র বাং ভরমানুষা দেবয়ন্তঃ” এই বাক্য দ্বারা দেবযজনেচ্ছ
মানুষেরা এতদ্বয়কে (শকটদ্বয়কে) আনয়ন করে।

তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের ব্যাখ্যা—“আসীদতং অচীক্‌পং”

“আসীদতং স্বমু লোকং বিদানে স্বাসস্থে ভবতমিন্দবে নঃ”
এ স্থলে সোমই রাজা ইন্দু; এতদ্বারা রাজা সোমেরই
অবস্থানের জন্য এই [শকট-] দ্বয় কল্পিত হয়।

সমস্ত ঋকের অর্থ—যে হেতু ইহারা (এই শকটদ্বয়) যমজ কল্যাণের মত
[জগতের উপকারের জন্য] যত্ন করিতে করিতে আসিয়াছেন, সেই নিমিত্ত হে
হবির্ধান শকটদ্বয়, দেবযজনেচ্ছু মাম্ববেরা তোমাদিগকে আনিয়াছেন।
তোমরা স্বকীয় বাসস্থান জানিয়া সেইখানে অবস্থান করও আমাদের ইন্দুর
(সোমের) জন্য সুশোভন আসনে অবস্থিত হও।

ষষ্ঠ ঋক্—“অধি দ্বয়োঃ নিধীয়তে”

“অধি দ্বয়োঃদধা উক্‌থ্যং বচঃ” * এই বাক্য দ্বারা দুইখানি
[ছদির] উপরে তৃতীয় ছদিঃ স্থাপন করা হয়। *

ঐ চরণের “উক্‌থ্যং বচঃ” পদের প্রযোজ্যতা—“উক্‌থ্যং বচঃ...সমর্দ্ধয়তি”

“উক্‌থ্যং বচঃ” এই যাহা বলা হইল, এস্থলে “উক্‌থ্যং বচঃ”
অর্থে যজ্ঞিতকর্ম ; এতদ্বারা যজ্ঞকেই সমৃদ্ধ করা হয়।

উক্‌থ্য-শব্দের অর্থ উক্‌থ্যশস্ত্র নামক মস্ত্র। উক্‌থ্যবচঃ অর্থে সেই শস্ত্রপাঠরূপ
অমুষ্ঠান।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণ—“যতক্ষচা...শময়তি”

“যতক্ষচা মিথুনা যা সপর্য্যাতঃ। অসংযন্তো ব্রতে তে
ক্ষেতি পুষ্যতি” এস্থলে [ব্রতপদের] পূর্বে যে যন্ত-[শব্দ]-
যুক্ত পদ (যুদ্ধবাচক অতএব ক্রুরতাবাচক ‘সংযন্ত’ পদ)

(৫) ১৮৩৩।

(৬) হবির্ধান শকটের উপরে সোম রাখিবার জন্য গৃহাকার আচ্ছাদন দেওয়া হয়, তাহার নাম
ছদিঃ। এইরূপ দুইখানি ছদিঃ স্থাপন করিয়া তাহার উপর আর একখানি তৃতীয় ছদিঃ স্থাপন
করিতে হয়।

আছে, তাহাকে এইবাক্যে (‘অসংযতঃ পুষ্যতি’ এই বচন প্রয়োগে) শান্তি দ্বারাই শান্ত করা হয় ।

চতুর্থ চরণের ব্যাখ্যা—“ভদ্রা...আশান্তে”

“ভদ্রা শক্তির্যজমানায় স্নহতে” এতদ্বারা আশিষ প্রার্থনা করা হয় ।

সমস্ত ঋকের অর্থ—ছইখানি (ছদির) উপরে যে (তৃতীয় ছদি) রাখা হয়, ইহা উক্খ্যবাক্য সদৃশ (ফলদায়ক) ; [এইরূপে ছদিস্থাপন হইলে] হবির্ধানদ্বয় [বিবাহের পর] কৃতহোম (স্ত্রী-পুরুষ) মিথুনের মত পূজিত হয় । [হে ইন্দ্র] অসংযত (অক্রুর) [অধৰ্য্যু] তোমার ত্রতে (কর্মে) নিযুক্ত থাকিয়া পুষ্ট হন । সোমাভিষবকারী যজমানের ভদ্র (কল্যাণরূপ) শক্তি হউক ।

পঞ্চম ঋক্—“বিশ্বা অস্বাহ” ¹

“বিশ্বা রূপাণি প্রতিমুঞ্চতে কবিঃ” ¹ এই বিশ্বরূপ ঋক্ পাঠ করিবে ।

বিশ্ব ও রূপ এই দুই শব্দ থাকায় ঐ ঋক্ বিশ্বরূপ হইল । ঐ ঋক্ পাঠকালে হোতার কর্তব্য—“স...অমুক্রয়াৎ”

তিনি (হোতা) ররাটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উহা পাঠ করিবেন ।

হবির্ধান-মণ্ডপের পূর্বদ্বারে যে কুশের মালা দেওয়া হয়, তাহার নাম ররাটী । তদ্বিষয়ে এই মন্ত্রের উপযোগিতা—“বিশ্বমিব...ইব চ”

ররাটীর রূপ শুক্লেরও মত, কৃষ্ণেরও মত, [অতএব] উহার বিশ্ব (বহু) রূপ ।

কুশমালার যে থানটা শুষ্ক, সেখানটা সাদা ও যেখানটা অশুষ্ক, সেখানটা কাল দেখায়, এইজন্ত উহার বহুরূপত্ব । উহা জ্ঞানের প্রাশংসা—“বিশ্বং রূপং...অস্বাহ”

যেখানে ইহাই জানিয়া এই ররাটীতে দৃষ্টি রাখিয়া ঐ মন্ত্র

পাঠ হয়, সেখানে আপনার জন্ম ও যজমানের জন্ম বিশ্ব (সকল) রূপ রক্ষা করা হয়।

অষ্টম ও শেষ ঋক্—“পরি ত্বা...পরিদধাতি”

“পরি ত্বা গির্বণো গিরঃ” এই শেষ ঋক্ দ্বারা [এই কর্মের অনুবচন পাঠ] সমাপ্ত করা হয়।

সমাপনের কালবিধান—“স...পরিদধ্যাৎ”

হবির্ধানদ্বয় যখনই [স্বস্থানে স্থাপিত হইয়া] সম্যক্রূপে আচ্ছাদিত হইয়াছে, হোতা ইহা বুঝিতে পারিবেন, তখনই [অনুবচন] সমাপ্ত করিবেন।

ইহা জানার প্রশংসা “অনয়ন্তাবুকা...পরিদধাতি”

যে স্থলে এইরূপ জানিয়া হবির্ধানদ্বয় সম্যক্ আচ্ছাদিত হইলে ঐ মন্ত্র দ্বারা [অনুবচন] সমাপ্ত করা হয়, [সেস্থলে] হোতার এবং যজমানের ভার্য্যা (স্ত্রী) অনয় (বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত) হইয়া থাকে।

সেই কাল কিরূপে জানিবে—“যজুষা...পরিশ্রয়ন্তি”

এই যে হবির্ধানদ্বয়, ইহারা যজুর্মন্ত্র দ্বারা সম্যগাচ্ছাদিত হয় ; এইজন্য এস্থলে যজুর্মন্ত্র দ্বারাই [অধ্বৰ্য্যগণ] ইহা-দিগকে আচ্ছাদিত করেন ”।

অধ্বৰ্য্য যজুর্মন্ত্র প্রয়োগে আচ্ছাদন করিলে হোতা অনুবচন-সমাপ্তির কাল হইয়াছে বুঝিবেন। পুনশ্চ কালবিধান—“তৌ ..পরিদধ্যাৎ”

অধ্বৰ্য্য ও প্রতিপ্রস্থাতা ইহারা দুইজনে যখন উভয়দিকে মেথী স্থাপন করিবে, তখনই [হোতা অনুবচনপাঠ] সমাপ্ত করিবে।

শকটের দ্বার অগ্রভাগ স্থাপনের কাঠকে মেথী বলে। অধ্বর্য দক্ষিণদিকের হবির্ধান শকটে ও প্রতিপ্রস্থাতা (অধ্বর্যর সহকারী) উত্তর দিকের শকটে মেথী স্থাপন করেন।

এই বিধান পূর্বোক্ত বিধানের বিরোধী নহে। যথা—“অত্র হি.....ভবতঃ”

এই সময়েই (মেথীস্থাপনকালেই) তাহারা (শকটদ্বয়) সম্যকরূপে আচ্ছাদিত হয়।

উভয় অমুঠান এক সময়েই সম্পন্ন হওয়ায় সেই সময়েই অমুবচন সমাপ্ত করিবে। ঋক্ সংখ্যা প্রশংসা—“তা এতা.....অবিসংসার”।

এই সেই আটটি রূপসমৃদ্ধ ঋক্ পাঠ করিবে ; যাহা রূপ-সমৃদ্ধ তাহা যজ্ঞের পক্ষে সমৃদ্ধ, কেন না ঐ ঋক্ ক্রিয়মাণ কৰ্ম্ম-কেই পূর্ণভাবে উল্লেখ করে। তাহাদের মধ্যে প্রথমটিকে তিনবার ও শেষটিকে তিনবার পাঠ করিবে। [তাহা হইলে] তাহারা দ্বাদশটি হইবে। দ্বাদশ মাসেই সংবৎসর ও সংবৎসরই প্রজাপতি। যে ইহা জানে, সে প্রজাপতি যাহাদের আয়তন (আশ্রয়), সেই ঋক্‌সকলের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। প্রথমটিকে তিনবার ও শেষটিকে তিনবার পাঠ করা হয় ; ইহাতে স্থিরতার জন্ম, দৃঢ়তার জন্ম ও শিথিলতা নিবারণের জন্ম [রক্ষুরূপী] যজ্ঞের [উভয় প্রান্তে] গ্রন্থি বন্ধন হয়।

চতুর্থ খণ্ড

অগ্নীষোমপ্রণয়ন

তদনন্তর অগ্নীষোমপ্রণয়নের ' প্রৈষ মন্ত্র "অগ্নীষোমাত্যাং.....অধ্বর্যুঃ"

অধ্বর্যুঃ [হোতাকে] বলেন, প্রণীয়মান অগ্নির ও সোমের অনুকূল মন্ত্র পাঠ কর ।

হোতৃপাঠ্য প্রথম ঋক্—"সাবীঃ.....অস্বাহ"

সাবীর্হি দেব প্রথমায় পিত্রে ' এই সাবিত্রী ঋক্ পাঠ করিবে ।

এই ঋকের তৃতীয় চরণে "অশ্বভ্যং সবিতঃ" এই বচন থাকায় উহার দেবতা সবিতা । ঐ ঋক্ প্রয়োগের আপত্তিখণ্ডন—"তদাহঃ...অস্বাহ"

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, প্রণীয়মান অগ্নির ও সোমের অনুকূল মন্ত্র পাঠ কর, এই (প্রৈষমন্ত্র) যখন বলা হইল, তখন সাবিত্রী ঋক্ কেন পাঠ করা হয় ? [উত্তর] সবিতাই প্রসবের [যজ্ঞকর্মে প্রেরণের] প্রভু ; সবিতৃ-প্রেরিত হইয়াই অগ্নি ও সোমকে প্রণয়ন করা হয় । সেই-জন্ম সাবিত্রী ঋক্ই পাঠ করিবে ।

দ্বিতীয় ঋক্—"প্রৈতু.....অস্বাহ"

"প্রৈতু ব্রহ্মগম্পতিঃ" এই ব্রহ্মগম্পতি দেবতার ঋক্ পাঠ করিবে ।

(১) প্রাচীনবংশের ষাটতাপে রক্ষিত আহবনীয়া অগ্নি হইতে অগ্নি গ্রহণ করিয়া আগ্নীত্র নামক খিকো লইয়া বাইতে হয় । সোমকেও সেই স্থান হইতে অগ্নির সহিত আনিয়া পরে হবির্ধান-সঙপে রাখিতে হয় । এই অনুষ্ঠানের নাম অগ্নীষোমপ্রণয়ন ।

(২) আশ্ব, শ্রৌ, হু, ৪।১০ অথর্ব সং ৭।১৪।৩ (৩) ১।৪০।৩ ।

এ বিষয়ে আগন্তিকগণ—“তদাহঃ.....রিষ্যতি”

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, প্রণীয়মান অগ্নির ও সোমের অনুকূল মন্ত্র পাঠ কর, এই (প্রৈষমন্ত্র) যখন বলা হইল, তখন কেন ব্রহ্মগম্পতির ঋক্ পাঠ করা হয় ? [উত্তর] ব্রহ্মগম্পতিই ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) ; এতদ্বারা ব্রহ্মকেই (ব্রাহ্মণকেই) ইহাদের (অগ্নির ও সোমের) সহিত পুরো-গামী করা হয়, এবং ব্রাহ্মণযুক্ত কৰ্ম্ম বিনষ্ট হয় না ।

ঐ ঋকের দ্বিতীয় চরণের প্রশংসা—“প্র দেব্যোতু.....অস্বাহ”

“প্র দেব্যোতু সূনুতা”—সূনুতা (প্রিয়বচনরূপা) দেবী (বাগ্‌দেবী) [ব্রহ্মার সহিত] সম্মুখে যাউন—এই বাক্যে যজ্ঞকে সূনুত-(প্রিয়বচন)-যুক্ত করা হয় ; সেইজন্য [ঐ] ব্রহ্মগম্পতি দেবতার ঋক্ পাঠ করিবে ।

তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম ঋক্—“হোতা দেবো.....প্রণীয়মানে”

রাজা সোম প্রণীয়মান হইবার সময় “হোতা দেবো অমর্ত্যঃ”^১ ইত্যাদি অগ্নি দেবতার গায়ত্রী তিনটি পাঠ করিবে ।

আগ্নেয় ঋকের প্রযোজ্যতা—“সোমং.....অতানয়ৎ”

সদো (-নামক মণ্ডপ) ও হবির্ধান (-নামক মণ্ডপ) এতদ্বয়ের মধ্যে নীয়মান রাজা সোমকে অস্থরেরা ও রাক্ষসেরা হত্যা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল । অগ্নি মায়া দ্বারা তাঁহাকে (সোমকে) [সেই পথ] অতিক্রম করিয়া লইয়া গিয়া-ছিলেন ।

ঐ তিন ঋকের প্রথমটির দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যা—“পুরস্তাৎ...হরন্তি”

“পুরস্তাদেতি মায়া”—[অগ্নি] মায়ার সহিত সম্মুখে

যাইতেছেন—এই বাক্যের অর্থ তিনি (অগ্নি) মায়ায় সহিত তাঁহাকে (সোমকে) [সেই অমুরাদিভীতি স্থান] অতিক্রম করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন ; সেইজন্যই [ঋত্বিকেরা] অগ্নিকে ইঁহার (সোমের) সম্মুখে [আয়ীধ্র দেশ পর্য্যন্ত] লইয়া যান । ^৭

ষষ্ঠ হইতে নবম ঋক্—“উপ আ...অস্বাহ”

“উপ ত্রাণে দিবে দিবে” ইত্যাদি তিনটি ^৮ ও “উপ প্রিয়ং পনিপ্লতম্” ^৯ এই একটি ঋক্ পাঠ করিবে ।

উহাদের প্রশংসা—“ঋত্বিকৌ...অহিংসারৈ”

এই যে অগ্নি পূর্বে উদ্ধৃত (অগ্নিপ্রণয়নানুষ্ঠানে আহবনীয় হইতে আনিয়া উত্তর বেদিতে স্থাপিত) হইয়াছেন, ও এই যে অপর অগ্নিকে এখন [আয়ীধ্রে] আনা হইতেছে, ইঁহারা উভয়ে যুদ্ধ করিয়া (পরস্পর বিরোধ করিয়া) যজমানকে হিংসা করিতে সমর্থ । সেইজন্য এই যে [পূর্বোক্ত] তিনটি ঋক্ ও একটি ঋক্ বলা হইল, তদ্বারা ইঁহাদের উভয়কে [পরস্পরের মনোভাব] জ্ঞাত করাইয়া [বিরোধত্যাগ দ্বারা] মিলিত করা হয়; ইঁহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে (উত্তরবেদিতে ও আয়ীধ্রে) স্থাপিত করা হয় ; তাহা হইলে (হোতার) নিজের এবং যজমানের [অমিদ্বয় কর্তৃক] হিংসা ঘটে না ।

দশম ঋক্ বিধান—“অগ্নে...অস্বাহ”

“অগ্নে জুষস্ব প্রতিহর্য্য তদ্বচঃ” ^{১০} এই মন্ত্র [আয়ীধ্রে অগ্নি স্থাপনার পর সেই আয়ীধ্রে] আহুতি-হবনকালে পাঠ করিবে ।

(৫) উত্তরবেদির পশ্চিমে সোমোমণ্ডপ ও হবির্ধানিঃমণ্ডপ, সোমোমণ্ডপের নিকটে আয়ীধ্র ।

(৬) ১।১।৭-১১ (৭) ২।৬৭।২২ (৮) ১।১৪৪।৭ ।

ঐ মন্ত্রের প্রশংসা—“অগ্নয়ে...গময়তি”

[“জুস্ব” এই পদ থাকায়] এতদ্বারা আহুতিকে অগ্নির জুষ্টি (প্রাতি) লাভ করায় ।

অগ্নিপ্রণয়নের পর সোমপ্রণয়নে একাদশ হইতে ত্রয়োদশ ঋক্—“সোমো... সমর্দ্ধয়তি”

রাজা সোমের প্রণীয়মান হইবার সময় “সোমো জিগাতি গাতুবিন্” ইত্যাদি সোমদৈবত তিনটি গায়ত্রী ঋক্ পাঠ করিবে । এতদ্বারা ইহাকে (সোমকে) আপনারই দেবতা দ্বারা ও আপনারই ছন্দোদ্বারা সমৃদ্ধ করা হয় ।

গায়ত্রী সোমের ছন্দ ”। তন্মধ্যে শেষ ঋকের শেষ চরণের ব্যাখ্যা—
“সোমঃ...ভবতি”

“সোমঃ সধস্থমাসদৎ”—সোম সধস্থ (হবির্ধানব্রয়ের সহিত অবস্থানপ্রদেয়) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—এই বাক্যে তিনি (সোম) সেই সময় (ঐ চরণ পাঠকালে) [হবির্ধান মণ্ডপের] আসন্ন হন ।

এই তিন ঋক্ কোথায় পাঠ করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা—“তদতিক্রম্য... কৃৎস্না”

সেই [আগ্নীধ্র স্থান] অতিক্রম করিয়া আগ্নীধ্রকে পৃষ্ঠে করিয়া [ঐ শেষ চরণ] পাঠ করিবে ।

অধ্বর্যু যখন আগ্নীধ্রে অগ্নিপ্রণয়নের পর আহুতি দেন, সেই সময়ে হোতা সোমপ্রণয়নের এই তিন ঋক্ পাঠ আরম্ভ করিয়া, আগ্নীধ্র অতিক্রমপূর্বক আগ্নীধ্রকে পশ্চাতে রাখিয়া মন্ত্রপাঠ শেষ করিবেন ।

চতুর্দশ ঋক্—“তমস্ত রাজা.....অবাহ”

“তমশ্চ রাজাবরুণস্তমশ্চিনা”” এই বিষ্ণুদৈবত ঋক্ পাঠ করিবে।

এই ঋকের চতুর্থ চরণে বিষ্ণুর নাম থাকায় উহার দেবতা বিষ্ণু। অবশিষ্ট তিন চরণ—“ক্রতুং.....বিবৃণোতি”

“ক্রতুং সচন্ত মারুতশ্চ বেধসঃ। দাধার দক্ষমুত্তমমহ-
বিদং ব্রজং চ বিষ্ণুঃ সখিবাঁ অপোর্ণুত” ইহার তাৎপর্য—
বিষ্ণুই দেবগণের দ্বারপাল, তিনিই ইহার (সোমের) জন্য
ঐ মন্ত্রদ্বারা দ্বার খুলিয়া দেন।

সমস্ত ঋকের অর্থ—রাজা বরুণ এই ক্রতুকে (যাগকে) সমৃদ্ধ করেন ;
মারুত (বায়ু) ও বেধাঃ (ব্রহ্মা) ক্রতুকে সমৃদ্ধ করেন। বিষ্ণু দক্ষ (দেব-
গণের তৃপ্তিবিষয়ে কুশল) এবং উত্তম এবং অহবিং (দিনাভিজ্ঞ) সোমকে
[প্রণয়নকালে] ধরিয়াছিলেন ; এবং [সোমরূপী] বন্ধুকর্তৃক যুক্ত হইয়া ব্রজকে
(সোমের স্থান হবির্ধানকে) আচ্ছাদনহীন করিয়াছিলেন (অর্থাৎ সোমের
প্রবেশের জন্য দ্বার খুলিয়াছিলেন)।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ ঋক্—“অন্তশ্চ...আসন্নো”

“অন্তশ্চ প্রাগা আদিতির্ভবাসি” ” এই মন্ত্র [সোম হবি-
র্ধান] প্রাপ্ত হইলে পাঠ করিবে। [সোম হবির্ধানে]
আসন্ন (সমীপবর্তী) হইলে “শ্চেনো ন যোনিং সদনং ধিয়া
কৃতম্” ” [এই মন্ত্র পাঠ করিবে]।

উহার দ্বিতীয় চরণের হিরণ্ময় শব্দের অর্থ “হিরণ্ময়ং...কৃষ্ণাজিনম্”

“হিরণ্ময়মাসদং দেব এষতি”—দেব (সোম) হিরণ্ময়
আসন প্রাপ্ত হন—এই বাক্যে এই যে কৃষ্ণাজিন (কৃষ্ণমৃগ-
চর্ম), যাহা দেব সোমের জন্য [হবির্ধান শকটে] আস্তীর্ণ
করা হয়, উহাই যেন হিরণ্ময়।

মন্ত্রের প্রযোজ্যতা—“তস্মাদেতামধাহ”

সেই জম্বুই এই ঋক্ পাঠ করিবে ।

সপ্তদশ ও শেষ ঋক্—“অন্তভ্রাতাং...পরিদধাতি”

“অন্তভ্রাতামহুরো বিশ্ববেদাঃ”^{১৪} এই বরুণদৈবত ঋক্ দ্বারা [সোমপ্রণয়নের অনুবচন পাঠ] সমাপ্ত করিবে ।

সৌমের সহিত এই বরুণ-দৈবত ঋকের সম্বন্ধ—“বরুণদেবতো...সমর্দ্ধয়তি,”

[সোম] যতক্ষণ উপনদ্ধ (বস্ত্রাবৃত) ও যতক্ষণ পরিশ্রিত (আচ্ছাদিত) থাকেন, ততক্ষণ ইহার দেবতা বরুণ; সেই জম্বু এতদ্বারা আপনারই দেবতা ও আপনারই ছন্দোদ্বারা ইহাকে সমৃদ্ধ করা হয় ।

এইখানে নৈমিত্তিক অস্ত্র ঋকের বিধান—“তং যজাপ...পরিদধ্যাৎ”

যদি [বন্ধুগণ] সেই যজমানের নিকট ধাবমান (উপস্থিত) হয় বা তাঁহার অভয় ইচ্ছা করে, তখন “এবা বন্দস্ব বরুণং বৃহন্তম্”^{১৫} এই ঋক্ দ্বারা সমাপ্ত করিবে ।

ইহা জানার কল—“যাবন্ত্যো...পরিদধ্যাৎ”

যেস্থলে ইহা জানিয়া এই মন্ত্র দ্বারা সমাপন করা হয়, যেস্থলে যাহাদের হইতে অভয় ইচ্ছা করে এবং যাহাদের হইতে অভয় চিন্তা করে, তাহাদের হইতে অভয় হয় । সেই জন্য ইহা জানিয়া এই মন্ত্র দ্বারা সমাপ্ত করিবে ।

মন্ত্রের সংখ্যা প্রশংসা—“তা এতাঃ.....একবিংশঃ”

এই সেই সপ্তদশ রূপসমৃদ্ধ মন্ত্র পাঠ করিবে ; যাহা রূপসমৃদ্ধ, তাহা যজ্ঞের পক্ষে সমৃদ্ধ, কেন না ঐ ঋক্ ক্রিয়মাণ কর্মকেই পূর্ণভাবে উল্লেখ করে । তাহাদের মধ্যে প্রথমটিকে তিনবার ও শেষটিকে তিনবার পাঠ করিবে । তাহা হইলে

উহার। একবিংশতিসংখ্যক হইবে। প্রজাপতি একবিংশ (একুশ অবয়ববিশিষ্ট); [কেননা] মাস বারটি, ঋতু পাঁচটি, এই লোক সকল (স্বর্গ অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী) তিনটি, এবং এই আদিত্য [একটি], ইহার। [একত্র যোগে] একবিংশতি-সংখ্যক ।

এতদ্ব্যধ্যে একবিংশতি সংখ্যা পূরণের জন্ত যে আদিত্যের উল্লেখ হইল, তাহার গুণপ্রদর্শন—“উত্তমা...স্বারাজ্যম্”

[এই যে আদিত্য], তিনি উত্তমা প্রতিষ্ঠা; তিনি দেবগণের ক্ষত্রিয়; তাহাই স্ত্রী ; তাহাই আধিপত্য; তাহাই ব্রহ্মের (আদিত্যের) বিষ্ণুপ (আশ্রয়স্থান); তাহাই প্রজাপতির আয়তন (আশ্রয়স্থান); তাহাই স্বরাজ্য (স্বাধীন দেশ) ।

উপসংহার—“ঋগ্বেদোতি...একবিংশত্যা”

এই একবিংশতি ঋকসমূহ দ্বারা ইহাকেই (যজমানকেই) সমুদ্ধ করা হয় ।

দ্বিতীয় পঞ্চিক

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

যূপনির্মাণ

অনন্তর অগ্নিষোমীয় পণ্ড প্রকরণ। যূপবিষয়ে আখ্যায়িকা—“যজ্ঞেন.....
লোকম্”

[পুরাকালে] দেবগণ যজ্ঞদ্বারা উদ্ধৃত হইয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভয় করিলেন, আমাদের এই যজ্ঞ দেখিয়া মনুষ্যগণ ও ঋষিগণ পশ্চাৎ [আমাদিগকে] জানিতে পারিবে। এই হেতু তাঁহারা যজ্ঞকে যূপের সহিত যোপন করিয়াছিলেন (যূপের চিহ্নে মিশাইয়া মনুষ্যাদির ভ্রমোৎপাদন করিয়াছিলেন)। সেই যজ্ঞকে যে যূপের সহিত যোপন করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই যূপের যূপত্ব। তাঁহারা সেই যূপকে অধোগুখে প্রোথিত করিয়া উর্দ্ধে (স্বর্গলোকে) চলিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর মনুষ্যগণ ও ঋষিগণ যজ্ঞের কোন [চিহ্ন] দেখিয়া [দেবগণের অনুষ্ঠান] জানিতে পারিব, এই অভিপ্রায়ে দেবগণের যজ্ঞভূমির নিকট আসিয়াছিলেন। [সেখানে] তাঁহারা অধোগুখে প্রোথিত যূপটিকেই [দেখিতে] পাইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, দেবগণ এই যূপ দ্বারা যজ্ঞকে

গোপন করিয়াছেন। তখন তাঁহারা সেই যূপকে উৎপাটন করিয়া উর্দ্ধমুখে প্রোথিত করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা যজ্ঞকে বিশেষরূপে জানিলেন ও স্বর্গ লোককেও বিশেষরূপে জানিলেন।

উত্তরবেদির সম্মুখে প্রোথিত পশুবন্ধনস্তম্ভের নাম যূপ। এস্থলে যোপন ক্রিয়াসম্পাদক বলিয়া উহার নাম যূপ। এ বিষয় শাখাস্তরেও উক্ত হইয়াছে।^১ যূপ-নিখননের ব্যবস্থা—“তদ্বদ...অনুখ্যাত্যৈ”

এই কারণেই যজ্ঞকে বিশেষরূপে জানিবার জন্ত ও স্বর্গ-লোক দেখিবার জন্ত যূপ উর্দ্ধমুখে প্রোথিত হয়।

যূপ-গঠনের ব্যবস্থা—“বজ্রো বা...স্তম্ভবৈ”

এই যে যূপ, ইহা বজ্রস্বরূপ।^২ ইহাকে অষ্টকোণ করিবে; কেননা বজ্রও অষ্টকোণ। শত্রুর ও দ্বেষকর্তার বধের জন্ত সেই বজ্র ও সেই যূপ প্রহার করা হয়। যে ব্যক্তি এই যজ্ঞমানের হিংসাযোগ্য, ইহাদ্বারা তাহার হিংসা হয়।

পুনশ্চ—“বজ্রো...দৃষ্ট্যৈ”

যূপ বজ্রস্বরূপ; ইহা শত্রুর বধে উত্তম হইয়া অবস্থিত; সেই জন্ত এখনও যে ব্যক্তি [যজ্ঞমানকে] দ্বেষ করে, এই যূপ অমুকের, ঐ যূপ অমুকের, ইহা দেখিয়া [সেই যূপ-দর্শনে] সেই ব্যক্তির অপ্রিয় ঘটে।

যূপনিষ্ঠাণের জন্ত বিবিধ কাষ্ঠের বিধান—“খাদিরং...জয়তি”

স্বর্গকাম ব্যক্তি খদিরনিষ্ঠিত যূপ করিবে। দেবগণ খদিরের

(১) “যজ্ঞেন বৈ দেবাঃ স্ববর্গং লোকমাগন্তেহমন্যন্ত মহুয্যা নোহিহাভবিষ্যন্তীতি তে যূপেন যোপরিষ্ঠা স্ববর্গং লোকমাগন্তুম্বরেঃ যূপেনৈবাহু প্রাজানংস্তদ যূপস্ত যূপঞ্চ”।

(২) শাখাস্তরে “ইজ্রো ব্রহ্ম বজ্রং প্রাহরৎস ত্রেখা ব্যভবৎ ক্যত্বতীং রথত্বতীং য পশুতীন্ন”।

যুপ দ্বারা স্বর্গলোক জয় করিয়াছিলেন । সেইরূপ যজমানও
খদিরের যুপ দ্বারা স্বর্গ লোক জয় করে ।

পুনশ্চ—“বৈষং...পুষ্টেঃ”

অন্নকাম ও পুষ্টিকাম ব্যক্তি বিশ্বের যুপ করিবে । বিশ্ব
[বৃক্ষ] বৎসর বৎসর ফল ধারণ করে ; ঐ ফলধারণ ভক্ষ-
ণীয় অন্নের স্বরূপ ; এবং [ঐ বৃক্ষ] মূল হইতে শাখা পর্য্যন্ত
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, এই জন্ত ইহা পুষ্টির স্বরূপ ।

ইহা জানার ফল—“পুযতি...কুরুতে”

যে ইহা জানিয়া বিশ্বের যুপ করে, সে প্রজাকে ও পশু-
গণকে পুষ্ট করে ।

অন্তরূপে বিশ্বের প্রশংসা—“যদেব...বেদ”

[অহে অধ্বর্যু] বিশ্বের যুপ কেন ? না, [ব্রহ্মবাদীরা]
বিশ্বকে জ্যোতিঃস্বরূপ বলেন । যে ইহা জানে, সে স্বজন
মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ হয় ও স্বজন মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় ।

অন্ত বৃক্ষের বিধান—“পালাশং...পলাশমিতি”

তেজস্কাম ও ব্রহ্মবর্চসকাম পলাশের যুপ করিবে ।
[কেননা] পলাশই বনস্পতিগণের মধ্যে তেজঃস্বরূপ ও
ব্রহ্মবর্চসস্বরূপ । যে ইহা জানিয়া পলাশের যুপ করে, সে
তেজস্বী ও ব্রহ্মবর্চসযুক্ত হয় । [অহে অধ্বর্যু] এই পলা-
শের যুপ কেন ? না, এই যে পলাশ, ইহা সকল বনস্পতির
যোনিস্বরূপ । সেই জন্ত অমুক বৃক্ষের পলাশ (পত্র), অমুক
বৃক্ষের পলাশ (পত্র), বলিয়া [সকল বৃক্ষের পত্রকেই] পলাশ
বৃক্ষের পলাশ নামে অভিহিত করা হয় । যে ইহা জানে, সকল
বনস্পতিরই ফল তৎকর্তৃক লব্ধ হয় ।

পলাশ শব্দে পলাশ গাছ বুঝায়, আবার পলাশ শব্দে লকল গাছেরই পাতা বুঝায়। পলাশের নামে অগ্ন্যস্ত্র বৃক্ষের পাতার নামকরণ হওয়ায় পলাশকে সর্ক বৃক্ষের যোনিস্বরূপ বলা হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড

যুপসংস্কার

যুপকে স্মৃতান্ত করিবার প্রথমমন্ত্র—“অঙ্মো...অধ্বয্যঃ”

অধ্বয্যঃ বলিবেন, যুপের অঙ্জন করিব, [তদনুযায়ী] মন্ত্র পাঠ কর।

হোতৃপাঠ্য প্রথম ঋক্—“অঞ্জন্তি...অঞ্জন্তি”

“অঞ্জন্তি ত্বামধ্বরে দেবয়ন্তঃ” এই মন্ত্র পাঠ করিবে; [কেননা] দেবপূজেচ্ছুরা অধ্বরে (যজ্ঞে) ইহাকে (এই যুপকে) অঙ্জন করে (স্মৃতান্ত করে)।

দ্বিতীয় চরণ—“বনস্পতে...আজ্যম্”

“বনস্পতে মধুনা দৈব্যেন” এই চরণে এই যে আজ্য (স্বত), ইহাকেই মধু (মধুর) ও দৈব্য (দেবযোগ্য) বলা হইল।

তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ—“যদুর্জন্তিষ্ঠা...ভদ্রাহ”

“যদুর্জন্তিষ্ঠা দ্রুবিণেহ ধত্তাদ্ যদ্বা কুরো মাতুরস্তা উপস্বঃ” এতদ্বারা, [হে যুপ] যদিও তুমি স্থিরভাবে আছ ও শুইয়া আছ, [তথাপি] আমাদিগের দ্রুবিণ (ধনসম্পত্তি) সম্পাদন কর, ইহাই বলা হইল।

সমস্ত ঋকের অর্থ, হে বনস্পতি (যূপ), দেববজ্রনেচুঁরা তোমাকে যজ্ঞে দেবযোগ্য মধুর [আজ্য] দ্বারা অঞ্জন করে। তুমি যদি উর্দ্ধমুখে স্থির থাক, অথবা এই মাতা পৃথিবীর উপরে তোমার ক্ষয় (শয়ন) হয়, তুমি তথাপি আমা-
দিগকে দ্রবিল (ধনসম্পত্তি) দান কর।

দ্বিতীয় ঋক্—“উচ্ছ্রয়স্ব...সমৃদ্ধম্”

“উচ্ছ্রয়স্ব বনস্পাতে” এই মন্ত্র উচ্ছ্রীয়মাণ (উত্তোল্যমান) যূপের পক্ষে অভিরূপ, এবং যাহা যজ্ঞে অভিরূপ, তাহাই সমৃদ্ধ।

ঐ ঋকের দ্বিতীয় চরণ—“বহ্নান্...উনিবন্তি”

“বহ্নান্ পৃথিব্যা অধি” এই চরণে যেখানে যূপকে উর্দ্ধমুখ করিয়া প্রোথিত করা হয়, সেই স্থানকেই পৃথিবীর বহ্ন (শরীর) বলা হইল।

বেদি ও তাহার পূর্বদেশের মধ্যে যূপ বসান হয়। সেই স্থানকেই পৃথিবীর শরীর বলা হইল।

তৃতীয় চরণ—“সুমিতি...আশান্তে”

“সুমিতি মীয়মানো বর্চোধা যজ্ঞবাহসে” এতদ্বারা [যজ্ঞসম্পাদক যজ্ঞমানের প্রতি বর্চঃস্বরূপ (দীপ্তিস্বরূপ)] আশিষ প্রার্থনা করা হয়।

তৃতীয় ঋক্—“সমিদ্ধস্ত...শ্রয়তে”

“সমিদ্ধস্ত শ্রয়মাণঃ পুরস্তাৎ” এতদ্বারা যূপকে সমিদ্ধ (প্রদীপ্ত) [আহবনীয়াগ্নির] পূর্বদিক্ আশ্রয় করান হয়।

দ্বিতীয় চরণ—“ব্রহ্ম...আশান্তে”

“ব্রহ্ম বহ্নানো অজরং স্ববীরম্” এতদ্বারা [অজরত্বাদিরূপ] আশিষ প্রার্থনা হয়

তৃতীয় চরণ—“আরে...যজমানাচ্”

“আরে অস্মদমতিং বাধমানঃ” এস্থলে অমতি শব্দে ক্ষুধা অথবা পাপ ; এতদ্বারা যজ্ঞ হইতে ও যজমান হইতে সেই অমতিকে দূরে নিরাকৃত করা হয় ।

অমতি অর্থে বুদ্ধিব্রংশ ; ক্ষুধা ও পাপ উভয়ই বুদ্ধিব্রংশের কারণ । এই মন্ত্রে তাহা দূরীকৃত হয় ।

চতুর্থ চরণ—“উচ্চু যস্ব...আশান্তে”

“উচ্চু যস্ব মহতে সৌভগায়” এতদ্বারা [সৌভাগ্যরূপ] আশিষ প্রার্থনা হয় ।

সমস্ত ঋকের অর্থ—সমিদ্ধ (প্রদীপ্ত) আহবনীয়ের পূর্বদিক্ আশ্রয়কারী, অজর (অবিনাশ) ও সুবীর (পুত্রাদিসমৃদ্ধিকারণ) ও ব্রহ্ম (বৃহৎ) কশ্মীর সম্পাদন-কারী, আমাদের অমতির (ক্ষুধার বা পাপের) দূরে অপসারণকারী, অহে যুপ, তুমি মহৎ সৌভাগ্যের জন্ত উচ্ছিত (উর্দ্ধে উত্তোলিত) হও ।

চতুর্থ ঋক্—“উর্দ্ধ...তদাহ”

“উর্দ্ধ উযু গ উতয়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা” এস্থলে (‘দেবো ন সবিতা’ এই মন্ত্রাংশে) দেবগণের (দেবপ্রতিপাদক বেদবাক্যের) যে “ন” [শব্দ] আছে, তাহা ঐ স্থলে “ও” এই অর্থবাচক । এতদ্বারা দেব সবিতারই মত অবস্থিত হও, ইহাই বলা হইল ।

বেদে ন শব্দ কখন কখন অঙ্গীকারার্থক ও অর্থে ব্যবহৃত হয়, তজ্জন্ত “দেবো ন সবিতা” ইহার অর্থ “দেবঃ সবিতা ইব ।” এ স্থলে যুপকে বলা হইতেছে, তুমি সবিতাদেবের মত উর্দ্ধে অবস্থান কর ।*

তৃতীয় চরণ—“উর্দ্ধো...সনোতি”

“উর্কো বাজস্ত সনিতা” এই চরণ দ্বারা এই যুপকে বাজ-
সনি (অন্নদাতা) করিয়া ধনদাতাও করা হয় ।

চতুর্থ চরণ—“যদঞ্জিভিঃ.....যজ্ঞমিতি”

“যদঞ্জিভির্বাঘন্তির্বিহ্বয়ামহে” এস্থলে “অঞ্জি” শব্দে ও
“বাঘৎ” শব্দে ছন্দ সকলকে বুঝাইতেছে । এই চরণে যজ্ঞমান-
গণ, আমার যজ্ঞে আইস, আমার যজ্ঞে [আইস], এই বলিয়া
সেই ছন্দঃসকল (মন্ত্ৰসকল) দ্বারা দেবগণকে বিশেষরূপে
আহ্বান করেন ।

অঞ্জি শব্দের অর্থ ক্রতুর অভিব্যক্তিকারী, বাঘৎ শব্দের অর্থ যজ্ঞভার বহনকারী;
উভয় বিশেষণ দ্বারা এস্থলে ছন্দ বা মন্ত্ৰ বুঝাইতেছে । উক্ত অর্থজ্ঞানের প্রশংসা—
“যদি হ.....অস্বাহ” ।

যত্বপি বহু জনেই [একসঙ্গে] যাগ করে, তথাপি যেখানে
ইহা জানিয়া এই মন্ত্ৰ পাঠ করা হয়, সেখানে দেবগণ এই
(মন্ত্ৰার্থজ্ঞ) যজ্ঞমানের যজ্ঞেই গমন করেন ।

পঞ্চম পঙ্ক—“উর্কো নঃ.....তদাহ”

“উর্কো নঃ পাহংহসো নি কেতুনা বিশ্বং সমত্রিণং দহ” *
এস্থলে (দ্বিতীয় চরণে) অত্রি শব্দের লক্ষ্য রাক্ষসগণ এবং
পাপ ; এতদ্বারা, রাক্ষসগণকে ও পাপকে দহন কর, ইহাই
বলা হয় ।

তৃতীয় চরণ—“কৃধী ন...তদাহ”

“কৃধী ন উর্কো চরণায় জীবসে” এই যাহা বলা হয়, এত-
দ্বারা “কৃধী ন উর্কো চরণায় জীবসে” ইহাই কথিত হয় ।

উহার অর্থ,—[হে যুপ] তুমি চরণের (আচারের) জন্ত ও জীবনের জন্ত
আমাদিগকে উর্কগত কর । মন্ত্ৰের “চরণ” শব্দ “চরণ” বাচক, তাহাই বলা হইল ।

“চরথায়” পদের তাৎপর্য বুঝাইয়া “জীবসে” (অর্থাৎ ‘জীবনার’) পদের তাৎ-
পর্য বুঝান হইতেছে যথা—“যদি হ.....দদাতি” *

যদিও এই যজমান [মৃত্যু কর্তৃক] নীত এইরূপই হয়,
তথাপি এতদ্বারা (ঐ মন্ত্রাংশপাঠে) তাহাকে [আয়ুঃপ্রদাতা
কালরূপী] সংবৎসরের নিকট অর্পণ করা হয় ।

চতুর্থ চরণ—“বিদা.....আশান্তে”

“বিদা দেবেষু নো ভুবেঃ” (আমাদের পরিচর্যা দেবগণে
নিবেদন কর) এতদ্বারা [দেবগণের নিকট] আশিষ প্রার্থ-
নাই হয় ।

ষষ্ঠ ঋক্—“জাতো.....জায়তে”

“জাতো জায়তে স্তদিনত্বে অহ্বাম্” এই চরণ পাঠে এই
যুপ জাত (সর্বদা প্রাহুভূত) থাকিয়া [যজ্ঞদিবসের
স্তদিনতার জন্ম] জাত (অবস্থিত) হয় ।

দ্বিতীয় চরণ—“সমর্ষে...তৎ”

“সমর্ষ্য আ বিদথে বর্দ্ধমানঃ” এই চরণ দ্বারা ইহাকে
(যুপকে) বর্দ্ধন করা হয় ।

তৃতীয় চরণ—“পুনন্তি...তৎ”

“পুনন্তি ধীরা অপসো মনীষা” এতদ্বারা ইহাকে পবিত্র
করা হয় ।

চতুর্থ চরণ—“দেবয়া...নিবেদয়তি”

“দেবয়া বিপ্র উদীয়ন্তি বাচম্” এই চরণ দ্বারা ইহাকে
দেবগণের নিকটেই নিবেদিত (বিজ্ঞাপিত) করা হয় ।

সমস্ত ঋকের অর্থ, [এই যুপ] জাত (নিত্য প্রাহুভূত) থাকিয়া এবং সকল

দিনের মধ্যে যজ্ঞ দিনের সুদিনতা (মঙ্গলজনকতা) সম্পাদনের জন্য সমর্থ্য (মনুষ্যযুক্ত) বিদগ্ধে (যজ্ঞদেশে) বর্ধমান থাকিয়া জাত হয় (বর্তমান থাকে) ; ধীর (ধীমান্) ব্যক্তির ইহাকে (কশ্মের নিমিত্তভূত এই যুপকে) মনীষা (বুদ্ধি) দ্বারা পবিত্র করেন এবং বিপ্রগণ (ব্রাহ্মণ ঋষিকেরা) দেবোদ্দিষ্ট বাক্য উচ্চারণ করেন ।

সপ্তম ঋক্ দ্বারা অনুবচন সমাপ্তি—“যুবা.....পরিদধাতি”

“যুবা স্রবাসাঃ পরিবীত আগাৎ” এই শেষ ঋক্ দ্বারা [অনুবচন পাঠ] সমাপ্ত করা হয় ।

এই প্রথম চরণে যুপকে যুবা ও স্রবাসাঃ বলা হইল, তাহার তাৎপর্য্য “প্রাণে বৈ.....পরিবৃতঃ”

প্রাণই যুবা ও [প্রাণই] সুন্দর-বস্ত্রধারী ; কেননা এই সেই প্রাণ শরীর দ্বারা পরিবৃত (বেষ্টিত) ।

প্রাণের বার্দ্ধক্য নাই, এইজন্ত প্রাণ যুবা ; এবং শরীর বস্ত্রের মত উহাকে বেষ্টন করিয়া আছে, এইজন্ত উহা বস্ত্রধারী । ঐ মস্ত্রে যুপের ঐ দুই বিশেষণ থাকায় যুপকে প্রাণস্বরূপ বলা হইল । দ্বিতীয় চরণ—“স উ...জায়মানঃ”

“স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ” এতদ্বারা সেই যুপ জাত (স্থাপিত) হইয়া ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট হয় ।

অর্থাৎ ঘৃতাঞ্জনাদি দ্বারা ক্রমশঃ কস্মানুষ্ঠানপক্ষে উৎকর্ষ লাভ করে ।

তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ—“তং ধীরাসঃ.....উন্নয়ন্তি”

“তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ” এই স্থলে যাহারা অনুচান(পণ্ডিত), তাঁহারাই কবি; তাঁহারাই এই যুপের উন্নয়ন করেন ।

সমস্ত ঋকের অর্থ—এই যুপ পরিবীত (রশনা বেষ্টিত হইয়া) সুন্দর বস্ত্রধারী যুবাব মত আসিয়াছেন । তিনি জাত হইয়া ক্রমশঃ (কস্ম সাধন বিষয়ে) উৎকৃষ্ট হইয়াছেন । মনের দ্বারা দেবযজনেচ্ছু সুধী ও ধীর কবিগণ তাঁহাকে উন্নয়ন করেন ।

উক্ত সাতটি মন্ত্রের প্রথম মন্ত্র যুগ্মে দ্বিত মাধাইবার সময়, পরের পাঁচটি যুগ্মে উত্তোলনের সময় ও শেষ মন্ত্রটি যুগ্মে রশনাবেষ্টনের সময় পাঠ করা হয়। উক্ত মন্ত্রসংখ্যার প্রশংসা—“তা এতাঃ...অবিশংসায়”

এই সেই রূপসমৃদ্ধ সাতটি ঋক্ পাঠ করিবে। যাহা রূপসমৃদ্ধ, তাহা যজ্ঞের পক্ষে সমৃদ্ধ, কেননা ঐ ঋক্ ক্রিয়মাণ কর্মকেই পূর্ণভাবে উল্লেখ করে। তন্মধ্যে প্রথম ঋক্ তিনবার ও শেষ ঋক্ তিনবার পাঠ করিবে। তাহা হইলে তাহার এগারটি হইবে। ত্রিষ্টুভের অক্ষর এগারটি এবং ত্রিষ্টুপ্‌ই ইন্দ্রের বজ্র। যে ইহা জানে, সে ইন্দ্র যাহাদের আশ্রয়, সেই ঋক্ সকলের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। প্রথমটিকে তিনবার ও শেষটিকে তিনবার পাঠ করা হয়; তদ্বারা যজ্ঞের [উভয়-প্রান্তে] স্থিরতার জন্ম, দৃঢ়তার জন্ম ও শিথিলতা নিবারণের জন্ম গ্রহি বন্ধন হয়।

তৃতীয় খণ্ড

অগ্নীষোমীয় পশু

যুগ্মসম্বন্ধে প্রশ্ন—“তিষ্ঠেৎ...আহঃ”

[ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, [কর্মসমাপ্তির পর] যুগ্ম [স্বস্থানে] থাকিবে, না উহাকে [অগ্নিতে] নিক্ষেপ করিবে ?

তাহার উত্তর—“তিষ্ঠেৎ...তিষ্ঠতি”

পশুকামী যজমানের যুগ্ম [স্বস্থানে] থাকিবে। [পুরাকালে] পশুগণ অন্নভক্ষণের নিমিত্ত ও আলস্যের (বধের) নিমিত্ত দেবগণের নিকট উপস্থিত হয় নাই। তাহার দূরে সরিয়া গিয়া

পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল, তোমরা আমাদিগকে বধ করিতে পাইবে না, আমাদিগকে [বধ করিতে পাইবে না]। তদনন্তর দেব-গণ সেই বজ্রস্বরূপ যূপকে দেখিতে পাইলেন। সেই যূপকে ইহাদের জন্য উত্থাপিত করিলেন। সেই যূপ হইতে [পশুগণ] ভয় পাইল ও [দেবগণের] সমীপে ফিরিয়া আসিল। অতাপি [সেইজন্য পশুগণ] সেই যূপের নিকটই ফিরিয়া আইসে। তদবধি পশুগণ অন্নভক্ষণ নিমিত্ত ও বধনিমিত্ত দেবগণের নিকট উপস্থিত হয়। যে যজমান ইহা জানে, এবং যে ইহা জানিয়া যূপ স্থাপন করে, তাহার নিকট পশুগণ অন্নভক্ষণ নিমিত্ত ও বধের নিমিত্ত উপস্থিত থাকে।

অন্তবিধ উত্তর—“অমু প্রহরেৎ.....এষ্যতীতি”

স্বর্গকামী [যূপকে অগ্নিতে] নিক্ষেপ করিবে। পুরাকালীন যজমানগণ সেই যূপকে [কর্মসমাপ্তির] পরে [অগ্নিতেই] নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। [কেননা] যজ-মান যূপস্বরূপ, যজমানই প্রস্তরস্বরূপ; ‘অগ্নি আবার দেব-যোনি। [অতএব যূপকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে] সেই যজমান আত্মতির সহিত দেবযোনি অগ্নি হইতে [দেবতা-রূপে] উৎপন্ন হইয়া হিরণ্ময় শরীর লাভ করিয়া উর্দ্ধমুখে স্বর্গলোকে গমন করিবে।

ইদানীন্তন যজমানের পক্ষে যূপের পরিবর্তে স্বক্বনিক্ষেপ ব্যবস্থা—“অথ...স্থানে”

(১) এতদ—বেদির উপরে উত্তরমুখী ছইগাছি কুশের উপর পূর্বমুখী করিয়া যে কুশসূঁচ রাখা হয়, তাহার নাম এতদ। এতত্তির পাখাদি রাখিবার জন্য বেদির উপর আরও তিনটি কুশসূঁচ থাকে, তাহার নাম বহিঃ।

কিন্তু যে যজমানেরা সেই [পুরাকালীন] যজমানগণের অপেক্ষা অর্ধাচীন (আধুনিক), তাঁহারা যূপের খণ্ডস্বরূপ স্বরু (তন্মামক কাষ্ঠ)^১ দেখিয়াছিলেন ; তাঁহারা সেই সময়ে [যূপ নিক্ষেপ পরিবর্তে] সেই স্বরু নিক্ষেপ করিবেন । [যূপের] নিক্ষেপে যে ফল হয়, তদ্বারা (স্বরু নিক্ষেপেও) সেই ফল লব্ধ হয় ; সেই স্থানে (যূপের স্থানে) [পশুপ্রাপ্তিরূপ] যে ফল হয়, তদ্বারা সেই ফলও লব্ধ হয় ।

অনন্তর অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে পশুবধের বিধান—

“সর্ক্সাভ্যো বা.....নিজ্জীগীতে”

যে (যজমান) [সোমযাগে] দীক্ষিত হয়, সে সকল দেবতার নিকটে আপনাকে [পশুরূপে] আলম্বনে প্রবৃত্ত হয় । অগ্নিই সকল দেবতা, সোমও সকল দেবতা; সেই যজমান যে অগ্নির ও সোমের উদ্দিষ্ট পশু আলম্বন করে, তদ্বারা সে সকল দেবতার নিকটেই আপনাকে নিজ্জয় করে ।

এতদ্বারা আত্মপ্রতিনিধিরূপে বা মূল্যস্বরূপে পশু আলম্বনের ব্যবস্থা হইল ।*

পশু স্থূল হওয়া আবশ্যক যথা—“তদাহঃ..... সমর্দ্ধয়তি”

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, এই অগ্নিষোমীয় পশু ছুই-রূপ-যুক্ত (বর্ণদ্বয়বিশিষ্ট) কর্তব্য ; কেননা, ইহা ছুই দেবতার উদ্দিষ্ট । কিন্তু ইহা (ব্রহ্মবাদীদের এই উক্তি) আদরণীয় নহে । [তবে পশু] গীবর (স্থূল) হওয়া কর্তব্য । কেননা, পশুগণ [মেদোরুদ্ধি হেতু] স্থূলই হইয়া থাকে, আর

(২) স্বরু—বৃশ পর্যন্তের সময় যে কাষ্ঠখণ্ড পতিত হয়, তাহার নাম স্বরু ।

(৩) এ বিষয়ে শাখাভেদে প্রমাণ—“পুরা যলু বাবৈব সেধামাবান্মানসারভ্য চরতি নৈ দীক্ষতে যদগ্নিষোমীক পশুমানন্তত আত্মনিজ্জয়মেবাত ।”

যজমানও [যজ্ঞদিনে স্বগ্নাহার হেতু] কৃশ হইয়াই থাকেন । সেইজন্য পশু যদি স্থূল হয়, তাহা হইলে সে নিজের পুষ্টিদ্বারা যজমানকেই সমৃদ্ধ করে ।

সে বিষয়ে পুনরায় বিচার—“তদাহঃ...নীপ্তিতব্যং”

[ব্রহ্মবাদীরা আবার] এ বিষয়ে বলেন, অগ্নীষোমীয় পশুর [মাংস] ভক্ষণ করিবে না ; যে অগ্নীষোমীয় পশুর [মাংস] ভক্ষণ করে, সে পুরুষের (মনুষ্যের) [মাংসই] ভক্ষণ করে ; কেননা যজমানই ঐ পশুদ্বারা আপনাকে নিজস্ব (প্রতিনিধি রূপে অর্পণ) করে । কিন্তু [ব্রহ্মবাদীদের] এই মত আদরণীয় নহে । এই যে অগ্নীষোমীয় [পশু], ইহা বৃত্তহত্যানিমিত্তক আছতিমাত্র । কেননা ইন্দ্র অগ্নির ও সোমের সাহায্যেই বৃত্তকে বধ করিয়াছিলেন । তাঁহারা (অগ্নি ও সোম) ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, আমাদের সাহায্যেই তুমি বৃত্তকে বধ করিয়াছ ; তোমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছি । [ইন্দ্র বলিলেন] প্রার্থনা কর । তাঁহারা স্তূত্যার (সোমযাগের শেষ কৰ্ম্ম সোমাভিষেবের) পূর্ব দিনে [প্রদত্ত] সেই পশুকেই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন । [এই কারণে] সেই পশু ইহাদের (অগ্নি ও সোমের) বর স্বরূপে প্রার্থিত হওয়ায় ইহাদের উদ্দেশ্যেই দত্ত হয় । সেইজন্য ইহার [মাংস] ভক্ষণ করা কর্তব্য এবং [সেই মাংস] লাভের ইচ্ছাও কর্তব্য ।^৪

(৪) শাখাভূত্রে প্রমাণ—“তদ্ব্যাহঃ পুরুষনিষ্কুরণমখো থবাহঃ অগ্নীষোমাত্যং বা ইন্দ্রো বৃত্তবধ-
দ্বিতি বদদীবৌরীক পশুশালভতে বার্তয় এবান্ত স তদ্ব্যাহঃ ।”

চতুর্থ খণ্ড

আগ্নীসূক্ত

অগ্নীষোমীয় পশুযাগে একাদশটি প্রযাজ বিহিত হয় ; সেই একাদশ প্রযাজের যাজ্যামন্ত্রসমূহের নাম আগ্নীসূক্ত ; যথা—“আগ্নীভিরাগ্নীণাতি”

আগ্নীসমূহের দ্বারা [দেবতাগণের] প্রীতি জন্মান হয় ।

আগ্নীমন্ত্রের প্রশংসা—“তেজো বৈ.....সমর্দ্ধয়তি”

আগ্নীসমূহই তেজ ও ব্রহ্মবর্চস ; তদ্বারা যজ্ঞমানকে তেজ দ্বারা ও ব্রহ্মবর্চস দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয় ।

প্রথম প্রযাজ—“সমিধো...যজতি”

সমিধের (তন্মামক দেবতার) যজন হয় (সমিধের উদ্দেশে যাজ্যাপাঠ হয়) ।

সমিৎ বলিতে অগ্নি ইন্ধনের কাষ্ঠ বুঝায় ; এ স্থলে এই যাগের দেবতাই সমিৎ অথবা সমিদ্ধ অগ্নি । এই অনুষ্ঠানে অধ্বৰ্য্য “সমিধ্যঃ প্রেযা” এই মন্ত্রে মৈত্রাবরুণ নামক ঋত্বিককে আহ্বান করেন । অধ্বৰ্য্যাপ্রেষিত মৈত্রাবরুণ “হোতা-

(১) দশপূর্ণমাসাদি সাধারণ প্রকৃতি যজ্ঞে পাঁচটি প্রযাজ প্রধান যাগের পূর্বে বিহিত হয় । প্রত্যেকবার হোমের সময় যাজ্যামন্ত্র পঠিত হয় । এই যাজ্যামন্ত্র সাধারণতঃ বজ্রমন্ত্র ।

“যে যজামহে” বলিয়া আরম্ভ করিয়া যাজ্যাপাঠের পর ববট্কার উচ্চারণ সম্বন্ধে অধ্বৰ্য্য আহ্বতি দেন ।

চাতুর্মাস্ত ইষ্টিতে নয়টি প্রযাজের বিধান আছে । পশুযাগে পাঁচটির স্থানে এগারটি প্রযাজের বিধান হয় । ইহার যাজ্যামন্ত্রগুলি ঋকমন্ত্র । যে যে মন্ত্রে ঐ সকল ঋকমন্ত্র আছে, তাহাদের নাম আগ্নীসূক্ত । যজ্ঞমানের গোত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন আগ্নীসূক্তের ব্যবহা আছে । ঋক সাহিত্যের সমুদ্রে দশটি আগ্নীসূক্ত আছে । আবলারনমতে শুনকগোত্রে আগ্নীসূক্ত “সমিদ্ধো অগ্নিনিহিতঃ পৃথিব্যাম্” ইত্যাদি ; বসিষ্ঠ গোত্রের আগ্নীসূক্ত “জুস্ব নঃ সমিধম্” ইত্যাদি ; অজ্ঞ সকলের আগ্নীসূক্ত “সমিদ্ধো অদ্য মনুষো দুরোণে” (আষ• শ্রৌ• মৃ• ৩২) । আবলারনোক্ত মন্ত ব্যতীত অন্য মন্তও আছে । তাহা পরে লিখিত হইয়াছে, ১৪৩ পৃষ্ঠে ১৬ টিকা দেখ ।

যক্ষদগ্নিঃ সমিধা” ইত্যাদি মন্ত্রে^১ হোতাকে আহ্বান করিলে পর হোতা সমিৎ দেবতার উদ্দেশে আগ্নীহুস্তের প্রথম মন্ত্র (“সমিদ্ধো অন্ন মমুষো” এই মন্ত্র) যাজ্ঞ্যস্বরূপ পাঠ করেন ।^২

সমিৎ দেবতার প্রশংসা—“প্রাণা বৈ...দধাতি”

সমিৎ-সকলই প্রাণ; এই যাহা কিছু আছে, প্রাণই সেই সকলকে (শরীরজাত পদার্থকে) সমিস্কন (প্রকাশ) করে । [সেই হেতু] এতদ্বারা (সমিধের যজ্ঞ দ্বারা) প্রাণসকলকেই প্রীত করা হয় ও যজ্ঞমানে প্রাণেরই স্থাপনা হয় ।

দ্বিতীয় প্রযাজের যাজ্ঞ্যবিধান—“তনুনপাতং.....দধাতি”

তনুনপাতের (তন্মাক দেবতার উদ্দেশে যাজ্ঞ্যপাঠ দ্বারা) যজ্ঞ হয় । প্রাণই তনুনপাৎ ; সে (প্রাণ) তনু সকলকে (শরীরকে) পালন করে । এতদ্বারা (এই যাজ্ঞ্য-দ্বারা) প্রাণকেই প্রীত করা হয় ও যজ্ঞমানে প্রাণেরই স্থাপনা হয় ।

এবার ও পূর্বের মত অম্বৰ্য্যুপ্রেষিত মৈত্রাবরুণ “হোতা যক্ষৎ তনুনপাতম্” ইত্যাদি প্রৈষমন্ত্র^৩ পাঠ করিলে হোতা আগ্নীহুস্তের দ্বিতীয় মন্ত্র^৪ যাজ্ঞ্যস্বরূপে পাঠ

(২) মৈত্রাবরুণপাঠ্য সম্পূর্ণ প্রৈষমন্ত্র “হোতা যক্ষদগ্নিঃ সমিধা হুমিধা সমিদ্ধং নাভা পৃথিব্যাঃ সজ্জথোবামস্ত বধ্বনং দিব ইড়ম্পদে বেতু আজ্যস্ত হোতৰ্ব্জঃ” ।

(৩) এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদসংহিতার ১০ মণ্ডলের ১১০ সূক্তের প্রথম মন্ত্র । উহার ঋষি জমদগ্নি বা তৎপুত্র রাম । আশ্বলায়নমতে শৌনক ও বাসিষ্ঠ এই দুই গোত্র ব্যতীত অন্ত সকলের পক্ষে এই সূক্তই আগ্নীহুস্ত । ইহাতে যে এগারটি মন্ত্র আছে, তাহাই ক্রমান্বয়ে এগার প্রযাজের যাজ্ঞ্য হইবে । ঐ সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি এই—

✓ “সমিদ্ধো অন্না মমুষো ভুরোণে দেবো দেবান্ যজসি জাতবেদঃ ।

আ চ বহ মিত্রমহশ্চিকিৎসান্ ঙ্ং দূতঃ কবিরসি প্রচেতাঃ ॥” (১০।১১।১)

(৪) সম্পূর্ণ প্রৈষমন্ত্র—

“হোতা যক্ষতনুনপাতমদিভেগৰ্ভঃ ভুবনস্ত গোপাম্ ।

মম্বাদা দেবো দেবেভ্যো দেবযানান্ পথো অনন্তু বেতু আজ্যস্য হোতৰ্ব্জঃ ॥”

এইরূপ অন্ত্যস্ত পরবর্তী প্রযাজের ও প্রৈষমন্ত্র আছে । বাহ্যভায়ে যে সকল ঢাকার দেওরা হইল না । কেবল সাধারণ পক্ষে প্রযোজ্য আগ্নীমন্ত্র (যাজ্ঞ্যমন্ত্র) গুলি নিয়ে দেওরা গেল ।

(৫) আগ্নীহুস্তের দ্বিতীয় মন্ত্র—

করেন । কিন্তু এই দ্বিতীয় যাজ্ঞা বিষয়ে যজমানভেদে মতভেদ আছে । বসিষ্ঠ, শুনক, অত্রি, বধ্যাশ্ব, এই চারি গোত্রে উপম্ন যজমানের পক্ষে 'ও ক্ষত্রিয় যজমানের পক্ষে দ্বিতীয় প্রযাজের দেবতা নরাশংস ও তজ্জাত তাঁহাদের যাজ্যামন্ত্র ও ভিন্ন ; অত্র সকলের পক্ষে দেবতা তনুনপাং । এক্ষণে সেই মতান্তরের উল্লেখ হইতেছে—
“নরাশংসং.....দধাতি”

নরাশংসের যজন হয় । প্রজাই নর ও বাক্যই শংস (প্রশংসা বা স্তুতি) ; এতদ্বারা প্রজাকে ও বাক্যকে প্রীত করা হয় ও যজমানে প্রজার ও বাক্যের স্থাপনা হয় ।

নরাশংস যজনপক্ষে প্রথমমন্ত্র ও যাজ্যামন্ত্র * ভিন্ন । তৃতীয় প্রযাজের দেবতা—
“ইড়ো.....দধাতি”

ইড়ের যজন হয় । অন্নই ইড়ঃ ; এতদ্বারা অন্নকেই প্রীত করা হয় ও যজমানে অন্নের স্থাপনা হয় ।*

চতুর্থ প্রযাজের দেবতা—“বর্হিঃ...দধাতি”

বর্হির যজন হয় । পশুগণই বর্হির স্বরূপ ; এতদ্বারা পশু-গণকে প্রীত করা হয় ও যজমানে পশুগণের স্থাপনা হয় ।*

পঞ্চম প্রযাজের দেবতা—“দুরো...দধাতি”

দুরো-(দ্বার)-দেবতার যজন হয় । বৃষ্টিই দুরঃ-স্বরূপ ; এত-

তনুনপাং পথ ঋতস্যা যানান্ মধ্বা সমঞ্জস্ স্বদয়া তজ্জিহ্ব ।

মদ্যানি ধীভিরকৃত যজ্ঞমুক্তস্ দেবত্রা চ কৃণুহৃদঃ ২২ নঃ ॥ (১০।১১০।২)

১ (৬) বাসিষ্ঠাদির পক্ষে বিহিত দ্বিতীয় যাজ্যামন্ত্র—

“নরাশংসামিহ প্রিয়মস্মিন্ যজ্ঞ উপস্থয়ে ।

মধুজিহ্বং হবিষ্কৃতস্ ॥” (১।১৩।৩)

(৭) যাজ্ঞ্যার উদাহরণ—

“আজুহ্বান ঈড়ো বন্দ্যশ্চ আমাহি অগ্নে বহুভিঃ সজোবাঃ ।

স্বং দেবানামসি বহু হোতা স এনান্ যক্ষীষিতো যজীয়ান্ ॥” (১০।১১০।৩) .

(৮) “প্রাচীনঃ বর্হিঃ প্রদিশা পৃথিব্যা বন্তোরস্তা বৃজাতে অগ্নে অহ্বান্ ।

বু প্রথতে বিভবঃ বরীয়ো দেবেভ্যো অদিতয়ে স্যোনন্ ॥” (১০।১১০।৪)

দ্বারা রুষ্টিকে প্রীত করা হয় এবং যজ্ঞমানে রুষ্টির ও অগ্নের স্থাপনা হয়।^১

যষ্ঠ প্রযাজের দেবতা—“উষাসানক্তা...দধাতি”

উষাসানক্তার যজন হয়। অহোরাত্রই উষাসানক্তা (উষা ও নক্ত অর্থাৎ রাত্রি); এতদ্বারা অহোরাত্রকে প্রীত করা হয় ও যজ্ঞমানকে অহোরাত্রে স্থাপন করা হয়।^২

সপ্তম প্রযাজের দেবতা—“দৈব্য হোতার।.....দধাতি”

দৈব্য হোতার নামক দেবদ্বয়ের যজন হয়। প্রাণ ও অপানই দৈব্য হোতার; এতদ্বারা প্রাণকে ও অপানকেই প্রীত করা হয় ও যজ্ঞমানে প্রাণের ও অপানের স্থাপনা হয়।^৩

অগ্নি, বরুণ, আদিত্য এই তিনের মধ্যে কোন দুইজন দৈব্য হোতার। অষ্টম প্রযাজের দেবতা—“তিশ্রো দেবীঃ.....দধাতি”

তিন দেবীর যজন হয়। প্রাণ, অপান এবং ব্যানই তিন দেবী; এতদ্বারা তাহাদিগকেই প্রীত করা হয় ও যজ্ঞমানে তাহাদেরই স্থাপনা হয়।^৪

ইড়া, সরস্বতী ও ভারতী এই তিন দেবী। নবম প্রযাজের দেবতা—“ঋষ্টারঃ...দধাতি”

ঋষ্টার যজন হয়। বাক্যই ঋষ্টা; বাক্যই এই সমস্ত

(৯) “ব্যচক্ৰতীর্কবিয়া বিপ্রয়ন্তাং পতিভ্যো ন জনয়ঃ শুভমানাঃ।

৬

দেবীর্ষারো বৃহতীর্বিষমিষা দেবেভ্যো ভবত সুপ্রায়ণাঃ।” (১০:১১০:১৫)

(১০) “আ ঋষয়ন্তী বজতে উপাকে উষাসানক্তা সদতাং বি যোনৌ।

দিশ্যে যোষণে বৃহতী হরুন্মে অধিপ্রিয়ং শুক্রগিশং দধানে।” (১০:১১০:১৬)

(১১) “দৈব্য হোতার। অথমা সুবাচা মিমানা বজঃ মনুযো বজঠ্যা।

প্রচোদয়ন্তা বিদধেবু কাক্র প্রাটীনং জ্যোতিঃ প্রদিশা দিশন্তা।” (১০:১১০:১৭)

(১২) “আ নো বজঃ ভারতী তুয়মেতু ইড়ামনুযদিহ চেতয়ন্তী।

তিশ্রো দেবীর্ষরিরেনং স্যোন সরস্বতী নপসঃ সদন্ত।” (১০:১১০:১৮)

[জগৎ] গঠন করে; এতদ্বারা বাক্যকেই প্রীত করা হয় এবং যজ্ঞমানে বাক্যেরই স্থাপনা হয় ^{১০} ।

দশম প্রযাজের দেবতা—“বনস্পতিঃ...দধাতি”

বনস্পতির যজন হয় । প্রাণই বনস্পতি ; এতদ্বারা প্রাণকেই প্রীত করা হয় ও যজ্ঞমানে প্রাণেরই স্থাপনা হয় । ^{১১}

একাদশ প্রযাজের দেবতা “স্বাহাকৃতিঃ.....প্রতিষ্ঠাপয়তি”

স্বাহাকৃতিগণের যজন হয় । প্রতিষ্ঠাই স্বাহাকৃতি; এতদ্বারা যজ্ঞকে শেষকালে প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করা হয় । ^{১২}

শেষ প্রযাজের আহুতিসমাপ্তির পর সকল প্রযাজের উদ্ভিষ্ট দেবগণের নাম করিয়া স্বাহাকার (স্বাহা উচ্চারণ) হয় । এই হেতু স্বাহাকৃতিগণ বলিতে বিশ্ব-দেবগণ বুঝাইতে পারে । এতদ্বারা যজ্ঞের শেষকালে প্রতিষ্ঠা সম্পাদিত হয় ।

অধিকারিভেদে অস্ত্র আগ্নীহুজেরও বিধান আছে যথা “তাভিঃ...নোৎসৃজতি”

[গোত্রপ্রবর্তক] ঋষি অনুসারে সেই সকল (আগ্নী-মন্ত্র) দ্বারা প্রীত করিবে । ঋষি অনুসারে যে আগ্নী পাঠ হয়, এতদ্বারা যজ্ঞমানকে [সেই সেই ঋষির] বন্ধুতা (গোত্রগত সম্বন্ধ) হইতে বাহির করা হয় না ।

যজ্ঞমান আপন গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদে বিভিন্ন আগ্নী ব্যবহার করিতে পারেন; এক্রপ করিলে সেই ঋষির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন থাকে । ^{১৩}

* (১৩) “য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জনিতৌ রূপৈরপিশং ভুবনানি বিখা ।

তমস্য হোতরিষিতে যজীয়ান্ দেবং হুষ্ঠারমিহ যক্ষি বিধান্ ।” (১০।১১০।৯)

(১৪) “উপাবহুজ অস্ত্রা সমজন্ দেবানাং পাথ ঋতুথা হবীংষি ।

বনস্পতিঃ শমিতা দেবো অগ্নিঃ স্বদত্ত হব্যং যধুনা যুতেন ।” (১০।১১০।১০)

(১৫) “সদ্যো জাতো ব্যমিহীত যজ্ঞমগ্নির্দেবানামভবং পুরোগাঃ ।

অন্য হোতুঃ প্রদিশি ঋতস্য বাচি স্বাহাকৃতং হবিরদত্ত দেবাঃ ।” (১০।১১০।১১)

(১৬) আখ্যায়নোক্ত উক্ত মত ব্যতীত যজ্ঞমানের গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদে অস্ত্রাস্ত্র আগ্নীহুজ-প্রয়োগের বিধান আছে । যথা কণ্ণকে “হসমিহো ন আবহ” (১।১৩), অজিরার পক্ষে “সমিহো

পঞ্চম খণ্ড

পর্যায়িকরণ

আগ্নী মন্ত্র দ্বারা প্রযাজবিধানের পর পর্যায়িকরণ। এই কৰ্ম্মে আগ্নীত্র নামক ঋত্বিক্ আহবনীয় হইতে অগ্নি লইয়া তিনবার অগ্নীষোমীয় পশুকে প্রদক্ষিণ করেন। তদ্বিষয়ে প্রৈষমন্ত্র—“পর্যায়য়ে.....অধ্বৰ্য্যুঃ”

পরিক্রিয়মাণ অগ্নির অনুকূল মন্ত্র পাঠ কর, অধ্বৰ্য্যু [মৈত্রাবরুণকে] এই প্রৈষমন্ত্র বলেন।

হোতার সহকারী মৈত্রাবরুণ পর্যায়িকরণের অনুবচন পাঠ করেন। মৈত্রাবরুণ পাঠ্য ঋকত্রয়—“অগ্নিহোতা.....সমদ্ব্যতি”

“অগ্নিহোতা নো অধ্যরত” ইত্যাদি অগ্নিদৈবত গায়ত্রী ঋক্ তিনটি পর্যায়িকরণ কৰ্ম্মে (পশুর চারিদিকে অগ্নিভ্রামণ কালে) পাঠ করিবে। এতদ্বারা আপনারই দেবতা ও আপনারই ছন্দ দ্বারা ইহাকে সমুদ্র করা হয়।

গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ, এ বিষয়ে পূর্বে দেখ।

প্রথম ঋকের দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যা—“বাজী... ..পরিণয়তি”

“বাজী সন্ পরিণীয়তে”—এতদ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে) বাজী (অন্নযুক্ত) করিয়া পরিণয়ন (পশুর চতুর্দিকে ভ্রমণ করান) হয়।

দ্বিতীয় ঋকের পূর্বাঙ্কের ব্যাখ্যা—“পরিব্রিষিষ্ঠ্যধ্বং.....পরিযাতি”

অগ্নি আবহ” (১১৩২), অগস্ত্যপক্ষে “সমিদ্ধো অদ্য রাজসি” (১১৮৮), শুনকপক্ষে “সমিদ্ধো অগ্নিনিহিতঃ” (২১৩), বিধানিত্রপক্ষে “সমিৎ সমিৎ হুমনা” (৩১৪), অত্রিপক্ষে “হুসমিদ্ধায় শোচিষে” (৫১৫), বসিষ্ঠপক্ষে “জুস্ব নঃ সমিধন্” (৭১২), কশ্যপপক্ষে “সমিদ্ধো বিষতম্পতিঃ” (৯১৫), বধ্যাশ্বপক্ষে “ইমাং মে অগ্নে সমিধং জুস্ব” (১০১৭০) জমদগ্নিপক্ষে “সমিদ্ধো অদ্য মনুযো ভুরোগে” (১০১১০); (গার্গ্যনারায়ণ-কৃত আঃ শ্রোঃ সূত্রবৃতি)।

“পরিত্রিবিষ্টাধ্বরং যাত্যগ্নী রথীরিব”—ইহার অর্থ এই যে অগ্নি রথীর মত অধ্বরের (যজ্ঞের) চতুর্দিকে গমন করেন ।

তৃতীয় ঋকের প্রথম চরণের ব্যাখ্যা—“পরি বাজপতিঃ.....পতিঃ”

“পরি বাজপতিঃ কবিঃ” এ স্থলে এই অগ্নিই বাজপতি (অন্নপতি) ।

তৎপরে অধ্বর্যু পুনরায় মৈত্রাবরুণকে প্রৈষমন্ত্র দ্বারা আহ্বান করিবেন এবং অধ্বর্যুপ্রেষিত মৈত্রাবরুণ হোতাকে প্রৈষমন্ত্র দ্বারা আহ্বান করিবেন । অধ্বর্যুপঠিত মৈত্রাবরুণোদ্দিষ্ট প্রৈষমন্ত্র—“অতঃ.....অধ্বর্যুঃ”

অনন্তর (পর্যাগ্নিকরণে অনুবচন পাঠের পর), অহে হোতা, তুমি দেবগণের উদ্দেশে হবিষ প্রেরণ কর,—এই [প্রৈষমন্ত্র] অধ্বর্যু [মৈত্রাবরুণকে] বলিবেন ।

মৈত্রাবরুণ হোতার সহকারী ; এজন্ত এস্থলে তাঁহাকে হোতা বলিয়া সঙ্ঘোধনে দোষ হইল না । এ বিষয়ে ব্রহ্মবাদীদের আপত্তি পরে দেখ । অনন্তর অধ্বর্যু-প্রেষিত মৈত্রাবরুণ হোতাকে লক্ষ্য করিয়া যে প্রৈষমন্ত্র বলিবেন, তাহার নাম উপপ্রৈষ, যথা—“অজৈং.....প্রতিপত্ততে”

“অজৈদগ্নিরসনদ্বাজম্”—অগ্নির জয় হউক, তিনি বাজ (অন্ন) দান করুন—মৈত্রাবরুণ [হোতাকে] এই উপপ্রৈষ বলিবেন ।

অধ্বর্যুপঠিত মন্ত্রে হোতাকেই সঙ্ঘোধন হইয়াছে ; এ বিষয়ে ব্রহ্মবাদীদের আপত্তি—“তদাহঃ.....ইতি”

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, যখন অধ্বর্যু হোতাকেই উপপ্রৈষণ করেন, তবে মৈত্রাবরুণকে কেন উপপ্রৈষ মন্ত্র বলিতে হয় ?

ইহার উত্তর—“মনো বৈ.....সম্পাদয়তি”

মৈত্রাবরুণই যজ্ঞের মনের স্বরূপ ; হোতা যজ্ঞের বাক্ [-ইন্দ্রিয়-] স্বরূপ; বাগিন্দ্রিয় মন কর্তৃক প্রेषিত (প্রেরিত) হই-

য়াই কথা কহে। [লোকে] অন্তমনস্ক হইয়া যে বাক্য বলে, সেই বাক্য অম্বরগণের প্রিয়, দেবগণের প্রিয় নহে। সেই নিমিত্ত মৈত্রাবরুণ যে উপপ্রৈষ পাঠ করেন, তাহাতে মনের দ্বারা [প্রেরিত হইয়াই] বাক্য বলা হয় ; মন কর্তৃক প্রেরিত সেই বাক্যদ্বারা দেবগণের উদ্দেশে আত্মতি সম্পাদন করা হয়।

খণ্ড

অগ্নিগুপ্তপ্রৈষ

অধ্বর্যু-প্রেরিত মৈত্রাবরুণ উক্ত প্রৈষমন্ত্র দ্বারা হোতাকে অমুজ্ঞা করিলে, মৈত্রাবরুণ-প্রেরিত হোতা আবার অগ্নিগুপ্ত-প্রৈষদ্বারা পশুবধকর্তাকে অমুজ্ঞা করেন। অগ্নিগুপ্ত শব্দের অর্থ পশুবিশসন-(বধ)-কর্তা দেবতা। এখানে পশু-হত্যাকারী মনুষ্যের প্রতি উক্ত প্রৈষমন্ত্র প্রযুক্ত হয়। উক্ত অগ্নিগুপ্ত-প্রৈষমন্ত্রের প্রথমংশ, যথা—“দৈব্যাঃ.....ইত্যাহ”

“অহে দেবরূপী শমিতৃগণ (পশুহত্যাকারিগণ), [পশু-বধ] আরম্ভ কর ; আর মনুষ্যরূপী [শমিতৃগণ, তোমরাও আরম্ভ কর]”—এই মন্ত্র [হোতা] পাঠ করিবেন।

ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা—“যে চৈব.....সংশান্তি”

যাঁহারা দেবগণমধ্যে শমিতা (পশুঘাতক) ও যাঁহারা মনুষ্যগণ মধ্যে শমিতা, তাঁহাদের উভয়কেই এতদ্বারা [বধ কর্ষে] প্রেরণ করা হয়।

ঐ মন্ত্রের পরবর্তী অংশ—“উপনয়ত... সমর্ঘয়তি”

মেধপতিষ্যের (যজ্ঞস্বামী যজ্ঞমানের ও তৎপত্নীর) জন্ম যজ্ঞকে প্রার্থনা করিয়া “মেধা (যজ্ঞে ব্যবহার্য্য) দ্বার (উপায় অর্থাৎ পশুহত্যার অস্ত্রাদি [যূপের নিকট] লইয়া আইস”— এই বাক্যে পশুই মেধ ও যজ্ঞমানই মেধপতি ; এতদ্বারা যজ্ঞমানকেই আপনার মেধদ্বারা (যজ্ঞভাগ দ্বারা) সম্বুদ্ধ করা হয় ।

এস্থলে মেধপতি শব্দে যজ্ঞমানকে না বুঝাইয়া যজ্ঞপতি দেবতাকেও বুঝাইতে পারে, যথা—“অথো থলু.....স্থিতম্”

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, যে দেবতার উদ্দেশে পশুর হত্যা হয়, তিনিই মেধপতি । তাহা হইলে সেই পশু যদি এক দেবতার উদ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে [ঐ মস্ত্রে “মেধপতিভ্যাং” না বলিয়া] “মেধপতয়ে” ইহাই বলিবে ; যদি দুই দেবতার উদ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে “মেধপতিভ্যাং” বলিবে ; যদি বহুদেবতার উদ্দিষ্ট হয়, তবে “মেধপতিভ্যঃ” বলিবে ; ইহাই স্থির ।

মস্ত্রের পরবর্ত্তী অংশ বিষয়ে আখ্যানিকা—“প্রান্মা.....পুস্তাক্ষরন্তি”

[“হে শমিতৃগণ] এই পশুর জন্ম অগ্নিকে প্রথমে লইয়া যাও”—এই বাক্যের তাৎপর্য্য—[পুরাকালে বধদেশে] নীয়মান পশু মৃত্যু সম্মুখে দেখিয়াছিল ; সেই পশু দেবগণের পশ্চাৎ যাইতে চাহে নাই ; [তখন] দেবগণ তাহাকে বলিলেন, আইস, তোমার সহিত আমরা স্বর্গেই যাইব ; সে বলিয়াছিল, তাহাই হউক, (তবে) তোমাদের মধ্যে একজন আমার সম্মুখে (অগ্নে) চল ; তাহাই হউক, বলিয়া অগ্নি তাহার অগ্রে গমন করিয়াছিলেন ; সেও তাঁহার পশ্চাৎ চলিয়াছিল । এইজন্ম

বলা হয়, পশুগণ অগ্নিসম্বন্ধী, কেন না পশু অগ্নির পশ্চাৎই চলিয়াছিল। এইজন্য [এইকন্মে] ইহার (বধ্য পশুর) সম্মুখে অগ্নিকে লইয়া যাওয়া হয়।

মন্ত্রের পরবর্তী অংশের ব্যাখ্যা—“স্থগীত.....করোতি”

[“বধস্থানে নীত পশুর নিম্নে] বর্হিঃ (কুশ) আস্তীর্ণ কর”—
এই বাক্যে পশুকে সমস্ত-ওষধি-আত্মক করা হয়, কেন না পশু
ওষধি-আত্মক।

ওষধি (কুশাদি তৃণ) খাইয়া বর্দ্ধিত হয় বলিয়া, পশু ওষধি-আত্মক। মন্ত্রের
পরবর্তী অংশের ব্যাখ্যা—“অন্বেনং.....আলভস্তে”

“এই পশুকে (ইহার বধে) [ইহার] মাতা অনুমতি
দিক, পিতা অনুমতি দিক, সহোদর ভ্রাতা অনুমতি দিক, সখা
ও একযুথবর্তী [অন্য পশু] অনুমতি দিক”—এই বাক্যে
তাহার জন্মসম্পর্কযুক্ত-[অন্য পশু]-গণেরও অনুমতি লইয়া
ইহার আলম্বন (বধ) হয়।

তৎপরবর্তী ভাগের ব্যাখ্যা—“উদৌচীনাঁ অশ্ব.....আদধাতি”

“ইহার পা উত্তরদিক্ আশ্রয় করুক, চক্ষু সূর্য্যকে প্রাপ্ত
হউক, প্রাণ বায়ুকে, জীবন অন্তরিক্ষকে, শ্রোত্র দিক্‌সমূহকে,
ও শরীর পৃথিবীকে আশ্রয় করুক”—এই বাক্যে ইহাকে
ঐ সকল স্থানে স্থাপন করা হয়।

তৎপরভাগের ব্যাখ্যা—“একধা..... দধাতি”

“ইহার হৃৎ একভাবে [অবিচ্ছিন্নভাবে] ছিন্ন কর, ছেদ-
নের পূর্বে নাভি হইতে বপা (মেদ) পৃথক্ কর, প্রাণাসকে
ভিতরেই নিবারণ কর (শ্বাসরোধ করিয়া বধ কর)”—এই
বাক্যে পশুসমূহেই প্রাণসকলের স্থাপনা হয়।

তৎপরভাগের ব্যাখ্যা—“শ্বেনমন্ত.....প্রীণাতি”

“ইহার বক্ষ শেণের (পক্ষীর) আকৃতিযুক্ত কর (সেইরূপে ছিন্ন কর), বাহুদ্বয় উত্তমরূপে ছিন্ন কর, প্রকোষ্ঠদ্বয় শলাকা-
কার কর, অংসদ্বয় কচ্ছপাকার কর, শ্রোণিদ্বয় অচ্ছিদ্র কর,
উরুদ্বয় কবচের (ঢালের) মত, ও উরুমূল করবীর পত্রের মত
কর ; ইহার পার্শ্বাঙ্গি ছাব্বিশখানি, সে গুলি পর পর পৃথক্
কর ; সমস্ত গাত্র অবিকল [ছিন্ন] কর”—এই বাক্যে ইহার
সমস্ত অঙ্গ ও গাত্রকে প্রীত করা হয় ।

শেষভাগের ব্যাখ্যা—“উবধ্যগোহং.....প্রতিষ্ঠাপয়তি”

“ইহার পুরীষ গোপনের জন্ম স্থান (গর্ত) পৃথিবীতে
(ভূমিতে) খনন কর”—এই বাক্যে এই উবধ্য (পুরীষ) ওষধি-
সম্বন্ধী (ভক্ষিত তৃণাদির বিকার), এবং এই পৃথিবী ওষধি-
সকলের স্থান ; অতএব এতদ্বারা এই পুরীষকে শেষে (পশু-
বধান্তে) আপনার স্থানেই স্থাপিত করা হয় ।

সপ্তম খণ্ড

অধিগু-প্রৈষমন্ত

অধিগু-প্রৈষমন্তের পরবর্ত্তিভাগের ব্যাখ্যা—“অগ্না রক্ষঃ...নিরবদয়তে”

“রুধিরের সহিত রাক্ষসগণের যোজনা কর”—ইহা [হোতা]
বলিবেন । [পুরাকালে] দেবগণ তুষ দ্বারা ও তণ্ডুলাংশ দ্বারা
(ক্ষুদ্র দ্বারা) [তৃপ্ত করিয়া] রাক্ষসগণকে [দশপূর্ণমাসাদি]
যজ্ঞসমূহ হইতে (যজ্ঞের হবির্ভাগ হইতে) ও রুধির দ্বারা

মহাযজ্ঞ (জ্যোতিষ্টোম) হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন ; সেই হোতা যখন “রুধিরের সহিত রাক্ষসগণের যোজনা কর” এই [মন্ত্রাংশ] পাঠ করেন, তখন রাক্ষসদিগকে তাহাদের নিজোচিত যজ্ঞভাগ দ্বারাই যজ্ঞ হইতে অপসারিত করা হয় ।

রাক্ষসেরা তুম ও ক্ষুদ্র এবং পশুরক্ত পাইয়াই চলিয়া গিয়াছিল, পুরোডাশের বা পশুমাংসের অপেক্ষা করে নাই। সেইজন্য ঐ মন্ত্র পাঠ করিলে রাক্ষসেরা এস্থলেও রুধিরতৃপ্ত হইয়াই চলিয়া বাইবে ; পশুমাংসের লোভে যজ্ঞের বিঘ্ন জন্মাইবে না ।

ঐ মন্ত্র সম্বন্ধে আপত্তি ও তাহার খণ্ডন—“তদাহঃ:.....এনমিতি”

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন (আপত্তি করেন), যজ্ঞে রাক্ষসের নাম করিবে না, কোন রাক্ষসেরই (রাক্ষসজাতীয় অশ্বর-পিশাচাদিরও) নাম করিবে না ; কেন না যজ্ঞে রাক্ষসেরা বর্জিত (রাক্ষসাদির যজ্ঞে ভাগ নাই, দেবতাদেরই ভাগ আছে)। সেই [আপত্তি] সম্বন্ধে [অশ্ব ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, [এ স্থলে রাক্ষসের] নাম করিতেই হইবে ; কেন না যে ব্যক্তি ভাগীকে ভাগ হইতে বঞ্চিত করে, সেই [বঞ্চিত ব্যক্তি] তাহাকে (বঞ্চনাকারীকে) বিনাশ করে ; যদি বা তাহাকে বিনাশ না করিতে পারে, তবে পরে তাহার পুত্রকে বিনাশ করে, অথবা [পুত্রকে না পারিলে] পৌত্রকে বিনাশ করে ; [কোন না কোনরূপে] তাহাকে নষ্ট করেই ।

মুহুরে ঐ মন্ত্রাংশ উচ্চারণ করা উচিত যথা—“স যদি . এবং বেদ”

সেই [হোতাকে] যদি [রাক্ষসের] নাম করিতেই হয়, তবে উপাংশুভাবেই (মুহুরেই) নাম করিবে ; কেন না যে বাক্য উপাংশু (মুহু উচ্চারিত), তাহা প্রচ্ছন্ন (অন্তের অন্ত্রস্ত)

থাকে ; আর এই যে [যজ্ঞস্থলবিহারী] রাক্ষসগণ, ইহারাও প্রচ্ছন্ন [-বিচরণশীল] । অপিচ যদি উচ্চৈঃস্বরে নাম করা হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি এই রাক্ষসোচিত (উচ্চৈঃস্বরে উচ্চ-
রিত) বাক্য বলে, সে রাক্ষসী ভাষা উৎপাদনে সমর্থ হয় ;
কেন না দৃশ্য লোকে যে [উচ্চ] বাক্য বলে, উন্মত্ত লোকে
যে [উচ্চ] বাক্য বলে, তাহা রাক্ষসোচিত বাক্য । যে ইহা
জানে, সে স্বয়ং দৃশ্য হয় না, এবং তাহার পুত্রাদিও কেহ দৃশ্য
হয় না ।

মন্ত্রের পরবর্তী ভাগ—“বনিষ্টু মন্ত.....পরিদদাতি”

“অহে শমিতৃগণ, বপার সমীপবর্তী মাংসখণ্ডকে উলুকা-
কৃতি (পেচকাকৃতি) জানিয়া [অন্য আকারে] ছেদন করিও না
(উলুকাকারেই ছেদন কর) ; [এরূপ করিলে] তোমার পুত্র
পৌত্র কাহাকেও রোদন করিতে হইবে না”—এই বাক্যে
দেবগণ মধ্যে ও মনুষ্যগণ মধ্যে যাহারা শমিতা (পশুহস্তা),
তাহাদের উদ্দেশ্যেই সেই মাংসখণ্ড দান করা হয় ।

মন্ত্রের শেষভাগ—“অগ্নিগো.....সংপ্রযচ্ছতি”

“অগ্নিগু, তোমরা পশুকে হনন কর—স্বর্গ্যভাবে (যথাশাস্ত্র)
হনন কর,—অহে অগ্নিগু, হনন কর”—এই বাক্য তিন-
বার বলিবে । [তৎপরে তিনবার] “অপাপ” বলিবে । যিনি
দেবগণের মধ্যে শমিতা (পশুহস্তা), তিনিই অগ্নিগু ; ও যিনি
নিগ্রহকর্তা, তিনি অপাপ । এই বাক্যে শমিতৃগণের
উদ্দেশ্যে ও নিগ্রহকর্তাদের উদ্দেশ্যে সেই পশুকে (হননের
জন্ত) দেওয়া হয় ।

অগ্নিগু প্রৈবগাঠান্তরঃ অপমজ্জগাঠ—“শমিতারো.....য এবং বেদ”

“হে শমিতৃগণ, এই কশ্মে যে স্কৃত হইল, তাহা আমা-
দিগের উপরে ও যে দুষ্কৃত হইল, তাহা অন্যের উপরে
[অপিত হউক]” এই মন্ত্র বলিবে। অগ্নিই দেবগণের
হোতা ছিলেন—তিনি এই বাক্য (অগ্নিগু-প্রৈষমন্ত্র) দ্বারা
এই পশুকে বধ করিয়াছিলেন, এইজন্য হোতাও সেই বাক্য-
দ্বারা ইহাকে বধ করেন। এতদ্বারা [পশুর] সম্মুখভাগে
যে ছেদন করা হয় ও পশ্চাৎভাগে যে ছেদন করা হয়, যাহা
[শাস্ত্রবিধান অপেক্ষা] অতিরিক্ত করা হয় বা যাহা [তদ-
পেক্ষা] অল্প করা হয়, তাহা সমস্তই শমিতাদিগকে ও নিগ্রহ-
কর্তাদিগকেই জানান হয়। [এই মন্ত্রপাঠে] হোতাও
মঙ্গল দ্বারা [পাপ হইতে] মুক্ত হন ও পূর্ণ আয়ুঃ লাভ করেন,
ও [যজমানেরও] পূর্ণায়ুষ্কতালাভ ঘটে। যে ইহা জানে,
সে পূর্ণ আয়ু লাভ করে।

অষ্টম খণ্ড

পশুসম্বন্ধে আখ্যায়িকা

অগ্নিগু-প্রৈষের পর পুরোডাশবিধানের পূর্বে আখ্যায়িকা—“পুরুষঃ
বৈ.....নান্নীয়াৎ”

[পুরাকালে] দেবগণ পুরুষকে (মনুষ্যকে) পশুরূপে
আলস্তন (যজ্ঞে হনন) করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই
হননোদ্ভূত পুরুষ হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল ও অশ্বে
প্রবেশ করিল। সেইজন্য অশ্ব যজ্ঞযোগ্য হইল। অনন্তর

যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত সেই পুরুষকে দেবগণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিলেন ; সেই পুরুষ [তখন] কিম্পুরুষ হইল ।

তাহারা অশ্বের আলম্বনে উদ্বৃত্ত হইলেন । সেই হননো-
দ্যুক্ত অশ্ব হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল ও গরুতে প্রবেশ
করিল । সেই হইতে গরু যজ্ঞের যোগ্য হইল । দেবগণ
সেই যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত অশ্বকে বর্জন করিলেন ; সেই
অশ্ব [তখন] গৌর-মৃগ হইল ।

তাহারা গরুর আলম্বনে উদ্বৃত্ত হইলেন । সেই বধো-
দ্যুক্ত গরু হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল ও অবিতে (মেঘে)
প্রবেশ করিল । সেই হইতে অবি যজ্ঞের যোগ্য হইল ।
তখন দেবগণ যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত গরুকে বর্জন করি-
লেন ; সে গবয় হইল ।

তাহারা অবির আলম্বনে উদ্বৃত্ত হইলেন । সেই বধো-
দ্যুক্ত অবি হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল ও অজে (ছাগে)
প্রবেশ করিল । সেই হইতে অজ যজ্ঞের যোগ্য হইল ।
দেবগণ যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত অবিকে বর্জন করিলেন ;
সে উষ্ট্র হইল ।

এই যজ্ঞভাগ অজে বহুকাল ধরিয়া ক্রীড়া করিয়াছিল ।
সেই হেতু এই যে অজ, সে পশুগণ মধ্যে [যজ্ঞে] সর্বাপেক্ষা
উপযুক্ত ।

তাহারা অজের আলম্বনে উদ্বৃত্ত হইলেন । সেই বধো-
দ্যুক্ত অজ হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল ও এই [পৃথিবীতে]
প্রবেশ করিল । সেই হইতে এই [পৃথিবী] যজ্ঞের যোগ্য

হইল। তখন দেবগণ যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত অজকে বর্জন করিলেন ; সে শরভ হইল।

এই সেই পশুগণ (যজ্ঞভাগ) মেধ কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় অমেধ্য (যজ্ঞের অনুপযুক্ত বা অপবিত্র) ; সেইজন্য ইহাদের [মাংস] ভোজন করিবে না ।’

পরে পুরোডাশের বিধান—“তমজ্ঞাৎ...য এবং বেদ”

এই পৃথিবীতে [প্রবিষ্ট] যজ্ঞভাগকে দেবগণ অনুগমন করিয়াছিলেন। অনুসৃত হইয়া সে ত্রীহি (ধান্য) হইল। সেইজন্য যখন পশুর (হননের) পর [ধান্য হইতে প্রস্তুত] পুরোডাশ নির্বপণ (আহুতিদান) করা হয়, তখন আমাদিগের যজ্ঞভাগযুক্ত পশু দ্বারাই ইচ্ছ ঘটে, কেবল পশু দ্বারাই ইচ্ছ ঘটে। যে ইহা জানে, তাহারও যজ্ঞভাগযুক্ত পশু দ্বারাই ইচ্ছ ঘটে, কেবল পশু দ্বারাই ইচ্ছ ঘটে।

নবম খণ্ড

পুরোডাশহোম—বপাহোম

পুরোডাশের প্রশংসা—“স বা এষঃ.....লোক্যমিতি”

এই যে পুরোডাশ [প্রদান] এতদ্বারা পশুরই আলম্বন হয়। তাহার (পুরোডাশের অর্থাৎ তাহার উপকরণরূপ ধান্যের) যে কিংশারু (খড়), তাহাই [পশুর] লোম ; যে তুষ, তাহাই চর্ম ; যে ক্ষুদ, তাহাই রক্ত, যে (তণ্ডুল হইতে প্রস্তুত)

(১) অর্থাৎ যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যাগের পর মনুষ্যাদি যে যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল, সেই ক্রিশ্ন, কৃষাদি পরতল্যাত্ত পশুগণ অমেধ্য ও উহাদের মাংস বর্জনীয়।

পিষ্টক ও পিষ্টকের অবয়বসকল, তাহাই মাংস ; আর যে কিছু সার (তণ্ডুলের কঠিন ভাগ), তাহাই অস্থি । [অতএব] যে পুরোডাশ দ্বারা যাগ করে, সে পশুগণের সকল যজ্ঞভাগ দ্বারাই যাগ করে । সেইজন্য [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, পুরোডাশ যাগ [সকলের] দর্শনীয় ।

তৎপরে বপাহোমের রাজ্যা—“যুবমেতানি.....ভবতীতি”

“যুবমেতানি দিবি রোচনানি অগ্নিশ্চ সোম সক্রতু অধত্তম্ । যুবং সিন্ধু’রভিশাস্তুরবতাদ্ অগ্নীষোমাবমুঞ্চতং গৃভীতান্” ॥—
হে সোম, তুমি এবং অগ্নি, তোমরা উভয়ে স্বর্গে প্রকাশমান [এই নক্ষত্রগণকে] ধরিয়া আছ ; হে অগ্নি ও সোম, সক্রতু (সমানকর্ম্ম) তোমরা তোমাদের আপনার সিন্ধুগণকে (সমুদ্রবৎ প্রৌঢ় যজমানদিগকে) অপবাদ হইতে ও পাপ হইতে মুক্ত কর—এই মন্ত্রকে বপার জন্য (বপা-হোমের জন্য) রাজ্যা করিবে । যে ব্যক্তি দীক্ষিত হয়, সে সকল দেবতাকর্তৃকই আলব্ধ (আহুতিরূপে স্বীকৃত) হয় ; সেইজন্য [ব্রহ্মবাদীরা কেহ কেহ] বলেন, দীক্ষিতের [গৃহে] ভোজন করিবে না । [ইহার উত্তর] সেই হোতা যখন “অগ্নীষোমাবমুঞ্চতং গৃভীতান্” বলিয়া বপার যাগ করেন, তখন যজমানকে সকল দেবতার নিকটেই মুক্ত করেন । সেইজন্য [অন্য ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, [দীক্ষিতের গৃহে] ভোজন করিবে, কেন না বপাহোমের পর সেই দীক্ষিত [দেবগণের নিকট মুক্ত হইয়া] যজমানে পরিণত হয় ।

অনন্তর পুরোডাশহোমের যাজ্ঞা—“আন্যৎ...বজতি”

“আন্যৎ দিবো মাতরিশ্বা জভার”^২ এই মন্ত্র পুরোডাশ-
দানের যাজ্ঞা করিবে ।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণ—“অমথ্যৎ...ভবতি”

“অমথ্যাদন্যৎ পরি শ্বেনো অদ্রেঃ” এতদ্বারা এই যজ্ঞভাগ
(পুরোডাশ) এখান হইতে (মনুষ্য হইতে) লব্ধ, ওখান
হইতে (অশ্বাদি হইতে) লব্ধ, ইহাই বুঝায় ।

উভয় চরণের অর্থ—মাতরিশ্বা (বায়ু) [উভয় দেবতার মধ্যে] অগ্নিতরকে
(সোমকে) স্বর্গ হইতে আনিয়াছিলেন ; শ্বেন (পক্ষী) অগ্নি দেবকে (অগ্নিকে)
অগ্নি (পর্কত) হইতে মন্থন করিয়াছিলেন । সেইরূপ পুরোডাশও মনুষ্য, অশ্ব,
গো, অবি প্রভৃতি পশু হইতে লব্ধ বলিয়া ঐ মন্ত্রের এই কণ্ঠে প্রযোজ্যতা ।

পুরোডাশহোমের পর তাহার ষষ্টিকৃতের যাজ্ঞা—“স্বদম্ব হব্যা.....বজতি”

“স্বদম্ব হব্যা সমিষো দিদীহি”—[হে অগ্নি] হব্যসকল স্বাচ্ছ
কর ও অন্নসকল সম্প্রদান কর—^৩ এই মন্ত্রকে পুরোডাশ-
হোমে ষষ্টিকৃতের যাজ্ঞা করিবে ।

ঐ যাজ্ঞার প্রশংসা—“হবিরেবান্মা...ধন্তে”

ঐ মন্ত্রদ্বারা এই কণ্ঠে (ষষ্টিকৃতে) আহুতিকেই স্বাচ্ছ
করা হয় এবং অম্নকে ও উর্জকে (ক্ষীরাদিকে) আপনাতে
স্থাপন করা হয় ।

তৎপরে ষষ্টিকৃত্যাগের পর পশুপুরোডাশসম্বন্ধী ইড়ার আহ্বান—
“ইড়াং...দধতি”

ইড়াদেবতাকে^৪ আহ্বান করা হয় । পশুগণই ইড়া ;

(২) ১।২৩।৬ । (৩) ৩।৫৪।২২ ।

(৪) ইড়া শব্দের অর্থ বাগের পর পুরোডাশের যে অংশ বজ্রহান ও ঋষিকেরা উচ্চারণ করেন ।
ইড়াভক্ষণের পূর্বে ইড়ার আহ্বান হয় । পূর্বে দেখ ।

এতদ্বারা পশুগণকেই আহ্বান করা হয় ও যজ্ঞমানে পশু-
গণেরই স্থাপনা হয় ।

দশম খণ্ড

পশ্বাহোম

পশুর হৃদয়াদি একাদশ অঙ্গ আহতির জন্য মৈত্রাবরুণের প্রতি প্রৈষবিধান—
“মনোতায়ৈ...অধ্বর্যুঃ”

“মনোতার (তন্মামক দেবতার) উদ্দেশে অবদীয়মান
(খণ্ডশঃ গৃহীত) আহতির (পশ্বাহোমের) অনুকূল মন্ত্র পাঠ
কর”—অধ্বর্যু এই প্রৈষমন্ত্র বলিবেন ।

তৎপরে পশ্বাহোমকালে মৈত্রাবরুণপাঠ্য হুক্ত—“ঋং হৃয়ে...অব্যাহ”

“ঋং হৃয়ে প্রথমো মনোতা” ইত্যাদি সূক্ত ¹.[মৈত্রাবরুণ]
পাঠ করিবে ।

ঐ হুক্ত সম্বন্ধে আপত্তি ও তাহার খণ্ডন—“তদাহ...অবাহ”

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] আপত্তি করেন, পশু যখন অন্য
দেবতার (অগ্নি ও সোম এতদুভয়ের) উদ্দিষ্ট, তবে কেন মনো-
তার উদ্দেশে অবদীয়মান আহতির অনুকূলে কেবল একমাত্র
অগ্নিদেবতার উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করা হয়? [উত্তর] তিনজন
দেবতা (বাক্য, গাভী এবং অগ্নি) দেবগণের মনোতা (মনে
প্রবিষ্ট দেবতা); সেই তিন দেবতাতেই দেবগণের মন আসক্ত
রহিয়াছে । বাক্যই দেবগণের মনোতা, তাঁহাতেই তাঁহাদের

মন আসক্ত রহিয়াছে । গাভীই দেবগণের মনোতা, তাঁহাতেই তাঁহাদের মন আসক্ত রহিয়াছে । অগ্নিই দেবগণের মনোতা ; তাঁহাতেই তাঁহাদের মন আসক্ত রহিয়াছে । অগ্নিই সকল মনোতার স্বরূপ, অগ্নিতেই সকল মনোতা মিলিত আছেন, সেইজন্য অগ্নির উদ্দিষ্ট ঋক্সকলকেই মনোতার উদ্দেশে অবদীয়মান আহুতির অনুকূল মন্ত্ররূপে পাঠ করিবে ।

তৎপরে হৃদয়াদি একাদশ অঙ্গহোমের যাজ্ঞা ও তাহার প্রশংসা—“অগ্নীষোমা ...য এবং বেদ”

“অগ্নীষোমা হবিষঃ প্রস্থিতস্ত”^১ এই মন্ত্রকে [প্রধান] আহুতির যাজ্ঞা করিবে । ঐ মন্ত্রে “হবিষঃ” এই পদ রূপসমৃদ্ধ ও “প্রস্থিতস্ত” ইহাও রূপসমৃদ্ধ । যে ইহা জানে, তাহার প্রদত্ত আহুতি সকলসমৃদ্ধি দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া দেবগণকে প্রাপ্ত হয় ।

অনন্তর বনস্পতিয়াগ—“বনস্পতিং...যজতি”

বনস্পতির যাগ করিবে । কেন না প্রাণই বনস্পতি । যে কর্ণে ইহা জানিয়া বনস্পতির যাগ হয়, সেখানে তদন্ত এই আহুতি জীবনস্বরূপ হইয়া দেবগণকে প্রাপ্ত হয় ।

পরে স্বিষ্টকৃতের যাগ—“স্বিষ্টকৃতং...প্রতিষ্ঠাপয়তি”

স্বিষ্টকৃতের যাগ করিবে । প্রতিষ্ঠাই স্বিষ্টকৃতং । এতদ্বারা যজ্ঞান্তে যজ্ঞকে প্রতিষ্ঠাতেই প্রতিষ্ঠিত করা হয় ।

পরে ইড়ার আহ্বান—“ইড়াম্...দধাতি”

ইড়ার আহ্বান হয় । পশুগণই ইড়া, এতদ্বারা পশুগণ-

কেই আহ্বান করা হয় এবং পশুগণকেই যজ্ঞমানে স্থাপিত করা হয় ।

পূর্বে পুরোডাশহোমের পর ইড়াহ্বান হইয়াছে । এখন পশ্বাঙ্গহোমের পর ইড়াহ্বান ।

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

পশুযাগ

পর্যায়িকরণবিষয়ে ' আখ্যায়িকা—“দেবা বৈ... ..পশ্চাৎ” ।

পুরাকালে দেবগণ যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছিলেন । ইহাদের যজ্ঞের বিঘ্ন করিব, এই অভিপ্রায়ে অশুরেরা তাঁহাদের নিকট আসিয়াছিল । পশু আগ্রীত হইলে পর (পশুযাগের অন্তর্গত প্রযাজ-যজ্ঞের পর) ও পর্যায়িকরণের পূর্বে যুপের অভিযুখে পূর্বদিকে তাহারা আসিয়াছিল । সেই দেবগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া যজ্ঞরক্ষার্থ ও আত্মরক্ষার্থ [পশুর সম্মুখে] পর পর তিনটি অগ্নিময় প্রাকার নির্মাণ করিয়াছিলেন । তাঁহাদের সেই অগ্নিময় প্রাকারগুলি [পশুর] সম্মুখে দীপ্যমান থাকিয়া উজ্জ্বলভাবে অবস্থিত ছিল । অশুরেরা সেই প্রাকার আক্রমণ না

(১) আগ্নীত্র নামক ঋষিষ্ক আহবনীয় হইতে অগ্নি গ্রহণ করিয়া “পরি বাজপতিঃ কবিঃ” (৪।১৫।৩) এই মন্ত্রে তিনবার পশুর চারিদিকে সেই অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করান । এই পর্যায়িকরণ-অনুষ্ঠান পূর্বে বিবৃত হইয়াছে, ষষ্ঠ অধ্যায় পঞ্চম খণ্ড দেখ ।

করিয়াই পলায়ন করিয়াছিল। তখন দেবগণ [প্রাকারগত] অগ্নি দ্বারা ই পূর্বদিকে ও [সেই] অগ্নি দ্বারা ই পশ্চিমদিকে অশ্বর গণকে ও রাক্ষসগণকে বধ করিয়াছিলেন।

পর্যায়িকরণের তাৎপর্য—“তথৈব.....অবাহ”

যজ্ঞমানেরা এই যে পর্যায়িকরণ [কর্ম] করেন, তদ্বারাও সেইরূপই (দেবগণকৃত কর্মের মত) যজ্ঞরক্ষার্থ ও আত্মরক্ষার্থ তিনটি অগ্নিময় প্রাকার নির্মাণই করা হয়। সেই জন্যই পর্যায়িকরণ অনুষ্ঠিত হয় ও সেই জন্যই পর্যায়িকরণের অনুকূল মন্ত্র পাঠ হয় ^২।

পর্যায়িকরণের পর সেই অগ্নি অগ্নবর্তী করিয়া পশুকে বধস্থানে আনিতে হয়, যথা—“তং.....লোকমেতি”।

সেই পশুকে আগ্রীত হইলে পর (অর্থাৎ প্রযাজের পর) ও পর্যায়িকরণের পর উত্তরমুখে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার সম্মুখে [আগ্নীধ্রু] উল্ল ক (আহবনীয় হইতে গৃহীত অগ্নির উল্লা) বহন করেন। এই যে পশু, ইনি মূলতঃ যজ্ঞমানের স্বরূপ।^৩ ঐ [সম্মুখে নীয়মান] অগ্নি দ্বারা যজ্ঞমান সম্মুখে আলোক রাখিয়া স্বর্গলোকে গমন করিবেন, এই অভিপ্রায়হেতু, সেই অগ্নি দ্বারা যজ্ঞমান সম্মুখে আলোক রাখিয়াই স্বর্গলোকে গমন করেন।

শামিত্রদেশে উপস্থিত হইয়া বহিঃ প্রক্ষেপ করিবে, যথা—“তং....কুর্বাতি”

* সেই পশুকে যেখানে হত্যা করিতে ইচ্ছা করা হয়, সেই

(২) পর্যায়িকরণের-অনুবচন মন্ত্র—“অগ্নির্যোজা নোহধারো” (৪।১৫।১) পূর্বে দেখ।

(৩) পশু যজ্ঞমানের প্রতিমিতি, পশুকে যজ্ঞমান জ্ঞাননিহ্ন রূপে অর্পণ করেন। ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

খানে অধোভূমিতে অধ্বৰ্য্য বহিঃ (কুশ) নিক্ষেপ করিবেন । [প্রযাজ যজ্ঞন দ্বারা] আশ্রীত হইলে পর ও পর্যায়িকরণের পর, এই পশুকে [হননার্থ] বেদির বাহিরে (শামিত্রদেশে) এই যে আনা হয়, এতদ্বারা সেই পশুকে বহিষদ (কুশাসনে উপ-বিষ্ট) করা হয় ।

পশুর পুরীষ কোলাইবার অস্ত্র গর্ত খনন, * যথা—“তত্ত.....প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি” ।

তাহার পুরীষগোপনের স্থান খনন করা হয় । পুরীষ ওষধি হইতে উৎপন্ন ; এই [ভূমি] ওষধিগণের স্থান ; এই হেতু ইহাকে স্বস্থানেই শেষ পর্য্যন্ত স্থাপন করা হয় ।

পশু-পুরোডাশের প্রশংসা “—তদাহঃ...বেষ” ।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, এই যে পশু, ইহা [সমস্তই] আছতিরূপে দেয় ; কিন্তু ইহার লোম, চৰ্ম্ম, রক্ত, অস্ত্রগত ভৃণাদি, খুর, শৃঙ্গদ্বয় এবং যে কিছু মাংস [ভূমিতে] পড়িয়া যায় তাহা, ইত্যাদি ইহার বহু অবয়ব [আছতি] দেওয়া হয় না ; তবে ঐ সকলের অভাব কিরূপে পূর্ণ করা হয় ? [উত্তর] পশুর [আলস্তনের] পরে ঐ যে পুরোডাশ দেওয়া হয়, এতদ্বারাই সেই সকলের অভাবের পূরণ হয় । [কেন না] [পূর্বোক্ত মনুষ্যাখাদি] পশুগণের নিকট হইতে যজ্ঞ-ভাগ চাহিয়া গিয়াছিল ; তাহাই [ভূমিপ্রবেশ করিয়া] ক্রীহি ও যব রূপে উৎপন্ন হইয়াছিল । সেইজন্য এই যে পশুর [আল-স্তনের] পর পুরোডাশ দেওয়া হয়, ইহাতে আমাদের যজ্ঞ-ভাগযুক্ত পশু দ্বারাই ইচ্ছা লাভ হয়, কেবল পশু দ্বারাই

আমাদের ইচ্ছা লাভ হয়। যে ইহা জানে, তাহার যজ্ঞভাগ-
যুক্ত পশু দ্বারাই ইচ্ছা লাভ হয়—কেবল পশু দ্বারাই তাহার
ইচ্ছা লাভ হয়।

পুরোডাশদানে পশুদানেরই ফল পাওয়া যায়। পর্যায়িকরণ হইতে পুরোডাশ-
দান পর্যন্ত কৰ্ম বর্ষ অধ্যায়েই পূর্বে বিবৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

বপাস্তোক-হোম

বপাস্তোকহোমের প্রৈষ মন্ত্র—“তত্ত্ব বপাং...গচ্ছানিতি”

সেই পশুর বপা^১ [উদরের উপর হইতে] ছিন্ন করিয়া
[অগ্নিতে পাকার্থ] আনা হয়। অধ্বৰ্য্য তাহার উপর ঋব^২
হইতে ঘৃতধারা নিক্ষেপ করিয়া, “স্তোকের (বপা হইতে ক্ষরিত
জলবিন্দুর) অনুকূল মন্ত্র পাঠ কর” [হোতাকে] এই [প্রৈষ
মন্ত্র] বলেন। [বপা হইতে] এই যে বিন্দুসকল ক্ষরিত হয়,
ঐ বিন্দুসকল সকল দেবতার প্রিয়; ইহারা অসন্তুষ্ট হইয়া
যেন দেবগণের নিকট না যায়, এই উদ্দেশ্যেই [উহাদের অনু-
কূল মন্ত্রপাঠার্থ মৈত্রাবরুণকে আহ্বান হয়]।

মৈত্রাবরুণপাঠ্য অনুবচন—“জুষস্ব...জুহোতি”

* “জুষস্ব সপ্রথস্তম্”^৩ এই মন্ত্র পাঠ করিবে। “বচো

(১) উদরের উপরে যেতবর্ণ যে মেদ, তাহার নাম বপা। ঘৃতাক্ত ও অগ্নিতপ্ত বপা হইতে
ক্ষরিত বিন্দুসকলের দ্বারা হোম বপাস্তোকহোম।

(২) আজ্যাদির হোমে ব্যবহৃত খদিরকাঠের হীতাকে ঋব বলে।

(৩) ১।৭৫।১।

দেবপ্সরস্তমম্ । হব্য জুহ্বান আসনি” এতদ্বারা [দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণ পাঠ দ্বারা] ঐ বিন্দুসকলকে অগ্নির মুখেই আহুতি দেওয়া হয় ।

মন্ত্রের অর্থ—অহে অগ্নি, এই হব্য আশ্ত্রে (মুখে) নিক্ষেপ করিয়া অতিশয় বিস্মৃত ও দেবগণের প্রীতিজনক এই স্ততিবাক্যে প্রীত হও ।

তৎপরে পঞ্চাংগযুক্ত মন্ত্রের বিধান—“ইমং...অবাহ”

“ইমং নো যজ্ঞমম্মতেষু ধেহি” ইত্যাদি সূক্ত^৪ পাঠ করিবে ।

ঐ অগ্নিমন্ত্রের প্রথম ঋকের ব্যাখ্যা—“ইমা...তদাহ”

“ইমা হব্য জাতবেদো জুযস্ব”—এই [দ্বিতীয় চরণে] হব্য দ্বারা [জাতবেদা অগ্নির] প্রীতি প্রার্থনা হয় । “স্তোকানা-মগ্নে মেদসো য়তস্ব” এই [তৃতীয়] চরণে [ঐ বিন্দুসকলকে] মেদের (বপার) ও য়তের [বিন্দুই] বলা হইল । “হোতাঃ প্রাশান প্রথমো নিষত্ব” এই [চতুর্থ] চরণে অগ্নিই দেবগণের হোতা ; সেই অগ্নি, তুমিই প্রথমে উপবিষ্ট হইয়া [বিন্দু-সকল] ভক্ষণ কর—ইহাই বলা হইল ।

সমস্ত মন্ত্রের অর্থ—অহে জাতবেদা অগ্নি, তুমি আমাদের যজ্ঞকে অমরগণের নিকট রাখ ; এই হবাসকলে প্রীত হও ; অহে হোতা, প্রথমে উপবিষ্ট হইয়া মেদের ও য়তের এই বিন্দুসকলকে ভক্ষণ কর ।

মুক্তগত দ্বিতীয় ঋক্—“ য়তবন্তঃ...আশাস্তে”

“য়তবন্তঃ পাবক তে স্তোকাস্চেতাভি মেদসঃ”—এই বাক্যে উহাদিগকে মেদেরই (বপার) এবং য়তেরই [বিন্দু]

(৪) ৩।২১।১। তৃতীয় মণ্ডলের একবিংশ মন্ত্রের বিধান হইল ।

(৫) ৩।২১।২।

বলা হইল । “স্বধৰ্ম্মং দেববীতয়ে শ্রেষ্ঠং নো ধেহি বার্য্যম্”—
এতদ্বারা [স্বধৰ্ম্মে নিধানরূপ] আশিষ প্রার্থনাই হইল ।

ঋকের অর্থ—হে পাবক, তোমার জ্ঞাত মেদের বিন্দুসকল স্নতস্বত্ব হইয়া
ক্ষরিত হইতেছে, দেবগণের ভক্ষণার্থ তুমি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ স্বধৰ্ম্মে নিধান কর ।

তৃতীয় ঋক্—* “তুভ্যং...আশান্তে”

“তুভ্যং স্তোকা স্নতশ্চুতোহগ্নে বিপ্রায় সন্ত্য”—এই বাক্যেও
উহাদিগকে স্নতশ্চুত (স্নতস্রাবী) বলা হইল । “ঋষিঃ শ্রেষ্ঠঃ
সমিধ্যসে যজ্ঞস্য প্রাবিতা ভব”—এতদ্বারা যজ্ঞের সমৃদ্ধি
প্রার্থনা হইল ।

ঋকের অর্থ—হে দানকুশল অগ্নি, এই স্নতস্রাবী বিন্দুসকল বিপ্ররূপী তোমার
জ্ঞাতই বর্তমান । তুমি ঋষি ও শ্রেষ্ঠ, তোমাকে প্রজলিত করিতেছি, তুমি
যজ্ঞের রক্ষক হও ।

চতুর্থ ঋক্—¹ “তুভ্যং শ্চোতন্তি...আশান্তে”

“তুভ্যং শ্চোতন্ত্যগ্নিগো শচীব স্তোকাসো অগ্নে মেদসো
স্নতস্য”—এতদ্বারা উহাদিগকে মেদেরই এবং স্নতেরই [বিন্দু]
বলা হইল । “কবিশস্তো বৃহতা ভানুনাগা হব্য জুষ্ম মেধির”
এতদ্বারাও হব্যে প্রীতি প্রার্থনা হইল ।

ঋকের অর্থ—অহে অগ্নিগু, অহে শক্তিমান্ অগ্নি, বপাবিন্দুসকল ও স্নত-
বিন্দুসকল তোমার জ্ঞাত ক্ষরিত হইতেছে । তুমি কবিগণ কর্তৃক স্নত হইয়া
মহৎ তেজের সহিত আগমন কর । যে মেধাবী, তুমি আমাদের হব্যে
প্রীত হও ।

পঞ্চম ঋক্—² “ওজিষ্ঠং...বীহীতি”

“ওজিষ্ঠং তে মধ্যতো মেদ উদ্ধৃতং প্র তে বয়ং দদামহে ।
শ্চোতন্তি তে বসো স্তোকা ঋধিহিতি প্রতি তান্ দেবশো

বিহি”—এতদ্বারা যেমন “সোমন্ত অগ্নে বীহি”—অগ্নি তুমি সোম ভক্ষণ কর—[ইহা বলিয়া বষট্কার উচ্চারণ হয়], সেই-রূপ ঐ মন্ত্রের পর ইহাদের (ঐ বিন্দুসকলের) উদ্দেশে বষট্কার উচ্চারণ হয় ।

ঋকের অর্থ—অহে অগ্নি, পশুর মধ্য হইতে বলিষ্ঠ মেদ উদ্ধৃত করিয়া আমরা তোমার জন্ত প্রদান করিতেছি ; অহে বসু, বপার উপরিস্থিত বিন্দুসকল তোমার জন্ত ক্ষরিত হইতেছে ; দেবগণের তুষ্টির জন্ত সেই প্রত্যেক বিন্দু ভক্ষণ কর । এই শেষ মন্ত্রের পর বষট্কার উচ্চারণ করিয়া আছতি দেওয়া হয় ।

তৎপরে বিন্দুসকলের প্রশংসা—“তদ্ যদ্...উপাচরতি”

এই যে বিন্দুসকল বপা হইতে ক্ষরিত হয়, ঐ বিন্দুসকল সকল দেবতারই প্রিয় ; এই হেতু রুষ্টিও (মেঘ হইতে জল-রুষ্টিও) বিন্দু বিন্দু বিভক্ত হইয়া [ভূমিতে] পতিত হয় ।

তৃতীয় খণ্ড

বপাহোম

বপাহোম সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর, যথা—“তদাহঃ...যজন্তীতি”

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, [এ স্থলে] স্বাহাকৃতিগণের (অন্তিম প্রযাজ দেবতাগণের) পুরোহনুবাচ্য কি হইবে ? প্রৈষ কি হইবে ও যাজ্যাই বা কি হইবে ? [উত্তর] [বপাবিন্দুর অনুকূলে মৈত্রাবরণ] যে যে [অনুবচন] পাঠ করেন, তাহাই [স্বাহাকৃতি-যাগের] পুরোহনুবাচ্য হয় ;

[প্রৈষসূক্তে] যে [পশুপ্রযাজের অন্তিম] প্রৈষ, ^১ তাহাই [স্বাহা-
কৃতিযাগে] প্রৈষ হয় ; [আশ্রীসূক্তে] যে [অন্তিম] যাজ্য, ^২
তাহাই [স্বাহাকৃতির] যাজ্য হয় ।

আবার [ত্রৈলোক্যাদীরা] বলেন, স্বাহাকৃতির দেবতা কাহারো ?
[উত্তর] বিশ্বদেবগণই [স্বাহাকৃতির দেবতা], ইহাই বলিবে ।
সেই জন্মই “স্বাহাকৃতং হবিরদন্তু দেবাঃ”—দেবগণ স্বাহাকার-
সংস্কৃত হব্য ভক্ষণ করুন—এতদ্বারা [এই মন্ত্রাংশ দ্বারা]
যাগ করা হয় (অর্থাৎ উহাই যাজ্যরূপে পাঠ করা হয়) ।

বপাহোম-প্রশংসার্থ আখ্যানিকা—“দেবা বৈ...বপা”

দেবগণ যজ্ঞদ্বারা, শ্রমদ্বারা, তপস্যাদ্বারা ও আহুতিসমূহদ্বারা
স্বর্গলোক জয় করিয়াছিলেন । বপাহোমের পরই তাঁহাদের
নিকট স্বর্গলোক আবির্ভূত হইল । তাঁহারা বপাহোম করি-
য়াই অন্য কৰ্ম্মসকল সম্পন্ন না করিয়াও উদ্ধর্মুখে স্বর্গলোকে
গিয়াছিলেন । তদনন্তর মনুষ্যগণ ও ঋষিগণ যজ্ঞ জানিবার
উদ্দেশে যজ্ঞের কোন চিহ্ন দেখিব বলিয়া দেবগণের যজ্ঞভূমিতে
আসিয়াছিলেন । তাঁহারা [যজ্ঞভূমির] নিকটে বিচরণ করিতে
করিতে অঙ্গহীন (বপাহীন) পশুকে শয়ান (যজ্ঞভূমিতে পতিত)
অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেন ও বুঝিলেন, এই যে বপাটুকু, তাহাই
পশু । সেই জন্ম এই যে বপাটুকু, তাহাই পশু ।

দেবগণ পশুর বপামাত্র আহুতি দিয়া পশুর অগ্নি অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াও
স্বর্গলোকে গিয়াছেন, অতএব বপাই পশুর প্রধান অঙ্গ, বপাহোমেই পশুহোম
সিদ্ধ হয় । সূত্যাদিনে (সোমভিষবের শেষদিনে) প্রাতঃসবনে পশুর বপা-

(২) “হোতা যক্ষদগ্নিং স্বাহাজ্যন্ত” ইত্যাদি একাদশ প্রযাজ যাগের প্রৈষ । পূর্বে দেখ ।

(৩) “সদ্যোজাতঃ” ইত্যাদি একাদশ প্রযাজের যাজ্য । পূর্বে ১৩৩ পৃষ্ঠ দেখ ।

হোম হয় ও তৃতীয় সবনে পশুর হৃদয়াদি অন্ন অঙ্গের হোম হয়। বপাহোমেই যদি সমস্ত পশুর হোম সিদ্ধ হইল, তবে ঐ তৃতীয় সবনে অন্নান্ন অঙ্গের হোমের প্রয়োজন কি, এই প্রশ্নের মীমাংসা—“অথ যদেনং...বেদ”

অনন্তর, তৃতীয় সবনে এই পশুকে পাক করিয়া যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, বহুল আহুতিদ্বারাই আমাদের ইচ্ছা লাভ হউক, কেবলমাত্র পশুদ্বারাই আমাদের ইচ্ছা লাভ হউক। যে ইহা জানে, তাহার বহুল আহুতিদ্বারাই ইচ্ছা লাভ হয় ; কেবল পশুদ্বারাই তাহার ইচ্ছা লাভ হয়।

বপাহোমের পর অন্ন অঙ্গের হোম স্বর্গলাভপক্ষে আবশ্যক না হইলেও আহুতির বাহুল্যে কোন দোষ হয় না। “অধিকং নৈব দোষায়”

চতুর্থ খণ্ড

বপাহোমপ্রশংসা

বপাহোমপ্রশংসা—“সা বা...জয়তি”

এই যে বপাহুতি, ইহা বস্তুতঃ অমৃতাহুতি। [সেইরূপ] অগ্ন্যাহুতিও ‘অমৃতাহুতি ; সৃতাহুতিও অমৃতাহুতি ; সোমাহুতিও অমৃতাহুতি। এ সকলই অশরীর (অমরত্ব দান করে বলিয়া শরীরনাশক) আহুতি। যে কিছু অশরীর আহুতি আছে, তদ্বারা যজমান অমৃতত্ব (অমরত্ব বা অশরীরিত্ব) লাভ করে।

(১) অগ্নিও কখন কখন আহুতিস্বরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা—অগ্নিমহ্মনে মধিত অগ্নিকো আহবনীরে আহুতি দেওয়া হয়। পূর্বে ৬২ পৃষ্ঠ দেখ।

পুনঃপ্রশংসা—“স। বা...পরিবাসয়েতি”

এই যে বপা, ইহা রেতঃস্বরূপ। রেতঃ যেমন [নিষে-
কান্তে] লীন হয়, বপাও সেইরূপ [আহুতির পর] লীন হয়;
রেতঃ শুক্লবর্ণ; বপাও শুক্লবর্ণ; রেতঃ অশরীর; বপাও
অশরীর। এই যে রক্ত ও যে মাংস, তাহাই শরীর; সেই
জন্তাই [ঋত্বিক পশুর অঙ্গচ্ছেদনকর্ত্তাকে] বলেন, যতক্ষণ
অলোহিত (রক্তশূন্য) না হয়, ততক্ষণ বপা ছেদন কর।

হোমের জন্ত বপাকে করটি অবদানে বা ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে, তাহার
বিধান—“স।...লোকমেতি”

বপা পাঁচ অবদানে বিভক্ত হয়। যদি যজমান চতুরবত্তী
হয়,^২ তাহা হইলেও বপা পাঁচ অবদানে ভাগ করিবে।
প্রথমে দ্ব্যত [জুহু] উপরে রাখিবে, [তাহার উপর] হিরণ্যখণ্ড,
[তাহার উপর] বপা, [তাহার উপর] হিরণ্যখণ্ড, পরে
[সকলের উপর] দ্ব্যতধারা দিবে।

(২) বিকল্পত (বৈচিত্র্য) কাঠের পাত্র বাহাতে হোমার্ঘ্য দ্ব্যত রক্ষিত হয়, উহার নাম ক্রবা।
যে পলাশনির্দ্ৰিত হাতাতে হব্য গ্রহণ করিয়া অধ্বর্যু হোম করেন, তাহার নাম জুহু। ডান
হাতে জুহু ধরিয়া বাম হাতে অৰ্ঘ্য কাঠের আর একখান হাতা ধরা থাকে, তাহার নাম উপভূৎ।
আর দ্ব্যতহোমের জন্ত দ্ব্যতিরকাঠের ছোট একখানি হাতা থাকে, তাহার নাম ক্রব। হোমের পূর্বে
ক্রবদ্বারা ক্রবা হইতে দ্ব্যত গ্রহণ করিয়া জুহুতে রাখিয়া পরে অধ্বর্যু হোমকে অনুবাক্যা পাঠার্ঘ্য
প্রৈম দ্বারা আহ্বান করে। পরে আবার তিনবার ঐরূপ দ্ব্যত গ্রহণ করেন। এইরূপে চারিবারে
হোমার্ঘ্য দ্ব্যত গ্রহণের নাম চতুরবত্তী। যে যজমানের পক্ষে এই ব্যবস্থা, সেই যজমান চতুরবত্তী।
পোত্রভেদে কোন কোন যজমানের পক্ষে পাঁচবারে দ্ব্যত গ্রহণ বিহিত। সেই যজমান পঞ্চাবত্তী। সমস্ত
হব্য হইতে এক একবার হোমের জন্ত কিয়দংশ গ্রহণের নাম অবদান। এখানে যথাক্রমে দ্ব্যত, অৰ্ঘ্যখণ্ড,
বপা, অৰ্ঘ্যখণ্ড ও দ্ব্যত এই পাঁচটি যথাক্রমে আহুতিরূপে গৃহীত হওয়ার পাঁচ অবদান হইল। হিরণ্য-
খণ্ডের পরিবর্তে দ্ব্যত নইলেও চলিতে পারে, তাহারও বিধান হইল। হিরণ্যখণ্ডে হোম করিলেও
যে কল, অভাবে দ্ব্যত দ্বারা হোমেও সেই কল হয়।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, যদি হিরণ্য না থাকে, তবে কি হইবে? [উত্তর] দুইবার স্নাত রাখিয়া তৎপরে বপা অবদান করিয়া উপরে আর দুইবার স্নাতধারা দিবে। স্নতই অমৃত ও হিরণ্যও অমৃত। সেই হেতু স্নতে যে ফল, তাহা তাহাতেই লব্ধ হয়। হিরণ্যে যে ফল, তাহাও তাহাতেই লব্ধ হয়। এইরূপে (হিরণ্যযুক্ত ও স্নতযুক্ত হইয়া) সেই বপা পাঁচ-অবদানযুক্ত হয়।

এই পুরুষও (মনুষ্যদেহও) লোম, ত্বক্, মাংস, অস্থি ও মজ্জা এই পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া পঞ্চ [-অবয়ব-] বিশিষ্ট। সেই পুরুষ যেরূপ (পঞ্চ-অবয়ববিশিষ্ট), যজমানকেও সেইরূপ [পাঁচ অবদানে] সংস্কৃত করিয়া [বপাহোমদ্বারা] দেবযোনি অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। অগ্নিই দেবযোনি। সেই যজমান দেবযোনি অগ্নি হইতে আহুতিসমূহের সহিত মিলিত হইয়া হিরণ্যশরীর হইয়া উদ্ধ'মুখে স্বর্গলোকে গমন করে।

পঞ্চম খণ্ড

প্রাতঃস্তুত্বাক

প্রাতঃস্তুত্বাক ' বিষয়ে প্রৈম্ব মন্ত্ৰ —“দেবেভ্যঃ.....অধ্বৰ্যুঃ”

অহে হোতা, [স্তুত্যাদিনের] প্রাতঃকালে আগমনকারী

(১) সৌম্যবাসের শেষদিনকে স্তুত্যাদিন বলে। সেই দিন সোমের অভিষেক হয়। ঐ দিন হুর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে অগ্নি, উষা ও অবিষ্যের উদ্দেশে হোতা অধ্বৰ্যুঃঐষিত হইয়া ত্রক্-মন্ত্ৰ পাঠ করেন। এই অধ্বৰ্যুঃের নাম প্রাতঃস্তুত্বাক। হুর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে অধ্বৰ্যুঃনামসম্বন্ধিগণ কারণ পুষ্প দেখান হইতেছে।

দেবগণের অনুকূল মন্ত্র পাঠ কর—অধ্বযু্য এই [প্রৈষমন্ত্র] বলেন ।

উহার ব্যাখ্যা—“এতে বাব...এবং বেদ”

এই যে অগ্নি, উষা ও অশ্বিনয়, এই দেবতারাই [সেই দিন] প্রাতঃকালে আগমন করেন । ইহারা প্রত্যেকে সাত সাত ছন্দোযুক্ত মন্ত্রদ্বারা আগমন করেন ।^১ যে ইহা জানে, ঐ প্রাতঃকালে আগমনকারী দেবতাগণ তাহার যজ্ঞে আগমন করেন ।

প্রাতরনুবাকের দেবসম্বন্ধবিচার—প্রজাপতৌ...এবং বেদ”

পুরাকালে [কোন যজ্ঞে] প্রজাপতি স্বয়ং হোতা হইয়া প্রাতরনুবাক পাঠে উদ্বৃত্ত হইলে দেবগণ ও অশ্বরগণ, উনি আমাদের উদ্দেশে [অনুবচন পাঠ করিতেছেন], উনি আমাদের উদ্দেশে অনুবচন পাঠ করিতেছেন, এই বলিয়া যজ্ঞের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন । তিনি (প্রজাপতি) কিন্তু দেবগণের উদ্দেশেই অনুবচন পাঠ করিয়াছিলেন । তাহাতে দেবগণেরই জয় হইল ; অশ্বরেরা পরাভূত হইল । যে ইহা জানে, সে স্বয়ং জয় লাভ করে ; তাহার দ্বৈষকর্তা পাপী শত্রুও পরাভূত হয় ।

প্রাতরনুবাক শব্দের ব্যুৎপত্তি—“প্রাতর্বে...প্রাতরনুবাকত্বম্”

সেই প্রজাপতি প্রাতঃকালেই দেবগণের উদ্দেশে অনুবচন পাঠ করিয়াছিলেন ; তাহাই প্রাতরনুবাকের প্রাতরনুবাকত্ব ।

(১) প্রত্যেকের পক্ষে যথাক্রমে এই সাত ছন্দের বাক্য পাঠিত হয় :—গায়ত্রী, অমৃষ্টপ, ত্রিষ্টপ, বৃহতী, উষিত্ব, ঋগীতি ও পঙক্তি । প্রত্যেকের পক্ষে ছন্দ এক, কিন্তু স্বয়ং যজ্ঞ ; সম্রাটগিরি বাক্য আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র দেখ ।

প্রাতঃস্মৃতিবাক্যের কালনির্দেশ—“মহতি রাত্র্যা...ব্রহ্মণি চ”

রাত্রির ’ অধিক [অবশিষ্ট] থাকিতে (অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের অধিক পূর্বেই) অনুবচন পাঠ কর্তব্য ; তাহা হইলে সমস্ত [লৌকিক] বাক্যের ও সমস্ত ব্রহ্মবাক্যের (ব্রহ্মবাক্যের) পরিগ্রহ ঘটে । যে ব্যক্তি [লোকসমাজে] উৎকৃষ্ট এই সকল ঋতা লাভ করে, সে পূর্বে কথা কহিলে [অন্য ইতরলোকে] ইহার পরে কথা কহে । এই জন্য রাত্রি অধিক থাকিতেই অনুবচন পাঠ কর্তব্য । [নিদ্রিত লোকে জাগরণের পর] কথা কহিবার পূর্বেই অনুবচন পাঠ কর্তব্য । যদি [সেই সকল লোক] পূর্বে কথা কহিলে, তৎপরে অনুবচন পাঠ করা হয়, তাহা হইলে এতদ্বারা অন্য লোকের (ইতর লোকের বা নীচ লোকের) কথার পর কথা কহা হয় । ’ সেই জন্য রাত্রি অধিক থাকিতেই অনুবচন পাঠ কর্তব্য । পাখী ডাকিবার পূর্বে অনুবচন পাঠ করিবে । এই যে পক্ষিসকল ও এই যে শকুনিসকল, ’ ইহারা [মৃত্যুদেবতা] নির্যাত্তির মুখস্বরূপ । সেই জন্য পাখী ডাকিবার পূর্বে অনুবচন পাঠ করিবে ; ইহার উদ্দেশ্য এই যে, অযজ্ঞিয় বাক্য (পক্ষ্যাতির ধ্বনি) পূর্বে কথিত হওয়ার পরে যেন

(৩) হুতাদিনের পূর্বাধিবসে অগ্নীযোমীয় গন্তু অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে । সেই দিনের নাম উপবসথ । ঐ দিবস শেষরাত্রিতে হুতাদিনের সূর্য্যোদয়ের পূর্বে প্রাতঃস্মৃতিবাক পাঠ বিহিত । অপর লোক জাগিবার পূর্বে ও পাখী ডাকিবার পূর্বেই যেন পাঠ সমাপ্ত হয়, এমন সময়ে পাঠ আরম্ভ করিবে ।

(৪) বড় লোকে কথা কহিলে পরে নীচ লোকে কথা কহিবে, ইহাই সামাজিক নিয়ম । প্রাতঃস্মৃতিবাক পাঠ বড়লোকের কথার শব্দ । অন্য লোকে যেন তৎপূর্বে কথা কহিতে না পায়, ইহাই তাৎপর্য্য ।

(৫) শকুনি শব্দে অশুভ-নিমিত্ত-দৃঢ়ক পক্ষী বুঝাইতেছে (সাধারণ) ।

[প্রাতরনুবাক] পাঠিত না হয়। সেই জন্য রাত্রি অধিক থাকিতেই অনুবচন পাঠ কর্তব্য।

অথবা যখনই অধ্বযু্য প্রৈষমস্ত্র^৬ বলিবেন, তখনই অনুবচন পাঠ করিবেন। অধ্বযু্য প্রৈষমস্ত্র পড়েন, তখন [বৈদিক] বাক্যদ্বয়ে অর্থাৎ উঠ করেন; [পরে] হোতাও [বৈদিক] বাক্যদ্বয়ে উঠাচন পাঠ করেন। এই বাক্যই ব্রহ্ম (বেদ-স্বরূপ) ; সেই জন্য বাক্যে ও ব্রহ্মে যে ফল, এতদ্বারা সেই ফলই লব্ধ হয়।

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রাতরনুবাক

প্রাতরনুবাকের প্রথম শব্দ সম্বন্ধে আখ্যায়িকা—“প্রজাপতৌ...য এবং বেদ”

প্রজাপতি স্বয়ং হোতা হইয়া প্রাতরনুবাক পাঠে উদ্যত হইলে সকল দেবতাই, আমার উদ্দেশেই [উনি] প্রথমে অনুবচন আরম্ভ করিবেন, আমার উদ্দেশেই [করিবেন], এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। সেই প্রজাপতি দেখিলেন, যদি [ইহাদের মধ্যে কোন] একজন দেবতাকে উদ্দেশ করিয় প্রথমে আরম্ভ করি, তাহা হইলে অন্য দেবতাগণ কিরূপ ক্রমানুসারে আমার লব্ধ হইবেন;—ইহা ভাবিয়া (অর্থাৎ অপক্ষপাত

(৬) অধ্বযু্য হোতাকে প্রাতরনুবাক পাঠার্থ ও অস্ত্র ঋত্বিজগণকে অস্ত্র কর্ণের জন্য অমুণ্ড করেন।

দেখাইবার জন্য) তিনি “আপো রেবতীঃ” : এই ঋক্ দর্শন^১ করিলেন। কেন না, অপ্সমূহই (জলই) সকল দেবতার স্বরূপ; রেবতীসমূহও সকল দেবতার স্বরূপ। তিনি এই ঋক্ দ্বারা প্রাতরনুবাক আরম্ভ করিলেন ; তাহাতে সেই সকল দেবতাই আমার উদ্দেশ্যেই আরম্ভ হইয়াছে, আমার উদ্দেশ্যেই হইয়াছে, ভাবিয়া আনন্দিত হইলেন। সেই জন্য এই ঋকে প্রাতরনুবাক আরম্ভ করিলে সকল দেবতাই আনন্দিত হন। যে ইহা জানে, তাহার প্রাতরনুবাক সকল দেবতার উদ্দেশ্যেই আরম্ভ হয়।

ঐ ঋকের আখ্যায়িকা দ্বারা প্রশংসা—“তে...দেবাঃ”

সেই দেবগণ ভয় করিয়াছিলেন, যেমন ওজস্বী (দৈহিক সামর্থ্যযুক্ত) ও বলবান্ (সৈন্যসহায়) ব্যক্তির। [দুর্বলের ধন হরণ করে], সেইরূপ এই অশ্বরেরা আমাদের এই প্রাতঃকালের যজ্ঞ (প্রাতরনুবাক) অপহরণ করিবে। তখন ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা ভয় করিও না, আমি প্রাতঃকালেই উহাদের (অশ্বরদের) প্রতি তিন কারণে সমৃদ্ধ বজ্র প্রহার করিব। ইহা বলিয়া সেই [“আপো রেবতীঃ” ইত্যাদি] ঋক্ পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ ঋকের দেবতা ‘অপো নপ্তা’,—সেই কারণে উহা বজ্রস্বরূপ ; উহার ছন্দ ত্রিষ্টুপ্, সেই [দ্বিতীয়] কারণে উহা বজ্রস্বরূপ ; উহা বাক্য, এই [তৃতীয়]

(১) আপো রেবতীঃ ক্ষয়থা হি বখঃ ক্রতুং চ'ভজঃ বিভূতামৃতক। রায়চন্দ্র ই স্বপত্যন্ত পত্নীঃ সরস্বতী তদ্ গুণতে বয়োধাৎ ॥ (১০।৩০।১২) ঐ মন্ত্রে প্রাতরনুবাক আরম্ভ করিতে হয়। তার পর বিভিন্ন দেবতার উদ্দিষ্ট বিহিত ছন্দের মন্ত্র পাঠ হয়। রায়ো ধনানি যাসাং মন্তীতি রেবতাঃ (সাধারণ)। ধনবস্তাহেতু সকল দেবতাই রেবতী।

(২) প্রজাপতি স্বয়ং বৈদিক মন্ত্রের ত্রুটী। কেন না বেদ অপৌরুষেয়।

কারণে উহা বজ্রস্বরূপ । [তৎপরে ইন্দ্র] উহাদের প্রতি তাহা প্রহার করিলেন ও তদ্বারা উহাদিগকে হত্যা করিলেন । তাহাতে দেবগণ জয়লাভ করিল ও অশুরেরা পরাভূত হইল । যে ইহা জানে, সে স্বয়ং জয়লাভ করে ও তাহার দ্বেষকর্তা পাপী শত্রু পরাভূত হয় ।

সেই জন্ত ঐ ঋক্ তিনবার পাঠ করিবে—“তদাহঃ...প্রজাতিঃ”

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, যে এই ঋকে সকল ছন্দ জন্মাইতে পারে, সেই [উৎকৃষ্ট] হোতা হয় । ইহা তিনবার পাঠিত হইলেই সকল ছন্দের স্বরূপ হয় ; এইরূপেই সকল ছন্দ জন্মে ।

সপ্তম খণ্ড

প্রাতরমুখ্যাক

বিশিষ্ট ফলকামনায় প্রাতরমুখ্যাকে অত্ববিধ ঋক্‌সংখ্যার বিধান—“শতমনুচ্যং... অপরিমিতমেবানুচ্যম্”

আয়ুষ্কামীরা জন্ত শত মন্ত্র পাঠ করিবে । পুরুষ শতায়ুঃ, শতবীৰ্য্য, শতেন্দ্রিয় ; এতদ্বারা তাহাকে আয়ুতে, বীৰ্য্যে ও ইন্দ্রিয়ে স্থাপন করা হয় ।

যজ্ঞকামীরা জন্ত তিনশত ষাটি মন্ত্র পাঠ করিবে । সংবৎসরের দিন তিনশত ষাটি ; তাহা লইয়াই সংবৎসর ; সংবৎসরই প্রজাপতি, প্রজাপতিই যজ্ঞ । ইহা জানিয়া বাহার জন্ত তিনশত ষাটি মন্ত্র [হোতা] পাঠ করেন, যজ্ঞ তাঁহার নিকট প্রণত হয় ।

প্রজাকামীর ও পশুকামীর জন্ম সাত শত বিশ মন্ত্র পাঠ করিবে। সংবৎসরে সাত শত বিশ অহোরাত্র; তাহাদের লইয়া সংবৎসর; সংবৎসরই প্রজাপতি; আর যিনি অগ্রে জাত হইলে তৎপরে এই বিশ্বরূপ (প্রজাপত্বাদিযুক্ত অখিল বস্তু) জন্মগ্রহণ করে, এতদ্বারা (উক্ত-সংখ্যক মন্ত্র পাঠে) [যজমান] সেই অগ্রজন্মা প্রজাপতির পরই প্রজাদ্বারা ও পশুদ্বারা [সমৃদ্ধ হইয়া] জাত (উৎপন্ন) হয়। যে ইহা জানে, সে প্রজাদ্বারা ও পশুদ্বারা [সমৃদ্ধ হইয়া] জাত হয়।

অব্রাহ্মণরূপে কথিতের জন্ম,* বা যে ছরুক্ত (অপবাদগ্রস্ত) রূপে কথিত ও মলিনরূপে স্বীকৃত হইয়া যাগ করে, তাহার জন্ম, আট শত মন্ত্র পাঠ করিবে। গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা; দেবগণ গায়ত্রীদ্বারাই মলিন পাপকে বিনাশ করিয়াছিলেন। এতদ্বারা গায়ত্রীদ্বারাই যজমানের মলিন পাপকে বিনাশ করা হয়। যে ইহা জানে, সে পাপকে বিনাশ করে।

স্বর্গকামীর জন্ম সহস্র মন্ত্র পাঠ করিবে। একদিনে অশ্ব যতদূর যায়, স্বর্গলোক এখান হইতে তাহার সহস্র গুণ দূরে; এতদ্বারা স্বর্গলোকপ্রাপ্তি, [সেখানে] সম্পত্তি (ঐশ্বর্যালাভ) ও [দেবগণসহ] সঙ্গতি (মিলন) ঘটে।

[সর্বকামসিদ্ধির জন্ম] অপরিমিত (শেষ রাত্রিতে সূর্যোদয়ের পূর্বে যত পারা যায় তত) মন্ত্র পাঠ করিবে। প্রজাপতি অপরিমিত; এই যে প্রাতঃন্যাস, তাহা প্রজাপতির উক্ত (প্রিয় স্তুতি); সেই [হোতা] যদি সর্বকামপ্রাপ্তির জন্ম অপরিমিত মন্ত্র পাঠ করে, তবে সেই [যজমানের] সর্ব-

কামনা লব্ধ হয় । যে ইহা জানে, সে সকল কামনা লাভ করে ।
সেই জন্য অপরিমিত মন্ত্র পাঠ করিবে ।

প্রাতঃস্মৃতির উদ্দিষ্ট দেবতা তিন ; অগ্নি, উষা ও অশ্বিনী ; তদনুসারে
উহার তিন ভাগ । প্রত্যেক ভাগে পাঠ্য অনুবচন মন্ত্রের ছন্দের সংখ্যা বিধান—
“সপ্তায়েয়ানি...অভিজিহৈত্যে”

সাতটি ছন্দে অগ্নির উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করিবে ।^১ কেন না,
দেবলোকের সংখ্যা সাতটি । যে ইহা জানে, সে সকল দেব-
লোকেই সমৃদ্ধ হয় । সাতটি ছন্দে উষার উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ
করিবে ; কেন না গ্রাম্য পশুর সংখ্যা সাতটি ।^২ যে ইহা
জানে, সে গ্রাম্য পশুসকল লাভ করে । সাতটি ছন্দে অশ্বি-
নীর উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করিবে ; কেন না, [লৌকিক সপ্ত-
স্বরযুক্ত গানরূপ] বাক্য সাত প্রকারে (সাত স্বরে) কথিত
হয় ; [বৈদিক সামরূপী] বাক্যও তত প্রকারেই কথিত হয় ।
ইহাতে সমস্ত [লৌকিক] বাক্যের ও সমস্ত ব্রহ্মের (বৈদিক
বাক্যের) পরিগ্রহ ঘটে ।

তিন দেবতার উদ্দেশ্যেই মন্ত্র পাঠ করিবে । এই লোক-
ত্রয় (স্বর্গ, অন্তরিক্ষ ও ভূমি) ত্রিবৃত (তিনগাছি সূত্রে প্রস্তুত
রজ্জুর মত মিলিত) ; ইহাতে এই লোকসকলের জয় ঘটে ।

(১) তিন দেবতার পক্ষেই সাতটি ছন্দ বর্ণাক্রমে—গায়ত্রী, অমৃষ্টপূ, ত্রিষ্টপূ, বৃহতী, উষ্ণিক্,
জগতী ও পঙ্তি । (পূর্বে দেখ)

(২) গ্রাম্য পশু সাতটি বোধায়ন মতে—অজ, অশ্ব, গো, মহিষী, বরাহ, হস্তী, অশ্বতরী ।
জাপস্তব মতে—অজ, অবি (মেঘ), গো, অশ্ব, গর্দভ, উষ্ট্র, নর ।

অষ্টম খণ্ড

প্রাতরনুবাক

প্রাতরনুবাকে মন্ত্রপাঠের নিয়ম নির্দেশ—“তদাহঃ...ভেনেতি”

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, প্রাতরনুবাক কিরূপে পাঠ করিবে? [উত্তর] প্রাতরনুবাক ছন্দের ক্রমানুসারে পাঠ করিবে।’ এই যে ছন্দ সকল, ইহারা প্রজাপতির অঙ্গ-স্বরূপ; এবং এই যিনি যাগ করেন, তিনিও প্রজাপতির স্বরূপ। এই জন্য ঐরূপ পাঠ যজমানের পক্ষে হিতকর।

[কাহারও মতে] প্রাতরনুবাক [প্রতি মন্ত্রে] পাদশঃ (প্রত্যেক চরণের পর) [বিরাম দিয়া] পাঠ করিবে। কেন না পশুগণ চতুষ্পাদ; ইহাতে পশুলাভ ঘটে।

[ঐ মতের খণ্ডন] অর্দ্ধ ঋক্ ক্রমেই (প্রতি চরণে বিরাম না দিয়া অর্দ্ধঋক্ পাঠান্তে বিরাম দিয়া) পাঠ করিবে। যেমন [অধ্যয়ন কালে] পাঠ করা হয়, সেইরূপেই পাঠ করিলে প্রতিষ্ঠা ঘটিবে। কেন না পুরুষ (মনুষ্য) দ্বিপ্রতিষ্ঠ (দুই পায়ে প্রতিষ্ঠিত); আর পশুগণ চতুষ্পাদ। এতদ্বারা যজমানকে দ্বিপ্রতিষ্ঠ করিয়া চতুষ্পাদ পশুতে স্থাপনা করা হয়। এই জন্য অর্দ্ধ ঋক্ ক্রমেই পাঠ করিবে।

এ বিষয়ে আবার [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, এই যে [পূর্বোক্ত ক্রমানুসারে ছন্দ পাঠ] ইহা [অক্ষরসংখ্যানুযায়ী ক্রমের] বিপরীত হইয়াও কেন বিপরীত হইল না?

[উত্তর] উহার গথা হইতে বৃহতী ছন্দ অপগত হয় নাই ; তজ্জন্য সেই মতেই (উক্ত ক্রমানুসারেই) পাঠ করিবে ।

প্রাতরনুবাকের মন্ত্র কয়টিতে অক্ষর সংখ্যানুসারে ছন্দের ক্রম এইরূপ হওয়া উচিত ; গায়ত্রী, উষিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী । তাহা হইলে গায়ত্রীতে চব্বিশ অক্ষর হয় ও পরের ছন্দগুলিতে অক্ষরসংখ্যা ক্রমশঃ চারিটি করিয়া বাড়ে । কিন্তু প্রাতরনুবাকে বিহিত ছন্দের ক্রম বিপরীত, অর্থাৎ ঠিক ঐরূপ নহে ; যথা—গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, উষিক্, জগতী, পঙক্তি উভয়-ত্রই বৃহতী ছন্দ মধ্যে অর্থাৎ চতুর্থ স্থানে থাকাতে এই ক্রমবিপর্যয়ায় দোষ হইল না, ইহাই তাৎপর্য্য । (সায়ণ)

প্রাতরনুবাকের প্রশংসা—“আহুতিভাগা.....এবং বেদ”

কোন কোন দেবতা [যজুর্বেদবিহিত] আহুতির ভাগী, অন্য দেবতার [সামবেদগত] স্তোমের ভাগী অথবা [ঋগ্-মন্ত্রময়] ছন্দের ভাগী ; অগ্নিতে যে সকল আহুতি দেওয়া হয়, তাহাতে আহুতিভাগীরা প্রীত হন, আর [স্তোম দ্বারা] যে স্তব করা হয় এবং [ঋক্ দ্বারা] যে প্রশংসা করা হয়, তাহাতে স্তোমভাগীরা ও ছন্দোভাগীরা প্রীত হন । যে ইহা জানে, তাহার প্রতি এই উভয়বিধ (আহুতিভাগী এবং স্তোম-ছন্দোভাগী) দেবতার প্রীত হইয়া অতীক্ৰমপ্রদ হন ।

তেত্রিশজন দেবতা সোমপায়ী, আর তেত্রিশজন সোম-পায়ী নহেন । অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি, বশট্কার, ইঁহার সোমপায়ী ; আর একাদশ প্রযাজ, একাদশ অনুযাজ, একাদশ উপযাজ, ইঁহার সোমপায়ী নহেন, ইঁহারা পশুভাগী । অতএব সোমদ্বারা সোমপায়ীদিগকে ও পশু দ্বারা অসোমপদিগকে প্রীত করা হয় । যে ইহা জানে তাহার প্রতি উভয়বিধ দেবতা প্রীত ও অতীক্ৰমপ্রদ হন ।

এস্থলে প্রযাজ অঘ্রবাজ ও উপযাজ বলিতে পশুকর্মে বিহিত তত্তৎ যাগের উদ্দিষ্ট দেবতাকে বুঝাইতেছে ।

প্রাতরনুবাক সমাপ্তির জন্ত শেষ ঋক্,—“অভূত্বা...ভবন্তি” ।

“অভূত্বা রুশংপশুঃ”^২ এই অন্তিম ঋকে [প্রাতরনুবাক পাঠ] সমাপ্ত করিবে । এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, এই যে অগ্নির উষার ও অশ্বিদ্বয়ের উদ্দিষ্ট ক্রতুর (প্রাতরনুবাকের ভাগত্রয়ের) পাঠ হইল, কিরূপে একটি ঋকে [প্রাতরনুবাক] সমাপ্ত করায় ইহাতে তিনটি ক্রতুর সমাপ্তি হয় ? [উত্তর] “অভূত্বা রুশংপশুঃ”—উষাতে পশুগণ পরস্পরের প্রতি চাহিয়া শব্দ করে—এই [প্রথম চরণ] উষার অনুকূল । “আগ্নিরধায়ি ঋত্বিয়ঃ”—ঋতুতে উৎপন্ন অগ্নির আধান হইল—এই [দ্বিতীয় চরণ] অগ্নির অনুকূল । “অযোজি বাং বৃষণসু রথো দত্সাবমর্ত্যো মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্”—অহে বহু-ধনশালী অশ্বিদ্বয়, তোমাদের অমর্ত্য রথ যোজিত হইয়াছে, আমার মধুর আহ্বান শ্রবণ কর—এই [শেষাৰ্দ্ধ] অশ্বিদ্বয়ের অনুকূল । এইজন্য এই একমাত্র ঋকে সমাপ্ত করিলেও সেই তিন ক্রতু সমস্তই সমাপ্ত হয় ।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

অপোনপ্ত্রীয় সূক্ত

পশুখাগের পর বসতীবরী নামক জল নদী বা অত্র জলাশয় হইতে আনিয়া রাখা হয়। পরদিন উহার সহিত একধনা নামক জল কলসে করিয়া আনিয়া উভয় জল মিশান হয়। এই জল সোমভিববের জন্ত অর্থাৎ সোম ছেঁচিয়া রস নিষ্কাশনের জন্ত ব্যবহৃত হয়। একধনা আনিয়া বসতীবরীর সহিত মিশাইবার সময় অপোনপ্ত্রীয় সূক্ত পাঠ করিতে হয়। ঐ সূক্ত সম্বন্ধে আখ্যায়িকা—“ঋষয়ো বৈ.....কুরুতে”

পুরাকালে ঋষিগণ সরস্বতীতীরে সত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ইলুমপুত্র কবয়কে, এই দাসীপুত্র কিতব

(১) দ্বাদশদিনের অধিকদিনব্যাপী বহু যজ্ঞমানের পক্ষে অমুষ্ঠিত বাগকে সত্র বলে। কোষীতকিত্রাঙ্কে উক্ত সত্রসম্বন্ধে নিম্নোক্ত আখ্যায়িকা আছে—

“মাধ্যমাঃ সরস্বত্যাং সত্রমাসত তদ্ধাপি কববো মধ্যে নিবসাদ। তং হেম উপোদ্ধদাত্তা বৈ স্বং পুত্রোহসি ন বয়ং ত্বয়া সহ ভক্ষরিয়াম ইতি। স হ ক্রুদ্ধঃ প্রভ্রবন্ সরস্বতীমেতেন সূক্তেন তুষ্টাব। তং হেমমধেয়ায়। ত উ হেনে নিরাগা ইব মনিরে তং হাষাবৃত্যোচুর্ধ্বং নমস্তে অস্ত মা নো হিংসীষ্যং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠোহসি যং ত্বেমমধেতীতি। তং হ যজ্ঞপরাং চক্লুস্তস্ত হ ক্রোধং বিনিহ্ন্যঃ। স এব কববস্যোষ মহিমা সূক্তস্য চানুবেদিত।” (কোষীতকি ত্রাঙ্ক ১২।৩)

মধ্যম ঋষিগণ (গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ [আশ্ব-গৃহ-সূ-৩।৪]) সরস্বতীতীরে সত্রানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কবব আসীন ছিলেন। সেই ঋষিগণ তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন, “তুমি ত দাসীর পুত্র, আমরা তোমার সহিত ভোজন করিব না।” তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলেন এবং ঐ সূক্ত দ্বারা সরস্বতীকে তুষ্ট করিলেন। সেই সরস্বতী তাঁহার অনুগমন করিলেন। তখন তাঁহারা (ঋষিগণ) তাঁহাকে নির্দোষ বলিয়া বুঝিলেন ও তাঁহার পক্ষান্তে গমন করিয়া বলিলেন, অহে ঋষি, তোমাকে প্রণাম; তুমি আমাদের হিংসা করিও না;

(দ্যুতাসক্ত) অত্রাক্ষণ কিরূপে আমাদের মধ্যে দীক্ষা গ্রহণ করিল, এই বলিয়া সোমযাগ হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন; এবং পিপাসা ইহাকে বিনাশ করুক, সরস্বতীর জল যেন এ পান করিতে না পায়, ইহা বলিয়া তাঁহাকে [সরস্বতীর] বাহিরে জলহীন দেশে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেই কবচ বাহিরে জলহীনদেশে অপসারিত হইয়া পিপাসায় আক্রান্ত হইয়া “প্র দেবত্ৰা ব্রহ্মণে গাতুরেতু” ইত্যাদি অপোনপ্ত্রীয় (অপোনপ্ত্র-দৈবত) সূক্ত^১ দর্শন করিয়াছিলেন। তদ্বারা (ঐ সূক্তজপে) তিনি অপদেবতার প্রিয় ধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সরস্বতী [নদীও] তাঁহার চারিদিকে আসিয়া ধাবিত (প্রবাহিত) হইয়াছিলেন। সেই হেতু, সরস্বতী যেখানে ইহাঁর চারিদিকে পরিস্রুত (প্রবাহিত) হইয়াছিলেন, সেই স্থানকে এখনও ‘পরিসারক’ [এই নামে] ডাকা হয়।

সেই ঋষিগণ তখন [পরস্পর] বলিলেন, দেবগণ এই কবচকে জানিয়াছেন, [অতএব] ইহাকে আমরা নিকটে

ভূমি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু এই সরস্বতী তোমার অনুগমন করিতেছেন।” তখন তাঁহারা তাঁহাকে বজ্রের অধাক্ষ করিয়া তাঁহার ক্রোধ অপনোদন করিলেন। ইহাই কবচের মহিমা এবং তিনিই সেই সূক্তের প্রকাশক। পুনশ্চ—

“তন্ম স্য পুরা বজ্রমুহো রক্ষাংসি তীর্থেষাপো গোপারস্তি। তদেকেকোহপোহচ্ছ জগ্মুস্তত এব তান্ সর্কান্ জব্বুস্ত এব তৎ কবচঃ সূক্তমপশ্রুৎ পঞ্চদশর্চৎ প্র দেবত্ৰা ব্রহ্মণে গাতুরেতু ইতি তদম্বব্রবীন্তেন বজ্রমুহো রক্ষাংসি তীর্থেষোহপাহন” (কৌষীতিকিব্রাহ্মণ ১২।১)।

পুরাকালে বজ্রবিদ্রকারী রাক্ষসেরা তীর্থ সকলের জল রক্ষা করিত। তখন কেহ কেহ জল লইতে আসিলে সেই রাক্ষসেরা তাহাদের সকলকে হত্যা করিত। তখন কবচ “প্র দেবত্ৰা ব্রহ্মণে গাতুরেতু” ইত্যাদি পঞ্চদশ ঋক্যুক্ত সূক্ত দর্শন করিলেন ও সেই সূক্ত পাঠ করিলেন। তদ্বারা তিনি সেই বজ্রবিদ্রকারী রাক্ষসদিগকে তীর্থ হইতে অপসারিত করিলেন।

(২) দশমমণ্ডল, ৩০. সূক্ত। ঐ সূক্তের ঋষি কবচ ঐল্লব। দেবতা আপঃ অথবা অগাং নপাৎ।

আহ্বান করিব। তাহাই হউক, বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে সমীপে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সমীপে আহ্বান করিয়া “প্র দেবত্রো ব্রহ্মণে গাতুরেতু” ইত্যাদি অপোনপ্ত্রীয় সূক্ত প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তদ্বারা তাঁহারা অপ্‌দেবতাগণের প্রিয় ধামের ও দেবগণের সামীপ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যে ইহা জানে ও যে ইহা জানিয়া এই অপোনপ্ত্রীয় সূক্ত প্রয়োগ করে, সে অপ্‌দেবতাগণের প্রিয় ধামের ও দেবগণের সামীপ্য প্রাপ্ত হয় ও পরম লোক জয় করে।

ঐ সূক্তপাঠের নিয়ম—“তৎ সন্ততং...ভবতি”।

ঐ সূক্ত অবিচ্ছেদে (বিনা বিরামে^৩) পাঠ করিবে। যে স্থানে ইহা জানিয়া এই সূক্ত অবিচ্ছেদে পাঠ করা হয়, সেখানে পৰ্জ্জন্ম (মেঘ) প্রজাগণের উদ্দেশে অবিচ্ছেদে বর্ষণ করেন। যদি [প্রত্যেক চরণের পর বা অর্দ্ধ ঋকের পর] বিরাম দিয়া পাঠ করা হয়, তাহা হইলে পৰ্জ্জন্ম প্রজাদিগের উদ্দেশে [ভূগিতে বর্ষণ না করিয়া] পর্বতে বর্ষণ করেন। সেই জন্ম অবিচ্ছেদেই পাঠ করিবে। এই সূক্তের প্রথম মন্ত্র তিনবার অবিচ্ছেদে পাঠ করিবে। তাহা হইলে ঐ সমস্ত সূক্তই অবিচ্ছেদে পাঠ করা হইবে।

(৩) পূর্বোক্ত প্রাতঃসম্বাক অর্দ্ধ ঋকের পর অবসান দিয়া পাঠ করিতে হয়। এখানে সেইরূপ অবসানের বা বিরামের নিষেধ হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড

অপোনপ্ত্রীয় সূক্ত

সূক্তগত মন্ত্রপাঠের নিয়ম—“তা এতা . . . দশমীম্”

এই সেই (সূক্তমধ্যে প্রথম হইতে নবম পর্য্যন্ত) নয়টি ঋক্ অবিচ্ছেদে (কোন ছুই মন্ত্রের মধ্যে বিরাম না দিয়া) পাঠ করিবে। “হিনোতা নো অধ্বরং দেবযজ্যা”^১ এই মন্ত্রকে দশম করিবে।

অর্থাৎ নবম ঋক্ পাঠের পর “আববৃত্তীরধ” ইত্যাদি দশম ঋক্‌টিকে পরিত্যাগ করিয়া তৎপরবর্ত্তী “হিনোতা নো অধ্বরং” ইত্যাদি একাদশ ঋক্‌কেই দশমের স্থানে পড়িবে। পরিত্যক্ত ঋক্‌পাঠের সময়-বিধান “আববৃত্তীঃ... একধনাম্”।

“আববৃত্তীরধ নু দ্বিধারা”^২ এই [পরিত্যক্ত দশম] ঋক্ একধনা [জল] লইয়া আসিবার সময়ে [পাঠ করিবে]।

হোতা প্রোতরহুবাক পাঠ করিলে পর অধ্বর্যু হোম করেন ও হোতাকে অপোনপ্ত্রীয় সূক্তপাঠার্থ অমুজ্জা করেন। হোতা ঐ সূক্তের প্রথম নয় মন্ত্র ও একাদশ মন্ত্র পাঠ করিলে কয়েকজন লোকে অধ্বর্যুর আদেশে নদী বা পুষ্করিণী হইতে কলসে করিয়া জল আনয়ন করেন। ঐ জলের নাম একধনা। যাহারা একধনা লইয়া আসে, তাহাদের নাম একধনী। একধনা লইয়া আসিবার সময়ে হোতা ঐ সূক্তের দশম ঋক্ (“আববৃত্তীরধ” ইত্যাদি) পাঠ করেন। তৎপরে ঐ জল লইয়া নিকটে আসিলে হোতা যখন তাহা দেখিতে পান, তখন ঐ সূক্তের ত্রয়োদশ মন্ত্র পাঠ করেন, যথা—“প্রতি যদাপো.....প্রতিদৃশমানাম্”

“প্রতি যদাপো অদৃশমায়তীঃ”^৩ এই মন্ত্র হোতা যখন [ঐ একধনা] দেখিতে পান, তখন পাঠ করিবে।

তৎপরে অস্ত্র সূক্তের অন্তর্গত অস্ত্রান্ত মন্ত্রপাঠের সময়নির্দেশ—“আ ধেনবঃ
.....সমায়তীষু”

“আ ধেনবঃ পয়সা তূর্য্যর্থাঃ”^১ এই মন্ত্র [ঐ জল চাত্বালের^২
নিকট] আনিবার সময় [পাঠ করিবে]। “সমন্যা যন্ত্যপ
যন্ত্যান্যাঃ”^৩ এই মন্ত্র [ঐ জল হোতৃচমসে] সংযুক্ত করিবার
সময় পাঠ করিবে।

পূর্বদিন পশুযোগের পর বসতীবরী নামক জল আনিয়া বেদির উপর রাখা
হইয়াছিল। পরদিন উন্নতা নামক ঋত্বিক^৪ সেই বসতীবরী জল ও হোতার চমস^৫
চাত্বালে লইয়া আসেন। মৈত্রাবরণের পরিচারক চমসাধ্বর্যু, একধনী পুরুষগণ
কর্তৃক আনীত একধনা জল ও মৈত্রাবরণের চমস আনেন। হোতার চমসে
বসতীবরী ও মৈত্রাবরণের চমসে একধনা রাখা হয়। তৎপরে অধ্বর্যু উভয়
চমস পরস্পর সংযুক্ত করেন। সেই সময়ে হোতা ঐ মন্ত্র (“সমন্তা যন্তি” ইত্যাদি)
পাঠ করেন। তৎপরে পরবর্তী মন্ত্রপাঠকালে দুই জল মিশান হয়।

ঐ মন্ত্রের প্রশংসার্থ আধ্যাত্মিকা—“আপো বা.....এবং বেদ”

এই যে বসতীবরী যাহা [সূত্যার] পূর্বদিনে আর এই
যে একধনা যাহা [সেই দিন] প্রাতঃকালে সংগৃহীত হয়, এই
[উভয়বিধ] জল, আমরাই আগে যজ্ঞ নির্বাহ করিব, আমরাই
[আগে করিব], এই বলিয়া [পরস্পর] স্পর্ধা (বিবাদ)

(১) ৫।৪৩।১।

(২) বেদির পার্শ্বে নির্দিষ্ট স্থানবিশেষের নাম চাত্বাল।

(৩) ২।৩৫।৩।

(৪) অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে বোল জন ঋত্বিক থাকেন। হোতা, ব্রহ্মা, অধ্বর্যু ও উলপাতা এই চারি
জন প্রধান। তদ্বিত্ত বারজন সহকারী ঋত্বিকের নাম যথাক্রমে—মৈত্রাবরণ, ব্রাহ্মণাচ্ছসী,
প্রতিশ্রব্ধাতা, প্রস্তোতা, অচ্ছাবাক, আগ্নীধ্র, নেষ্টা, প্রতিহর্তা, গ্নাবন্তং, পোতা, উন্নতা, সূত্রকণা।
এই বোল জন ঋত্বিক ব্যতীত দশ জন চমসাধ্বর্যু ও কতিপয় পরিকর্মী (পরিচারক)
আবশ্যক হয়।

(৫) চমস—চামচ। চমস দ্বারা সোমঃসাদি গ্রহণ করা হয়।

করিয়াছিল। ভৃগু (তন্মামক ঋষি) দেখিলেন, সেই জলেরা [পরস্পর] স্পর্শ করিতেছে ; তাহা দেখিয়া তিনি “সমন্যা যন্ত্যপ যন্ত্যান্যাঃ” এই ঋক্ দ্বারা তাহাদিগের মিলন করিয়া দিলেন। তখন তাহারা [বিবাদ ত্যাগ করিয়া] মিলিত হইল। যে ইহা জানে, তাহাদের [উভয়বিধ] জল মিলিত হইয়া যজ্ঞ নির্বাহ করে।

এইজ্ঞ উভয় জল চমসদ্বয়ে আনিয়া চমসদ্বয় সংযোগের সময় ঐ মন্ত্রপাঠের প্রযোজ্যতা। তৎপরে উভয় জল হোতার চমসে মিশান হয়। যথা—“আপো ন... তদাহ”

“আপো ন দেবী উপয়ন্তি হোত্রিয়ম্” এই মন্ত্র বসন্তীবরী ও একধনা [উভয়] জল হোতার চমসে সেচনের সময় [পাঠ করিবে]। সেই সময়ে “অবেরপোহধ্বর্য্য উ”—অহে অধ্বর্য্য, [উভয়] জল পাইয়াছ কি ?—এই মন্ত্রে হোতা অধ্বর্য্যকে প্রশ্ন করেন। [ঐ উভয়] জলই যজ্ঞস্বরূপ ; [সেই হেতু] ঐ প্রশ্নে “যজ্ঞকে পাইয়াছ কি ?” ইহাই জিজ্ঞাসা করা হয়। [অনন্তর] “উতেমনন্নমুঃ”—উহা ঠিকই পাইয়াছি—অধ্বর্য্য এই উত্তর দেন। এই উত্তরে, “[অহে হোতা] উহাই (ঐ উভয়বিধ জলই) তুমি দেখ,” ইহাই বলা হয়।

তৎপরে হোতা একটি নিগদ মন্ত্র অধ্বর্য্যর উদ্দেশে পাঠ করিয়া আসন হইতে উত্থান করেন। সেই নিগদ মন্ত্র—“তাস্ম... প্রতুষ্ঠিষ্ঠতি”।

“অহে অধ্বর্য্য, বসুমান্ রুদ্রবান্ আদিত্যবান্ ঋভুমান্ বিভূ-
মান্ বাজবান্ (অন্নযুক্ত) বৃহস্পতিবান্ বিশ্বদেব্যবান্ ইন্দ্রের
উদ্দেশে, ঐ [উভয়বিধ] জলে মধুমান্ (মধুর) ঋষ্টিপ্রদ তীব্র-
(অবশ্যজ্ঞাবী)-ফলপ্রদ বহুল-অনুষ্ঠানযুক্ত সোমের অভিষব কর ;

যে সোম পান করিয়া ইন্দ্র বৃত্রগণকে (শক্রগণকে) হত্যা করিয়া-
ছিলেন, তদ্বারা সেই যজমান উৎপন্ন পাপসমূহ হইতে
উত্তীর্ণ হউন ; “ও” এই মন্ত্র দ্বারা [হোতা] [সেই উভয়
জলের] প্রত্যাখান করিবে ।

উভয়বিধ জলের অভ্যর্থনার জন্ত এইরূপ প্রত্যাখান বিধেয়, যথা—“প্রত্যাখ্যেয়া
বৈ.....প্রত্যাখ্যেয়াঃ” ।

[এই উভয়] জলের প্রত্যাখান কর্তব্য । কোন পূজ্য
ব্যক্তি আগত হইলে [লোকে তাহার সম্মানার্থ] প্রত্যাখান
করে ; এই জন্ত উহাদেরও প্রত্যাখান কর্তব্য ।

প্রত্যাখানের পর উহার অনুগমন কর্তব্য, যথা—“অনুপর্য্যাবৃত্ত্যাঃ.....
অনুপ্রপত্তব্যম্” ।

উহাদের পশ্চাতে অনুগমনও কর্তব্য । পূজ্য ব্যক্তির
পশ্চাতে অনুগমন করা হয় ; সেই জন্ত উহাদের অনুগমন
কর্তব্য । [উক্ত নিগদ] পাঠ করিতে করিতেই অনুগমন
কর্তব্য । যদিও অন্য ব্যক্তি যাগ করে (অর্থাৎ হোতা স্বয়ং
যাগ করেন না, যজমানই যাগকর্তা), তথাপি [এরূপ করিলে]
হোতা যশোলাভে সমর্থ হন ; সেই জন্ত [এই মন্ত্র] পাঠ করিতে
করিতেই অনুগমন কর্তব্য ।

অনুগমনকালে পাঠ্য অস্ত্র ঋকের বিধান—“অম্বয়ো.....বৃদ্ধবেৎ”

“অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভিঃ” * এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে
অনুগমন করিবে । [এই ঋকে] “জাময়ো অধ্বরীয়তাম্ পৃথ্বী-
র্মধুনা পয়ঃ” এই [শেবাংশ] যে ব্যক্তি মধুলাভের (সোম-
লাভের) অযোগ্য, সেও যশোলাভ ইচ্ছা করিলে [পাঠ করিবে] ।

ঐ ঋকের অর্থ—[ঐ উভয় জল] যজ্ঞ-সম্পাদনেচ্ছুগণের ব্রাহ্মণ্যনীয় ও মাতৃসদৃশ হইয়া আপনার জল মধুর (সোমরসের) সহিত মিশ্রিত করিয়া পথে গমন করে। বিশেষ ফলকামনায় অত্যান্ত ঋকের বিধান, যথা—“অসূর্য্যাঃ... পশুকামঃ” ।

তেজস্কামী ও ব্রহ্মবর্চসকামী “অসূর্য্যা উপসূর্য্যে যাভির্বা সূর্য্যাঃ সহ” এই মন্ত্র, এবং পশুকামী “অপো দেবীরূপশ্বয়ে যন্তে গাবঃ পিবন্তি নঃ” এই মন্ত্র পাঠ করিবে ।

পূৰ্ব্বোক্ত তিন মন্ত্রপাঠের ফল—“তা এতাঃ.....এবং বেদ” ।

ঐ সকল কামনাপ্রাপ্তির জন্য ঐ সকল মন্ত্র (ঐ তিনটি মন্ত্র) পাঠ করিতে করিতে অনুগমন করিবে । যে ইহা জানে, সে ঐ সকল কামনাই প্রাপ্ত হয় ।

অন্ত ছই মন্ত্রের কালনির্দেশ—“এমা.....পরিদধাতি” ।

“এমা অগ্নন্ রেবতীর্জীব ধন্যা” এই মন্ত্র বসন্তীবরী ও একধনা [বেদিতে] রাখিবার সময় পাঠ করিবে । [বেদিতে] স্থাপিত হইলে পর “আগ্নম্নাপ উশতীর্বিহিরেদম্” এই মন্ত্র দ্বারা অনুবচন সমাপ্ত করিবে ।

তৃতীয় খণ্ড

উপাংশুগ্রহ—অন্তর্যামগ্রহ

অপোমপ্ত্রীয় পাঠের পর অধ্বর্য্য উপাংশুগ্রহ ও অন্তর্যামগ্রহ হইতে লোম রস লইয়া হোম করেন ; তখন হোতা অন্তর্যামের মন্ত্র পড়িবেন, যথা—“শিরো বাবিসৃজ্যেত” ।

এই যে প্রাতরনুবাক, ইহা যজ্ঞের মন্তকস্বরূপ ; উপাংশু

ও অন্তর্যাম (তন্মামক গ্রহদ্বয়) প্রাণস্বরূপ ও অপানস্বরূপ ; এবং বাক্য বজ্রস্বরূপ । এইজন্য উপাংশু ও অন্তর্যাম আছতি না হওয়া পর্য্যন্ত [হোতা] বাক্য ত্যাগ করিবে না (যুদ্ধ-স্বরে মন্ত্র পাঠ করিবে) ।

উপাংশু ও অন্তর্যাম নামক গ্রহদ্বয় ' হইতে আহবনীয়ে আছতি দেওয়া হয় । ঐ সময়ে হোতা উচ্চে মন্ত্র পাঠ করিবেন না ।

এ বিষয়ে হেতুপ্রদর্শন—“যদহত্যো....বিসৃজেত”

যদি উপাংশু ও অন্তর্যামের আছতি না হইতেই বাক্য ত্যাগ করেন, তাহা হইলে [হোতা] বাক্যরূপ বজ্র দ্বারা যজমানের প্রাণ বহির্গত করেন । যদি সেই সময়ে কেহ হোতাকে বলে, ইনি বাক্যরূপ বজ্রদ্বারা যজমানের প্রাণ বহির্গত করিয়াছেন, অতএব প্রাণ ইহাকে (যজমানকে) পরিত্যাগ করিবে ;—তাহা হইলে অবশ্যই তাহা (যজমানের প্রাণহানি) ঘটে । অতএব উপাংশু ও অন্তর্যামের আছতি না হইলে বাক্য ত্যাগ করিবে না ।

উপাংশুহোম ও অন্তর্যামহোমের পর বাক্যত্যাগের বিধান—“প্রাণং যচ্ছবেদ” ।

“প্রাণং যচ্ছ স্বাহা স্বাহ সূর্য্যায়”—হে শোভনহোম-সম্পাদক [উপাংশুগ্রহ], সূর্য্যের উদ্দেশে সম্যকভাবে তোমার

(১) সোমবাগের শেষ দিনে সোমলতা হইতে সোমরস নিক্রান্ত করিয়া ঐ রস আছতি দেওয়া হয় ও উহা ঋত্বিকেরা ও যজমান পান করেন । ইহাই সোমবাগের প্রধান অনুষ্ঠান । ইহার নাম সবন । দিবসের মধ্যে তিনবার সবন হয়—প্রাতঃসবন, মাধ্যক্ষিনসবন ও তৃতীয় সবন । অভিষুক্ত সোমরসের নাম গ্রহ । যে পাত্রে সোমরস রক্ষিত হয়, তাহাকেও গ্রহ বলে । যে পাত্রে সোমরস লইয়া পান করা হয়, উহা চমস । প্রাতঃসবনে নিম্নোক্ত গ্রহের ব্যবহার আছে । উপাংশু, অন্তর্যাম, ঐন্দ্রবায়ব, নৈত্রাবরুণ, আশ্বিন, শুক্র, মরীচী, আশ্রয়ণ, উক্খ, ক্রব, দ্বাদশ যজুঃগ্রহ, ঐন্দ্রাগ্র ও বৈশ্বদেব ।

হোম করিতেছি, তুমি [যজমানে] প্রাণ দান কর—এই বলিয়া উপাংশুগ্রহের উদ্দেশে মন্ত্র [অনুচ্চস্বরে] পাঠ করিবে ও “প্রাণ প্রাণং মে যচ্ছ”—হে প্রাণ, আমাকে প্রাণ দাও—এই মন্ত্রে তাহার উদ্দেশে শ্বাস গ্রহণ করিবে। “অপানং যচ্ছ স্বাহা ত্বা স্ত্বহব সূর্য্যায়”—এই বলিয়া অন্তর্যামের উদ্দেশে মন্ত্র [অনুচ্চস্বরে] পাঠ করিবে ও “অপানাপানং মে যচ্ছ” এই মন্ত্রে তাহার উদ্দেশে শ্বাস ত্যাগ করিবে। [তদনন্তর] “ব্যানায় ত্বা”—ব্যানবায়ুর জন্ত তোমাকে [স্পর্শ করিতেছি]—এই বলিয়া উপাংশু-সবন^১ (তন্মাক) পাষণকে স্পর্শ করিয়া বাক্য ত্যাগ করিবে (উচ্চস্বরে কথা কহিবে)। এই উপাংশুসবনই আত্মা। এতদ্বারা (ঐ পাষণ স্পর্শ দ্বারা) হোতা আত্মাতেই (শরীরেই) প্রাণ স্থাপিত করিয়া পূর্ণায়ু লাভ করিয়া বাক্য ত্যাগ করেন। তাহাতে পূর্ণ আয়ু লাভ ঘটে। যে ইহা জানে সে পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হয়।

চতুর্থ খণ্ড

বহিস্পবমান স্তোত্র

উপাংশুহোম ও অন্তর্যামহোমের পর অভিসৃত সোমরস ঐক্সবারবাদি গ্রহে হোমের জন্ত রাখা হয়। তৎপরে অধ্বর্য্য, প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা, উদগাতা ও ব্রহ্মা এই পাঁচজন ঋত্বিক ও তৎপরে যজমান ক্রমান্বয়ে হাত ধরাধরি করিয়া চাত্বাল

(২) সোমভিষবের জন্ত অর্থাৎ জলসিক্ত সোম কুটিরা তাহা হইতে রস নিকাশনের জন্ত যে পাষণ-খণ্ড ব্যবহার হয়, সেই পাষণের উল্লেখ হইতেছে। উপাংশুহোমের অর্থাৎ উপাংশুগ্রহ হইতে আহ-তির নিমিত্ত সোমরস নিকাশনের জন্ত যে পাষণখণ্ড ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম উপাংশুসবনপাষণ।

অভিমুখে বহিষ্পবমান স্তোত্র ' গানের জন্ত প্রসর্পণ (গমন) করেন ; সকলে উপবেশন করিলে হোতা তাঁহাদের অনুমন্ত্রণ করেন। হোতা ঐ সময়ে অগ্ন্যাক্ত ঋত্বিকের সহিত যাইবেন কি না, তৎসম্বন্ধে বিচার—“তদাহঃ:.....তথা স্তাৎ”

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, [হোতাও ঐ সঙ্গে] যাইবেন, কি যাইবেন না ? কেহ কেহ বলেন, যে [হোতাও] যাইবেন। এই যে বহিষ্পবমান, ইহা দেবগণের ও মনুষ্যগণের ভক্ষ্য, সেইজন্য ইহার উদ্দেশে সকলেই যাইবেন, ইহাই তাঁহারা বলেন। কিন্তু [ঐ ব্রহ্মবাদীদের] এই মত এই [প্রসর্পণ] বিষয়ে আদরণীয় নহে। [কেন না] যদি হোতা [প্রসর্পণকারী উদগাতার পশ্চাৎ] গমন করেন, তাহা হইলে ঋক্কে সামের অনুগামী করা হইবে।^১

এই সময়ে যদি কেহ সেই হোতাকে বলে, এই হোতা সামগানকারীর (উদগাতার) পশ্চাদ্গামী হইয়াছে ও উদগাতা-তেই [নিজের] যশ স্থাপন করিয়াছে ও [আপনার উচ্চতর] পদবী হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, এখন এই ব্যক্তি [আপনার] পদবী হইতে ভ্রষ্ট হইবে;—তাহা হইলে অবশ্যই তাহা [স্বপদ হইতে ভ্রংশ] ঘটিবে। এই জন্ত [হোতা] সেইখানে

(১) “উপাস্তৈ গায়তা নরঃ” ইত্যাদি নয়টি মন্ত্রাঙ্ঘ্রিত নবম মণ্ডলের একাদশ সূক্ত সামগায়ী ঋত্বিকগণ গান করেন। যাহা গান করা যায়, তাহার নাম স্তোত্র। ঐ সূক্তটি যখন গীত হয়, তখন তাহার নাম বহিষ্পবমান স্তোত্র। প্রস্তোতা উদগাতা ও প্রতিহর্তা এই তিনজন সামগায়ী ঋত্বিকে উহা গান করেন। গানের পূর্বে সামগায়ীরা বহিষ্পবমানের উদ্দেশে চর ভক্ষণ করেন। হোতা উহা ভক্ষণ করেন না। সেই বহিষ্পবমান চরকেই দেবগণের ও মনুষ্যগণের ভক্ষ্য বলা হইল।

(২) হোতার কর্তব্য ঋকপাঠ, উদগাতার কর্তব্য সামগান। ঋক মন্ত্রেরই গান করিলে তাহা সাম হয়। এজন্ত সাম ঋকের পশ্চাদ্গামী। যে পশ্চাদ্গামী সে নিকৃষ্ট, যে পুৰোগামী সে উৎকৃষ্ট।

(স্বস্থানে) উপবিষ্ট হইয়াই [অশ্ব ঋত্বিকগণের দিকে চাহিয়া] মন্ত্রপাঠ করিবে ।

হোতৃপাঠ্য মন্ত্র যথা—“যো দেবানাং...এবং বেদ”

“যো দেবানামিহ সোমপীথো যজ্ঞে বর্হিষি বেদ্যাম্ । তস্তাপি ভক্ষয়ামসি”—এই যজ্ঞে যে বেদি ও যে বর্হিঃ আছে, তাহাতে দেবগণের যে সোমপীথ (সোমযাগে ভক্ষণীয় বহিষ্পবমান চরু) আছে, তাহার অংশ আমরা ভক্ষণ করিব—এই মন্ত্র পাঠ করিলে হোতার আত্মা সোমপীথ (সোমপান) হইতে বঞ্চিত হয় না । তৎপরে “মুখমসি মুখং ভূয়াসম্”—[হে বহিষ্পবমান], তুমি [যজ্ঞের] মুখ, আমিও মুখ (মুখ্য বা প্রধান) হইব—এই মন্ত্রে এই যে বহিষ্পবমান, ইহাকেই যজ্ঞের মুখস্বরূপ বলা হয় । যে ইহা জানে, সে আত্মীয় মধ্যে মুখ (প্রধান) হয় ও আত্মীয় মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় ।

মিত্রাবরুণের উদ্দেশে সবনীয় সোমরসে পয়স্তা (দধি) মিশাইতে হয় ; তৎ-সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক—“অশ্বরী...নিরকুরুতাম্”

অশ্বরজাতীয়া দীর্ঘজিহ্বী দেবগণের উদ্দিষ্ট প্রাতঃসবন [জিহ্বাদ্বারা] লেহন করিয়াছিল ; তদ্বারা ঐ [সোমরস] আরও মত্ততাজনক হইয়াছিল । সেই দেবগণ [মাদকতা নিবারণের উপায়] জানিতে ইচ্ছা করিয়া মিত্র ও বরুণকে বলিলেন, এই প্রাতঃসবনকে নির্দোষ কর । তাঁহারা (মিত্র ও বরুণ) বলিলেন, “তাহাই করিব ; তবে আমরা বরপ্রার্থনা করিতেছি ।” [দেবগণ বলিলেন] “প্রার্থনা কর” । তখন তাঁহারা প্রাতঃসবনে পয়স্তাকেই বরস্বরূপে প্রার্থনা করিলেন । সেইজন্য এই সেই পয়স্তা (দধি) ইহাঁদের বরস্বরূপে প্রার্থিত হওয়ায় কখনও ইহা-

দিগকে ত্যাগ করে না। এই হেতু সেই প্রাতঃসবনে সেই [দীর্ঘজিহ্বী] যাহাকে মাদকতাজনক করিয়াছিল, তাহা এই পয়স্শা দ্বারা সমুদ্রই হইল। কেন না মিত্র ও বরুণ সেই মাদক দ্রব্যকে সেই দধি দ্বারা নির্দোষ করিয়াছিলেন।

পঞ্চম খণ্ড

সবনীয় পুরোডাশবিধান

সবনকর্মে পুরোডাশবিধান—“দেবানাং বৈ.....অগ্নিস্ত”

দেবগণ সবনসমূহ ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহারা এই [পশ্চাত্ত্ব পঁচটি] পুরোডাশকে দেখিয়াছিলেন এবং সবনসমূহকে ধরিবার জন্য প্রত্যেক সবনে [আহুতিরূপে] ঐ পুরোডাশ সকল নির্বপণ করিয়াছিলেন। তখন সেই সবনসমূহ তাঁহাদের জন্য ধৃত হইল। সেই সবনসমূহ ধরিবার জন্য প্রত্যেক সবনে যে পুরোডাশ নির্বপণ হয়, তাহাতেই সবনসমূহ দেবগণের উদ্দেশে ধৃত হইয়া থাকে।

পুরোডাশ শব্দের ব্যুৎপত্তি—“পুরো বা...পুরোডাশত্বম্”

এই যে সকল পুরোডাশ, ইহাদিগকে দেবগণ [সোমাহুতির] পুরোবর্তী করিয়াছিলেন, ইহাই পুরোডাশের পুরোডাশত্ব।^১

(১) সূতাদিগে তিনবার সোমাহুতিব সোমাহুতি ও সোমপান হয়। এই তিন অমুষ্ঠান স্বাক্রমে প্রাতঃসবন, মাধ্যম্নিসবন ও তৃতীয়সবন। সবনকর্মে যে পুরোডাশের আহুতি হয়, তাহার নাম সবনীয় পুরোডাশ। পাঁচ পুরোডাশের বিষয় পরে বর্ত্ত খণ্ডে দেখ।

(২) পুরতো বীক্ষমানং হবিঃ এই অর্থে দানার্থক দাশ ধাতু হইতে নিস্পন্ন করা হইল।

পুরোডাশদানের নিয়ম—“তদাহঃ:.....নির্ধপেং”

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন—প্রাতঃসবনে আটখানি কপালে, মাধ্যহ্নদিনসবনে এগারখানি কপালে ও তৃতীয়সবনে বারখানি কপালে—এইরূপে প্রতিসবনে পুরোডাশ আহুতি দিবে ; কেন না সবনগুলিরও ঐ রূপ ; কেন না [সবনে বিহিত মন্ত্রের] ছন্দসকলও ঐরূপে (ঐ সংখ্যাক্রমে) বিহিত হয় ।^১ কিন্তু [ব্রহ্মবাদীদের] ঐ মত আদরণীয় নহে । [কেন না] প্রতিসবনে যে পুরোডাশসমূহ, ইহার। সকলেই ইন্দ্রের উদ্দেশে আহুত হয় । সেইজন্য [তিন সবনেই] পুরোডাশসমূহ এগারখানি কপালেই আহুতি দিবে ।^২

পুরোডাশাহুতির পর তাহার অবশেষ ভক্ষণবিধি “তদাহঃ:.....এবং বেদ”

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, যেটুকু স্নাত্ত নহে, সেই পুরোডাশই ভক্ষণ করিবে ; তাহাতে সোমপানের রক্ষা ঘটিবে ; কেন না ইন্দ্র স্নাত্তরূপ বজ্র দ্বারা^৩ বৃত্তকে বধ করিয়া-ছিলেন । কিন্তু এই মত আদরণীয় নহে । [কেননা] এই যে [স্নাত] উৎপূত হয়, তাহাই হব্য (আহুতি রূপে দেয়) এবং যাহা উৎপূত হয়, তাহাই সোমপীথ-(পোয় সোমরস)-স্বরূপ ; সেই জন্য সেই পুরোডাশের যেখান সেখান হইতেই (স্নাত্ত

(৩) প্রাতঃসবনে গায়ত্রীচ্ছন্দের মন্ত্র বিহিত, উহার প্রত্যেক চরণে আট অক্ষর ; মাধ্যহ্নদিন সবনে বিহিত ত্রিষ্টুভের প্রতিচরণে এগার অক্ষর, ও তৃতীয় সবনে বিহিত জগতীর প্রতিচরণে বার অক্ষর ।

(৪) ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট পুরোডাশ একাদশ কপালেই বিহিত । ইন্দ্রের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ ; উহার প্রতিচরণে এগার অক্ষর ।

(৫) স্নাত্তের বজ্রব্রহ্মরূপ ও উদ্ভাৱিত বৃত্তহত্যা সম্বন্ধে পূর্বে ৯২ পৃষ্ঠে দেখা । ইত্যারূপ ক্রুর কর্ণে সংস্ফট বলিয়া স্নাত্ত পুরোডাশভক্ষণ নিষিদ্ধ হইল ।

বা স্নাতবর্জিত অংশ হইতেই) ভক্ষণ করিবে । এই যে আজ্য (স্নাত), ধান্য, করন্ত, পরিবাপ, পুরোডাশ, পয়স্তা, এই সকল হব্য আছে, ইহারা সকলেই স্বধা-(অন্ন)-স্বরূপ হইয়া যজমানের উদ্দেশে ক্ষরিত হয় । যে ইহা জানে, তাহার উদ্দেশে এই সমস্ত [হব্য] হইতেই স্বধা (অন্ন) ক্ষরিত হয় ।

ষষ্ঠ খণ্ড

হবিষ্পঙ্ক্তি—অক্ষরপঙ্ক্তি—নরাশংসপঙ্ক্তি—সবনপঙ্ক্তি

ধানাদির “প্রশংসা.....যো য এবং বেদ”

যে ব্যক্তি হবিষ্পঙ্ক্তি (পঞ্চ-হব্যযুক্ত) যজ্ঞকে জানে, সে হবিষ্পঙ্ক্তি যজ্ঞ কর্তৃক সমৃদ্ধ হয় । ধান্য, করন্ত, পরিবাপ, পুরোডাশ ও পয়স্তা (এই পাঁচটি হব্যযুক্ত) যজ্ঞই হবিষ্পঙ্ক্তি; যে ইহা জানে, সে হবিষ্পঙ্ক্তি যজ্ঞ দ্বারা সমৃদ্ধ হয় ।

হবিষ্পঙ্ক্তির পর হোতা পঞ্চাক্ষরযুক্ত মন্ত্রজপ করিবেন, তাহার প্রশংসা—
“যো বৈ.....এবং বেদ” ।

যে ব্যক্তি অক্ষরপঙ্ক্তি (পঞ্চাক্ষর যুক্ত) যজ্ঞকে জানে,

(৬) (৭) (৮) নিয়ে দেখ । ধান্য, করন্ত, পরিবাপ, পুরোডাশ ও পয়স্তা এই পাঁচটি দ্রব্যই আহুতি দেওয়া যায় । পুরোডাশের সঙ্গে ধান্যাদি চারিটি দ্রব্যও আহুতি দেওয়া যায় বলিয়া উহাদেরও সাধারণ নাম এস্থলে পুরোডাশ ।

(১) যব ভাজিয়া ঘূতে পাক করিয়া ধান্য প্রস্তুত হয় । ঐ ভাজা যবের ছাতু ঘূতে পাক করিয়া করন্ত প্রস্তুত হয় । চাউল ভাজিয়া উহার খই ঘূতে পাক করিয়া পরিবাপ প্রস্তুত হয় । চুকে দধি মিশাইয়া পয়স্তা প্রস্তুত হয় । চাউলের পিষ্টকের নাম পুরোডাশ । এই পঞ্চহব্য-সম্বিত যজ্ঞের নাম হবিষ্পঙ্ক্তি যজ্ঞ ।

সে অক্ষরপণ্ডিত যজ্ঞ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। হ্র, মং, পং, বক্ ও দে এই [পাঁচ-অক্ষর-যুক্ত] যজ্ঞই অক্ষরপণ্ডিত ; যে ইহা জানে, সে অক্ষরপণ্ডিত যজ্ঞদ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

তৎপরে নরাশংস-পণ্ডিতের প্রশংসা—“যো বৈ...ং এবং বেদ”

যে ব্যক্তি নরাশংসপণ্ডিত (পঞ্চনরাশংসযুক্ত) যজ্ঞকে জানে, সে নরাশংসপণ্ডিত যজ্ঞ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। প্রাতঃসবনে দুইটি নরাশংস, মাধ্যহ্নিনসবনে দুইটি নরাশংস, তৃতীয় সবনে একটি নরাশংস থাকে। এইরূপ [পঞ্চ-নরাশংসযুক্ত] যজ্ঞই নরাশংসপণ্ডিত। যে ইহা জানে, সে নরাশংসপণ্ডিত যজ্ঞ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।^১

চমস হইতে সোমপানের পর পুনরায় ঐ চমস সোমরসপূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিলে ঐ চমস নরাশংসনামক দেবতার উদ্দিষ্ট হয়। তখন ঐ চমসকে নরাশংস বলে। প্রাতঃসবনে ও মাধ্যহ্নিনসবনে ঐ অমুষ্ঠান দুইবার করিয়া ও তৃতীয় সবনে একবার মাত্র অমুষ্ঠিত হয়। এজন্ত যজ্ঞকে পঞ্চনরাশংসযুক্ত বলা হইল।

তৎপরে পঞ্চ সবনের প্রশংসা—“যো বৈ...ং এবং বেদ”।

যে ব্যক্তি পঞ্চসবনবিশিষ্ট যজ্ঞকে জানে, সে সবনপণ্ডিত যজ্ঞ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। উপবসথ দিবসে পশুকর্ষ্ম, [সূত্যাদিনে] তিন সবন ও [সবনের পরবর্তী] অনুবক্ষ্মা পশুকর্ষ্ম, এই [পাঁচটির একত্র যোগে] যজ্ঞ পঞ্চসবনবিশিষ্ট। যে ইহা জানে সে সবনপণ্ডিত যজ্ঞ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

(২) হবিষ্যপণ্ডিত (পঞ্চ হব্যপানের) পর হোতা মন্ত্র জপ করেন ; সেই জপের আয়ত্তে ঐ পাঁচটি অক্ষর উচ্চারণ করিতে হয়। সম্প্রদায়বিদগণের মতে এক একটি অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ। হ দ্বারা ব্রহ্মের পুজিতত্ব, মং দ্বারা প্রকৃষ্টত্ব, পং দ্বারা সর্বব্যাপিত্ব, বক্ দ্বারা সর্ববস্তৃত্ব ও দে দ্বারা ফলদাতৃত্ব বুঝায়। সাংগোক্ত বচন—

“এতচ্ছোভিত্রপাখ্যাত চাধিতোহক্ষরপঞ্চকম্। একৈকমক্ষরং চাত্র পরন্ত ব্রহ্মণো বপুঃ।

হ পুজিতং মং প্রকৃষ্টং পং সর্বব্যাপি তচ্চ বক্। সর্বন্ত বস্ত্ ব্রহ্মৈব দে ফলানং প্রদাতু তং ॥”

সুতাদিনে প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে তিন সৰন বিহিত । তদ্ব্যতীত পূৰ্ব্বদিনে যে পশুবাগ হইয়াছে ও সৰনের পরে যে অনুবক্ষ্য নামক পশুবাগ হয়, ঐ দুইকেও সৰনের স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিলে সোমবাগে সৰ্ব্বসমেত পাঁচটি সৰন হয় । সেই হেতু যজ্ঞকে পঞ্চসৰনযুক্ত বলা হইল । অনন্তর পুরোডাশ আহুতির যাজ্যবিধান ও তৎপ্রশংসা — “হরিবান্.....এবং বেদ” ।

“হরিবান্ ইন্দ্রো ধান্যে অন্নু পুষ্পদান্ করন্তুঃ সরস্বতীবান্ ভারতীবান্ পরিবাপ ইন্দ্রস্থাপুপঃ” — হরিবান্ (হরি-নামক-অশ্ব-দ্বয়যুক্ত) ইন্দ্র ধান্য ভক্ষণ করুন ; পুষ্পদান্ (পশুযুক্ত দেব) করন্তু ভক্ষণ করুন ; সরস্বতীবান্ ভারতীবান্ দেব পরিবাপ ভক্ষণ করুন ; অপূপ (পুরোডাশ) ইন্দ্রের [প্রিয়] — এই মন্ত্র হবি-প্তস্তির (পঞ্চ হব্যপ্রদানের) যাজ্য্য করিবে ।” [ঐ সকল মন্ত্রে] ঋক্ ও সামই ইন্দ্রের হরিদ্বয় (অশ্বদ্বয়) ; পশুগণই পুষা (দেহপোষক অন্নস্বরূপ), এইজন্ত করন্তুই [পুষ্পদানের] অন্ন ; “সরস্বতীবান্” ও “ভারতীবান্” এস্থলে বাক্যই সরস্বতী এবং প্রাণই ভরত (শরীরভরণহেতু) ; “পরিবাপ ইন্দ্রস্থাপুপঃ” এস্থলে অন্নই পরিবাপ ও অপূপই (পুরোডাশই) ইন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য) । যে ইহা জানে, সে যজমানকে ঐ সকল দেবতার সাযুজ্য, সামীপ্য ও সালোক্য প্রাপ্ত করায় ও শ্রেষ্ঠ [দেবতার] সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় ও শ্রেষ্ঠতাপ্রাপ্ত হয় ।

পুরোডাশবাগের পর তৎসম্বন্ধী ষিষ্টকৃত্য যাগের যাজ্য্য — “হবিরয়ে..... যজ্ঞতীতি”

(৩) এস্থলে চারিটি হব্যের জন্ত চারিটি মন্ত্রমাত্র বলা হইল । পরস্তাদানের জন্ত পঞ্চম মন্ত্র বলা হইল না । ঐ মন্ত্র শাপ্তান্তরে আছে ।

(৪) শরীরের ভরণহেতু বলিয়া প্রাণকে ভরত বলা হইল । ভরতের বৃত্তি ভায়তী । বাগঃ দেবতার ও ভারতী দেবতার উদ্দেশে পরিবাপ দেওয়া হইল ।

“হবিরগ্নে বীহি”—অহে অগ্নি, হব্য ভক্ষণ কর—এই মন্ত্রকে প্রত্যেক সানে (তিন সবনেই) পুরোডাশসম্বন্ধী শ্বিষ্টকৃতের যাজ্য্য করিবে। অবৎসার (তন্মামক ঋষি) এই মন্ত্র দ্বারা অগ্নির প্রিয় ধামের সমীপে গিয়াছিলেন ও তিনি পরম লোক জয় করিয়াছিলেন। যে ইহা জানে এবং যে ইহা জানিয়া উক্ত পঞ্চ হব্য দ্বারা নিজের জন্ত যাগ করে ও [পরের অর্থাৎ যজমানের জন্ত] যাগ করে, সে অগ্নির প্রিয় ধামের সমীপে গমন করে ও পরমলোক প্রাপ্ত হয়।

নবম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

দ্বিদেবত্যাগ্রহ

তৎপরে প্রাতঃসবনে ঐন্দ্রবায়বাদি অত্যাগ্ন গ্রহ লইয়া সোমাহুতি হয়। তন্মধ্যে ঐন্দ্রবায়বাদি তিনটি দ্বিদেবত্যাগ্রহ সম্বন্ধে আখ্যায়িকা—“দেবা বৈ... উদজয়ৎ”

পুরাকালে দেবগণ আমি প্রথমে পান করিব, আমি প্রথমে [পান করিব], এইরূপ ইচ্ছা করিয়া রাজা সোমকে কে অগ্রে

(১) সূর্য্যোদয়ের পূর্বে উপাংশুগ্রহ হইতে ও সূর্য্যোদয়ের পর অন্তর্ধামগ্রহ হইতে সোমাহুতি হয়। তৎপরে অগ্নি কতিপয় অনুষ্ঠানের পর ঐন্দ্রবায়বাদি গ্রহ হইতে আহুতি হয়। প্রথমে ঐন্দ্রবায়ব, পরে মেত্রাবক্ষণ, পরে আশ্বিন গ্রহের হোম। এই তিনটি গ্রহ প্রত্যেকে দুই দুই দেবতার উদ্ভিষ্ট বলিয়া ইহাদিগকে দ্বিদেবত্যাগ্রহ বলে।

পান করিবে, তাহা নিরূপণে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা [প্রথম পান] সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, আচ্ছা, আমরা [কোন নির্দিষ্ট] লক্ষ্য-অভিমুখে দৌড়িব; যে আমাদের মধ্যে জয় লাভ করিবে, সেই প্রথমে সোম পান করিবে। তাহাই হউক, বলিয়া তাঁহারা লক্ষ্য-অভিমুখে দৌড়িয়াছিলেন। লক্ষ্যমুখে ধাবনে প্রবৃত্ত তাঁহাদের মধ্যে প্রথমে বায়ু, তৎপরে ইন্দ্র, তৎপরে মিত্র ও বরুণ, তৎপরে অশ্বিদ্বয়, সেই লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সেই ইন্দ্র যখন বুঝিলেন, বায়ুই সকলকে জয় করিলেন, তখন তিনি বায়ুর পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া বলিলেন, আমরা উভয়েই একসঙ্গে জয় লাভ করিলাম; [অতএব আমাদের সমান ভাগ হউক]; তখন সেই বায়ু বলিলেন—না, আমিই জয় লাভ করিয়াছি। [ইন্দ্র বলিলেন] আমার তৃতীয় ভাগ হউক, তাহা হইলেই আমাদের [একসঙ্গে] জয়লাভ হইবে। সেই বায়ু বলিলেন—না, আমিই জয় লাভ করিয়াছি। [ইন্দ্র বলিলেন] আমার চতুর্থ ভাগ হউক, তাহা হইলেই আমাদের এক সঙ্গে জয়লাভ হইবে। তাহাই হউক, বলিয়া বায়ু ইন্দ্রকে চতুর্থ ভাগে স্থাপন করিলেন। সেই হেতু বায়ু তিন অংশের ও ইন্দ্র চতুর্থাংশের ভাগী হইয়াছেন।^১

এইরূপে ইন্দ্র ও বায়ু উভয়ে একসঙ্গে, [তৎপরে] মিত্র ও বরুণ একসঙ্গে, ও [তৎপরে] অশ্বিদ্বয় একসঙ্গে

(২) ইন্দ্রবায়ব গ্রহ হইতে সোমরসের অর্ধ অংশ লইয়া অধ্বন্য প্রথমে কেবল বায়ুর উদ্দেশে হোম করেন। পরে অশ্ব একাংশ বায়ু ও ইন্দ্র উভয়ের উদ্দেশে হোম করেন। কাজেই ইন্দ্রের ভাগ একচতুর্থাংশ মাত্র।

জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জয়লাভের [ক্রম-] অনুসারে এই [সোম] প্রথমে ইন্দ্র ও বায়ুর, পরে মিত্রাবরুণের, পরে অশ্বিনের ভরণীয় হইয়াছিল।

সেই জন্ম [প্রথমে] ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ গ্রহণ করা হয়; তাহাতে ইন্দের ভাগ চতুর্থাংশ। ঋষি তাহাই দেখিতে পাইয়া “নিযুত্বা^১ ইন্দ্রসারথিঃ”^২ এই মন্ত্র বলিয়াছিলেন।

সেই জন্মই আবার ঐ যে ইন্দ্র, তিনি যেন [বায়ুর] সারথি হইয়াই [সোমের চতুর্থাংশমাত্র] পাইয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্তক্রমেই একালেও ভরতগণ (যোদ্ধারা)^৩ সত্ৰগণের (সারথিদের) বেতন ব্যবস্থা করেন ও সারথিরাও [জয়লব্ধ ধনের] চতুর্থ ভাগই [নিজের প্রাপ্য] কহিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিদেবত্যাগ্রহহোম

দ্বিদেবত্যা-গ্রহগুলির প্রশংসা—“তে বৈ.....চাশ্বিনঃ”

এই যে সকল দ্বিদেবত্যা (দুই দুই দেবতার উদ্দিষ্ট) গ্রহ, ইহারা প্রাণস্বরূপ। ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ বাক্য ও প্রাণ; মৈত্রাবরুণ গ্রহ মন ও চক্ষুঃ, আশ্বিন^৪ গ্রহ শ্রোত্র ও আত্মা।

(৩) “শতেনা নো অভিষ্টিতিঃ নিযুত্বা^১ ইন্দ্রসারথিঃ বারোঃ হুতস্য জিৎপতম্।” [৪।৪৩।২] এই ব্রত ঐন্দ্রবায়বগ্রহহোমে দ্বিতীয় যাজ্ঞায়নরূপে ব্যবহৃত হয় (নিম্নে দেখ)। ঐ মন্ত্রের ঋষি বাসদেব। “নিযুত্বান্” পদ বায়ুর বিশেষণ, এতদ্বারা বায়ুকে ইন্দ্রসারথি—ইন্দ্র বাহার সারথি—এইরূপ বলিয়া বায়ুর উৎকর্ষ স্থাপনা হইল।

(৪) সারণ ভরত শব্দে যোদ্ধা বুঝিয়াছেন, “ভরঃ সংগ্রামন্তঃ ভবন্তি বিত্তারমভীতি ভরতা যোদ্ধারঃ।” কিন্তু ভরত অর্থে ভরতবংশীয় বীর বুঝাইতেও পারে।

(১) অশ্বিনের উদ্দিষ্ট-গ্রহ আশ্বিন গ্রহ।

ঐন্দ্রবায়বগহ হোমের যাজ্ঞানুবাক্য যথা—তত্ত্ব.....বিষমং করোতি* ।

এই সেই ঐন্দ্রবায়বের জন্ত কেহ কেহ দুইটি অনুষ্ঠপুকে পুরোহনুবাক্য ও দুইটি গায়ত্রীকে যাজ্ঞা করেন । এই যে ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ, উহা বাক্যস্বরূপ এবং প্রাণস্বরূপ ; এই জন্ত ঐ দুই ছন্দই উহার পক্ষে যথাযথ ।*

কিন্তু এইমত আদরণীয় নহে । যে যজ্ঞে পুরোহনুবাক্যকে যাজ্ঞা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট (অধিকাকরবিশিষ্ট) করা হয়, * সেখানে কর্ম সমৃদ্ধ হয় না ; যেখানে যাজ্ঞাই উৎকৃষ্ট হয়, অথবা যেখানে উভয়ই সমান (সমাকরযুক্ত) হয়, সেখানে কর্ম সমৃদ্ধ হয় । প্রাণের ও বাক্যের মধ্যে যাহার কামনার জন্ত ঐরূপ (অনুষ্ঠপুকের ও গায়ত্রীর বিধান) করা হয়, ঐরূপ করিলে সে কামনা বিফল হয় । ইহাতেই (অর্থাৎ সমান করিলেই) সেই কামনা লব্ধ হয় ।

[পুনশ্চ] যেটি প্রথম পুরোহনুবাক্য, * তাহা বায়ুদৈবত, আর যেটি দ্বিতীয়, * তাহা ইন্দ্র-বায়ু-দৈবত । যাজ্ঞা দুইটির পক্ষেও সেইরূপ । * অতএব যাহা (যে পুরোহনুবাক্য ও

(২) কেন না ক্রতান্তরে আছে—“বাখা অনুষ্টুপ্,” “প্রাণো বা গায়ত্রী” [সারণ]

(৩) অনুষ্টুপের বত্রিশ অক্ষর ও গায়ত্রীর চব্বিশ অক্ষর । পুরোহনুবাক্যকে যাজ্ঞার অপেক্ষা অধিক অক্ষরবিশিষ্ট করা উচিত নহে, ইহাই তাৎপর্য ।

(৪) “বায়ব বাহি দর্শত” এই ঋক্ [১২।১] প্রথম পুরোহনুবাক্য ; উহার দেবতা বায়ু, ছন্দ গায়ত্রী ।

(৫) “ইন্দ্রবায়ু ইমে সূতাঃ” এই ঋক্ [১২।৪] দ্বিতীয় পুরোহনুবাক্য ; উহার দেবতা ইন্দ্র ও বায়ু, ছন্দ গায়ত্রী ।

(৬) “অগ্রং পিতা মধুনাঃ [৪।৫৬।১] প্রথম যাজ্ঞা ; উহার দেবতা বহু, ছন্দ গায়ত্রী । “শতেনা নো অভিষ্টতিঃ” [৪।৫৬।২] দ্বিতীয় যাজ্ঞা ; উহার দেবতা ইন্দ্র ও বায়ু, ছন্দ গায়ত্রী ।

যে যাজ্ঞা) বায়ু-দৈবত, তদ্বারা প্রাণই কল্পিত (স্বব্যাপারসমর্থ) হয় ; কেন না বায়ুই প্রাণ । আর যাহা (যে পুরোহনুবাক্য ও যে যাজ্ঞা) ইন্দ্র-বায়ু-দৈবত, তাহাতে যে ইন্দ্র-সম্বন্ধী পদ আছে, তদ্বারা বাক্যই কল্পিত (সমর্থ) হয় ; কেননা বাক্য ইন্দ্রসম্বন্ধী । যে ব্যক্তি যজ্ঞে [অনুবাক্যকে ও যাজ্ঞ্যাকে] বিষম (বিষমাকরযুক্ত) না করে, ' সে প্রাণে ও বাক্যে যে ফল, সেই ফলই প্রাপ্ত হয় ।

তৃতীয় খণ্ড

সোমপান

ঋদেবতা সোমরস একটি পাত্রে গৃহীত হয়, কিন্তু দুই পাত্রে আহৃত হয় যথা—
“প্রাণা বৈ.....ঋত্ম” ।

ঋদেবতা গ্রহগুলি প্রাণস্বরূপ^১ ও তাহারা এক এক পাত্রে গৃহীত হয়, এই জন্য প্রাণসকলের একই নাম (শ্রোত্রাদির সাধারণ নাম প্রাণ) । আর দুই দুই পাত্রে উহাদের আহুতি হয়, সেই জন্য প্রাণসকল ঋত্মরূপে অবস্থিত ।^২

ঐন্দ্রবায়ব মৈত্রাবরুণ ও অশ্বিনগ্রহের প্রত্যেকটি দুই দুই দেবতার উদ্দিষ্ট । দেবতায়ুগলের উদ্দিষ্ট সোমরস প্রথমে একই পাত্রে গৃহীত হয় । পরে তাহা

(১) যাজ্ঞা ও অনুবাক্য উভয়েই পাদ্রী বিহিত হইল ।

(১) এখানে বাক্য শ্রোত্র চক্ষুঃ প্রভৃতিকেও প্রাণ বলা হইয়াছে । পূর্বগণ্ড দেখ ।

(২) চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইঞ্জিয় বাহ্যকে এখানে প্রাণ বলা হইতেছে, তাহা জোড়া জোড়া ; যেমন দুই চোখ দুই কাণ ইত্যাদি ।

দুই ভাগ করিয়া দুই পাত্রে রাখিয়া আহতি দেওয়া হয়। যে পাত্রে ঐধমে গৃহীত হইয়াছিল, অধ্বৰ্য্য সেই পাত্র হইতেই আহতি দেন। প্রতিগ্রহাত্তা দ্বিতীয় পাত্র হইতে লইয়া আহতি দেন। গ্রহণকালে একটি পাত্রের ও হোমকালে দুইটি পাত্রের ব্যবহারের তাৎপর্য্য বুঝান হইল।*

তৎপরে হোতা ছতাবশিষ্ট গ্রহ হইতে সোমপান করিবেন, তদ্বিবরে মন্ত্র “যেনৈব....তদুপহ্বয়তে”।

অধ্বৰ্য্য যে যজুৰ্মন্ত্র দ্বারা * [ছতাবশিষ্ট গ্রহ] হোতাকে প্রদান করেন, হোতাও সেই মন্ত্রে উহা গ্রহণ করেন।

“এষ বহ্নঃ পুরুবহ্নরিহ বহ্নঃ পুরুবহ্নর্ময়ি বহ্নঃ পুরুবহ্ন-
ৰ্বাকৃপা বাচং মে পাহি” † এই মন্ত্রে ঐন্দ্রবায়ব [গ্রহশেষ] হোতা ভক্ষণ করেন।

[মন্ত্রের অবশিষ্ট ভাগ] “আমি প্রাণের সহিত বাক্যকে আহ্বান করিয়াছি ; বাক্য প্রাণের সহিত আমাকে অনুজ্ঞা করুক। দেবোৎপন্ন, তনুপালক, তনুসম্বন্ধী, তপোজাত ঋষি-
গণকে আমি আহ্বান করিয়াছি। দেবোৎপন্ন, তনুপালক, তনু-
সম্বন্ধী, তপোজাত ঋষিগণ আমাকে অনুজ্ঞা করুন।”

এই মন্ত্রে প্রাণসকলই দেবোৎপন্ন, তনুপালক, তনুসম্বন্ধী, তপোজাত ঋষি ; এতদ্বারা তাঁহাদিগকেই অনুজ্ঞা করা হয়।

(৩) শ্রুতান্তরে—“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কন্যাং সত্যং একপাত্রে বিদেবত্যা গৃহান্তে বিপাত্রে হুয়ন্তে ইতি। যদেকপাত্রা গৃহান্তে তন্মাদেকোহন্তরতঃ প্রাণঃ, বিপাত্রা হুয়ন্তে তন্মাদৌ বৌ বহিষ্ঠাঃ প্রাণাঃ।”

(৪) অধ্বৰ্য্য গ্রহ গ্রহণ করিয়া “ময়ি বহ্নঃ পুরুবহ্নঃ” এই মন্ত্রে হোতাকে দান করেন। হোতা ঐ মন্ত্রে উহা দক্ষিণ উরুতে রাখিয়া দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী মন্ত্রে পান করেন।

(৫) এষ ঐন্দ্রবায়ব গ্রহঃ। বহ্নঃ নিবাসহেতুঃ। পুরুবহ্নঃ প্রভূতনিবাসহেতুঃ। ইহ অগ্নিন-
জ্যেষ্ঠে। বাকৃপা বাচঃ পালয়িত। (সারণ) এই পদগুলি ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের বিশেষণ।

তৎপরে মৈত্রাবরুণ গ্রহের হৃতশেষপান মন্ত্র—“এষ...উপহ্বয়েতে” ।

“এষ বস্বর্বিদ্বদ্বস্বরিহ বস্বর্বিদ্বদ্বস্বর্ময়ি বস্বর্বিদ্বদ্বস্বচ্চক্ষুপা-
শ্চক্ষুর্মে পাহি”^৬ এই মন্ত্রে হোতা মৈত্রাবরুণ [-গ্রহশেষ] ভক্ষণ
করেন। [মন্ত্রের পরভাগ] “আমি মনের সহিত চক্ষুকে
আহ্বান করিয়াছি। চক্ষু মনের সহিত আমাকে আহ্বান
করুক। দেবোৎপন্ন, তনুপালক, তনুসম্বন্ধী, তপোজাত ঋষি-
গণকে আমি আহ্বান করিয়াছি। দেবোৎপন্ন, তনুপালক, তনু-
সম্বন্ধী, তপোজাত ঋষিগণ আমাকে অনুজ্ঞা করুন।” এই মন্ত্রে
প্রাণসকলই (চক্ষু ও মনই) দেবোৎপন্ন, তনুপালক, তনু-
সম্বন্ধী, তপোজাত ঋষি ; তাহাদিগকেই এতদ্বারা আহ্বান
করা হয় ।

তৎপরে আশ্বিনগ্রহশেষপানমন্ত্র—এষ বস্ব...উপহ্বয়েতে”

“এষ বস্বঃ সংযদ্বস্বরিহ বস্বঃ সংযদ্বস্বর্ময়ি বস্বঃ সংযদ্বস্বঃ
শ্রোত্রপাঃ শ্রোত্রং মে পাহি”^৭ এই মন্ত্রে হোতা আশ্বিন
(অশ্বিদ্বয়ের উদ্ভিক্ত) [-গ্রহশেষ] ভক্ষণ করেন। [মন্ত্রের
শেষভাগ] “আমি আত্মার সহিত শ্রোত্রকে আহ্বান করিয়াছি।
শ্রোত্র আত্মার সহিত আমাকে অনুজ্ঞা করুক। আমি
দেবোৎপন্ন, তনুরক্ষক, তনুসম্বন্ধী, তপোজাত ঋষিগণকে
আহ্বান করিয়াছি। দেবোৎপন্ন, তনুরক্ষক, তনুসম্বন্ধী
তপোজাত ঋষিগণ আমাকে অনুজ্ঞা করুন।” এস্থলে প্রাণ-
সকলই (অর্থাৎ শ্রোত্র ও আত্মা) দেবোৎপন্ন, তনুরক্ষক,

(৬) বিদ্বদ্বস্বঃ জ্ঞানপূর্বকনিবাসহেতুঃ । মৈত্রাবরুণ গ্রহের বিশেষণ ।

(৭) সংযদ্বস্বঃ নিয়তনিবাসহেতুঃ । আশ্বিনগ্রহের বিশেষণ ।

তনুসম্বন্ধী, তপোজাত ঋষি । এতদ্বারা তাঁহাদিগকেই আহ্বান করা হয় ।

এহ-শেষপানের নিয়ম—“পুরস্তাৎ.....শৃণু স্তি”

[হোতা] পূর্বমুখী হইয়া ঐন্দ্রবায়ব এহ সম্মুখে রাখিয়া ভক্ষণ করেন; সেই জন্ম প্রাণ ও অপান সম্মুখে থাকে । [সেই-রূপ] পূর্বমুখী হইয়া মৈত্রাবরুণ এহ সম্মুখে রাখিয়া ভক্ষণ করেন; সেইজন্ম চক্ষু দুইটিও সম্মুখে থাকে । আর আশ্বিন এহকে সকল দিকে ঘুরাইয়া (শিরঃ প্রদক্ষিণ করিয়া) এহণের পর ভক্ষণ করেন ; সেইজন্য মনুষ্যগণ ও পশুগণ [শ্রোত্রদ্বারা] সকলদিক্ হইতেই কথিত বাক্য শুনিয়া থাকে । ”

চতুর্থ খণ্ড

দ্বিদেবত্যগ্রহোমমন্ত্র

দ্বিদেবত্যগ্রহোমে যাজ্ঞ্যপার্ঠের সময় হোতা নিম্নাস গ্রহণ করিবেন না যথা—
“প্রাণা.....অব্যবচ্ছেদায়” ।

দ্বিদেবত্য গ্রহগুলি প্রাণস্বরূপ ; এজন্য শ্বাস না লইয়াই দ্বিদেবত্যহোমে যাজ্ঞ্যপার্ঠ করিবে ; তাহাতে প্রাণসকলের সম্ভূতি ঘটে ও প্রাণসকলের অবিচ্ছেদ ঘটে ।

যাজ্ঞ্যর পর অম্লবষট্-কারনিষেধ—“প্রাণা বৈ...অম্লবষট্ কুৰ্য্যাৎ”

দ্বিদেবত্যগ্রহগুলি প্রাণস্বরূপ ; দ্বিদেবত্যসকলের [হোমে]

(৭) শাখান্তরে—“বাখা ঐন্দ্রবায়বশ্চক্ষুর্মৈত্রাবরুণঃ শ্রোত্রমাস্বিনঃ পুরস্তাদৈন্দ্রবায়বং ভক্ষয়তি তন্মাৎ পুরস্তাদ্বাচা বদতি পুরস্তায়ৈত্রাবরুণং তন্মাৎ পুরস্তাচ্চক্ষুশা পশ্চতি সৰ্ব্বতঃ পরিহার-মাস্বিনঃ তন্মাৎ সৰ্ব্বতঃ শ্রোত্রেণ শৃণোতি” ।

অনুবষট্কার করিবে না। যদি দ্বিদেবতাসকলের [হোমে] অনুবষট্কার করা হয়, তাহা হইলে অসমাপ্ত প্রাণসকলের সমাপ্তি করা হয় ; কেন না এই যে অনুবষট্কার, ইহাই সমাপ্তি ; সে সময়ে যদি কেহ ঐ [অনুবষট্কারী] হোতাকে বলে, এ ব্যক্তি অসমাপ্ত প্রাণসকলের সমাপ্তি করিয়াছে, প্রাণ ইহাকে ত্যাগ করিবে, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই ঘটে। সেই জন্ত দ্বিদেবত্যাগণের [হোমে] অনুবষট্কার করিবে না।

ঐন্দ্রবায়ব গ্রহহোমে আগুঃ সপ্তকে বিধান—“তদাহঃ...আগুঃ”

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, মৈত্রাবরুণ (হোতার সহকারী) দুইবার আগুঃ উচ্চারণ করিয়া [হোতাকে] দুইবার [যাজ্যাপার্থ্য] প্রেষণা (অনুজ্ঞা) করেন, কিন্তু হোতা একবারমাত্র আগুঃ উচ্চারণ করিয়া দুইবার বষট্কার করেন ; এস্থলে হোতার [দ্বিতীয় যাজ্যাপাঠে] কোন্ মন্ত্র আগুঃ হয় ? ’

(১) মৈত্রাবরুণ প্রথমস্ত্র দ্বারা আহ্বান করিলে হোতা যাজ্য পাঠ করেন। “হোতা বক্ষৎ” এই আগুঃ দ্বারা প্রথমস্ত্রের আরম্ভ হয় ও “হোতর্বজ” —হোতা, তুমি যাজ্য পাঠ কর—বলিয়া শেষ হয়। ঐন্দ্রবায়বহোমে দুই যাজ্য। দুই যাজ্যের জন্ত প্রথমস্ত্রও দুইটি। মৈত্রাবরুণ দুইবারই “হোতা বক্ষৎ” বলিয়া প্রথম আরম্ভ করেন। উহাই তাঁহার পক্ষে আগুঃ উচ্চারণ। হোতা “যে বজামহে” এই আগুঃ উচ্চারণ করিয়া যাজ্য পাঠ করেন ও পরে “বৌবট্” উচ্চারণ করিয়া বষট্কার দ্বারা যাজ্য শেষ করেন। এইস্থলে বিশেষ বিধি দ্বারা দুই যাজ্যের পূর্বে একবারমাত্র “যে বজামহে” (আগুঃ) বলা হয়, কিন্তু “বৌবট্” উচ্চারণ দুই যাজ্যের পর দুইবারই হয়। দ্বিতীয় যাজ্যের পূর্বে “যে বজামহে” বলা হয় না, তবে দ্বিতীয় যাজ্যের আগুঃ কি হইল, তাহাই জিজ্ঞাস্য। মৈত্রাবরুণপাঠ্য প্রথমস্ত্রদ্বয় “হোতা বক্ষদ্বায়ুমগ্রেগাং” ইত্যাদি ও “হোতা বক্ষদিল্লবায়ু অর্হস্তা” ইত্যাদি—এই দুই মন্ত্রেই “হোতা বক্ষৎ” এই আগুঃ দ্বারা প্রথম আরম্ভ হইয়াছে। “অগ্রং পিব মধ্বান্” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় হোতৃপাঠ্য যাজ্য। ঐ দুই যাজ্য পাঠকালে হোতা শ্বসগ্রহণ করিতে পান না, এইজন্ত কেবল আরম্ভে একবার মাত্র যে বজামহে এই আগুঃ উচ্চারণ বিহিত। উক্তরূপ বিধান কেবল ঐন্দ্রাবরুণ হোমেই আছে। মৈত্রাবরুণ ও আশ্বিনগ্রহের পক্ষে একটি প্রথম, একটি যাজ্য ও একটি বষট্কার বিহিত। (আশ্ব. শ্রো. সূ. ৫।৫)

[তাহার উত্তর]—দ্বিদেবতা গ্রহগুলি প্রাণস্বরূপ ; এবং আগুঃ (“যে যজামহে” এই বাক্য) বজ্রস্বরূপ ; সেই জন্য এস্থলে হোতা যদি [ছুই যাজ্যার] মধ্যস্থলে আগুঃ উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে আগুঃস্বরূপ বজ্রদ্বারা যজমানের প্রাণনাশ করা হয় । যদি কেহ সেস্থলে সেই হোতাকে বলে, এই ব্যক্তি আগুঃস্বরূপ বজ্রদ্বারা যজমানের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে, অতএব প্রাণ ইহাকে পরিত্যাগ করিবে ; তাহা হইলে অবশ্যই তাহা ঘটে । সেই জন্য হোতা এস্থলে [ছুই যাজ্যার] মধ্যস্থলে আগুঃ উচ্চারণ করিবে না ।

আবার মৈত্রাবরুণ যজ্ঞের মন, হোতা যজ্ঞের বাক্য ; মন কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই বাক্য কথিত হয় । অন্যমনস্ক হইয়া যে বাক্য বলা হয়, উহা অস্বরোচিত ; সেই বাক্য দেব-গণের প্রিয় নহে । সেই জন্য এ স্থলে মৈত্রাবরুণ যে ছুইবার আগুঃ (“হোতা যক্ষৎ” এই বাক্য) উচ্চারণ করেন, তাহাই হোতারও [দ্বিতীয়] আগুঃ হইয়া থাকে ।

পঞ্চম খণ্ড

ঋতুগ্রহহোম

ঐন্দ্রবায়ব, মৈত্রাবরুণ, অশ্বিন এই তিনটি দ্বিদেবতা গ্রহ । উহাদের আহ-তির পর শুক্র, মঙ্গী, আগ্রয়ণ, উক্থ এই চারিটি গ্রহ হইতে হোম হয় । তৎপরে দ্বাদশ ঋতুগ্রহ হইতে সোমাহুতি হয় । তৎকালে প্রযুক্ত মন্ত্রের নাম ঋতুযাজ্ঞ । এস্থলে দ্বাদশঋতুগ্রহযোগের প্রস্তাব হইতেছে যথা—“প্রাণা বৈ... অব্যবচ্ছেদায়” ।

ঋতুযাজসকল প্রাণস্বরূপ ; সেইজন্য এই যে ঋতু-
যাজ দ্বারা অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে যজ্ঞমানে প্রাণ সকলেরই
স্থাপনা হয় ।

“ঋতুনা” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা [প্রথম] ছয়টি যজন হয় ।
তাহাতে যজ্ঞমানে প্রাণকেই স্থাপন করা হয় । “ঋতুভিঃ”
ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা [তৎপরবর্তী] চারিটি যাগ হয় ; তাহাতে
যজ্ঞমানে অপানকেই স্থাপন করা হয় । “ঋতুনা” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা

(১) চৈত্রমাস হইতে আরম্ভ করিয়া ফাল্গুন পর্য্যন্ত বারমাসের উদ্দেশে বারটি ঋতুগ্রহ বিহিত
(ঐ বারটি ঋতুগ্রহ ব্যতীত অধিমাস বা মলমাসের উদ্দেশে আরও একটি ঋতুগ্রহ লওয়া ইচ্ছাধীন ।)
ঋতুযাজের সময় মৈত্রাবরণ একাকী দ্বাদশাক্ষর প্রৈষমন্ত্র দ্বারা অন্ত্যান্ত ঋত্বিক্দিগকে বাজ্যাপাঠে
আহ্বান করেন । বাজ্যাপাঠকারী ঋত্বিক্দিগের ও বাজ্যার উদ্দিষ্ট দেবতার নাম যথাক্রমে
দেওয়া গেল—

১ম ঋতুযাজ	হোতা	ইন্দ্র
২য় "	পোতা	মরুদগণ
৩য় "	নেতা	বৃষ্টা ও দেবপত্নীগণ
৪র্থ "	আগ্নীধ্র	অগ্নি
৫ম "	ব্রাহ্মণাচ্ছংসী	ইন্দ্র ব্রহ্মা
৬ষ্ঠ "	মৈত্রাবরণ	মিত্রাবরণ
৭ম "	হোতা	দেব ত্রিবিণোদাঃ
৮ম "	পোতা	ঐ
৯ম "	নেতা	ঐ
১০ম "	অচ্ছাবাক	ঐ
১১শ "	হোতা	অবিষয়
১২শ "	হোতা	অগ্নি গৃহপতি

প্রথম ঋতুযাজে হোতৃপাঠ্য বাজ্যমন্ত্র “যে বজ্রামহে ইন্দ্রঃ হোত্ৰাংসজুর্দিব আ পৃথিব্যা ঋতুনা
সোমং পিবতু ।” এই মন্ত্রে ও পরবর্তী পাঁচটি মন্ত্রে “ঋতুনা সোমং পিবতু” এই বাক্য আছে । তৎপর-
বর্তী (৭ হইতে ১০) চারিটি মন্ত্রে “ঋতুভিঃ সোমং পিবতু” এই বাক্য আছে ও তৎপরবর্তী (১১—
১২) দুইটি মন্ত্রে পুনরায় “ঋতুনা সোমং পিবতু” এই বাক্য আছে ।

[তৎপরবর্তী] শেষে যে দুইটি যাগ হয়, তাহাতে যজ্ঞমানে ব্যানকেই স্থাপন করা হয়। এই সেই প্রাণ, প্রাণ অপান ব্যান এই তিন রূপেই বর্তমান। সেইজন্য “ঋতুনা” “ঋতুভিঃ” “ঋতুনা” ইত্যাদি [তিনটি পদে আরম্ভ] মন্ত্র-দ্বারা যে যাগ হয়, ইহাতে প্রাণসকলেরই সম্ভূতি ঘটে ও প্রাণ সকলেরই অবিচ্ছেদ ঘটে।

ঋতুযাগে অনুবষট্কার নিষেধ যথা—প্রাণা বৈ.....অনুবষট্ কুর্য্যাৎ”

ঋতুযাজসকল প্রাণস্বরূপ, ঋতুযাজে অনুবষট্কার করিবে না। কেন না ঋতুসকল একের পর একটি বর্তমান বলিয়া সমাপ্তি-রহিত। যদি ঋতু যাগে অনুবষট্কার করা হয়, তাহা হইলে সমাপ্তিরহিত ঋতুগণকে সমাপ্তিযুক্ত করা হয়। কেন না, এই যে অনুবষট্কার, ইহাই সমাপ্তি। যদি কেহ এস্থলে সেই হোতাকে বলে, এই ব্যক্তি সমাপ্তিরহিত ঋতুগণকে সমাপ্তি-যুক্ত করিয়াছে, এ ব্যক্তি দুঃখম (সাম্যাবস্থাচ্যুত বা অসুস্থ) হইবে, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই ঘটে। সেই জন্য ঋতু-যাজে অনুবষট্কার করিবে না।

ষষ্ঠ খণ্ড

পুরোডাশভক্ষণ—দ্বিদেবতাগ্রহ

সবনীয় পুরোডাশ অন্নষ্ঠানের পর ইড়ার আহ্বান বিহিত হইয়াছে। তৎপরে দ্বিদেবতা গ্রহহোম ও তদবশেষ ভক্ষণ বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে এই ইড়াহ্বান ও গ্রহভক্ষণের পৌর্বাপর্য্যবিচার—“প্রাণা.....দধাতি”

(১) প্রকৃতিযজ্ঞে ষিষ্টকৃত্ত্ব যাগের পর বজ্রমান ও ঋত্বিক্গণ ইড়াভক্ষণ করেন। আহতির

দ্বিদেবত্যা এইগুলি প্রাণস্বরূপ ও পশুগণই ইড়া ।
দ্বিদেবত্যাগুলি ভক্ষণ করিয়া ইড়ার আহ্বান করা হয় । পশু-
গণই ইড়া ; পশুগণকেই তদ্বারা আহ্বান করা হয়, এবং
যজ্ঞমানে পশুগণেরই স্থাপনা হয় ।

তৎপরে অবাস্তুরেড়া ও হোতৃচমস উভয় ভক্ষণের পৌরোষ্য—“তদাহঃ...
য এবং বেদ”

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, পূর্বের অবাস্তুরেড়া ভক্ষণ
করিবে, না হোতৃচমস (তৎস্থিত সোমরস) ভক্ষণ করিবে ?
[উত্তর] প্রথমে অবাস্তুরেড়াই ভক্ষণ করিবে ; তৎপরে
হোতৃচমস ভক্ষণ করিবে ।

যদি দ্বিদেবত্যসকল পূর্বের ভক্ষণ করা হয়, তাহা হইলে
পেয় সোমকে পূর্বেরই ভক্ষণ করা হয় ; সেই জন্য পূর্বের
অবাস্তুরেড়া ভক্ষণ করিবে, পরে হোতৃচমস ভক্ষণ করিবে ।
তাহা হইলে [ইড়ার] উভয়দিক্ হইতেই সোমপানদ্বারা
ভক্ষণীয় অন্ন গ্রহণ করা হয় ও ভক্ষণীয় অন্ন গ্রহণ ঘটে ।

পর পুরোডাশাদির বাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সকলে ভাগ করিয়া ভক্ষণ করেন । হোতা
নিজের জন্ত দুই ভাগ হাতে লইয়া মন্ত্র দ্বারা ইড়ার আহ্বান করেন । হোতৃহস্তগৃহীত এই দুই
ভাগের নাম অবাস্তুরেড়া । ইড়ার আহ্বানের পর হোতা অবাস্তুরেড়া ভক্ষণ করেন ও পরে
যজ্ঞমান ও ঋত্বিকেরা সকলে আপন আপন ইড়াভাগ ভক্ষণ করেন । এহলে সোমবাগের দ্বিদেবত্যা
গ্রহের অবশেষ, সবনীর পুরোডাশের অবশেষ (ইড়া) ও চমসস্থিত সোম, এই তিন দ্রব্য ভক্ষণ
বিহিত । ঋত্বিকেরা ঐন্দ্রবায়ব মৈত্রাবরণ ও আশ্বিন, এই তিন দ্বিদেবত্যা গ্রহভক্ষণ করিলে পর ইড়ার
আহ্বান হয় । তৎপরে হোতা অবাস্তুরেড়া ভক্ষণ করিলে যজ্ঞমান ও ঋত্বিকেরা ইড়া ভক্ষণ করেন ।
এই ইড়া ভক্ষণের পর অস্ত্র কতিপয় অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইলে পর হোতা নিজের চমস (হোতৃ-
চমস) হইতে সোমরস ভক্ষণ করেন; পরে তিনি অস্ত্রের চমস হইতে ভক্ষণ করেন এবং যজ্ঞমান ও
অস্ত্র ঋত্বিকেরাও চমস হইতে ভক্ষণ করেন ।

(২) ইড়াভক্ষণের পূর্বেরই দ্বিদেবত্যাগ্রহ হইতে সোমপান হইয়াছে, এবং ইড়াভক্ষণের পরেও
চমস হইতে সোমপান হইল । অতএব ইড়ার উভয়দিক্ হইতেই সোমপান করা হইল ;

দ্বিদেবত্যাগুলি প্রাণস্বরূপ ও হোতৃচমস আত্মার স্বরূপ।
দ্বিদেবত্যাগ্রহের [সোম-] বিন্দুসকল হোতৃচমসে নিক্ষেপ করা
হয়। এতদ্বারা প্রাণসকলকেই আত্মাতে নিক্ষিপ্ত করা হয় ;
সে (হোতা স্বয়ং) পূর্ণায়ু হয় ও [যজ্ঞমানেরও] পূর্ণায়ুক্ষতা
ঘটে। যে ইহা জানে, সে পূর্ণ আয়ু লাভ করে।

সপ্তম খণ্ড

তুক্ষীংশংস

তুক্ষীংশংসশব্দকে আখ্যায়িকা' দেবা বৈ.....এবং বেদ"

পুরাকালে দেবগণ যজ্ঞে যে যে [অনুষ্ঠান] করিয়া-
ছিলেন, অম্বরেরাও তাহাই করিয়াছিল। তাঁহারা (উভয়েই)

(১) ঋতুগ্রহ হইতে সোমাহতির ও সোমপানের পর হোতার সম্মুখে উপবিষ্ট অধ্বর্যু পরাধ্ব
হইরা বলেন। তখন হোতা “স্ব মং পদ্ বগ্ দে (১৮৫ পৃষ্ঠ দেখ) পিতা মাতরিখা চিত্রাপদাধাদ-
চিত্রোক্তা কবরঃ শংসন্ সোমো বিশ্ববিরীধা নিনেবদ্ বৃহশ্চতিব্রুত্থামানি শংসিবধাপায়ুবিষায়ু-
বিষমায়ুঃ ক ইদং শংসিযাতি স ইদং শংসিযাতি” এই মন্ত্র জপান্তে অভিহিষ্কার (হ' এই শব্দ উচ্চারণ)
না করিয়াই “শোংসাবোম্” এই বাক্যে অধ্বর্যুকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করেন। তৎপরে “ও
ভুরয়ির্জ্যোতিঃ জ্যোতিরয়িঃ” এই মন্ত্র মনে মনে অবিরাম জপ করেন। ইহার নাম তুক্ষীংশংস।
শংস শব্দের অর্থ প্রংশসা; শংসনশব্দে তদর্থ মন্ত্রপাঠ। শত্রু শব্দের অর্থ, যদ্বারা শংসন হয়, সেই ঋক।
“শোংসাবোম্” এই বাক্য দ্বারা অধ্বর্যুকে আহ্বান হয় বলিয়া উহার নাম আহাব। আহাবের পর
ও ভুরয়িঃ” ইত্যাদি তুক্ষীংশংস জপ প্রাতঃসবনে বিহিত। মাধ্যম্নিন ও তৃতীয়সবনেও এরূপ আহা-
বান্তে তুক্ষীংশংস জপ বিহিত আছে। সেহুলে “ও ভুরয়িঃ” ইত্যাদির পরিবর্তে “ও ইন্দ্রো জ্যোতি-
ভূবো জ্যোতিরিন্দ্রঃ” এবং “ও সূর্যোজ্যোতির্জ্যোতিঃ স্বঃ সূর্য্যঃ” এই দুই মন্ত্র স্বথাক্রমে উপাংশ (মনে
মনে) জপ করা হয়। হোতা “শোংসাবোম্” এই আহাবমন্ত্রে অধ্বর্যুকে আহ্বান করিলে অধ্বর্যু
“শোংসোমো দেব” এই উত্তর দেন; অধ্বর্যুকথিত এই প্রত্যাশ্রিতমন্ত্রের নাম প্রতিগর। প্রাতঃসবন
মাধ্যম্নিন সবন ও তৃতীয় সবন, ঐ তিন অনুষ্ঠানেই কতিপয় শত্রু পাঠ বিহিত। কোনহলে হোতা,
কোথাও বা মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্চংসী অথবা অচ্ছাবাক শত্রু পাঠ করেন। প্রত্যেক শত্রুপাঠের
পূর্বেই আহাবোচ্চারণ বিহিত। (আষ. শ্রৌ. সূ. ৫।১২)

সমানবীৰ্য্য হইলেন ; কেহ [অশ্বের অপেক্ষা] নিকৃষ্ট হইলেন না । তদনন্তর দেবগণ এই তুষীংশংস (তন্মামক মন্ত্ৰ) দর্শন করিলেন । ইহাদিগের সেই তুষীংশংস [উচ্চস্বরে পাঠিত না হওয়ায়] অশ্বেরা তাহার অনুসরণ করিতে পারে নাই । কেন না এই যে তুষীংশংস, ইহা তুষীন্তাবেই (মনে মনেই) পাঠিত হয় ।

দেবগণ অশ্বরগণের প্রতি যে যে বজ্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সেই বজ্রেরই অশ্বেরা প্রতীকার করিয়াছিল । তদনন্তর দেবগণ এই তুষীংশংসরূপ বজ্র দর্শন করিয়াছিলেন ও তাহাই উহাদের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন । অশ্বেরা তাহার প্রতীকার করিতে পারে নাই । দেবগণ তাহাই উহাদিগের প্রতি প্রহার করিয়াছিলেন এবং তাহার প্রতীকার না হওয়ায় তদ্বারা উহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন । তখন দেবগণ জয় লাভ করিলেন এবং অশ্বেরা পরাভূত হইল ।

যে ইহা জানে, তাহার দ্বৈষকারী ও অনিষ্টকারী শত্রু পরাভূত হয় ।

সেই দেবগণ, আমরা জয়ী হইয়াছি, মনে করিয়া যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছিলেন । ইহাদের যজ্ঞের বিঘ্ন করিব, এই বলিয়া অশ্বেরা সেই যজ্ঞের নিকট আসিয়াছিল । দেবগণ তাহাদিগকে চারিদিক্ হইতে উদ্ধতভাবে সমীপস্থ হইতে দেখিয়াছিলেন । তাঁহারা বলিলেন, আমরা এই যজ্ঞ শীঘ্র সমাপ্ত করিব, [তাহা হইলে] অশ্বেরা আমাদের যজ্ঞ নষ্ট করিতে পারিবে না । তাহাই হউক বলিয়া, তাঁহারা সেই যজ্ঞকে তুষীংশংসে

শীঘ্র সমাপ্ত করিয়াছিলেন। “ভূরমিজ্যোতির্জ্যোতিরমিঃ” এই মন্ত্রে (তুষ্টীংশংসের এই ভাগে) আজ্য শস্ত্র ও প্রউগ শস্ত্রকে সমাপ্ত করিয়াছিলেন। “ইন্দ্রো জ্যোতির্ভুবো জ্যোতিরিন্দ্রঃ” এই মন্ত্রে নিক্বেবল্য ও মরুত্বতীয় শস্ত্র সমাপ্ত করিয়াছিলেন। “সূর্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ স্বঃ সূর্যঃ” এই মন্ত্রে বৈশ্বদেব ও আগ্নিমারুত শস্ত্র সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই [ষট্শস্ত্রাত্মক] যজ্ঞকে তুষ্টীংশংসে সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞকে এইরূপে তুষ্টীংশংসে সমাপ্ত করিয়া তদ্বারা নির্বিঘ্নে যজ্ঞসমাপ্তি পাইয়াছিলেন। সেই জন্ত হোতা যখন তুষ্টীংশংস জপ করেন, তখনই যজ্ঞ [নির্বিঘ্নে] সমাপ্ত হয়। তুষ্টীংশংসজপ হইলে, যদি কেহ এই হোতাকে নিন্দা করে বা শাপ দেয়, তাহা হইলে হোতা তাহাকে বলিবেন—ঐ [শাপ বা নিন্দা] উহাকেই (নিন্দাকারীকে বা শাপদাতাকেই) বিনষ্ট করিবে; কেন না আমরা অচ্য প্রাতঃকালেই এই যজ্ঞকে তুষ্টীংশংসে সমাপ্ত করিব; গৃহাগত ব্যক্তিকে লোকে যেমন [আতিথ্য-] কৰ্ম্ম দ্বারা অভ্যর্থনা করে, আমরাও তেমনই এই [মন্ত্রজপ] দ্বারা এই যজ্ঞকে অভ্যর্থনা করিব। যে ব্যক্তি ইহা জানিয়া তুষ্টীংশংস জপের পর হোতাকে নিন্দা করে বা শাপ দেয়, সে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্ত ইহা জানিয়া তুষ্টীংশংস জপের পর [হোতাকে] নিন্দা করিবে না বা শাপ দিবে না।

(২) প্রাতঃসবনে পাঠ্য আজ্য শস্ত্র ও প্রউগ শস্ত্র, মাধ্যম্নিন সবনে পাঠ্য নিক্বেবল্য ও মরুত্বতীয় শস্ত্র এবং তৃতীয় সবনে পাঠ্য বৈশ্বদেব শস্ত্র ও আগ্নিমারুত শস্ত্র। এতৎসবকে পরে দেখ।

অষ্টম খণ্ড

তুষীংশংস

তুষীংশংসের পুনঃপ্রশংসা—“চক্ষুঃস্বি.....শংস্তব্যঃ”

এই যে তুষীংশংস, ইহা সবনসকলের চক্ষুঃস্বরূপ ।
 “ভূরগ্নিজ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ” ইহা প্রাতঃসবনের চক্ষুর্দ্বয় ;
 “ইন্দ্রো জ্যোতির্ভুবো জ্যোতিরিন্দ্রঃ” ইহা মাধ্যহ্নসবনের
 চক্ষুর্দ্বয় ; “সূর্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ স্বঃ সূর্য্যঃ” ইহা তৃতীয় সবনের
 চক্ষুর্দ্বয় । যে ইহা জানে, সে চক্ষুযুক্ত সবনসকল দ্বারা সমৃদ্ধ
 হয় এবং চক্ষুযুক্ত সবনসকল দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় ।

এই যে তুষীংশংস, ইহা যজ্ঞের চক্ষুঃস্বরূপ । ব্যাহতি^১
 এক হইয়াও এস্থলে দুইবার উক্ত হইয়াছে ; সেইজন্য চক্ষু
 (দর্শনেন্দ্রিয়) এক হইয়াও দুইটি (এক জোড়া) ।

এই যে তুষীংশংস, ইহা যজ্ঞের মূলস্বরূপ । এই
 যজমান আশ্রয়হীন হউক, ইহা যদি [হোতা] ইচ্ছা করেন,
 তবে তাহার যজ্ঞে তুষীংশংস জপ করিবেন না । তাহা
 হইলে যজ্ঞও মূলহীন হইয়া পরাভূত হইবে ও পরে
 যজমানকেও পরাভব করিবে ।

[সেইজন্য] সে বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, উহা
 জপ করাই উচিত । কেন না হোতা যদি তুষীংশংস জপ
 না করেন, তাহা হইলে ঋত্বিকের পক্ষেই অহিত হয় ।
 সমস্ত যজ্ঞ ঋত্বিকেই প্রতিষ্ঠিত এবং যজমান যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত ;
 সেইজন্য উহা জপ করাই উচিত ।

(১) ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিনটির নাম ব্যাহতি । এস্থলে ব্যাহতি সঙ্গে থাকার “অগ্নিজ্যোতিঃ”
 ইত্যাদি অংশকেও ব্যাহতি বলা হইল । প্রতিমন্ড্রে ঐ ঐ অংশেরও দুইবার আবৃত্তি হইয়াছে ।

দশম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

আজ্যশস্ত্র

প্রাতঃসবনে আজ্যশস্ত্রের শংসন হয় ; ঐ আজ্যশস্ত্রের তিন পর্ক, প্রথমে আহাবযুক্ত তুষ্কীংশংস, পরে নিবিৎ, তৎপরে সূক্ত । এই তিন পর্কের প্রশংসা যথা—“ব্রহ্ম বৈ... কৃষ্ণিঃ”

আহাবই ^১ ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ), নিবিৎ ^২ ক্ষত্র (ক্ষত্রিয়) ও সূক্ত ^৩ বৈশ্য । [প্রথমে আহাব দ্বারা] আহ্বান করা হয় ও তৎপরে নিবিদের স্থাপনা হয় ; এতদ্বারা ব্রহ্মেরই (ব্রাহ্মণ-জাতিরই) পশ্চাতে ক্ষত্রিয়কে নিযুক্ত করা হয় । নিবিৎপাঠের পর সূক্তের পাঠ হয় । নিবিৎ ক্ষত্রিয় ও সূক্ত বৈশ্য ; এতদ্বারা ক্ষত্রিয়েরই পশ্চাতে বৈশ্যকে নিযুক্ত করা হয় ।

এই যজমানকে ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে বিযুক্ত করিব, এইরূপ যদি হোতা ইচ্ছা করেন, তবে তাহার পক্ষে নিবিদের মধ্যে সূক্ত পাঠ করিবেন । নিবিদই ক্ষত্রিয় ও সূক্তই বৈশ্য । এতদ্বারা ঐ যজমানকে ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে বিযুক্ত করা হয় ।

(১) তুষ্কীংশংস জপের পূর্বে হোতা “শোংসাবোম্” এই মন্ত্রদ্বারা অধ্বর্যুকে আহ্বান করেন, ঐ মন্ত্রের নাম আহাব । ২০০ পৃঃ দেখ ।

(২) “অগ্নির্দেবেদ্ধঃ” ইত্যাদি দ্বাদশপদযুক্ত মন্ত্রের নাম নিবিৎ । নিরে ২য় খণ্ড দেখ ।

(৩) “প্র বো দেবায়ায়সে” ইত্যাদি (৩। ১৩। ১-৭) সাতটি বাক্যযুক্ত সূক্ত আজ্যশস্ত্রে পঠিত হয় ; এ স্থলে উহাকেই সূক্ত বলা হইল । নিরে ৮ম খণ্ড দেখ ।

এই যজমানকে বৈশ্বত্ব হইতে বিযুক্ত করিব, হোতা যদি এইরূপ ইচ্ছা করেন, তবে তাহার পক্ষে সূক্তের মধ্যে নিবিদ্ পাঠ করিবেন । নিবিদুই ক্ষত্রিয় ও সূক্তই বৈশ্ব । এতদ্বারা ঐ যজমানকে বৈশ্বত্ব হইতে বিযুক্ত করা হয় । ১

এই যজমানের সমস্ত [অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্বত্ব] যথাক্রমে সুরক্ষিত হউক, হোতা যদি এইরূপ ইচ্ছা করেন, তবে তাহার পক্ষে প্রথমে [আহাব দ্বারা] আহ্বান করিবেন, তৎপরে নিবিদ্ আধান করিবেন, তৎপরে সূক্ত পাঠ করিবেন ; তাহা হইলে সমস্ত [জাতি] রক্ষিত হইবে ।

অনন্তর নিবিদের প্রশংসা—“প্রজাপতিবৈ.....এবং বেদ”

প্রজাপতিই এই জগতের অগ্রে একাকী বর্তমান ছিলেন । তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি প্রজারূপে উৎপন্ন হইব ও বহু হইব । এই ইচ্ছা করিয়া তিনি তপস্থা করিলেন । তিনি বাক্য সংযম করিলেন । সংবৎসর পরে তিনি দ্বাদশবার [বাক্য] উচ্চারণ করিলেন । সেই বাক্যই এই দ্বাদশপদযুক্ত নিবিদ্ হইল । এই সেই নিবিদকেই তিনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন । তাহার পরে সমস্ত ভূতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । ঋষি ‘তাহা দেখিয়া “স পূর্বব্যা নিবিদা কব্যাতায়োরিমা প্রজা অজনয়ন্ মনূনাম্”’—সেই প্রজাপতি প্রথমে আবির্ভূত নিবিদ্ দ্বারা কবিত্ব

(১) নিবিদের মধ্যে সূক্ত বসাইলে নিবিদ্ খণ্ডিত হয় ; তাহাতে ক্ষত্রিয়ত্বের হানি হয় । তরুণ সূক্তের মধ্যে নিবিদ্ বসাইলে উহা খণ্ডিত হয় ও তাহাতে বৈশ্বত্বের হানি হয় । হোতা যজমানের অনিষ্ট ইচ্ছা করিলে এরূপ করিতে পারেন ।

(১) কুৎস নামক ঋষি । (৩) ১১৩১২

(কবি-পদ) পাইয়াছিলেন ও তৎপরে মনুগণের * এই সকল প্রজা উৎপাদন করিয়াছিলেন—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

সেই হেতু যদি সূক্তের পূর্বের নিবিদের আধান হয়, তাহা হইতে প্রজালাভ ঘটে। যে ইহা জানে, সে প্রজাদ্বারা ও পশু দ্বারা [সমৃদ্ধ হইয়া] উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

আজ্যশস্ত্র—নিবিৎ

তৎপরে আজ্যশস্ত্রের অন্তর্গত নিবিদের ব্যাখ্যা।* ঐ নিবিদের দ্বাদশ পদের এক একটি পদ ক্রমশঃ ব্যাখ্যাত হইতেছে। যথা—“অগ্নিদেবৈঃ...আয়াতয়তি”

[প্রথম পদ] “অগ্নিদেবৈঃ” এই [পদ] পাঠ করিবে। ঐ (স্বর্গে অবস্থিত আদিত্যরূপী) অগ্নি দেবগণকর্তৃক ইন্ধ (প্রদীপ্ত) ; দেবগণ তাঁহাকে প্রদীপ্ত করেন। এতদ্বারা (ঐ পদের পাঠ দ্বারা) তাঁহাকেই ঐ [স্বর্গ-] লোকে প্রসারিত করা হয়।

[দ্বিতীয় পদ] “অগ্নির্মম্বিঃ” এই পদ পাঠ করিবে। এই [ভুলোকস্থ] অগ্নি মনুগণ (মনুষ্যগণ) কর্তৃক ইন্ধ ; মনুষ্যেরা উহাকে প্রদীপ্ত করেন। এতদ্বারা এই অগ্নিকেই এই [ভূ-] লোকে প্রসারিত করা হয়।

[তৃতীয় পদ] “অগ্নিঃ স্মমিৎ” এই পদ পাঠ করিবে। বায়ুই স্মমিৎ (স্প্রকাশ) অগ্নি ; বায়ু স্ময়ং আপনাকে ও

(১) মনু অর্থে ঐশ্বর্যতাদি মানবজাতির আদিপুরুষ। তাঁহাদের প্রজা অর্থাৎ সন্তান ব্রাহ্মণাদি মনুষ্য।

(২) দ্বাদশপদযুক্ত এই নিবিৎ মন্ত্রের অপর নাম পুরোহিত্ । পরে ১০ অধ্যায় ৭ খণ্ড দেখ।

স্বয়ং এই যাহা কিছু [জগতে] আছে, সেই সমস্তকে প্রদীপ্ত করেন। এতদ্বারা বায়ুকেই অন্তরিক্ষলোকে প্রসারিত করা হয়।

[চতুর্থ পদ] “হোতা দেববৃতঃ” এই পদ পাঠ করিবে। ঐ [আদিত্য] দেবগণের বৃত হোতা ; উনিই সর্বত্র দেবগণ কর্তৃক প্রার্থিত। এতদ্বারা তাঁহাকেই সেই [স্বর্গ-] লোকে প্রসারিত করা হয়।

[পঞ্চম পদ] “হোতা মনুবৃতঃ” এই পদ পাঠ করিবে। এই [ভূলোকস্থ] অগ্নিই মনুগণের (মনুষ্যগণের) বৃত হোতা ; ইনি সর্বত্র মনুষ্যগণকর্তৃক প্রার্থিত। এতদ্বারা এই অগ্নিকেই এই [ভূ-] লোকে প্রসারিত করা হয়।

[ষষ্ঠ পদ] “প্রণীর্ঘজ্ঞানাম্” এই পদ পাঠ করিবে। বায়ুই যজ্ঞ সকলের প্রণী (প্রণয়নকারী) ; যখন প্রাণ (নিশ্বাস) গ্রহণ করা হয়, তখনই যজ্ঞ ও অগ্নিহোত্র সম্পন্ন হয়। এতদ্বারা বায়ুকেই অন্তরিক্ষলোকে প্রসারিত করা হয়।

[সপ্তম পদ] “রথীরধ্বরাণাম্” এই পদ পাঠ করিবে। ঐ [আদিত্য] অধ্বরসকলের (যজ্ঞসকলের) রথী ; উনি রথীর মতই ঐখানে (দ্যুলোকে) বিচরণ করেন। এতদ্বারা তাঁহাকেই ঐ [স্বর্গ-] লোকেই প্রসারিত করা হয়।

[অষ্টম পদ] “অভূর্তো হোতা” এই পদ পাঠ করিবে। অগ্নিই অভূর্ত (অনতিক্রমণীয়) হোতা ; কেহই [পথমধ্যে] তির্য্যগ্রূপে অবস্থিত অগ্নিকে অতিক্রম করিতে পারে না। এতদ্বারা ইহাকে এই [ভূ-] লোকেই প্রসারিত করা হয়।

[নবম পদ] “ভূর্গির্ব্যবাট্” এই পদ পাঠ করিবে।
বায়ুই ভূর্গি (তরুণক্ষম বা অতিক্রমণক্ষম) ও ব্যবাট্ (হব্য-
বহনকারী) ; বায়ুই, এই যাহা কিছু আছে, সেই সমস্তকে সত্তা
অতিক্রম করেন ; বায়ুই দেবগণের উদ্দেশে হব্য বহন করেন।
এতদ্বারা বায়ুকেই অন্তরিক্ষলোকে প্রসারিত করা হয়।

[দশম পদ] “আ দেবো দেবান্ বক্ষৎ” এই পদ পাঠ
করিবে। ঐ আদিত্য দেবই দেবগণকে [হোমার্থ] আহ্বান
করেন। এতদ্বারা তাঁহাকেই ঐ [স্বর্গ-] লোকে প্রসারিত
করা হয়।

[একাদশ পদ] “যক্ষদগ্নিদেবো দেবান্” এই পদ পাঠ
করিবে। এই অগ্নিদেবই দেবগণের যজন করেন। এতদ্বারা
অগ্নিকেই এই [ভূ-] লোকে প্রসারিত করা হয়।

[দ্বাদশ পদ] “সো অধ্বরা করতি জাতবেদাঃ” এই পদ
পাঠ করিবে। বায়ুই জাতবেদাঃ ; এখানে যাহা কিছু আছে,
তৎসমস্ত বায়ুই করিয়া থাকেন। এতদ্বারা বায়ুকেই অন্তরিক্ষে
প্রসারিত করা হয়।

তৃতীয় খণ্ড

আজ্যশাস্ত্র—সূক্ত

নিবিদের পর সূক্তপাঠের প্রশংসা যথা—“প্রবো দেবায়.....ত্তত্বৈ”

“প্রবো দেবায় অগ্নয়ে” ইত্যাদি [সাতটি] অনুষ্ঠুপ্.

(১) তৃতীয় মণ্ডলের অন্তর্গত ত্রয়োদশ সূক্ত আজ্যশাস্ত্রে পঠিত হয়। ঐ সূক্তের কবি বিশ্বামিত্র,
হনু অনুষ্টুপ, দেবতা অগ্নি। উহার মধ্যে সাতটি মন্ত্র আছে।

[পাঠ করিবে]। [প্রথম ঋকে] প্রথম দুই চরণের মধ্যে বিচ্ছেদ (বিরাগ) দিবে ; সেই জন্ত [পুংসঙ্গমকালে] স্ত্রীলোকে উরুদ্বয় বিচ্ছিন্ন করে। [সেই প্রথম ঋকে] শেষ দুই চরণ সংযুক্ত করিবে। সেইজন্ত [স্ত্রীসঙ্গমকালে] পুরুষে উরুদ্বয় যুক্ত করে। তাহারা (উভয়ে মিলিয়া) মিথুন হয়। এই জন্ত উক্থের (আজ্যশস্ত্রের) আরম্ভে এইরূপ মিথুন করা হয়। ইহাতে যজমানের জনন (উৎপত্তি) ঘটে। যে ইহা জানে, সে প্রজা-
দ্বারা ও পশুদ্বারা [সমৃদ্ধ হইয়া] উৎপন্ন হয়।

“প্র বো দেবার্যায়ৈ” ইত্যাদি অনুষ্ঠুভের প্রথম দুই চরণ বিচ্ছিন্ন করিবে। এতদ্বারা ইহাকে উত্তরভাগে স্থূল বজ্রের সদৃশ করা হয়। শেষ দুই চরণ সংযুক্ত করিবে। বজ্রের মূলভাগ সূক্ষ্ম ; দণ্ডেরও সেইরূপ ; পরশুরও সেইরূপ। এতদ্বারা ঘ্বেষকারী শত্রুর বধের উদ্দেশে বজ্র প্রহার করা হয়। যে তাহার (যজমানের) হস্তব্য, এতদ্বারা তাহার হত্যা ঘটে।

চতুর্থ খণ্ড

আজ্যশস্ত্র

শস্ত্রপাঠকালে ঋত্বিকেরা সদোমণ্ডপ পরিত্যাগ করিয়া আগ্নীত্রে উপস্থিত হন ও তত্রত্য অগ্নি দিগ্ধে হাপন করেন ; তৎসম্বন্ধে আখ্যায়িকা ও আগ্নীধনামের ব্যুৎপত্তি যথা—“দেবান্নরা বৈ...তদপন্নভে”

(২) বজ্র বলিতে এ স্থলে খড়্গাকার অস্ত্র বুঝাইতেছে। (সায়ণ)। উহার মুষ্টিদেশ সন্ন, পরে মোটা। দণ্ড অর্থে গদা। পরশু অর্থে কুঠার। উহারও মুষ্টিদেশ সূক্ষ্ম।

পুরাকালে দেবগণ ও অশ্বরগণ এই লোকসমূহে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই দেবগণ সদোনামক মণ্ডপে আশ্রয় লইয়াছিলেন। অশ্বরেরা তাঁহাদিগকে সেই সদোনামক মণ্ডপ হইতে পরাজয় করিয়াছিল। তখন তাঁহারা আশ্রীধ্রে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে তাঁহারা পরাজিত হয়েন নাই। সেইজন্য [উপবসথ দিনে যজমানেরা] আশ্রীধ্রেই উপস্থিত থাকেন, সদোমণ্ডপে থাকেন না। [দেবগণ] আশ্রীধ্রেই [আপনাদিগকে] ধৃত রাখিয়াছিলেন (সেখান হইতে চলিয়া যান নাই); যেহেতু আশ্রীধ্রেই [আপনাদিগকে] ধৃত রাখিয়া ছিলেন, সেইহেতু আশ্রীধ্রের আশ্রীধ্ব ।

অশ্বরেরা সেই দেবগণের সদঃস্থিত অগ্নিসকল নির্বাপিত করিয়া দিয়াছিল। সেই দেবগণ আশ্রীধ্র হইতেই সদঃস্থ অগ্নিসকল আহরণ করিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই অগ্নি দ্বারা অশ্বরগণকে ও রাক্ষসগণকে বধ করিয়াছেন। সেইরূপ এখনও যজমানেরা আশ্রীধ্র হইতেই সদঃস্থ অগ্নি আহরণ করেন। তদ্বারা অশ্বরগণের ও রাক্ষসগণের নিধন হয় ।

(১) প্রাচীনবংশের পূর্বে যে যজ্ঞশালা বা মণ্ডপ, তাহার নাম সদঃ । এই মণ্ডপের দক্ষিণপ্রান্তে মার্জালী ও উত্তরপ্রান্তে আশ্রীধ্রের অগ্নিকুণ্ড অবস্থিত থাকে। উত্তর অগ্নির মধ্যে সাতজঃ ঋষিকের জন্ত নির্দিষ্ট সাতটি দিক্য (অগ্নিকুণ্ড) থাকে। এই সাতটি দিক্য দক্ষিণ হইতে উত্তরে বথাক্রমে মৈত্রাবরণ, হোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছসী, পোতা, নেটা, অচ্ছাবাক ও আশ্রীধ্র এই সাতজঃ ঋষেদী ঋষিকের জন্ত নির্দিষ্ট। সর্বন্যয়ে শত্রু পার্শ্বের সময় এই ঋষিকেরা আশ্রীধ্র হইতে অগ্নি আহরণ করিয়া ঋষি দিক্যে উপস্থিত হন।

(২) আশ্রীধ্র—তন্নামক অগ্নিকুণ্ড ; এই আশ্রীধ্র অগ্নির দক্ষিণে দিক্যগুলি অবস্থিত।

(৩) শাখান্তরে—“দেবা বৈ বজঃ পরাজয়ন্ত তমাশ্রীধ্রং পুনরবাঞ্জরয়েতবৈ বজ্রস্তাপরাজিতঃ কদাশীধ্রং বদাশ্রীধ্রাচ্ছিকমান্ বিহরন্তি বসেব বজ্রস্তাপরাজিতঃ তত এবৈনঃ পুনরত্মুতে” ।

তৎপরে আজ্যশস্ত্র নামের ব্যুৎপত্তি যথা—“তে বৈ.....আজ্যশ্ব”

তঁাহারা (দেবগণ) প্রাতঃকালে (প্রাতঃসবনে) আজ্য-সমূহদ্বারা (তন্মামক শস্ত্রদ্বারা) চতুর্দিকে জয় লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন। যে হেতু আজ্যদ্বারা চতুর্দিকে জয় লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাই আজ্যসমূহের আজ্যত্ব।

“আ সামস্তাং জয়ন্তি এভিঃ” এই অর্থে আজ্যানাম সিদ্ধ হইল (সারণ)।

তৎপরে প্রাতঃসবনে ইন্দ্রায়ির উদ্দিষ্ট অচ্ছাবাকপাঠ শস্ত্রবিধান, যথা—
“তাসাং.....ভবতি”

জয়লাভ করিয়া [সদঃস্থ দিগ্বেশ্যর অভিমুখে] আগমনকারী হোতাদিগের মধ্যে অচ্ছাবাকের শরীর হীন (নিকৃষ্ট অর্থাৎ সদঃপ্রবেশে অসমর্থ) হইয়াছিল ; তখন ইন্দ্র ও অগ্নি তাঁহার (অচ্ছাবাকের) শরীরে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। কেন না ইন্দ্র এবং অগ্নিই দেবগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ওজস্বী, বলবান্, সহিষ্ণু, সাধু ও পারগ। সেইজন্য অচ্ছাবাক প্রাতঃসবনে ঐন্দ্রায় শস্ত্র পাঠ করেন ; কেন না, ইন্দ্র ও অগ্নি তাঁহার শরীরে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন।

সেইজন্যই [অচ্ছাবাকব্যতীত] অপর হোত্রকগণ পূর্কের সদঃপ্রবেশ করেন, অচ্ছাবাক পশ্চাৎ প্রবেশ করেন। যে ব্যক্তি হীন (অশক্ত), সে [সমর্থ ব্যক্তির] পশ্চাতে যাইতেই ইচ্ছা করে।

(৪) এ স্থলে হোতা বলিতে শস্ত্রপাঠার্থ সদঃপ্রবেশকারী সাতজন ঋত্বিককেই বুঝাইতেছে। ঋত্বিকগণের হোতা সাতজন ; তন্মধ্যে প্রধানের নাম হোতা ; সৈন্যবরণ (প্রশস্তা), ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক এই তিন জন হোত্রক ; আর পোতা, নেতা, আয়ীত্র (আয়ীং), এই তিন জন হোত্রাচ্ছংসী। ঐ সাত জনের মন্ত্র সম্বন্ধে সাতটি বিধি নির্দিষ্ট থাকে। তন্মধ্যে অচ্ছাবাক সকলের পশ্চাতে সদঃপ্রবেশ করিয়া ঐন্দ্রায় শস্ত্র পাঠ করেন।

সেইজন্য যে বহুচ (ঋগ্বেদাধ্যায়ী) ব্রাহ্মণ বীৰ্য্যবান্ (বেদ-শাস্ত্রে কুশল) হইবে, সেই সেই যজমানের পক্ষে অচ্ছাবাকীয় শস্ত্র পাঠ করিবে। তাহাতেই তাহার শরীর অহীন (সমর্থ) হইবে।

পঞ্চম খণ্ড

আজ্যশস্ত্র

বহিষ্পবমানস্তোত্র গীত হইলে পর হোতৃগণ আজ্যশস্ত্র পাঠ করেন এবং আজ্যস্তোত্রের পর প্রুউগ শস্ত্র^১ পাঠিত হয়। যথা—“দেবরথো বৈ...এবং বেদ”

এই যে যজ্ঞ, ইহা দেবগণের রথস্বরূপ। আর এই যে আজ্য ও প্রুউগ (তন্মামক শস্ত্রদ্বয়), তাহা [রথের] অভ্যন্তর রশ্মি-(অশ্ববন্ধন-রজ্জু)-স্বরূপ। সেইহেতু এই যে পবমানের পর আজ্যশস্ত্রের পাঠ হয় ও আজ্যস্তোত্রের পর প্রুউগ-শস্ত্রের পাঠ হয়, তদ্বারা দেবগণের রথের অভ্যন্তররশ্মি সম্পাদিত হয়; তাহাতে সেই রথের (অর্থাৎ যজ্ঞের) চালনায় কোন বিঘ্ন ঘটে না। ঐ কৰ্ম করিলে মনুষ্যের রথেরও অভ্যন্তররশ্মি সম্পাদিত হয় ও [যজমানের রথেরও] কোন বিঘ্ন ঘটে না। যে ইহা জানে, তাহার দেবরথ ও মনুষ্যরথ উভয়েরই বিঘ্ন ঘটে না।

বহিষ্পবমান স্তোত্র ও আজ্যশস্ত্র এতচ্ছভয়ের দেবতা পৃথক্ ও ছন্দও পৃথক্। তথাপি ঐ স্তোত্রের পর ঐ শস্ত্র পাঠ করিতে বিহিত হইল, তৎসম্বন্ধে বিচার যথা—“তদাত্তঃ.....ভবন্তি”

(১) সামগারীরা স্তোত্র গান করিলে পর হোতা শস্ত্র পাঠ করেন। প্রত্যেক শস্ত্রপাঠের পূর্বে একবার স্তোত্র গীত হয়। বহিষ্পবমান স্তোত্র গীত হইলে আজ্যশস্ত্র এবং আজ্যস্তোত্র (৬।১৬।১০) গীত হইলে প্রুউগ শস্ত্র পাঠিত হয়।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন,—স্তোত্র যেরূপ, শস্ত্রও তদনুসারী [হওয়া উচিত] ; কিন্তু সামগায়ীরা পবমানদৈবত স্তোত্রে স্তব করেন, আর হোতা অগ্নিদৈবত আজ্য শস্ত্র পাঠ করেন ; তাহা হইলে হোতৃকর্তৃক পবমান-দৈবত স্তোত্রের অনুসরণ কিরূপে সিদ্ধ হয় ? [উত্তর] যিনি অগ্নি, তিনিই পবমান । ঋষিও এ বিষয়ে বলিয়াছেন, অগ্নিই ঋষি পবমান ।^১ অতএব অগ্নিদৈবত মন্ত্র দ্বারা হোতা [শস্ত্রপাঠ] আরম্ভ করিলে পবমানদৈবত স্তোত্রের অনুসরণই সিদ্ধ হয় ।

[আবার] এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন,—স্তোত্র যেরূপ, শস্ত্র তদনুসারী [হওয়া উচিত] ; কিন্তু সামগায়ীরা গায়ত্রী দ্বারা স্তব করেন, আর হোতা অনুষ্কপ্ দ্বারা আজ্যপাঠ করেন । তাহা হইলে তৎকর্তৃক গায়ত্রীর অনুসরণ কিরূপে সিদ্ধ হয় ?

[উত্তর] [অনুষ্কপ্ দ্বারাই গায়ত্রী] সম্পাদিত হয়, এই [উত্তর] বলিবে । কেন না [আজ্যশস্ত্রে] এই সাতটি অনুষ্কপ্ ; উহার প্রথমটি তিনবার ও শেষটি তিনবার পাঠ করিলে, উহা এগারটি হয় । [তদ্ব্যতীত] বিরাট্ ছন্দের যাজ্ঞাটি দ্বাদশস্থানীয় ; কেন না একটি অক্ষরে বা দুইটি অক্ষরে ছন্দের ব্যত্যয় হয় না ।^২ এইরূপে উহারা (ঐ বারটি

(২) “অগ্নিঋষিঃ পবমানঃ পাক্জন্তঃ পুরোহিতঃ । তন্নীমহে মহাগরম্ ॥” (৯।৩৬।২০)
এই মন্ত্রের ঋষি বৈখানস ।

(৩) অনুষ্কপ্তের অক্ষর বত্রিশটি, বিরাটের তেত্রিশটি । একটি অক্ষরের আধিক্য ধৰ্ম্মবা

অমুষ্কুপ্) যোলটি গায়ত্রীর সমান হয় ।^১ এইরূপেই অমুষ্কুভ্
দ্বারা [শস্ত্রপাঠ] আরম্ভ করিলেও হোতৃকর্তৃক গায়ত্রীর অমু-
সরণ সিদ্ধ হয় ।

তৎপরে ঐজ্যগ্রহহোমের বাজ্যবিধান—“অগ্নি ইন্দ্রশ্চ...বজ্জতি”

“অগ্নি ইন্দ্রশ্চ দাশুযো দুরোগে”—এই অগ্নি ও ইন্দ্র উভয়
দেবতার উদ্দিষ্ট মন্ত্রকে যাজ্য্য করিবে ।

ঐজ্যগ্রহে প্রথমে ইন্দ্রের পরে অগ্নির নাম আছে, কিন্তু ঐ যাজ্য্যমন্ত্রের
দেবতামধ্যে পূর্বে অগ্নির পরে, ইন্দ্রের নাম দেখা যাইতেছে । এই আপত্তির
খণ্ডন—“ন বৈ...এব”

[অম্বরদিগের সহিত যুদ্ধে] [পূর্বে] ইন্দ্র ও [পরে]
অগ্নি যাইয়া জয় লাভ করেন নাই, [পূর্বে] অগ্নি ও [পরে]
ইন্দ্র যাইয়া জয় লাভ করিয়াছিলেন ; সেইজন্য এই যে অগ্নি
ও ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট মন্ত্রকে যাজ্য্য করা হয়, ইহাতে বিজয়-
লাভই ঘটে ।

যাজ্য্যর অক্ষরসংখ্যা প্রশংসা—“স বিরাট্.....তৃপ্যন্তি”

সেই বিরাটের তেত্রিশটি অক্ষর । দেবগণও তেত্রিশ জন ;
অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি এবং বযট্-
কার । এতদ্বারা [প্রাতঃসবনে বিহিত] প্রথম শাস্ত্রে (অর্থাৎ
আজ্যশাস্ত্রে) দেবতাদিগকে অক্ষরের ভাগী করা হয় । তদ্বারা

সহে । এইজন্য বিরাট্‌ক্ষেত্রে অমুষ্কুপ্ খলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে । তাহা হইলে আজ্যশাস্ত্রে
সমুদয়ে বারটি অমুষ্কুপ্ হয় ।

(৪) অমুষ্কুপের প্রতিমত্রে চারি চরণ ; গায়ত্রীর তিন চরণ । অতএব বারটি অমুষ্কুপ্,
যোলটি গায়ত্রীর সমান । কাজেই অমুষ্কুপ্ হ্রস্বের আজ্যশাস্ত্রে গায়ত্রীকন্ডের পঞ্চদশ ভোজের
অমুনারী হইল ।

দেবতারা [তেত্রিশ জনে] এক এক অক্ষর অনুসরণ করিয়া [সকলেই] উত্তমরূপে [সোমরস] পান করেন । তাহাতে [অক্ষররূপী] দেবপাত্র দ্বারাই [সোমপান করিয়া] দেবতা-গণ তৃপ্ত হন । *

শস্ত্রের ও যাজ্যার দেবতা পৃথক্, সে বিষয়ে আপত্তিখণ্ডন “তদাহঃ...যাজ্য্য”

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন,—যে রূপ শস্ত্র, যাজ্য্য তদনুসারী হওয়া উচিত ; কিন্তু হোতা অগ্নিদেবত শস্ত্র পাঠ করেন ; তবে কেন অগ্নি ও ইন্দ্র দেবতার উদ্দিষ্ট মন্ত্রকে যাজ্য্য করা হয় ? [উত্তর] যাহার দেবতা অগ্নি ও ইন্দ্র, তাহার দেবতা ইন্দ্র ও অগ্নি [এরূপ বলাও চলে] ; আর এই যে শস্ত্র, ইহা গ্রহের সহিত ও তুষষ্টিংশংসের সহিত [একযোগে] ইন্দ্র ও অগ্নি ইহাদেরই উদ্দিষ্ট । কেন না “ইন্দ্রাণী আগত্য স্তং গীর্ভিন্ভো বরেণ্যম্ । অশ্ব পাত্যং ধিয়েষিতা” ‘—অহে ইন্দ্র, অহে অগ্নি, তোমরা স্তুতি দ্বারা অভিযুত এবং আকাশের মত বরেণ্য এই সোমের নিকট আগমন কর এবং আপন ধীশক্তি-প্রেরিত হইয়া ইহা পান কর—এই মন্ত্রে অধ্বয্যু্য ঐন্দ্রাণ্য গ্রহ গ্রহণ করেন; অপিচ, “ভূরগ্নিজ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিরিন্দ্রো জ্যোতি-ভূবো জ্যোতিরিন্দ্রঃ সূর্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ স্বঃ সূর্য্যঃ” এই মন্ত্রে হোতা তুষষ্টিংশংস পাঠ করেন । এই হেতু শস্ত্রও যেরূপ, যাজ্য্যও তদনুসারী (অর্থাৎ অভিন্ন দেবতার উদ্দিষ্ট) ।

(৬) এক-এক অক্ষর এক এক দেবতার-ভাজন অর্থাৎ পাত্রব্রহ্মণ ।

(৭) ৩।২।১

ষষ্ঠ খণ্ড

আজ্ঞাশাস্ত্র

হোতৃজপের বিধান' —“হোতৃজপং...এবতং”

হোতৃজপ জপ করা হয়। এতদ্বারা রেতঃসেক হয়। উপাংশ (নীরবে) জপ করা হয় ; কেন না রেতঃসেকও উপাংশ সম্পাদিত হয়। আহাবের পূর্বেই জপ করা হয় ; কেন না আহাবের পর যাহা কিছু [অনুষ্ঠিত হয়], তাহা শস্ত্রেরই [অন্তর্গত]।

আহাবপাঠের নিয়ম যথা—“পরাক্ষং...সিদ্ধি”

পরাক্ষুথ (হোতার প্রতি বিমুখ) ও চতুষ্পদের মত (দুই হাত ও দুই পায়ে ভর দিয়া) উপবিষ্ট অধ্বযুঁর উদ্দেশে [হোতা] আহাব পাঠ করিবেন। সেই হেতু চতুষ্পদেরাও (পশুরাও) পরাক্ষুথ হইয়া রেতঃসেক করে। [আহাব-পাঠের পর অধ্বযুঁ] দুই পায়ে সম্মুখ হইয়া দাঁড়ান ; সেইজন্য দ্বিপদেরা (মনুম্যেরা) সম্মুখ হইয়া রেতঃসেক করে।

আহাবের পূর্বে হোতা যে মন্ত্র জপ করেন, ঐ মন্ত্রের ছয় ভাগ। আজ্ঞাশাস্ত্রে যজমানের নূতন জন্ম সম্পাদিত হয়। হোতৃজপ মন্ত্রটির তাৎপর্য ও জন্মদানক্রিয়ার অমুকুল, ইহা দেখান হইতেছে, যথা—“পিতা মাতরিশ্বা.....তদাহ”

“পিতা মাতরিশ্বা”—মাতরিশ্বা (বায়ু) পিতা—এই অংশে প্রাণই পিতা এবং প্রাণই মাতরিশ্বা (বায়ু) এবং প্রাণই রেতঃ;

(১) ৭।৩।২।১, হোতৃজপের বিধির পূর্বে বলা হইয়াছে। শস্ত্রপাঠের পূর্বে হোতা আহাব বায়ু অধ্বযুঁকে আহ্বান করেন। তৎপূর্বে হোতৃজপ বিহিত। ঐ জপের আরম্ভে হু মং পং বক্ মে এই পঞ্চাক্ষর পাঠিত হয়। পূর্বে ২০০ পৃষ্ঠ দেখ।

এতদ্বারা রেতঃসেকং হয় । [তৎপরে] “অচ্ছিদ্রা পদাধাৎ” —[সেই বায়ুস্বরূপ পিতা] অচ্ছিদ্রে পদ (অর্থাৎ রেতঃ) আধান করিয়াছিলেন—এস্থলে অচ্ছিদ্র অর্থে রেতঃ; এতদ্বারা [যজমান] এই রেতঃ হইতে অচ্ছিদ্রে হইয়া উৎপন্ন হন । “অচ্ছিদ্রোক্তা কবয়ঃ শংসন্”—কবিগণ ছিদ্রহীন উক্ত (শস্ত্র) শংসন (পাঠ) করেন—এ স্থলে যাঁহারা অনুচান (বেদজ্ঞ), তাঁহারাই কবি ; তাঁহারাই এই অচ্ছিদ্র রেতঃ উৎপাদন করেন, ইহাই ঐ বাক্যে বলা হইল । “সোমো বিশ্ববিন্ধীথা নিমেষদ্ বৃহস্পতিরুক্তা মদানি শংসিষৎ”—বিশ্ববিৎ (সর্বজ্ঞ) সোম নীথসকল (অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্মসকল) সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, বৃহস্পতি উক্তামদ (তুষ্টিজনক উক্ত) পাঠে ইচ্ছা করিয়াছিলেন—এ স্থলে বৃহস্পতিই ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ), সোমই ক্ত্র (ক্ত্রিয়), এবং স্তোত্র ও শস্ত্রই নীথ ও উক্তামদ । এতদ্বারা দৈব ব্রহ্ম দ্বারা ও দৈব ক্ত্রিয় দ্বারা প্রেরিত হইয়াই উক্তসকল (শস্ত্রসকল) পঠিত হয় । কেন না, এই যজ্ঞে যাহা কিছু অনুষ্ঠেয়, ইহারাই (সোম এবং বৃহস্পতি) তাহা প্রেরণ করিতে সমর্থ । সেই জন্ত যাহা ইহাদেরকর্তৃক প্রেরিত না হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অক্রিয়া হয় ; এবং এই ব্যক্তি অক্রিয়া করিয়াছে, এই বলিয়া লোকে নিন্দা করে । যে ইহা জানে, সে কর্তব্যই করে, সে অকর্তব্য করে না । “বাগায়ুর্বিশ্বায়ুর্বিশ্বমায়ুঃ”—বাক্য হউক ও আয়ু হউক, ও বিশ্বায়ু (পূর্ণায়ু) হইয়া বিশ্ব (পূর্ণ) আয়ু [লাভ করুক]—এই অংশ [পরে] পাঠ করিবে । এ স্থলে প্রাণই আয়ুঃস্বরূপ, প্রাণই রেতঃস্বরূপ এবং বাক্য যোনি-

স্বরূপ। এতদ্বারা যোনির অভিমুখে রেতঃসেক করা হয়। “ক ইদং শংসিষ্যতি স ইদং শংসিষ্যতি”—ক (প্রজাপতি)^১ এই শস্ত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনিই এই শস্ত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা করিবেন—এই [শেষাংশ] পাঠ করিবে। এ স্থলে ক-শব্দে প্রজাপতি। প্রজাপতিই উৎপাদন করিবেন (যজমানের পুনর্জন্ম দিবেন), ইহাই এই মন্ত্রে বলা হইল।

সপ্তম খণ্ড

আজ্যশস্ত্র

প্রাতঃসবনে আজ্যশস্ত্র পাঠে যজমানের পুনর্জন্ম লাভ হয়। ঐ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ জন্মদান ক্রিয়ার অনুরূপ। প্রথম অনুষ্ঠান হোতৃজপ রেতঃসেকের অনুরূপ; পরবর্তী অনুষ্ঠান তৃক্ষীংশংসে রেতঃ মাতৃগর্ভে বিকৃত হইয়া ক্রণের আকৃতি গ্রহণ করে; তৎপরে নিবিৎ পাঠে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। সেই তৃক্ষীংশংস সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা যথা—“আহুয়...স্ববিদিতম্”

[আহাবদ্বারা অধ্বয্যু্যকে] আহ্বানের পর তৃক্ষীংশংস পাঠ করিবে; এতদ্বারা [হোতৃজপকালে] সিক্ত রেতঃ বিকৃত হয় (পিণ্ডাকৃতি লাভ করে)। রেতঃসেক পূর্বে ঘটে, ও তাহার বিকার পরেই ঘটিয়া থাকে। তৃক্ষীংশংস উপাংশু-ভাবে পাঠ করিবে। কেন না, রেতঃসেক উপাংশুভাবেই ঘটে। তৃক্ষীংশংস অনুচ্চভাবে (হোতৃজপের অপেক্ষা ঈষৎ উচ্চ অথচ অল্পস্বৰ্ণ ভাবে) জপ করিবে। কেন না রেতঃ সেইরূপেই বিকার

লাভ করে। তুষ্ণীংশংস ছয় ভাগে ' পাঠ করিবে ; পুরুষও ষড়ঙ্গ অর্থাৎ ছয়ভাগে বিভক্ত^১। এতদ্বারা আত্মাকে (রেতঃ হইতে উৎপন্ন ক্ষণরূপী যজমানকে) ছয়ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ ষড়ঙ্গ করিয়া বিকৃত করা হয়।

তুষ্ণীংশংস পাঠের পর পুরোরূক্ * পাঠ করা হয়। তদ্বারা বিকৃত রেতঃ [শিশুরূপে] জন্ম লাভ করে। রেতঃ পূর্বের বিকৃত হয়, পরে [শিশুর] জন্ম ঘটে। পুরোরূক্ উচ্চে পাঠ করা হয়। কেন না (জননীর প্রসববেদনাহেতু) উচ্চধ্বনি সহকারেই [শিশুর] জন্ম ঘটে।

দ্বাদশাংশবিশিষ্ট পুরোরূক্ পাঠ করিবে। দ্বাদশ মাসেই সংবৎসর, সংবৎসরই প্রজাপতি ; তিনিই এই সকলের জন্মদাতা। যিনি এ সকলের জন্মদাতা, তিনিই এতদ্বারা (পুরোরূক্ পাঠে) এই যজমানকে প্রজাসহিত ও পশুসহিত [সমৃদ্ধ করিয়া] উৎপন্ন করেন। ইহাতে ঐ জন্মলাভই ঘটে। যে ইহা জানে, সে প্রজাসহিত ও পশুসহিত [সমৃদ্ধ হইয়া] জন্ম লাভ করে।

জাতবেদার (তন্মামক দেবতার) উদ্দিষ্ট পুরোরূক্ পাঠ করা হয়। জাতবেদা ঐ পুরোরূকের নিম্ন অঙ্গ^২।

(১) তুষ্ণীংশংসের ছয়ভাগ বণাক্রমে—১ ভূয়িজ্যোতিঃ। ২ জ্যোতিরগ্নিঃ। ৩ ইন্দ্রো-
জ্যোতির্ভূবঃ। ৪ জ্যোতিরিত্রঃ। ৫ সূর্য্যোজ্যোতিঃ। ৬ জ্যোতিঃ স্বঃ সূর্য্যঃ।

(২) পুরুষের ষড়ঙ্গ বণা—আত্মা (মধ্যদেহ), মস্তক, দুই হস্ত, দুই পদ।

(৩) “এ বো দেবায়” ইত্যাদি হৃক্তের পূর্বে পঠিত হয় বলিয়া “অগ্নির্বেবেকঃ” ইত্যাদি পূর্ব
বাখ্যাত নিবিশেষ নাম পুরোরূক্। পূরতো রোচতে দীপাতে ইতি পুরোরূক্,—তন্মামক নিবিশেষ মন্ত্র।

(৪) নিবিশেষ শ্রেণীভাগে “লো অধ্বন্য করতি জাতবেদাঃ” এই অংশ থাকার জাতবেদাঃ ঐহার
দেবতা ও উহার নিম্ন অঙ্গস্বরূপ হইল।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, তৃতীয় সর্বনই জাতবেদার আয়তন-(আশ্রয়)-স্বরূপ, “তবে প্রাতঃসবনে কেন জাতবেদার উদ্দিষ্ট পুরোরূকের পাঠ হয় ? [উত্তর] প্রাণই জাতবেদাঃ ; সেই প্রাণই সকল জাত (উৎপন্ন) পদার্থের বেত্তা (জ্ঞাতা) । সেই প্রাণ যে সকল জাত পদার্থকে জানে, তাহারাই বর্তমান আছে ; যাহাদিগকে জানে না, তাহার কোথায় আছে ? যে যজমান আজ্যশস্ত্রে আপনার ঐ সংস্কারের (পুনর্জন্মলাভের) বিষয় জানে, সেই ঠিক জানে ।

অষ্টম খণ্ড

আজ্যশস্ত্র

আজ্যশস্ত্রে পাঠ্য শব্দের অন্তর্গত শব্দসমূহের ব্যাখ্যা—“প্র বো……সমস্তং সংস্করতে”

“প্র বো দেবায়াগ্নয়ে”^১ এই মন্ত্র পাঠ করিবে । এই মন্ত্রে “প্র” শব্দে প্রাণ বুঝাইতেছে । এই ভূতসকল (জীবসকল) প্রাণের পশ্চাতেই গমন করে, প্রাণকেই বর্দ্ধিত করে ও প্রাণকেই সংস্কৃত করে ।

“দীদিবাংসমপূর্ব্যম্” এই মন্ত্র পাঠ করিবে । এস্থলে মনই দীপ্তিযুক্ত (“দীদিবান্”) ; অতএব কোন [ইন্দ্রিয়] মনের পূর্ব্বে অবস্থিত নহে (“অপূর্ব্য”) । এতদ্বারা মনকেই বর্দ্ধিত করা হয় ও মনকেই সংস্কৃত করা হয় ।

(১) তৃতীয় সর্বনে আগ্নিসংকৃত শব্দ পঠিত হয় । ঐ শব্দেরই সেবতা জাতবেদাঃ ।

“স নঃ শর্মাণি বীতয়ে” এই মন্ত্র পাঠ করিবে। এস্থলে বাক্যই শর্ম (স্বত্বস্বরূপ)। সেই জন্তু যে ব্যক্তি (যে শিষ্য) [আপন গুরুর বাক্য] নিজবাক্য দ্বারা অনুমোদন করে, তাহার উদ্দেশে লোকে বলিয়া থাকে, ইহার শর্ম (স্বত্ব) হউক, এই ব্যক্তি [বাক্য] সংযম করিয়াছে। এতদ্বারা বাক্যকেই বর্দ্ধিত করা হয় ও বাক্যকেই সংস্কৃত করা হয়।

“উত নো ব্রহ্মন্নবিয়ঃ” এই মন্ত্র পাঠ করিবে। এস্থলে শ্রোত্রই ব্রহ্ম; শ্রোত্রদ্বারাই ব্রহ্ম (বেদবাক্য) শুনা যায়; শ্রোত্রেই ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত। এতদ্বারা শ্রোত্রকেই বর্দ্ধিত করা হয় ও শ্রোত্রকেই সংস্কৃত করা হয়।

“স যন্তা বিপ্র এষাম্” এই মন্ত্র পাঠ করিবে। এস্থলে অপানই যন্তা (নিয়মনকর্তা); অপানদ্বারাই নিয়মিত হইয়া প্রাণ (শ্বাসবায়ু) দূরে যায়; এতদ্বারা অপানকেই বর্দ্ধিত করা হয় ও অপানকেই সংস্কৃত করা হয়।

“ঋতা বা যন্ত রোদসী” এই মন্ত্র পাঠ করিবে। এস্থলে চক্ষুই ঋতা; সেই জন্তু উভয় ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ হইলে যে বলে, আমি যত্ন করিয়া চোখে দেখিয়াছি, তাহার বাক্যই লোকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। এতদ্বারা চক্ষুকেই বর্দ্ধিত করা হয় ও চক্ষুকেই সংস্কৃত করা হয়।

“নূ নো রাস্ব সহস্রবন্তোকবৎ পুষ্টিমৎ বহু” এই অন্তিম মন্ত্র দ্বারা [আজ্যশস্ত্র পাঠ] সমাপ্ত করিবে। এস্থলে আত্মাই সমস্ত (প্রাণমনবাক্যাদির সমষ্টিস্বরূপ) এবং সহস্রবান্ (সহস্রসংখ্যক-ধনবিশিষ্ট) ও তোকবান্ (অপত্যযুক্ত)

ও পুষ্টিমান্ (সমৃদ্ধিযুক্ত) । এতদ্বারা সমস্ত আত্মাকেই বর্দ্ধিত করা হয় ও সমস্ত আত্মাকেই সংস্কৃত করা হয় ।

শত্ৰুপাঠান্তে ঐজ্যায় গ্রহহোমের যাজ্ঞ্যমন্ত্র বিধান—“যাজ্ঞ্যায়.....অধিদৈবতম্”

যাজ্ঞ্যাদ্বারা যাগ করা হয় । যাজ্ঞ্যাই প্রদানক্রিয়াস্বরূপ ; ইহা পুণ্যস্বরূপ ও লক্ষ্মীস্বরূপ । এতদ্বারা পুণ্যরূপা লক্ষ্মীকেই বর্দ্ধিত করা হয় ও পুণ্যরূপা লক্ষ্মীকেই সংস্কৃত করা হয় ।

যে ইহা জানে, সে ইহা জানিয়া ছন্দোময় দেবতাময় ব্রহ্মময় অমৃতময় হইয়া একযোগে সকল দেবতাকেই প্রাপ্ত হয় । যেরূপে ছন্দোময় দেবতাময় ব্রহ্মময় অমৃতময় হইয়া একযোগে সকল দেবতাকেই পাওয়া যায়, যে তাহা জানে, সে ঠিকই জানে ।

এই পর্য্যন্ত [যাহা বলা হইল, তাহা] আত্মবিষয়ক ; পরে [যাহা বলা হইতেছে, তাহা] দেবতাবিষয়ক ।

নবম খণ্ড

আজ্যশত্ৰু

তুষ্ণীংশংস, নিবিৎ ও মূক্ত আজ্যশত্ৰুর এই পর্ব্বত্রয়ের প্রশংসা হইতেছে ।

তুষ্ণীংশংসের প্রশংসা যথা—“যট্ পদংঅপ্যোতি”

যট্ পদবিশিষ্ট তুষ্ণীংশংস পাঠ করা হয় । ঋতু ছয়টি ; এতদ্বারা ঋতুসকলকেই [ভোগপ্রদানে] সমর্থ করা হয় ও ঋতুসকলকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

(৮) পুরোহিতবাক্য দ্বারা হব্য গ্রহণ ও যাজ্ঞ্যাদ্বারা দেবতাকে হব্যপ্রদান হয় । যথা প্রত্যন্তরে—পুরোহিতবাক্য আদিত্যে অবস্থতি যাজ্ঞ্যায়” ।

নিবিদের প্রশংসা—“দ্বাদশপদং.....অপোতি”

দ্বাদশপদবিশিষ্ট পুরোরূক পাঠ করা হয়। মাস বারটি ;
এতদ্বারা মাসসকলকেই [ভোগপ্রদানে] সমর্থ করা হয় ও
মাসসকলকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আজ্যশব্দের হস্তান্তরিত ঋকসকলের প্রশংসা—“প্র বো.....ভবতি ভবতি”

“প্র বো দেবায় অগ্নয়ে” এই মন্ত্র পাঠ করা হয়। এ স্থলে
“প্র” শব্দে অন্তরিক্ষ বুঝাইতেছে। এই ভূতসকল অন্তরিক্ষ-
মধ্যেই প্রাণ করে। এতদ্বারা অন্তরিক্ষকেই [ভোগ-
প্রদানে] সমর্থ করা হয় ও অন্তরিক্ষকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

“দীদিবাংসমপূর্ব্যাম্” এই মন্ত্র পাঠ করা হয়। যিনি
[সূর্য্য] তাপ দেন, তিনিই দীপ্তিমান, তাঁহার [উদয়ের]
পূর্বে কিছুই [সচেতন] থাকে না ; এতদ্বারা তাঁহাকেই
(ভোগপ্রদানে) সমর্থ করা হয় ও তাঁহাকেই প্রাপ্ত
হওয়া যায়

“স নঃ শর্মাণি বীতয়ে” এই মন্ত্র পাঠ করা হয়। এ স্থলে
অগ্নিই শর্ম (সুখজনক) ভক্ষণীয় অন্ন দান করেন। এতদ্বারা
অগ্নিকেই [ভোগপ্রদানে] সমর্থ করা হয় ও অগ্নিকেই প্রাপ্ত
হওয়া যায়।

“উত নো চন্দ্রমবিষঃ” এই মন্ত্র পাঠ করা হয়। এ স্থলে
চন্দ্রমাই ব্রহ্ম। এতদ্বারা চন্দ্রমাকেই [ভোগপ্রদানে] সমর্থ
করা হয় ও চন্দ্রমাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

“স যন্তা বিপ্র এষাম্” এই মন্ত্র পাঠ করা হয়। এ স্থলে
বায়ুই যন্তা (নিয়মনকর্তা) ; বায়ু দ্বারাই নিয়মিত হইয়া এই

অন্তরিক্ষ দূরে যায় না । এতদ্বারা বায়ুকেই [ভোগপ্রদানে] সমর্থ করা হয় ও বায়ুকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

“ঋতা বা যন্ত রোদসী” এই মন্ত্র পাঠ করা হয় । এস্থলে দ্যাবাপৃথিবীই রোদঃস্বরূপ । দ্যাবাপৃথিবীকেই এতদ্বারা [ভোগপ্রদানে] সমর্থ করা হয় ও দ্যাবাপৃথিবীকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

“নূ নো রাস্ব সহস্রবৎ তোকবৎ পুষ্টিমৎ বস্তু” এই অস্তিম মন্ত্রে [আজ্যশস্ত্রপাঠ] সমাপ্ত করা হয় । সমস্ত সংবৎসরই সহস্রবান্ (সহস্রসংখ্যক-ধনদাতা), তোকবান্ (পুত্রদাতা), পুষ্টিমান্ (পুষ্টিদাতা); এতদ্বারা সমস্ত সংবৎসরকেই [ভোগপ্রদানে] সমর্থ করা হয় ও সমস্ত সংবৎসরকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

যাজ্ঞাঘারা যাগ করা হয় । যাজ্যাই বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ ; বিদ্যুৎই এই বৃষ্টি ও ভক্ষণীয় অন্ন প্রদান করে । এতদ্বারা বিদ্যুৎকেই [ভোগপ্রদানে] সমর্থ করা হয় ও বিদ্যুৎকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

ইহা জানিয়া সেই যজমান এই [ঋতু হইতে বিদ্যুৎ পর্য্যন্ত] সর্ব দেবতাময় হইয়া থাকে ।

তৃতীয় পঞ্চিক

একাদশ অধ্যায়

—*—

প্রথম খণ্ড

প্রউগশস্ত্র

প্রাতঃসবনে আজ্যশস্ত্র ও প্রউগশস্ত্র উভয়ের পাঠ বিহিত। আজ্যশস্ত্রের বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। এখন প্রউগশস্ত্রের বিবরণ দেওয়া হইতেছে যথা—“গ্রহোক্তং.....সম্মা”

এই যে প্রউগ, ইহা [ঐন্দ্রবায়বাদি] গ্রহগণের উক্ত্য^১ (ঐ সকল গ্রহের উদ্দিষ্ট দেবতার প্রশংসাপর)। প্রাতঃসবনে নয়টি গ্রহ^২ গৃহীত হয় ও হবিষ্পবমানে নয়টি মন্ত্রদ্বারা স্তব করা হয়। এই স্তোম (হবিষ্পবমান স্তোত্র) দ্বারা স্তব হইলে [অধ্বৰ্য্যু] দশম গ্রহ (আশ্বিন গ্রহ) গ্রহণ করেন। [অপিচ] হিষ্কার [হবিষ্পবমানান্তর্গত মন্ত্রসকলের] দশম। তাহা হইলেই ইহা (গ্রহসংখ্যা) এবং উহা (স্তোত্রের অন্তর্গত মন্ত্রসংখ্যা) সমান হয়।^৩

(১) যে সকল ঋক মন্ত্রে দেবতার প্রশংসা হয়, তাহার নাম শস্ত্র। উক্ত্য ও শস্ত্র একার্থক। গানগায়ীরা বাহা গান করেন, তাহা স্তোত্র বা স্তোম।

(২) উপাংক্ত অন্তর্ধ্যায় ও ঋতুগ্রহ এই নয়টি ছাড়িয়া অস্ত্র দশটি গ্রহের নাম ধারাগ্রহ।

(৩) হবিষ্পবমান স্তোত্রে “উপাংক্ত গায়ত্রী” ইত্যাদি নয়টি মন্ত্র গীত হয়। পূর্বে দেখ।

এইরূপে হিষ্কার সমেত হবিষ্যবমান স্তোত্রে দশটি মন্ত্র হইল। প্রাতঃসবনে দশটি ধারাগ্রহ হইতে হোম বিহিত। প্রউগশস্ত্র ঐ সকল ধারাগ্রহের উদ্দিষ্ট দেবতার প্রশংসামাত্র। এইরূপে হবিষ্যবমান স্তোত্র ও প্রউগশস্ত্র উভয়েরই প্রাতঃসবনে বিহিত গ্রহগণের সহিত সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইল।

তৎপরে প্রউগশস্ত্রান্তর্গত মন্ত্রের বিধানঃ যথা—“বায়ব্যং.....এবং বেদ”

বায়ুদৈবত [তিনটি ঋক্] পাঠ করিবে।^১ তদ্বারা বায়ু-দৈবত গ্রহ^২ উক্খবান্ (শস্ত্রযুক্ত অর্থাৎ শস্ত্রদ্বারা প্রশংসিত) হয়।

ইন্দ্র ও বায়ু-দেবতার উদ্দিষ্ট [তিনটি মন্ত্র]^৩ পাঠ করিবে। তদ্বারা ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ উক্খবান্ হয়।

মিত্র ও বরুণ দেবতার উদ্দিষ্ট [তিনটি মন্ত্র]^৪ পাঠ করিবে। তদ্বারা মৈত্রাবরুণ গ্রহ উক্খবান্ হয়।

অশ্বিনয়ের উদ্দিষ্ট [তিনটি মন্ত্র]^৫ পাঠ করিবে। তদ্বারা আশ্বিন গ্রহ উক্খবান্ হয়।^৬

ইন্দ্রদৈবত [তিনটি মন্ত্র]^৭ পাঠ করিবে। তদ্বারা শুক্র ও মন্ত্রী গ্রহদ্বয় উক্খবান্ হয়।

তিনজন সামগারী স্তোত্র গান করেন। তন্মধ্যে একজন হিষ্কার (হ্) এই শব্দ উচ্চারণ করেন। ঐ হিষ্কারকে দশম মন্ত্র বলিয়া ধরিলে স্তোত্রের মন্ত্রসংখ্যা ও প্রাতঃসবনে গ্রহসংখ্যা সমান হয়।

(৪) প্রথম মণ্ডলের অন্তর্গত মধুচ্ছন্দা ঋষির দৃষ্ট দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূক্ত প্রউগশস্ত্রে পাঠ করা হয়।

(৫) ১২।১-৩ এই তিন মন্ত্রের দেবতা বায়ু।

(৬) প্রাতঃসবনে বায়ু দেবতার উদ্দিষ্ট স্বত্ত্ব গ্রহ নাই, তবে ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের প্রথমংশ কেবল বায়ুর উদ্দেশে ও দ্বিতীয় অংশ ইন্দ্র বায়ু উভয়ের উদ্দেশে আহৃত হয়। পূর্বে দেখা। এতলে ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের প্রথমংশকেই বায়ুদৈবত গ্রহ বলা হইল।

(৭) ১২।৪-৬ (৮) ১২।৭-৯ (৯) ১৩।১-৩

(১০) ইতঃপূর্বেই আশ্বিনগ্রহকে দশমগ্রহ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ গ্রহণকালে উহা দশমস্থানীয়, কিন্তু হোমকালে তৃতীয়স্থানীয়। (১১) ১৩।৪-৬

বিশ্বদেবগণের উদ্দিষ্ট [তিনটি মন্ত্র]^{১২} পাঠ করিবে ।
তদ্বারা আগ্রয়ণ গ্রহ উক্খবান্ হয় ।

সরস্বতীদৈবত [তিনটি মন্ত্র]^{১৩} পাঠ করিবে । [কিন্তু]
সরস্বতীর উদ্দিষ্ট কোন গ্রহ নাই । বাক্যই সরস্বতী; যে সকল
গ্রহ বাক্যদ্বারা (মন্ত্রদ্বারা) গৃহীত হয়, তাহারা সকলেই এত-
দ্বারা উক্খবান্ হয় । যে ইহা জানে, তাহার সকল গ্রহই
উক্খযুক্ত (প্রশংসিত) হয় ।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রউগ শস্ত্র

প্রউগশস্ত্রের প্রশংসা—“অন্নাত্মং বৈ.....শংসন্তি”

এই যে প্রউগ, ইহা দ্বারা ভোজনযোগ্য অন্ন রক্ষিত হয় ।
প্রউগে যেমন নানা দেবতার প্রশংসা হয়, সেইরূপ নানা উক্-
খণ্ড (অর্থাৎ মন্ত্রও) প্রউগে ব্যবহৃত হয় ।^১ যে ইহা জানে,
তাহার গৃহে নানাবিধ ভোজনযোগ্য অন্ন রক্ষিত হয় ।

এই যে প্রউগ নামক উক্খ, ইহা যজমানেরই আত্মবিষয়ক
(শরীরোৎকর্ষসাধক), সেইজন্য তৎকর্তৃক অত্যন্ত আদরণীয়
ইহাই [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন । হোতা এই [প্রউগশস্ত্র]
দ্বারা সেই যজমানকেই সংস্কৃত করেন ।^২

(১২) ১।৩।৭-৯ (১৩) ১।৩।১০-১২

(১) প্রউগের উদ্দিষ্ট দেবতার নাম ও তদন্তর্গত মন্ত্র পূর্বখণ্ডে দেখ ।

(২) আজ্যশস্ত্রে যজমানের পুনর্জন্মলাভ হয় । পূর্বের দেখ । প্রউগশস্ত্রে তাহার সংস্কার হয়

বায়ুর উদ্দিষ্ট [তিন মন্ত্র] পাঠ করা হয় । এইজন্য বলা হয়, বায়ুই প্রাণ, প্রাণই রেতঃ, জায়মান পুরুষের [দেহগঠনে] প্রথমে রেতঃই সম্ভূত হয় । এই হেতু বায়ুর উদ্দিষ্ট যে মন্ত্র পাঠ করা হয়, তদ্বারা যজমানের প্রাণেরই সংস্কার হয় ।

ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দিষ্ট [তিন মন্ত্র] পাঠ করা হয় । যেখানে প্রাণ, সেইখানেই অপান । এই যে ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করা হয়, তদ্বারা তাহার প্রাণের ও অপানেরই সংস্কার হয় ।

মিত্র ও বরুণের উদ্দিষ্ট [তিন মন্ত্র] পাঠ করা হয় । সেইজন্য বলা হয়, [জায়মান] পুরুষের প্রথমে চক্ষু উৎপন্ন হয় । এই যে মিত্রাবরুণের উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ হয়, এতদ্বারা তাহার চক্ষুরই সংস্কার হয় ।

অশ্বিনয়ের উদ্দিষ্ট [তিন মন্ত্র] পাঠ করা হয় । সেইজন্য নবজাত শিশুকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলে, ঐ [শিশু] আমার কথা শুনিতে চাহিতেছে, আমাকেই ভাবিতেছে । এই যে অশ্বিনয়ের উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ হয়, তদ্বারা তাহার শ্রোত্রেরই সংস্কার হয় ।

ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট [তিন মন্ত্র] পাঠ করা হয় । সেই জন্য নবজাত শিশুকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলে, ঐ শিশু গ্রীবা তুলিতেছে, আবার মাথা তুলিতেছে । এই যে ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ হয়, এতদ্বারা তাহার বীৰ্য্যের (দৈহিক সামর্থ্যের) সংস্কার হয় ।

বিশ্বদেবগণের উদ্দিষ্ট [তিন মন্ত্র] পাঠ করা হয় । সেই-জন্য নবজাত শিশু পশুর মত (চারি হাতপায়ে) বিচরণ করে ।

তাহার অঙ্গসকলও বিশ্বদেবগণের সম্বন্ধী । এই যে বিশ্বদেব-
গণের উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ হয়, এতদ্বারা তাহার অঙ্গসকলের
সংস্কার হয় ।

সরস্বতীর উদ্দিষ্ট [তিন মন্ত্র] পাঠ করা হয় । সেইজন্য
নবজাত শিশুতে শেষে (চলিতে শিখিবার পরে) বাক্য (কথা
কহিবার শক্তি) প্রবেশ করে । বাক্যই সরস্বতী । এই যে
সরস্বতীর উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ হয়, এতদ্বারা তাহার বাক্যেরই
সংস্কার হয় ।

যে ইহা জানে, সেই হোতা, এবং যে যজমান ইহা জানে,
যাহার পক্ষে এই শস্ত্র পাঠ করা হয়, সেই যজমান, পূর্বের
জাত হইয়াও এই সকল দেবতা হইতে, সকল উক্থ (শস্ত্র)
হইতে, সকল ছন্দ হইতে, সকল প্রউগ হইতে, সকল সবন
হইতে [পুনরায়] জন্মলাভ করে ।

তৃতীয় খণ্ড

প্রউগ শস্ত্র

প্রউগশস্ত্রের পুনঃপ্রশংসা—“প্রাণানাং বৈ.....দধাতি”

এই যে প্রউগ, ইহা প্রাণসকলেরই উক্থ (প্রশংসাসূচক) ।
[এই শস্ত্রে] সাতজন দেবতার প্রশংসা হয় ; মন্ত্ৰকে প্রাণও
সাতটি ; এতদ্বারা মন্ত্ৰকে প্রাণসকলেরই স্থাপনা হয় ।

তৎপরে প্রউগশস্ত্রের সামর্থ্যপ্রদর্শন—“কিং স.....য এবং বেদ”

যিনি এই যজমানের হোতা হইবেন, তিনি তাহার কি

ইচ্ছ বা কি অনিচ্ছ করিতে সমর্থ? [উত্তর] সেই হোতা যজমানের উদ্দেশে ইহজন্মে যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন।

যাহার উদ্দেশে তিনি ইচ্ছা করিবেন, ইহাকে প্রাণ হইতে বিযুক্ত করিব, তাহার উদ্দেশে বায়ুদৈবত [ঋক্ তিনটি] লুক্-ভাবে পাঠ করিবেন। তাহার মধ্যে একটি ঋক্ বা একটি চরণ পাঠ করিবেন না; তাহা হইলেই সেই মন্ত্রপাঠ লুক্ হইবে; এবং তদ্বারা যজমানকে প্রাণ হইতে বিযুক্ত করা হইবে।

যাহার উদ্দেশে তিনি ইচ্ছা করিবেন, ইহাকে প্রাণ ও অপান হইতে বিযুক্ত করিব, তাহার উদ্দেশে ইন্দ্র ও বায়ু এতদুভয়ের উদ্দিষ্ট [ঋক্ তিনটি] লুক্-ভাবে পাঠ করিবেন। তাহার মধ্যে একটি ঋক্ বা একটি চরণ পাঠ করিবেন না; তাহা হইলেই সেই মন্ত্রপাঠ লুক্ হইবে; এবং তদ্বারা যজমানকে প্রাণ ও অপান হইতে বিযুক্ত করা হইবে।

যাহার উদ্দেশে তিনি ইচ্ছা করিবেন, ইহাকে চক্ষু হইতে বিযুক্ত করিব, তাহার উদ্দেশে মিত্রাবরুণের উদ্দিষ্ট [ঋক্ তিনটি] লুক্-ভাবে পাঠ করিবেন। তাহার মধ্যে একটি ঋক্ বা একটি চরণ পাঠ করিবেন না; তাহা হইলেই এই মন্ত্রপাঠ লুক্ হইবে; এবং যজমানকে চক্ষু হইতে বিযুক্ত করা হইবে।

যাহার উদ্দেশে তিনি ইচ্ছা করিবেন, ইহাকে শ্রোত্র হইতে বিযুক্ত করিব, তাহার উদ্দেশে অশ্বিদ্বয়ের উদ্দিষ্ট [ঋক্ তিনটি] লুক্-ভাবে পাঠ করিবেন। তাহার মধ্যে একটি ঋক্ বা একটি চরণ পাঠ করিবেন না; তাহা হইলেই ঐ মন্ত্রপাঠ লুক্ হইবে; এবং যজমানকে শ্রোত্র হইতে বিযুক্ত করা হইবে।

যাহার উদ্দেশে তিনি ইচ্ছা করিবেন, ইহাকে বীৰ্য্য হইতে বিযুক্ত করিব, তাহার উদ্দেশে ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট [ঋক্ তিনটি] লুপ্তভাবে পাঠ করিবেন । তাহার মধ্যে একটি ঋক্ বা একটি চরণ পাঠ করিবেন না ; তাহা হইলেই ঐ ঋক্ তিনটি লুপ্ত হইবে ; এবং যজমানকে বীৰ্য্য হইতে বিযুক্ত করা হইবে ।

যাহার উদ্দেশে তিনি ইচ্ছা করিবেন, ইহাকে অঙ্গসমূহ হইতে বিযুক্ত করিব, তাহার উদ্দেশে বিশ্বদেবগণের উদ্দিষ্ট [ঋক্ তিনটি] লুপ্তভাবে পাঠ করিবেন । তাহার মধ্যে একটি ঋক্ বা একটি চরণ পাঠ করিবেন না ; তাহা হইলেই ঐ মন্ত্রপাঠ লুপ্ত হইবে ; এবং যজমানকে অঙ্গসমূহ হইতে বিযুক্ত করা হইবে ।

যাহার উদ্দেশে তিনি ইচ্ছা করিবেন, ইহাকে বাক্য হইতে বিযুক্ত করিব, তাহার উদ্দেশে সরস্বতীর উদ্দিষ্ট [ঋক্ তিনটি] লুপ্তভাবে পাঠ করিবেন । তাহার মধ্যে একটি ঋক্ বা একটি চরণ পাঠ করিবেন না ; তাহা হইলেই ঐ ঋক্ তিনটি লুপ্ত হইবে এবং যজমানকে বাক্য হইতে বিযুক্ত করা হইবে ।

আর যাহার উদ্দেশে তিনি ইচ্ছা করিবেন, ইহাকে সকল অঙ্গদ্বারা ও সমস্ত আত্মা (শরীর) দ্বারা সমৃদ্ধ করিব, তাহার উদ্দেশে সমস্ত শাস্ত্রটি যথাক্রমে কোন অংশ পরিত্যাগ না করিয়া পাঠ করিবেন । তাহা হইলে যজমানকে সকল অঙ্গ দ্বারা ও সমস্ত আত্মা দ্বারা সমৃদ্ধ করা হইবে ।

যে ইহা জানে, সে সকল অঙ্গ দ্বারা ও সমস্ত আত্মা দ্বারা সমৃদ্ধ হয় ।

চতুর্থ খণ্ড

প্রউগ শস্ত্র

প্রউগশস্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতা ও তৎপূর্বে গীত আজ্যস্তোত্রের উদ্দিষ্ট দেবতা এক নহেন। এ বিষয়ে আপত্তিখণ্ডন—“তদাহঃ.....অমুশস্তো ভবতি”

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, স্তোত্র যেরূপ, শস্ত্রও তদনুসারী হওয়া উচিত ; কিন্তু সামগায়ীরা অগ্নির উদ্দিষ্ট মন্ত্র-দ্বারা স্তব করেন, আর হোতা বায়ুর উদ্দিষ্ট মন্ত্রদ্বারা শস্ত্র পাঠ করেন, তাহা হইলে ঐ অগ্নির উদ্দিষ্ট মন্ত্রে কিরূপে শস্ত্রের অনুসরণ সিদ্ধ হয় ?

[উত্তর] [প্রউগ শস্ত্রের অন্তর্গত একুশটি মন্ত্রে] এই যে সকল দেবতা উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহারা অগ্নিরই তনু-স্বরূপ। সেই অগ্নি যে প্রবল হইয়া দহন করেন, তাহা তাঁহার বায়ব্য (বায়ুর সহযোগে উৎপন্ন) রূপ ; সেইজন্য বায়ুর উদ্দিষ্ট মন্ত্রে অগ্নির উদ্দিষ্ট স্তোত্রের অনুসরণ হয়। আবার অগ্নি দুইভাগ করিয়া (দুইটি শিখায় বিভক্ত হইয়া) দহন করেন এবং ইন্দ্র ও বায়ু ইহারাও দুইজন ; ইহাই সেই অগ্নির ঐন্দ্রবায়ব রূপ ; সেইজন্য ঐন্দ্রবায়ব মন্ত্রে অগ্নির উদ্দিষ্ট স্তোত্রের অনুসরণ হয়। আর যে অগ্নি কখন হৃষ্ট হইয়া উচ্চে উঠেন, কখন হৃষ্ট হইয়া নীচে নামেন, তাহাই তাঁহার মৈত্রাবরুণ রূপ ; সেইজন্য মৈত্রাবরুণ মন্ত্রে অগ্নির উদ্দিষ্ট স্তোত্রের অনুসরণ হয়। সেই অগ্নির স্পর্শ উষ্ণ, ইহাই তাঁহার

(১) ‘অগ্নি অারাহ’ ইত্যাদি মন্ত্র সামগায়ীরা আজ্যস্তোত্ররূপে পান করেন। ঐ মন্ত্রের দেবতা অগ্নি। হোতা “বায়বায়াহি” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রউগশস্ত্র পাঠ আরম্ভ করেন। ঐ মন্ত্রের দেবতা বায়ু।

বারুণ রূপ ; আর সেই উষ্ণস্পর্শ অগ্নিকে লোকে মিত্রের (বন্ধুর) মত উপাসনা করে, এই তাঁহার মৈত্র রূপ ; সেইজন্য মৈত্রাবরুণ মন্ত্রে অগ্নির উদ্দিষ্ট স্তোত্রের অনুসরণ হয় । আবার অগ্নিকে যে দুই বাহু দ্বারা ও দুই অরুণি দ্বারা মন্থন করা হয়, এবং অশ্বীও দুইজন, এই তাঁহার আশ্বিন রূপ ; সেইজন্য আশ্বিন-মন্ত্রে অগ্নির উদ্দিষ্ট স্তোত্রের অনুসরণ হয় । আবার অগ্নি যে উচ্চ ধ্বনিতে ব ব ব শব্দ করিয়া দহন করেন, যাহাতে ভূত সকল ভয় পায়, এই তাঁহার ঐন্দ্র রূপ ; সেইজন্য ঐন্দ্র মন্ত্রে অগ্নির উদ্দিষ্ট স্তোত্রের অনুসরণ হয় । আবার অগ্নি এক হইয়াও বহুধা বিচরণ করেন, এই তাঁহার বৈশ্বদেব রূপ ; সেইজন্য বৈশ্বদেব মন্ত্রে অগ্নির উদ্দিষ্ট স্তোত্রের অনুসরণ হয় । আর অগ্নি যে স্ফূর্তির সহিত যেন বাক্য উচ্চারণ করিয়া দহন করেন, এই তাঁহার সারস্বত রূপ ; সেইজন্য সারস্বত মন্ত্রে অগ্নির উদ্দিষ্ট স্তোত্রের অনুসরণ হয় । এইরূপে বায়ুদেবত মন্ত্রে আরও এই প্রউগশস্ত্রের তিন তিনটি ঋকে ঐসকল দেবতা দ্বারাই স্তোত্রগত [অগ্নির উদ্দিষ্ট] মন্ত্র অনুসৃত হয় ।

তৎপরে প্রউগশস্ত্রের যাজ্ঞ্য বিধান—“বিশ্বেভিঃ.....প্রীণাতি”

“বিশ্বেভিঃ সোম্যং মধ্বয় ইন্দ্রেণ বায়ুনা পিবা মিত্রস্য ধামভিঃ”^২—অহে অগ্নি, বিশ্বদেবগণের সহিত এবং ইন্দ্রের ও বায়ুর সহিত মিত্রের বাসস্থানে থাকিয়া সোমের মধু পান কর— এই বিশ্বদেবদৈবত মন্ত্রে বৈশ্বদেব-শস্ত্র-পাঠান্তে যজ্ঞ করিবে । ইহাতে সকল দেবতাকেই আপন ভাগানুসারে প্রীত করা হয় ।



পঞ্চম খণ্ড

প্রউগশস্ত্র—বষট্কার

প্রউগশস্ত্রের ষাঙ্খ্যাপাঠের পর তদন্তর্গত বষট্কার ও অনুবষট্কার সম্বন্ধে বিচার—“দেবপাত্রং.....অনুবষট্কারোতি”

এই যে বষট্কার, ইহা দেবগণের পাত্র স্বরূপ; বষট্কারে দেবপাত্র দ্বারাই দেবতাগণকে তৃপ্ত করা হয়। [তৎপরে] অনুবষট্কার করা হয়। ’ সে এইরূপ। যেমন লোকে অশ্বকে বা গরুকে প্রথমে অভিমুখ করিয়া পরে তাহাদিগকে [ঘাস-জলাদি দ্বারা] তৃপ্ত করে, সেইরূপ এই যে অনুবষট্কার করা হয়, তাহাতে দেবতাগণকেও অভিমুখ করিয়া তদ্বারা তৃপ্ত করা হয়।

উত্তরবেদিস্থিত অগ্নিতেই হোম হয় ও অনুবষট্কার হয়, ধিষ্যস্থিত অগ্নিতে হয় না, তাহাতে সেই অগ্নির কিরূপে তৃপ্তি হইবে, এতৎসম্বন্ধে বিচার—“ইমানেব... প্রীণাতি”

[ব্রহ্মবাদীরা] এই প্রশ্ন করেন, ধিষ্যস্থিত এই অগ্নিসকলেরই উপাসনা কর্তব্য, তবে কেন পূর্ব (উত্তরবেদিস্থিত) অগ্নিতেই হোম হয়, আর পূর্ব অগ্নিতেই অনুবষট্কার হয় ? [উত্তর] “সোমস্তায়ে বাহি”—অহে অগ্নি, সোম ভক্ষণ কর—এই মন্ত্রে যে অনুবষট্কার হয়, তাহাতেই ধিষ্যস্থ অগ্নিসকলকেও প্রীত করা হয়।

দ্বিদেবত্যাগ্রহহোমে অনুবষট্কার হয় না, কাজেই অহুষ্ঠান অসমাপ্ত থাকে ; অথচ তগন ঋত্বিকেরা কিরূপে সোমপান করেন ? পিচ দর্শপূর্ণমাসাদি যাগে

স্বিষ্টকৃৎ দ্বারা তৎপূর্বে দত্ত আহুতির সংস্কার হয়, কিন্তু এখানে সোমাহুতির পর স্বিষ্টকৃৎ কেন হয় না ? এই উভয় প্রশ্নের উত্তর যথা -- “অসংস্থিতান্...বষট্ করোতি”

যে [দ্বিদেবত্যা] সোমের আহুতির পর অনুবষট্কার হয় না, সেই অসমাপ্ত সোম কিরূপে ভক্ষণ করিবে ? অপিচ সোমের স্বিষ্টকৃৎ ভাগই বা কি হইবে ? [ব্রহ্মবাদীরা] এই প্রশ্ন করেন । [উত্তর] “সোমস্ত অগ্নে বীহি” এই মন্ত্র দ্বারা [প্রউগশাস্ত্রের যাজ্ঞায়] যে অনুবষট্কার হয়, তাহাতেই সোমাহুতি সমাপ্ত ও উহার ভক্ষণ [সিদ্ধ] হয় । অপিচ, সেই অনুবষট্কারই সোমের স্বিষ্টকৃৎ-ভাগ ; এই জন্তই বষট্কার উচ্চারণ হয় ।

ষষ্ঠ খণ্ড

বষট্কার

বষট্কার সম্বন্ধে পুনরায় বিচার—“বজ্রো বা..... কুর্কস্তি”

এই যে বষট্কার, ইহা বজ্রস্বরূপ । যাহাকে ঘেষ করা যায়, তাহাকে চিন্তা করিয়া বষট্কার করিলে তাহারই প্রতি সেই বজ্রের নিক্ষেপ ঘটে ।

“ষট্” এই [অন্ত্যভাগ] দ্বারা বষট্কার হয় । ঋতু ছয়টি ; এতদ্বারা ঋতুসকলকেই সমর্থ করা হয়, ঋতুসকলকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয় । ঋতুসকল প্রতিষ্ঠিত হইলে এই যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই তাহার পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠিত হয় ।

যে ইহা জানে, সেও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে বিদের পুত্র হিরণ্যদৎ (তন্মামক ঋষি) বলিয়াছেন,—এই বষট্কার দ্বারা এই ছয়টি প্রতিষ্ঠিত করা হয় ; দু্যলোক অন্তরিক্ষে, অন্তরিক্ষ পৃথিবীতে, পৃথিবী অপ্সমূহে, অপ্সমূহ সত্যে, সত্য ব্রহ্মে (বেদে), ব্রহ্ম তপস্তায় প্রতিষ্ঠিত হয় ; তখন প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ এই সকলই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই তাহার পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠিত হয় ; যে ইহা জানে, সেও প্রতিষ্ঠিত হয়।

“বৌষট্” এই বলিয়া বষট্কার হয়। উনিই (ঐ আদিত্যই) ‘বৌ’, আর ঋতুসমূহ ‘ষট্’ (ছয়) ; এতদ্বারা তাঁহা-কেই (আদিত্যকেই) ঋতুসমূহে নিহিত করা হয় ও ঋতু-সমূহেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই হোতা দেবগণের উদ্দেশে যেরূপ [প্রতিষ্ঠা সম্পাদন] করেন, দেবগণও তাঁহার উদ্দেশে সেইরূপ করেন।

সপ্তম খণ্ড

বষট্কার

বষট্কারের অবান্তরভেদ যথা—“ব্রহ্মো বৈ.....য এবং বেদ”

বষট্কার ত্রিবিধ—বজ্র, ধামচ্ছৎ, ও রিক্ত। সেই হোতা উচ্চস্বরে ও বলের সহিত যে বষট্কার করেন, তাহার নাম বজ্র। যে সেই হোতার হস্তব্য হয়, তাহার হত্যার জন্য দ্বেষকারী শত্রুর উদ্দেশে ঐ বজ্র নিক্ষিপ্ত হয় ; সেইজন্য শত্রু যুক্ত যজ্ঞমানকর্তৃক সেই বষট্কার প্রযোজ্য।

আবার যাহা সমান স্বরে উচ্চারিত, [যাজ্যামন্ত্র হইতে] অবিচ্ছিন্ন, ও যাহার [যাজ্য] ঋক্ পরিত্যক্ত হয় নাই, সেই বযট্কার ধামচ্ছৎ ।^১ প্রজাগণ ও পশুগণ সেই বযট্কারের নিকটে উপস্থিত থাকে; সেইজন্য প্রজাকামী ও পশুকামী যজমানকর্তৃক সেই বযট্কার প্রযোজ্য ।

আর যদ্বারা বৌষট্ [যুদুস্বরে উচ্চারণহেতু] সমৃদ্ধিহীন হয়, তাহার নাম রিক্ত । উহা আপনাকে (হোতাকে) রিক্ত (সমৃদ্ধিহীন) করে, যজমানকে রিক্ত করে; বযট্কার্তাও পাপযুক্ত হয়; যে যজমানের উদ্দেশে ঐ বযট্কার হয়, সেও পাপযুক্ত হয় । সেইজন্য ঐ বযট্কারের ইচ্ছাও করিবে না ।

যিনি সেই যজমানের হোতা হইবেন, তিনি যজমানের কি ইষ্ট বা কি অনিষ্ট সম্পাদনে সমর্থ? এ বিষয়ে বলা হয়, সেই হোতা ইহলোকেই যজমানের প্রতি যাহা ইচ্ছা করিবেন, তাহাই করিতে পারিবেন । যাহার উদ্দেশে হোতা ইচ্ছা করিবেন, যজ্ঞ না করিলে যেমন হয়, এই যজমান যজ্ঞ করিয়াও সেইরূপ হউক, তাহা হইলে তাহার উদ্দেশে যেভাবে ঋক্ পাঠ (যাজ্যাপাঠ^২) করিবেন, সেইরূপেই বযট্কার করিবেন । ইহাতেই তাহাকে সেই ব্যক্তির (অকৃতযজ্ঞ ব্যক্তির) সদৃশ করা হইবে । যাহার উদ্দেশে হোতা ইচ্ছা করিবেন, এই যজমান পাপযুক্ত হউক, তাহার উদ্দেশে ঋক্ (যাজ্য) উচ্চস্বরে পাঠ করিয়া নীচ স্বরে বযট্কার করিবেন । ইহাতেই তাহাকে পাপযুক্ত করা হইবে ।

(১) ধাম যজ্ঞস্থানং তত্র যথা রক্ষাসি ন প্রবিশন্তি তথা ছাদয়তি স ধামচ্ছৎ (সারণ)
অর্থাৎ যজ্ঞস্থানের রক্ষাকারক ।

(২) পূর্বে দেখ ।

যাহার উদ্দেশে হোতা ইচ্ছা করিবেন, এই যজমান শ্রেয়োযুক্ত হউক, তাহার উদ্দেশে নীচস্বরে ঋক পাঠ করিয়া উচ্চস্বরে বষট্কার করিবেন । ইহাতেই তাহাকে শ্রীযুক্ত করা হইবে ।

ঋকের সহিত অবিচ্ছেদে বষট্কার কর্তব্য । তাহাতে যজমানের [শ্রেয়োলাভে] অবিচ্ছেদ ঘটে । যে ইহা জানে, সে প্রজাদ্বারা ও পশুদ্বারা সংযুক্ত হয় ।

অষ্টম খণ্ড

বষট্কার

বষট্কারকালে অস্ত্রাস্ত্র ক্রিয়া যথা—“যস্মৈ দেবতায়ৈ...এবং বেদ”

যে দেবতার উদ্দেশে [অধ্বর্যু] হব্য গ্রহণ করেন, [হোতা] বষট্কারকালে সেই দেবতার ধ্যান করিবেন । তাহাতে সেই দেবতাকে সাক্ষাৎ করিয়াই প্রীত করা হয় এবং প্রত্যক্ষেই দেবতার যজন হয় ।

বষট্কার বজ্রস্বরূপ ; তাহা প্রহারের পর অশান্ত হইয়া দীপ্তি পায় । সকলে তাহার শান্তির উপায় জানে না, ও [শান্তির পর] প্রতিষ্ঠা (অবস্থিতি) কোথায়, তাহাও জানে না । সেই জন্তই ইহলোকে মৃত্যুর এত বাহুল্য । “বাক্” ইত্যাদি মন্ত্রই তাহার শান্তির ও তাহার প্রতিষ্ঠার উপায় । সেইজন্ত যখন যখন বষট্কার করিবে, তখনই “বাক্” ইত্যাদি মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ করিবে । এইরূপে শান্ত হইলে সেই বষট্কার এই যজমানকে হিংসা করিবে না ।

অথবা, “অহে বষট্কার, আমাকে বিনষ্ট করিও না, আমিও তোমাকে বিনষ্ট করিব না ; বৃহৎ যজ্ঞদ্বারা তোমার মনের আহ্বান করিতেছি, ব্যানদ্বারা তোমার শরীরের আহ্বান করিতেছি ; তুমি প্রতিষ্ঠাস্বরূপ ; তুমি প্রতিষ্ঠা লাভ কর ও আমাকে প্রতিষ্ঠা লাভ করাও”—ইত্যর্থক মন্ত্রদ্বারা বষট্কারের অনুমন্ত্রণ করিবে ।

কিন্তু এই অনুমন্ত্রণ বিষয়ে বলা হয়, এই মন্ত্র দীর্ঘ ও [এইজন্ত শাস্তিকর্মে] অক্ষম ; অতএব “ওজঃ সহ ওজঃ” এই মন্ত্রদ্বারা অনুমন্ত্রণ করিবে ; [কেন না] “ওজঃ” ও “সহ” এই দুইটি বষট্কারের প্রিয়তম তনুস্বরূপ ; এতদ্বারা বষট্কারকে তাহার প্রিয় ধাম দ্বারা সমুদ্র করা হয় এবং যে ইহা জানে, সে প্রিয় ধাম দ্বারা সমুদ্র হয় ।

বাক্যই প্রাণ ও অপান ; বষট্কারও তাহাই । যখনই বষট্কার হয়, তখনই ইহারা [হোতার শরীর হইতে] উৎক্রমণ করে । এই জন্ত তাহাদিগকে “বাগোজঃ সহ ওজো ময়ি প্রাণাপানো”—বাক্য সহিত ও ওজঃ সহিত বর্তমান অহে বষট্কার, আমার ওজোলাভ হউক এবং প্রাণাপান লাভ হউক—এই মন্ত্র দ্বারা অনুমন্ত্রণ করিবে । এতদ্বারা হোতা পূর্ণায়ু হইয়া পূর্ণায়ুত্বের জন্ত আত্মাতেই বাক্য এবং প্রাণ ও অপান প্রতিষ্ঠিত করেন । যে ইহা জানে, সে পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হয় ।

নবম খণ্ড

প্রৈষাদি-প্রশংসা

প্রৈষ প্রভৃতির ব্যুৎপত্তি ও প্রশংসা যথা—“যজ্ঞো বৈ...প্রৈষ্যতি”

যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রৈষদ্বারা^১ সেই যজ্ঞকে প্রৈষ (আহ্বান) করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাই প্রৈষের প্রৈষত্ব। দেবগণ পুরোরূক্ষ-সমূহ দ্বারা^২ সেই যজ্ঞকে রুচিসম্পন্ন করিয়াছিলেন; পুরোরূক্ষ দ্বারা যজ্ঞের রুচি সম্পাদন করিয়াছিলেন, উহাই পুরোরূক্ষের পুরোরূক্ষত্ব। সেই যজ্ঞকে বেদিতে অনুবেদন (অনুকূলভাবে লাভ) করিয়াছিলেন; বেদিতে যে অনুবেদন করিয়াছিলেন, তাহাই বেদির বেদিত্ব। সেই যজ্ঞ [বেদিতে] লব্ধ হইলে পর উহাকে গ্রহ দ্বারা (উপাংশ প্রভৃতি দ্বারা) গ্রহণ করিয়াছিলেন; লব্ধ হইলে পর গ্রহ দ্বারা যে গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহাই গ্রহ সকলের গ্রহত্ব। তাহাকে লাভ করিয়া নিবিৎসমূহের দ্বারা [দেবতার উদ্দেশে] নিবেদন করিয়াছিলেন; লাভের পর নিবিৎসমূহ দ্বারা নিবেদন করিয়াছিলেন, ইহাই নিবিৎসমূহের নিবিৎত্ব।

নষ্ট দ্রব্য পাইতে ইচ্ছা করিয়া, কেহ বা অধিক পাইতে ইচ্ছা করে, কেহ বা অল্প পাইতে ইচ্ছা করে। উভয়ের মধ্যে যে অধিক পাইতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে ভাল

(১) “হোতা যক্ষয়িৎ সমিধা” ইত্যাদি প্রৈষমত্ৰ।

(২) “বায়ুরঙ্গোঃ” ইত্যাদি সাতটি পুরোরূক্ষ ঐউৎপত্তির অন্তর্গত সাতটি ঋক্‌ত্রয়ের পূর্ণে পঠিত হইবে।

ইচ্ছা করে। সেইরূপ যে ব্যক্তি এই প্রৈষমন্ত্রসকলকে দীর্ঘ বলিয়া জানে, সেই ব্যক্তি তাহা ভাল জানে ; কেননা এই যে প্রৈষমন্ত্রসকল, এতদ্বারাই নষ্ট যজ্ঞের অন্তেষণ হয়। সেই জন্য [মৈত্রাবরুণ] মাথা নোয়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রৈষমন্ত্র পাঠ করিবেন।

দশম খণ্ড

নিবিৎ-স্থাপনা

সবনত্রয়ে নিবিৎসমূহের স্থাননিরূপণ যথা—“গর্ভা বৈ.....এবং যেদ”

এই যে নিবিৎসমূহ, 'ইহার উক্ত- (শস্ত্র)-সকলের গর্ভ-স্বরূপ। সেইহেতু প্রাতঃসবনে ঐ নিবিৎসমূহকে উক্ত-সমূহের পূর্বের স্থাপন করা হয়। এইজন্যই গর্ভ (ভ্রূণ) [শরীরমধ্যে] পুরোভাগেই স্থাপিত হয় ও [প্রসবকালেও] পুরোভাগেই বর্তমান থাকে।

মাধ্যন্দিনসবনে নিবিৎসমূহ মধ্যস্থলে স্থাপিত হয়। সেই জন্য গর্ভ মধ্যস্থলে (উদরমধ্যে) স্থাপিত হয়।

তৃতীয় সবনে নিবিৎসমূহ শেষে স্থাপিত হয়। সেইজন্য গর্ভ ঐ [উদরমধ্য] হইতে আধোমুখ হইয়া জাত হয়। ইহাতে যজ্ঞমানের পুনর্জন্ম ঘটে।

যে ইহা জানে, সে প্রজাদ্বারা ও পশুদ্বারা জন্মলাভ করে।

(১) “অগ্নির্দেবেভ্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্রসকল। পূর্বের দেখ।

এই যে নিবিৎসমূহ, ইহারা উক্খসকলের অলঙ্কারস্বরূপ।^১ সেইজন্য প্রাতঃসবনে উহাদিগকে পূর্বে স্থাপন করা হয়, কেন না বয়নের পূর্বেই বস্ত্রকে অলঙ্কৃত করা হয়। মাধ্যম্নিন সবনে উহাদিগকে মধ্যে স্থাপন করা হয়, কেন না বস্ত্রেরও মধ্যস্থলে অলঙ্কার দেওয়া হয়। আর তৃতীয় সবনে তাহাদিগকে শেষে স্থাপন করা হয়; কেননা বস্ত্রেরও শেষভাগে অলঙ্কার দেওয়া হয়। যে ইহা জানে, তাহার যজ্ঞের সমস্ত ভাগই অলঙ্কার দ্বারা শোভা পায়।

একাদশ খণ্ড

নিবিৎপ্রশংসা

নিবিৎসমূহকে বিবিধ উক্তি—“সৌখ্য.....প্রায়শ্চিত্তিঃ”

এই যে নিবিৎসমূহ, ইহারা সূর্যাসম্বন্ধী দেবতাস্বরূপ। প্রাতঃসবনে শস্ত্রসকলের প্রথমে, মাধ্যম্নিনসবনে মধ্যে ও তৃতীয় সবনে অন্তে নিবিদের স্থাপনা হয়। এতদ্বারা নিবিৎসমূহ আদিত্যের আচরণই অনুসরণ করে।

দেবগণ পুরাকালে পাদশঃ (ক্রমশঃ) যজ্ঞের সজ্জার করিয়াছিলেন; সেইজন্য নিবিৎসমূহও পাদশঃ (এক এক পাদ করিয়া) পঠিত হয়।

দেবগণ তখন যেস্থানে যজ্ঞের সজ্জার করিয়াছিলেন, সেই

(২) ভিন্ন বর্ণের তন্তু বিস্তার করিয়া বস্ত্রের অলঙ্কার সাধিত হয়। এখানে সবনকে বস্ত্রের সহিত উপমিত্ত করিয়া নিবিৎকে তাহার অলঙ্কার বলা হইল।

স্থান হইতে অশ্ব উৎপন্ন হইয়াছিল। সেইজন্য [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, নিবিৎসমূহের পাঠককে (অর্থাৎ হোতাকে) অশ্ব দান করিবে। তাহাতে প্রার্থনাযোগ্য বস্তুরই দান করা হয়।

[দ্বাদশপদযুক্ত] নিবিদের কোন পদকেই পরিত্যাগ করিবে না। যদি নিবিদের কোন পদ পরিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে যজ্ঞে ছিদ্র করা হয়। যজ্ঞে ছিদ্র হইলে উহা স্থলিত হয় ও যজমান পাপযুক্ত হয়। এই হেতু নিবিদের কোন পদ পরিত্যাগ করিবে না।

নিবিদের কোন দুই পদের বিপর্যাস করিবে না। যদি নিবিদের কোন দুই পদের বিপর্যাস করা হয়, তাহা হইলে যজ্ঞে ভ্রান্তি জন্মান হয়, যজমানও ক্ষুর (ভ্রান্ত) হয়। এই হেতু নিবিদের কোন দুই পদের বিপর্যাস করিবে না।

নিবিদের কোন দুই পদ [একত্র] যুক্ত করিবে না। যদি নিবিদের দুই পদ যুক্ত করা হয়, তাহা হইলে যজ্ঞের আয়ুর সংহার করা হয়, যজমানও বিনষ্ট হয়। এই হেতু নিবিদের কোন দুই পদ যুক্ত করিবে না। কিন্তু “প্রৈদং ব্রহ্ম” ও “প্রৈদং ক্ষত্রম্” এই দুই পদ ব্রহ্ম ও ক্ষত্রের মিলনোদ্দেশে যুক্ত করিবে; তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় [পরস্পর] সম্মিলিত হইবে।

তিন-ঋকযুক্ত ও চারি-ঋকযুক্ত সূক্ত অতিক্রম করিয়া অন্য সূক্তে নিবিৎ স্থাপন করিবে না। নিবিদের এক একটি পদ সূক্তগত প্রত্যেক ঋকের অনুকূল। সেইজন্য তিন-ঋকযুক্ত ও চারি-ঋকযুক্ত সূক্ত অতিক্রম করিয়া অন্য সূক্তে নিবিৎ স্থাপন করিবে না। তদপেক্ষা অধিক-ঋকযুক্ত সূক্তে নিবিৎ

স্থাপন করিলে নিবিৎ দ্বারা স্তোত্রকে অতিক্রম করা হয় । কিন্তু তৃতীয় সর্বনে একটি ঋকের পাঠ অবশিষ্ট থাকিতে নিবিৎদের স্থাপন করিবে । যদি দুইটি ঋক অবশিষ্ট থাকিতে নিবিৎ স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত করা হয় এবং গর্ভ হইতে সন্তানকে বিযুক্ত করা হয় । এই হেতু তৃতীয় সর্বনে একটি ঋকের পাঠ অবশিষ্ট থাকিতে নিবিৎ স্থাপন করিবে ।

নিবিৎ ছাড়িয়া (অর্থাৎ সূক্তমধ্যে যথাস্থানে না বসাইয়া) সূক্ত পাঠ করিবে না । নিবিৎ ছাড়িয়া যে সূক্ত [ভ্রমক্রমে] পাঠ করা হয়, সেই সূক্ত পুনরায় [নিবিৎ বসাইয়া] পাঠ করিবে না; কেন না ঐ সূক্ত [নিবিৎদের] বসতি স্থান নষ্ট করিয়াছে । [সেস্থলে] সেই দেবতারই উদ্দিষ্ট ও সেই-ছন্দোবিশিষ্ট অন্য সূক্ত আনিয়া তাহার মধ্যেই নিবিৎদের স্থাপনা করিবে । কিন্তু সেই [নূতন] সূক্ত পাঠের পূর্বে “মা প্র গাম পথো বয়ম্”—’ আমরা যেন পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া না যাই—এই মন্ত্র পাঠ করিবে । যজ্ঞে যে ভ্রম করে, সে পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় । “মা যজ্ঞাদিস্ত্র সোমিনঃ”—হে ইন্দ্র, সোমযুক্ত যজ্ঞ হইতেও যেন [ভ্রষ্ট] না হই—এই [দ্বিতীয় চরণ] পাঠে যজ্ঞ হইতে ভ্রষ্ট হয় না । “মান্তঃ সুর্যো অরাতয়ঃ”—আমাদের মধ্যে যেন অরাতি না থাকে—এই [তৃতীয় চরণ] পাঠে যাহারা অরাতি হইতে

(১) বিন্দুভিক্রমে না ভ্রমক্রমে নিবিৎ না বসাইয়া সূক্ত পাঠ করিলে, পুনরায় ঐ সূক্তের পাঠ নিবিৎ হইল । তাহার স্থলে আর একটি সূক্তের যথাস্থানে নিবিৎ বসাইয়া পাঠ বিহিত ; কিন্তু তৎপূর্বে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে দশম মণ্ডলের ৫৭ সূক্তটি পাঠ করিবে । “মা প্র গাম পথো বয়ম্ মা যজ্ঞাদিস্ত্র সোমিনঃ । মান্তঃ সুর্যো অরাতয়ঃ ।” (১০।৫৭।১) এইটি ঐ সূক্তের প্রথম মন্ত্র ।

ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে বিনষ্ট করা হয়। [তৎপরে পাঠ্য দ্বিতীয় ঋক্] “যো যজ্ঞস্য প্রসাধনস্তত্ত্বদেবেধাততঃ । তমাহতং নশী-
মহি”^২—আমাদের যে সন্তান দেবগণমধ্যে প্রসারিত তত্ত্বর মত [আমাদের পরে] যজ্ঞের সাধন করিবে, দেবগণের আহ্বানকারী সেই সন্তান যেন নষ্ট না হয়—এস্থলে প্রজাই (সন্তানই) তত্ত্ব;^৩ এতদ্বারা যজ্ঞমানের সন্তানকেই সন্তত (বিচ্ছেদরহিত) করা হয়। [তৎপরবর্তী তৃতীয় ঋকের প্রথমার্দ্ধ] “মনো স্বাহবামহে নারাশংসেন সোমেন”—নারাশংস সোম দ্বারা^৪ আমাদের মনকে আহ্বান করিতেছি—ইহার তাৎপর্য এই যে, যজ্ঞ মন দ্বারাই বিস্তারিত হয় ও মন দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। এই সূক্তের পাঠই [উক্ত বিশ্বৃতিদোমের] প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ।

দ্বাদশ অধ্যায়

—*—

প্রথম খণ্ড

আহাব—প্রতিগর

সবনক্রয়ে বিহিত আহাব ও প্রতিগরমন্ত্রের বিধান যথা—“দেববিশঃ... এবং বেদ”

ব্রহ্মবাদীরা বলেন, দেববৈশ্বগণের কল্পনা করিতে হইবে। [তজ্জন্ম] ছন্দে ছন্দের স্থাপনা করিতে হইবে।’

(২) ১০।৫৭।২ । (৩) ১০।৫৭।৩ ।

(৪) চব্বসহিত সোমের নাম নারাশংস, পূর্বে ১৮৫ পৃষ্ঠ দেখ ।

(১) পশুপার্শ্বের পূর্বে হোতৃপাঠ্য আহাব ও অধ্বর্ষ্যপাঠ্য প্রতিগর একত্র করিয়া যে করটি অঙ্গ

প্রাতঃসবনে [হোতা] “শোংসাবোম্”^২ এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র দ্বারা [অধ্বয্যু'কে] আহাব করিবেন। অধ্বয্যু' “শং-সামোদৈবোম্”^৩ এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে প্রতিগর (প্রত্যুত্তর) করিবেন। এইরূপে উহা অষ্টাক্ষর হইবে। গায়ত্রীও অষ্টাক্ষর। এতদ্বারা প্রাতঃসবনে [শস্ত্রপাঠের] পূর্বে গায়ত্রীরই কল্পনা হইবে। শস্ত্রপাঠের পর [হোতা] “উক্খং বাচি”^৪ এই চতুরক্ষর মন্ত্র পাঠ করিবেন। [অধ্বয্যু'] “ওঁ উক্খশাঃ”^৫ এই চতুরক্ষর মন্ত্র পাঠ করিবেন। এইরূপে উহা অষ্টাক্ষর হইবে। গায়ত্রীও অষ্টাক্ষর। এতদ্বারা প্রাতঃসবনে [শস্ত্রপাঠের পূর্বে ও পরে] উভয়তই গায়ত্রীর কল্পনা হইবে।

মাধ্যম্নিনসবনে হোতা “অধ্বর্যো শোংসাবোম্” এই ষড়ক্ষর মন্ত্রে আহাব করিবেন; অধ্বয্যু' “শংসামোদৈবোম্” এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে প্রতিগর করিবেন। এইরূপে উহা একাদশাক্ষর হইবে।

হইবে, শস্ত্রপাঠের পরেও হোতা ও অধ্বয্যু' উভয়ে ততগুলি অক্ষরের মন্ত্র পাঠ করিবেন। এইরূপে ছন্দে ছন্দের স্থাপনা হইবে। প্রাতঃসবনে শস্ত্রপাঠের পূর্বে গায়ত্রী পরেও গায়ত্রী, মাধ্যম্নিন সবনে পূর্বে ত্রিষ্টুভ্ পরেও ত্রিষ্টুভ্, এবং তৃতীয় সবনে পূর্বে জগতী পরেও জগতী স্থাপিত হইবে। এতদ্বারা ব্রহ্মবাদীর মতে দেববৈষ্ণবের কল্পনা হয়।

(২) প্রাতঃসবনের আহাব মন্ত্র—উহার অর্থ—হে অধ্বর্যো! শোংসাবঃ শংসনং কুর্কঃ। ওমিত্যমুজ্জার্ঘম্। দ্বয় অমুজ্জা দেয়া। (সারণ)—হে অধ্বয্যু', শস্ত্রপাঠ করিব; তুমি অমুজ্জা দাও।

(৩) প্রাতঃসবনের প্রতিগর মন্ত্র। অর্থ—হে হোতা! শংস, তত্রামোদৈব বর্ষ এবাস্মাকম্; অতোমুজ্জা দত্তা (সারণ)—অহে হোতা, শস্ত্র পাঠ কর; উহাতে আমাদের আমোদই হইবে; অমুজ্জা দিলাস।

(৪) উক্খং বাচি—যদীরায়াং বাচি উক্খং শস্ত্রং সম্পন্নম্ (সারণ)—আমাদের বাক্যে শস্ত্রপাঠ সম্পন্ন হইল।

(৫) ওঁ উক্খশাঃ—ওমিত্যাকীকারে, উক্খশাঃ শস্ত্রশংসী ভবসি (সারণ)—তোমার উক্খপাঠ সম্পন্ন হইয়াছে।

ত্রিষ্টুপ্ একাদশাক্ষরা। এতদ্বারা মাধ্যম্নিন-সবনে [শস্ত্রপাঠের] পূর্বে ত্রিষ্টুভের কল্পনা হইবে। শস্ত্রপাঠের পর হোতা “উক্থং বাচীন্দ্রায়”^(৬) এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র পাঠ করিবেন, ও অধ্বর্যু “ওঁ উক্থশাঃ” এই চতুরক্ষর মন্ত্র পাঠ করিবেন। এইরূপে উহা একাদশাক্ষর হইবে। ত্রিষ্টুপ্ একাদশাক্ষরা। এতদ্বারা মাধ্যম্নিনসবনে [শস্ত্রপাঠের পূর্বে ও পরে] উভয়তঃ ত্রিষ্টুভের কল্পনা হইবে।

তৃতীয় সবনে হোতা “অধ্বর্যো শোশোংসাবোম্”^(৭) এই সপ্তাক্ষর মন্ত্রে আহাব করিবেন ও অধ্বর্যু “শংসামোদৈবোম্” এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে প্রতিগর করিবেন। এইরূপে উহা দ্বাদশাক্ষর হইবে। জগতী দ্বাদশাক্ষরা। এতদ্বারা তৃতীয় সবনে [শস্ত্রপাঠের] পূর্বে জগতীর কল্পনা হইবে। শস্ত্রপাঠের পর হোতা “উক্থং বাচি ইন্দ্রায় দেবেভ্যঃ”^(৮) এই একাদশাক্ষর মন্ত্র পাঠ করিবেন ও অধ্বর্যু “ওঁ” এই একাক্ষর মন্ত্র পাঠ করিবেন। এইরূপে উহা দ্বাদশাক্ষর হইবে। জগতী দ্বাদশাক্ষরা। এতদ্বারা তৃতীয় সবনে [শস্ত্রপাঠের পূর্বে ও পরে] উভয়তঃ জগতীর কল্পনা হইবে।

এই সমস্ত দর্শন করিয়া ঋষি^(৯) এই মন্ত্র বলিয়া-
ছিলেন,—“যদ্ গায়ত্রে অধি গায়ত্রেমাহিতং ত্রৈষ্টুভাষা ত্রৈষ্টুভং
নিরতক্ষত। যদ্বা জগজ্জগত্যাহিতং পদং য ইতদ্বিত্বস্তে

(৬) ইন্দ্রের মন্ত্র মদীর বাক্যে শস্ত্রপাঠ সম্পন্ন হইল।

(৭) “শোশোংসাবোম্”—শোংসাবোম্। প্রথম অক্ষরের বিধি হ্রাসস।

(৮) ইন্দ্রের ও অন্ত দেবতাগণের উদ্দেশে মদীর বাক্যে শস্ত্রপাঠ নিশ্চয় হইল।

(৯) এই মন্ত্রের ঋষি উচ্চৈশ্বর্য পূত্র বীরভদ্রাঃ।

অমৃতত্বমানশঃ” —[প্রাতঃসবনে শংসনের পূর্বে পঠিত] গায়ত্রীর পরে [শংসনের পরে পঠিত] যে গায়ত্রীর স্থাপনা হয়, তদ্রূপ [মাধ্যম্নিনসবনে] ত্রিষ্টুভের পরে যে ত্রিষ্টুপ্ স্থাপিত হয় এবং [তৃতীয় সবনে] জগতীর পর জগতী স্থাপিত হয়, যে অনুষ্ঠাতারা এই স্থাপনা জানেন, তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন ।

এতদ্বারাই এক ছন্দে অন্য ছন্দের স্থাপনা হইয়া থাকে এবং যে ইহা জানে, সে দেববৈশ্ণোরই কল্পনা করে ।

দ্বিতীয় খণ্ড

সবনত্রেয়ে ছন্দোবিভাগ

অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতীচ্ছন্দের সবনত্রেয়ে বিভাগ সম্বন্ধে আখ্যায়িকা—“প্রজাপতিবৈ.....যজ্ঞতে”

প্রজাপতি পুরাকালে যজ্ঞকে ও ছন্দ সকলকে দেবগণের অংশে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন । তিনি প্রাতঃসবনে গায়ত্রীকে অগ্নির ও বসুগণের ভাগে দিয়াছিলেন, মাধ্যম্নিনে ত্রিষ্টুভকে ইন্দ্রের ও রুদ্রগণের ভাগে দিয়াছিলেন এবং তৃতীয়-সবনে জগতীকে বিশ্বদেবগণের ও আদিত্যগণের ভাগে দিয়াছিলেন । অনন্তর তাঁহার আপনার যে অনুষ্টুপ্ ছন্দ বর্তমান ছিল, তাহাকে অচ্ছাবাকোক্ত মন্ত্রের উদ্দেশে [যজ্ঞের] প্রান্ত-দেশে অপসারিত করিয়াছিলেন । তখন সেই অনুষ্টুপ্ প্রজাপতিকে বলিলেন, তুমি দেবগণের মধ্যে পাপিষ্ঠ ;

আমি তোমার আপনার ছন্দ, [তথাপি] আমাকে তুমি অচ্ছাবাকপাঠ্য মন্ত্রের উদ্দেশে [যজ্ঞের] প্রান্তদেশে অপসারিত করিয়াছ। সেই প্রজাপতি এই সমস্ত (অনুষ্ঠুভের তিরস্কার) জানিলেন; তিনি আপনার জন্ত সোমযাগের আয়োজন করিলেন ও সেই সোমযাগের অগ্রমুখে (আরম্ভে) অনুষ্ঠুভকে স্থাপন করিলেন।^১ সেই হেতু অনুষ্ঠুপ্ সকল সবনের অগ্রমুখে স্থাপিত হইয়া প্রযুক্ত হয়। যে ইহা জানে, সে সকলের অগ্রস্থিত ও মুখ্য হইয়া শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হয়। সেই প্রজাপতি আপন সোমযাগে এইরূপ [অনুষ্ঠুভের মুখ্যত্ব] কল্পনা করিয়াছিলেন; সেইজন্য যে কোন স্থলে যজ্ঞ [যজ্ঞারম্ভে অনুষ্ঠুভের প্রয়োগ দ্বারা] যজমানের বশীভূত হয়, সেখানে যজ্ঞও সমর্থ হয়। যেখানে যজমান ইহা জানিয়া বশীভূত (অনুষ্ঠুভের প্রয়োগে সাবধান) হইয়া যাগ করে, সেই জনতামধ্যে সেই যজ্ঞও সমর্থ হয়।

তৃতীয় খণ্ড

অনুষ্ঠুভ-প্রশংসা

অনুষ্ঠুপ্ মন্ত্রে শব্দপাঠ করিয়া অগ্নি যুত্ব হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে আখ্যায়িকা—“অগ্নিবৈ.....এবং বেদ”

পুরাকালে অগ্নি দেবগণের হোতা হইয়াছিলেন। বহিপ্পবমান স্তোত্র গীত হইলে পর যুত্ব তাঁহার নিকট

(১) “অ বো দেবার অগ্নরে” ইত্যাদি অনুষ্ঠুভ্ মন্ত্রদ্বারা প্রাতঃসবনে আভ্যাসনের আরম্ভ হয় (পূর্বে দেখ)। ইহাই প্রজাপতির দ্বারী ছন্দ অনুষ্ঠুভের মাহাত্ম্য।

উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি (অগ্নি) [আত্মরক্ষার্থ] অনু-
 ক্তুভ্ দ্বারা আজ্যশস্ত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন ও তদ্বারা মৃত্যুকে
 অতিক্রম করিয়াছিলেন ; আজ্যশস্ত্র পঠিত হইলে মৃত্যু তাঁহার
 নিকট [পুনরায়] উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তিনি প্রউগশস্ত্র^১
 আরম্ভ করিয়াছিলেন ও তদ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া-
 ছিলেন। তৎপরে মাধ্যম্নিন পবমানস্তোত্র^২ গীত হইলে পর
 মৃত্যু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তিনি অনু-
 ক্তুভ্ দ্বারা মরুত্বতীয় শস্ত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন ও তদ্বারা
 মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তৎপরে মাধ্যম্নিনসবনে
 [মরুত্বতীয় শস্ত্রপাঠের পর নিক্ষেপ্য শস্ত্রে] বৃহতীচ্ছন্দ
 পঠিত হওয়ায় তাঁহার নিকট মৃত্যু উপস্থিত হইতে পারে নাই;
 কেন না বৃহতীসকল প্রাণস্বরূপ ; সেই হেতু সে প্রাণসকলের
 বিয়োগ করিতে পারে নাই। সেইজন্য মাধ্যম্নিনসবনে
 বৃহতীসকলের মধ্যে স্তোত্রিয় ঋক্‌ত্রয় দ্বারা^৩ [নিক্ষেপ্য শস্ত্র]
 আরম্ভ করা হয়। বৃহতীসকল প্রাণস্বরূপ। এতদ্বারা প্রাণের
 উদ্দেশেই শস্ত্রের আরম্ভ হয়।

তদনন্তর তৃতীয় পবমানস্তোত্র^৪ গীত হইলে পর মৃত্যু

(১) “এ যো দেবায় অগ্নয়ে” এই অনুক্তুভ্ দ্বারা।

(২) “বায়বাহি” ইত্যাদি একুশটি মন্ত্র প্রউগ শস্ত্র। পূর্বে দেখ।

(৩) মাধ্যম্নিন সবনে মরুত্বতীয় শস্ত্রপাঠের পূর্বে “উচ্চা তে জাতসমসঃ” ইত্যাদি (সামবেদ-
 সংহিতা ২।২২-২৪) সামদ্বারা মাধ্যম্নিন পবমান স্তোত্র গীত হয়।

(৪) মাধ্যম্নিন সবনে মরুত্বতীয় শস্ত্র ও তৎপরে নিক্ষেপ্য শস্ত্র পঠিত হয়। নিক্ষেপ্য শস্ত্রে
 অনেকগুলি বৃহতী ছন্দের মন্ত্র আছে। তন্মধ্যে তিনটি মন্ত্র নিক্ষেপ্য শস্ত্র পাঠের পূর্বে স্তোত্র-
 স্বরূপে সামগারী উল্লাসকর্তৃক গীত হয়। এই ঋক্‌ত্রয়ের নাম স্তোত্রিয়।

(৫) প্রাতঃসবনে আজ্যশস্ত্রের পূর্বে বহিল্পবমানস্তোত্র, মাধ্যম্নিন সবনে মরুত্বতীয় ছন্দের

উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তিনি অনুষ্ঠুভ্ দ্বারা* বৈশ্বদেব শস্ত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন ও তদ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তৎপরে যজ্ঞায়জ্ঞীয় স্তোত্র 'গীত হইলে মৃত্যু [পুনরায়] তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তিনি বৈশ্বানরীয় সূক্ত দ্বারা আগ্নিমারুত শস্ত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন ও তদ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। বৈশ্বানরীয় সূক্ত বজ্রস্বরূপ* এবং যজ্ঞায়জ্ঞীয় স্তোত্র প্রতিষ্ঠা-(সমাপ্তি)-স্বরূপ। অগ্নি বজ্র দ্বারা প্রতিষ্ঠা হইতে মৃত্যুকে নিরাকৃত করিয়াছিলেন। তখন তিনি সকল পাপ হইতে ও সকল পাশ হইতে ও সকল স্থাণু (কাষ্ঠনির্মিত অস্ত্র) হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্তি দ্বারা মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

যে ইহা জানে, সেই হোতাও স্বস্তি দ্বারা পূর্ণায়ু হইয়া পূর্ণায়ু লাভের জন্য মুক্ত হন ও পূর্ণ আয়ু লাভ করেন।

চতুর্থ খণ্ড

মরুততীয়শস্ত্র

মরুততীয়শস্ত্রের অন্তর্গত প্রতিপৎ ও অনুচর, ইহাদের প্রত্যেকে তিনটি ষক্। তৎপরে দুইটি প্রগাথ—ইন্দ্রনিহবপ্রগাথ ও ব্রহ্মণস্পতিপ্রগাথ। তৎসম্বন্ধে আখ্যায়িকা—“ইন্দ্রো বৈ.....এবং বেদ”।

পূর্বে মাধ্যগ্নিন পবমানস্তোত্র ও তৃতীয় সবনে বৈশ্বদেব শস্ত্রের পূর্বে আর্ভব পবমান স্তোত্র গীত হয়।

- (৬) “তৎসবিতুর্ভূগীমহে” ইত্যাদি অষ্টষ্টুতে বৈশ্বদেবশস্ত্রের সূক্তপাঠ আরম্ভ হয়।
- (৭) তৃতীয় সবনে আগ্নিমারুত শস্ত্রের পূর্বে “বজ্রা বজ্রা বো অগ্নয়ে” ইত্যাদি নামে বজ্রা-স্তোত্র গীত হয়। (সামসংহিতা ২।৫৩-৫৪)
- (৮) “বৈশ্বানরায় পৃথুবাজসে” ইত্যাদি বৈশ্বানরীয় সূক্ত আগ্নিমারুতশস্ত্রে পঠিত হয়।

পুরাকালে ইন্দ্র বৃত্তকে বধ করিয়া, আমি উহাকে বধ করিতে পারি নাই, এই মনে করিয়া দূরদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন ও পরে তাহা হইতে দূরতর দেশে গিয়াছিলেন। অনুষ্ঠুপ্‌ই সেই দূর হইতেও দূরতর দেশ এবং বাক্যই অনুষ্ঠুপ্‌। সেই ইন্দ্র বাক্যে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। ভূত-সকল [বিভিন্ন দলে] বিভক্ত হইয়া ইন্দ্রকে অশ্বেষণ করিয়াছিল। পিতৃগণ [যাগের] পূর্বদিনে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন ও দেবগণ পরদিনে দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই জন্ম পূর্ব দিনে (অমাবাস্তায়) পিতৃগণের উদ্দেশে অনুষ্ঠান হয় ও পরদিনে (প্রতিপদে) দেবগণের যাগ হয়।

তখন সেই দেবগণ বলিলেন, আমরা [সোমের] অভিষব করিব, তাহা হইলেই ইন্দ্র অতি শীঘ্র আমাদের নিকট আসিবেন। তাহাই হউক, এই বলিয়া তাঁহারা অভিষব করিয়াছিলেন। তাঁহারা “আ স্বা রথং যথোতয়ে” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রকে ফিরাইয়াছিলেন। “ইদং বসো স্তুতমন্ধ্র” ইত্যাদি মন্ত্রের [অভিষবার্থক] “স্তুত” শব্দ দ্বারা ইন্দ্র তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলেন। “ইন্দ্র নেদীয় এদিহি” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রকে [যাগভূমির] মধ্যে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

যে ইহা জানে, তাহার যজ্ঞে ইন্দ্র আগমন করেন ; সে সেই যজ্ঞ দ্বারা যাগ করে ও ইন্দ্র-সমন্বিত যজ্ঞদ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

(১) ৮।৫৭।১ এই মন্ত্রটি প্রতিপৎ ঋক্‌জয়ের প্রথম।

(২) ৮।২।১ এই মন্ত্রটি অনুচর ঋক্‌জয়ের প্রথম।

(৩) ৮।৫৩।৫-৬ এই মন্ত্রের ইন্দ্রনিহবশ্রগাথ।

পঞ্চম খণ্ড

মরুত্বতীয় শস্ত্র—ইন্দ্রনিহব প্রগাথ

ইন্দ্রনিহবপ্রগাথ সম্বন্ধে আখ্যায়িকা—“ইন্দ্রং বৈ.....স্বাপিভিরিতি” ।

ইন্দ্র বৃত্তকে বধ করিলে সকল দেবতা, ইনি বৃত্তকে বধ করিতে পারেন নাই, মনে করিয়া ইন্দ্রকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। কেবল অমৃশুপ্তিকালেও বর্তমান মরুদগণ তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই। প্রাণসকলই অমৃশুপ্তিকালে বর্তমান মরুদগণের স্বরূপ ; প্রাণসকলই সেই ইন্দ্রকে তখন ত্যাগ করে নাই। সেই জন্য “আস্বাপে স্বাপিভিঃ” এই চরণে স্বাপি-শব্দযুক্ত প্রগাথ মন্ত্র ‘অপরিত্যক্ত হইয়া [মরুত্বতীয় শস্ত্রে] পঠিত হয়।

অপিচ [মরুত্বতীয় শস্ত্রে] এই প্রগাথপাঠের পর যদি ইন্দ্রসম্বন্ধী ছন্দের পাঠ হয়, তাহাও মরুত্বতীয় [বলিয়া গণ্য] হয় ; কেন না “আস্বাপে স্বাপিভিঃ” এই চরণে স্বাপিশব্দযুক্ত প্রগাথমন্ত্র অপরিত্যক্ত হইয়াই পঠিত হয়।

ষষ্ঠ খণ্ড

মরুত্বতীয় শস্ত্র—ব্রাহ্মণস্পতিপ্রগাথ

ইন্দ্রনিহব-প্রগাথপাঠের পর ব্রাহ্মণস্পতির বা বৃহস্পতির উদ্ভিষ্ট প্রগাথ মন্ত্রদ্বয় পঠিত হয়।^১ তৎসম্বন্ধে বিধান যথা—“ব্রাহ্মণস্পত্যং...জয়তে”

(১) ৮।৫৩।৫ ইন্দ্রনিহব প্রগাথে ঐ চরণ আছে।

(২) প্রগাথমন্ত্রে দুইটি মাত্র শব্দ ; কিন্তু তাহার মধ্যে কোন কোন চরণ একাধিক বার পাঠ করিয়া দুইটি শব্দকে তিনটি মন্ত্রের মত করিয়া লওয়া হয়। যথা—ব্রাহ্মণস্পতির উদ্ভিষ্ট প্রগাথ-

ব্রহ্মগম্পতির উদ্দিষ্ট প্রগাথ পাঠ করা যায়। দেবগণ
ব্রহ্মগম্পতিকে পুরোহিত পাইয়া স্বর্গ লোক জয় করিয়াছিলেন
এবং ইহলোকেও বিজয় লাভ করিয়াছিলেন। সেইরূপ এত-
দ্বারা যজমানও ব্রহ্মগম্পতিকে পুরোহিত পাইয়া স্বর্গলোক জয়
করে ও ইহলোকেও বিজয় লাভ করে।

প্রগাথশংসনের পূর্বে স্তোত্রপাঠ হয় না কেন, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন—“তো বৈ ..
ইতি”

[পূর্বে] স্তোত্রপাঠ না হইলেও এই দুই প্রগাথ পুনঃ
পুনঃ [চরণ] গ্রহণপূর্বক পাঠিত হয়।^১ এ বিষয়ে [ব্রহ্ম-
বাদীরা] প্রশ্ন করেন, স্তোত্র পাঠ না হইলে কোন মন্ত্র পুনঃ
পুনঃ [চরণ] গ্রহণপূর্বক পাঠ করা কর্তব্য নহে, তবে কেন
স্তোত্রপাঠ না হইলেও প্রগাথ দুইটি পুনঃপুনঃ [চরণ] গ্রহণ-
পূর্বক পাঠ করা হয় ?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে দ্বিতীয় প্রশ্ন—“পবমানোক্ত্ব...ভবতীতি”

এই যে মরুত্বতীয়, ইহাই [মাধ্যম্ভিন-] পবমানসম্বন্ধী
শব্দ ; ঐ [মাধ্যম্ভিন পবমান] স্তোত্রে ছয়টি গায়ত্রী দ্বারা স্তোত্র

মন্ত্রে “অ নুনং ব্রহ্মগম্পতিঃ” ইত্যাদি দুইটি ঋক্ আছে। প্রথম ঋকের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে আট
আট অক্ষর, তৃতীয় চরণে বার অক্ষর, চতুর্থ চরণে আট অক্ষর। দ্বিতীয় ঋকের প্রথম চরণে বার
অক্ষর, দ্বিতীয় চরণে আট, তৃতীয় চরণে বার ও চতুর্থে আট অক্ষর। প্রথম ঋকের চারি চরণ
পাঠে সর্বসমেত ছত্রিশ অক্ষর হয়। প্রথম ঋকের শেষ চরণ দুইবার ও দ্বিতীয় ঋকের প্রথম ও
দ্বিতীয় চরণ একবার পাঠ করিলে ছত্রিশ অক্ষর সম্পাদিত হয়। ইহাই দ্বিতীয় মন্ত্র বলিয়া গণ্য
হইবে। তৎপরে দ্বিতীয় ঋকের দ্বিতীয় চরণ দুইবার ও তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ একবার পাঠ করিলে
আবার ছত্রিশ অক্ষর তৃতীয় মন্ত্র হইবে। এইরূপে চরণের সহিত চরণ গাঁথিয়া দুইটি ঋক্কে তিন
মন্ত্রের সমান করা যায় বলিয়া উহার নাম প্রগাথ।

(২) একই ঋকের কোন এক চরণ একাধিক বার পাঠ করিয়া তাহাকে দুইটি মন্ত্রে পরিণত
করার নাম পুনঃ পুনঃ চরণ গ্রহণ। প্রগাথময় পাঠে ঐরূপ বিহিত হইল।

পাঠ হয়, পরে ছয়টি বৃহতী দ্বারা এবং ছয়টি ত্রিষ্টুপ্ দ্বারা স্তোত্র পাঠ হয়। এইরূপে সেই মাধ্যম্নিন পবমান তিন-ছন্দোবিশিষ্ট ও পঞ্চদশ-স্তোমবিশিষ্ট হয়। এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, এই তিন-ছন্দোযুক্ত ও পঞ্চদশ-স্তোমবিশিষ্ট পবমানের অনুসরণ [হোতৃকর্তৃক মরুত্বতীয় শস্ত্রপাঠে] কিরূপে সিদ্ধ হয় ?

এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—“যে এব.....অমুশস্তা ভবন্তি”

[মরুত্বতীয় শস্ত্রের অন্তর্গত] প্রতিপদের উত্তর ভাগে যে দুইটি গায়ত্রী ও অনুচরের যে [তিনটি] গায়ত্রী আছে, সেই [পাঁচটি] গায়ত্রী দ্বারাই [পবমানস্তোত্রের ছয়টি] গায়ত্রীর অনুসরণ সিদ্ধ হয়, এবং ঐ শস্ত্রের অন্তর্গত প্রগাথদ্বয় দ্বারা [স্তোত্রের অন্তর্গত] বৃহতীর অনুসরণ সিদ্ধ হয়।

তৎপরে প্রথম প্রশ্নের উত্তর যথা—“তান্ম... অধৈতি”

সামগায়ীরা ঐ সকল বৃহতী মধ্যে রৌরব নামক ও যৌধাজয় নামক সামদ্বয় দ্বারা পুনঃ পুনঃ [চরণ] গ্রহণ দ্বারা স্তব করেন ; সেই জন্য পূর্বের স্তোত্রগান না হইলেও ঐ দুই প্রগাথ পুনঃ পুনঃ [চরণ] গ্রহণ দ্বারা পঠিত হয়। তাহাতেই শস্ত্র দ্বারা স্তোত্রের অনুসরণ হয়।

তৎপরে দ্বিতীয় প্রশ্নোক্ত পবমানস্তোত্রের অন্তর্গত ত্রিষ্টুপ্গুলির অনুসরণ সম্বন্ধে উত্তর যথা—“যে এব...ভবন্তি”

(৩) মাধ্যম্নিন সবে মাধ্যম্নিন পবমান স্তোত্র গানের পর মরুত্বতীয় শস্ত্রপাঠ বিধিত। স্তোত্রও বৈরূপ, শস্ত্রও তদনুযায়ী হওয়া উচিত, এই বিধান আছে (পূর্বের দেখ)। এখানে সেই বিধানের সামঞ্জস্য কিরূপ হইবে, ঐ প্রশ্নের তাহাই তাৎপর্য। মাধ্যম্নিন পবমান স্তোত্রে “উচ্চা তে জাতম্” ইত্যাদি ছয়টি গায়ত্রী “পুনানঃ সোম” ইত্যাদি ছয়টি বৃহতী ও “এ তু ত্রয” ইত্যাদি তিনটি ত্রিষ্টুপ্ উল্লেখ্যগণ কর্তৃক গীত হয়।

[মরুত্বতীয় শস্ত্রের অন্তর্গত সূক্তমধ্যে] যে দুইটি ত্রিষ্টুপ্-
ধায়া মন্ত্ররূপে ও 'যে ত্রিষ্টুপ্-নিবিদ্বানরূপে' পাঠিত হয়,
তদ্বারা ঐ [পবমান স্তোত্রের] ত্রিষ্টুভ্-সকলের অনুসরণ
সিদ্ধ হয় ।

উহা জানার প্রশংসা—“এবমু.....এবং বেদ”

এইরূপে যে ইহা জানে, তাহার ঐ মাধ্যম্ভিন পবমান
স্তোত্র ত্রি-ছন্দোবিশিষ্ট ও পঞ্চদশ-স্তোম-যুক্ত হইয়া [শস্ত্র
কর্তৃক] অনুসৃত হয় ।

সপ্তম খণ্ড

মরুত্বতীয় শস্ত্র—ধায়ামন্ত্র

মরুত্বতীয় শস্ত্রের মধ্যে যে কয়েকটি মন্ত্র অত্র সূক্ত হইতে আনিয়া প্রক্ষেপ
করিতে হয়, তাহার নাম ধায়া । এই সকল মন্ত্রের প্রশংসা “ধায়া...সংসতি”

ধায়াসকল পাঠ করা হয় । প্রজাপতি যে যে লোক
কামনা করিয়াছিলেন, ধায়া দ্বারা সেই সকল লোকই ধয়ন
(পান) করিয়াছিলেন’ । সেইরূপ এই যে সকল ধায়া আছে,
যে বজ্রমান তাহা জানে, সে যে যে লোক কামনা করে, সেই
সকল লোকই সে ধয়ন করে ।

(৫) কোন সূক্তের মধ্যে অত্র সূক্তস্থ ঋক্ প্রক্ষেপ করিলে ঐ প্রাক্ষিপ্ত ঋকে ধায়া ধলে ।
সামিধেনী মন্ত্রের ধায়া সম্বন্ধে পূর্বে দেখ । ৭পৃষ্ঠ পাদটীকা ।

(৬) যে সূক্তের মধ্যে নিবিদের স্থাপন হয়, তাহার নাম নিবিদ্বান সূক্ত । পূর্বে দেখ ।

(১) মরুত্বতীয় শস্ত্রে দুইটি ধায়া প্রাক্ষিপ্ত হয়, যথা—“অগ্নিরেভা ভগ ইব” “ঋং সোম
ব্রতুভিঃ” ।

(২) ধরতি পিবতি আতিঃ এই ব্যুৎপত্তি ক্রমে ধায়া শব্দনিপ্পন্ন হইল । (সারণ)

দেবগণ যেখানে যেখানে যজ্ঞের ছিদ্র জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ধায়া দ্বারা অপিধান (আচ্ছাদন) করিয়াছিলেন, ইহাই ধায়ায় ধায়াত্ব ।^৩ এইরূপ যে ধায়া আছে, যে তাহা জানে, তাহার যজ্ঞ অচ্ছিদ্র হইয়া সম্পাদিত হয় । এই যে ধায়া, এতদ্বারা আমরা যজ্ঞের [ছিদ্র] সীবন করিয়াছি, যেমন সূচীদ্বারা বস্ত্রের [ছিদ্র] সীবন করা যায় । এইরূপ যে ধায়া আছে, যে তাহা জানে, তাহার যজ্ঞের ছিদ্র এতদ্বারা সন্ধিত (অবরুদ্ধ) হয় ।^৪

এই যে ধায়াসকল, ইহারা উপসংসমূহেরই শস্ত্র (প্রশংসাপর) । “অগ্নিনেতা” ইত্যাদি অগ্নিদৈবত ধায়া প্রথম উপসদের শস্ত্র ; “ত্বং সোম ক্রতুভিঃ” এই সোমদৈবত ধায়া দ্বিতীয় উপসদের শস্ত্র ; আর “পিবন্ত্যপঃ” এই বিষ্ণুদৈবত ধায়া তৃতীয় উপসদের শস্ত্র^৫ । যে ইহা জানে ও যে ইহা জানিয়া ধায়া পাঠ করে, সে, সোম যাগ করিয়া যে যে লোক জয় করা হয়, এক একটি উপসং দ্বারাও সেই সেই লোক জয় করে ।

তৃতীয় ধায়া সম্বন্ধে কেহ কেহ অন্ত মন্ত্র বিধান করেন, তৎসম্বন্ধে বিচার যথা—“তদ্ধ...শংসেৎ” ।

(৩) এত্বলে দধাতি আভিঃ এই ব্যুৎপত্তি ক্রমে ধায়া শব্দ নিষ্পন্ন হইল ।

(৪) সন্মধাতি আভিঃ এই ব্যুৎপত্তি ক্রমে ধায়া নিষ্পন্ন হইল ।

(৫) ৩২০।৪ ।

(৬) ১।২১।২ ।

(৭) ১।৬৪।৬ ।

(৮) পূর্বোক্ত উপসং তিনটির দেবতা যথাক্রমে অগ্নি, সোম ও বিষ্ণু ; এই হেতু এই ধায়া তিনটিও সেই সেই উপসদেরই শস্ত্রস্বরূপ । পূর্বোক্ত দেখ ।

এ বিষয়ে (তৃতীয় ধায়া বিষয়ে) কেহ কেহ বলেন “তান্ বো মহঃ” এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ভরতেরা^১ এই মন্ত্রই পাঠ করেন, ইহা আমরা ঠিক জানি, ইহাই তাঁহারা বলেন। কিন্তু এই মত আদরণীয় নহে। যদি এই মন্ত্র পাঠ করা যায়, তাহা হইলে পৰ্জ্জন্ম বর্ষণনিবারণে সমর্থ হইতে পারেন। সেই হেতু “পিবন্ত্যপঃ” এই [বৃষ্টির অনুকূল] মন্ত্রই [তৃতীয় ধায়ারূপে] পাঠ করিবে। কেননা [এই মন্ত্রে] ” [“পিবন্তি”] এই পদ বৃষ্টিপ্রদ ; “মরুতঃ” এই পদ মরুৎসম্বন্ধী ; “অত্যং ন মিহে বিনয়ন্তি” এই চরণ [বিনয়ার্থক] বিনীতশব্দযুক্ত ; আর বিনীতবাচক হইলেই বিক্রান্তবাচক হয় (অর্থাৎ বিনীত অর্থে বিক্রান্ত) ; আর যাহা বিক্রান্তবাচক তাহা বিষ্ণুসম্বন্ধী^২। আর “বাজিনং” এই পদে ইন্দ্রই বাজী (বাজযুক্ত অর্থাৎ অগ্নযুক্ত)। এইরূপে এই মন্ত্রে চারিটি পদ [যথাক্রমে] বৃষ্টিপ্রদ, মরুৎসম্বন্ধী, বিষ্ণুসম্বন্ধী ও ইন্দ্রসম্বন্ধী।

এই সেই [তৃতীয় ধায়া] মন্ত্র তৃতীয় সর্বনযোগ্য^৩

(৯) ২।৩৪।১১।

(১০) সাধারণ ভরত অর্থে ঋত্বিক করিয়াছেন। ভরৎ যজ্ঞং তবন্তীতি ভরতা ঋত্বিজঃ। কিন্তু ভরত অর্থে ভরতবংশীয় যজ্ঞমানও বুঝাইতে পারে।

(১১) “পিবন্ত্যপো মরুতঃ স্তদানবঃ” (১।৩৪।৩) ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চদ্রুত পদগুলি আছে, এই মন্ত্র ঐ মন্ত্র তৃতীয় ধায়ারূপে প্রযোজ্য।

এই মন্ত্রের দেবতা মরুতগণ, ছন্দ জগতী।

(১২) “ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে” ইত্যাদি মন্ত্রবলে বিষ্ণুর সহিত বিক্রমণের সম্বন্ধ।

(১৩) তৃতীয় সর্বনের ছন্দ জগতী।

হইয়াও মাধ্যন্দিন সবনে পঠিত হয় । সেই হেতু ভরতগণের পশু সায়ংকালে গোষ্ঠে থাকিলেও মধ্যদিনে (মধ্যাহ্নে) [উত্তাপ নিবারণার্থ] গোশালাতে আইসে । এই মন্ত্ৰের ছন্দ জগতী ; পশুগণও জগতীর সন্মুখী ; আর যজমানের আত্মা মধ্যদিন-স্বরূপ ; এতদ্বারা যজমানে পশুর স্থাপনা হয় ।

অষ্টম খণ্ড

মরুত্বতীয় শস্ত্র

তদনন্তর মরুত্বতীয় প্রগাথের বিধান—“মরুত্বতীয়ং.....অবরুদ্যে”

মরুত্বতীয় প্রগাথ' পাঠ করিবে । পশুগণই মরুৎ ও পশুগণই প্রগাথ ; এতদ্বারা পশুগণের রক্ষা ঘটে ।

তৎপরে নিবিদ্ধানীয় স্তোত্রের বিধান—“জনিষ্ঠা...জয়তি”

“জনিষ্ঠা উগ্রঃ সহসে তুরায়” ইত্যাদি সূক্ত পাঠ করিবে । এই সূক্ত যজমানের জন্মবাচক ; এতদ্বারা যজমানকে যজ্ঞ হইতে দেবযোনির (দেবস্থানের) উদ্দেশে উৎপাদন করা হয় । এতদ্বারা যজমান [শত্রুকে] সংযুক্ত করিয়া ও বিযুক্ত করিয়া জয় লাভ করে ; এই জন্ম এই সূক্ত সম্পূর্ণ জয়ের হেতু হয় ।

এই সূক্তের ঋষি গৌরিবীতি ; শক্তির পুত্র গৌরিবীতি স্বর্গ

(১) “অ ব ইজ্রায় বৃহতে” (৮.১৮.৩) এই মন্ত্র মরুত্বতীয় প্রগাথ স্বরূপে মরুত্বতীয় শস্ত্রে পঠিত হয় ।

(২) ১০.১৩.১-১১ ।

লোকের অতি নিকটে গিয়াছিলেন। তিনি এই সূক্ত দর্শন করেন ও তদ্বারা স্বর্গলোক জয় করেন। সেইরূপ যজমানও এই সূক্তদ্বারা স্বর্গলোক জয় করে।

তৎপরে নিবিৎ সম্বন্ধে বিধান—“তত্ত্বাঙ্কাঃ... স্বর্গকামণ্য”

ঐ সূক্তের অর্দ্ধাংশ পাঠ করিয়া অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট থাকিতে তাহার মধ্যে নিবিদের স্থাপনা হয়।*

এই যে নিবিৎ, ইহা স্বর্গলোকে আরোহণের উপায়। এই যে নিবিৎ, ইহা স্বর্গলোক আক্রমণে সোপানস্বরূপ। সেই জন্ত যেন আক্রমণ করিতে করিতে (অর্থাৎ সোপানে উঠিবার পরিশ্রম হেতু শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে) ঐ নিবিৎ পাঠ করিবে। যে ব্যক্তি এই স্বর্গকামী যজমানের প্রিয়, সে এতদ্বারা যজমানকে [আপনার বলিয়া] গ্রহণ করে।

অনন্তর যে হোতা অভিচারার্থ ইচ্ছা করিবেন যে, আমি ক্ষত্র দ্বারা বৈশ্যকে বধ করিব, তিনি নিবিদ্ দ্বারা সূক্তকে তিন ভাগ করিয়া (অর্থাৎ সূক্তের আদি মধ্য অন্ত তিন স্থলে নিবিদ্ বসাইয়া) পাঠ করিবেন। নিবিদ্ই ক্ষত্রিয় আর সূক্ত বৈশ্য। ইহাতে (এইরূপে সূক্তকে বিচ্ছিন্ন করাতে) ক্ষত্রিয় দ্বারাই বৈশ্যের হত্যা হয়। যিনি ইচ্ছা করিবেন যে আমি বৈশ্যদ্বারা ক্ষত্রিয়কে বধ করিব, তিনি সূক্তদ্বারা নিবিদ্কে তিন ভাগ করিয়া পাঠ করিবেন। নিবিদ্ই ক্ষত্রিয় আর সূক্ত বৈশ্য। ইহাতে বৈশ্যদ্বারা ক্ষত্রিয়ের হত্যা হয়। আর যিনি ইচ্ছা করিবেন যে, আমি এই যজমানকে প্রজা হইতে উভয়দিকে (অর্থাৎ পিতৃ-

(৩) ঐ সূক্তের অন্তর্গত এগারটি মন্ত্রের ছয়টি পাঠ করিয়া পরে “ইন্দ্রো মরুত্বান” ইত্যাদি নিবিৎ পাঠ করিবে। অবশিষ্ট মন্ত্র পাঁচটি পরে পাঠ্য।

পিতামহাদি হইতে ও পুত্রপৌত্রাদি হইতে) বিচ্ছিন্ন করিব, তাহা হইলে নিবিদের উভয়দিকেই (আদিতে ও অন্তে) আহাব পাঠ করিবেন । তাহাতে ইহাকে প্রজা হইতে উভয়দিকে বিচ্ছিন্ন করা হইবে ।

অভিচারের জন্য এইরূপ [বিধান], কিন্তু স্বৰ্গকামীর পক্ষে অন্তরূপ (অর্থাৎ পূর্বোক্ত রূপ) [বিধান]^৪ ।

সূক্তের শেষ ঋকের প্রশংসা যথা—“বয়ঃ স্থপর্ণা.....তদাহ”

“বয়ঃ স্থপর্ণা উপসেচুরিন্দ্রম্ প্রিয়মেধা ঋষয়ো নাধমানাঃ”
—মেধাবী ঋষিগণ স্থপর্ণ পক্ষীর মত ইন্দ্রের নিকট যাচ্ঞার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন—এই অন্তিম ঋক্ দ্বারা^৫ [সূক্তপাঠ] সমাপ্ত করিবে । [ঐ মন্ত্রের তৃতীয় চরণে] “অপ ধ্বাস্ত-মূর্গুহি”—[হে ইন্দ্র], ধ্বাস্ত (অন্ধকার) অপসারণ কর—এই মন্ত্রাংশপাঠকালে হোতা [আপনাকে] যে তমোদ্বারা আবৃত মনে করিবেন, তাহা মনে মনে ধ্যান করিবেন, তাহা হইলে সেই তমঃ তাঁহা হইতে লোপ পাইবে । “পূর্দ্ধি চক্ষুঃ”—চক্ষুর পূরণ কর—এই অংশ পাঠ করিয়া পুনঃ পুনঃ চক্ষু মার্জনা করিবেন । যে ইহা জানে, সে জরা পর্য্যন্ত চক্ষুস্থান হয় । [চতুর্থ চরণ] “মুমুক্ষ্যস্মামিধেব বন্ধান্”—নিধাদ্বারা (পাশ দ্বারা) বন্ধ আমাদিগকে মোচন কর—এস্থলে নিধা অর্থে পাশ; তদ্বারা বন্ধ আমাদিগকে পাশ হইতে মোচন কর, ইহাই এস্থলে বলা হইল ।

(৪) স্বৰ্গকামীর পক্ষে সূক্তের মধ্যে নিবিদাধান বিধেয় । তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

(৫) ১০।৭৩।১১ ।

নবম খণ্ড

মরুত্বভীষ শস্ত্র

আখ্যায়িকা দ্বারা মরুত্বভীষ শস্ত্রান্তে পাঠা যাজ্ঞামশ্বের বিধান—“ইহ্মো বৈকরোতি” ।

পুরাকালে ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়া সকল দেবতাকে বলিয়াছিলেন, তোমরা আমার নিকট উপস্থিত থাক ও আমাকে অনুজ্ঞা কর । তাহাই করিব বলিয়া বৃত্র-বধের ইচ্ছায় দেবতারা দৌড়িয়া আসিয়াছিলেন । সেই বৃত্র বুকিতে পারিল, আমাকেই বধ করিতে ইচ্ছা করিয়া ইহার দৌড়িতেছে ; আচ্ছা, আমি ইহাদিগকে ভয় দেখাই ; সেই বলিয়া বৃত্র তাঁহাদের অভিমুখে শ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল । তাহার শ্বাসে বিচলিত হইয়া সকল দেবতা দৌড়িয়া পলাইয়া-ছিলেন । তখন মরুতেরা ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করেন নাই ; প্রত্যুত, হে ভগবন, ইহাকে প্রহার কর, বধ কর, বীরত্ব দেখাও, এইরূপ বাক্য বলিয়া ইহঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন ।

ঋষি এই ঘটনা দেখিয়া “বৃত্রশ্চ ত্বা শ্বসখাদীষমানা বিশ্বে দেবা অজহর্ষে সখায়াঃ । মরুন্তিরিন্দ্র সখ্যাং তে অস্ত্র অথেমা বিশ্বাঃ পূতনা জয়াসি”— হে ইন্দ্র, তোমার সখা বিশ্বদেবগণ বৃত্রের শ্বাসে কম্পিত হইয়া তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন ; এখন মরুতগণের সহিত তোমার সখ্য হউক ; তাহা হইলে

[বৃত্তের] এই সকল সেনা তুমি জয় করিতে পারিবে—এই মন্ত্র তদুদ্দেশে বলিয়াছিলেন ।

ইন্দ্র বুঝিলেন, এই মরুতেরাই আমার সচিব, ইহারাই আমার অপেক্ষা করিয়াছে, আচ্ছা, ইহাদিগকেই এই [মরুত্ব-তীয়] শস্ত্রের ভাগ দিব । এই বলিয়া তাঁহাদিগকে এই শস্ত্রের ভাগ দিয়াছিলেন । সেই অবধি এই মরুতেরা ইহাতে [ভাগী] আছেন ; তৎপূর্বে [কেবল] নিষ্কেবল্য শস্ত্রে উভয়ের (ইন্দের ও মরুদগণের) স্থান ছিল । [সেই অবধি] [অক্ষয়্য] মরুত্বতীয় [মরুদগণের সম্বন্ধী] গ্রহ গ্রহণ করেন, আর [হোতা] মরুত্বতীয় প্রগাথ পাঠ করেন, মরুত্বতীয় সূক্ত পাঠ করেন এবং মরুত্বতীয় নিবিৎ স্থাপন করেন । এই সকলই মরুদগণের ভাগ ।

মরুত্বতীয় শস্ত্র পাঠের পর মরুত্বতীয় যাজ্য পাঠ হয় । তদ্বারা দেবতাগণকে আপনার ভাগানুসারেই শ্রীত করা হয় । “যে স্বাহিহত্যে মঘবন্নবর্দ্ধন যে শাস্বরে হরিবো যে গবিষ্ঠৌ । যে স্বা নুনমনুমদন্তি বিপ্রাঃ পিবেন্দ্র সোমং সগণো মরুদ্ভিঃ” — অহে মঘবা, অহি-হত্যায় (বৃত্তহত্যায়) যে মরুতেরা তোমাকে বর্দ্ধন করিয়াছিল, শস্বরবধে যাহারা তোমাকে বর্দ্ধন করিয়াছিল, অহে হরিবান্, [বল-কর্তৃক অপহৃত] গাভীগণের অশ্বেষণে যাহারা তোমাকে বর্দ্ধন করিয়াছিল, যে বিপ্রগণ (বিপ্ররূপী মরুদগণ) তোমাকে সর্বদা [স্তবদ্বারা] হর্ষিত করে, তুমি সেই মরুদগণ সহিত সোম পান কর—এই যাজ্য মন্ত্র দ্বারা, যেখানে যেখানে ইন্দ্র এই মরুদগণের সহিত বিজয় লাভ করিয়াছিলেন,

ও যেখানে যেখানে বীৰ্য্য দেখাইয়াছিলেন, তাহা সম্যক্রূপে জানাইয়া ইন্দ্রের সহিত এই মরুদগণকে সোমপানভাগী করায় ।

দশম খণ্ড

নিষ্কেবল্য শস্ত্র

নিষ্কেবল্য-শস্ত্র বিষয়ে আখ্যায়িকা—“ইন্দ্রো বৈ.....ঈকর্কতৈব”

পুরাকালে ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়া ও সকল বিষয়ে জয় লাভ করিয়া প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন, তুমি [এখন] যাহা আছ, আমিও তাহাই হইব, আমিও মহান্ হইব। সেই প্রজাপতি [তাঁহাকে] বলিলেন, তাহা হইলে “কোহম্”—আমি কে হইব ? ইন্দ্র বলিলেন, তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হইবে। সেই অবধি প্রজাপতির নাম “ক” হইল। প্রজাপতির নাম ক। এবং ইন্দ্র যে মহান্ হইয়াছিলেন, তাহাই মহেন্দ্রের মহেন্দ্রত্ব^১।

তিনি মহান্ হইয়া দেবতাদিগকে বলিলেন, তোমরা আমার জন্ম পূজার নির্দেশ কর। যে বড় হয়, যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করে, সে মহান্ হয়, সে এখনও ঐরূপ ইচ্ছা করে। দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন, তোমার যাহা [নির্দিষ্ট] হইবে, তাহা তুমি নিজেই বল। তিনি বলিলেন, ঐ মাহেন্দ্র গ্রহ, আর সরন-

(১) প্রজাপতির নাম ক। পূর্বে দেখ। ঋতাস্তুরে—ক ইৎ কন্মা অদাদিত্যাহ প্রজাপতি-
বৈ কঃ প্রজাপত্যঃ এব তদ্ব্যভি।

(২) ইন্দ্রের মহেন্দ্রত্বের কারণ ঋতাস্তুরে যথা—“ইন্দ্রো বৃত্রমহনু তং মেবা ভববনু মহান্ বা
অরমকুন্ বা বৃত্রমবধীৎ ইতি তন্নহেন্দ্রত্ব মহেন্দ্রত্বম্”।

মধ্যে মাধ্যন্দিন সন্ধ্যা, শস্ত্রমধ্যে নিক্ষেপণ, ছন্দোমধ্যে ত্রিষ্টুপ, সামের মধ্যে পৃষ্ঠ ।^৩ তখন দেবগণ তাঁহার জন্য সেই সকলই উপহার নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন । যে ইহা জানে, তাহার জন্যও উপহার নির্দিষ্ট হয় ।

সেই ইন্দ্রকে দেবগণ বলিলেন, তুমি সকলই [নিজের জন্য] বলিলে, আমাদেরও কিন্তু ইহাতে [ভাগ] রহুক । তিনি বলিলেন, না, তোমাদের [ভাগ] কিরূপে থাকিবে ? দেবগণ তাঁহাকে [আবার] বলিলেন, অহে মঘবা, আমাদেরও [ভাগ] রহুক । তখন ইন্দ্র তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন ।

একাদশ খণ্ড

নিক্ষেপণ শস্ত্র

আখ্যায়িকাতে নিক্ষেপণ শস্ত্রের রাজ্যবিধান যথা—“তে দেবা...অত্রাকুর্সন্”

সেই দেবগণ বলিলেন, ঐ যে ইন্দ্রের প্রেয়সী বাবাতা^১ পত্নী, তাঁহার নাম প্রাসহা, তাঁহার নিকটেই আমাদের ইচ্ছা জানাই । তাহাই হউক, এই বলিয়া তাঁহারা তাঁহার নিকট ইচ্ছা জানাইলেন । তিনি ইহাদিগকে বলিলেন, [কল্য] প্রাতঃ-কালে তোমাদিগকে প্রভুত্ব দিব । কেননা, স্ত্রী পতির নিকট

(৩) মাধ্যন্দিন সন্ধ্যা পবমান স্তোত্র গানের পর রথশরাদি যে চারিটি স্তোত্রগীত হয়, উহারাই পৃষ্ঠস্তোত্র ।

(১) রাজাদিগের তিন প্রেয়সী পত্নী থাকিত । উত্তমজাতীয় পত্নীর নাম মহিষী, মধ্যমজাতীয়ের নাম বার্বতা, অধমজাতীয়ের নাম পরিত্রি ।

জানিতে ইচ্ছা করে এবং রাত্রিকালেই পতিয় নিকট জানিতে ইচ্ছা করে। দেবগণ [পরদিন] প্রাতঃকালে তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যুত্তরে এই মন্ত্ৰ বলিলেন ;—

“যদ্বাবান পুরুতমং পুরাষাড়া ব্রহ্মহেন্দ্রো নামান্ধ্রপ্রাঃ ।
অচেতি প্রাসহম্পতিস্তুবিদ্বান্ যদীমুশাসি কর্তবে করন্তং”^২
—পুরাষাট্ (পুরাতন পুরুষমধ্যে সহিষ্ণু) ব্রহ্মঘাতী ইন্দ্র পুরুতম (প্রভূত) বস্তু পাইয়াছিলেন ও নামে [চারিদিক্] পূর্ণ করিয়াছিলেন ; সেই প্রাসহম্পতি (প্রবলগণের পতি) ও তুবিদ্বান্ (বহুধনবান্) ইন্দ্র দেবগণের অভীষ্ট জানিয়া-
ছিলেন ; আমরা যাহা করিতে চাহি, তাহা ইন্দ্র করিয়াছেন।
এই মন্ত্ৰে ইন্দ্রই প্রাসহম্পতি ও তুবিদ্বান্ ; [শেষ চরণে]
যাহা আমরা করিতে চাহি, তাহাই তিনি করিবেন, ইহাই
বাবাতা দেবগণকে বলিয়াছিলেন।

সেই দেবগণ বলিলেন, আমাদের [হিতকারিণী] এই প্রাসহা
এই শস্ত্রে কিছুই পান নাই ; এখন ইহাতে ইহার [ভাগ]
রহুক। তাহাই হউক বলিয়া তাঁহারা এই [নিষ্কেবল্য] শস্ত্রে
সেই বাবাতারও ভাগ বিধান করিয়াছিলেন। সেই জন্ত “যদ্বা-
বান পুরুতমং পুরাষাট্” ইত্যাদি মন্ত্ৰ এই শস্ত্রে পঠিত হয়।

এই যে প্রাসহা নামে ইন্দ্রের প্রেয়সী বাবাতা পত্নী,
ইনিই সেনা,^৩ এবং ক-নামক প্রজাপতি ইহার (ইন্দ্রপত্নীর)
শ্বশুর।^৪

(২) ১০।৭৪।৬ এই মন্ত্ৰটি নিষ্কেবল্য শস্ত্রে ধাত্যামররূপে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

(৩) শাখ্যস্বত্রে “ইন্দ্রাণি বৈ সেনায়া দেবতা”।

(৪) প্রজাপতি ইন্দ্রের জন্মদাতা, যথা শ্রুত্যান্তরে “প্রজাপতিরিন্দ্রমহজতাঙ্গজাবরং দেবানাম্।”

যে [যুদ্ধার্থী] ব্যক্তি ইচ্ছা করে, আমার সেনা জয়লাভ করুক, সে ঐ সেনার অর্দ্ধভাগ অতিক্রম করিয়া [ভূমিতে] দাঁড়াইয়া একগাছি তৃণ উভয়দিকে (গোঁড়ায় ও আগায়) ছিঁড়িয়া অন্য (শত্রুপক্ষীয়) সেনার অভিমুখে “প্রাসহে কস্থা পশ্চতি”—অগ্নি প্রাসহে, [তোমার স্বশুর] ক (প্রজাপতি) তোমাকে দেখিতেছেন—এই মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবেন। পুত্রবধু যেমন স্বশুরকে লজ্জা করিয়া নিলীন (লুকায়িত) হয়, সেইরূপ যেস্থলে ইহা জানিয়া একগাছি তৃণকে উভয়দিকে ছিঁড়িয়া “প্রাসহে কস্থা পশ্চতি” এই মন্ত্রে অন্য সেনার অভিমুখে নিক্ষেপ করা হয়, সেস্থলে সেই সেনাও ভঙ্গ দিয়া নিলীন হয়।

ইন্দ্র [তখন] সেই দেবগণকে বলিয়াছিলেন, তোমাদেরও এই শস্ত্রে ভাগ হউক। সেই দেবগণ বলিলেন, তেত্রিশ-অক্ষর-যুক্ত যে বিরাট্, তাহাই নিক্ষেবল্যের যাজ্য্য হউক।

দেবতা তেত্রিশ জন,—অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ-আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট্কার। এতদ্বারা দেবতাগণকে অক্ষরের ভাগী করা হয়। দেবতার (তেত্রিশ জনে) এক একটি অক্ষর অনুসারে [সোম] পান করেন। দেবপাত্র-দ্বারাই এতদ্বারা দেবতাদের তৃপ্তি হয়।

হোতা যে যজমানের সম্বন্ধে ইচ্ছা করিবেন, এ ব্যক্তি আশ্রয়হীন হউক, তাহার পক্ষে বিরাট্ ছাড়িয়া গায়ত্রী বা ত্রিষ্টুপ্ বা অন্য ছন্দে যাজ্য্যমন্ত্র করিবেন ও [পরে] বষট্কার করিবেন। এতদ্বারা তাহাকে আশ্রয়হীন করা হইবে। যাহার সম্বন্ধে ইচ্ছা করিবেন, এ ব্যক্তি আশ্রয়যুক্ত হউক,

তাহার পক্ষে “পিবা সোমমিত্র মন্দভু হা” ইত্যাদি
বিরাট্ দ্বারা যাজ্ঞ্যমন্ত্র করিবেন। এতদ্বারা তাহাকে আশ্রয়-
যুক্ত করা হইবে।

দ্বাদশ খণ্ড

নিক্বেবল্য শস্ত্র

নিক্বেবল্য শস্ত্রের সহিত তৎপূর্বে গীত সামের সম্বন্ধ বিচার—“ঋক্ চ
এবং বেদ”

অগ্রে ঋক্ ও সাম এতদুভয় [পৃথক্] ছিল। [সাম
এই নামমধ্যে] “সা” এই নামে ঋক্ ছিল আর “অম” এই
নামে সাম ছিল। সেই ঋক্ সামের নিকট গিয়া বলিল,
আমরা প্রজোৎপত্তির জন্য মিথুন (সংযুক্ত) হইব। তাহাতে
সাম বলিল, না, আমার মহিমা তোমার অপেক্ষা অধিক।
তখন সেই ঋক্ দুইটি হইয়া [আবার] তাহাকে বলিল।
তাহাদের নিকটও সেই সাম সম্মত হইল না। তখন সেই
ঋক্ তিনটি হইয়া [আবার] তাহাকে বলিল। তখন সেই
তিনটির সহিত সাম সংযুক্ত হইল। যেহেতু তিনটি ঋকের
সহিত সাম সংযুক্ত হইয়াছিল, সেই হেতু তিনটি (তিন-ঋক্-
যুক্ত) মন্ত্র দ্বারা [উদগাতারা] স্তব করেন, তিনটি দ্বারা উদগা-
তার কার্য্য করেন, এবং একটি সাম তিনটি ঋকের সহিত তুল্য

(৩) ৭।২২।১।

(১) এ স্থলে নিক্বেবল্য শস্ত্রে গের রথস্তর সামের উল্লেখ হইতেছে। দুইটি ঋকে তিনটিতে
পরিণত করিয়া এই সাম গঠিত হয়। (সামসংহিতা ২।৩০।৩১)

হয়। সেই জন্য এক পুরুষের বহু পত্নী হইয়া থাকে, কিন্তু এক স্ত্রীর বহু পতি এক সঙ্গে হয় না। যে হেতু সা এবং অম উভয়ে সংযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতেই সাম হইয়াছিল। ইহাই সামের সামত্ব। যে ইহা জানে, সে “সামন্” (সৰ্বত্র সমান বা সমদৃষ্টি) হয়। যে বড় হয়, যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করে, সেই সামন্ হয়; নতুবা “অসামন্” (অসমদৃষ্টি বা পক্ষপাতী) বলিয়া নিন্দিত হয়।

সেই [শস্ত্রের] পাঁচটি অঙ্গ ও [সামের] পাঁচটি অঙ্গ পৃথক্ ভাবে কল্পিত হয়; যথা [১] [শস্ত্রাঙ্গ] আহাব ও [সামাঙ্গ] হিষ্কার; [২] [সামাঙ্গ] প্রস্তাব ও [শস্ত্রাঙ্গ] প্রথম ঋক্; [৩] [সামাঙ্গ] উদগীথ ও [শস্ত্রাঙ্গ] মধ্যম ঋক্; [৪] [সামাঙ্গ] প্রতিহার ও [শস্ত্রাঙ্গ] অন্তিম ঋক্; [৫] [সামাঙ্গ] নিধন ও [শস্ত্রাঙ্গ] ববট্কার^২।

এই [শস্ত্রাঙ্গ] পাঁচটি ও [সামাঙ্গ] পাঁচটি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যে কল্পিত হয়, সেই জন্য যজ্ঞকে পাণ্ডুক্ত (পঞ্চ-সংখ্যাস্থিত) বলে ও পশুগণকেও পাণ্ডুক্ত (মন্তক ও চারি পা, এই পঞ্চাঙ্গযুক্ত) বলে।

যে হেতু এই [পাঁচ] শস্ত্র ও [পাঁচ] সাম একযোগে দশিনী (দশাঙ্গরযুক্ত) বিরাতের সমান হয়, সেই জন্য যজ্ঞকে দশিনী বিরাতে প্রতিষ্ঠিত বলা হয়।

(২) নিকেল্যা শস্ত্রে আহাবান্তে তিনটি ঋকে বাজ্যা গঠিত হয়। বাজ্যান্তে ববট্কার হয়। ঋক্ জয়ের নাম স্তোত্রিক অ্যুচ। শস্ত্রের এই পাঁচটি অঙ্গ। তদনুসারে শস্ত্র সহকারে গের সামেরও পাঁচটি অঙ্গ। প্রথমঙ্গ হিষ্কার অর্থাৎ ‘হি’ এই শব্দ উচ্চারণ। দ্বিতীয় অঙ্গ প্রস্তাব; এই অংশ প্রস্তোতা গান করেন। তৃতীয় অঙ্গ উদগীথ উল্লাস্তা গান করেন। চতুর্থ অঙ্গ প্রতিহার; ইহা প্রতিহস্তা গান করেন। পঞ্চম অঙ্গ নিধন; ইহা তিন জনে মিলিয়া গান করেন।

[নিষ্কেবল্য শস্ত্রের আরম্ভে পাঠ্য] স্তোত্রিয় ঋক্ তিনটি আত্মার (আপনার) স্বরূপ ; অনুরূপ নামক তৎপরবর্তী ঋক্ তিনটি প্রজাস্বরূপ ; [শস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত] ধায়্যামন্ত্র পত্নীস্বরূপ ; প্রগাথ পশুস্বরূপ ; আর সূক্ত গৃহস্বরূপ ।

যে ইহা জানে, সে ইহলোকে ও পরলোকে প্রজা সহিত ও পশু সহিত গৃহমধ্যে বাস করে ।

ত্রয়োদশ খণ্ড

নিষ্কেবল্য শস্ত্র

নিষ্কেবল্য শস্ত্রের বিভিন্ন ভাগের বিধান যথা—“স্তোত্রিয়.....প্রতিষ্ঠা” ।

স্তোত্রিয় [ঋক্ত্রয়] পাঠ করিবে ।^১ স্তোত্রিয়ই আত্মা । মধ্যম (উচ্চও নহে, নীচও নহে এইরূপ) স্বরে পাঠ করিবে ; তদ্বারা আত্মারই সংস্কার হয় ।

[পরে] অনুরূপ [তন্মামক তিনটি ঋক্] পাঠ করিবে ।^২ প্রজাই (পুত্রই) [আত্মার] অনুরূপ । সেই অনুরূপ [ঋক্ত্রয়] উচ্চ স্বরে পাঠ করিবে ; তাহাতে প্রজাকে আত্মা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট করা হয় ।

তৎপরে ধায়্যা পাঠ করিবে ।^৩ ধায়্যাই পত্নী । সেই

(১) “অভিহা শূর নোমুসঃ” ইত্যাদি দুইটি মন্ত্র নিষ্কেবল্যের প্রগাথ । উহাকেই তিন ভাগ করিয়া তিনটি ঋকের স্বরূপ করা হয় । উহার নাম স্তোত্রিয় ।

(২) “অভিহা পূর্য পীতর ইল্লস্তোমেতিরায়বঃ” ইত্যাদি দুই মন্ত্রের (৮৩৭-৮) প্রগাথ স্তোত্রিয়ের পর পাঠ্য, উহাও স্তোত্রিয়ের অনুরূপ ; কেন না উভয়ই প্রগাথই “অভিহা” পদে আরম্ভ । এই সূক্ত উহাদের নাম অনুরূপ ।

(৩) যদ্যবান পুরুতমঃ পুরাষাট্ ১০।৭৪।৬ এই মন্ত্র নিষ্কেবল্যের ধায়্যা । পূর্বে দেখ ।

ধায্যা নীচ স্বরে পাঠ করিবে। যেস্থলে ইহা জানিয়া নীচ স্বরে ধায্যা পাঠ করা হয়, সেই গৃহে পত্নী অপ্রতিবাদিনী (অনুকূলবাদিনী) হইয়া থাকে।

প্রগাথ পাঠ করিবে।^১ উহা [অনুদাত্তাদি চতুর্বিধ] স্রযুক্ত বাক্যে পাঠ করিবে। পশুগণই স্র, পশুগণই প্রগাথ; ইহাতে পশুগণের রক্ষা ঘটে।

“ইন্দ্রশ্চ নু বীর্যাণি প্রবোচম্” ইত্যাদি^২ [নিবিদ্বানীয়] সূক্ত পাঠ করিবে। হিরণ্যস্তুপদৃষ্ট এই নিক্ষেপ্য সূক্ত ইন্দ্রের প্রিয়। এই সূক্ত দ্বারা অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তুপ ইন্দ্রের প্রিয় ধামের নিকট গিয়াছিলেন ও পরম লোক জয় করিয়াছিলেন। যে ইহা জানে, সে ইন্দ্রের প্রিয় ধামের নিকট যায় ও পরম লোক জয় করে। গৃহই প্রতিষ্ঠাস্বরূপ; সূক্তও তাদৃশ। প্রতিষ্ঠিততম (সর্বদোষবর্জিত) স্বরে উহা পাঠ করিবে। সেইজন্য যদিও পশুগণকে দূরদেশেই পাওয়া যায়, তথাপি তাহাদিগকে গৃহে আনিতেই লোকে ইচ্ছা করে। কেননা, গৃহই পশুগণের প্রতিষ্ঠা (অবস্থানভূমি)।

(১) “পিবা দ্রুবন্ত রসিনঃ” ইত্যাদি প্রগাথংস্বয়ং।

(২) নিক্ষেপ্য শব্দে নিবিদ্বানীয় সূক্ত প্রথম মণ্ডলের ষাট্ৰিশতম সূক্ত। :উহার মধ্যে ১৫টি পদ আছে। ইহার পবি হিরণ্যস্তুপ অঙ্গিরস।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

সোমাহরণ-আখ্যায়িকা

তৃতীয় সপন বিধানের পূর্বে গারজী কর্তৃক সোমাহরণ উপাখ্যান বর্ণা—
“সোমো বৈ.....আহরণং” ।

পুরাকালে রাজা সোম ঐ [স্বর্গ] লোকে ছিলেন । দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁহার বিষয়ে চিন্তা করিলেন, এই রাজা সোম কিরূপে ওখান হইতে আসিবেন । তাঁহারা বলিলেন, অহে ছন্দসকল, তোমরা এই রাজা সোমকে আমাদের নিকট আহরণ কর । তাহাই করিব বলিয়া সেই ছন্দেরা স্বপর্ণ (পক্ষী) হইয়া উপরে উখিত হইল । তাহারা যে স্বপর্ণ হইয়া উপরে উঠিয়াছিল, সেই জন্ত আখ্যানবিদেরা এই আখ্যানকে সোপর্ণ আখ্যান বলিয়া থাকেন ।

ছন্দেরা সেই রাজা সোমকে আনিবার জন্ত চলিয়াছিল । সেকালে ছন্দেরা চারি চারি অক্ষরযুক্ত ছিল । [তন্মধ্যে] চতুরক্ষরা জগতী প্রথমে উর্দ্ধে উঠিলেন । তিনি উঠিয়া অর্দ্ধ পথ গিয়া শ্রান্ত হইলেন । তখন তিনি তিন অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া একাক্ষরা হইয়া দীক্ষাকে ও তপস্বীকে আহরণ করিয়া পুনরায় নামিয়া আসিলেন । সেই হেতু, যাহার পশু আছে, সেই ব্যক্তিই দীক্ষা লাভ করিয়াছে ও তপস্বী লাভ করিয়াছে ।

কেননা পশুগণ জগতী-সম্বন্ধী এবং জগতীই তাহাদিগকে আনিয়াছিলেন।’

অনন্তর ত্রিষ্টুপ্ উপরে উঠিলেন। তিনিও উঠিয়া অর্ধ পথ গিয়া শ্রান্ত হইলেন। তখন তিনি এক অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া ত্র্যক্ষরা হইয়া দক্ষিণা আহরণ করিয়া পুনরায় নীচে নামিলেন। ত্রিষ্টুভ্ দ্বারা দক্ষিণা আনীত হইয়াছিল, সেই-জন্ত [ঋত্বিকেরাও] মাধ্যন্দিন সবনে ত্রিষ্টুভের স্থানেই [যজমানদত্ত] দক্ষিণা আনয়ন করেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

সোমাহরণ আখ্যায়িকা

গায়ত্রীর উপাখ্যান—“তে দেবা.....ইষুরভবৎ”

সেই দেবগণ গায়ত্রীকে বলিলেন, তুমি আমাদের নিকট ঐ সোমকে আনয়ন কর। গায়ত্রী বলিলেন, তাহাই করিব, তবে তোমরা আমাকে সকল স্বস্ত্যয়ন দ্বারা অনুমন্ত্রিত কর। [দেবগণ,] তাহাই হউক, ইহা বলিলে তিনি উদ্ধে উঠিলেন। দেবগণ তাঁহাকে “প্র” শব্দ ও “আ” শব্দ [এই দুই মন্ত্রে] সকল স্বস্ত্যয়ন দ্বারা অনুমন্ত্রণ করিলেন। এই যে “প্র” শব্দ ও “আ” শব্দ, ইহাই সকল স্বস্ত্যয়ন। সেইজন্ত যে ব্যক্তি প্রিয় হয়, তাহাকে “প্র” এবং “আ” এই মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ

(১) অত্যন্তরে—সাঁ পশুভিশ্চ দীক্ষয়া চ আগচ্ছৎ তস্যাং জগতী হনুসাং পশবাতনা তস্মাহুস্তয়া তস্যাং পশুমন্তং দীক্ষোপনমতি।

করিবে ; তাহা হইলে সে স্বস্তিতেই গমন করিবে ও স্বস্তিতেই আগমন করিবে ।

সেই গায়ত্রী উঠিয়া সোমরক্ষকগণকে ভয় দেখাইয়া পদদ্বয় দ্বারা ও মুখ দ্বারা রাজা সোমকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিলেন এবং অন্য দুই ছন্দ (জগতী ও ত্রিষ্টুপ্) যে কয়টি অক্ষর ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকেও দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিলেন ।

[তখন] কৃশানু নামক সোমরক্ষক গায়ত্রীর পশ্চাৎ [বাণ] মোচন করিয়া তাঁহার বামপদের নখ ছিঁড়িয়া দিলেন । সেই নখ শল্যক (শজারু) হইল । সেইজন্ম সেই শল্যক নখের মত [তীক্ষ্ণরোমযুক্ত] । সেখানে যে মেদের স্রবণ হইয়াছিল, তাহাই [ছাগাদি যজ্ঞিয় পশুর] বশা হইল ও সেই জন্মই তাহা হব্যস্বরূপ হইল । [কৃশানুনিষ্কিপ্ত বাণের] যে অনীক^১ ছিল, তাহা নিদংশী (দংশনাসমর্থ সর্প) হইল ; তাহার বেগ হইতে স্বজ (দ্বিশিরা সর্প) হইল ; [সেই বাণের] যে পত্র ছিল, তাহা মন্থাবল^২ হইল ; যে স্নায়ু ছিল, তাহা গণ্ডুপদ^৩ হইল ; যে তেজন^৪ ছিল, তাহা অন্ধ সর্প হইল । এইরূপে সেই [বাণ] সেই সেই [জন্তু] হইল ।

(১) সোমরক্ষক গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে কৃশানু সপ্তম (সারণ) ।

(২) অনীক—বাণের লৌহনির্মিত শল্যভাগ ।

(৩) কৃশানুখায় অথোমুখে লঘুনীল জীববিশেষ ।

(৪) সর্পীকৃতি জীববিশেষ (সারণ) ।

(৫) বাণের কাষ্ঠভাগ ।

তৃতীয় খণ্ড

সবনোৎপত্তি

গায়ত্রীর উপাখ্যানে সবনোৎপত্তি যথা—“স। যদ্.....এবং বেদ”

সেই গায়ত্রী দক্ষিণ পদ দ্বারা [সোমের] যতটুকু গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রাতঃসবন হইল। গায়ত্রী তাহাকে নিজের আশ্রয় করিলেন। সেই জন্ম প্রাতঃসবনকেই সকল সবনের মধ্যে সমৃদ্ধতম মনে করা হয়। যে ইহা জানে, সে [সবনের] অগ্রস্থিত ও মুখ্য হইয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করে।

গায়ত্রী বামপদ দ্বারা যতটুকু গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই মাধ্যন্দিন সবন হইল। তাহা [গায়ত্রীর বাম পদ হইতে] স্থলিত হইয়াছিল। স্থলিত হইয়া তাহা পূর্ববর্তী [প্রাতঃ-] সবনের অনুগমন করিতে পারে নাই। সেই দেবগণ বিচার-পূর্বক সেই [মাধ্যন্দিন] সবনে ছন্দের মধ্যে ত্রিষ্টুভকে ও দেবতার মধ্যে ইন্দ্রকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তখন উহা পূর্ববর্তী সবনের সহিত সমানবীৰ্য্য হইল। যে ইহা জানে, সে সমানবীৰ্য্য ও সমানজাতি ঐ উভয় সবন দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

আর গায়ত্রী মুখদ্বারা যতটুকু গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই তৃতীয় সবন হইল। নীচে নামিবার সময় গায়ত্রী তাহার রস পান করিয়াছিলেন। এইরূপে পীতরস হইয়া উহা পূর্ববর্তী সবনদ্বয়ের অনুগমন করিতে পারে নাই। তখন সেই দেবগণ বিচারপূর্বক পশুমধ্যে [তাহার প্রতীকারের উপায়] দেখিতে পাইলেন। সেইহেতু এই যে ক্ষীর সেবন করা হয় ও আজ্য-

দ্বারা ও পশুদ্বারা' (পশুর হৃদয়াদি অঙ্গদ্বারা) হোম করা হয়, ইহাতেই সেই তৃতীয় সবন পূর্ববর্তী সবনদ্বয়ের সমানবীৰ্য্য হইয়া থাকে । যে ইহা জানে, সে সমানবীৰ্য্য ও সমানজাতি সকল সবন দ্বারাই সমৃদ্ধ হয় ।

চতুর্থ খণ্ড

ছন্দোগণের অক্ষরলাভ

প্রথম খণ্ডে বলা হইয়াছে, সকল ছন্দেরই আগে চারি চারি অক্ষর ছিল, তন্মধ্যে ত্রিষ্টুপ্ একটি অক্ষর ও জগতী তিনটি অক্ষর সোম আনিতে গিয়া প্রাপ্ত হইয়া হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন । অথচ এখন দেখা যায়, গায়ত্রীর আট অক্ষর, ত্রিষ্টুভের এগার অক্ষর, জগতীর বার অক্ষর । এই বিরোধের পরিহারার্থ গায়ত্রীর উপাখ্যানের অবশিষ্ট ভাগ যথা—“তে বৈ.....অভবৎ”

সেই অপর দুইটি ছন্দ (ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী) গায়ত্রীর নিকট আসিয়া বলিলেন, তুমি [যে চারিটি অক্ষর সোমাহরণ-কালে] পাইয়াছ, তাহা আমাদের ; সেই অক্ষরকয়টি আমাদের নিকট ফিরিয়া আসুক । গায়ত্রী বলিলেন, না, আমরা যে যাহা পাইয়াছি, তাহার তাহাই থাকুক । তখন তাঁহারা দেবগণের নিকট প্রশ্ন উপস্থিত করিলেন । সেই দেবগণও বলিলেন, তোমাদের যে যাহা পাইয়াছ, তাহার তাহাই থাকুক । সেই হেতু এ কালেও কেহ কিছু পাইলে বলা হয়,

(১) ক্ষীর এবং আত্মা উভয়ই পশু হইতে উৎপন্ন হয় । তৃতীয় সবনে ঐ সকলের ও পশুদের ব্যবহার হওয়াতে তৃতীয় সবনের সোম গায়ত্রী কর্তৃক পীতরস হইয়াও ভোজ্যোহীন হইতে পারিল না ।

যে যাহা পাইয়াছে, তাহা তাহার । তখন গায়ত্রীর আট অক্ষর, ত্রিষ্টুভের তিন অক্ষর ও জগতীর একঅক্ষর হইল ।^১

সেই একাঙ্করা গায়ত্রী প্রাতঃসবন নির্বাহ করিয়াছিলেন । কিন্তু ত্র্যক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ মাধ্যন্দিন সবন নির্বাহ করিতে পারেন নাই । গায়ত্রী তাঁহাকে বলিলেন, আমি আসিতেছি, এখানে (মাধ্যন্দিন সবনে) আমারও স্থান হউক । ত্রিষ্টুপ্ বলিলেন, তাহাই হইবে, তবে তুমি সেই [তিন-অক্ষর-বিশিষ্ট] আমাকে [তোমার] আট অক্ষর দ্বারা যুক্ত কর । গায়ত্রী তাহাই হউক বলিয়া তাঁহাকে [আট অক্ষরে] যুক্ত করিলেন । তখন মাধ্যন্দিন সবনে মরুত্বতীয় শস্ত্রের যে দুই উত্তরবর্তী প্রতিপৎ আর যে অনুচর আছে, তাহা গায়ত্রীকে দেওয়া হইল ।^২ ত্রিষ্টুপ্ও একাদশাঙ্করা হইয়া মাধ্যন্দিন সবন নির্বাহ করিলেন ।

জগতী একাঙ্করা হইয়া তৃতীয় সবন নির্বাহ করিতে পারিলেন না । গায়ত্রী তাঁহাকে বলিলেন, আমি আসিতেছি, ইহাতে (তৃতীয় সবনে) আমার স্থান হউক । জগতী বলিলেন, তাহাই হউক, তবে সেই [একাঙ্করবিশিষ্ট] আমাকে একাদশ অক্ষর দ্বারা যুক্ত কর । গায়ত্রী তাহাই হউক বলিয়া

(১) গায়ত্রীর চারি অক্ষর আগেই ছিল ; ত্রিষ্টুভের একটি ও জগতীর তিনটি কুড়াইয়া পাইয়া তাহার আট অক্ষর হইল ।

(২) মরুত্বতীয় শস্ত্রের আরম্ভে “আ দ্বা রথং বধোত্তরে” ইত্যাদি তিনটি ঋক্ প্রতিপৎ, তন্মধ্যে উত্তরবর্তী, অর্থাৎ প্রথমটির পরবর্তী মন্ত্রময় গায়ত্রী ছন্দের । আর “ইদং বসো স্ততমন্ধ” ইত্যাদি তিনটি ঋক্ মরুত্বতীয় শস্ত্রের অনুচর ; ঐ তিনটির গায়ত্রী ছন্দ । এইরূপে মাধ্যন্দিন সবনে মরুত্বতীয় শস্ত্রে গায়ত্রীর স্থান হইল । ত্রিষ্টুপ্ও গায়ত্রীর অনুগ্রহে একাদশাঙ্করা হইলেন ।

তাঁহাকে তন্দ্বারা যুক্ত করিলেন। তৃতীয় সবনে বৈশ্বদেব শস্ত্রের যে দুই উত্তরবর্তী প্রতিপৎ আর যে অনুচর আছে, তাহা গায়ত্রীকে দেওয়া হইল।^১ জগতী ও দ্বাদশাক্ষরা হইয়া তৃতীয় সবন নির্বাহ করিলেন।

সেই অবধি গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা, ত্রিষ্তুপ্ একাদশাক্ষরা ও জগতী দ্বাদশাক্ষরা হইয়াছেন। যে ইহা জানে, সে সমান-বীৰ্য্য ও সমানজাতি সকল ছন্দ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

গায়ত্রী যে এক হইয়া ত্রিবিধ হইয়াছিলেন, সেইজন্য বলা হয়, ইনি যে এক হইয়া ত্রিবিধ হইয়াছিলেন, যে এই কথা জানে, তাহাকে [ধনাদি] দান কর্তব্য।

পঞ্চম খণ্ড

তৃতীয় সবন

— তৃতীয় সবনে আদিত্যগ্রহের বিধান—“তে দেবা... সংস্থাপয়ানীতি”

সেই দেবগণ আদিত্যগণকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের সহিত আমরা এই [তৃতীয়] সবন নির্বাহ করিব। [তাঁহারা বলিলেন] তাহাই হউক। সেইহেতু আদিত্য গ্রহে তৃতীয় সবনের আরম্ভ হয়, ও তাহাতে [সকল গ্রহের] পূর্বে আদিত্য গ্রহ বিহিত হয়।

“আদিত্যাসো অদিতির্মানদয়স্তাম্”—আদিত্যগণ ও অদিতি

(৩) বৈশ্বদেব শস্ত্রের প্রতিপৎ ও অনুচর সম্বন্ধে পরে দেখ।

(১) ৭।৫।২।

[এই গ্রহে] হৃষ্ট হউন—এই মদ্-শব্দ-যুক্ত^১ রূপসমৃদ্ধ মন্ত্র [আদিত্যগ্রহের] যাজ্ঞ্য হয় ; কেননা তৃতীয় সবনের রূপও হর্ষজনক । [আদিত্য গ্রহহোমে] অনুবষট্কার করিবে না বা গ্রহভক্ষণ করিবে না । কেননা এই যে অনুবষট্কার, ইহা সমাপ্তিস্বরূপ ও [গ্রহ-] ভক্ষণও সমাপ্তিস্বরূপ, আর আদিত্য-গণ প্রাণস্বরূপ ; ওরূপ করিলে প্রাণেরই হয় ত সমাপ্তি হইতে পারে ।

পরে সাবিত্রগ্রহের ও বৈশ্বদেবশস্ত্রের প্রতিপদের বিধান যথা—“ত আদিত্যঃ.....তৃতীয় সবনে চ”

সেই আদিত্যগণ সবিতাকে বলিয়াছিলেন, তোমার সহিত আমরা এই সবন নির্বাহ করিব । [তিনি বলিলেন] তাহাই হউক; সেই হেতু বৈশ্বদেব শস্ত্রের প্রতিপদের দেবতা সবিতা^২ ও তাহার পূর্বেই সাবিত্র গ্রহ বিহিত । “দমুনা দেবঃ সবিতা বরেণ্যঃ”^৩ এই মদ্-শব্দ-যুক্ত রূপসমৃদ্ধ মন্ত্রে সাবিত্র গ্রহের যাজ্ঞ্য হয় । কেননা তৃতীয় সবনের রূপও হর্ষজনক । এখানেও অনুবষট্কার করিবে না ও [গ্রহ-] ভক্ষণ করিবে না । কেননা, এই যে অনুবষট্কার, ইহা সমাপ্তিস্বরূপ ও [গ্রহ-] ভক্ষণও

(২) হর্ষার্থক মদ্ ধাতু হইতে প্রথম চরণের মাদরস্তাং পদ নিষ্পন্ন ।

(৩) “তৎ সবিতুর্বৃগীমহে” ইত্যাদি সবিতৃদেবত ঋক্ বৈশ্বদেবশস্ত্রের প্রতিপদ । “দমুনা দেবঃ সবিতা” এই মন্ত্র সাবিত্রগ্রহের যাজ্ঞ্য । এই মন্ত্র দুইটি শাকল-সংহিতায় নাই ।

(৪) এই মন্ত্রটি সাবিত্রগ্রহের যাজ্ঞ্য, ইহাও শাকল-সংহিতায় নাই । আশ্বলায়ন উহা দিয়াছেন যথা “দমুনা দেবঃ সবিতা বরেণ্যো নখজজ্ঞাদক্ষ পিতৃভ্যা আয়ুনি । পিবাৎ সোমসমদয়েননিউরঃ পরিজ্যাচ্চিত্রমতে অস্ত ঋষিণি ।” (আশ্বঃ জ্যোঃ সুঃ ৫।১৮।২)

উহার তৃতীয়চরণে হর্ষার্থক মদ্ ধাতু নিষ্পন্ন “অমদন্” এই পদ আছে, এই হেতু উহা রূপসমৃদ্ধ ।

সমাপ্তিস্বরূপ। আর সবিতা প্রাণস্বরূপ ; ওরূপ করিলে হয় ত প্রাণেরই সমাপ্তি হইতে পারে।

এই যে সবিতা, ইনি প্রাতঃসবন ও তৃতীয়সবন এই উভয় সবনকেই বিশেষরূপে [আহুতগ্রহদ্বারা] পান করেন। সেই-জন্ম [বৈশ্বদেব শস্ত্রে] সবিতার উদ্দিষ্ট নিবিদের যে পিবতি-শব্দ-যুক্ত পদ পূর্বে থাকে আর মদ্-শব্দ-যুক্ত পদ পরে থাকে, তাহাতে প্রাতঃসবন ও তৃতীয় সবন উভয়ত্র এই সবিতাকে ভাগ দেওয়া হয়।

তৎপরে বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিহিত বহুদৈবত ঋকের ও দ্বাবাপৃথিবীদৈবত সূক্তের বিধান যথা—“বহুঃ.....প্রতিষ্ঠাপয়তি”

বহুদৈবত ঋক্ প্রাতঃসবনে অনেকগুলি আর তৃতীয়সবনে একটি মাত্র পাঠিত হয়।* সেইজন্ম পুরুষেরও [শরীরের] উর্দ্ধ-ভাগে অবস্থিত প্রাণ অনেকগুলি আর অধোভাগে অবস্থিত প্রাণ [অন্ন]।

দ্বাবাপৃথিবী-দৈবত সূক্ত' পাঠ করা হয়। দ্বোঃ এবং পৃথিবী ইহঁরাই প্রতিষ্ঠা-(আশ্রয়)-স্বরূপ ; ইনি (পৃথিবী) ইহকালে প্রতিষ্ঠা, উনি (দ্বোঃ) পরকালে প্রতিষ্ঠা। সেই জন্ম এই যে দ্বাবাপৃথিবী-দৈবত সূক্ত পাঠিত হয়, এতদ্বারা যজমানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

(৫) “সবিতা দেবঃ সোমস্ত পিবতু” এই পিবতি-শব্দ-যুক্ত মন্ত্র নিবিদের আদিত্যে থাকে ; “সবিতা দেব ইহ অবসিহ সোমস্ত মৎ সৎ” এই মদ্-শব্দ-যুক্ত মন্ত্র নিবিদের অন্ত্রে থাকে।

(৬) “একস্মা চ দশভিষ্ঠ যজতু” এই বহুদৈবত মন্ত্র বৈশ্বদেব শস্ত্রের অন্তর্গত।

(৭) প্রথম মণ্ডলের ১৫২ সূক্ত এই শস্ত্রের নিবিদ্বানীয় সূক্ত ; উহার মধ্যে নিবিৎ বসাইতে হয়।

ষষ্ঠ খণ্ড

বৈশ্বদেবশস্ত্র—আৰ্ভবসূক্ত

ঋভুদৈবত (আৰ্ভব) সূক্তের বিধান—“আৰ্ভবং...পিতৃ ইতি”

ঋভুদৈবত সূক্ত পাঠ করা হয়। ঋভুগণ তপস্যা দ্বারা দেব-
গণ মধ্যে সোমপানে অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন। দেবতারা
প্রাতঃসবনে শস্ত্রে ঋভুদের জন্ম অংশ কল্পনা করিয়াছিলেন।
কিন্তু অগ্নি বহুদিগের সাহায্যে প্রাতঃসবন হইতে তাঁহাদিগকে
নিরাকৃত করিয়াছিলেন। তখন মাধ্যন্দিন সবনে শস্ত্রে তাঁহাদের
অংশকল্পনা হইল। ইন্দ্র রুদ্রগণের সাহায্যে মাধ্যন্দিন সবন
হইতে তাঁহাদিগকে নিরাকৃত করিলেন। তখন তৃতীয়সবনে
শস্ত্রে তাঁহাদের অংশকল্পনা হইল। এখানে পান করিতে
পাইবে না, এখানেও না, এই বলিয়া বিশ্বদেবগণ তাঁহাদিগকে
[সেখান হইতেও] নিরাকৃত করিলেন। [তখন] প্রজাপতি
সবিতাকে বলিলেন, এই ঋভুগণ তোমার অন্তেবাসী (শিষ্য);
তুমি ইহাদের সহিত একত্র [সোম] পান কর। সেই সবিতা
বলিলেন, তাহাই হইবে, তবে তুমিও তাহাদের উভয়দিকে
থাকিয়া পান কর। তখন প্রজাপতি তাঁহাদের উভয় দিকে
থাকিয়া পান করিলেন।

[সেইজন্য] “স্বরূপ কৃৎসুমূতয়ে” এবং “অয়ং বেন-
শ্চেদয়ৎ পৃথ্গিগর্ভাঃ” এই দুই মন্ত্র, যাহা কোন বিশেষ দেবতার

(১) প্রথম মণ্ডল ১১১ সূক্ত ঋভুদৈবত। উহা বৈশ্বদেব শস্ত্র মধ্যে পাঠ্য।

(২) ঋভু—দেবতাপ্রাপ্ত মনুষ্যবিশেষ (সায়ণ)।

(৩) ১।৪।১। (৪) ১০।১২৩।১।

উদ্দিষ্ট নহে, [অতএব] যাহার প্রজাপতিই দেবতা, যাজ্য-
স্বরূপে আৰ্ভবসূক্তের উভয় দিকে পঠিত হয়।^৫ এতদ্বারা
প্রজাপতি ঋভুগণের উভয়দিকে থাকিয়াই [সোম] পান
করেন। সেই জন্মই দেখা যায়, শ্রেষ্ঠী (বড় লোক)
যে ব্যক্তিকে ভাল বাসেন, তাহাকে অন্য লোকের নিকটেও
আদৃত করান।^৬

কিন্তু দেবগণ সেই ঋভুদের হইতে দূরে থাকিয়া মনুষ্য-
গন্ধের জন্ম তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। সেই জন্ম “যেভ্যো
মাতা” এবং “এবা পিত্রে” এই দুই ধায়া [ঋভুগণের ও
বিশ্বদেবগণের উদ্দিষ্ট সূক্তের] মধ্যস্থলে স্থাপিত হয়।

সপ্তম খণ্ড

বৈশ্বদেব শস্ত্র

তৎপরে বৈশ্বদেব সূত্রপাঠ ; তৎসম্বন্ধে বিচার যথা—“বৈশ্বদেবং.....গ্নীণাতি”

বৈশ্বদেব সূক্ত পাঠ করা হয়। প্রজা যেরূপ, বৈশ্বদেব
শস্ত্রও সেইরূপ ; তন্মধ্যে জনসমূহ যেরূপ, সূক্তসকল সেই
রূপ ; অরণ্যসকল যেরূপ, ধায়াসকল সেইরূপ। সেই

(৫) এই ধায়ামন্ত্র যথাক্রমে আৰ্ভবসূক্তের পূর্বে ও পরে পঠিত হয়।

(৬) প্রজাপতি ঋভুগণকে ভাল বাসিতেন ; তিনি সবিতার নিকট তাহাদিগকে আদৃত
করিয়াছিলেন।

(৭) “যেভ্যো মাতা মধুমৎ” (১০।৬৩৩) এবং “এবা পিত্রে বিশ্বদেবার” (৪।৫০।৩) এই
দুইটি মন্ত্র আৰ্ভবসূক্ত হইতে বৈশ্বদেব সূক্তকে পৃথক্ করিবার জন্ম “অয়ং বেনশোদয়ৎ পৃথিবীর্ভাঃ”
এই মন্ত্রের পূর্বে বসান হয়।

(১) প্রথম সপ্তম ৮৯ সূক্ত। র দেবতা বিশ্বদেবগণ।

ধায্যার উভয়দিকে পর্যাাহাব^১ করা হয় । সেইহেতু এ বিষয়ে বলা হইয়াছে, যে যাহা অরণ্য (জলহীন), তাহাও যুগ ও পক্ষী দ্বারা আকীর্ণ হওয়ায় [প্রকৃত পক্ষে] অরণ্য (জীবহীন) নহে ।

আবার পুরুষ যেরূপ, বৈশ্বদেব শস্ত্র সেইরূপ । পুরুষের মধ্যে অঙ্গসকল যেরূপ, [শস্ত্রমধ্যে] সূক্তসকল সেইরূপ । [অঙ্গমধ্যে] পর্বসকল (অঙ্গসন্ধিসকল) যেরূপ, [সূক্তমধ্যে] ধায্যাসকলও সেইরূপ । সেই ধায্যার উভয়দিকে পর্যাাহাবকার হয় । সেইহেতু পুরুষের পর্বসকল শিখিল হইয়াও দৃঢ়ভাবে ধৃত থাকে । ধায্যাও [আহাবরূপী] ব্রহ্মকর্তৃক^২ ধৃত থাকে ।

এই যে ধায্যাসকল ও যাজ্যাসকল, ইহারাই যজ্ঞের মূল । সেইজন্য যদি [উপদিষ্ট মন্ত্র ব্যতীত] অন্য অন্য মন্ত্রকে ধায্যা ও যাজ্যা করা হয়, তাহা হইলে যজ্ঞকে উন্মূলিত করা হয় ; সেইজন্য তাহা (ধায্যা ও যাজ্যা মন্ত্র) [প্রকৃতিযজ্ঞে ও বিকৃতিযজ্ঞে উভয়ত্র] একরূপই হইবে ।

এই যে বৈশ্বদেব নামক শস্ত্র, তাহা পঞ্চজনের সম্বন্ধী । ইহা পঞ্চবিধ জনেরই উক্থ (তুষ্টীহেতু) ; দেবগণের, মনুষ্যগণের, গন্ধর্ব্ব ও অশ্বরোগণের, সর্পগণের এবং পিতৃগণের, এই পঞ্চবিধ জনেরই ইহা উক্থ । এই পঞ্চবিধ জনেই এই [শস্ত্রপাঠক] হোতাকে জানে । যে ইহা জানে,

(২) “শোংসাবোম্” এই মন্ত্র আহাব বা পর্যাাহাব । ধায্যামন্ত্রেরও পূর্বে ও পরে আহাব উচ্চারিত হয় । কোন দেশমধ্যে যেমন জনপদের পার্শ্বে অরণ্য থাকে ও অরণ্য মধ্যে জীবজন্তু থাকে, সেইরূপ বৈশ্বদেবশস্ত্রে যজ্ঞের পার্শ্বে ধায্যা ও ধায্যা মধ্যে আহাব থাকে । বৈশ্বদেব শস্ত্রের সহিত জনপদের তুলনা হইল ।

(৩) ব্রহ্ম বা আহাব ইতি শ্রুতিঃ (সাংখ্য) ।

এই পঞ্চবিধ জনসমূহের তুষ্কার্থ হোমকুশল ব্যক্তির তাহার নিকট আগমন করে ।

যে বৈশ্বদেব শস্ত্র পাঠ করে, সেই হোতা সকল দেবতারই [প্রীতি-উৎপাদক] । সেই জন্ত শস্ত্রপাঠকালে হোতা সকল দিকেই ধ্যান করিবেন । এতদ্বারা সকল দিকেই রসের স্থাপন করা হয় । কিন্তু যে দিকে তাঁহার শত্রু থাকে, সে দিকের ধ্যান করিবেন না ; তাহা হইলে তাহার পশ্চাতে গিয়া তাহার বীৰ্য্য হরণ করা হইবে ।

“অদিতিদৌরদিতিরন্তুরিক্ৰম্” এই অন্তিম শ্বাকে শস্ত্রপাঠ সমাপ্ত করিবে ; কেননা এই [ভূমিই] অদিতি, ইনিই দ্যৌঃ, ইনিই অন্তরিক্ৰ । “অদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ” এই [দ্বিতীয় চরণের] অর্থ এই যে ইনিই মাতা, ইনিই পিতা, ইনিই পুত্র । “বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনাঃ” এই [তৃতীয় চরণের] অর্থ বিশ্বদেবগণ ইহঁারই, ও পঞ্চজনও ইহঁাতেই অবস্থিত । “অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্” এই [চতুর্থ চরণে] ইনিই ভূত ও ভবিষ্যৎ [প্রাণিসমূহ] ।

[এই অন্তিম শ্বাক পাঠকালে] দুইবার প্রতি চরণের পর বিরাম দিয়া পাঠ করিবে । পশুগণ চতুষ্পদ, ইহাতে পশুগণের রক্ষা ঘটে । একবার অর্দ্ধশ্বাকের পর বিরাম দিয়া পাঠ

(৪) ১৮২।১০ ।

(৫) অন্তিম শ্বকটি তিনবার পাঠ করিতে হয় । তন্মধ্যে প্রথম দুইবার প্রতি চরণের পর বিরাম ও তৃতীয়বার অর্দ্ধ শ্বকের পর বিরাম বিহিত । মন্ত্রের চারিটি চরণ পৃথক্ করিয়া পাঠ করার উহা চতুষ্পদ পশুর সহিত সম্পর্কিত হইল । তৃতীয় বারে দুই ভাগে পঠিত হওয়ায় উহা দ্বিপদ মনুষ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইল ।

করিবে। তাহাতে প্রতিষ্ঠা ঘটে ; কেননা মনুষ্য দ্বিপ্রতিষ্ঠ (দুই পায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত)। আবার পশুরা চতুষ্পদ ; এইহেতু এতদ্বারা দ্বিপ্রতিষ্ঠ (দ্বিপদস্থিত) যজমানকে চতুষ্পদ পশু-সমূহেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

সর্বদাই পঞ্চজনীয় ঋক্‌দ্বারা * সমাপ্ত করিবে। পাঠকালে ভূমি স্পর্শ করিয়া সমাপ্ত করিবে। তাহা হইলে যে ভূমিতে যজ্ঞের সস্তার হয়, তাহাতেই এই যজ্ঞকে যজ্ঞান্তে স্থাপিত করা হয়। “বিশ্বে দেবাঃ শৃণুতেমং হবং মে” এই বিশ্বদেব-গণের উদ্দিষ্ট মন্ত্রকে বৈশ্বদেব শস্ত্র পাঠের পর যাজ্য্য করিবে। এতদ্বারা দেবতাগণকে আপন ভাগ দ্বারাই প্রীত করা হয়।

অষ্টম খণ্ড

তৃতীয় সবন—স্বতবাগ ও সৌমাযাগ

তৃতীয় সবনে সোমের উদ্দেশে চরুহোম ও তাহার পূর্বে ও পরে অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে যথাক্রমে স্বত হোম হয় ; তদ্বিষয়ে যাজ্যাদি বিধান যথা—“আয়েন্নী ...হরন্তি”

প্রথম স্বতহোমের যাজ্যামন্ত্র অগ্নিদৈবত ; সোমের উদ্দিষ্ট [চরু হোমের] যাজ্যামন্ত্র সোমদৈবত ; [তৎপরবর্তী] স্বত হোমের যাজ্যামন্ত্র বিষ্ণুদৈবত। ‘“ত্বং সোম পিতৃভিঃ

(৬) “বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনাঃ” এই চরণ থাকার ঐ ঋকের নাম পঞ্চজনীয় ঋক্।

(৭) ৬:৫২:১৩ ইহা বৈশ্বদেব শস্ত্রের যাজ্য্য।

(১) “স্বতাহবসো স্বতপৃষ্ঠো অগ্নিঃ” এই মন্ত্র অগ্নির উদ্দিষ্ট স্বতহোমের যাজ্য্য। “ত্বং সোম পিতৃভিঃ” এই মন্ত্র সোমের উদ্দিষ্ট চরুহোমের যাজ্য্য; “উরু বিকো বিক্রবব” এই মন্ত্র বিষ্ণুর উদ্দিষ্ট স্বতহোমের যাজ্য্য। প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্র আখ্যায়ন দিয়াছেন। (৫:১০)

সংবিদানঃ”^২ এই পিতৃশব্দযুক্ত মন্ত্রকে সোমের উদ্দিষ্ট যাগে যাজ্ঞ্য করিবে।

ঋত্বিকেরা যে সোমের অভিষব করেন, উহাতে সোমকে বধ করা হয়। এই যে সোমের উদ্দিষ্ট চরু, ইহাকে সেই [মৃত] সোমের অনুস্তরগী গাভী-স্বরূপ করা হয়। সেই অনুস্তরগী পিতৃগণের যোগ্য।^৩ এই হেতু পিতৃ-শব্দ-যুক্ত মন্ত্রকে সোমের উদ্দিষ্ট যাজ্ঞ্য করা হয়।

[ঋত্বিকেরা] সোমের যে অভিষব করেন, তাহাতে সোমকে বধ করা হয়। সেইজন্য ইহাকে [মৃত দ্বারা ও চরুদ্বারা] বর্দ্ধিত করা হয়। উপসংসকলদ্বারা তাঁহাকে পুনরায় প্রীত করা হয়। এই যে অগ্নি সোম ও বিষ্ণু দেবতা, ইহারাই উপসদের স্বরূপ।^৪

হোতা সোমের উদ্দিষ্ট চরু [অধ্বয্যুর নিকট হইতে] গ্রহণ করিয়া ছন্দোগগণের (উদগাতৃগণের) [গ্রহণের] পূর্বে [চরু-মধ্যস্থ স্থানে আপনার দেহচ্ছায়া প্রতি] দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে। এ বিষয়ে কেহ কেহ [দৃষ্টিক্ষেপের পূর্বেই] ছন্দোগগণকে চরু দান করেন। কিন্তু সেরূপ করিবে না। [হবিঃশেষ ভক্ষণকালে] বষট্কর্তা (হোতা) সকলের প্রথমে সকল ভক্ষ্য ভক্ষণ করেন, এইরূপ বলা হয়। সেইহেতু সেইরূপে

(২) ৮।৪।১৩।

(৩) মৃতব্যক্তিকে দহন করিবার সময় এক বৃদ্ধা গাভী হত্যা করিয়া উহার অবয়ব মৃতের অবয়বে রাখিয়া একত্র দহন করিতে হয়, এইরূপ বিধি আছে। মৃতের অনুমরণার্থ হিংসিত হয় বলিয়া ঐ গাভীর নাম অনুস্তরগী। উহা পিতৃলোকের যোগ্য। (সারণ)

(৪) উপসং দেখ।

বষট্কর্তাই পূর্বে দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন, ও [পরে] ছন্দোগ-
দিগকে [ভক্ষণার্থ] প্রদান করিবেন ।

নবম খণ্ড

আগ্নিমারুত শস্ত্র—প্রজাপতির উপাখ্যান

আগ্নিমারুত শস্ত্রের উপক্রমে প্রজাপতির উপাখ্যান যথা—“প্রজাপতি
বৈ...দেবাঃ”

পুরাকালে প্রজাপতি আপন কন্যার উদ্দেশে ধ্যান করিয়া-
ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি (সেই কন্যা) দ্যোঃ
দেবতা, কেহ বলেন তিনি উষা। প্রজাপতি ঋতুরূপ ধরিয়া
‘রোহিতরূপিণী’ সেই কন্যার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন। দেব-
গণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, প্রজাপতি, যাহা কেহ করে নাই,
তাহা করিতেছেন।’ এই বলিয়া, যে তাঁহাকে আর্তি (শাস্তি)
দিতে পারিবে, এমন ব্যক্তির তাঁহারা অন্বেষণ করিতে লাগি-
লেন। কিন্তু আপনাদের মধ্যে তেমন ব্যক্তি কাহাকেও দেখি-
লেন না। তখন তাঁহাদের যে ঘোরতম (অত্যাচার) শরীর
ছিল, তাহা তাঁহারা একত্র মিলিত করিলেন। সেই সকল শরীর
মিলিত হইয়া এই দেবের উৎপত্তি হইল; তাঁহার নাম ভূত-
বান্। যে ব্যক্তি তাঁহার এই নাম জানে, সে ভূতলাভ করে।

(১) ঋতুরূপী যুগবিশেষঃ। তথাচাভিধানকার আহ গোৰ্ণপুষ্টৈশস্ত্ররোহিতাশ্চমরো যুগা
ইতি। (সারণ)

(২) মূলে আছে “রোহিতং ভূতান্”। সারণ অর্থ করিয়াছেন, ঋতুমতী। রোহিতং লোহিতং
ভূতা প্রাপ্তা ঋতুমতী জাতেত্যর্থঃ।

(৩) অকৃতং বৈ অকর্তব্যমেব নিষিদ্ধাচরণং কৰোতি। (সারণ)

দেবগণ সেই ভূতবান্কে বলিলেন, এই প্রজাপতি, যাহা কেহ করে নাই, তাহা করিয়াছেন, ইহাঁকে [বাণ দ্বারা] বিদ্ধ কর। তিনি বলিলেন, তাহাই হউক, তবে আমি তোমাদের নিকট বর চাহিতেছি। [তাঁহারা বলিলেন] বর প্রার্থনা কর। তিনি পশুগণের আধিপত্য বর চাহিলেন। সেই হেতু তাঁহার নাম পশুমান্। যে তাঁহার এই নাম জানে, সে পশুযুক্ত হয়। তখন তিনি প্রজাপতিকে লক্ষ্য করিয়া [বাণ দ্বারা] তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। বিদ্ধ হইয়া তিনি উল্কে উৎপতিত হইলেন। তাঁহাকে (আকাশস্থ মৃগরূপী প্রজাপতিকে) লোকে মৃগ^১ বলিয়া থাকে। আর ঐ যিনি [মৃগকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন], তিনিই [আকাশে] ঐ মৃগব্যাধ;^২ আর যিনি রোহিত-রূপিণী,^৩ তিনি [আকাশে] রোহিণী ; আর যাহা ত্রিকাণ্ডযুক্ত^৪ বাণ, তাহাও [আকাশে] ত্রিকাণ্ড বাণ হইয়া আছে।

প্রজাপতির [রোহিতরূপিণী দুহিতায়] সিন্ধু এই রেতঃ [স্রোতোরূপে] ধাবিত হইয়াছিল। তাহা এক সরোবর হইল। সেই দেবগণ বলিলেন, প্রজাপতির এই রেতঃ যেন দোষযুক্ত (অস্পৃশ্য) না হয়। প্রজাপতির এই রেতঃ “মা দুষৎ”—দোষ যুক্ত না হয়—এই যে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই সেই রেতঃ “মাদুয” [নামে প্রসিদ্ধ] হইল। ইহাই মাদুযের মাদুযত্ব। এই যে মানুষ, ইহারই নাম মাদুয। মানুষকেই এই পরোক্ষ

(১) রোহিণী ও আর্দ্রার মধ্যে অবস্থিত মৃগশীর্ষ নক্ষত্র। (সায়ণ)

(২) লুন্ধক নক্ষত্র।

(৩) এ স্থলে সায়ণ অর্থ করিতেছেন—রোহিণী রক্তবর্ণা মৃগী।

(৪) বাণের তিনভাগ ; অনীক, শল্য, তেজস্ব। মৃগশিরার নিকটে বাণাকৃতি তারাক্স বুঝাইওছে।

(অপ্রচলিত) নামে ডাকা হয় । দেবগণ পরোক্ষ নামই ভাল বাসেন ।

দশম খণ্ড

আগ্নিমারুত শস্ত্র

প্রজাপতির রেতঃ হইতে অস্ত্রান্ত বস্তুর উৎপত্তি যথা—“তদগ্নিনা...পশবন্তে চ”

[দেবগণ প্রজাপতির] সেই রেতঃ অগ্নি দ্বারা বেষ্টিত করিয়াছিলেন ; মরুতেরা তাহা কম্পিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু অগ্নি তাহা [দ্রবত্বহেতু] কঠিন করিতে পারেন নাই । পুনরায় তাহা বৈশ্বানরনামক অগ্নি দ্বারা বেষ্টিত করা হইয়াছিল । মরুতেরা তাহা কম্পিত করিয়াছিলেন । অগ্নি বৈশ্বানর তাহা কঠিন করিয়াছিলেন । সেই রেতোমধ্যে যে অংশ প্রথমে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, তাহাই ঐ আদিত্য হইল । দ্বিতীয় যে অংশ ছিল, তাহা ভৃগু হইল । বরুণ সেই ভৃগুকে গ্রহণ করিলেন । সেইজন্য তিনি বারুণি ভৃগু । যে তৃতীয় অংশ দীপ্তি পাইয়াছিল, তাহা আদিত্যগণ হইল । অবশিষ্ট সমস্ত [দধ্ব হইয়া] অঙ্গার হইয়াছিল । তাহা হইতে অগ্নিরোগণ হইলেন । পুনরায় যে অংশ অশাস্ত হইয়া উঠিল, তাহা হইতে বৃহস্পতি হইলেন । যে পরিক্ষাণ থাকিল, তাহা হইতে কৃষ্ণবর্ণ পশুসকল হইল । যে লোহিত

(১) পরিক্ষাণানি কৃষ্ণবর্ণানি কাষ্ঠানি । (সায়ণ) অগ্নস্ত অঙ্গার নিবাহিলে যে কৃষ্ণবর্ণ করলা অবশিষ্ট থাকে ।

মৃত্তিকা থাকিল, তাহা হইতে রোহিত (রক্তবর্ণ) পশুগণ হইল। যে ভস্ম থাকিল, উহা পরুষ-শরীর হইয়া গৌর, গবয়, ঋশ্য, উষ্ট্র, গর্দভ এবং এই যে সকল অরুণ বর্ণ পশু, তাহাই হইয়া ছড়াইয়া পড়িল।

এই আখ্যায়িকান্তর আগ্নিমারুত শস্ত্রের প্রস্তাব যথা—“তান্ বা এষঃ.....
নমস্যতি”

সেই দেব (ভূতবান্) তাহাদিগকে (প্রজাপতি-রৈতোজাত পশুগণকে) লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, এ সমস্তই আমার ; এই [যজ্ঞ-] ভূমিতে স্থিত হীন দ্রব্য, সমস্তই আমার। তখন, এই যে রুদ্রদৈবত ঋক্ পাঠিত হয়, এতদ্বারা সেই ভূতবান্কে [সেই সকল বস্তুতে] নিঃস্পৃহ করা হইয়াছিল। “আ তে পিতম'রুতাং স্তম্মমেতু মা নঃ সূর্য্যস্ত সংদৃশো যুযোথাঃ। ত্বং নো বীরো অব'তি ক্ষমেথাঃ প্রজাশ্বেমহি রুদ্রিয় প্রজাভিঃ”—^১ অহে মরুদগণের পিতা [রুদ্র], তোমার স্তম্ম উৎপন্ন হউক ; আগাদিগকে সূর্য্যের দৃষ্টি হইতে বিযুক্ত করিও না ; অহে বীর, তুমি আমাদের [প্রজাদি] সম্পত্তিতে সহিষ্ণু হও ; অহে রুদ্রিয়, আমরা যেন প্রজাদ্বারা প্রজাস্বরূপে উৎপন্ন হই—এই [আগ্নিমারুত শস্ত্রে পাঠ্য রুদ্রদৈবত] ঋক্ পাঠ করিবে। [তৃতীয় চরণে “ত্বং নঃ”—স্থলে] “অভি নঃ”—[এই পাঠান্তর] পাঠ করিবে না। তাহা হইলে (“অভি নঃ” এই পাঠ ব্যবহার না করিলে) সেই দেব (রুদ্র) প্রজাগণের অভিযুখে দৃষ্টিপ্রদ

(২) ২।৩৩।১ :

(৩) শাখান্তরে “ত্বং নো বীরঃ” স্থলে “অভি নো বীরঃ” এই পাঠ আছে। সেই পাঠ গ্রন্থে নিষিদ্ধ হইল।

হন না ।^৪ [চতুর্থ চরণে “রুদ্রিয়” স্থলে] “রুদ্র” [এই পাঠান্তর] বলিবে না ; ঐ [“রুদ্র”] নাম পরিহার করাই উচিত । [বরং] ঐ ঋকের স্থলে “শং নঃ করতি”^৫ এই অন্য মন্ত্র পাঠ করিবে । কেননা উহাতে যে [মঙ্গলার্থক] “শং” শব্দে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে সকলেরই শান্তি (মঙ্গল) ঘটে । [ঐ মন্ত্রের] “নৃভ্যো নারিভ্যো গবে” এই চরণের নৃ শব্দে পুরুষ, নারী শব্দে স্ত্রী বুঝায় ; উহাদের সকলেরই [ঐ মন্ত্রে] শান্তি ঘটে ।

ঐ ঋক্ রুদ্রের উদ্দিষ্ট হইলেও যখন উহাতে রুদ্রের নাম বিশেষভাবে কথিত হয় নাই, তখন উহা শান্তিজনক ; তাহাতে হোতা পূর্ণায়ু হয়, ও পূর্ণায়ু লাভ ঘটে । যে ইহা জানে, সে পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হয় । সেই ঋকের ছন্দ গায়ত্রী । গায়ত্রীই ব্রহ্ম । ইহাতে ব্রহ্মদ্বারাই সেই [রুদ্র] দেবতাকে প্রণাম করা হয় ।

(৪) রুদ্র উগ্রশব্দাব দেবতা । তাঁহার নামগ্রহণও বিপজ্জনক । যে মন্ত্রে তাঁহার নাম আছে, সেখানে “রুদ্র” না বলিয়া “রুদ্রিয়” বলাই ভাল । “অভি নো বীরো অৰ্বতি ক্ষমেথাঃ” এ স্থলে “অভি” শব্দ উদ্দেশবাচী । ঐ চরণের অর্থ—আমাদের ছেলেপিলের উদ্দেশে সহিষ্ণু হও, তাহাদের পানে তাকাইও না । কি জানি যদি “অভি” এই শব্দ উচ্চারণেই তাহাদের উদ্দেশে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় বলা হইল “অভি” না বলিয়া “ঙং” বলিবে । তাহা হইলে মন্ত্রের অর্থ বজায় থাকিবে, অথচ রুদ্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে না ।

একাদশ খণ্ড

আগ্নিমারুত শস্ত্র

আগ্নিমারুত শস্ত্রের প্রথম ঋক্—“বৈশ্বানরীয়েণ...বিবক্তা”

বৈশ্বানর-দৈবত সূক্তে^১ আগ্নিমারুত শস্ত্র আরম্ভ করা হয় । কেননা বৈশ্বানরই সেই [প্রজাপতি কর্তৃক] সিন্ত রেতঃ কঠিন করিয়াছিলেন । সেই জন্ম বৈশ্বানরীয় সূক্ত দ্বারা আগ্নিমারুত শস্ত্র আরম্ভ করিবে । [এই সূক্তের] প্রথম ঋক্ শ্বাস রুদ্ধ করিয়া পাঠ করিবে । যে [এইরূপে] আগ্নিমারুত শস্ত্র পাঠ করে, সে অগ্নিদিগকে ও অশান্ত অর্চিঃসমূহকে প্রসন্ন করিয়া চলে । সে প্রাণ (বায়ু) দ্বারা অগ্নিকে শান্ত রাখে । অধ্যয়নকালে যদি কোন অক্ষরচ্যুতির আশঙ্কা থাকে, তবে কোন সংশোধনকারীর [উপস্থিতি] ইচ্ছা করিবে ; তাহা হইলে তাঁহাকেই সেতুস্বরূপ করিয়া [অপরাধ হইতে] উত্তীর্ণ হইতে পারিবে । সেই জন্ম আগ্নিমারুত শস্ত্রপাঠে [প্রথমেই] সংশোধনক্রম বক্তা স্থির করিবে ; [প্রমাদের পর] সংশোধন করিবে না ।

তৎপরে মারুতসূক্তের বিধান—“মারুতং...শংসতি”

মরুৎ-দৈবত সূক্ত^২ পাঠ করা হয় । মরুতেরাই সেই [প্রজাপতি কর্তৃক] সিন্ত রেতঃ কম্পিত করিয়া কঠিন করিয়াছিলেন । সেই জন্ম মরুৎ-দৈবত সূক্ত পাঠ করা হয় ।

(১) “বৈশ্বানরায় পূণ পাক্ষদে” ইত্যাদি বৈশ্বানরীয় সূক্তে আগ্নিমারুতের আরম্ভ । তৃতীয় মণ্ডলের তৃতীয় সূক্ত বৈশ্বানরীয় সূক্ত ।

(২) “শ্রাদ্ধক্শঃ প্রত্যবসঃ” ইত্যাদি সূক্ত । প্রথম মণ্ডল ৮৭ সূক্ত ।

তৎপরে প্রগাথদ্বয়ের বিধান—“যজ্ঞা যজ্ঞা.....এবং বেদ”

“যজ্ঞা যজ্ঞা বো অগ্নয়ে”^১ এবং “দেবো বো দ্রবিণোদাঃ”^২ এই দুই [যথাক্রমে] যোনি ও অনুরূপ [প্রগাথ দুইটি] শস্ত্রের মধ্যস্থলে পাঠ করিবে।^৩ এই যোনি ও অনুরূপ মন্ত্র শস্ত্রের মধ্যস্থলে পাঠ করা হয়; সেইহেতু [স্ত্রীলোকের] যোনিও [শরীরের] মধ্যস্থলে অবস্থিত। যেহেতু দুইটি সূক্ত (আগ্নি-মারুত সূক্ত ও মারুত সূক্ত) পাঠের পর [এই যোনির] পাঠ হয়, সেই হেতু প্রতিষ্ঠাদ্বয়ের (শরীরের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ পদদ্বয়ের) উপরেই জনেন্দ্রিয় স্থাপিত হয়। ইহাতে প্রজোৎপত্তি ঘটে। যে ইহা জানে, সে প্রজা ও পশু দ্বারা উৎপন্ন হয়।

দ্বাদশ খণ্ড

আগ্নিমারুত শস্ত্র

তৎপরে আগ্নিমারুত শস্ত্রের অন্তর্গত জাতবেদস্ত শস্ত্রের ও আপোহিষ্টীয় ঋক্‌ত্রয়ের বিধান—“জাতবেদস্ত...অবসীয়াণিতি”

জাতবেদার উদ্দিষ্ট সূক্ত পাঠ করিবে।^১ প্রজাপতি প্রজা-সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহারা সৃষ্ট হইয়া প্রজাপতিকে

(৩) ৬।৪৮।১-২ । (৪) ৭।১৩।১১-১২ ।

(৫) ঐ দুইটি প্রগাথ। প্রত্যেক প্রগাথে দুইটি ঋক্ আছে, উহাকে তিনটি ঋকে পরিণত করিয়া উল্লাভা পান করেন বলিয়া উহাকে ত্রোত্রিগুণ বলা হয়। প্রথম ত্রোত্রিগুণটি আদিতে থাকায় উহার নাম “যোনি”। দ্বিতীয়টিও তদনুরূপ হওয়ার উহার নাম “অনুরূপ” শস্ত্রের আদিতে পাঠ না করিয়া পূর্বোক্ত সূক্তদ্বয় পাঠান্তে শস্ত্র মধ্যে এই প্রগাথ পাঠের বিধি।

(১) “প্রতব্যসীং নব্যসীং” ইত্যাদি প্রথম মণ্ডলের ১৪৩ সূক্ত।

পশ্চাৎ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আর ফিরে নাই। প্রজাপতি তাহাদিগকে অগ্নি দ্বারা বেষ্টিত করিয়াছিলেন। তখন তাহারা অগ্নির নিকট ফিরিয়াছিল। সেইহেতু অতাপি লোকে [শীতার্ভ হইলে] অগ্নির নিকট ফিরিয়া থাকে। প্রজাপতি বলিলেন, এই “জাত” (সৃষ্ট) প্রজাগণ অগ্নির সাহায্যে “বিত্ত” (লব্ধ) হইয়াছে। তিনি যে বলিয়াছেন, এই জাত প্রজাগণ [অগ্নির] সাহায্যে বিত্ত হইয়াছে, ইহাতেই ঐ সৃষ্ট “জাতবেদার” (অগ্নির) সম্বন্ধযুক্ত হইল ; ইহাই জাতবেদার জাতবেদস্ব। দীপ্যমান প্রজাগণ অগ্নি কর্তৃক বেষ্টিত ও অবরুদ্ধ হইয়া শোক করিতে করিতে সেই খানেই অবস্থিত হইল। প্রজাপতি তাহাদিগকে জল দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। সেই জন্ম জাতবেদার উদ্ভিষ্ট সূক্তের পরে আপোহিষ্টীয়^১ ঋক্বেয় পাঠ করা হয়। সেই জন্ম শান্তিপ্রার্থী হোতা ঐ ঋক্বেয় পাঠ করিবেন। সেই প্রজাগণকে জল দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া প্রজাপতি তাহাদিগকে আপনার বলিয়া মনে করিলেন। তৎপরে তিনি বুধ্য অহি দ্বারা (তন্মামক দেবতা দ্বারা)^২ পরোক্ষভাবে (গোপনে) সেই প্রজাসমূহে তেজ আধান করিয়াছিলেন। এই যে গার্হপত্য অগ্নি, ইনিই “অহিবু^৩ধ্যঃ”। এতদ্বারা গার্হপত্য অগ্নির সাহায্যেই সেই প্রজাগণে পরোক্ষভাবে তেজ আধান করা হইল। সেইজন্য বলা হইয়াছে যে, হোমরহিত ব্যক্তি অপেক্ষা হোমকারী ব্যক্তি অতিশয় শ্রেষ্ঠ।

(২) “আপো হি ঠা ময়ো ভুবশ্বা ন উর্জ্জে দধাতন। মহেরণায় চক্ষসে ॥” ইত্যাদি ঋক্বেয়। ১০।৯।১-৩।

(৩) অহিবু^৩ধ্যঃ অগ্নিবিশেষের নাম। (সায়ণ) শব্দান্তর্গত “উত নোহহিবু^৩ধ্যঃ” (৬।৫০।১৪) এই মন্ত্র পাঠের প্রশংসার্থ এই আখ্যায়িকা।

ত্রয়োদশ খণ্ড

আগ্নিমারুত শস্ত্র

আগ্নিমারুত শস্ত্রের অন্তর্গত অত্রাশ্র মন্ত্রের বিধান—“দেবানাং পত্নীঃ...
গংস্তবাম্”

গৃহপতি অগ্নির পশ্চাৎ “দেবানাং পত্নীঃ” ইত্যাদি [ঋকৃদ্রয়] পাঠ করা হয়।^১ সেইজন্য পত্নী [যজ্ঞশালাতে] গার্হপত্য অগ্নির পশ্চাতে বসেন^২।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] কেহ কেহ বলেন, [দেবপত্নীদের] পূর্বে রাকার উদ্দিষ্ট ঋক পাঠ করিবে;^৩ [দেবগণের] ভগিনীর উদ্দেশেই সোমপানের প্রথমাংশ বিধেয়। কিন্তু এ মত আদরণীয় নহে। পূর্বে দেবপত্নীগণের উদ্দিষ্ট ঋক পাঠ কর্তব্য। এই যে গার্হপত্য অগ্নি, ইনিই পত্নীগণে রেতঃ আধান করেন। এতদ্বারা গার্হপত্য অগ্নির সাহায্যেই পত্নীতে প্রত্যক্ষভাবে রেতঃ আধান করা হয়। তাহাতে প্রজোৎপত্তি ঘটে। যে ইহা জানে সে প্রজাদ্বারা ও পশু দ্বারা উৎপন্ন হয়। আর সেইজন্যই সহোদরা ভগিনীকে পরোদরজাতা পত্নীর অনুজীবিনী হইয়া জীবিত থাকিতে হয়।^৪

(১) ৫।৪৬।৭-৮। পূর্বেোক্ত “উত নো অহিবুধ্যঃ” ইত্যাদি ঋক গৃহপতি অগ্নির উদ্দিষ্ট, ঐ ঋক পাঠের পর দেবপত্নীগণের উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করিবে, ইহাই তাৎপৰ্য্য।

(২) যজ্ঞশালাতে গার্হপত্য অগ্নির নিকটে বসমানের পত্নীর আসন নির্দিষ্ট থাকে।

(৩) রাক। সম্পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলযুক্ত। পৌর্ণমাসী বা তদভিম্বানিনী দেবতা। ইনি দেবগণের ভগিনী।

(৪) দেবভগিনীকে প্রথমে সোম না দিয়া দেবপত্নীদিগকেই দেওয়া হইল। জনসমাজেও ভগিনীর অপেক্ষা পত্নীর আদর অধিক।

[তৎপরে] রাকার উদ্দিষ্ট ঋক্ পাঠ করিবে।* পুরুষের শিশ্নের উপরে যে সেবনী (সেলাই চিহ্ন) আছে, রাকাই তাহা সীবন করিয়াছেন। যে ইহা জানে, তাহার পুরুষ পুত্র জন্মে। পাবীরবীর উদ্দিষ্ট ঋক্ পাঠ করিবে।* বাগ্‌দেবী সরস্বতীই পাবীরবী; এতদ্বারা বাগ্‌দেবতাতেই বাক্যের (মন্ত্রের) স্থাপনা হয়।

এ বিষয়ে কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, আগে যমদৈবত ঋক্ পাঠ করিবে, না পিতৃদৈবত ঋক্ পাঠ করিবে? [উত্তর] পূর্বে “ইমং যম প্রস্তুরমা হি সীদ” এই যমদৈবত ঋক্‌ই পাঠ করিবে†। রাজারই পূর্বে পানে অধিকার‡; সেইজন্য যমদৈবত ঋক্‌ই পূর্বে পাঠ করিবে।

“মাতলী. কব্যৈষ্যমো অগ্নিরোভিঃ”—কাব্যগণের এই ঋক্ পূর্বোক্ত ঋকের পশ্চাৎ পাঠ করিবে। কাব্যগণ§ দেবগণের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, পিতৃগণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; সেইজন্য [পূর্বোক্ত যমদৈবত মন্ত্রের] পশ্চাৎ কাব্যগণের ঋক্ পাঠ করিবে।

“উদীরতামবর উৎ পরাসঃ উন্মধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ”^১
—নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মধ্যম ত্রিবিধ পিতৃগণই সোমযোগ্য, তাঁহার উৎকর্ষ লাভ করুন—ইত্যাদি পিতৃদৈবত ঋক্‌ত্রয় পাঠ করিবে;

(৫) “রাকামহং বৃহবাং” ইত্যাদি ঋক্‌স্বয় ২।৩২।৪-৫।

(৬) ৬।৪৯।৭ পাবন্ত শোধন্ত হেতুত্বাৎ পাবীরবী বাগ্‌দেবী (সারণ)

(৭) ১০।১৪।৪।

(৮) যমঃ পিতৃণাং রাজা ইতি ক্রতিঃ—সারণ।

(৯) ১০।১৪।৩।

(১০) কাব্যো দেবানাং স্তোতারঃ কেচিদধমজাতিবিশেষাঃ—সারণ।

(১১) ১০।১৫।১-৩।

ঐ [প্রথম] মন্ত্র পাঠে [পিতৃগণের মধ্যে] ঐহারা অধম, ঐহারা উত্তম ও ঐহারা মধ্যম, তাঁহাদের কাহাকেও পরিত্যাগ না করিয়া প্রীত করা হয় ।

“আহং পিতৃন্ হুবিদত্র”^{১২} অবিৎসি”^{১৩} এই দ্বিতীয় [পিতৃ-দৈবত] ঋক্ পাঠ করিবে । উহার “বর্হিষদো যে স্বধয়া হুতন্ত” এই চরণে যে “বর্হিষদঃ” পদ আছে, তাহাতে, বর্হি (কুশ) পিতৃ-গণের প্রিয় ধাম, ইহাই বুঝাইতেছে । এতদ্বারা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রিয়ধাম দ্বারাই সম্বন্ধ করা হয় । যে ইহা জানে, সে প্রিয় ধাম দ্বারা সম্বন্ধ হয় ।

“ইদং পিতৃভ্যো নমো অস্তুত্ব”^{১৪} এই নমস্কারযুক্ত ঋক্কে [ঐ তিনটি পিতৃদৈবত ঋকের] শেষে পাঠ করিবে । এইজন্ত [ব্রাহ্মাদির] অন্তেই পিতৃগণকে নমস্কার করা হয় ।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, পিতৃদৈবত এই তিনটি ঋক্ [প্রতি মন্ত্রের পূর্বে] আহাব করিয়া পাঠ করিবে, না, আহাব না করিয়া পাঠ করিবে? [উত্তর] [প্রতি মন্ত্রের পূর্বে] আহাব করিয়াই পাঠ করিবে । কেননা, পিতৃযজ্ঞের অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত করা উচিত ; যে হোতা [প্রতি মন্ত্রের পূর্বে] আহাব করিয়া [পিতৃদৈবত ঋক্] পাঠ করেন, তিনি অসমাপ্ত পিতৃযজ্ঞকে সমাপ্ত করেন । সেই জন্ত আহাব করিয়াই পাঠ করা উচিত ।

চতুর্দশ খণ্ড

আগ্নিমারুত শাস্ত্র

তদনন্তর আগ্নিমারুতে অন্ত্যাত্ম ঋকের বিধান যথা—“স্বাহৃক্ষিলায়ং..... প্রতিষ্ঠাপয়তি”

“স্বাহৃক্ষিলায়ং মধুম্। উতায়ম্”^১ ইত্যাদি মন্ত্র ইন্দ্রের ; ঐ ইন্দ্রদৈবত অনুপানীয় মন্ত্র [চারিটি] পাঠ করা হয়। ইন্দ্র তৃতীয় সবনের পরে এই মন্ত্র কয়টির দ্বারা [প্রশংসিত হইয়া] সোম পান করিয়াছিলেন; ইহাই অনুপানীয় মন্ত্রগুলির অনুপানীয়ত্ব। হোতা যখন এই সকল মন্ত্র পাঠ করেন, তখন দেবতাগণ মত্ত (হর্ষ) হন ; সেইজন্য এই মন্ত্র পাঠকালে [অধ্বযু্য] মদ-শব্দ-যুক্ত মন্ত্রে প্রতিগর করিবেন।^২

“যয়োরোজসা স্কভিতা রজাংসি”^৩ এই বিষ্ণু-বরুণ-দৈবত ঋক পাঠ করা হয়। বিষ্ণুই যজ্ঞের বৈকল্য রক্ষা করেন, আর বরুণ যজ্ঞের সাকল্য রক্ষা করেন ; এতদ্বারা তদুভয়েরই শান্তি ঘটে।

“বিষ্ণোন্ কং বীর্য্যাণি প্রবোচম্”^৪ এই বিষ্ণুদৈবত ঋক পাঠ করা হয়। যেমন স্রুতি-সম্পাদিত কর্ম [ফলপ্রদ], বিষ্ণুও যজ্ঞের পক্ষে সেইরূপ ; অপিচ [কৃষক] যেরূপ

(১) ৬।৪৭।১-৪।

(২) এস্থলে “মদামো দৈব” এই মন্ত্রে অধ্বযু্য হোতার আহাবের প্রত্যুত্তরে প্রতিগর করেন।

(৩) শাকলসংহিতায় নাই। আখ্যায়ন উদ্ধৃত করিয়াছেন। (আখ্য. শ্রো. ২. ৫২. ০)

(৪) ১।১৫৪।১।

মন্দভাবে কর্ষিত ভূমিকে [পরে] উত্তম রূপে কর্ষিত করে, এবং [অন্য লোকে] ছুর্মতিকৃত কর্ষকে পরে স্তম্ভতি-সম্পাদিত কর্ষে পরিণত করিয়া থাকে, সেইরূপ হোতা যখন ঐ মন্ত্র পাঠ করেন, তখন [বিষ্ণু] যজ্ঞে অপকৃষ্টভাবে যে স্তব গীত হইয়াছে, তাহাকে উৎকৃষ্ট স্তবে ও অপকৃষ্ট-ভাবে যে শস্ত্র পাঠিত হইয়াছে, তাহাকে উৎকৃষ্ট শস্ত্রে পরিণত করিয়া থাকেন ।

“তস্তুং তন্ম্বরজসো ভানুমস্বিহি” —অহে প্রজাপতি, তুমি তস্তু (পুত্রাদি সন্ততি) সন্তত (বিস্তারিত) করিয়া জগতের ভানুকে (জগৎপ্রকাশক সূর্যকে) অনুসরণ কর—এস্থলে প্রজাই (পুত্রাদিই) তস্তু ; এতদ্বারা যজমানের প্রজাকেই সন্তত (বিস্তৃত) করা হয় । “জ্যোতিষ্মতঃ পথো রক্ষ ধিয়া কৃতান্”—বুদ্ধিপূর্বক সম্পাদিত জ্যোতির্ময় [স্বর্গের] পথ রক্ষা কর—এই [দ্বিতীয় চরণে] দেবযানই জ্যোতিষ্মান্ পথ ; এতদ্বারা যজমানের উদ্দেশে সেই পথেরই বিস্তার করা হয় । “অনুস্বং বয়ত জোণ্ডবামপো মনুর্ভব জনয়া দৈব্যং জনম্”—আমাদের অনুষ্ঠানশীল পুত্রাদির কর্ষ অনতিরেকে নির্বাহ কর, দেবপূজক জনের উৎপাদন কর ও মনুষ্বরূপ হও—এই [তৃতীয় ও চতুর্থ] চরণপাঠে যজমানকে মনুর প্রজা দ্বারা (মনুষ্যরূপী সন্তান দ্বারা) সন্তত (বিস্তৃত) করা হয় । তাহাতে প্রজোৎপত্তি ঘটে । যে ইহা জানে, সে প্রজাবারা ও পশুদ্বারা [সমৃদ্ধ হইয়া] উৎপন্ন হয় ।

“এবা ন ইন্দ্রো মঘবা বিরপ্শী” * এই অন্তিম ঋকে [আগ্নিমারুত শস্ত্র] সমাপ্ত করিবে। এই মন্ত্রে এই ভূমিই ইন্দ্র এবং মঘবা (ধনবান্) এবং বিরপ্শী (সর্বদা উদ্ভ্রামশীল)। “করংসত্যা চৰ্ষগীধ্বদনৰ্বা”—এই [দ্বিতীয় চরণেও] এই ভূমিই চৰ্ষগীধ্বং (মনুষ্যগণের পালক), অনৰ্বা (অশ্বরহিত) এবং সত্যস্বরূপ। “জ্বং রাজা জমুযাং ধেহুশ্বে”—এই [তৃতীয় চরণেও] এই ভূমিই “জমুযাং রাজা” (জাত পদার্থের রাজা)। “অধি শ্রবো মাহিনং যজ্জরিত্রে”—এই [চতুর্থ চরণেও] এই ভূমিই “মাহিন” (মহত্ব) “যজ্জশ্রব” (যজ্ঞস্বরূপ ও কীর্তি-স্বরূপ) এবং যজমানই “জরিতা” (স্তোতা)। এতদ্বারা যজমানের জন্মই আশিষ প্রার্থনা হয়।*

ভূমি স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্রে [শস্ত্রপাঠ] সমাপ্ত করিবে। এতদ্বারা যে ভূমিতে যজ্ঞের সম্ভার হয়, সেখানেই এই যজ্ঞকে অবশেষে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

অনন্তর আগ্নিমারুত শস্ত্রের যাজ্য বিধান যথা “অগ্নে মরুন্তিঃ...প্রীণরতি”

“অগ্নে মরুন্তিঃ শুভয়ন্তি ঋক্ভিঃ” * এই অগ্নি-মরুদ্-দৈবত

(৬) ৪।১৭।২০।

(৭) “মঘবা ধনবান্। বিরপ্শী সর্বদা উদ্ভ্রাম্তঃ। চৰ্ষগীশবো মনুষ্যবাচা তান্ ধারয়তি গোষরতি চৰ্ষগীধ্বং ইন্দ্রঃ। অনৰ্বা অশং পরিত্যজ্য বাগভূমাবুপবিষ্টদ্বাদশ্বরহিতঃ। জমুযাং রাজা জাতানাং রাজা। জরিত্রে স্তোত্রে যজমানাঃ। মাহিনং মহত্বম্। শ্রবঃ কীর্তিঃ।” এই যে ইন্দ্র, তিনি মঘবা ও সর্বদা উদ্ভ্রামশীল ও তিনি মনুষ্যগণের গোষক, তিনি অশ্ব ছাড়িয়া যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হন, তিনি আমাদের কর্ত্ত্ব সম্পাদন করেন; অহে ইন্দ্র, তুমি জাতপদার্থের রাজা হইয়া যজ্ঞমানে কীর্ত্তি ও মহত্ব আধান কর। যজ্ঞটি ইন্দ্রের উদ্ভিষ্ট। এই ঋক্টি পাঠ করিয়া ভূমিস্পর্শ করিতে হয়। ভূমিই উক্ত ঋকের উদ্ভিষ্ট দেবতা ইন্দ্রের স্বরূপ; সেই হেতু যে সকল বিশেষণ ইন্দ্রের, তাহা ভূমিস্পর্শেও প্রযোজ্য।

(৮) ৪।৬০।৮।

মন্ত্রকে আগ্নিমারুত শাস্ত্র পাঠের পর যাজ্ঞ্য করিবে। এতদ্বারা দেবতাগণকে আপনারই ভাগ দ্বারা প্রীত করা হয়।

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

অগ্নিষ্টোম

অগ্নিষ্টোম সকল সোমযজ্ঞের প্রকৃতি; তৎসম্বন্ধে উপাখ্যান যথা—“দেবা বৈ...অগ্নিযন্তি”

পুরাকালে দেবগণ অশ্বরদিগকে জয় করিবার জন্য তাহাদের সহিত যুদ্ধের উপক্রম করিয়াছিলেন; অগ্নি তাঁহাদের অনুগমনে ইচ্ছা করেন নাই। দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আইস, তুমিও আমাদের মধ্যেই একজন। তিনি বলিলেন, আমার স্তব না করিলে আমি তোমাদের অনুগমন করিব না, শীঘ্র আমার স্তব কর। তাহাই হউক, এই বলিয়া দেবগণ উদ্ভিত হইয়া তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার স্তব করিলেন। অগ্নিও স্তবের পর তাঁহাদের অনুগমন করিলেন।

সেই অগ্নি শ্রেণিত্রয়যুক্ত ও অনীকত্রয়যুক্ত হইয়া বিজয়ের জন্য অশ্বরগণের নিকট যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি ছন্দোগণকেই তিন শ্রেণিতে পরিণত করিয়াছিলেন বলিয়া

(১) সবদ্বয়ে ব্যবহৃত গায়ত্রী, ঋগ্বেদ ও জনকী এই তিন হৃদয়ের এখানে উল্লেখ হইতেছে। অনীক=সেবাগতি। (গায়ত্রী)।

শ্রেণিত্রয়যুক্ত এবং সবনসমূহকে অনীকে^১ পরিণত করিয়া-
ছিলেন বলিয়া অনীকত্রয়যুক্ত হইয়াছিলেন। তখন তিনি
অম্বরদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়াছিলেন। তখন হইতে
দেবগণ জয়ী হইলেন ও অম্বরেরা পরাভূত হইল। যে ইহা
জানে, সে জয়ী হয় ও তাহার দ্বৈষকারী পাপী শত্রু পরা-
ভূত হয়।

এই যে অগ্নিস্কোম, ইনিই সেই গায়ত্রী। কেননা, গায়-
ত্রীর চব্বিশ অক্ষর, আর অগ্নিস্কোমেরও স্তোত্র ও শস্ত্র
চব্বিশটি^২।

এ স্থলে [ব্রহ্মবাদীরা] বলিয়া থাকেন, অল্পময়
[অগ্নিস্কোম] স্তম্ভরূপে অনুষ্ঠিত হইলে [যজমানকে]
স্বধাতে (স্বর্গে) স্থাপন করেন ;—এই বাক্যের লক্ষ্য গায়ত্রী।
কেননা গায়ত্রী ক্ষমায় (পৃথিবীতে) ক্রীড়া করেন না ; তিনি
উদ্ধগামিনী হইয়া যজমানকে লইয়া স্বর্গে গমন করেন। অগ্নি-
স্কোমও ঐ বাক্যের লক্ষ্য, কেননা অগ্নিস্কোমও পৃথিবীতে
ক্রীড়া করেন না ; তিনিও উদ্ধগামী হইয়া যজমানকে লইয়া
স্বর্গে গমন করেন।

এই যে অগ্নিস্কোম, তিনিই সংবৎসর। কেননা সংবৎসরে
অর্দ্ধমাস চব্বিশটি, আর অগ্নিস্কোমেও স্তোত্র ও শস্ত্র চব্বিশটি।

(২) প্রাতঃসবন, মাধ্যম্নিন সবন ও তৃতীয় সবন, এই তিন সবন।

(৩) অগ্নিস্কোমে স্তোত্র সংখ্যা বারটি যথা—বহিস্পবমান, মাধ্যম্নিন পবমান, আর্ভবপবমান
এই তিন পবমান স্তোত্র, চারিটি আভ্যস্তোত্র ও চারিটি পৃষ্ঠস্তোত্র ও একটি বজ্রাবজীর স্তোত্র।
শস্ত্রসংখ্যাও বারটি যথা—আজ্য, প্রভুগ, নিকেবল্য, সরস্বতীর, বৈশদেব, অগ্নি-মারুত, হোতৃপাঠ
এই ছয়টি ও ভদ্র্যভীত হোত্রকপাঠ তদনুসঙ্গ আর ছয়টি। সর্বসাকল্যে স্তোত্র ও শস্ত্রের সংখ্যা
চব্বিশ।

স্রোতস্বতীসকল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ সকল যজ্ঞক্রতুই অগ্নিস্টোমে প্রবেশ করে ।

দ্বিতীয় খণ্ড

অগ্নিস্টোম

অগ্নিস্টোমের পুনরায় প্রশংসা যথা—“দীক্ষণীয়েষ্টিঃ...অপ্যেতি”

[অগ্নিস্টোমের আরম্ভে] দীক্ষণীয়েষ্টি অনুষ্ঠিত হয় ; তদনুসারী যে সকল ইষ্টি, তাহারা সকলেই অগ্নিস্টোমে প্রবেশ করে । ’

[দীক্ষণীয়েষ্টিতে] ইড়ার উপাস্থান হয়^১ ; পাকযজ্ঞসকল^২ ইড়াসদৃশ । যে সকল পাকযজ্ঞ ইড়ার অনুসারী, তাহারাও সকলে অগ্নিস্টোমে প্রবেশ করে ।

সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্র হোম করা হয় ; [দীক্ষিত ব্যক্তি] সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ত্রত প্রদান করেন^৩ । অগ্নিহোত্র হোম স্বাহা উচ্চারণ সহকারে হয় ; ত্রত

(৪) উকথা, ঘোড়নী, অতিরাজ, অহীন সত্র প্রভৃতি সকল সোমবাগই অগ্নিস্টোমের বিকৃতি ।

(১) অগ্নিস্টোমে অনুষ্ঠিত অন্ত্যস্ত ইষ্টিও দীক্ষণীয়েষ্টির বিকৃতি মাত্র ।

(২) ইড়ার আস্থান সম্বন্ধে পূর্বে দেখ ।

(৩) আশ্বলায়ন মতে হত, প্রহত ও আহত এই তিনটি পাকযজ্ঞ । অন্ত যজ্ঞকারের মতে হত, প্রহত, আহত, শূলগব, বলিহরণ, প্রত্যবরোহণ, অষ্টকাহোম এই সাতটি পাকযজ্ঞ । মতান্তরে শ্রবণাকর্ষ, সর্পবলি, আশ্বযজ্ঞী, আগ্রয়ণ, প্রত্যবরোহণ, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ ও অষ্টকা এই কয়টি পাকযজ্ঞ । পাকযজ্ঞে গৃহস্থ আপনার স্মার্ত অগ্নিতে হোম করেন ।

(৪) অগ্নিহোত্র প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় অনুষ্ঠেয় হোম । অগ্নিস্টোমাদি বজ্জে দীক্ষিত ব্রহ্মনানের

প্রদানও সেইরূপ স্বাহা উচ্চারণ সহ হইয়া থাকে। এই স্বাহাকারেরই অনুসরণ করিয়া অগ্নিহোত্রও অগ্নিকৌমে প্রবেশ করে।

[অগ্নিকৌমাস্তগত] প্রায়ণীয় ইষ্টিতে পোনেরটি সামিধেনী মন্ত্র বিহিত ; দর্শ ও পূর্ণমাসেও [সামিধেনী মন্ত্র] পোনেরটি। এই হেতু দর্শ-পূর্ণমাসও প্রায়ণীয়েৰ অনুসারী হওয়ার অগ্নিকৌমেই প্রবেশ করে।

[অগ্নিকৌমে] রাজা সোমকে ক্রয় করা হয়। রাজা সোম ঔষধস্বরূপ ; যাহার চিকিৎসা করা হয়, ওষধিদ্বারা ই তাহার চিকিৎসা হয়। যে সকল ভেষজ (ঔষধ) এইরূপে ক্রীয়মাণ রাজা সোমের অনুযায়ী, তাহারাও সকলে অগ্নিকৌমে প্রবেশ করে।

[অগ্নিকৌমগত] আতিথ্য কর্মে অগ্নির মন্ত্রন হয়। চাতুৰ্মাস্ত্রেও অগ্নির মন্ত্রন হয়। আতিথ্যের অনুসারী হওয়ার চাতুৰ্মাস্ত্র সকলও অগ্নিকৌমে প্রবেশ করে।

প্রবর্গ্য যজ্ঞে হুন্ধ দ্বারা [হোম] সম্পাদিত হয়। দাক্ষায়ণ যজ্ঞেও হুন্ধ দ্বারা [হোম সম্পাদিত] হয়। প্রবর্গ্যের অনুযায়ী হওয়ার দাক্ষায়ণ যজ্ঞ অগ্নিকৌমে প্রবেশ করে।

নিরমপূর্বক প্রাতে ও সন্ধ্যায় হুন্ধ পানের নাম ব্রতপ্রদান (পূর্বে দেখ)। অগ্নিকৌমে বীক্ষিতকৈ তিনদিন এই ব্রত প্রদান করিতে হয়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় বৎস কর্তৃক হুন্ধপানের পর গাভী দোহন করিয়া সেই হুন্ধ বজমান পান করেন।

(৭) অগ্নিহোত্র হোমের সময় "অগ্নিকৌমোত্তিকৌমোত্তিকঃ স্বাহা" ; ব্রতদানের সময় স্বাহা "ভেৎসঃ পাত্ৰং ভেৎসঃ নোহবন্ত ভেৎসো নবন্তেভ্যঃ স্বাহা"। উভয়ের স্বাহাকার থাকায় অগ্নিহোত্রও অগ্নিকৌমের অন্তর্গত।

(৮) দাক্ষায়ণ যজ্ঞে দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতি। পুরোডাশ দধি ও হুন্ধ ইহার হয়।

উপবসথ দিনে পশুকর্ষ বিহিত হয়'। যে সকল পশুবন্ধ তাহার অনুসারী, তাহারাও অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে।

ইড়াদধ নামক যজ্ঞকৃত্ত্ব,—তাহাতে দধি দ্বারা [হোম] অনুষ্ঠিত হয় ; দধিঘর্ষেও দধি দ্বারা [হোম] অনুষ্ঠিত হয়। দধিঘর্ষের অনুসারী হওয়ায় ইড়াদধও অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে'।

তৃতীয় খণ্ড

অগ্নিষ্টোম

অগ্নিষ্টোমের পূর্ববর্তী যজ্ঞসমূহের অগ্নিষ্টোমপ্রবেশ দেখান হইল। এখন পরবর্তী যজ্ঞসকলেরও অগ্নিষ্টোমের অন্তর্কর্তৃতা প্রদর্শিত হইতেছে যথা—“ইতি হু...এবং বেদ”

এ পর্য্যন্ত [অগ্নিষ্টোমের] পূর্ববর্তী [যজ্ঞবিষয়ক] ; অনন্তর [অগ্নিষ্টোমের] পরবর্তী [যজ্ঞ বিষয়ে বলা হইবে]। ‘উক্থের’ পোনেরটি স্তোত্র ও পোনেরটি শস্ত্র। অতএব উহা [শস্ত্র ও স্তোত্র একত্র যোগে ত্রিশটি হওয়ায়] মাসস্বরূপ ; মাস হইতেই সংবৎসর সম্পাদিত হয় ; সংবৎসরই অগ্নি বৈশ্বানর এবং অগ্নিই অগ্নিষ্টোম। সংবৎসরের অনুসরণ করিয়া উক্থ্য অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে। তৎপ্রবিষ্ট উক্থের অনুসরণ করিয়া বাজপেয়ও উক্থ্যস্বরূপ হয় ও অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে।

(৭) সোমোত্তিষের পূর্ব দিন উপবসথ। পূর্বে দেখ। সেই দিন অগ্নিবোমীয় পশুকর্ষ বিহিত।

(৮) ইড়াদধ যজ্ঞও দধিপূর্ণমাসের বিকৃতি। দধিঘর্ষ অগ্নিষ্টোমের অন্তর্গত। মাধ্যম্নিন মঘনে মরুত্বতীয় শস্ত্র পাঠের পর দধি হইতে প্রস্তুত হব্য আহুতির পর ঋত্বিকেরা উহা ভক্ষণ করেন।

(৯) উক্থ্য, বোড়নী প্রভৃতি কৃত্ত্ব অগ্নিষ্টোমেরই বিকৃতি।

[অতিরাত্র যজ্ঞে] রাত্রির পর্যায় বায়টি^১; তাহার সকলেই পঞ্চদশ [স্তোমবিশিষ্ট]; [তন্মধ্যে] দুই দুই [পর্যায়] এক যোগে [স্তোমসংখ্যা] ত্রিশটি হয়। [অথবা] ষোড়শি-সাম^২ একুশটি; আর সন্ধি (তন্মাক স্তোত্র) ত্রিরাশুত তিন (অর্থাৎ নয়টি); এইরূপেও উহা [একুশ ও নয় একযোগে] ত্রিশটি হয়। এইরূপে অতিরাত্র মাসের স্বরূপ; কেননা মাসে রাত্রি ত্রিশটি। মাস হইতে সংবৎসর সম্পাদিত হয়। সংবৎসরই অগ্নি বৈশ্বানর; অগ্নিই অগ্নিষ্টোম। এইরূপে সংবৎসরের অনুসরণ করিয়া অতিরাত্র অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে।

তৎপ্রবিষ্ট অতিরাত্রের অনুসরণ করিয়া অপ্তোর্থাম অতিরাত্রস্বরূপ হয় এবং অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে।

এইরূপে যে সকল যজ্ঞক্রতু [অগ্নিষ্টোমের] পূর্ববর্তী ও তাহার পরবর্তী, তাহার সকলেই অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে।

[উলগাতৃগণ কর্তৃক] সম্যকরূপে স্তুত হইয়া অগ্নিষ্টোমের স্তোত্রান্তর্গত মন্ত্রসংখ্যা একশ নব্বইটি হয়^৩। তন্মধ্যে যে

(২) অতিরাত্রযোগে সন্ধ্যার পর ষোড়শী গ্রহ হইতে হোমের পর ঋত্বিকেরা চমস হইতে সোমপান করেন। এই ত্রিরা রাত্রিকালে ষাটশ বার অনুষ্ঠিত হয়। এক একবার অনুষ্ঠানে এক এক পর্যায়।

(৩) ষোড়শস্তোত্রে ঋক ঙলিকে একুশটি সামে পরিণত করিয়া উলগাতার পান করেন।

(৪) মন্ত্র সংখ্যা বহা—

প্রাতঃসবনে—

বহিঃপবন স্তোত্রে

২

চারিটি আভ্যন্তোত্রে

$8 \times 14 = 112$

মাধ্যম্নিন সন্দেশ—

মাধ্যম্নিন পবন স্তোত্রে

১৫

নব্বইটি, তাহাতে দশটি ত্রিবৃৎ (ত্রিরাবৃত্ত তিন অর্থাৎ নয় মন্ত্রাত্মক) স্তোম হয়। আর যে নব্বইটি, তাহাতেও দশটি ত্রিবৃৎ স্তোম হয়। আর [অবশিষ্ট] যে দশটি, তাহাতে একটি স্তোত্রগত মন্ত্র অতিরিক্ত থাকে ; [উহাকে ছাড়িলে অবশিষ্ট নয় মন্ত্রে] একটি ত্রিবৃৎ অবশিষ্ট থাকে। ঐ ত্রিবৃৎ স্তোম একবিংশতিতম হইয়া [অন্তগুলির] উপরে স্থাপিত হইয়া [আদিত্যের মত] প্রকাশ পায়।^৭ অথবা উহা স্তোম-সকলের মধ্যে বিবৃব-স্বরূপ ;^৮ কেননা দশটি ত্রিবৃৎ উহার পূর্ববর্তী ও দশটি পরবর্তী ; এবং এইটি মধ্যে থাকিয়া এক-বিংশতিতম হইয়া উভয় দিকেই [অন্ত বিশটি স্তোমের] উপরে স্থাপিত হইয়া প্রকাশ পায়। আর যে স্তোত্রগত মন্ত্রটি অতিরিক্ত হইয়াছে, তাহা ঐ [একবিংশস্থানীয়] স্তোমের

চারিটি পৃষ্ঠস্তোত্রে $৪ \times ১৭ = ৬৮$

তৃতীয় সর্বনে—

আর্ভবপবমান স্তোত্রে ১৭

যজ্ঞাযজ্ঞীয় স্তোত্রে ২১

একযোগে ১০০

(৫) উল্লিখিত $১০০ = ১৮২ + ১ = ৯ \times ২১ + ১ = ১০ \times ৯ + ১০ \times ৯ + ১ \times ১ + ১$

নয় মন্ত্রে একটি ত্রিবৃৎ স্তোম। একুশটি ত্রিবৃৎ স্তোম ও অতিরিক্ত একটি মন্ত্র একযোগে ১০০। উক্ত ১০০ মন্ত্রের ৯০টিতে দশটি ত্রিবৃৎ হয়। আর ১০টিতে আর দশটি ত্রিবৃৎ। বাকি দশটি মন্ত্রে আর একটি ত্রিবৃৎ হইয়া একটি মন্ত্র অবশিষ্ট থাকে। এই শেষোক্ত একবিংশ ত্রিবৃৎ আদিত্য-বরূপ ও অতিরিক্ত মন্ত্রটি যজ্ঞমানবরূপ। “বাদশ মাসাঃ পকর্ভবঃ ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য একবিংশঃ” এই শ্রুত্যানুসারে আদিত্য একবিংশতি-সংখ্যাপুরক ; এইহেতু একবিংশ ত্রিবৃৎও আদিত্যবরূপ। ঐ আদিত্যবরূপ ত্রিবৃৎকে বিবৃবরূপও মনে করা যাইতে পারে।

(৬) গবাময়ন সত্রে একুশদিনে সম্পাদিত হয়। উহার পূর্বের দশ দিন, পরে দশ দিন, মধ্যে এক দিন ; ঐ মধ্যবর্তী দিনকে বিবৃব দিন বলে। এই মধ্যবর্তী বিবৃবদিনের সহিত একবিংশ ত্রিবৃৎ স্তোমের সাধুত্ব।

উপর স্থাপিত হয় ; উহা যজমানস্বরূপ । অপিচ উহা দেব-
গণের ক্ষত্রস্বরূপ ও শত্রুদমন সৈন্যস্বরূপ ।

যে ইহা জানে, সে দেবগণের ক্ষত্র ও শত্রুদমন সৈন্য
লাভ করে ও তাহার সামুজ্য সারূপ্য ও সালোক্য লাভ করে।

চতুর্থ খণ্ড

অগ্নিস্টোম

অগ্নিস্টোমসম্বন্ধে আখ্যায়িকা যথা—“দেবা বা.....এবং বেদ”

দেবগণ পুরাকালে অশ্বরদিগের সহিত [যুদ্ধে] জয়লাভ
করিয়া উর্দ্ধে গিয়া স্বর্গলোক পাইয়াছিলেন । [তন্মধ্যে]
অগ্নি দ্ব্যলোক স্পর্শ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিলেন । তিনি
স্বর্গলোকের দ্বার আবৃত করিলেন । অগ্নিই স্বর্গলোকের অধি-
পতি । বহুগণ প্রথমে তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন । তাঁহারা
ইহাকে বলিলেন, [তোমাকে] অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে
[স্বর্গে] যাইতে দাও, আমাদের জন্ম পথ কর । অগ্নি বলি-
লেন, স্তব না করিলে আমি [দ্বার] ছাড়িব না ; শীঘ্র আমার
স্তব কর । তাহাই করিব, এই বলিয়া তাঁহারা অগ্নিকে ত্রিব্রহ্ম
স্তোম দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন । স্তবত হইয়া অগ্নি তাঁহাদিগকে
[স্বর্গে] যাইতে দিয়াছিলেন ; তাঁহারাও যথাস্থানে গমন
করিয়াছিলেন ।

[তার পর] রুদ্রগণ অগ্নির নিকট আসিলেন ও তাঁহাকে
বলিলেন. [তোমাকে] অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে স্বর্গে

যাইতে দাও, আমাদিগের জন্ম পথ কর । তিনি বলিলেন, স্তব না করিলে আমি [দ্বার] ছাড়িব না, শীঘ্র আমার স্তব কর । তাহাই করিব বলিয়া তাঁহারা অগ্নিকে পঞ্চদশ স্তোমদ্বারা স্তব করিলেন । স্তুত হইয়া অগ্নি তাঁহাদিগকে যাইতে দিলেন । তাঁহারাও যথাস্থানে গমন করিলেন ।

[তখন] আদিত্যগণ অগ্নির নিকট আসিলেন । তাঁহারা ইহাঁকে বলিলেন, [তোমাকে] অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে [স্বর্গে] যাইতে দাও, আমাদের জন্ম পথ কর । তিনি বলিলেন, স্তব না করিলে আমি [দ্বার] ছাড়িব না, শীঘ্র আমার স্তব কর । তাহাই করিব বলিয়া তাঁহারা অগ্নিকে সপ্তদশ স্তোমদ্বারা স্তব করিয়াছিলেন । স্তুত হইয়া তিনি তাঁহাদিগকে যাইতে দিলেন । তাঁহারাও যথাস্থানে গমন করিলেন ।

[তখন] বিশ্বদেবগণ অগ্নির নিকট আসিলেন । তাঁহারা ইহাঁকে বলিলেন, [তোমাকে] অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে [স্বর্গে] যাইতে দাও, আমাদের জন্ম পথ কর । তিনি বলিলেন, স্তব না করিলে আমি [দ্বার] ছাড়িব না, শীঘ্র আমার স্তব কর । তাহাই করিব বলিয়া তাঁহারা একবিংশ স্তোম দ্বারা অগ্নির স্তব করিলেন । স্তুত হইয়া অগ্নি তাঁহাদিগকে যাইতে দিলেন, তাঁহারাও যথাস্থানে গমন করিলেন ।

[এইরূপে] দেবগণ এক একটি [ত্রিংশ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ] স্তোম দ্বারা অগ্নির স্তব করিয়াছিলেন এবং স্তুত হইয়া অগ্নি তাঁহাদিগকে যাইতে দিয়াছিলেন । তাঁহারাও যথাস্থানে গমন করিয়াছিলেন । এই হেতু যে ব্যক্তি যাগ করে, সে এই সকল (ঐ চারিটি) স্তোম দ্বারা অগ্নির স্তব করিয়া থাকে ।

যে ব্যক্তি অগ্নিস্তোমকে ঐরূপ বলিয়া জানে, তাহাকে [স্বর্গে] যাইতে দেওয়া হয় । যে ইহা জানে, তাহাকেও স্বর্গলোকের অভিযুগে যাইতে দেওয়া হয় ।

পঞ্চম খণ্ড

অগ্নিস্তোম

অগ্নিস্তোম ও জ্যোতিস্তোম এই নামের ব্যুৎপত্তি যথা—“স বা এষ...ভেনেতি”

এই যে অগ্নিস্তোম, ইনিই সেই অগ্নি । [দেবগণ স্তোম দ্বারা] তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন, সেই জন্ত উহা অগ্নিস্তোম । সেই অগ্নিস্তোমকেই পরোক্ষ নামে অগ্নিস্তোম বলিয়া ডাকা হয় ; কেননা দেবগণ পরোক্ষ নাম ভাল বাসেন ।

দেবচতুষ্টয় (বহুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণ) যে চারিটি স্তোম দ্বারা অগ্নির স্তব করিয়াছিলেন, সেই হেতু উহা চতুষ্তোম । সেই চতুষ্তোমকে পরোক্ষ নামে চতুষ্তোম বলিয়া ডাকা হয় ; কেননা দেবগণ পরোক্ষ নাম ভাল বাসেন ।

আবার অগ্নি উর্দ্ধে গিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ হইলে [দেবগণ] যে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন, সেইজন্ত উহা জ্যোতিস্তোম । সেই জ্যোতিস্তোমকে পরোক্ষ নামে জ্যোতিস্তোম বলিয়া ডাকা হয় ; কেননা দেবগণ পরোক্ষ নাম ভাল বাসেন ।

রক্ষসেরা যখন অনন্ত, সেইরূপ এই যে বহুক্রতু (অগ্নিস্তোম)—ইহার আদি নাই ও অন্ত নাই ; কেননা এই যে

অগ্নিস্কোম, ইহার স্বেদ প্রায়ণ (আদি), তেমনই উদয়ন (অন্ত)।

অগ্নিস্কোমকে লক্ষ্য করিয়া এই যজ্ঞগাথাটি গীত হয় ;—
 “যদন্ত পূর্বমপরং তদস্য যদন্তাপরং তদন্ত পূর্বম্ । অহেরিব
 সপর্ণং শাকলন্ত ন বিজানন্তি যতরং পরস্তাৎ”—যেমন ইহার
 আরম্ভ, তেমনই ইহার শেষ ; আবার যেমন ইহার শেষ,
 তেমনই ইহার আরম্ভ । শাকল নামক সর্পের মত ইহার গতি ;
 ইহার কোন্ কৰ্ম পরবর্তী, [কোন্ কৰ্মই বা পূর্ববর্তী],
 তাহা বুঝা যায় না।^১ [ঐ গাথার তাৎপর্য যে]
 অগ্নিস্কোমের প্রায়ণ (আরম্ভ) যেমন, উদয়নও (শেষও)
 সেইরূপ ।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, [প্রাতঃসবনের
 আদিত প্রযোজ্য] ত্রিষ্ণু স্তোম যখন প্রায়ণ (আরম্ভ), আর
 [তৃতীয় সবনের অন্তে প্রযোজ্য] একবিংশ সোম যখন উদয়ন
 (শেষ), তখন উহার (আদি ও অন্ত) কিরূপে সমান হইল?
 [উত্তর] যেটি একবিংশ স্তোম, তাহা ত্রিষ্ণুতের মতই ।
 [ত্রিষ্ণু ও একবিংশ উভয় স্তোমের অন্তর্গত] ঋক্-

(১) রথচক্রে বোঝানো আদি সেইখানেই অন্ত ; সেইরূপ প্রায়ণের কৰ্ম ও উদয়নের কৰ্ম
 একত্রিধ বলিয়া অগ্নিস্কোমেরও আদি অন্ত সমান ।

(২) “শাকলনাম অহিঃ সর্পবিশেষঃ । সঃ সর্পিকালে সুখন পুচ্ছস্ত দণ্ডনঃ কৃষ্ণাঃ কল্ল-
 কাসো ভবন্তি তত্র কিং সুখং কিংবা পুচ্ছমিতি ন জ্ঞানতে” (সারণ) । ই সর্পের কোন কোণের
 সুখ কোণের পুচ্ছ বুঝা যায় না, সেইরূপ প্রায়ণ ও উদয়নের কৰ্ম একরূপ হওয়ায় অগ্নিস্কোমেরও
 আদ্যন্ত পৃথক করিয়া বুঝা যায় না ।

ত্রয় ত্র্য্যচৎসর্গযুক্ত, সেই জন্মই [উহারা সমান]; এই উত্তর দিবে । ”

ষষ্ঠ খণ্ড

অগ্নিষ্টোম

অগ্নিষ্টোম সম্বন্ধে অষ্টাশ্রু কথা—“যো বা এষ.....এবং বেদ”

ঐ যিনি (অর্থাৎ যে আদিত্য) তাপ দেন, তিনিই অগ্নি-
ষ্টোম । ঐ [আদিত্য] দিনের সহিত বর্তমান ; অগ্নিষ্টোমও
এক দিনেই সমাপ্ত হয় ; ’ এই জন্ম উহাও দিনের সহিত
বর্তমান ।

যেমন প্রাতঃসবনে, তেমনই মাধ্যম্নদিনে, তেমনই তৃতীয়
সবনে, কোনরূপ ছরা না করিয়া সবনকর্ম অনুষ্ঠান করিবে ।
এইরূপ করিলেই যজমান অপমৃত্যুরহিত হয় । প্রথম দুই
সবনে ছরা না করিয়া কর্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে; সেই নিমিত্ত
পূর্বদিখর্তী গ্রামসমূহ বহুজনপূর্ণ হইয়া থাকে । আর তৃতীয়
সবনে [কালসংক্ষেপ হেতু] ছরা করিয়া কর্মানুষ্ঠান হয় ;
সেই নিমিত্ত পশ্চিমে দীর্ঘ অরণ্য হইয়া থাকে । যজমানও

(৩) প্রাতঃসবনের আরম্ভে ত্রিযুৎ স্তোমের আশ্রয় “উপায়ৈ গায়ত। নমঃ” ইত্যাদি স্তব্ধ
ঋকত্রয় যুক্ত । (পূর্বে দেখ) তৃতীয় সবনের শেষে একবিংশ স্তোমের আশ্রয় “বজ্রা বজ্রা বো
অয়রে” এই স্তব্ধের দুই প্রগাথও তিনটি করিয়া ঋক আছে । অন্তএব উত্তর স্তোমই ত্র্য্যচৎসর্গ-
যুক্ত । তিনটি ঋক একযোগে ত্র্য্যচ হয় ।

(১) অগ্নিষ্টোমের সবনত্রয় একদিনেই অগুপ্তিত হয় ।

ঐরূপ করিলে অপমৃত্যুযুক্ত হইবেন। সেই নিমিত্ত যেমন প্রাতঃসবনে, তেমনই মাধ্যম্নদিনে, তেমনই তৃতীয় সবনে ছরা না করিয়া কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। তাহা হইলে যজমান অপমৃত্যুরহিত হইবে।

সেই হোতা ঐ আদিত্যের অনুকরণ করিয়া শস্ত্রধায়া পর্য্যাবর্তন করিবেন। ঐ আদিত্য যখন প্রাতঃকালে উদিত হন, তখন মন্দ্র (অল্প) তাপ দেন ; সেই জন্ম মন্দ্র (অনুচ্চ) স্বরে প্রাতঃসবনে শস্ত্র পাঠ করিবে। আদিত্য যখন উপরে উঠেন, তখন খরতর তাপ দেন ; সেই জন্ম মাধ্যম্নদিনে উচ্চতর স্বরে শস্ত্র পাঠ করিবে। যখন আদিত্য আরও উপরে উঠেন, তখন খরতমভাবে তাপ দেন ; সেই জন্ম তৃতীয় সবনে উচ্চতম স্বরে শস্ত্র পাঠ করিবে। বাক্য যদি হোতার বশ হয়, তবে ঐরূপেই [উচ্চতমস্বরেই] শস্ত্র পাঠ করিবে। বাক্যই শস্ত্র। যাহাতে উত্তরোত্তর [উচ্চ] বাক্যদ্বারা [শস্ত্র-পাঠ] সমাপ্তির জন্ম উৎসাহ জন্মে, সেইরূপ বাক্যে [শস্ত্রপাঠ] আরম্ভ করিবে। তাহা হইলেই উহা সৰ্ব্বাপেক্ষা স্থপাঠিত হইবে।

এই যে [আদিত্য], ইনি কখনই অন্তর্মিত হন না, উদিতও হন না। তাঁহাকে যখন অন্তর্মিত মনে করা যায়, তখন তিনি সেই দেশে দিবসের অন্ত (সমাপ্তি) করিয়া তৎপরে আপনাকে বিপর্য্যস্ত করেন, [অর্থাৎ] সেই পূর্ব দেশে রাত্রি করেন ও পর দেশে দিবস করেন। আবার যখন তাঁহাকে প্রাতঃকালে উদিত মনে করা যায়, তখন তিনি রাত্রিরই সেখানে অন্ত (সমাপ্তি) করিয়া পরে আপনাকে বিপর্য্যস্ত

করেন, (অর্থাৎ) পূর্ব দেশে দিবস করেন ও পরদেশে রাত্রি করেন ।’

এই সেই আদিত্য কখনই অন্তর্মিত হন না । যে ইহা জানে, সেও কখন অন্তর্মিত হয় না, পরন্তু তাঁহার (আদিত্যের) সায়ুজ্য, সারূপ্য ও সালোক্য লাভ করে ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

ইষ্টিসমূহ

দেবগণ কর্তৃক যজ্ঞলাভ সম্বন্ধে আখ্যায়িকা বর্ণনা—“যজ্ঞো বৈ...ছন্দোভিঃ”

একদা যজ্ঞ ভক্ষ্য অন্ন সমেত দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন । দেবগণ বলিলেন, যজ্ঞ ভক্ষ্য অন্ন সমেত আমাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছেন, এই যজ্ঞের অনুসরণ করিয়া আমরা অন্নেরও অন্বেষণ করিব । তাঁহারা বলিলেন, কিরূপে অন্বেষণ করিব ? ব্রাহ্মণদ্বারা ও ছন্দোদ্বারা [অন্বেষণ] করিব । এই বলিয়া তাঁহারা [যজ্ঞমানরূপী]

(১) পৃথ্য প্রকৃতপক্ষে অন্ত বান না । একস্থানে রাত্রি হইলে অন্তর ভখন দিন হয়, ইহাই ভাঃপর্বা । যুগে ‘অবত্যাং’ ও ‘পরত্যাং’ আছে ; সারণ অর্থ করিয়াছেন—অবত্যাং অর্থাৎ দেশে রাত্রিবেশ হুহুতে পরত্যাং আগামিনি দেশে অহঃ হুহুতে । ভ্রঃঅংশে এই বৈজ্ঞানিক ভব বিশেষ আদিত্যের ।

ব্রাহ্মণকে ছন্দোদ্বারা দীক্ষিত করিয়াছিলেন ও তাঁহার [দীক্ষ-
গীয়েষ্টি] যজ্ঞকে সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন ;
অপিচ [দেব-] পত্নীগণেরও সংযাজ করিয়াছিলেন । সেই
হেতু এখনও দীক্ষণীয়া ইষ্টিতে যজ্ঞকে সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিস্তৃত
করা হয় ও [দেব-] পত্নীগণেরও সংযাজ করা হয় । [দেব-
গণকৃত] সেই কৰ্ম্মের অনুসরণ করিয়া [মনুষ্যেরাও]
তদ্রূপ করিয়া থাকে ।

তার পর তাঁহারা প্রায়ণীয় কৰ্ম্মের বিস্তার করিয়াছিলেন ;
প্রায়ণীয় কৰ্ম্ম দ্বারা তাঁহারা যজ্ঞকে অত্যন্ত নিকটে আনিয়া
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তাঁহারা অত্যন্ত দূরা করিয়া কৰ্ম্মসকল
সম্পাদন করিয়াছিলেন, ও সেই প্রায়ণীয় কৰ্ম্মকে শংযু
কৰ্ম্ম দ্বারা সমাপ্ত করিয়াছিলেন । সেইহেতু অদ্যাপি প্রায়ণীয়
শংযু কৰ্ম্মেই সমাপ্ত করা হয় । [দেবগণকৃত] কৰ্ম্মের অনু-
সরণ করিয়া [মনুষ্যেরাও] তদ্রূপ করিয়া থাকে ।

[তৎপরে] তাঁহারা আতিথ্য কৰ্ম্মের বিস্তার করিয়াছিলেন ;
আতিথ্য দ্বারা তাঁহারা যজ্ঞকে অত্যন্ত নিকটে আনিয়া তাহা
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তাঁহারা অত্যন্ত দূরা করিয়া কৰ্ম্ম-
সকল সম্পাদন করিয়াছিলেন, ও ইড়াকৰ্ম্মে [আতিথ্যকে]
সমাপ্ত করিয়াছিলেন । ° সেইহেতু অদ্যাপি আতিথ্য কৰ্ম্ম
ইড়া দ্বারা সমাপ্ত করা হয় । [দেবগণকৃত] কৰ্ম্মের অনুসরণ
করিয়া [মনুষ্যেরাও] তদ্রূপ করিয়া থাকে ।

(৭) প্রায়ণীয়েষ্টিতে পত্নীসংযাজ পর্য্যন্ত না বাইয়া শংযুক অনুষ্ঠানেই উহা শেষ করা হয় ।
পূর্বে ৪০ পৃষ্ঠ দেখ ।

(৩) আতিথ্যকৰ্ম্ম ইড়াকৃত হয় । ৬৭ পৃষ্ঠ দেখ ।

[তৎপরে] তাঁহারা উপসং-সমূহের বিস্তার করিয়াছিলেন ; উপসংসকল দ্বারা সেই যজ্ঞকে অত্যন্ত নিকটে আনিয়া অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তাঁহারা অত্যন্ত দ্বারা করিয়া কৰ্ম্মসকল সম্পাদন করিয়াছিলেন । তাঁহারা তিনটি সামিধেনী পাঠ করিয়া তিন দেবতার যাগ করিয়াছিলেন ;^১ সেইহেতু অত্য়াপি উপসংসমূহে তিনটি সামিধেনী পাঠ করিয়া তিন দেবতার যাগ করা হয় । [দেবগণ-কৃত] কৰ্ম্মের অনুসরণ করিয়া [মনুষ্যেরাও] তদ্রূপ করিয়া থাকে ।

[তৎপরে] তাঁহারা উপবস^২ কৰ্ম্ম বিস্তার করিয়াছিলেন । উপবসথ্য দিনে তাঁহারা পশুকৰ্ম্ম পাইয়াছিলেন ; তাহা পাইয়া তাঁহারা যজ্ঞকে সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন, অপিচ [দেব-] পত্নীগণেরও সংযাজ করিয়াছিলেন । সেইহেতু অত্য়াপি উপবসথে যজ্ঞকে সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিস্তৃত করা হয় ও [দেব-] পত্নীগণেরও সংযাজ করা হয় ।

সেইহেতু ঐ পূর্ববর্তী কৰ্ম্ম সকলে হোতা ক্রমশঃ নীচতর স্বরে অনুবচন পাঠ করিবেন ।

এইরূপে উত্তরোত্তর সারবান্ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবগণ সেই যজ্ঞকে পাইয়াছিলেন ; সেইজন্য উপবসথে যত [উচ্চ স্বরে] ইচ্ছা করিবে, তেমনি [স্বরে] অনুবচন পাঠ করিবে । তাহা হইলে সেই সোমযাগ প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

সেই যজ্ঞকে পাইয়া দেবগণ বলিলেন, [অহে যজ্ঞ], তুমি

(১) উপসংসের উদ্দিষ্ট দেবতাত্রয় অগ্নি সোম ও বিষ্ণু ; পূর্বে ১০ পৃষ্ঠ দেখ ।

(২) উপবসথ্য দিবসে অনুষ্ঠিত অগ্নি ও সোমের উদ্দিষ্ট পশুকৰ্ম্ম ।

আমাদের ভক্ষণীয় অন্নের জন্য অবস্থান কর। যজ্ঞ বলিলেন, না, কেন আমি তোমাদের জন্য অবস্থান করিব? এই বলিয়া যজ্ঞ দেবগণের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন, ব্রাহ্মণদ্বারা ও ছন্দোদ্বারা সংযুক্ত হইয়া তুমি ভক্ষণীয় অন্নের জন্য অবস্থিতি কর। [যজ্ঞ বলিলেন] তাহাই হইবে। সেইহেতু অত্যাপি যজ্ঞ ব্রাহ্মণদ্বারা ও ছন্দোদ্বারা সংযুক্ত হইয়া দেবগণের নিকট হব্য বহন করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

যজ্ঞে বর্জ্যনীয় ঋত্বিক্

যজ্ঞে বর্জ্যনীয় ঋত্বিকের উল্লেখ যথা—“ত্ৰীণি হ বৈ ...জপেদেবেতি”

যজ্ঞে ত্রিবিধ [দোষ] ঘটিতে পারে, যথা জঙ্ঘ (ভক্ষিতাবশিষ্ট), গীর্ণ (উদরগত) ও বাস্ত (উদরনির্গত)। [যজমান] হয় ত আমাকে কিছু [ধন] দিবে অথবা আমাকে [ঋত্বিক পদে] বরণ করিবে, এইরূপে যে কামনা করে, তাহার দ্বারা ঋত্বিকের কৰ্ম করাইলে যে [দোষ] ঘটে, তাহাই জঙ্ঘ। জঙ্ঘ (উচ্ছিষ্ট) দ্রব্যের মত তাহা যজ্ঞে নিকৃষ্ট [দোষ]; তাহা যজমানকে রক্ষা করিতে পারে না। এই [ব্রাহ্মণ] আমার ক্ষতি না করুক অথবা আমার যজ্ঞে বিঘ্ন না করুক, এইরূপ ভয় করিয়া কাহারও দ্বারা ঋত্বিকের কৰ্ম করাইলে যে [দোষ] ঘটে, তাহাই গীর্ণ। গীর্ণ (উদরগত) দ্রব্যের মত তাহা যজ্ঞে নিকৃষ্ট [দোষ]; তাহা যজমানকে রক্ষা করিতে পারে না। [পাতিত্য

তৎপাৎ] নিন্দিত লোক দ্বারা ঋত্বিকের কৰ্ম্ম করাইলে যে [দোষ] টে, তাহাই বাস্তব । মনুষ্যেরা যেমন বাস্তব (উদগীর্ণ) দ্রব্যকে ঘৃণা করে, দেবগণ সেইরূপ সেই দোষকে ঘৃণা করেন । সেই জন্ত বাস্তব দ্রব্যের মত উহা নিকৃষ্ট [দোষ] ; উহা যজমানকে রক্ষা করিতে পারে না । যজমান এই ত্রিবিধ ব্যক্তির [ঋত্বিক কৰ্ম্মে] অপেক্ষা করিবে না ।

যদি না বুঝিয়া এই তিনের মধ্যে এককেও [ঋত্বিক পদে] নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে বামদেবদৃষ্ট স্তোত্রে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় । এই বামদেবদৃষ্ট স্তোত্রই যজমানলোক (ভুলোক), অমৃতলোক ও স্বর্গলোকের স্বরূপ । সেই বামদেব্য স্যামের [অন্তর্গত তৃতীয় মন্ত্রে] তিনটি অক্ষরের ন্যূনতা আছে । ঐ স্তোত্র আরম্ভ করিয়া আত্মবাচক “পুরুষ” এই শব্দটিকে তিনভাগ করিয়া [ঐ মন্ত্রের তিন চরণের অন্তে] প্রক্ষেপ করিবে । [এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিলে] সেই যজমান এই যজমানলোকে, এই অমৃতলোকে, এই স্বর্গলোকে, এই লোকসকলে আত্মাকে স্থাপিত করিতে পায় এবং সমস্ত

(১) তাৎপর্য এই যে, যে ব্যক্তি ধনলোভে আপনা হইতে ঋত্বিক হইতে চাহে, অথবা যে ব্যক্তিকে ঋত্বিকের কার্য না দিলে সে যজমানের অনিষ্ট করিবে এই ভয় থাকে, অথবা যে ব্যক্তি পাতিত্যাদি দোষে সমাজে নিন্দিত, সেজন্য ব্রাহ্মণকে ঋত্বিক করিবে না ।

(২) “করানশ্চিত্র আভুবৎ” (৪।৩।১-৭) ইত্যাদি তিনটি শব্দ হইতে উৎপন্ন সাম প্রায়শ্চিত্তার্থ গীত হয় । ঐ মন্ত্রের ঋষি বামদেব (সামসংহিতা ২।৩২-৩৪) ।

(৩) বামদেবাস্তোত্রে তিনটি অশ্লষ্টপু হ্রস্বের শব্দ আছে । কিন্তু “অতীতু গঃ সখীনাং-বিভা জরিভূগাঃ । শতং ভবাহ্যতিভিঃ ।” এই তৃতীয় ঋকের প্রত্যেক চরণে আটটির পরিবর্তে সাতটি অক্ষর থাকায় মোটের উপর উহাতে তিনটি অক্ষর কম হইল । ঐ সংখ্যাপূরণের জন্ত “পু—ক—ব” এই তিন অক্ষর তিন চরণে প্রক্ষেপ করিয়া পান করা হয় । যথা “অতীতু গঃ সখীনাং পু, বিভা জরিভূগাঃ ক, শতং ভবাহ্যতিভিঃ বঃ” ।

দোষযুক্ত যজ্ঞকে অতিক্রম করে। [এমন কি] ঋত্বিকেরা যদি সমৃদ্ধ (সর্বদোষরহিত) হয়েন, তাহা হইলেও [ঐ তিন অক্ষর স্তোত্রমধ্যে বসাইয়া] জপ করিবে, এরূপও বলা হয় ।

দেবিকাহতি

দেবিকানারী স্রীদেবীগণের উদ্দেশে আহতি বিধান কথা—“হুংস্বাসি..... দেবিকানাম্”

ছন্দোগগ দেবগণের উদ্দেশে হব্য বহন করিয়া প্রাস্ত হইয়া যজ্ঞের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করেন। অথ অথবা অথতর^১ যেমন [ভার] বহন করিয়া [প্রাস্ত হইয়া] অবস্থান করে, ইহাও সেইরূপ। মিত্র ও বরুণের উদ্দিষ্ট পশুপুরোডাশ দানের পর সেই ছন্দোগগের উদ্দেশে দেবিকা (তন্মামক) হব্যের আহতি দিবে।^২

ধাতাকে ছাদশ কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ দিবে ; যিনি ধাতা, তিনিই বঘট্কার। অনুমতিকে চরু দিবে ; যিনি অনুমতি, তিনিই গায়ত্রী। রাকাকে চরু দিবে ; যিনি রাকা, তিনিই ত্রিষ্টুপ্। সিনীবালীকে চরু দিবে ; যিনি সিনীবালী,

(১) গর্ভভাবসাহচর্যেণ জাতঃ অবতরঃ (সায়ণ)।

(২) সৌম্যবাসের অবসানে অনুব্রত্যা নামক পশুবক অনুষ্ঠান হয়। তৎকালে স্রীদেবীগণকে পুরোডাশ দেওয়া হয়।

তিনিই জগতী। কুহুকে চরু দিবে; যিনি কুহু, তিনিই অমুক্তপু।

এই যে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ, জগতী, অমুক্তপু, ইহারাই সকল ছন্দের স্বরূপ। অন্য সকলে ইহাদের অনুবর্তী। যজ্ঞে ইহাদেরই প্রচুর প্রয়োগ হয়। যে ইহা জানে, সে এই সকল ছন্দোদ্বারা যাগ করিলে তাহার সকল ছন্দোদ্বারাই যাগ করা হয়।^১ [সোমযাগ] অন্নযুক্ত ও হ্রস্বসম্পাদিত হইলে [যজমানকে] স্রুধাতে (অমৃতে) স্থাপিত করে, এই যে বলা হয়, ছন্দোগণই [সেই বাক্যের লক্ষ্য]। ছন্দেরাই যজমানকে স্রুধাতে স্থাপিত করে। যে ইহা জানে, সে ধ্যানের অতীত লোক জয় করে।

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, সকল [অনুমত্যাাদি] স্ত্রী-দেবতা-গণের পূর্বেই [পুরুষ-দেবতা] ধাতাকে আজ্য দ্বারা যজন করিবে। তাহা হইলে এই [স্ত্রী-দেবতাগণকে] মিথুন (পুরুষ-যুক্ত) করা হইবে। এ বিষয়ে অন্তে আবার বলেন, যদি একই দিনে একই ঋক্মন্ত্রধর (যাজ্ঞা ও পুরোমুবাচ্য) দ্বারা [ধাতার ও পরবর্তী দেবতাদিগের] যজন করা যায়, তাহা হইলে যজ্ঞে আলস্য করা হয়।^২ [উক্ত প্রথম উক্তির সমর্থনে বলা হয়] যদিও এস্থলে (সমাজে) [এক পুরুষের] বহু পত্নী থাকে, তথাপি সেই এক পতিই তাহাদের সকলকেই

(৩) পূর্বে দেখ।

(৪) ধাতার উদ্দেশে অনুবাক্য মন্ত্র—ধাতা দদাতু দাণ্ডবে প্রাণীং জীবাভূমকিতাব। বয়ং দেবস্য ধীমহি হ্রস্বতিং বাজিনীবতঃ । (অথর্বসং ৭।১৭।২)

বাক্যামন্ত্র—ধাতা প্রজানামুত্তরার ঈশে ধাতেনং বিবং ভুবনং জজান। ধাতা কৃত্তীরনিবিশাতি-চষ্টে ধাত ইচ্ছব্যং ব্রতবজ্জুহোতা । (আশ্ব. শ্রো. ২. ৬।১৪।১৬)

মিথুন (পুরুষযুক্ত) করিয়া থাকে ; এইজন্য স্ত্রী-দেবতার পূর্বেই যে ধাতার যজন হয়, তাহাতে তাঁহাদের সকলকেই মিথুন করা হয় ।

[অনুমত্যাदि] দেবিকাদিগের কথা এই পর্য্যন্ত ।

চতুর্থ খণ্ড

দেবীগণের কথা

দেবিকাগণের হব্যবিধানানন্তর দেবীগণের উদ্দেশে হব্যপ্রদানের বিধান কথা—“অথ দেবীনাং...আম্নঃ”

অনন্তর দেবীগণের কথা । সূর্য্যের উদ্দেশে এক কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ দিবে ; যিনি সূর্য্য, তিনি ধাতা, তিনিই আবার বষট্কার । দ্যৌঃ দেবতাকে চরু দিবে ; যিনি দ্যৌঃ, তিনি অনুমতি, তিনিই আবার গায়ত্রী । ঊষাকে চরু দিবে ; যিনি ঊষা, তিনি রাকা, তিনিই আবার ত্রিষ্টুপ্ । গো-দেবতাকে (গাভীকে) চরু দিবে ; যিনি গো, তিনি সিনীবালী, তিনিই আবার জগতী । পৃথিবীকে চরু দিবে ; যিনি পৃথিবী, তিনি কুহু, তিনিই আবার অনুষ্টুপ্ । এই গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, ও অনুষ্টুপ্, ইহারাই সকল ছন্দের স্বরূপ । অথ ছন্দেই ইহাদেরই অনুবর্তী ; কেননা যজ্ঞে ইহাদেরই প্রচুর প্রয়োগ হয় । যে ইহা জানে, সে এই কয়েকটি ছন্দে যাগ করিলে তাহার সকল ছন্দেই যাগ করা হয় । [সোমযাগ] অন্নযুক্ত ও অসম্পাদিত হইলে [যজমানকে] অধাতে স্থাপিত

করে, এই যে বলা হয়, সেই বাক্যের লক্ষ্য ছন্দোগণ ;
ছন্দোরাই সেই যজমানকে সুধাতে স্থাপিত করে। যে ইহা
জানে, সে ধ্যানের অতীত লোক জয় করে।

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, এই সকল দেবীর পূর্ব্বেই
সূর্য্যকে আজ্য দ্বারা যজন করিবে। তাহাতে এই সকল
দেবীকে মিথুন (পুরুষযুক্ত) করা হইবে। আবার অন্তে বলেন,
একই দিনে, একই মন্ত্রদ্বয় দ্বারা যদি বাগ করা যায়, তাহা
হইলে যজ্ঞে আলস্য করা হয়। [ঐ প্রথমোক্তির সমর্থনে
বক্তব্য] যদিও এস্থলে (সমাজে) [এক পুরুষের] বহু পত্নী
থাকে, তথাপি সেই [একমাত্র] পতিই তাহাদের সকলকে
মিথুন (পুরুষযুক্ত) করে ; সেইজন্য ইহাদের পূর্ব্বে যে সূর্য্যকে
যজন করা হয়, তাহাতেই তাহাদের সকলকে মিথুন করা হয়।

এই যে দেবীসকল, তাঁহারাি ঐ [পূর্ব্বোক্ত] দেবিকা-
গণের স্বরূপ; এবং ঐ যে দেবিকা সকল, তাঁহারাও এই দেবী-
গণের স্বরূপ। সেইজন্য এই উভয় (দেবিকা ও দেবী) দেব-
তার [সাহায্যে] যে কামনা লাভ করা যায়, তাহা [উভয়ের
মধ্যে] অশ্রুতরের [সাহায্যেই] লব্ধ হইয়া থাকে। [তবে] যে
ব্যক্তি প্রজোৎপাদন কামনা করে, সে উভয়ের উদ্দেশ্যেই হব্য
দান করিবে। কিন্তু যে [ধনের] অন্বেষণ করে, তাহার পক্ষে
সে রূপ করিবে না। যদি [ধনের] অন্বেষণকারীর পক্ষে
উভয়ের উদ্দেশ্যে হব্য দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেবগণ তাহার
ধনে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, কেননা সেই ব্যক্তি কেবল
আপনার স্বার্থই চিন্তা করিয়াছে।

গোপালের পুত্র শুচিব্রহ্ম (তন্মামক ঋষিক্) অভিপ্রতা-

স্বীয় পুত্র বৃদ্ধহ্যমের (তন্মামক যজমানের) পক্ষে সেই উভয়ের (দেবীগণের ও দেবিকাগণের) উদ্দেশে যজ্ঞে হব্য দান করিয়াছিলেন । তাঁহার পুত্র রথগৃৎসকে [জলে] অবগাহন করিতে দেখিয়া শুচিবৃক্ষ বলিয়াছিলেন, আমি এই রাজহ্যের (ক্ষত্রিয়ের) পক্ষ হইয়া এইরূপে দেবিকাগণ ও দেবীগণ উভয়কে যজ্ঞে সম্যকরূপে তৃপ্ত করিয়াছিলাম, তজ্জন্যই [অশ্রু] ইহার এই [পুত্র] রথগৃৎস এইরূপে অবগাহন করিতেছে । [তিনি তদ্ব্যতীত] আরও চৌষট্টিজন সর্বদা-কবচধারী লোক দেখিয়াছিলেন । তাহারাও সেই রাজহ্যের পুত্র ও পৌত্র ।

পঞ্চম খণ্ড

উক্তা ক্রতু

জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের সাতটি সংস্থা—অগ্নিষ্টোম, অত্যাগ্নিষ্টোম, উক্তা, বোড়নী, ষাজপের, অতিরাত্র, অগ্ন্যেধ্যম । তন্মধ্যে অগ্নিষ্টোমে হোতার কর্তব্য বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইল । তৎপরে উক্তা, বোড়নী ও অতিরাত্রের বিষয়ও বর্ণিত হইবে । এক্ষণে উক্তার সম্বন্ধে বর্ণনা হইতেছে যথা—“অগ্নিষ্টোমং বৈ...অথেন”

দেবগণ অগ্নিষ্টোমের ও অহুরগণ উক্তাসমূহের আশ্রয় লইয়াছিলেন । তাঁহারা [উভয়ে] সমানবীর্য্যই হইলেন । দেবগণ অহুরদিগকে হঠাইতে পারেন নাই । ঋষিদের মধ্যে ভরদ্বাজ তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, এই অহুরগণ উক্তাসমূহের আশ্রয় করিয়াছে, ইহাদের (দেবগণের) মধ্যে কেহই তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছে না । এই বলিয়া তিনি

“এহ্মা য় ত্রবাণি তেহ্ম ইথেতরা গিরঃ”—^১ অহে অগ্নি, তুমি আইস, তোমার শোভন কার্য আমি কহিব, তত্ত্বিন্ন অগ্ন্য বাক্য এইরূপে [কহিব]—এই মন্ত্রে অগ্নিকে উচ্চে আহ্বান করিয়াছিলেন। ঐ মন্ত্রে “ইতরা গিরঃ”—অগ্ন্য বাক্য—অম্বর-গণের বাক্য।

সেই অগ্নি তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এই বৃদ্ধ দীর্ঘ পলিত [ঋষি] আমাকে কি বলিতে চাহেন ?

ভরদ্বাজই কৃশ দীর্ঘ ও পলিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, এই অম্বরেরা উক্থসমূহের আশ্রয় লইয়াছে; তাহাদিগকে তোমাদের কেহই দেখিতে পাইতেছ না। তখন অগ্নি অশ্ব হইয়া সেই অম্বরদিগের অভিমুখে দৌড়িয়াছিলেন। অগ্নি যে অশ্ব হইয়া তাহাদের অভিমুখে দৌড়িয়াছিলেন, সেইহেতু ঐ [পূর্বোক্ত] মন্ত্র সাকমশ্ব নামক সামে পরিণত হইল। ইহাই সাকমশ্বের সাকমশ্ব।

সেই জন্ত বলা হয়, সাকমশ্ব দ্বারা উক্থসকলের প্রণয়ন করিবে। যাহা সাকমশ্ব হইতে ভিন্ন নামে প্রণীত হয়, সেই সকল উক্থ যেন অপ্রণীতই থাকে।^২

প্রমংহিতীয় সাম দ্বারাও প্রণয়ন করিবে, ইহাও বলা হয়। কেননা দেবগণ প্রমংহিতীয় সাম দ্বারাও অম্বরদিগকে উক্থসমূহ হইতে নিরাকৃত করিয়াছিলেন।^৩

(১) ৩।৩৩।১৩।

(২) “এহ্মা য় ত্রবাণি তে” ইত্যাদি বৃদ্ধ হইতে উৎপন্ন সামের নাম সাকমশ্ব সাম। (সামসং ২।৫৫)

‘অম্বর অবাকারো ভূম্বা ভৈরবরৈঃ সাকঃ বৃদ্ধঃ কৃদ্ধা জিতগান্ তন্মাদস্য সামঃ সাকমশ্বমিতি নাম সম্প্রদায়’ (সাম)।

(৩) ‘প্রমংহিতীয় সামত’ (১।১০৩৮) ইত্যাদি মন্ত্র হইতে উৎপন্ন সামের নাম প্রমংহিতীয় সাম। (সামসং ২।২২৮।)

সেই জন্ম বলা হয়, প্রমংহিষ্ঠীয় দ্বারা অথবা সাকমশ্ব দ্বারা
[উক্থসমূহ] প্রণয়ন করিবে ।

যষ্ঠ খণ্ড

উক্থ্য ক্রতু

উক্থ্য ক্রতু অগ্নিষ্টোমেরই বিকৃতি । অগ্নিষ্টোমের সকল অন্তর্ধানই ইহাতে
বিহিত । কয়েক স্থলে অল্প বিভেদ আছে মাত্র । অগ্নিষ্টোমে সবনক্রয়ে শত্ৰু-
সংখ্যা বারটি ; উক্থ্যে সবনক্রয়ে শত্ৰুসংখ্যা পোনেরটি । এই যজ্ঞে অগ্নিষ্টোমে
বিহিত শত্ৰুসমূহের যথাবিধি পাঠ করিয়া তৃতীয় সবনে তিনটি অতিরিক্ত শত্ৰুর
পাঠ করিতে হয় । মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছসী ও অচ্ছাবাক যথাক্রমে এই
তিন শত্ৰু পাঠ করেন । উক্ত শত্ৰুক্রয়ে স্তব্ধবিধান যথা—“তে বা অশ্বরা...
য এবং বেদ” ।

সেই অশ্বরেরা মৈত্রাবরুণের উক্থ (শত্ৰু) আশ্রয় করিয়া-
ছিল । সেই ইন্দ্র [অন্য দেবগণকে] বলিলেন, [তোমাদের
মধ্যে] কে আমার সহিত আসিয়া এই অশ্বরদিগকে এখান
হইতে নিরাকৃত করিবে ? বরুণ বলিলেন, আমি করিব । সেই-
জন্ম মৈত্রাবরুণ (তন্মামক ঋত্বিক্) ইন্দ্র-বরুণ-দৈবত সূক্ত তৃতীয়
সবনে পাঠ করেন । তদ্বারা ইন্দ্র ও বরুণ অশ্বরদিগকে
সেখান হইতে নিরাকৃত করিয়া থাকেন ।

সেখান হইতে নিরাকৃত হইয়া অশ্বরেরা ব্রাহ্মণাচ্ছসীর
উক্থ আশ্রয় করিয়াছিল । সেই ইন্দ্র বলিলেন, কে আমার
সহিত আসিয়া ইহাদিগকে এখান হইতে নিরাকৃত করিবে ?

বৃহস্পতি বলিলেন, আমি করিব। সেইজন্য ব্রাহ্মণাচ্ছংসী তৃতীয় সর্বনে ইন্দ্র-বৃহস্পতি-দৈবত সূক্ত পাঠ করেন।^১ তদ্বারা ইন্দ্র ও বৃহস্পতি তাহাদিগকে সেখান হইতে নিরাকৃত করিয়া থাকেন।

সেখান হইতে নিরাকৃত হইয়া অশ্বরেরা অচ্ছাবাকের শস্ত্র আশ্রয় করিয়াছিল। সেই ইন্দ্র বলিলেন, কে আমার সহিত আসিয়া ইহাদিগকে এখান হইতে নিরাকৃত করিবে? বিষ্ণু বলিলেন, আমি করিব। সেইজন্য অচ্ছাবাক তৃতীয় সর্বনে ইন্দ্র-বিষ্ণু-দৈবত সূক্ত পাঠ করেন।^২ তদ্বারা ইন্দ্র ও বিষ্ণু তাহাদিগকে সেখান হইতে নিরাকৃত করিয়া থাকেন।

[এইরূপে উক্ত শস্ত্রদ্বয়ে] ইন্দ্রের সহিত বৃন্দ (যুক্ত) হইয়া ঐ [বরুণ, বৃহস্পতি ও বিষ্ণু] দেবতার প্রশংসিত হয়েন। বৃন্দই মিথুনস্বরূপ; সেইজন্য বৃন্দ হইতে মিথুন উৎপন্ন হয় ও [যজ্ঞমানের] প্রজোৎপত্তি ঘটে। যে ইহা জানে, সে প্রজা দ্বারা ও পশু দ্বারা [বর্জিত হইয়া] উৎপন্ন হয়।

পোতার এবং নেষ্ঠীর পক্ষে চারিটি ঋতুযাজ মন্ত্র ও ছয়টি [বাজ্য] ঋক্ বিহিত।^৩ এইরূপে উহা দশসংখ্যামুক্ত হইয়া বিরাটের স্বরূপ হয়। এতদ্বারা যজ্ঞকে দশিনী (দশাঙ্গরা) বিরাটেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

(১) “উনকতো ন বয়ো বক্ষমাণাঃ” ইত্যাদি দশম বওলের ৩৮ পৃষ্ঠ এবং “অচ্ছা ন ইন্দ্র-বরুণঃ” ইত্যাদি দশম বওলের ৪০ পৃষ্ঠ। দেবতা বাক্সে বৃহস্পতি ও ইন্দ্র।

(২) “সং বাঃ কর্ণবা সন্নিবা হিনোমি” ইত্যাদি দশম বওলের ৬১ পৃষ্ঠ। দেবতা ইন্দ্র ও বিষ্ণু।

(৩) পোতাকে (ভরাবক কবিককে) দ্বিতীয় ও অষ্টম ঋতুযাজ মন্ত্র ও নেষ্ঠীকে তৃতীয় ও দ্বাদশ ঋতুযাজ মন্ত্র পাঠ করিতে হয় (১২৭ পৃষ্ঠ পাবটীকা দেখ)। তদ্বারা উৎখাতমুক্ত উক্ত শস্ত্রদ্বয়ের প্রত্যেক শস্ত্র তাহাদিগকে একটি করিয়া বাজ্যায় পাঠ করিতে হয়। চারিটি ঋতুযাজ ও ছয়টি বাজ্য একযোগে বর্ণ হইয়া। বিরাটের দশসংখ্যা বর্ণ।

চতুর্থ পঞ্চিক

ষোড়শ অধ্যায়.

—*—

প্রথম খণ্ড

ষোড়শী ক্রতু

জ্যোতিষোক্তেদ উক্ত্য ক্রতুর বিষয় বলা হইল, এক্ষণে ষোড়শী ক্রতুর বিষয় বলা হইবে। তদ্বিষয়ে বিশেষবিধি ষোড়শী শস্ত্রের পাঠ যথা—“দেবা বৈ..... এবং বেদ”।

দেবগণ পুরাকালে প্রথম দিনে [সোমপ্রয়োগ দ্বারা] ইন্দ্রের জন্ম বজ্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় দিনে সেই বজ্রকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তৃতীয় দিনে [ইন্দ্রকে] বজ্র প্রদান করিয়াছিলেন ; চতুর্থ দিনে ইন্দ্র তাহা [শত্রু-প্রতি] নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেইজন্ম চতুর্থ দিবসে ষোড়শী শস্ত্র পাঠ করা হয়।^১ এই যে ষোড়শী শস্ত্র, ইহা বজ্রস্বরূপ। চতুর্থ দিবসে যে ষোড়শীর পাঠ হয়, ইহাতে ধ্বংসকারী শত্রুর প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করা হয়। যে ব্যক্তি [এই যজ্ঞমানের] হস্তব্য, ইহাতে তাহার হত্যা ঘটে। ষোড়শী বজ্র-

(১) “অসাবি সোম ইন্দ্র তে” (১৮৪১) ইত্যাদি বহু ষোড়শী শস্ত্রে পঠিত হয়। হয়তঃ বাপী হইলে চতুর্থ দিবসে সোমপ্রয়োগে ষোড়শী শস্ত্র পঠিতব্য।

স্বরূপ, আর উক্ত সকল পশুস্বরূপ ; সেইজন্য উক্তসকলের উপরে স্থাপন করিয়া ঘোড়শী পাঠিত হয় ।'

উক্তসকলের উপরে স্থাপন করিয়া ঘোড়শী পাঠ করা হয়, তাহাতে বজ্রস্বরূপ ঘোড়শী দ্বারা পশুগণকে নিয়মিত করা হয় । সেই হেতু পশুগণও বজ্রস্বরূপ ঘোড়শী দ্বারাই নিয়মিত হইয়া মনুষ্যগণের নিকট উপস্থিত হয় । সেই হেতু অশ্ব মনুষ্য গরু বা হস্তী নিয়মিত হইলে আপনা হইতে বাক্যদ্বারা আহ্বান মাত্রেই নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয় । বজ্ররূপ ঘোড়শী দেখিলেই তাহারা ঘোড়শী দ্বারা নিয়মিত হয়, কেননা বাক্যই বজ্র ও বাক্যই ঘোড়শী ।

এ বিষয়ে ব্রহ্মবাদীরা প্রশ্ন করেন, ঘোড়শীর ঘোড়শিত্ব কি ? [উত্তর] ইহা স্তোত্রসমূহের মধ্যে ঘোড়শ, শস্ত্রসমূহের মধ্যে ঘোড়শ, বোল অঙ্করে (অনুষ্ঠানের পূর্বার্কে) ইহার আরম্ভ হয়, বোল অঙ্করের (অনুষ্ঠানের উত্তরার্কপাঠের) পর প্রণব উচ্চারিত হয়, ইহাতে ঘোড়শপদযুক্ত নিবিৎ স্থাপিত হয়, ইহাই ঘোড়শীর ঘোড়শিত্ব ।' ঘোড়শী অনুষ্ঠুপ্ ছন্দ প্রাপ্ত হইলেও উহাতে দুইটি অঙ্কর অতিরিক্ত থাকে ।' বাগ্‌দেবতার দুইটি স্তন ;

(২) উক্তাক্রমে অগ্নিষ্টোমবিহিত দ্বাদশ শব্দের অতিরিক্ত তিনটি শব্দ তৃতীয় সর্বনে পাঠিত হয় (পূর্বে দেখ) ; ঘোড়শীতে সেই তিনটির গয়ে ঘোড়শী শব্দ পাঠ করা হয় ।

(৩) অগ্নিষ্টোমে বারটি শব্দ, উক্তো শোনেরটি, ঘোড়শীতে আরও একটি শব্দ বিহিত ; এইটি ঘোড়শ শব্দ । এই বাগে ঘোড়শ গ্রহ হইতে সোমাহতি হয় এবং তৎকালে ঐ ঘোড়শ শব্দ পাঠিত ও ঘোড়শ স্তোত্র গীত হয় । বোলটি গ্রহ, বোলটি স্তোত্র, বোলটি শব্দ আছে বলিয়া উহার নাম ঘোড়শী (ঘোড়শবৃত্ত) ক্রতু । ঘোড়শ শব্দের অন্তর্গত “কিং চান্ত সন্ম জরিতঃ” ইত্যাদি নিবিদেরও বোলটি পদ ।

(৪) “অসাবি সোম ইন্দ্র তে” (১৮৪১-৬) ইত্যাদি ছয়টি অনুষ্ঠুপ্ ছন্দের মন্ত্র লইয়া

সত্য ও অনৃত ঐ দুইটি স্তন । যে তাহা জানে, সত্য তাহাকে রক্ষা করে ও অনৃত তাহাকে হিংসা করে না ।

দ্বিতীয় খণ্ড

ষোড়শী শস্ত্র

ষোড়শী শস্ত্রে বিহিত সাম যথা—“গৌরিবীতং.....স্তুবতে”

তেজস্কামী ও ব্রহ্মবর্চসকামী [যজমান] গৌরিবীত মন্ত্রকে ‘ষোড়শী সাম করিবে । গৌরিবীত মন্ত্রই তেজ ও ব্রহ্মবর্চস । যে ইহা জানিয়া গৌরিবীত মন্ত্রকে ষোড়শী সাম করে, সে তেজস্বী ও ব্রহ্মবর্চসসম্পন্ন হয় ।

কেহ কেহ বলেন, নানদ^১ মন্ত্রকেই ষোড়শী সাম করিবে । একদা ইন্দ্র বৃত্তের প্রতি বজ্র উত্তত করিয়া প্রহার করিয়াছিলেন । আহত হইয়া বৃত্র উচ্চ নাদ (শব্দ) করিয়াছিল । সেই উচ্চ নাদ হইতে নানদ সাম হইয়াছিল । ইহাই নানদের নানদস্থ । এই যে নানদ সাম, ইহা শক্রহীন ও

ষোড়শী শস্ত্রের আরম্ভ । অমৃষ্টুভের অক্ষর সংখ্যাও বোলর দুই গুণ । কাজেই অমৃষ্টুভের সহিত এই বাগের বিশেষ সম্বন্ধ । ষোড়শী শস্ত্রে বিহিত ও অবিহিত দুইরূপ পাঠ আছে । অবিহিত পাঠে ঐ মন্ত্র । বিহিত পাঠের মন্ত্র আশ্বলায়ন দিয়াছেন (৬।৩।১) ; তাহার প্রথম মন্ত্রের প্রথমার্ধে বোল অক্ষর, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে আঠার অক্ষর । যথা—“ইন্দ্র জুবধ প্রবহায়াহি শূর হরী ইহ । পিবা হতস্ত মতির্ন মধ্বশ্চকানশ্চাকর্মদায় ॥” দ্বিতীয় চরণের অতিরিক্ত অক্ষরদ্বয় বাগ্‌দেবতার স্তনের সহিত উপমিত হইল ।

(১) গৌরিবীত ঋষি দৃষ্ট “অভি প্র গোপতিং গিরা” (৮।৬২।৪) মন্ত্র হইতে উৎপন্ন সামের নাম গৌরিবীত সাম । ষোড়শী বাগে উহাই ষোড়শী স্তোত্রমধ্যে গীত হয় ।

(২) “প্রত্যমৈ পিপীবতে” (সাম-সং ২।৬।৩২।১-৪) ইত্যাদি মন্ত্রে নানদ সাম উৎপন্ন ।

শত্রুঘাতী। যে ইহা জানিয়া নানদকে ঘোড়শী সাম করে, সে শত্রুহীন ও শত্রুঘাতী হয়।

যদি নানদকে সাম করা হয়, তাহা হইলে ঘোড়শী শস্ত্র অবিহত ভাবে ° পাঠ করিবে ; কেননা [উদগাতারাও] অবিহত করিয়াই ঘোড়শী স্তোত্র [গান] করেন। আর যদি গৌরীবীতকে সাম করা হয়, তাহা হইলে ঘোড়শী শস্ত্র বিহতভাবে পাঠ করিবে ; কেননা [উদগাতারাও] বিহত করিয়াই ঐ স্তোত্র [গান] করেন।

তৃতীয় খণ্ড

ঘোড়শী শস্ত্র

সামগানকালে ‘বিহতি’-সম্পাদন যথা—“অথাৎ:...এবং বেদ”

অনন্তর ঐ [গৌরীবীত-সাম-গান-] কালে “আ ত্বা বহন্ত হরয়ঃ” ইত্যাদি [তিনটি] গায়ত্রী ও “উপো যু শৃণুহী গিরঃ” ইত্যাদি [তিনটি] পঙক্তি পরস্পর মিশাইবে। ° পুরুষ

(৩) যে সকল ঋক্ মন্ত্রে সাম উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে একের চরণ অন্তের চরণের সহিত যোগ করিয়া গান করিলে উহাকে বিহত করা হয়। ঐরূপ না করিলে অবিহত ভাবে গান হয়। নিম্নে পরখণ্ডে দেখ।

(১) ১।১৬।১-৩। (২) ১।৮২।১,৩,৪।

(৩) এক ছন্দের এক চরণের সহিত অন্য ছন্দের এক চরণ মিশাইয়া, অর্থাৎ একের পর অন্যকে বসাইয়া, গানের নাম বিহরণ বা বিহতি-সম্পাদন। গায়ত্রী ছন্দের তিন চরণ, পঙক্তির পাঁচ চরণ। গায়ত্রীর প্রথম চরণের পর পঙক্তির প্রথম চরণ, গায়ত্রীর দ্বিতীয়ের পর পঙক্তির দ্বিতীয়, গায়ত্রীর তৃতীয়ের পর পঙক্তির তৃতীয়, ও তৎপরে পঙক্তির অবশিষ্ট দুই চরণ বসাইয়া গান করিলে বিহতি সম্পাদন হয়। গৌরীবীত সাম গানকালে এইরূপে তিনটি গায়ত্রীর সহিত তিনটি পঙক্তি বাক্যক্রমে মিশাইয়া গান করিতে হয়। নানদ সাম গানকালে এইরূপে এক ছন্দের সহিত অন্য ছন্দের চরণ মিশান বিহিত নহে ; উহা অবিহত রাখিয়াই গান করিতে হয়।

(মনুষ্য) গায়ত্রী-সম্বন্ধী ও পশুগণ পঙক্তি-সম্বন্ধী । এতদ্বারা পুরুষকে পশুগণের সহিত মিলিত করা হয় ও পশুগণে প্রতিষ্ঠিত করা হয় । আর যে গায়ত্রী ও পঙক্তি, উহারা [একযোগে] দুইটি অনুষ্ঠুভের সমান ।^৪ ঐরূপ করিলে যজমান বাক্যের, অনুষ্ঠুভের ও বজ্রের স্বরূপ হইতে বিযুক্ত হয় না ।

“যদিস্ত পৃথনাজ্যে”^৫ ইত্যাদি [তিনটি] উষিক্ ও “অয়ং তে অস্ত হর্য্যতে”^৬ ইত্যাদি [তিনটি] বৃহতী মিশাইবে । পুরুষ উষিক্-সম্বন্ধী ও পশুগণ বৃহতী-সম্বন্ধী । এতদ্বারা পুরুষকে পশুগণের সহিত মিলিত করা হয় ও পশুগণেই প্রতিষ্ঠিত করা হয় । ঐ যে উষিক্ ও বৃহতী, উহারা [একযোগে] দুইটি অনুষ্ঠুভের সমান ।^৭ ঐরূপ করিলে যজমান বাক্যের, অনুষ্ঠুভের ও বজ্রের স্বরূপ হইতে বিযুক্ত হয় না ।

“আ ধৃষ্ স্মৈ”^৮ ইত্যাদি দ্বিপদা ঋক্ ও “ব্রহ্মান্ বীর ব্রহ্ম-কৃতিং জুযাংঃ”^৯ এই ত্রিষ্টুভ্ মিশাইবে । পুরুষ দ্বিপাদ এবং বীৰ্য্যই ত্রিষ্টুপ্ । এতদ্বারা পুরুষকে বীৰ্য্যের সহিত মিলিত করা হয় ও বীৰ্য্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয় । সেইজন্য সকল পশুর মধ্যে পুরুষই সর্বাপেক্ষা বীৰ্য্যবান্ হইয়া বীৰ্য্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে । ঐ যে বিংশতি-অক্ষরযুক্ত দ্বিপাদ মন্ত্ৰ, এবং যে ত্রিষ্টুপ্,

(৪) গায়ত্রীর তিন, পঙক্তির পাঁচ ও অনুষ্ঠুভের চারি চরণ ; অতএব গায়ত্রী পঙক্তি মিলিত হইয়া দুই অনুষ্ঠুভের সমান হয় ।

(৫) ৮।১২।২৫-২৭ । (৬) ৩৪৪।১-৩ ।

(৭) উষিকের আটাইশ ও বৃহতীর ছত্রিশ অক্ষর একযোগে চৌব্বিটি অক্ষর ; অনুষ্ঠুভের চারি চরণে বত্রিশ ।

(৮) ৭।৩৪।৪ । (৯) ৭।২০।২ ।

উহারা [একযোগে] দুইটি অনুষ্ঠুভের সমান”। ঐ রূপ করিলে যজমান বাক্যের, অনুষ্ঠুভের ও বজ্রের স্বরূপ হইতে বিযুক্ত হয় না।

“এষ ব্রহ্মা” ইত্যাদি [তিনটি] দ্বিপদা ” ও “প্র তে মহে বিদথে শংসিষ্য হরী” ইত্যাদি [তিনটি] জগতী মিশাইবে। পুরুষ দ্বিপাদ ও পশুগণ জগতী-সম্বন্ধী। এতদ্বারা পুরুষকে পশুগণের সহিত মিলিত করা হয় ও পশুগণেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সেইজন্য পুরুষ পশুগণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া [দুইটি] ভক্ষণ করিতে পায় ও তাহাদিগকে বশে রাখিয়া থাকে। ঐ যে ষোড়শাক্ষরা দ্বিপদা এবং ঐ জগতী, উহারা [একযোগে] দুইটি অনুষ্ঠুভের সমান হয়।” ঐরূপ করিলে যজমান বাক্যের, অনুষ্ঠুভের ও বজ্রের স্বরূপ হইতে বিযুক্ত হয় না।

“ত্রিকদ্রকেষু মহিষো যবশিরম্” ইত্যাদি ” [তিনটি] এবং “প্রোধস্মৈ পুরোরথম্” ” ইত্যাদি [তিনটি] অতিচ্ছন্দ মন্ত্র পাঠ করা হয়। ” ছন্দোগণের যে রস (সারভাগ) অতিশয় ক্ষরিত হইয়াছিল, তাহা অতিচ্ছন্দ মন্ত্রগুলির

(১০) দ্বিপদার বিশ ও ত্রিষ্টুভের চুয়ারিশ একযোগে চৌষটি ।

(১১) শাকল সংহিতায় নাই। আশ্বলায়ন দিয়াছেন (৬।২।৬) যথা—“এষ ব্রহ্মা য স্বাধির। ইন্দ্রো নাম ঋতোগুণে ॥ বিক্রেতরো যথাপথ। ইন্দ্র ঋদ্যন্তি রাতয়ঃ ॥ স্বামিচ্ছ বসম্পতে। যন্তি গিরো ন সংযত ॥”

(১২) ১০।২৬।১-৩ ।

(১৩) দ্বিপদার ষোল ও জগতীর আটচরিশ একযোগে চৌষটি ।

(১৪) ২।২২।১-৩ । (১৫) ১০।১৩৩।১-৩ ।

(১৬) উক্ত মন্ত্রগুলির প্রত্যেকটিতে সাত চরণ বিদ্যমান। চরণ সংখ্যা বাহুল্য হেতু উহাদের নাম অতিচ্ছন্দ মন্ত্র ।

অভিমুখে ক্ষরিত হইয়াছিল ; ইহাই অতিচ্ছন্দোগণের অতি-
চ্ছন্দস্ব। ঐ যে ষোড়শী শস্ত্র, উহা সকল ছন্দ হইতেই
নির্মিত; সেই জন্য অতিচ্ছন্দ মন্ত্র পাঠ করিলে যজমানকে
সকল ছন্দ দ্বারাই নির্মাণ করা হয়। যে উহা জানে, সে সকল
ছন্দে নির্মিত ষোড়শী শস্ত্র দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

চতুর্থ খণ্ড

ষোড়শী শস্ত্র

ষোড়শী শস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞাত ব্যবস্থা যথা—“মহানান্নীনাং...এবং বেদ”

মহানান্নী ঋকের উপসর্গগুলি [অতিচ্ছন্দ মন্ত্রে] যোগ
করা হয়।’ প্রথমা মহানান্নী ঋক্ এই [ছু-] লোক ;
দ্বিতীয়া মহানান্নী অন্তরিক্ষলোক ; তৃতীয়া মহানান্নী ঐ [স্বর্গ]
লোক। এই যে ষোড়শী, ইহা সকল লোক দ্বারা নির্মিত।

(১) ঐত্তরের আরণ্যক মধ্যে চতুর্থ আরণ্যকে “বিদা মঘবন্ বিদা গাতুমমু শংসিষোদিশঃ”
ইত্যাদি নয়টি ঋক্ উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাদের নাম মহানান্নী ঋক্। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ঋকে “প্রচেতন”
এবং “প্রচেতর,” তৃতীয় ঋকে “আরাহি পিব মৎস,” ষষ্ঠ ঋকে “ঋতুচ্ছন্দ ঋতঃ বৃহৎ,” অষ্টম ঋকে
“মুয় আবেহি নো বসো” এই পাঁচটি গদ আছে। এই পাঁচটির নাম উপসর্গ। (আষ. শ্রো. মৃ.
৬.২.৯) পাঁচটি উপসর্গে সমুদয়ে বত্রিশটি অক্ষর থাকার উহা একটি অমুদ্রুতের তুল্য। অবিকৃত
ষোড়শী শস্ত্রে অতিচ্ছন্দ মন্ত্র পাঠের পর এই উপসর্গ কয়টি একত্র করিয়া একটি অমুদ্রুপূরূপে পাঠ
করিতে হয়। বিকৃত ষোড়শীতে অতিচ্ছন্দ মন্ত্রগুলিতে উপসর্গগুলি যোগ করিয়া পাঠ করিতে হয়।

ছয়টি অতিচ্ছন্দ মন্ত্রের মধ্যে “ত্রিকঙ্ককেমু” ইত্যাদি প্রথম মন্ত্রে চৌষটি অক্ষর থাকার উহা দুই
অমুদ্রুতের তুল্য, উহাতে উপসর্গযোগের প্রয়োজন নাই। কিন্তু অবশিষ্ট পাঁচটি অতিচ্ছন্দ মন্ত্রে
অক্ষরসংখ্যা ভিন্ন ; কাজেই, উহার প্রত্যেকে এক এক উপসর্গ যোগ করিয়া অক্ষরসংখ্যা পূরণ করিয়া
লইয়া পাঠ করা আবশ্যিক। এইরূপে অল্প মন্ত্রে উপসর্গ বা প্রকৃষ্ট হয় বলিয়া মহানান্নীর অন্তর্গত
উক্ত পদগুলির নাম উপসর্গ।

মহানারী ঋকের উপসর্গগুলি [অতিচ্ছন্দে] যোগ করিলে উহাকে সকল লোক দ্বারাই নির্মিত করা হয়। যে ইহা জানে, সে সর্বলোক দ্বারা নির্মিত ঘোড়শী দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

উক্তরূপে উপসর্গযোগ দ্বারা অতিচ্ছন্দ মন্ত্রগুলিকে কৃত্রিম অনুষ্ঠুপে পরিণত করিয়া তাহা পাঠের পর কতিপয় অকৃত্রিম অনুষ্ঠুপ পাঠের বিধান যথা—
“প্র প্র.....শংসতি”

“প্রপ্র বস্ত্রিষ্ঠু ভমিষম্” ইত্যাদি, “অর্চ্চত প্রার্চ্চত” ইত্যাদি এবং “যো ব্যতীর ফাণয়ৎ” ইত্যাদি [তিন তিনটি] অকৃত্রিম অনুষ্ঠুপ পাঠ করা হয়। [মার্গানভিজ্ঞ পথিক] যেমন এখানে ওখানে অপথে বিচরণ করিয়া শেষে [প্রকৃত] পথ জানিতে পারে, [কৃত্রিম অনুষ্ঠুপ পাঠের পর] এই যে অকৃত্রিম অনুষ্ঠুপ পাঠ করা হয়, ইহাও সেইরূপ।

বিহত ও অবিহত উভয়বিধ শস্ত্র পাঠের ফল যথা—“স যো.....বেদ”

যে যজমান [আপনাকে] সম্পন্ন ও প্রাপ্তক্লী বলিয়া মনে করে, সে [বিহতি-সম্পাদন দ্বারা] ছন্দোগণের ক্লেশ ঘটিয়া বিপৎ হইতে পারে এই আশঙ্কায় অবিহত ঘোড়শী শস্ত্র পাঠ করাইবে। আর যে [আপনার] অমঙ্গল নাশের ইচ্ছা করে, সে বিহত ঘোড়শী পাঠ করাইবে; কেননা ঐ ব্যক্তি অমঙ্গলের সহিত মিলিত রহিয়াছে; ঐরূপ করিলে উহাতে বিদ্যমান মালিন্য (অমঙ্গল) নাশ করা হইবে। যে ইহা জানে, সে অমঙ্গল নাশ করে।

শস্ত্র-সমাপ্তি মন্ত্র যথা—“উত্ত্বৎ.....গময়তি”

“উত্ত্বদ্ ব্রহ্মস্তু বিষ্ণুপম্” এই অন্তিম ঋকে [ঘোড়শী পাঠ]

সমাপ্ত করিবে। স্বর্গলোকই ত্রৈলোক্য (আদিত্যের) বিটপ (নিবাস); এতদ্বারা যজমানকে স্বর্গলোক প্রাপ্ত করা হয়।

শ্রদ্ধপাঠান্তে যাজ্যাবিধান—“অপাঃ পূর্বেষাং...এবং বেদ”

“অপাঃ পূর্বেষাং হরিবঃ স্ততানাম্” * এই মন্ত্রকে [ষোড়শী শস্ত্রের] যাজ্য করিবে। এই যে ষোড়শী, ইহা সকল সবন হইতে নিৰ্ম্মিত; “অপাঃ পূর্বেষাং হরিবঃ স্ততানাম্”—অহে হরিবান্ (ইন্দ্র), তুমি পূর্বে স্তত সোম পান করিয়াছ—এই মন্ত্রকে যে যাজ্য করা হয়, উহার তাৎপর্য যে [পূর্ববর্তী] প্রাতঃসবনই [ইন্দ্রকর্তৃক] গীত হইয়াছে। প্রাতঃসবন হইতেই ঐ ষোড়শীকে নিৰ্ম্মাণ করা হয়। “অথো ইদং সবনং কেবলং তে”—অপিচ এই সবনও কেবল তোমারই—এই [দ্বিতীয় চরণে] মাধ্যম্নিনকেই কেবল [ইন্দ্রের] সবন বলা হইতেছে। এতদ্বারা মাধ্যম্নিন সবন হইতেই ষোড়শীকে নিৰ্ম্মাণ করা হয়। “মমন্ধি সোমং মধুমন্তুমিন্দ্র”—অহে ইন্দ্র, মধুর সোম পান করিয়া মত্ত হও—এই [তৃতীয় চরণে] তৃতীয় সবনই মদ-শব্দযুক্ত^১। এতদ্বারা তৃতীয় সবন হইতেই ষোড়শীকে নিৰ্ম্মাণ করা হয়। “সত্রা বৃষঞ্জঠর আবৃষশ্ব”—অহে বর্ষণসমর্থ [ইন্দ্র], সত্ররূপ উদরে [সোমরস] বর্ষণ কর—এই [চতুর্থ চরণ] বৃষণ-পদযুক্ত। ষোড়শীর রূপও বৃষণ-যুক্ত (বর্ষণহেতু বা তৃপ্তিহেতু); এবং এই যে ষোড়শী, ইহা সকল সবন হইতেই নিৰ্ম্মিত। “অপাঃ পূর্বেষাং হরিবঃ স্ততানাম্” এই মন্ত্রকে যে যাজ্য করা হয়, এতদ্বারা সকল

(৬) ১০।২৬।১৩।

(৭) তৃতীয় সবনের বিধি হর্ষবাচক মদ শব্দবিহীন পদ আছে।

সবন হইতেই যোড়শীকে নির্মাণ করা হয়। যে ইহা জানে, সে সকল সবন হইতেই নির্মিত যোড়শী দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

[ঐ যাজ্ঞা মন্ত্রের] একাদশ-অক্ষরযুক্ত প্রত্যেক চরণে মহানাম্নী ঋকের [অন্তর্গত] পঞ্চাক্ষরযুক্ত উপসর্গ যোগ করিবে।^১ এই যে যোড়শী, উহা সকল ছন্দ হইতে নির্মিত। মহানাম্নী ঋকের [অন্তর্গত] পঞ্চাক্ষর উপসর্গকে যে যাজ্ঞা মন্ত্রের একাদশাক্ষরযুক্ত প্রত্যেক চরণে যোগ করা হয়, এতদ্বারা যোড়শীকে সকল ছন্দ হইতেই নির্মিত করা হয়। যে ইহা জানে, সে সকল ছন্দ হইতেই নির্মিত যোড়শী দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

পঞ্চম খণ্ড

অতিরাত্র

যোড়শী ক্রতুর বিবরণ সমাপ্ত হইল। অতঃপর অতিরাত্র যথা—“অহবৈ... অপিশর্করতম্।

একদা দেবগণ দিবসকে আশ্রয় করিয়াছিলেন ও অম্বরেরা রাত্রি আশ্রয় করিয়াছিল। তাঁহারা [উভয়ে] সমানবীৰ্য্য হইয়াছিলেন ও কেহ কাহাকেও পরাভূত করিতে পারেন নাই।

(৮) উল্লিখিত নয়টি মহানাম্নী ঋকের সহিত আর নয়টি মন্ত্রের উক্ত আরণ্যকে উল্লেখ আছে। ফলপূর্ণার্থ উহার পাঠ আবশ্যক ; এইজন্য উহাদের নাম পুরীষ মন্ত্র। ঐ নয়টি পুরীষ মন্ত্রের প্রথমটিতে “এবাহি এব,” দ্বিতীয়টিতে “এবাহি ইন্দ্রম্,” তৃত্যে “এবা হি শক্রঃ” এবং “বন্দী হি শক্রঃ” এই চারিটি পঞ্চাক্ষর যুক্ত অংশ আছে, উহাদিগকেই এখানে উপসর্গ বলা হইল। যোড়শী শব্দের বাজ্যামন্ত্রের প্রত্যেক চরণে একাদশ অক্ষর। প্রত্যেক চরণের আদিতে পঞ্চাক্ষর উপসর্গ বসাইলে অক্ষরসংখ্যা বোলাট হয়। চারি চরণের আদিতে চারিটি উপসর্গ যথাক্রমে বসাইলে বাজ্যামন্ত্রের অক্ষরসংখ্যা চৌষটি হয় ও বাজ্য্য মন্ত্রটি দুইটি অম্বুহৃতের সমান হয়।

ইন্দ্র বলিলেন, কে আমার সহিত [একযোগে] এই অশ্বরদিগকে এই রাত্রি হইতে অপসারিত করিবে ? কিন্তু তিনি দেবগণের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। রাত্রির অন্ধকারকে তাঁহারা মৃত্যুর মত ভয় করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত এখনও লোকে রাত্রিকালে [গৃহ হইতে] কিঞ্চিৎ বাহিরে আসিয়াই ভয় পায় ; [কেননা] রাত্রি অন্ধকার এবং মৃত্যুরই মত।

কেবল ছন্দেরা ইন্দের অনুগমন করিয়াছিল। সেই জন্ম ইন্দ্র এবং ছন্দোগণ [অতিরাত্র ক্রতুতে] রাত্রির কৰ্ম্ম নির্বাহ করেন। [উহাতে] নিবিৎ বা পুরোরুক্ বা ধায়া বা অন্ম দেবতার উদ্দিষ্ট শস্ত্র পঠিত হয় না। কেবল ইন্দ্রই ছন্দোগণের সহিত রাত্রির কৰ্ম্ম নির্বাহ করেন। [রাত্রিতে অনুষ্ঠিত] পর্য্যায়সকল দ্বারাই তাঁহারা [যাগভূমি] পরিক্রমণ করিয়া অশ্বরদিগকে নিরাকৃত করিয়াছিলেন। পর্য্যায়সমূহ দ্বারা পর্য্যায় (পরিক্রমণ) করিয়া উহাদিগকে নিরাকৃত করিয়াছিলেন, উহাই পর্য্যায়সকলের পর্য্যায়ত্ব।' প্রথম পর্য্যায় দ্বারা পূর্বরাত্র হইতে, মধ্যম পর্য্যায় দ্বারা মধ্যরাত্র হইতে ও শেষ পর্য্যায় দ্বারা শেষরাত্র হইতে উহাদিগকে নিরাকৃত করিয়াছিলেন।

(১) অতিরাত্র বক্সে রাত্রিকালে তিন পর্য্যায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক পর্য্যয়ে চারি বার সোমপূর্ণ চন্দ্র স্বর্ষিক গণকে ঘুরিয়া আসে। এক একবার ঘুরিয়া আসিবার সময় এক এক শব্দ ও এক এক বাক্য পঠিত হয়। বাক্যান্তে সোমাহতি হয়। প্রথম পর্য্যয়ে প্রথমে হোভার, পরে মৈত্রাবরণের, পরে ব্রাহ্মণাচ্ছসীর ও তৎপরে অচ্ছাবকের চন্দ্র ঘুরিয়া আসে। ঐক্লপ আর দুইটি পর্য্যায় অনুষ্ঠিত হয়। চন্দ্র ঘুরিয়া আসে বা পরিক্রমণ করে বলিয়া উহার নাম পর্য্যায়।

(২) রাত্রিকে ত্রিশ দণ্ড ঘুরিয়া তিন ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগ দশদণ্ডব্যাপী হয়। তিন ভাগে তিন পর্য্যায় অনুষ্ঠিত হয়।

ছন্দেরা বলিয়াছিল, [অহে ইন্দ্র] আমরাই শর্করী (রাত্রি) হইতে [অম্বরদিগকে নিরাকৃত করিবার জন্ত] তোমার অনুগমন করিয়াছি। এই জন্তই ঐ ছন্দগুলিকে অপিশর্কর নাম দেওয়া হইয়াছে। ইন্দ্র রাত্রির অঙ্ককারকে যত্নের মত ভয় করিয়াছিলেন ; ঐ ছন্দেরাই তাঁহাকে সেই ভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন। ইহাই অপিশর্করের [তন্মামক ছন্দের] অপিশর্করত্ব।

ষষ্ঠ খণ্ড

অতিরাত্র

অতিরাত্রের পর্যায়সমূহে শব্দযাজ্যাদি বিধান যথা—“পান্ত্র মা.....অবরুদ্ধে”

“পান্ত্র মা বো অঙ্কসঃ”^১ এই অঙ্কঃ-শব্দযুক্ত অনুষ্ঠুভে রাত্রির শব্দ আরম্ভ করিবে। রাত্রি অনুষ্ঠুভের সম্বন্ধযুক্ত, সেইজন্য উহা রাত্রির স্বরূপ।^২

অঙ্কঃ-শব্দযুক্ত, [পানার্থক-] পীতশব্দযুক্ত, এবং [হর্ষার্থক-] মদশব্দযুক্ত [চারিটি] অভিরূপ ত্রিষ্টুপকে [প্রথম পর্যায়ের চারিটি চমসের] যাজ্য করা হয়। কেননা যাহা যজ্ঞে অভিরূপ, তাহাই সমৃদ্ধ।^৩

(১) ৮৯৩১, প্রথম পর্যায়ের হোতৃচমস-পরিক্রমণে যে শব্দ পঠিত হয়, এইটি তাহার প্রথম মন্ত্র।

(২) গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ জগতী ও অনুষ্টুপ, এই চারিটি ছন্দের প্রথম তিনটি দিবসকৃত্য সনত্রয়ে প্রযুক্ত হয়। অবশিষ্ট অনুষ্টুপ, রাত্রিকালেই প্রযোজ্য।

(৩) চারিটি যাজ্যাময়ের প্রত্যেকটিতেই উক্ত অর্থক্রমবাচক শব্দ আছে।

যখন প্রথম পর্যায়ে স্তোত্রগান হয়, তখন [গেয় মন্ত্রের] প্রথম চরণ পুনরায় গৃহীত হয় (অর্থাৎ দুইবার উচ্চারিত হয়) ।^১ ঐরূপ করিলে অম্বরদের যে অশ্ব ও গরু আছে, তাহা তাহাদের নিকট হইতে [কাড়িয়া] লওয়া হয় ।

যখন মধ্যম পর্যায়ে স্তোত্রগান হয়, তখন মধ্যম পদ পুনরায় গৃহীত হয় । ঐরূপ করিলে অম্বরদের যে শকট ও রথ আছে, তাহা তাহাদের নিকট হইতে [কাড়িয়া] লওয়া হয় ।

যখন অন্তিম পর্যায়ে স্তোত্রগান হয়, তখন অন্তিম চরণ পুনরায় গৃহীত হয় । ঐরূপ করিলে অম্বরদের শরীরে যে বস্ত্র, হিরণ্য ও মণি আছে, তাহা [কাড়িয়া] লওয়া হয় । যে ইহা জানে, সে শত্রুর ধন গ্রহণ করে ও শত্রুকে সকল লোক হইতে নিরাকৃত করে ।

কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, দিবসের কর্ম পবমানযুক্ত, রাত্রির কর্ম পবমানযুক্ত নহে, তবে কিরূপে [দিন ও রাত্রির কর্ম] উভয়েই পবমানযুক্ত হয় এবং কিরূপেই বা তাহার সমানভাগযুক্ত হয় ?^২ [উত্তর] যেহেতু [অতিরাত্রে] “ইন্দ্রায় মধ্বনে স্ততম্”^৩ “ইদং বসো স্ততমন্ধঃ”^৪ এবং “ইদং হৃষ্মোজসা স্ততম্”^৫ ইত্যাদি মন্ত্রে স্তোত্রগান হয় ও শস্ত্রপাঠ হয়, তাহাতেই

(১) স্তোত্রগানের মত শস্ত্রপাঠও প্রথম চরণ দুইবার পঠিত হয় ।

(২) দিবসে অম্বুষ্ঠেয় সোমবাগে সধনজয়ে বহিষ্পবমান, মাধ্যমিনপবমান ও আর্ভবপবমান গীত হয় । রাত্রিতে অম্বুষ্ঠিত অতিরাত্র সোমবাগে পবমান স্তোত্রের ব্যবহা নাই, তবে কিরূপে রাত্রিতে পবমান না থাকিলেও পবমানের ফল পাওয়া যায়, এই প্রশ্ন ।

(৩) ৮।৯২।১৯ । (৪) ৮।২।১ । (৫) ৮।১১।১০ ।

রাত্রিকর্ম পবমানযুক্ত হইয়া থাকে ; তাহাতেই [দিনকর্ম ও রাত্রিকর্ম] উভয়েই পবমানযুক্ত হয় ও সমানভাগবিশিষ্ট হইয়া থাকে ।

[আবার] কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, দিনে পোনেরটি স্তোত্র, কিন্তু রাত্রিতে পোনেরটি স্তোত্র নাই । তাহা হইলে উভয়ে কিরূপে পঞ্চদশ-স্তোত্রযুক্ত হয় ও সমানভাগবিশিষ্ট হয় ? ” [উত্তর] [অতিরাত্র্যে] বারটি স্তোত্র আছে, তাহাদের নাম অপিশর্ব্বর ;” এতদ্ব্যতীত তিন দেবতার উদ্দিষ্ট রথন্তর নামক সন্ধিস্তোত্র দ্বারাও স্তব করা হয়” ; এইরূপে রাত্রি কর্মও পঞ্চদশ-স্তোত্রযুক্ত হয় ; তদ্বারা উভয়েই পঞ্চদশ-স্তোত্রযুক্ত হয় ও সমানভাগবিশিষ্ট হইয়া থাকে ।

স্তোত্রসংখ্যা পরিমিত (সীমাবদ্ধ), কিন্তু তদনন্তর পঠিত শস্ত্রসংখ্যার কোন পরিমাণ নাই । ” যাহা অতীত, তাহা পরিমিত ; যাহা ভবিষ্যৎ, তাহা অপরিমিত লাভের আশা করে । স্তোত্র (অর্থাৎ তদন্তর্গত শস্ত্রসংখ্যা) অতিক্রম করিয়া [বহুতর] মন্ত্র [হোতা শস্ত্রমধ্যে] পাঠ করেন । প্রজা এবং পশুও

(৯) অগ্নিষ্টোমে বার ও উক্ত্যে তদতিরিক্ত তিন, একযোগে দিনকর্মে পোনের স্তোত্র

(১০) প্রতি পর্ধ্যায়ে চারিবার সোমাহুতি, শস্ত্রপাঠ ও স্তোত্রগান হয় । অতএব তিন পর্ধ্যায়ে বারটি স্তোত্র ।

(১১) রাত্রিশেষে সূর্যোদয়ের পূর্বে সন্ধিস্তোত্র হয় । দিব্যাত্র্যের সন্ধিস্থলে গীত হয় বলিয়া উহার নাম সন্ধিস্তোত্র । ঐ স্তোত্রে ছয়টি মন্ত্র (সামসংহিতা ২।১৯—১০৪) । দুইটি অগ্নির, দুইটি উবার ও দুইটি অবিষয়ের উদ্দিষ্ট । রথন্তর নাম যে নিয়মে গীত হয়, এই পৃষ্ঠস্তোত্রও সেই নিয়মে গীত হইয়া থাকে ।

(১২) স্তোত্রগত স্তোম কবল চারিপ্রকার,—ত্রিষুৎ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, ও একবিংশ । তদতিরিক্ত স্তোম নাই । কিন্তু স্তোত্রান্তে যে শস্ত্র পাঠ হয়, তাহাতে যন্ত্রসংখ্যার কোন সীমা নির্দিষ্ট নাই । স্তোত্রে যত মন্ত্র, শস্ত্রে পঠিত মন্ত্র তাহা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে ।

আপনাকে অতিক্রম করে।” সেইজন্য এই যে স্তোত্র অতিক্রম করিয়া শস্ত্র পাঠিত হয়, এতদ্বারা যাহা (প্রজা ও পশু) আপনাকে অতিক্রম করে, তাহাই লব্ধ হইয়া থাকে।

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

অতিরাত্র

অতিরাত্রের রাত্রিপর্যায়ের পর আশ্বিনশস্ত্র পাঠিত হয়, তৎসম্বন্ধে আখ্যায়িকা ও বিধান—“প্রজাপতি বৈ.....এবং বেদ”

একদা প্রজাপতি সাবিত্রী সূর্য্য নাম্নী ছুহিতাকে রাজা সোমের উদ্দেশে সম্প্রদানার্থ উত্তত হইয়াছিলেন। দেবগণ তাঁহাকে পাইবার জন্য বর হইয়া আসিয়াছিলেন। প্রজাপতি এই [ঋক্-] সহস্রকে সেই কন্যার বহত্ব করিয়াছিলেন। ঐ মন্ত্রসহস্রকে আশ্বিন শস্ত্র বলা হয়। বাহাতে ঋক্‌সংখ্যা সহস্রের ন্যূন, তাহা আশ্বিন শস্ত্র নহে। সেইহেতু সেই সহস্র মন্ত্র, অথবা তাহারও অধিক, পাঠ করিবে।

(১০) অর্থাৎ এক মনের বহু পুত্র ও বহু পশু থাকিতে পারে।

(১) সাবিত্রী সবিতার কস্তা। সবিতার কস্তা হইলেও প্রজাপতি স্নেহবশতঃ তাঁহাকে আপন ছুহিতা মনে করিতে ই (সায়ণ)।

(২) বহন শব্দে বিবাহ। বিবাহে যাদুকার্য্য বরের সম্মুখে যে হরিদ্রাভুড়াদি মঙ্গলদ্রব্য স্থাপিত হয়, তাহার নাম বহত্ব।

স্বত ভক্ষণ করিয়া [আশ্বিন শস্ত্র] পাঠ করিবে । গাড়ী অথবা রথ [চাকাতে] তৈলাঙ্কুর করিয়া যেমন চালান হয়, হোতাও সেইরূপ স্বতাত্ত হইয়া [শস্ত্রপাঠ] আরম্ভ করিবেন ।

উৎপতনোন্মুখ শকুনির (পক্ষীর) মত [অবস্থিত হইয়া] আহাব পাঠ করিবে । *

এই [আশ্বিন শস্ত্র] আমার হউক, ইহা আমার হউক, এই বলিয়া দেবগণ [পরস্পর বিবাদ করিয়া] কেহই তাহা লাভ করিতে পারেন নাই । তখন তাহা পাইবার জন্য সন্ধি করিয়া দেবগণ বলিলেন, আমরা আজিধাবন করিব ;^৩ যে আমাদের মধ্যে জয় লাভ করিবে, এই শস্ত্র তাহারই হইবে । এই বলিয়া তাঁহারা গৃহপতি অগ্নি হইতে আদিত্য পর্য্যন্ত [ধাবনের] সীমা স্থির করিলেন । সেইজন্য “অগ্নিহোতা গৃহপতিঃ স রাজা” এই অগ্নিদেবত মন্ত্র^৪ আশ্বিন শস্ত্রের প্রতিপৎ (আরম্ভের মন্ত্র) হইয়া থাকে ।

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, “অগ্নিং মন্ত্রে পিতরমগ্নিমা-
‘পম্’” এই মন্ত্রে আশ্বিন শস্ত্র আরম্ভ করিবে । [তাহা হইলে]
“দ্বিবি শুক্রং যজতং সূর্য্যম্” এই [চতুর্থ] চরণ পাঠেই প্রথম

(৩) “যথা পক্ষী পত্যাং ভূমিং দৃঢ়মবষ্টত্যা উৎপতিষ্যন্ উর্দ্ধমুখোৎপতনঃ কৰ্ত্তুমিচ্ছন্ পক্ষান্তর-
মভিলক্ষ্য ধ্বনিং কৰোতি, এবমসৌ হোতা তত্কারং ঘটনং কুৰ্ব্বন্ আহাবং পঠেৎ” (সারণ) ।
আশ্বিন শস্ত্রের পূর্বে আহাবেব সময় হোতা ঐরূপে উপবিষ্ট হইবেন ।

(৪) পণ রাধিয়া সৌড়ানর নাম আজিধাবন ।

(৫) গার্হপত্য অগ্নির নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া আদিত্যের নিকট পর্য্যন্ত সৌড়ান হইবে,
এই স্থির হইল ।

(৫) ৬১৫১৩ । (৬) ১০৭৭৩ ।

ঋক্ দ্বারাই ধাবনের সীমা পাওয়া যায়।' কিন্তু এই মত আদরণীয় মনে। কেননা, সে স্থলে যদি কেহ আসিয়া হোতাকে শাপ দেয়, এই হোতা অগ্নির নাম করিয়া আরম্ভ করিয়াছে, ঐ ব্যক্তি অগ্নিকেই পাইবে (অগ্নিতে দগ্ধ হইবে), তাহা হইলে অবশ্য তাহাই ঘটে। সেইজন্য “অগ্নিহোতা গৃহপতিঃ স রাজা” এই মন্ত্রেই আরম্ভ করিবে। এই মন্ত্র গৃহপতি-শব্দযুক্ত ও প্রজন্যার্থক-শব্দযুক্ত ও শান্তিগুণ-সম্পন্ন। ইহাতে হোতা পূর্ণায়ু হয় এবং পূর্ণ আয়ু ঘটে। যে ইহা জানে, সে পূর্ণ আয়ু লাভ করে।

দ্বিতীয় খণ্ড

অতিরাত্র

আগ্নি শব্দ সম্বন্ধে আখ্যায়িকার অবশিষ্ট ভাগ—“তাসাং বৈ.....এবং বেদ”

আজিধাবনে প্রবৃত্ত হইলে সেই দেবতাদের মধ্যে অগ্নি অগ্রণী হইয়া প্রথমে চলিলেন। অগ্নিহোতা তাঁহার পশ্চাতে চলিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি সরিয়া যাও, আমরা এই শব্দ জয় করিয়া লইব। অগ্নি বলিলেন, তাহাই হইবে, তবে আমারও এই শব্দে ভাগ রহুক। তাহাই হউক বলিয়া

(৭) ধাবনের শেষসীমা আদিত্য বা সূর্য। চতুর্থচরণে সূর্যের নাম থাকায় ঐ প্রথম মন্ত্রেই আজিধাবন সমাপ্ত হইতে পারে। কেননা ধাবনেরও শেষ সীমা সূর্য।

(৮) “বিশা বেদ জনিম্য জাতবেদাঃ” এই দ্বিতীয়চরণে জনন্যর্থ জনিম্য শব্দ আছে।

অশ্বিনয় অগ্নিকেও ইহাতে ভাগ দিয়াছিলেন। এই জন্ত অশ্বিন শস্ত্রে অগ্নির উদ্দিষ্ট কাণ্ড পঠিত হয়'।

অশ্বিনয় উষার পশ্চাতে চলিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি সরিয়া যাও, আমরা এই শস্ত্র জয় করিয়া লইব। উষা বলিলেন, তাহাই হইবে, তবে আমারও ইহাতে ভাগ রহুক। তাহাই হউক বলিয়া অশ্বিনয় উষাকেও ইহাতে ভাগ দিয়াছিলেন। সেইজন্ত অশ্বিন শস্ত্রে উষার উদ্দিষ্ট কাণ্ড পঠিত হয়।

তাঁহারা ইন্দ্রের পশ্চাতে চলিয়া তাঁহাকে বলিলেন, অহে মঘবা, আমরা ইহা জয় করিয়া লইব। তুমি সরিয়া যাও, একথা ইন্দ্রকে বলিতে তাঁহারা সাহস করেন নাই। ইন্দ্র বলিলেন, তাহাই হইবে, তবে আমারও ইহাতে ভাগ রহুক। তাহাই হউক বলিয়া তাঁহারা ইন্দ্রকেও ইহাতে ভাগ দিলেন। সেই জন্ত অশ্বিন শস্ত্রে ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট কাণ্ড পঠিত হয়।

অতঃপর অশ্বিনয় সেই আজিতে জয়লাভ করিলেন ও সেই শস্ত্রে ব্যাপ্ত হইলেন। যেহেতু অশ্বিনয় ইহাতে জয়লাভ করিয়াছিলেন, ও ইহাতে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই হেতু ইহাকে অশ্বিন শস্ত্র বলা হয়। যে ইহা জানে, সে যাহা যাহা কামনা করে, তাহাই প্রাপ্ত হয়।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, যখন অগ্নির উদ্দিষ্ট, উষার উদ্দিষ্ট, ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট মন্ত্র সকল পাঠ করা হয়,

(১) অশ্বিনশস্ত্রের অন্তর্গত বহু মন্ত্রের মধ্যে বেণুলি অগ্নির উদ্দিষ্ট, তাহাই আগ্নেয়-কাণ্ড। অশ্বিনশস্ত্র মুখ্যতঃ অশ্বিনয়ের উদ্দিষ্ট হইলেও অন্ত দেবতাদের উদ্দিষ্ট মন্ত্র কিরূপে স্থান পাইল, তাহাই দেখান হইতেছে।

তখন ইহার নাম আশ্বিন কিরূপে হইল ? [উত্তর] অশ্বিদ্বয়ই বস্তুতঃ ইহা জয় করিয়াছিলেন, অশ্বিদ্বয়ই ইহাতে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই হেতু ইহাকে আশ্বিন বলা হয় । যে ইহা জানে, সে যাহা যাহা কামনা করে, তাহাই প্রাপ্ত হয় ।

তৃতীয় খণ্ড

অতিরাত্র—আশ্বিন শব্দ

আশ্বিন শব্দ সম্বন্ধে অত্যান্য কথা—“অশ্বতরী রথেন... ..যজমানায় চ”

অগ্নি অশ্বতরীযুক্ত রথে আজিধাবন করিয়াছিলেন ; সেই অশ্বতরীদিগকে বেগে চালনা করিতে গিয়া অগ্নি তাহাদের যোনিদেশ দক্ষ করিয়া ফেলিয়া দিগ্গন্ত, সেই জন্ত অশ্বতরীরা সন্তানোৎপাদন করিতে পারে না ।

ঊষা অরুণবর্ণ গোসকল দ্বারা আজিধাবন করিয়াছিলেন । সেই জন্ত ঊষা আগত হইলে ঊষার রূপ অরুণপ্রভাযুক্ত হয় ।

ইন্দ্র অশ্বযুক্ত রথে আজিধাবন করিয়াছিলেন । সেই রথে উচ্চ শব্দ হইয়াছিল । সেই জন্ত ক্ষত্রিয়ের রূপও সেই-রূপ ; ইন্দ্রেরও সেইরূপ [শব্দ] ।’

অশ্বিদ্বয় গর্দভযুক্ত রথে চলিয়া জয় লাভ করিয়াছিলেন ও ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন । অশ্বিদ্বয় জয় লাভ করিয়াছিলেন ও ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন ; সেই হেতু (আজিধাবনে অতি পরিশ্রম হেতু)

(১) ক্ষত্রিয়ের রথের আগে আগে ভূত্যেরা শব্দ করিতে করিতে যায় । ইন্দ্রের সহিত অশ্বরদিগের যুদ্ধকাণ্ডেও মহাশব্দ হইয়াছিল । (সারণ) ।

গর্দভ বেগহীন ও ছুফহীন ও সকল বাহনের মধ্যে অগ্নাবেগ হইয়াছে। কিন্তু অশ্বিদ্বয় তাহার রেতোবীৰ্য্য হরণ করেন নাই, সেই জন্য সেই রাজী (গতিশীল) গর্দভ দ্বিরেতোবিশিষ্ট (গর্দভ ও অশ্বতর উভয়ের উৎপাদনে সমর্থ)।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, অগ্নির, উষার, অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে যেমন [সাত ছন্দের মন্ত্র পাঠ] হয়, সেইরূপ সূর্য্যের উদ্দেশেও সাত ছন্দ পাঠ করিবে; কেননা দেবলোক সাতটি; উহাতে সকল দেবলোকেই সমুদ্বিলাভ ঘটে। কিন্তু এই মত আদরণীয় নহে। তিনটি মাত্র [ছন্দ] পাঠ করিবে। কেননা লোক তিনটি ও বিবিধ; এরূপ করিলে এই [তিন] লোকেই জয় ঘটে।

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, “উদুত্যং জাতবেদসং” এই মন্ত্রে সূর্য্যদেবত কাণ্ড আরম্ভ করিবে। কিন্তু এই মত আদরণীয় নহে। [আজিধাবনে] লোকে শেষ সীমার নিকট পর্য্যন্ত গিয়াও স্থলিত হইতে পারে; উহাতেও সেইরূপ ঘটে। “সূর্য্যো নো দিবস্পাতু” * এই মন্ত্রে সূর্য্যের উদ্দিষ্ট কাণ্ড আরম্ভ করিবে; [আজিধাবনে] চলিয়া শেষ সীমায় [নির্বিঘ্নে] যেমন পৌঁছান যায়, উহাতেও সেইরূপ হয়। [তৎপরে] “উদুত্যং জাতবেদসম্” * ইত্যাদি দ্বিতীয় সূক্ত পাঠ করিবে। তৎপরে “চিত্রং দেবানামুদগাদনীকম্” * এই ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের

(২) ১।৫-১২।

(৩) দশমসকলোর ১৫৮ সূক্ত পাঠ বিহিত। এই সূক্তের ঐটি অংশ নয়। এই সূক্তের চন্দ্র গায়ত্রী।

(৪) ১ মণ্ডল ৫ সূক্ত। এই সূক্তেরও চন্দ্র গায়ত্রী। (৫) ১ মণ্ডল ১১৫ সূক্ত।

সূক্তে ঐ আদিত্যকেই দেবগণের চিত্র (রূপ) বলা হইতেছে, এবং তিনিই উদিত হইজেছেন; অতএব [তৎপরে] এই সূক্ত পাঠ করিবে। [তৎপরে] “নমো মিত্রশ্চ বরুণশ্চ চক্ষসে”^{*} ইত্যাদি জগতী ছন্দের সূক্ত পাঠ করিবে; পাঠ করিবে; উহাতে আশীর্বাচক যে পদ আছে, তদ্বারা হোতা নিজের জন্ম ও যজমানের জন্ম আশিষ প্রার্থনা করেন।

চতুর্থ খণ্ড

অতিরাত্র—আশ্বিন শস্ত্র

ভৎপরে আশ্বিনশস্ত্রের অন্তর্গত প্রগাথ-বিধান—“তদাহঃ...নাতিশংসতি”

এবিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, [দেবতামধ্যে] সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া (ত্যাগ করিয়া) শস্ত্র পাঠ করিবে না; [ছন্দোমধ্যে] বৃহতীকে অতিক্রম করিয়া শস্ত্র পাঠ করিবে না, সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া শস্ত্র পাঠ করিলে ব্রহ্মবর্চসের হানি হয় ও বৃহতীকে অতিক্রম করিয়া শস্ত্র পাঠ করিলে প্রাণের হানি হয়।

“ইন্দ্র ক্রতুং ন আভর”—হে ইন্দ্র, আমাদের ক্রতু আময়ন কর—ইত্যাদি ইন্দ্রদেবত প্রগাথ পাঠ করা হয়। [এই মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধ] “শিক্ষা গো অগ্নিন্ পুরুহুত যামনি জীবা জ্যোতির-শীমহি”—অহে পুরুহুত (ইন্দ্র), আমাদিগকে এই [অতিরাত্র]

(*) ১০ মণ্ডল ৩৭ সূক্ত।

(১) ৭।৩২।২৬।

নিয়মে শিক্ষা দাও, যেন আমরা জীবিত থাকিয়া জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হই—এস্থলে জ্যোতিঃ শব্দে ঐ [সূর্য্য] অতএব [এই মন্ত্র ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট হইলেও] ইহাতে সূর্য্যকে অতিক্রম করা হইল না। যেহেতু উক্ত মন্ত্র প্রগাথরূপে পাঠিত হইলে বৃহতীর তুল্য হয়, অতএব উহা পাঠে বৃহতীকেও অতিক্রম করা হয় না।

[তৎপরে অন্য প্রগাথ] “অভি স্বা শূর নোমুঃ” ইত্যাদি রথন্তর সামের উৎপাদক মন্ত্র [প্রগাথ রূপে] পাঠ করিবে। [অতিরাক্তে উদ্গাতারা] রথন্তর-সামসাধ্য সন্ধিস্তোত্রে আশ্বিন শস্ত্রের জন্ম স্তব করেন। এই যে রথন্তরের উৎপাদক মন্ত্র পাঠিত হয়, ইহাতে রথন্তরের সমান স্থান প্রাপ্তি ঘটে। [ঐ ঋকের তৃতীয় চরণে] “ঈশানমস্ত্র জগতঃ স্বদৃশম্” এস্থলে “স্বদৃশম্” পদে ঐ সূর্য্যকে বুঝাইতেছে, অতএব এই মন্ত্র পাঠে সূর্য্যকেও অতিক্রম করা হয় না। যেহেতু এই প্রগাথ বৃহতী-তুল্য হয়, অতএব ইহাতে বৃহতীরও অতিক্রম হয় না।

[তৎপরে] “বহবঃ সূরচক্ষসঃ” ইত্যাদি মিত্রাবরূণোদ্দিষ্ট প্রগাথ পাঠ করা হয়। দিনই মিত্রস্বরূপ ও রাত্রি বরূণস্বরূপ ;

(২) এই প্রগাথে দুইটি মন্ত্র আছে; দুইটিকে গাঁথিয়া তিনটি বৃহতীতে পরিণত করা হয়। প্রথম মন্ত্রটির চারিচরণে ছত্রিশ অক্ষর আছে; উহা স্বভাবতঃ বৃহতী। দ্বিতীয় ঋক্ বৃহতী নহে, কিন্তু উহার প্রথমার্ধে ও দ্বিতীয়ার্ধে বিশটি করিয়া অক্ষর আছে। প্রথম ঋকের শেষ চরণের আট অক্ষর দুইবার পাঠ করিলে ষোল অক্ষর হয়। এই ষোল অক্ষরের সহিত দ্বিতীয় ঋকের প্রথমার্ধ যোগে ছত্রিশ ও দ্বিতীয়ার্ধ যোগে ছত্রিশ, এইরূপে দুইটি বৃহতী গাঁথা হয়।

(৩) ৭।৩২।২২।

(৪) স্বর্গলোকে দৃশ্যমানম্।

(৫) ৭।৬৩।১০।

যে অতিরাত্র অনুষ্ঠান করে, সে দিন ও রাত্রি উভয়ের উদ্দেশেই ক্রতু আরম্ভ করে। এই যে মিত্রাবরণের উদ্দিষ্ট প্রগাথ পাঠ করা হয়, ইহাতে যজমানকে অহোরাত্রেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। [ঐ মন্ত্রে] “সূরচক্ষসে” এই পদ থাকায় সূর্যকে অতিক্রম করা হয় না এবং এই প্রগাথ বৃহতীতুল্য হওয়ায় বৃহতীরও অতিক্রম হয় না।

[তৎপরে] “মহী ঘোঃ পৃথিবী চ নঃ” * এবং “তে হি দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বশংভুব” † এই দুই দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করা হয়। দ্যাবাপৃথিবী প্রতিষ্ঠাস্বরূপ; ইনি (পৃথিবী) ইহলোকে ও উনি (ঘোঃ) ঐ লোকে প্রতিষ্ঠা। এই যে দ্যাবাপৃথিবী-দৈবত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করা হয়, ইহাতে যজমানকে প্রতিষ্ঠাতেই (আশ্রয়েই) প্রতিষ্ঠিত করা হয়। [দ্বিতীয় ঋকে] “দেবো দেবী ধর্মণা সূর্যঃ শুচিঃ” এই [সূর্য-শব্দযুক্ত] চরণ আছে, সেইজন্য সূর্যকে অতিক্রম করা হইল না। আর [প্রথম ঋক্] গায়ত্রী আর [দ্বিতীয় ঋক্] জগতী ; তাহারা উভয়ে দুইটি বৃহতীর সমান ; অতএব বৃহতীরও অতিক্রম হইল না।

[তৎপরে] “বিশ্বস্য দেবী যুচ্যন্ত জন্মনো ন যা রোষাতি ন গ্রভৎ”—সকল গতিশীল প্রাণীর জন্মের দেবী (স্বামিনী) যে [নিষ্কৃতি নান্নী] দেবতা আছেন, তিনি আমাদের উপর

(৬) ১।২২।১৩।

(৭) ১।১৬।১।

(৮) গায়ত্রীর ২৪ ও জগতীর ৪৮ উভয়ে মিলিয়া ৭২ অক্ষর; বৃহতীর ৩৬ অক্ষর, অতএব গায়ত্রী ও জগতী একযোগে দুই বৃহতীর সমান।

যেন রোষ না করেন বা আমাদিগকে গ্রহণ না করেন—এই
 দ্বিপাদযুক্ত ঋক্ পাঠ করা হয়। এই যে আশ্বিন শস্ত্র, ইহাকে
 চিতাকার্ত্তীয়ুক্ত স্থানের (শাশানের) মত [ভয়জনক] বলা হয়।
 হোতা যখনই [শস্ত্রপাঠ] সমাপ্ত করিবেন, তখনই তাঁহার
 অভিযুখে [বন্ধনার্থ] পাশ মোচন করিব, এই উদ্দেশে
 পাশহস্তা নিষ্কৃতি তৎসমীপে উপস্থিত থাকেন। সেইজন্য
 (নিষ্কৃতির পাশ হইতে ত্রাণার্থ) বৃহস্পতি “ন যা রোষাতি ন
 গ্রহণ” তিনি যেন রোষ না করেন, তিনি যেন গ্রহণ (বন্ধন)
 না করেন—ঐ দ্বিপাদযুক্ত ঋক্ দেখিয়াছিলেন। এইরূপে
 সেই মন্ত্র দ্বারা বৃহস্পতি পাশহস্তা নিষ্কৃতির অধোমুখে লম্বমান
 পাশ নিরাকৃত করিয়াছিলেন। হোতা এই যে দ্বিপাদ মন্ত্রটি
 পাঠ করেন, এতদ্বারাও তিনি পাশহস্তা নিষ্কৃতির অধোমুখে
 লম্বমান পাশ নিরাকৃত করিয়া থাকেন। এইরূপে স্বস্তিতেই
 হোতা [পাশ হইতে] উন্মুক্ত হন ও পূর্ণায়ু হইয়া পূর্ণায়ু
 লাভ করেন। যে ইহা জানে, সে পূর্ণ আয়ু লাভ করে। ঐ
 মন্ত্রের “যুচয়ন্ত জন্মনঃ” এখানে সূর্য্যই গমন করেন বলিয়া
 [গতিবাচক যুচয় শব্দের] লক্ষ্য; এইজন্য এই মন্ত্র পাঠে
 সূর্য্যকে অতিক্রম করা হয় না। আর এই মন্ত্রে দুই চরণ
 থাকায় ইহা পুরুষসদৃশ-ছন্দোযুক্ত^১; এইরূপে উহা সকল
 ছন্দকেই ব্যাপ্ত করে; এইজন্য বৃহতীরও অতিক্রম হয় না।

(১) এই ব্রহ্মণ্যোক্ত ঋক্ সংহিতা মধ্যে নাই।

(২) কেননা পুরুষেরও দুই চরণ।

পঞ্চম খণ্ড

অতিরাত্র—আশ্বিন শস্ত্র

আশ্বিন শস্ত্রের সমাপ্তি—“ব্রাহ্মণস্পত্য.....ইত্যেতাত্যাম্”

ব্রাহ্মণস্পতি-দৈবত মন্ত্রে ' আশ্বিন শস্ত্র সমাপ্ত করা হয়।
ব্রহ্মস্পতিই ব্রহ্ম, এতদ্বারা যজমানকে শস্ত্রান্তে ব্রহ্মেই প্রতি-
ষ্ঠিত করা হয়। প্রজাকামী ও পশুকামী “এবা পিত্রে
বিশ্বদেবায় বৃক্ষে”^১ এই মন্ত্রে সমাপ্ত করিবে। কেননা “ব্রহ-
স্পতে স্প্রজা বীরবন্তঃ” এই [তৃতীয় চরণ] পাঠে প্রজাবারা
স্বসন্তানযুক্ত ও বীরযুক্ত হইবে। [তদ্ব্যতীত চতুর্থ চরণ]
“বয়ং শ্যাম পতয়ো রয়ীণাম্” থাকাতে যে স্থলে ইহা জানিয়া
ঐ মন্ত্রে সমাপ্ত করা হয়, সেখানে যজমান প্রজাবান্ পশুবান্
রয়ীবান্ (ধনবান্) ও বীরবান্ হইয়া থাকে। তেজস্বামী ও
ব্রহ্মবর্চসকামী—“ব্রহ্মস্পতে অতি যদর্যো অর্হাৎ”^২ এই মন্ত্রে
সমাপ্ত করিবে; তাহাতে অত্যন্তে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মবর্চস-
লাভ করিবে। [ঐ মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে] যে “দ্যুমৎ”
আছে, উহা পাঠে ব্রহ্মবর্চসই “দ্যুমৎ” (দীপ্তযুক্ত) হইয়া
বিশেষরূপে প্রকাশ পায়; কেননা ব্রহ্মবর্চসই বিশেষরূপে
প্রকাশ পাইয়া থাকে। [তৃতীয় চরণের] “যদীদয়চ্ছবস ঋত-
প্রজাত” এস্থলেও ব্রহ্মবর্চসই “দীদয়ৎ” (দীপ্তিযুক্ত)। [চতুর্থ
চরণের] “তদ শ্যাস্ত্র দ্রবিশং ধেহি চিত্রম্” এস্থলেও ব্রহ্মবর্চস-

(১) “ব্রহ্মস্পতে অতি যদর্যো” ইত্যাদি নহে।

(২) ৪।৫-১৬। (৩) ২।২৩।১৫।

কেই চিত্র (বিচিত্র) বলা হইল। যে স্থলে ইহা জানিয়া এই মন্ত্রে সমাপ্ত করা হয়, সেস্থলে যজমান ব্রহ্মবর্চসযুক্ত ও ব্রহ্ম-যশোযুক্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য ইহা জানিয়া ঐ মন্ত্রেই সমাপ্ত করিবে।

ঐ মন্ত্র ব্রহ্মগম্পতি-দৈবত, সেইজন্য উহাতে সূর্য্যকে অতিক্রম করা হয় না। আর যেহেতু ঐ [শস্ত্রসমাপ্তিতে পঠিত] ত্রিষ্টুপ্ তিনবার পাঠ করা হয়, তাহাতে উহা [বহু-অক্ষরযুক্ত হওয়ায়] সকল ছন্দকেই ব্যাপ্ত করে; কাজেই ব্রহ্মতীকেও অতিক্রম করা হয় না।

একটি গায়ত্রী মন্ত্রের^১ ও একটি ত্রিষ্টুপ্ মন্ত্রের^২ [যাজ্য] দ্বারা বযট্কার করিবে; কেননা গায়ত্রীই ব্রহ্ম আর ত্রিষ্টুপ্ বীৰ্য্য। এতদ্বারা ব্রহ্মের (ব্রাহ্মগম্পতির) সহিত বীৰ্য্যকে মিলিত করা হয়। যে স্থলে ইহা জানিয়া “অশ্বিনা বায়ুনা যুবং হৃদক্ষ” এবং “উভা পিবতমশ্বিনা” এই ত্রিষ্টুপ্ দ্বারা ও গায়ত্রী দ্বারা বযট্কার হয়, সেস্থলে যজমান ব্রহ্মবর্চসযুক্ত, ব্রহ্মযশোযুক্ত ও বীৰ্য্যবান্ হয়।

[অথবা] একটি গায়ত্রী ও একটি বিরাট্ মন্ত্রদ্বারা বযট্কার করিবে। কেননা গায়ত্রীই ব্রহ্ম ও বিরাট্ অন্ন। এতদ্বারা অন্নকে ব্রহ্মের সহিত মিলিত করা হয়। যেস্থলে ইহা জানিয়া গায়ত্রী দ্বারা ও বিরাট্ দ্বারা বযট্কার হয়, সে

(১) “ত্রিঃ প্রথমাং ত্রিষ্টুপাম্” এই বিধিতে শস্ত্রসমাপ্তির মন্ত্র তিনবার পঠনীয়।

(২) “উভা পিবতমশ্বিনা” এই গায়ত্রী (১।৪৬।১৫) আশ্বিন শস্ত্রের প্রথম যাজ্য।

(৩) “অশ্বিনা বায়ুনা যুবং” এই ত্রিষ্টুপ্, (৩।৫৮।৭) আশ্বিনশস্ত্রের দ্বিতীয় যাজ্য।

স্থলে যজমান ব্রহ্মবর্চসযুক্ত ও ব্রহ্মশোযুক্ত হয় ও ব্রাহ্মণের ভক্ষণযোগ্য অন্ন ভোজন করিতে পায়। সেইজন্য ইহা জানিয়া “প্র বামহ্মাসি মদ্যাত্মস্থঃ” এই [বিরাট্] ও “উভা পিবত-মশ্বিনা” [এই গায়ত্রী] এতদুভয় দ্বারা বষট্কার করিবে।

ষষ্ঠ খণ্ড

গবাময়ন সত্র—চতুর্বিংশাহ

জ্যোতিষোন্মের চারিটি সংস্থা অগ্নিষ্টোম, উক্থা, ষোড়শী ও অতিরাত্রের বিষয় বিবৃত হইল। এখন সংবৎসরব্যাপী গবাময়ন সত্রের বিষয় বলা হইবে। সংবৎসরে ৩৬০ দিন; প্রত্যেক দিনে উক্ত চারিটি সংস্থার মধ্যে কোন এক সংস্থানুযায়ী সোম-প্রয়োগ বিহিত হয়। সত্রের প্রথম দিনে অতিরাত্র বিহিত। পরদিনের নাম চতুর্বিংশ। সে দিন সোমপ্রয়োগে চতুর্বিংশ নামক স্তোম গীত হয়, সেইজন্য ঐ দিনের অনুষ্ঠানের নাম চতুর্বিংশ। পূর্বদিনের বিহিত অতিরাত্র উপক্রমণিকা-নাং; চতুর্বিংশ লইয়াই সত্রের প্রকৃত আরম্ভ, এইজন্য এই অনুষ্ঠানের অপর নাম আরম্ভগায়। তাণ্ড্যব্রাহ্মণ মতে ইহার নাম প্রায়ণীয়া।’

(৭) ৭।৬৮।২।

(১) বিবৃতি দিবস সংবৎসরকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করে; তৎপূর্বে ১৮০ দিন ও তৎপরে ১৮০ দিন। পূর্ববর্তী ১৮০ দিনে যে প্রথমানুসারে সোমপ্রয়োগ হয়, পরবর্তী ১৮০ দিনে তাহার বিপরীতক্রমে সোমপ্রয়োগ বিহিত। অর্থাৎ সংবৎসরের শেষার্ধ্বে যেন প্রথমার্ধের অনুক্রম দর্পণগত প্রতিবিম্বরূপ। বলা :—

অনুষ্ঠান

দিকসংখ্যা

প্রথম দিনে বিহিত অতিরাত্র

দ্বিতীয় দিনে চতুর্বিংশ (আরম্ভগায়)

তৎপরে পাঁচ মাস ব্যাপিরা ২৫ টি বড়হ—প্রতিমাসে পাঁচ বড়হ—৫ টি অতিদীর্ঘ বড়হ

ও ২ টি পুষ্ঠা বড়হ এইরূপে পাঁচমাসে

১৭০

চতুর্বিংশ সপ্তকে বিধান যথা—“চতুর্বিংশমেতৎ.....এব সাৎ”

চতুর্বিংশ দিবসে^১ আরম্ভগীয়ের অনুষ্ঠান করিবে। এতদ্বারা সংবৎসরের (সংবৎসরব্যাপী গবাময়ন সত্ৰের) আরম্ভ হয় ও এতদ্বারা [উদগাতৃগীত] স্তোমসকলের ও [হোতৃ-পঠিত] ছন্দসকলেরও আরম্ভ হয়। এতদ্বারা [তত্তন্মন্ত্রো-দ্দিক্ত] দেবতাগণের [হোমও] আরম্ভ হয়। এই দিনে আরম্ভ না হয়, সে ছন্দও অনারম্ভ থাকে ও সেই

তৎপরে তিনটি অভিলব্ধ বড়হ ও একটি পৃষ্ঠ্য বড়হ একযোগে ৪ বড়হ	২৪
তৎপরে অভিজিৎ	১
তৎপরে তিন দিন স্বরসাম	৩
তৎপরে মধ্যাহ্নে নিব্বন দিবস (এই দিন ৩১০ দিনের অন্তর্গত নহে)	—
পুনরায় তিন দিন স্বরসাম	৩
তৎপরে বিশ্বজিৎ (অভিজিৎের অনুরূপ)	১
তৎপরে ১ পৃষ্ঠ্য বড়হ ও ৩ অভিলব্ধ বড়হ একযোগে ৪ বড়হ	২৪
তৎপরে চারিমােস বাণিয়া ২০ বড়হ, প্রতিমােসে ১ পৃষ্ঠ্য বড়হ ও চারি অভিলব্ধ বড়হ	
এইরূপে চারিমােসে	১২০
তৎপরে ৩ অভিলব্ধ বড়হ	১৮
গোষ্ঠোম	১
আয়ুষ্ঠোম	১
দশরাত্র	১০
তৎপরে মহাব্রত (চতুর্বিংশের অনুরূপ)	১
শেষ দিনে অতিরাত্র	১

উপযূপরি তিন দিনে সোমপ্রয়োগ বিহিত হইলে তাহার নাম ত্রাহ ; প্রথম দিনে জ্যোতিষ্ঠোম, দ্বিতীয় দিনে গোষ্ঠোম, তৃতীয় দিনে আয়ুষ্ঠোম। জ্যোতিঃ, গো, আয়ুঃ, গো, আয়ুঃ, জ্যোতিঃ, এই ক্রমে ছয় দিনে বিহিত সোমপ্রয়োগের নাম বড়হ। যে বড়হে পৃষ্ঠ্য স্তোত্র মাধ্যম্নিন সবনে গীত হয়, তাহার নাম পৃষ্ঠ্য বড়হ ; তন্ত্রির বড়হের নাম অভিলব্ধ বড়হ। চারিটি অভিলব্ধ ও একটি পৃষ্ঠ্য বড়হে সমুদয়ে ত্রিশ দিন অর্থাৎ একমাস অতীত হয়। [অমিতীনাময়ন নামক সত্রে পৃষ্ঠ্য বড়হ নাই, উহাতে প্রতিমােসে পাঁচটি অভিলব্ধ বড়হ বিহিত]

(২) অতিরাত্র দ্বারা গবাময়নসত্ৰের উপক্রম ধরিত্তা তৎপরে দিনে সত্ৰের আরম্ভ হয়। এইজন্য

দেবতাও অনারন্ধ থাকেন। ইহাই আরম্ভণীয়ে আরম্ভণীয়ত্ব। [এই দিন] চতুর্বিংশ শ্তোম বিহিত হয়; ইহাই চতুর্বিংশের চতুর্বিংশত্ব। [সংবৎসর মধ্যে] অর্দ্ধমাস চব্বিশটি; এইরূপে অর্দ্ধমাস ক্রমেই সংবৎসরের আরম্ভ হয়।

[এই দিন] উক্ত্য [তন্মামক জ্যোতিষ্টোম-সংস্থা-ক্রতু] প্রযুক্ত হয়; উক্ত্য-সকল পশুস্বরূপ; এতদ্বারা পশু লাভ ঘটে। তাহাতে পোনেরটি শ্তোত্র ও পোনের চতুর্বিংশ বিহিত; তাহা [একযোগে] এক-মাস-স্বরূপ; ইহাই এক-মাসক্রমেই সংবৎসর [সত্বে] আরম্ভ হয়। তাহাতে তিন শত ষাট শ্তোত্রিয় ঋক আছে। সংবৎসরের দিনও ততগুলি; এতদ্বারা দিনক্রমেই সংবৎসর [সত্বে] আরম্ভ হয়।

কেহ কেহ বলেন, এই দিনে অগ্নিষ্টোম প্রযুক্ত হইবে। কেননা অগ্নিষ্টোমই সংবৎসর, অগ্নিষ্টোম ভিন্ন অন্য [ক্রতু] এই দিনকে ধারণ করিতে পারে না এবং ইহাকে বিবিক্ত (সকল অমুষ্ঠান পৃথকভাবে সম্পাদিত) করিতে পারে না। যদি অগ্নি-

এই দিনের অমুষ্ঠানের নাম আরম্ভণীয়। উল্লান্তারা তিনটি ঋক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা চব্বিশটি ঋক পরিণত করিয়া তিন পর্ধ্যায়ে গান করেন। এইরূপে সম্পাদিত শ্তোমের নাম চতুর্বিংশ শ্তোম। প্রথম পর্ধ্যায়ে প্রথম ঋক তিনবার, দ্বিতীয় ঋক চারিবার ও তৃতীয় ঋক একবার আবৃত্ত হইবে। দ্বিতীয় পর্ধ্যায়ে প্রথম ঋক একবার, দ্বিতীয়টি তিনবার ও তৃতীয়টি চারিবার আবৃত্ত হইবে। তৃতীয় পর্ধ্যায়ে প্রথমটি চারিবার, দ্বিতীয়টি একবার, তৃতীয়টি তিনবার আবৃত্ত হইবে। এইরূপে চব্বিশটি মন্ত্রে নিম্পন্ন শ্তোম এইদিন গীত হয় বলিয়া এই দিনের সোমপ্রয়োগেরও নাম চতুর্বিংশ। আরম্ভণী ও চতুর্বিংশ নামের হেতু ব্রাহ্মণে প্রদর্শিত হইতেছে।

(৩) চতুর্বিংশশস্ত্রে বিহিত আরম্ভণীর বাগে উক্ত্য নামক জ্যোতিষ্টোমের প্রসংহা বিহিত। [মতান্তরে অগ্নিষ্টোম বিহিত, পরে দেখ] উক্ত্য ক্রতুতে পোনেরটি শত্ৰু ও পোনের শ্তোত্রের নিধান আছে। প্রত্যেক শ্তোত্রে চব্বিশটি মন্ত্র থাকার মোটের উপর ৩৬০ টি মন্ত্র উক্ত্যক্রতুতে গীত হয়।

স্টোমেরই প্রয়োগ করা যায়, [তদন্তগত] তিন পবমান স্তোত্র [প্রত্যেকে] আটচল্লিশ- [স্তোত্রিয়-স্বাক্]-যুক্ত, আর [অবশিষ্ট] অন্য [নয়টি] স্তোত্র [প্রত্যেকে] চব্বিশ- [স্তোত্রিয়]-যুক্ত হওয়ায় উহারা [একযোগে] তিনশত-ষাট-স্তোত্রিয় যুক্ত হয় ।^৪ সংবৎসরের দিনও ততগুলি । এতদ্বারা দিনক্রমেই সংবৎসর [সত্রের] আরম্ভ বটে ।

[উভয় বিকল্প মধ্যে] উক্ত্য যজ্ঞ পশু দ্বারা সম্বদ্ধ হয় ; [তদনুসারী] সত্রও পশুদ্বারা সম্বদ্ধ হয় । [পরন্তু উক্ত্য ক্রতুতে] সাতাল স্তোত্রই চতুর্বিংশ-স্তোত্রযুক্ত, অতএব [উক্ত্য ক্রতুর অনুষ্ঠান হইলে] এই দিন প্রত্যক্ষতঃ চতুর্বিংশ হয় । সেইজন্য উক্ত্যই বিহিত হইবে ।^৫

সপ্তম খণ্ড

গবাময়ন

গবাময়নের অন্তর্গত পৃষ্ঠা ষড়্বে পৃষ্ঠ স্তোত্র গীত হয় । পৃষ্ঠস্তোত্রে বিহিত বৃহদ্রথস্তর সামদ্বয়ের প্রশংসা বধা—“বৃহদ্রথস্তরে.....অনবদৃষ্টে ভবতঃ”

(৪) অগ্নিষ্টোমে বার শত ও বার স্তোত্র । তন্মধ্যে পবমান স্তোত্র তিনটি—বহিঃপবমান, মাধ্যম্ভিন পবমান ও অর্ধব পবমান । অষ্ট স্তোত্র নয়টি । পবমান স্তোত্র তিনটির প্রত্যেক স্তোত্রে অষ্টাচল্লিংশ স্তোন গীত হয়, অর্থাৎ তিনটি স্বাক্ মন্ত্রকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা প্রতি পর্যায়ে ষোল ও তিন পর্যায়ে আটচল্লিশ মন্ত্রে পরিণত করা হয় । এইরূপে তিন পবমান স্তোত্রে স্তোত্রিয় সংখ্যা $৩ \times ৪৮ = ১৪৪$ । অবশিষ্ট নয়টি স্তোত্রের প্রত্যেক স্তোত্রিয়সংখ্যা ২৪, সাকল্যে $৯ \times ২৪ = ২১৬$, সমুদয়ে মন্ত্রসংখ্যা— $১৪৪ + ২১৬ = ৩৬০$ ।

(৫) উক্ত্য ক্রতুর অন্তর্গত পোনের স্তোত্রের প্রত্যেক স্তোত্রই চতুর্বিংশ স্তোত্র যুক্ত, আর অগ্নিষ্টোমের নয়টি স্তোত্র চতুর্বিংশস্তোত্রমক, অষ্ট তিনটি (পবমান তিনটি) অষ্টাচল্লিংশস্তোত্রমক । অতএব চতুর্বিংশত্বে অগ্নিষ্টোম অপেক্ষা উক্ত্য প্রায়শই যুক্ত হয় ।

বৃহৎ ও রথন্তর^১ এই দুইটি সাম বিহিত হয়। এই যে বৃহৎ ও রথন্তর, ইহারা যজ্ঞের পারপ্রাপ্তির জন্য নৌকাস্বরূপ;^২ উহাদের দ্বারাই সংবৎসর সত্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

এই বৃহৎ ও রথন্তর পাদস্বরূপ, এবং চতুর্বিংশ দিবস (অর্থাৎ তদ্দিনে সম্পাদ্য আরম্ভণীয় যজ্ঞ) মন্তকস্বরূপ। ইহাতে পাদদ্বয় দ্বারাই মন্তকের শ্রী সাধিত হয়।

এই বৃহৎ ও রথন্তর [পতীর] পক্ষস্বরূপ। [চতুর্বিংশ] দিবস মন্তকস্বরূপ। ইহাতে পক্ষদ্বয় মন্তকের শ্রী সাধিত হয়।

সেই দুই সাম একেবারে পরিত্যাগ করিবে না।^৩ যদি কেহ সেই দুইটিকেই একেবারে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে যেমন বন্ধনছিন্ন নৌকা এ তীর ও তীর ভাসিয়া বেড়ায়, ইহাতেও সেইরূপ ঘটে। যে সত্রানুষ্ঠায়ীরা এই দুই সামকেই পরিত্যাগ করে, তাহারাও এ তীর ও তীর ভাসিয়া বেড়ায়।

তন্মধ্যে যদি রথন্তরকে পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে যজ্ঞের [গান] দ্বারাই দুইটি অপরিত্যক্ত থাকে, আর যদি বৃহৎকে পরিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে রথন্তরের [গান] দ্বারাই দুইটি অপরিত্যক্ত থাকে^৪। যাহা রথন্তর, তাহাই বৈরূপ; যাহা বৃহৎ, তাহাই বৈরাজ; যাহা রথন্তর,

(১) “ভাষিষি হবাগচ্ছ” (৬।৪৬।১) এই ঋক্ হইতে উৎপন্ন সামের নাম বৃহৎ। “অতি স্বা শুর নোমুঃ” (৭।৩৩।২২) এই ঋক্ হইতে উৎপন্ন সামের নাম রথন্তর।

(২) যজ্ঞকে সমুদ্রের সহিত উপমিত করা হইল। যথা ঐত্যন্তরে “সমুদ্রং বা এতে সমন্তে যে সংবৎসরমুপযন্তি”। সংবৎসরসত্র সমুদ্রস্বরূপ।

(৩) অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে একের অনুষ্ঠানে উভয়ের ফল পাওয়া যায়।

তাহাই শাকর ; যাহা বৃহৎ, তাহাই রৈবত ;^৩ অতএব ঐ দুই সাম (রথন্তর ও বৃহৎ) পরিত্যাগ করিবে না ।

তৎপরে চতুর্বিংশশাহ অনুষ্ঠানের প্রশংসা যথা—“যে বৈ.....পারমস্তু তে”

যাহারা ইহা জানিয়া ঐ চতুর্বিংশশাহ অনুষ্ঠান করে, তাহারা দিনক্রমে, অর্দ্ধমাসক্রমে, মাসক্রমে সংবৎসর সত্র প্রাপ্ত হয় এবং স্তোমসকল ও ছন্দঃসকল প্রাপ্ত হয় এবং সকল দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়া তপস্যা অনুষ্ঠান পূর্বক সোমপীথভরণ দ্বারা (সোমপান দ্বারা) সংবৎসর ব্যাপিয়া সোমের অভিষব করিতে সমর্থ হয় ।

যাহারা [সংবৎসর সত্রের উত্তরপক্ষেও] এই [চতুর্বিংশশাহ] হইতে [আরম্ভ করিয়া পূর্বপক্ষের ক্রমানুসারে] উদ্ধর্ম্মখে অনুষ্ঠান করে, তাহারা গুরু ভারই [আপনার উপর] স্থাপন করে ; সেই গুরুভার [ভারবাহককে] বিনাশ করে । পক্ষান্তরে যে [পূর্বপক্ষে] ক্রমানুষ্ঠিত কর্ম্ম দ্বারা উঠিয়া সত্ৰকে পাইয়া পরে (উত্তরপক্ষে) [বিপরীতক্রমে অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা] নামিয়া আসে, সেই ব্যক্তি স্বস্তিতে সংবৎসর সত্রের পার লাভ করে ।^৪

(৪) পৃষ্ঠা বড়হের ছয় দিনে পৃষ্ঠস্তোত্র গীত হয় । ছয় দিনের পৃষ্ঠস্তোত্রে—ছয়টি সাম যথাক্রমে রথন্তর, বৈরূপ, বৃহৎ, বৈরাজ, শাকর, রৈবত । “দ্বামিদ্ধি হবামহে” (৬.৪৬।১) ঋক্ হইতে রথন্তর, “যদ্যাব ইল্ল তে শতম্” (৮।৭০।৫) হইতে বৈরূপ, “অভি হা শূর নোমুঃ” (৭।৩৩।২২) হইতে বৃহৎ, “পিবা সোমমিল্ল মমতু ভা” (৭।২৩।১) হইতে বৈরাজ, “প্রোদ্যাম পুরোরথম্” (১০।১৩৩।১) হইতে শাকর, এবং “রৈবতীর্নঃ সধমাদে” (১।৩০।১৩) হইতে রৈবত সাম উৎপন্ন । এই ছয়টির মধ্যে রথন্তরে বৈরূপের ও শাকরের কলপ্রাপ্তি এবং বৃহতে বৈরাজের ও রৈবতের কলপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে । অতএব ঐ দুই প্রধান সাম অপরিত্যাগ্য । দুইটিকে যুগপৎ পরিত্যাগ করিবে না । দুয়ের মধ্যে একটিকে প্ররোগ করিবে ।

(৫) সংবৎসর সত্রের দুই পক্ষ,—বিশুবদিনের পূর্বে ছয়মাস পূর্বপক্ষ, বিসুবদিনের পরে চারমাস

অষ্টম খণ্ড

গবাময়ন

চতুর্বিংশাহে পঠিত নিক্বেবল্যাশ্বসম্বন্ধে বিশেষ বিধি—“যদৈ চতুর্বিংশাঃ
এবং বেদ”

চতুর্বিংশ দিবস যেরূপ, মহাব্রত দিবসও সেইরূপ । এই
চতুর্বিংশে হোতা বৃহদ্বি দ্বারা যে রোতঃ সেক করেন, সেই
রোতঃ মহাব্রতীয় দিবসে সংবৎসরমধ্যে সন্তান জন্মাৎ । নিত
রোতঃ সংবৎসরমধ্যেই সন্তানরূপে জন্মে । সেই
দ্বি দ্বারা নিক্বেবল্য [উভয় দিবসে] সমান হয় ।^১ ইহা
জানিয়া চতুর্বিংশ অনুষ্ঠান করে, সে প্রথমার্দ্ধে [আরোহক্রমে]
কস্মানুষ্ঠানদ্বারা সত্রকে পাইয়া পরার্দ্ধেও [অবরোহক্রমে]
সত্রকে পাইয়া থাকে । যে ইহা জানে, সে সন্তিতেই সংবৎস-
র পার লাভ করে ।

সংবৎসরের আদিতে ও অন্তে উই অতিরাত্রের বিধান যথা—“যো বৈ.....
ক্রমঃ”

উত্তর পক্ষ । পূর্বপক্ষের অনুষ্ঠানগুলি পর পর সমাধা করিয়া বিঘ্ন দিনে উঠিতে হয় ; তৎপরে
উত্তর পক্ষে বিপরীত ক্রমে সেই সেই অনুষ্ঠান সমাধা করিয়া বিঘ্ন দিন হইতে ক্রমশঃ নামিতে হয় ।
যে ব্যক্তি উত্তরপক্ষেও পূর্বপক্ষের ক্রম অনুসরণ করে, সে গুরুভারে পীড়িত ও বিনষ্ট হয় ।

(১) গবাময়নের পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ পরস্পর বিপরীত । সত্রের আদিতে ও অন্তে
অতিরাত্র । আদ্য অতিরাত্রের পর দিন যেমন চতুর্বিংশ, অন্ত্য অতিরাত্রের পূর্ব দিন
সেইরূপ মহাব্রত ।

(২) “তদিদাস ভুবনেষু জ্যেষ্ঠম্” ইত্যাদি যজ্ঞের (১০ মণ্ডল ১২০ যজ্ঞ) নাম বৃহদ্বি যজ্ঞ
উক্ত যজ্ঞ চতুর্বিংশ ও মহাব্রত উভয় দিবসে নিক্বেবল্যাশ্ব মধ্যে পঠিত হয় ।

(৩) মহাব্রত অনুষ্ঠান ঐতরেয় আরণ্যকে সনিস্তার বর্ণিত হইয়াছে । মহাব্রত অনুষ্ঠান চতুর্বিংশ
অনুষ্ঠানের সদৃশ নহে । সত্রমধ্যে উভাদের অবস্থান অমুরূপ, এইমাত্র । উভয়ই নিক্বেবল্য শব্দ পঠিত
হয় এবং বৃহদ্বি যজ্ঞ ঐ শব্দমধ্যে পাঠ করায় উভয় অনুষ্ঠানে কতকটা সাদৃশ্য আছে মাত্র ।

যে সংবৎসরের এ পার এবং ও পার জানে, সেই স্বস্তিতে সংবৎসরের পার গমন করে। প্রায়ণীয় (আরম্ভে অনুষ্ঠেয়) অতিরাত্র ইহার এ পার ; উদয়নীয় (অন্তে অনুষ্ঠেয়) অতিরাত্র উহার ও পার। যে ইহা জানে, সে স্বস্তিতেই সংবৎসরের পার গমন করে। যে সংবৎসরের অবরোধন (প্রাপ্তির উপায়) এবং উদ্রোধন (ত্যাগের উপায়) জানে, সেও স্বস্তিতে সংবৎসরের পার গমন করে।^৮ প্রায়ণীয় অতিরাত্র ইহার অবরোধন ও উদয়নীয় অতিরাত্র ইহার উদ্রোধন। যে ইহা জানে, সে স্বস্তিতে সংবৎসরের পার গমন করে।

যে সংবৎসরের প্রাণ এবং উদান জানে, সেই স্বস্তিতে সংবৎসরের পার গমন করে। প্রায়ণীয় অতিরাত্র উহার প্রাণ ও উদয়নীয় অতিরাত্র উহার উদান। যে ইহা জানে, সে স্বস্তিতেই সংবৎসরের পার গমন করে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

গবাময়ন—ত্র্যাহ ও ষড়্‌হ

ত্র্যাহ ও ষড়্‌হের সম্বন্ধ বর্ণনা—“জ্যোতির্গৌঃ.....যং পঞ্চমঃ”

জ্যোতির্গৌঃ, গৌর্গৌঃ এবং আয়ুর্গৌঃ, এই তিন দিব-

(৪) অধন অতিরাত্রের সংবৎসরের অবরোধ করা হয়, উহাকে আটকান খায় ; দ্বিতীয় অধন অতিরাত্র উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

সের অনুষ্ঠান করা হয় । এই [ভূ-] লোক জ্যোতিঃ, অন্ত-
রিক্ষ গো, এবং ঐ [স্বর্গ] লোক আয়ুঃ ।’

পরবর্তী ত্রাহণ এইরূপ । [অতএব ষড়হের ক্রম]
জ্যোতিঃ, গো, আয়ুঃ, এই তিন দিন ও গো, আয়ুঃ, ও জ্যোতিঃ
এই তিন দিন ।

এই [ভূ-] লোক জ্যোতিঃস্বরূপ, ঐ [স্বর্গ-] লোকও
জ্যোতিঃস্বরূপ । এই দুই জ্যোতিঃ [ষড়হের] উভয় প্রান্তে
থাকিয়া [পরস্পরকে] নিরীক্ষণ করে ।

সেই জন্য উভয় প্রান্তে জ্যোতিঃ দ্বারা ষড়হের অনুষ্ঠান
করিবে । এই যে উভয় প্রান্তে স্থিত জ্যোতিঃ দ্বারা ষড়হের
অনুষ্ঠান হয়, ইহাতে এই [ভূ-] লোকে এবং ঐ [স্বর্গ-]
লোকে, উভয় লোকেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনুষ্ঠান করা হয় ।

এই যে অভিলব ষড়হ, তাহা [উভয়লোকমধ্যে] পরি-
বর্তনকারী (ঘূর্ণমান) দেবচক্রস্বরূপ । তাহার দুই প্রান্তে যে
দুইটি অগ্নিষ্টোম, তাহা নেমিস্বরূপ ; আর মধ্যে যে চারিটি
উক্খ্য, তাহা নাভিস্বরূপ । যে ইহা জানে, সে যেখানে ইচ্ছা
করে, সেইখানে পরিবর্তমান [দেবচক্র] দ্বারা গমন করে এবং
স্বস্তিতেই সংবৎসরের পার গমন করে ।

এই যে প্রথম ষড়হ যে তাহা জানে, এই যে দ্বিতীয় ষড়হ
যে তাহা জানে, এই যে তৃতীয় ষড়হ যে তাহা জানে, এই

(১) তিন দিন সোমগ্রন্থোগে ত্রাহ হয় ; দুই ত্রাহ একযোগে ষড়হ হয় । ষড়হের প্রথম ও
শেষ দিনে অগ্নিষ্টোমপ্রযুক্ত হয় ও মধ্যের চারিদিনে উক্খ্য প্রযুক্ত হয় । প্রথম ও শেষ দিনের
প্রযুক্ত অগ্নিষ্টোমের নাম জ্যোতিষ্টোম । মধ্যস্থ চারিটি উক্খ্যের মধ্যে দুই দিন গোষ্টোম ও দুই
দিন আয়ুষ্টোম । বাহাতে আরম্ভ, তাহাতেই শেষ হওয়াতে ষড়হ চক্রের সদৃশ । পরে দেখ ।

যে চতুর্থ ষড়হ যে তাহা জানে, এই যে পঞ্চম ষড়হ যে তাহা জানে, সেও স্বস্তিতে সংবৎসরের পার গমন করে ।^১

দ্বিতীয় খণ্ড

ষড়হ

ষড়হ-প্রশংসা যথা—“প্রথমং ষড়হং.....বোভাভাম্”

প্রথম ষড়হ অনুষ্ঠিত হয় । তাহাতে ছয়টি দিন আছে ; ঋতুও ছয়টি ; এতদ্বারা ঋতুক্রমে সংবৎসর প্রাপ্ত হইয়া ঋতুক্রমে সংবৎসরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনুষ্ঠান করা হয় ।

দ্বিতীয় ষড়হ অনুষ্ঠিত হয় । তাহাতে [পূর্বের ষড়হ সহিত] বার দিন হয় । মাস বারটি ; এতদ্বারা মাসক্রমে সংবৎসর পাওয়া যায় এবং মাসক্রমে সংবৎসরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনুষ্ঠান করা হয় ।^{১০}

তৃতীয় ষড়হ অনুষ্ঠিত হয় । তাহাতে আঠার দিন হয় ; তাহা দুই ভাগ করিলে নয়টি ও আর নয়টি হয় । প্রাণ নয়টি, এবং স্বর্গলোকও নয়টি । এতদ্বারা প্রাণসকল ও স্বর্গলোকসকল পাওয়া যায় এবং প্রাণসকলে ও স্বর্গলোকসকলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনুষ্ঠান করা হয় ।

চতুর্থ ষড়হ অনুষ্ঠিত হয় । তাহাতে চব্বিশ দিন হয় । অর্দ্ধমাস চব্বিশটি ; এতদ্বারা অর্দ্ধমাসক্রমেই সংবৎসর পাওয়া

(২) মাসের মধ্যে পাঁচটি ষড়হ অনুষ্ঠিত হয় ; এই পাঁচটি ষড়হ পর পর প্রতিমাসে সক্রমণে অনুষ্ঠান করা হয় ।

যায় এবং অর্দ্ধমাসক্রমে সংবৎসরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অনুষ্ঠান করা হয় ।

পঞ্চম ষড়্হ অনুষ্ঠিত হয় । তাহাতে ত্রিশ দিন হয় । বিরাতের ত্রিশ অক্ষর ; বিরাট্, ভক্ষ্য অন্ন । এতদ্বারা মাসে মাসে বিরাতেরই সম্পাদন দ্বারা অনুষ্ঠান করা হয় ।

যাহারা ভক্ষণীয় অন্ন কামনা করে, তাহারাই ঐশ্বর্য্যেই অনুষ্ঠান করে । সেই হেতু এই যে মাসে মাসে বিরাতের সম্পাদন দ্বারা অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাতে মাসে মাসে ভক্ষণীয় অন্ন রক্ষা করিয়া এই লোক ও ঐ লোক উভয় লোকের উদ্দেশে অনুষ্ঠান করা হয় ।

তৃতীয় খণ্ড

সংবৎসর সত্র

সংবৎসরসাধ্য সোমযাগের মধ্যে গবাময়ন সত্র প্রকৃতি, আদিত্যানাময়ন ও অগ্নিসাময়ন তাহার বিকৃতি, তৎসম্বন্ধে বিচার যথা—“গবাময়নেন...যশ্চ পৃষ্ঠ্যে”

গোগণের অয়ন অনুষ্ঠিত হয় ; গো-সকলই আদিত্য-স্বরূপ ; এতদ্বারা আদিত্যগণের অয়নেরই অনুষ্ঠান হয় ।

পুরাকালে গোসকল শফ (খুর) ও শৃঙ্গ পাইবার জন্ত সত্রের অনুষ্ঠান করিয়াছিল । দশমমাসে তাহাদের শফ ও শৃঙ্গ জন্মিয়াছিল । তাহারা বলিয়াছিল, যে কামনায় আমরা [সত্রে] দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছি; এখন এই সত্র হইতে উঠিয়া যাই । এই বলিয়া যাহারা উঠিয়া গিয়াছিল, তাহারাই শৃঙ্গধারী । পক্ষান্তরে যাহারা সংবৎসর

সমাপ্ত করিব বলিয়া স্থির ছিল, অশ্রদ্ধাহেতু তাহাদের শৃঙ্গ উঠে নাই। তাহারা শৃঙ্গহীন কিন্তু বলবান হইয়াছিল। সেই জন্যই তাহারা সকল ঋতু ব্যাপিয়া সত্র সমাপনান্তে [সত্র হইতে] উত্থিত হয়। বল কামনা করিয়া সেই গোগণ সকল লোকের প্রিয় হইয়াছিল ও সকলের নিকট সুন্দর হইয়াছিল। যে ইহা জানে, সে সকলের প্রিয় হয় ও সকলের নিকট সুন্দর হয়।

স্বর্গলোকে আদিত্যগণ ও অঙ্গিরোগণ আমরা পূর্বের গমন করিব, আমরা পূর্বের গমন করিব, বলিয়া পরস্পর স্পর্ধা করিয়া-ছিলেন। সেই আদিত্যগণই পূর্বের স্বর্গলোকে গিয়াছিলেন ; অঙ্গিরোগণ বিলম্বে ষাটি বর্ষ পরে গিয়াছিলেন।

আদিত্যগণের অয়নে প্রায়ণীয় দিনে অতিরাত্র ও চতুর্বিংশ দিনে উক্ধ্য [গোগণের অয়নের মত] ; কিন্তু অন্যান্য দিন কেবল অভিপ্লব ষড়্বে ব্যাপ্ত হয়।*

অঙ্গিরোগণের অয়নে প্রায়ণীয় অতিরাত্র ও চতুর্বিংশ উক্ধ্য [গোগণের অয়নের মত] ; কিন্তু অন্যান্য দিন কেবল পৃষ্ঠ্য ষড়্বে ব্যাপ্ত হয়।

ঋতি (রাজপথ) যেমন সহজে গমনের উপায়, অভিপ্লব ষড়্বে তেমনই [সহজে] স্বর্গলোকে গমনের উপায়। মহাপথ যেমন চারিদিকে চলিবার উপায়, পৃষ্ঠ্য ষড়্বে তেমনই স্বর্গলোকে গমনের উপায়। এই যে উভয়বিধ ষড়্বে অনুষ্ঠিত হয়,

(১) প্রায়ণীয় ও চতুর্বিংশ তিন সত্রেই একরূপ। গণ্যায়নে প্রতিমাসে চারিটি অভিপ্লব ও একটি পৃষ্ঠ্য ষড়্বে ; কিন্তু আদিত্যানায়নে প্রতিমাসে পাঁচটিই অভিপ্লব ষড়্বে, এই বিশেষ। অঙ্গিরসায়নে প্রতিমাসে পাঁচটিই পৃষ্ঠ্য ষড়্বে।

তাহাতে দুই [পায়ে] চলার মত কোন অনিষ্ট ঘটে না।
অভিপ্লব যড়হে এবং পৃষ্ঠ্য যড়হে যে ফল, তাহাতে সেই উভয়
ফলের প্রাপ্তি ঘটে।

চতুর্থ খণ্ড

গবাময়ন—বিষুব দিন

সংবৎসরব্যাপী সত্বে মধ্যবর্তী প্রধান দিনের নাম বিষুব দিন। সেইদিন
একবিংশ স্তোম গীত হয় বলিয়া উহার অপর নাম একবিংশাহ। এক দিনের
প্রশংসা যথা—“একবিংশম্.....এবং বেদ”

সংবৎসরের মধ্যবর্তী বিষুবনামক একবিংশাহ অনুষ্ঠান
করা হয়। এই একবিংশাহারা দেবগণ আদিত্যকে স্বর্গ-
লোকের অভিমুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

সেই দিন একবিংশস্থানীয়। সেই দিনে মন্ত্রসকল দিবা-
ভাগে কীর্তিত হয়। ঐ দিনের পূর্বের দশ দিন আছে ও পরে
দশ দিন আছে; মধ্যবর্তী ঐ দিন একবিংশ-স্থানীয় ও উভয়দিকে
বিরাটের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু উহা উভয়দিকে বিরাটের
মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য এই [একবিংশাহ অথবা তদনুরূপ

(১) বিষুব দিনের পূর্বের তিন দিন স্বরসাম, একদিন অভিজিৎ ও ছয় দিন পৃষ্ঠ্যযড়হ, এই
দশ দিনের কথা বলা হইতেছে। ঐক্যে বিষুবদিনের পরে তিন দিন স্বরসাম, একদিন বিষজিৎ
ও ছয় দিন পৃষ্ঠ্য যড়হ, এই দশ দিনের কথা হইতেছে। পূর্বের দশ ও পরে দশ দিনের মধ্যে
বিষুবাহ একবিংশস্থানীয়। আদিত্যও স্রুতিমতে একবিংশস্থানীয় যথা—“দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ভবঃ
ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য একবিংশঃ” ইতি। অতএব আদিত্য ও বিষুব পরস্পর অনুরূপ।
বিরাট হ্রদ দশাক্ষরা, এই হেতু বিষুবদিশে দুই দিকে দুই বিরাটের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।

আদিত্য] এই লোকসকলের মধ্যে বিচরণ করিয়াও ব্যথিত হয়েন না ।

সেই আদিত্য স্বর্গলোক হইতে পড়িয়া যাইবেন, দেবগণ এই ভয় করিয়াছিলেন ও তিনটি অধোবর্তী স্বর্গলোক দ্বারা তাঁহাকে [স্বস্থানে] ধরিয়া রাখিয়াছিলেন । [পূর্ববর্তী স্বরসাম দিবসত্রেয়ে গীত] স্তোম তিনটি সেই তিন স্বর্গলোকের স্বরূপ । আবার সেই আদিত্য উর্দ্ধমুখে [স্বর্গলোক ছাড়িয়া] চলিয়া যাইবেন, দেবগণ এই ভয় করিয়াছিলেন । তখন তাঁহারা আর তিনটি উর্দ্ধস্থিত স্বর্গলোক দ্বারা তাঁহাকে [স্বস্থানে] ধরিয়া রাখিয়াছিলেন । [পরবর্তী স্বরসাম দিবসত্রেয়ে গীত] স্তোম তিনটি এই তিন স্বর্গলোকের স্বরূপ । তাহা হইলে [বিষ্ণুবদিনের] পূর্ববর্তী তিন দিন সপ্তদশ-[স্তোম]-যুক্ত হয়, ও পরবর্তী তিন দিনও সপ্তদশ-[স্তোম]-যুক্ত হয় । তাহাদের মধ্যগত একবিংশাহ উভয়দিকে স্বরসাম দিবস দ্বারা ধৃত থাকে । যেহেতু উনি (বিষ্ণুবন্দনীয় আদিত্য) উভয়দিকে স্বরসাম দিবস দ্বারা ধৃত থাকেন, এইজন্য তিনি এই লোকসকলের অভ্যন্তরে বিচরণ করিয়াও ব্যথিত হয়েন না ।

সেই আদিত্য স্বর্গলোক হইতে নিম্নে পতিত হইবেন, দেবগণ, এই ভয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অধোবর্তী পরম স্বর্গলোক দ্বারা ধরিয়া রাখিয়াছিলেন । [ত্রয়স্তিংশ্] স্তোম পরম স্বর্গলোকস্বরূপ । আবার আদিত্য উর্দ্ধে উঠিয়া যাইবেন, দেবগণ এই ভয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে উর্দ্ধস্থিত পরম স্বর্গলোক দ্বারা ধরিয়া রাখিয়াছিলেন । [ত্রয়স্তিংশ্] স্তোমই পরম স্বর্গলোকস্বরূপ । এইরূপ হইলে [বিষ্ণুবাহের]

পূর্বের তিনটি সপ্তদশ-মন্ত্রাত্মক স্তোম ও পরে তিনটি সপ্তদশ-মন্ত্রাত্মক স্তোম থাকে। [এই ছয়টি সপ্তদশমন্ত্রনির্মিত স্তোমের মধ্যে] দুই দুইটি একত্র করিয়া তিনটি চতুস্ত্রিংশ-মন্ত্রনির্মিত স্তোম হয়। স্তোমসমূহের মধ্যে চতুস্ত্রিংশ স্তোমই উত্তম। এতদ্বারা সেই স্তোমের উপর স্থাপিত হইয়া [বিশ্ববাহনীর আদিত্য] তাপ দেন; তদুপরি স্থাপিত হইয়াই তিনি তাপ দেন।

এই সেই আদিত্য এই ভূত ও ভবিষ্যৎ সকল [কর্তৃক] হইতে উৎকৃষ্ট এবং এই জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা ইহা-লৈবের অপেক্ষা দীপ্তিমান ও উৎকৃষ্ট। যে ইহা জানে, সে যাহা হইতে উৎকৃষ্ট হইয়া শোভা পাইতে চাহে, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট হয়।

পঞ্চম খণ্ড

গবাময়ন

গবাময়ন সত্বে অগ্ন্যন্ত বিধান—“স্বরসামঃ.....দধাতি”

স্বরসাম-নামক দিবসের অনুষ্ঠান করা হয়। [আদিত্যের অধঃস্থ ও উর্দ্ধস্থ] এই লোকসকলই স্বরসাম। স্বরসাম অনুষ্ঠান দ্বারা এই লোকসকলকেই গ্রীত করা হয়; ইহাই স্বরসামসকলের স্বরসামত্ব। এই যে স্বরসামের অনুষ্ঠান হয়, ইহাতে যজ্ঞমানকে এই লোকসকলেই ভোগবান্ করা হয়।

(১) এতেষামহাঃ স্বরোপেতসামবৎ প্রীতিহেতুর্দাৎ স্বরসামেতি নাম সম্প্রসঙ্গ—স্বরযুক্ত সামের মত প্রীতিহেতু বলিয়া ঐ অনুষ্ঠানের নাম স্বরসাম (সারণ)।

দেবগণ সেই সপ্তদশ-মন্ত্রনির্মিত স্তোম (অথবা স্বরসাম দিবস) বিশীর্ণ হইয়া যাইবে এই ভয় করিয়াছিলেন, কেননা এই [ছয় দিনে গীত স্তোমগুলি] পরস্পর সমান এবং উহারা গোপনে রক্ষিত নহে। উহারা (অযত্নরক্ষিত হওয়ায়) যাহাতে বিশীর্ণ না হয়, সেই হেতু উহাদিগকে নিম্নে সকল স্তোম দ্বারা ও উর্দ্ধে সকল পৃষ্ঠ স্তোত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হয়।^১ সর্বস্তোমযুক্ত অভিজিৎ পূর্বে থাকে, সর্বপৃষ্ঠযুক্ত বিশ্বজিৎ পরে থাকে। এইরূপে তাহারা সপ্তদশস্তোমযুক্ত স্বরসামসমূহকে ধরিয়া রাখিবার জন্য ও ভংশনিবারণের জন্য উভয়দিক্ হইতে ঢাকিয়া রাখে।

দেবগণ, সেই আদিত্য স্বর্গলোক হইতে নিম্নে পড়িয়া যাইবেন, এই ভয় করিয়াছিলেন ; এইজন্য তাঁহারা তাঁহাকে পাঁচটি রশ্মি (রজ্জু) দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। [বিষুবদিনে বিহিত] দিবাকীর্ত্য সাম (দিবাভাগে গেয় পাঁচটি সাম) সেই রশ্মিস্বরূপ। তন্মধ্যে মহাদিবাকীর্ত্যসাম হইতে পৃষ্ঠস্তোত্র, বিকর্ণ হইতে ব্রহ্মসাম, ভাস হইতে অগ্নিস্তোম সাম আর বৃহৎ ও রথস্তুর

(২) আদিত্য স্বর্গান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নীচে পড়িয়া যাইবেন অথবা উপরে উঠিয়া খাইবেন, এই ভয়ে দেবতার আদিত্যের নীচে তিন স্বর্গ ও উপরে তিন স্বর্গ স্থাপিত করিয়া তাঁহাকে স্বর্গানে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। তদনুসারে বিবৃথায় অমুষ্ঠানকেও পূর্বে তিন স্বরসাম ও পরে তিন স্বরসাম দ্বারা স্বর্গানে ধরিয়া রাখা হয়। পূর্বাংশে ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই স্বরসামগুলিকেও অরক্ষিত অবস্থায় রাখা উচিত নহে ; তাহাদিগকেও দুই দিক্ হইতে ঠেকা দিয়া বা ঢাকা দিয়া রাখা আবশ্যক। এইজন্য পূর্বে অভিজিৎ ও পরে বিশ্বজিৎ অমুষ্ঠান দ্বারা স্বরসামগুলিকে দৃঢ় রাখিতে হয়। অভিজিৎ দিনের অমুষ্ঠানে ত্রিযুৎ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ, ত্রিবিংশ, ত্রয়সিংশ এই সমুদয় স্তোমই গীত হয়। আর বিশ্বজিৎ দিনের অমুষ্ঠানে রথস্তুর বৃহৎ বৈরূপ, বৈরাজ শাকর, রৈবত এই সমুদয় পৃষ্ঠস্তোত্র গীত হইয়া থাকে। সেইজন্য বলা হইল, একদিকে স্তোম, অন্যদিকে পৃষ্ঠদ্বারা স্বরসামসমূহ রক্ষিত হয়।

এই দুইটি হইতে পবমানস্তোত্রদ্বয় নিষ্পন্ন করা হয়।" এই-রূপে আদিত্যকে পাঁচটি রশ্মি দ্বারা বাঁধিলে তাঁহাকে ধরিয়া রাখা হয় ও তাঁহার পতনসম্ভাবনা থাকে না।

[বিষুবদিনে] আদিত্য উদিত হইলে প্রাতঃস্মৃতি পাঠ করিবে। কেননা এ দিনের সকল মন্ত্রই দিবাভাগে কীৰ্ত্তনীয়।

সবনীয় পশু স্থানে সূর্যের উদ্ভিষ্ট বর্ণাস্তরমিশ্রিত খেত বর্ণের পশুর [বিষুবাহে] আলম্বন করিতে হয়, অতএব পশুরই আলম্বন করিবে; কেননা এ দিন সূর্যেরই উদ্ভিষ্ট।

একুশটি সামিধেনী মন্ত্র পাঠ করিবে। কেননা এই [বিষুব] দিন প্রত্যক্ষতঃ একবিংশ-স্থানীয়।

[নিক্ষেপণ্য শস্ত্রপাঠের সময়] একাশ্রি অথবা বায়াদি মন্ত্র পাঠের পর মধ্যে নিবিৎ বসাইবে। তৎপরে ততগুলি

(৩) “বিলাড্ বৃহৎ পিবতু সোম্যং মধু” (১০।১৭০।১) এই ঋক্ হইতে মহাদিবাকীৰ্ত্ত্য সাম তৎপরে; উহাতে পৃষ্ঠস্তোত্র হইবে। “পৃক্ষস্ত বৃক্ষো অরুশস্ত নু সহঃ” (৩।৮।১) এই ঋক্ হইতে বিকর্ণ ও ভাস এই দুই সাম উৎপন্ন। বিকর্ণ সাম ব্রাহ্মণাচ্ছাসীকে লক্ষ্য করিয়া গীত হয় বলিয়া ঠহার নাম ব্রহ্ম সাম। ভাসদ্বারা অগ্নিষ্টোমের সমাপ্তি হয় বলিয়া উহা অগ্নিষ্টোম সাম। বৃহৎ ও রথন্তরের উৎপত্তি পূর্বের বলা হইয়াছে। মাধান্দিন ও আৰ্ভব পবমানে উহা গেল।

(৪) প্রকৃতিযজ্ঞে সোমবাগমাত্রেই প্রাতঃস্মৃতি সূর্যোদয়ের পূর্বে পাঠ্য। পূর্বে দেখা। কিন্তু বিষুবাহে প্রাতঃস্মৃতি বিশেষ বিধি দ্বারা দিবাভাগে কীৰ্ত্তনীয়।

(৫) প্রকৃতিযজ্ঞে পোনেরটি সামিধেনী পাঠ বিহিত। বিষুবাহের একবিংশৎ হেতু এ দিন সেই পোনেরটিতে ধাণ্য মধু ছয়টি প্রক্ষেপ করিয়া সমুদয়ে একুশটি সামিধেনী পাঠ করিবে।

(৬) মন্ত্রসংখ্যা যথা—

স্তোত্রিয় ত্র্যচ	৬
অমুরূপ ত্র্যচ	৬
“যদ্যবান” ইত্যাদি ধাণ্য	১
বৃহৎ ও রথন্তর সামের যোনিদ্ব	২
অগাধ হইতে উৎপন্ন মধু	১

মন্ত্র পাঠ করিবে। কেননা পুরুষ শতায়ু, শতবীর্ঘ্য, শতেন্দ্রিয়।
এতদ্বারা যজমানকে আয়ুতে, বীর্ঘ্যে ও ইন্দ্রিয়ে স্থাপিত
করা হয়।

ষষ্ঠ খণ্ড

গবাময়ন

বিষুবাহে পঠিতব্য অস্ত্রাণ্ড মন্ত্র যথা—“দূরোহণং.....যজমানোভ্যশ্চ”

[স্বর্গে] আরোহণের জন্য দূরোহণ মন্ত্র পাঠ করা হয়।
‘স্বর্গ লোকই দূরোহণ (ছক্ষরারোহণ)। যে ইহা জানে, সে
তদ্বারা স্বর্গলোকই আরোহণ করে।

ইহা দূরোহণ কেন ? [উত্তর] ঐ যিনি (যে আদিত্য)
তাপ দেন, তিনিই দূরোহ (অর্থাৎ তাঁহার স্থানে আরোহণ
ছঃসাধ্য)। অথবা যদি কেহ সেইখানে যায়, সে দূরোহণ
স্থানেই আরোহণ করে। সেইজন্য এই মন্ত্র পাঠ করা হয়।

“সুগাম্যানৃতমন্” ইত্যাদি মন্ত্র

৩

“মন্তিগ্নশৃঙ্গঃ” ইত্যাদি মন্ত্রের

১১

“অস্তিত্যন্” ইত্যাদি মন্ত্রের

১৫

একযোগে

৪

এতদ্বাধ্যে প্রথম ঋক্টি তিনবার পঠিতব্য; অতএব মন্ত্রসংখ্যা ৪৩। এই ৪৩ মন্ত্রের পর
“ইল্লন্ত সু বীধ্যাণি” ইত্যাদি মন্ত্রের পোনেরটি ঋকের মধ্যে হয় ৮ কিংবা ৯ মন্ত্র পাঠ করিয়া নিবিৎ
বসাইবে। ৮টি পাঠ করিলে মন্ত্রসংখ্যা ৫১ হয়, ৯টি পাঠ করিলে মন্ত্রসংখ্যা ৫২ হয়। তৎপরে
নিবিৎ। এই নিবিৎ ইল্লের উদ্ভিষ্ট। তৎপরে অবশিষ্ট মন্ত্র পাঠ করিয়া শতসংখ্যা পূর্ণ হয়।

(১) বিষুবাহে হোতা আহাবাস্তে দূরোহণ মন্ত্র পাঠ করেন। “হংসঃ শুচিষৎ” (৪।৪০।৫)
এই মন্ত্র পঠিতব্য; ইহার পাঠের নিয়ম আশ্বলায়ন দিয়াছেন (আশ্বত্রো মূঃ ৮।২)

হংসবতী ঋক্ (হংসশব্দযুক্ত মন্ত্ৰ) পাঠ করা হয়। “হংসঃ শুচিষৎ” এস্থলে ঐ [আদিত্যই] হংস ও শুচিষৎ। “বস্তু-রন্তুরিক্ষসৎ” এস্থলে তিনিই বস্তু ও অন্তুরিক্ষসৎ। “হোতা বেদিষৎ” এস্থলে তিনিই হোতা ও বেদিষৎ। “অতিথি ছুরোগসৎ” এস্থলে তিনিই অতিথি ও ছুরোগসৎ। “নৃষৎ” এস্থলে তিনিই নৃষৎ। “বরসৎ” এস্থলে তিনিই বরসৎ। কেননা তিনি যেখানে থাকিয়া তাপ দেন, তাহাই সন্ম- (বহু) সকলের মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ)। “ঋতসৎ” এস্থলে ইনিই সত্যসৎ। “ব্যোমসৎ” এস্থলে তিনিই ব্যোমসৎ ; কেননা ইনি যেখানে থাকিয়া তাপ দেন, তাহাই সন্মসমূহের মধ্যে ব্যোম (সীমাহীন আকাশ)। “অজা” এস্থলে ইনিই অজা ; কেননা ইনি প্রাক-কালে অপ্ (জল) সমূহ হইতে উদ্ভিত হন ও সায়াংকালে অপ্-সমূহেই প্রবেশ করেন। “গোজা” এস্থলে ইনিই গোজা। “ঋতজা” এস্থলে ইনিই সত্যজাত। “অদ্রিজা” এস্থলে ইনিই অদ্রিজাত। “ঋতম্” এস্থলে ইনিই সত্য। ঐ আদিত্য এই

(২) উক্ত দুরোহণ মন্ত্ৰই হংসশব্দযুক্ত।

(৩) হস্তি সৰ্বদা গচ্ছতীতি হংসঃ। শুচৌ শুদ্ধে দ্ব্যলোকে সীদতি তিষ্ঠতীতি শুচিষৎ (সায়াণ)।

(৪) বসতি সৰ্বদেতি বস্তুঃ। অন্তুরিক্ষে সীদতীতি অন্তুরিক্ষসৎ (সায়াণ)।

(৫) ন বিদ্যতে তিথিবিংশনিয়মো যাত্রার্থে যন্ত সৌম্যমতিথিঃ। ছুরোগেষু তন্তদৃগ্গৃহেষু সীদতি যাচিৎ প্রচরতীতি ছুরোগসৎ। (সায়াণ)।

(৬) নৃষু মনুষ্যেষু সৃষ্টরূপেণ সীদতীতি নৃষৎ (সায়াণ)।

(৭) বরে শ্রেষ্ঠে মণ্ডলে সীদতীতি বরসৎ (সায়াণ)।

(৮) ঋতং সত্যবদনং বেদবাক্যং তত্র সীদতীতি ঋতসৎ।

(৯) অস্ত্যো জায়তে ইতি অজা।

(১০) গোভ্যো জায়তে ইতি গোজা।

সকলই । বেদগধ্যে এই মন্ত্র তাঁহার প্রত্যক্ষতম রূপ । সেই জন্ত যে কোন কৰ্ম্মে দূরোহণ পাঠ করিতে হয়, সেখানে হংস-বতী ঋক্‌ই পাঠ করিবে ।

[পক্ষান্তরে] স্বৰ্গকামী তাক্ষ্য” সূক্তে দূরোহণ মন্ত্র করিবে । গায়ত্রী যখন স্পৰ্ণ হইয়া সোম আহরণ করেন, তখন তাক্ষ্য (গরুড়) অগ্রণী হইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়াছিলেন । যেমন লোকে ক্ষেত্রজ্ঞ (মার্গাভিজ্ঞ) ব্যক্তিকে পথের অগ্রণী (পথ-প্রদর্শক) করিয়া থাকে, ইহাও (তাক্ষ্যসূক্ত পাঠও) সেই রূপ । এই যিনি (যে বায়ু) পবমান, তিনিই তাক্ষ্য । ইনিই স্বৰ্গ লোকের অভিযুখে আরোহণ করান । [প্রথম ঋকে] ত্যমু যু বাজিনং দেবজুতম্”এস্থলে সেই তাক্ষ্যই বাজী (অম্ববান্) ও দেবজুত (দেবগণ মধ্যে বেগশালী) । “সহাবানং তরুতারং রথানাম্” এ স্থলে তিনি সহাবান্ (পরাভয়কারী) এবং তরুতার (উল্লঙ্ঘনকর্তা), কেননা ইনিই সত্ত্ব এই লোকসকল লঙ্ঘনে সমর্থ । “অরিক্তেনিগিং পৃতনাজমাশুম্” এস্থলে ইনিই অরিক্ত-নেগি (অহিংসারক্ষক) ও পৃতনাজিৎ (শত্রু সেনার জয়কারী) ও আশু (বেগবান্) । “স্বস্তয়ে” এই পদে স্বস্তির (মঙ্গলের) প্রার্থনা হয় । “তাক্ষ্যমিহা হুব্বেগ”এতদ্বারা তাক্ষ্যকেই আহ্বান করা হয় । [দ্বিতীয় ঋকে] “ইন্দ্রশ্বেব রাতিমাজো হুবানাঃ স্বস্তয়ে”এই অংশ পাঠেও স্বস্তির প্রার্থনা হয় । “নাবমিবা রুহেম” এই অংশপাঠে এই দূরোহণ স্বৰ্গই সম্যকরূপে আরোহণ করা হয় ; এবং ইহাতে স্বৰ্গলোকেরই প্রাপ্তি, ভোগ ও

সঙ্গতি ঘটে। “উর্ব্বী ন পৃথ্বী বহ্নলে গভীরে মা বামেতো মা পরেতো রিষাম” এই [উত্তরার্দ্ধ] পাঠ দ্বারা হোতা আসিবার সময় ও ফিরিয়া যাইবার সময় এই পৃথিবী লোক ও দ্যুলোক উভয়কেই অনুমন্ত্রণ করেন। [তৃতীয় ঋকের পূর্বার্দ্ধ] “সদ্যশ্চিদ্যঃ শবসা পঞ্চ কৃষ্টীঃ সূর্য্য ইব জ্যোতিষাপ্রদান” এতৎপাঠে সূর্য্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া অভিবাদন করা হয়। [উত্তরার্দ্ধ] “সহস্রসাঃ শতসা অশ্ব রংহিন্ স্মা বরন্তে বুধিঃ ন শর্য্যাম্” এই অংশ পাঠে নিজের জন্ত ও যজমানগণের জন্ত আশিষ প্রার্থনা হয়।

সপ্তম খণ্ড

গবাময়ন

দূরোহণ মন্ত্র সম্বন্ধে অশ্বাত্ত কথা—“আহুয় দূরোহণ.....অবরুদ্যে”

[হোতা] আহাবের পর দূরোহণ [“ত্যমুষু বাজিনম্” এই মূল] পাঠ করিবে। স্বর্গলোকই দূরোহণ এবং বাক্যই আহাব। বাক্যই আবার ব্রহ্ম। হোতা যখন আহাব পাঠ করেন, তখন ব্রহ্মস্বরূপ আহাবদ্বারা স্বর্গলোকে আরোহণ করেন। হোতাই আরোহক্রমে প্রথমে প্রতিচরণে অবসান দিয়া পাঠ করিবেন, তাহাতে এই [ভূ-] লোক-প্রাপ্তি হয়। অনন্তর [দ্বিতীয়বার পাঠে] অর্দ্ধ ঋকের পর অবসান দিয়া পাঠ করিবেন ; তাহাতে অন্তরিক্ষ-প্রাপ্তি হয়। পরে [তৃতীয় বার পাঠের সময়] তিনচরণের পর অবসান দিয়া পাঠ করিবেন ;

ইহাতে ঐ [স্বর্গ-] লোক-প্রাপ্তি হয় । অনন্তর [চতুর্থবার পাঠের সময়] বিনা অবসানে পাঠ করিবে ; তাহাতে ঐ যিনি (আদিত্য) তাপ দেন, তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠা হয় ।^১

অবরোহক্রমেও ঐ মন্ত্র পাঠ করা হয় ; যেমন [রক্ষারূঢ় ব্যক্তি] নামিবার সময় শাখা ধরিয়া নামে, সেইরূপ । প্রথমে তিন চরণের পর অবসান দিবে, তাহাতে ঐ [স্বর্গ] লোকে প্রতিষ্ঠা হইবে । অর্দ্ধ ঋকের পর অবসান দিলে অন্তরিক্ষে এবং প্রতি চরণে অবসান দিনে এই লোকে প্রতিষ্ঠা হয় । এইরূপে যজমানেরাও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া আবার এই লোকে [নামিয়া আসিয়া] প্রতিষ্ঠিত হয় ।^২

পক্ষান্তরে যাহারা একটিমাত্র লোক কামনা করে অর্থাৎ স্বর্গ মাত্র কামনা করে, তাহারা [কেবল] আরোহক্রমেই পাঠ করিবে । তাহাতে স্বর্গলোকই জয় করিবে । কিন্তু তাহারা এই লোকে অধিক দিন বাস করিতে পাইবে না ।

ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের ও জগতী ছন্দের সূক্ত মিথুন (জোড়া) করিয়া পাঠ করিবে । পশুগণই মিথুন থাকে ও পশুগণই ছন্দঃস্বরূপ ; ইহাতে পশুগণের রক্ষা ঘটে ।

(১) এই দুরোহণ মন্ত্র দুই প্রকারে পাঠ করিতে হয় ; আরোহক্রমে অথবা অবরোহক্রমে । আরোহক্রমে প্রত্যেক মন্ত্র চারিবার পাঠ করিতে হয় । এখানে আরোহক্রমে পাঠের নিয়ম বলা হইল ।

(২) অবরোহ ক্রমে পাঠের নিয়ম আরোহ ক্রমের বিপরীত । আরোহ ক্রমে পাঠের ফল ভূলোক হইতে ক্রমে স্বর্গে আরোহণ ; অবরোহ ক্রমে পাঠের ফল স্বর্গ হইতে ভূমিতে অবরোহণ । যাহারা দুই ফল কামনা করে, তাহারা দুই প্রকারেই পাঠ করিবে ।

অষ্টম খণ্ড

গবাময়ন

বিষুবাহের প্রশংসা—“যথা বৈ পুরুষঃ.....য এবং বেদ”

পুরুষ (মনুষ্য) যেমন, বিষুবাহও তেমনই । পুরুষের [দেহের] যেমন দক্ষিণার্দ্ধ, বিষুবের সেইরূপ [যথাসব্যাপী] পূর্বার্দ্ধ; পুরুষের যেমন বামার্দ্ধ, বিষুবের তেমনই [যথাসব্যাপী] উত্তরার্দ্ধ ; এবং সেই জন্মই [বিষুবের পরবর্তী ভাগের] নাম উত্তর । [দেহের] বাম ও দক্ষিণ ভাগের মধ্যে মস্তকের মত বিদ্যুৎ অবস্থিত । পুরুষের দেহ (বাম ও দক্ষিণ) উভয়ার্দ্ধের সন্ধিস্থল, সেইজন্ম মস্তকের মধ্যে সীবনরেখা (নরকপালের ছুই পার্শ্বের অস্থির সংযোগচিহ্ন) দেখা যায় ।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, বিষুবদিনেই (বিষুব সংক্রান্তির দিনেই) এই [বিষুবাহে অনুষ্ঠেয়] শস্ত্র পাঠ করিবে । উক্থসকলের মধ্যে ইহাই বিষুবস্বরূপ । এই শস্ত্রকেই বিদ্যুৎ বলে । যজ্ঞমানেরাও ইহাতে বিদ্যুৎ হয় ও শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হয় ।

কিন্তু এমত আদরণীয় নহে । সংবৎসরসত্ত্রেই এই শস্ত্র পাঠ করিবে । তাহা করিলে সংবৎসর ব্যাপিয়া রেতোধারণ করিয়া অনুষ্ঠান করা হইবে । যে রেতঃ সংবৎসর অপেক্ষা অল্প কালে [সন্তানরূপে] জন্মায়, যাহা পঞ্চমাসমাত্র বা ছয়মাস

মাত্র [গর্ভে] থাকে, তাহা [গর্ভ-] আবমাত্র । সেই রेतো-
দ্বারা [সন্তান-জন্মরূপ ফল] পাওয়া যায় না । পক্ষান্তরে
যাহা দশ মাস থাকিমা জন্মায়, যাহা সংবৎসর ধরিয়া থাকে,
তাহাতেই ফল পাওয়া যায়, সেই জন্ম সংবৎসর ব্যাপিয়াই
ঐ [বিষুবাহে বিহিত] শস্ত্র পাঠ করিবে । সংবৎসরেই সেই
অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । এই যজমান সংবৎসর দ্বারাই পাপ
নাশ করে এবং বিষুব দ্বারাও পাপ নাশ করে । [সংবৎসরের]
অঙ্গস্বরূপ মাসসমূহ দ্বারা ও মন্তকস্বরূপ বিষুবদ্বারা পাপ নাশ
করে । যে ইহা জানে, সে সংবৎসর দ্বারা পাপ নাশ করে ।

মহাব্রত দিনে সবনীয় পশুর স্থানে বিশ্বকর্ম্মার উদ্দিষ্ট
উভয় পার্শ্বে উভয় বর্ণযুক্ত রুমভ আলম্বনযোগ্য ; অতএব [ঐ
দিনে] উহারই আলম্বন করিবে ।

ইন্দ্র রত্নকে হত্যা করিয়া বিশ্বকর্ম্মা হইয়াছিলেন । প্রজা-
পতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া বিশ্বকর্ম্মা হইয়াছিলেন । সেই বিশ্ব-
কর্ম্মা সংবৎসরস্বরূপ । এতদ্বারা সংবৎসরব্যাপী ইন্দ্র ও
সংবৎসররূপী প্রজাপতি এই [উভয়বিধ] বিশ্বকর্ম্মাকেই প্রাপ্ত
হওয়া যায় । যে ইহা জানে, সে সত্রাবসানে সংবৎসররূপী
ইন্দ্র ও সংবৎসররূপী প্রজাপতি, এই [উভয়] বিশ্বকর্ম্মাতেই
প্রতিষ্ঠিত হয় ।

উনবিংশ অধ্যায়

—•—

প্রথম খণ্ড

দ্বাদশাহ

গবাময়ন সত্ত্ব বর্ণিত হইল। এখন দ্বাদশদিনসাপ্য দ্বাদশাহ বর্ণিত হইবে।
যথা—“প্রজাপতিঃ.....এবং বেদ”

প্রজাপতি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আমি বহু হইয়া জন্মিব।
এই মনে করিয়া তিনি তপস্বী করিয়াছিলেন। তিনি তপস্বী
করিয়া আপনারই অঙ্গ মধ্যে ও প্রাণমধ্যে দ্বাদশাহকে’ দেখিয়া-
ছিলেন। আপনার অঙ্গ হইতে ও প্রাণ হইতে তিনি তাহাকে
দ্বাদশরূপ করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন। এইরূপে দ্বাদশাহকে
আহরণ করিয়া তদ্বারা যজন করিয়াছিলেন। তখন তিনি
প্রজাপতি হইলেন ও আপনি প্রজা দ্বারা ও পশুদ্বারা [বহু
হইয়া] জন্মিলেন। যে ইহা জানে, সে আপনি প্রজা দ্বারা
ও পশু দ্বারা বহু হইয়া জন্মে।

প্রজাপতি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আমি কিরূপে গায়ত্রী দ্বারা
দ্বাদশাহকে সফল দিকে ব্যাপ্ত করিয়া সকল সমৃদ্ধি পাইব। এই

(১) দ্বাদশাহ দ্বিবিধ; ভরত দ্বাদশাহ ও ব্যৃঢ় দ্বাদশাহ। ভরত দ্বাদশাহে প্রথম দিনে
অতিরাত্র, দ্বিতীয় দিনে অগ্নিষ্টোম, পরে আট দিনে উক্থা, একাদশ দিনে অগ্নিষ্টোম ও দ্বাদশ দিনে
অতিরাত্র বিহিত হয়। এই বর্ণে সেই দ্বাদশাহ প্রশংসিত হইল। পরবর্ণে ব্যৃঢ় দ্বাদশাহ বর্ণিত
হইবে। ইহাতে প্রথম দিন ও শেষ দিন অতিরাত্র। দশম দিন পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় হইতে
একাদশ পর্যন্ত অবশিষ্ট নয়দিনে তিনটি ত্রাহ অনুষ্ঠিত হয়। জ্যোতিষ্টোম, গোষ্টোম ও আয়ুষ্টোম
লইয়া প্রত্যেক ত্রাহ।

মনে করিয়া তিনি গায়ত্রীর তেজ দ্বারা দ্বাদশাহের প্রথম ভাগ, ছন্দদ্বারা মধ্যভাগ, ও অক্ষরদ্বারা শেষভাগ ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন; এবং এইরূপে গায়ত্রীদ্বারা দ্বাদশাহের সকল ভাগ ব্যাপ্ত করিয়া সকল সমৃদ্ধি পাইয়াছিলেন। যে ইহা জানে, সে সকল সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

যে যেই পক্ষযুক্তা চক্ষুশ্রুতী জ্যোতিষ্মতী দীপ্তিমতী গায়ত্রীকে জানে, পক্ষযুক্তা চক্ষুশ্রুতী জ্যোতিষ্মতী দীপ্তিমতী গায়ত্রী দ্বারা সে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। এই গায়ত্রীই পক্ষযুক্তা চক্ষুশ্রুতী জ্যোতিষ্মতী ও দীপ্তিমতী। এই যে দ্বাদশাহ, ইহার [আগন্ত্বে] যে দুই অতিরাত্র বিহিত, তাহাই দুই পক্ষ-স্বরূপ; ইহার [দ্বিতীয় ও একাদশ দিবসে] যে দুই অগ্নিস্টোম, তাহাই দুই চক্ষুঃস্বরূপ; ইহার মধ্যে (মধ্যবর্তী আট দিনে) যে উক্থ্য বিহিত, তাহাই উহার আত্মা (শরীর)। যে ইহা জানে, সে পক্ষযুক্তা, চক্ষুশ্রুতী, জ্যোতিষ্মতী, দীপ্তিমতী গায়ত্রী-দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বাদশাহ

তৎপরে ব্যাচ দ্বাদশাহ বিধান—“ত্ৰয়শ্চ..... য এবং বেদ”

এই যে দ্বাদশাহ, ইহাতে [আগন্ত্বে] দুই অতিরাত্র ও দশমাহ পরিত্যাগ করিয়া তিনটি ত্ৰ্যাহ থাকে।

দ্বাদশ দিন দীক্ষিত হইতে হয়, তাহাতে যজ্ঞ [অনুষ্ঠানের]

যোগ্য হয়। দ্বাদশ রাত্রি উপসং অনুষ্ঠান করা হয়; তদ্বারা শরীর কম্পিত হয়।' দ্বাদশ দিন সোমের অভিষব হয়। যে ইহা জানে, সেই শরীর কম্পিত করিয়া শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়া দেবতাগণকে পাইয়া থাকে।

এই যে দ্বাদশাহ, ইহা [এইরূপে] ছত্রিশ দিনাত্মক। বৃহতীরও ছত্রিশ অক্ষর। এই যে দ্বাদশাহ, ইহা বৃহতীরই স্থান। দেবগণ বৃহতী দ্বারাই এই লোকসকল পাইয়াছিলেন। দশ অক্ষর দ্বারা তাঁহারা এই [ভূ] লোক, দশটি দ্বারা অন্তরিক্ষ, দশটি দ্বারা তুলোক এবং চারিটি দ্বারা চারি দিক পাইয়াছিলেন এবং দুইটি দ্বারা এই লোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যে ইহা জানে, সেও প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, যখন অন্যান্য ছন্দ [বৃহতীর অপেক্ষা] অধিক-অক্ষর-যুক্ত ও বৃহৎ, তখন এই ছন্দকে বৃহতী বলে কেন? [উত্তর] এই ছন্দ দ্বারাই দেবগণ এই লোকসকল পাইয়াছিলেন; তাঁহারা দশ অক্ষর দ্বারা এই [ভূ] লোক, দশটি দ্বারা অন্তরিক্ষ, দশটি দ্বারা তুলোক, চারিটি দ্বারা চারিদিক পাইয়াছিলেন এবং দুইটি দ্বারা এই লোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এই জন্যই এই ছন্দকে বৃহতী বলা হয়। যে ইহা জানে, সে যাহা যাহা কামনা করে, তাহাই প্রাপ্ত হয়।

(১) প্রকৃতি যজ্ঞে তিন উপসং; পূর্বে দেখ। এ স্থলে প্রত্যেক উপসদের চারিদিন আবৃত্তি দ্বারা বারদিন উপসদের বিধি হইল। উপসদে কেবল দুই পান করিয়া থাকিতে হয়; তাহাতে শরীর ক্লান্ত ও কম্পিত হয়। শরীরের কার্য্যাহতু পাশক্ষয় ঘটে।

(২) বার দিন দীক্ষা, বার দিন উপসং ও বার দিন সোমভিষব, একযোগে ৩৬ দিন হয়।

(৩) পঙক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও অগতীর অক্ষর সংখ্যা বৃহতীর অপেক্ষা অধিক।

তৃতীয় খণ্ড

দ্বাদশাহ

দ্বাদশাহে যজন-যাজনবিষয়ে অধিকারিনির্দেশ যথা—“প্রজাপতিযজ্ঞো.....
য এবং বেদ”

এই যে দ্বাদশাহ, ইহা প্রজাপতির যজ্ঞ; প্রজাপতিই পুরা-
কালে [সকলের] অগ্রে এই দ্বাদশাহ দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন।
তিনি ঋতুগণকে ও মাসগণকে বলিয়াছিলেন, তোমরা [ঋত্বিক্]
হইয়া দ্বাদশাহ দ্বারা আমার যাগ করাও। তাঁহারা প্রজাপতিকে
দীক্ষিত করিয়া ও [দীক্ষান্তে যাগসমাপ্তি পর্য্যন্ত দেবযজন-
ভুমি হইতে] উহার বাহিরে গমন নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন,
আমাদিগকে শীঘ্র দান কর, পরে তোমাকে যাজন করিব। তখন
প্রজাপতি তাঁহাদিগকে অন্ন ও রস দিয়াছিলেন। সেই রস
ঋতুসকলে ও মাসসকলে নিহিত হইয়াছিল। দান করিলে পর
তাঁহারা প্রজাপতিকে যাজন করিলেন, কেননা দানকারী পুরুষই
যাজনযোগ্য। তাঁহারা [দানের] প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে
যাজন করিয়াছিলেন; সেই জন্ত প্রতিগ্রহকারী পুরুষকর্তৃকই
যাজন কর্তব্য। তাহারা ইহা জানিয়া যজন করে ও যাজন করে,
তাহারা উভয়েই সমৃদ্ধি লাভ করে।

ঐ সেই ঋতুগণ ও মাসগণ দ্বাদশাহে প্রতিগ্রহ করিয়া
আপনাদিগকে [পাপভারে] গুরু বলিয়া মনে করিলেন। তাঁহারা
প্রজাপতিকে বলিলেন, তুমি আমাদিগকে দ্বাদশাহ দ্বারা যাগ
করাও। প্রজাপতি বলিলেন, তাহাই হইবে, তোমরা দীক্ষিত
হও। তখন [তাঁহাদের মধ্যে] পূর্বপক্ষগণ (শুরুপক্ষগণ)

পূর্ব দীক্ষিত হইলেন ও তাঁহারা পাপ নাশ করিলেন; সেইজন্য তাঁহারা যেন দিনের মত [উজ্জ্বল] ; কেন না যাহারা নষ্টপাপ, তাহারাও দিনের মত [উজ্জ্বল] । অন্য অপরপক্ষগণ (কৃষ্ণ-পক্ষগণ) পশ্চাৎ দীক্ষিত হইলেন; তাঁহারা সম্যকভাবে পাপনাশ করিতে পারেন নাই, সেইজন্য তাঁহারা যেন অন্ধকারের মত ; কেন না যাহারা অনষ্টপাপ, তাহারাও অন্ধকারের মত । এই-জন্য যে ইহা জানে, সে দীক্ষমাণদের পূর্ব ও পূর্বপক্ষে (শুক্লপক্ষে) দীক্ষিত হইতে চেষ্টা করিবে । যে ইহা জানে, সে পাপ নাশ করে ।

এই সেই প্রজাপতিরূপী সংবৎসর ঋতুগণে ও মাসগণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ; এবং এই সেই ঋতুগণ ও মাসগণ প্রজাপতিরূপী সংবৎসরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । এইরূপে তাঁহারা পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । যে যজমান এইরূপে দ্বাদশাহ দ্বারা যজন করে, সে ঋত্বিকেই প্রতিষ্ঠিত হয় । সেই জন্য [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, যে দ্বাদশাহ দ্বারা পাপী পুরুষের বাজন করিবে না, তাহাতে সেই পাপ আঘাতে (যাজকে) প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ।

এই যে দ্বাদশাহ, ইহা জ্যেষ্ঠের যজ্ঞ । যিনি এতদ্বারা [সকলের] অগ্রে যাগ করিয়াছিলেন, তিনি দেবগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ । এই যে দ্বাদশাহ, ইহা শ্রেষ্ঠের যজ্ঞ, যিনি এতদ্বারা অগ্রে যাগ করিয়াছিলেন, তিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।

জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ এই যাগ করিবে ; তাহাতে বৎসর কল্যাণপ্রদ হইবে । দ্বাদশাহ দ্বারা পাপী পুরুষের বাজন করিবে না; তাহাতে যাজকেই পাপ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ।

দেবগণ ইন্দ্রের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন নাই। ইন্দ্র বৃহস্পতিকে বলিলেন, তুমি আমাকে দ্বাদশাহ দ্বারা যাজন কর। বৃহস্পতি তাঁহাকে যাজন করিলেন। তখন দেবগণ তাঁহার জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন। যে ইহা জানে, তাহার স্বজনেরা (জ্ঞাতিরা) তাহার জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে এবং সেই স্বজনেরা তাহার শ্রেষ্ঠতা মানিয়া থাকে।

[দ্বাদশাহের অন্তর্গত] প্রথম ত্র্যহ উর্দ্ধমুখ, মধ্যম ত্র্যহ তির্য্যগ্‌মুখ ও অন্তিম ত্র্যহ অধোমুখ।^১ প্রথম ত্র্যহ যে উর্দ্ধমুখ, সেইজন্য অগ্নি উর্দ্ধমুখে দীপ্ত হয়েন, তাঁহার দিক্‌ও উর্দ্ধ। মধ্যম ত্র্যহ যে তির্য্যগ্‌মুখ, সেইজন্য এই বায়ু তির্য্যগ্‌মুখে প্রবাহিত হয়, অপ্সমুহও তির্য্যগ্‌মুখে প্রবাহিত হয়, তাঁহার দিক্‌ও তির্য্যগ্‌গত। অন্তিম ত্র্যহ যে অধোমুখ, সেইজন্য ঐ [আদিত্য] অধোমুখে তাপ দেন, ঐ [পর্জন্ম] অধোমুখে বর্ষণ করেন, নক্ষত্রগণ অধোমুখ, ইহার দিক্‌ও অধোগত। এইরূপে লোক-সকল সম্যক্‌ হয় ও এই ত্র্যহসকলও সম্যক্‌ হয়। যে ইহা জানে, এই লোকসকল সম্যক্‌ হইয়া তাহার শ্রী উৎপাদন করিয়া দীপ্তি পায়।

(১) প্রথমত্র্যাহে প্রাতঃসবনে গায়ত্রী, মাধ্যম্নিনে ত্রিষ্টুপ্‌, তৃতীয়সবনে জগতী বিহিত। এইরূপে ছন্দ্রের অপর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে প্রথমত্র্যাহকে উর্দ্ধমুখ বলা হইল। দ্বিতীয়-ত্র্যাহে প্রাতঃসবনে জগতী, মাধ্যম্নিনে গায়ত্রী, তৃতীয়ে ত্রিষ্টুপ্‌, এখানে অক্ষরসংখ্যার ক্রমোন্নতি বা ক্রমাবনতি নাই, এ জন্য ইহা তির্য্যগ্‌মুখ। অন্তিমত্র্যাহে প্রাতঃসবনে ত্রিষ্টুপ্‌, মাধ্যম্নিনে জগতী, তৃতীয়ে গায়ত্রী হওয়ায় উহা অধোমুখ।

চতুর্থ খণ্ড

দ্বাদশাহ

দ্বাদশাহ সম্বন্ধে অত্রাণ্ড কথা—“দীক্ষা বৈ.....অস্ত্রিক্ষাভূমিঃ”

দীক্ষা দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিল। দেবগণ তাহাকে বসন্ত (চৈত্র ও বৈশাখ) দুই মাসের সহিত যুক্ত করিতে গিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাকে বসন্ত দুই মাসের সহিত যুক্ত করিতে পারেন নাই। তৎপরে [ক্রমশঃ] গ্রীষ্ম দুই মাসের সহিত, বর্ষা দুই মাসের সহিত, শরৎ দুই মাসের সহিত, হেমন্ত দুই মাসের সহিত যুক্ত করিতে গিয়াছিলেন ; কিন্তু হেমন্ত দুই মাসের সহিতও যুক্ত করিতে পারেন নাই। পরে তাহাকে শিশির দুই মাসের সহিত যুক্ত করিতে গিয়াছিলেন এবং তাহাকে শিশির দুই মাসের সহিত যুক্ত করিয়াছিলেন। যে ইহা জানে, সে যাহা পাইতে চাহে, তাহা পাইয়া থাকে ; কিন্তু তাহার শত্রু তাহাকে পায় না।

সেই জন্ম যে ব্যক্তি [দ্বাদশাহ] সত্রে দীক্ষিত হইতে চাহিবে, তাহাকে শিশির মাসদ্বয় আগত হইলে দীক্ষিত করিবে ; তাহাতে দীক্ষা আপনা হইতে আগত হইলে দীক্ষিত করা হয়। সে প্রত্যক্ষ দীক্ষা গ্রহণ করে। সেইজন্ম এই শিশির মাসদ্বয় আগত হইলে যে সকল পশু গ্রাম্য ও যাহারা আরণ্য, তাহারা সকলেই [তৃণাভাবে] কৃশত্ব ও পরুষত্ব প্রাপ্ত হয় ; এবং দীক্ষারই রূপ পাইয়া চরিয়া বেড়ায়।’

(১) দীক্ষিত ব্যক্তিও উপবাসাদিতে কৃশ ও পরুষ হয় ; সেইজন্ম দীক্ষার রূপ কৃশ ও পরুষ।

সে ব্যক্তি দীক্ষার পূর্বে প্রজাপতির উদ্ভিষ্ট পশুর আলম্বন করিবে। তাহাতে সপ্তদশ সামিধেনী পাঠ করিবে। কেন না প্রজাপতি সপ্তদশ [-অবয়বযুক্ত] ; ইহাতে প্রজাপতির প্রাপ্তি ঘটে।

তাহাতে (সেই পশুকর্মে) জমদগ্নির্দৃষ্ট আগ্রীমন্ত্র বিহিত হয়। এ বিষয়ে ব্রহ্মবাদীরা প্রশ্ন করেন, যখন অন্যান্য পশুকর্মে [যজমানের গোত্রপ্রবর্তক] ঋষি অনুসারে আগ্রীমন্ত্র বিহিত হয়,^২ তবে কেন এ স্থলে সকলের পক্ষেই জমদগ্নির উদ্ভিষ্ট আগ্রী বিহিত হয় ? [উত্তর] জমদগ্নির উদ্ভিষ্ট মন্ত্রসকল সকল মন্ত্রের স্বরূপ ও সর্বসমৃদ্ধিযুক্ত। এই [প্রজাপতির উদ্ভিষ্ট] পশুও সকল পশুর স্বরূপ ও সর্বসমৃদ্ধিযুক্ত ; সেই-জন্ম এই যে জমদগ্নির উদ্ভিষ্ট আগ্রী বিহিত হয়, ইহাতে সর্ব-স্বরূপতা ও সর্বসমৃদ্ধি ঘটে।

[উক্ত পশুকর্মে] বায়ুর উদ্ভিষ্ট পশুপুরোডাশ বিহিত। এ বিষয়ে প্রশ্ন হয়, যে যখন পশু অন্য দেবতার (অর্থাৎ প্রজাপতির) উদ্ভিষ্ট, তখন [তদঙ্গ] পশুপুরোডাশ কেন বায়ুর উদ্ভিষ্ট করা হয় ? [উত্তর] প্রজাপতি যজ্ঞস্বরূপ ; যজ্ঞের অসারতারূপ আলম্ব্য পরিহারের জন্ম [ঐরূপ করা হয়], এই উত্তর দিবে। বায়ুর উদ্ভিষ্ট হইলেও উহা প্রজাপতি হইতে অপগত হয় না ; কেননা বায়ুই প্রজাপতি। এ বিষয়ে ঋষি বলিয়াছেন, পবমান (বায়ু) প্রজাপতিস্বরূপ।^৩

(২) পশুকর্মে যজমানের গোত্রানুসারে বিভিন্ন ঋষি দৃষ্ট আগ্রীমন্ত্র ব্যবহৃত হয় ; পূর্বে দেখ।
জমদগ্নির দৃষ্ট আগ্রীমন্ত্র “সমিধো অদ্য মনুষো দুয়োণে” ইত্যাদি ১০ মণ্ডলের ১১০ স্তক।

(৩) “তষ্টৌরমগ্রজ্ঞাং গোপাশ্চ” ইত্যাদি শ্লোকের চতুর্থ চরণে পবমানকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে।

দ্বাদশাহ যদি সত্ররূপে অনুষ্ঠিত হয়^১, তাহা হইলে [ঋত্বি-
কেরা] সকলেই অগ্নিসমূহ একত্র স্থাপন করিয়া দীক্ষিত হইবে,
সকলেই অভিষব করিবে, বসন্তকালে উদবসান (সমাপ্তিকালীন
ইষ্টি যাগ) করিবে।^২ বসন্তই রস ; এতদ্বারা অন্নরূপ রসকে
লক্ষ্য করিয়া [দ্বাদশাহের] উদবসান করা হয়।

পঞ্চম খণ্ড

দ্বাদশাহ

তৎপরে বৃঢ়বানশাহের বৃঢ়ত্ব সম্বন্ধে —“ছন্দাংসি বৈ.....বৃঢ়ত্বি”

ছন্দোগণ^৩ পরস্পারের আশ্রয়স্থান পাইবার জন্য চিন্তা
করিয়াছিলেন। গায়ত্রী ত্রিষ্টুভের ও জগতীর স্থান^৪ চিন্তা
করিয়াছিলেন। এইরূপে ত্রিষ্টুপ্ গায়ত্রীর ও জগতীর স্থান,
জগতী ত্রিষ্টুভের ও গায়ত্রীর স্থান চিন্তা করিয়াছিলেন। তখন
প্রজাপতিও এই বৃঢ়ছন্দ দ্বাদশাহকে দেখিলেন^৫, তাহাকে
আহরণ করিলেন এবং তদ্বারা যাগ করিলেন। এইরূপে তিনি

(৪) দ্বাদশাহ যেমন ভরত ও বাচভেদে দ্বিবিধ, তেমনি আবার অহীন ও সত্রভেদে দ্বিবিধ।

(৫) দ্বাদশাহে যাহারা যজমান, তাহারাই ঋত্বিক্ (পুণ্ড্রের আখ্যায়িকা দেখ) ; ঋত্বিকেরা
সকলেই যজমান স্বরূপে দীক্ষাগ্রহণ ও অষ্ট কার্য্য করেন।

(১) সবনক্রমে গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী এই তিন ছন্দের বিধান ; এই তিন ছন্দেই কথা
হইতেছে।

(২) নিজের স্থান প্রাতঃসবন ভাগ করিয়া অপর দুই ছন্দের স্থান অশ্রু দুই সবন পাইতে
ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

(৩) বশস্থানবিপরীতভেদে উড়ানি বানাস্তরে ঐক্যগুণি চন্দাংসি যস্মিন্ দ্বাদশাহে সোমঃ
বৃঢ়ছন্দাঃ (সায়ণ)—যেখানে বশস্থান ছাড়িয়া অশ্রুত্ব ছন্দ প্রক্ষিপ্ত হয়—সেই দ্বাদশাহ বৃঢ়ছন্দ।

ছন্দোগণকে তাহাদের সকল কামনা পাওয়াইয়াছিলেন । যে ইহা জানে, সে সকল কামনা প্রাপ্ত হয় ।

অসারতাপ্রযুক্ত আলস্য পরিহারের জন্য ছন্দ সকল স্বস্থান হইতে অন্যত্র স্থাপিত করা হয় । ছন্দ সকলকে অন্যস্থানে স্থাপিত করা হয় ; সে এইরূপ—লোকে যেমন অশ্বদ্বারা অথবা বলীবর্দ দ্বারা [গাড়ীতে চড়িয়া দূরদেশে যাইবার সময়] তাহা-দিগকে পুনঃ পুনঃ মোচন করিয়া তদপেক্ষা অশ্রান্ত নূতন নূতন অশ্ব অথবা বলীবর্দ দ্বারা চলে, সেইরূপ এই যে ছন্দ সকলের স্থান পরিবর্তন করা হয়, এতদ্বারা এক ছন্দকে মোচন করিয়া তদপেক্ষা অশ্রান্ত নূতন নূতন ছন্দ দ্বারা স্বর্গলোকে যাওয়া যায় ।

বৃহৎ ও রথন্তর সামদ্বয়ের প্রশংসা ও তৎপক্ষে অন্তান্ত কথা—“ইমৌ বৈ.....ভূমিঃ”

এই দুইলোক (ভুলোক ও ছুলোক) [পুরাকালে] একত্র (একসঙ্গে) ছিল । [একদা] তাহাদের বিরোধ ঘটিয়াছিল । তখন [ছুলোকস্থ পর্জন্ত] বর্ষণ করিতেন না ও [আদিত্য] তাপ দিতেন না । তাহাতে পঞ্চজনেরা^১ একতাহীন হইল । দেবগণ তখন সেই লোকদ্বয়কে একত্র আনিলেন । তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া দেববিবাহে আবদ্ধ হইল । তদবধি ইনি (স্ত্রীরূপা ভূমি) উঁহাকে (পুরুষরূপী) স্বর্গকে রথন্তর সামদ্বারা প্রীত করেন ও উনি ইঁহাকে বৃহৎ সামদ্বারা প্রীত করেন । [অপিচ] নোধস সামদ্বারা^২ ইনি উঁহাকে প্রীত করেন ;

(১) দেবমহুঃাদি পঞ্চবিধ প্রাণী (পূর্বের দেখ) ।

(২) “ইমমিল্ল হন্তং পিব” (১৮৪৪) এই স্বকৃ হইতে উৎপন্ন সাম নোধস ।

শৈতসাম দ্বারা^৬ উনি ইঁহাকে শ্রীত করেন ; ধূমদ্বারা ইনি উঁহাকে ও ঋষিদ্বারা উনি ইঁহাকে শ্রীত করেন । দেব-যজন^৭ স্থান ইনি উঁহাতে স্থাপিত করিয়াছিলেন ; পশুগণকে উনি ইঁহাতে স্থাপিত করিয়াছিলেন । চন্দ্রমণ্ডলে কৃষ্ণবর্ণ যাহা আছে, তাহাই দেবযজন ভূমি, তাহাই ইনি উঁহাতে স্থাপিত করিয়াছিলেন । সেইজন্য ক্রমশঃ পূর্ণতার উন্মুখ পক্ষে^৮ যাহারা যাগ করে, তাহারা চন্দ্রমণ্ডলই প্রাপ্ত হয় ।^৯

উনি ইঁহাতে “উষ” গণকে [স্থাপন করিয়াছিলেন], এরূপও বলা হয়^{১০} । সেই যে কবয়ের পুত্র তুর বলিয়াছেন, অহে জনমেজয়, কোন্ উষ পোষ (পুষ্টিহেতু অর্থাৎ পশু) ? সেই হেতু এখনও লোকে গব্যসম্বন্ধে (গো-পশু হইতে উৎপন্ন ক্ষীরাদিসম্বন্ধে) বিচার উপস্থিত হইলে প্রশ্ন করে, সেখানে উষ আছে কি ? [অতএব] উষই পোষ (পশু) । ঐ [স্বর্গ] লোক এই [ভূ] লোকে পর্যা্যবর্তন করিয়াছিল ; সেইজন্য [ভুলোক ও দ্যুলোকের ঐরূপ মিলন হেতু] দ্যাবাপৃথিবী একত্র

(৬) “সামিদাহো নরঃ” (৮।৯।১) এই ঋক্ হইতে উৎপন্ন সাম গ্ৰীত ।

(৭) দেবযজন ভূমি অর্থে যজ্ঞভূমি । স্বর্গের যজ্ঞভূমি চন্দ্রমণ্ডলে কলঙ্করূপে বর্তমান ।

(৮) অর্থাৎ শুক্রপক্ষে যখন চন্দ্রমণ্ডলে ক্রমশঃ পূর্ণ হয় ও কৃষ্ণচিহ্ন দেখা যায় ।

(৯) কর্ম্মারা দক্ষিণদিক দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন, ইহা উপনিষদাদিতে প্রসিদ্ধ ।

(১০) উপরে বলা হইয়াছে, ভূমি স্বর্গে দেবযজন স্থাপন করেন ও স্বর্গ ভূমিতে পশুগণকে স্থাপন করেন । এই পশুশব্দ হলে “উষ” শব্দও ব্যবহৃত হয় ; “পশূন্ অসৌ অস্তান্” ইহার পরিবর্তে “উষান্ অসৌ অস্তান্” এইরূপ নাক্যও দেখা যায় । এই অপ্রচলিত “উষ” শব্দও যে পশুবাচক, ইহাই এখানে বুঝান হইতেছে । সাধারণ বলেন, কাশ্মীরক বশ ধাতু হইতে উষ শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে । কাশ্মিরীক বলিয়া পশুই উষ । পশুনাং চমরাধীনঃ কমনীয়তঃ প্রসিদ্ধম্ । (সাধারণ) ।

সমৃদ্ধ হইয়াছিলেন। অন্তরিক্ষ হইতে দ্ব্যলোক ভিন্ন নহে, ভূমিও অন্তরিক্ষ হইতে ভিন্ন নহে।”

ষষ্ঠ খণ্ড

দাদশাহ

দাদশাহের অন্তর্গত পৃষ্ঠাষড়হে পৃষ্ঠা স্তোত্রের উপযুক্ত সামসমূহের বিধান যথা—
“বৃহচ্চ বৈ.....দীক্ষতে”।

[সকল সামের] অগ্রে বৃহৎ এবং রথন্তর ইঁহারা বর্তমান ছিলেন। তাঁহারা বাক্‌স্বরূপ ও মনঃস্বরূপ ছিলেন। রথ-
ন্তরই বাক্‌ ও বৃহৎ মন। সেই [পুরুষরূপী] বৃহৎ পূর্বে
সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া [স্ত্রীস্বরূপ] রথন্তরকে ক্ষুদ্র মনে
করিয়াছিলেন। তখন রথন্তর গর্ভ ধারণ করিলেন এবং বৈরূপ
সামকে [পুত্ররূপে] সৃষ্টি করিলেন। তখন রথন্তর ও
বৈরূপ, তাঁহারা দুইজন হইয়া বৃহৎকে ক্ষুদ্র [স্ত্রীস্বরূপ] মনে
করিয়াছিলেন। তখন বৃহৎ গর্ভ ধারণ করিলেন ও বৈরাজকে
সৃষ্টি করিলেন। বৃহৎ ও বৈরাজ ইঁহারা দুইজন হইয়া রথন্তর
ও বৈরূপকে ক্ষুদ্র মনে করিলেন ; তখন রথন্তর গর্ভ ধারণ
করিলেন ও শাকরকে সৃষ্টি করিলেন। রথন্তর ও বৈরূপ ও
শাকর ইঁহারা তিন জন হইয়া বৃহৎকে ও বৈরাজকে ক্ষুদ্র মনে
করিলেন। তখন বৃহৎ গর্ভ ধারণ করিলেন ও বৈরতকে সৃষ্টি
করিলেন। এই তিনজন (রথন্তর বৈরূপ শাকর) এবং

(১) সামের বৈরূপ অর্প করিয়াছেন। দ্ব্যলোক ও ভূলোক পরস্পর মিলিত হইয়াছিল।
অন্তরিক্ষ ও তদ্রূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া উহাদের অন্তর্গত ও উহাদের গঠিত মিলিত।

অণ্ড তিনজন (বৃহৎ বৈরাজ রৈবত), ইঁহারা ছয়টি পৃষ্ঠে পরিণত হইয়াছিলেন ।’

সেই সময়ে তিনটিমাত্র ছন্দ (গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী) ঐ ছয়টি পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পাদনে সমর্থ হয় নাই । সেই গায়ত্রী গর্ভ ধারণ করিলেন ও তিনি অনুষ্টুপ্কে সৃষ্টি করিলেন ; ত্রিষ্টুপ্ গর্ভ ধারণ করিলেন, তিনি পংক্তিতে সৃষ্টি করিলেন ; জগতী গর্ভ ধারণ করিলেন, তিনি অতিচ্ছন্দকে সৃষ্টি করিলেন । এইরূপে সেই তিন এবং এই অণ্ড তিন [একযোগে] ছয়টি ছন্দ হইলেন । তাঁহারা তখন ছয়টি পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পাদনে সমর্থ হইলেন ; যজ্ঞও স্বপ্রয়োজনে সমর্থ হইল । যে স্থলে যজমান ছন্দ-সকলের ও পৃষ্ঠসকলের এইরূপ কল্পনাপ্রকার জানিয়া দীক্ষিত হয়, সেই জনসমূহমধ্যে সেই যজমান সমর্থ হয় ।

বিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

দ্বাদশাহ—নবরাত্র

দ্বাদশাহের প্রথম ও শেষদিন অতিরাত্র অনুষ্ঠিত হয় । সেই দুই দিন ও দশম দিন ভাগ করিয়া অবশিষ্ট নয় দিনের নাম নবরাত্র । এই নবরাত্রের অমু-

(১) পৃষ্ঠামড়ের প্রথম তৃতীয় ও পঞ্চম দিনে বখন্তর বৈরূপ ও শাকর দ্বারা এবং দ্বিতীয় চতুর্থ ও ষষ্ঠ দিনে বৃহৎ বৈরাজ রৈবত দ্বারা যথাক্রমে পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পাদিত হয় ।

(২) প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী ইহাতে পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পাদিত হয় ; চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ দিনে অনুষ্টুপ্ পংক্তি ও অতিচ্ছন্দ পৃষ্ঠনিষ্পাদক হয় ।

ঠান এক এক দিন ক্রমে ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে। নবরাত্রের প্রথম দিনের অনুষ্ঠান যথা—অগ্নির্বে.....য এবং বেদ”

অগ্নি দেবতা, ত্রিবৃৎ স্তোম, রথন্তর সাম, গায়ত্রী ছন্দ [নবরাত্রের] প্রথমাহ নির্বাহ করে। যে ইহা জানে, সে এতদ্বারা যথোচিত দেবতা, স্তোম, সাম ও ছন্দ বিধান করিয়া সমুদ্ধ হয়।

প্রথম দিনের [মন্ত্রগুলির] লক্ষণ “আ” এবং “প্র” ; এতদ্ব্যতীত প্রথম দিনের অন্যান্য লক্ষণ—যে সকল মন্ত্র যোজনार्থক শব্দ-বিশিষ্ট, “রথ”-শব্দ-বিশিষ্ট, “আশু”-শব্দ-বিশিষ্ট, পানার্থক-শব্দবিশিষ্ট, যে মন্ত্রের প্রথম চরণেই দেবতার নির্দেশ আছে, যাহাতে এই [ভূ] লোকের উল্লেখ আছে, যাহা রথন্তরসামসম্বন্ধী, যাহা গায়ত্রীছন্দ, যাহাতে ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার প্রয়োগ রহিয়াছে।

[উদাহরণ যথা] “উপ প্রয়ন্তো অধ্বরম্” ইত্যাদি সূক্ত প্রথমাহে আজ্যশস্ত্র হয়^(১)। কেননা [প্রথম চরণে] “প্র” শব্দ থাকায় প্রথমদিনে প্রথমাহ অনুষ্ঠানের ইহাই অনুকূল। “বায়বা যাহি দর্শত”^(২) এই সূক্তকে প্রউগ শস্ত্র করিবে। কেননা উহার প্রথম চরণে “আ” শব্দ থাকায় প্রথমাহে প্রথমাহ অনুষ্ঠানে উহা অনুকূল। “আ ত্বা রথং যথোতয়ে”^(৩) “ইদং বসো স্তুতমন্ধঃ”^(৪) এই দুইটিকে মরুত্বতীয় শস্ত্রের প্রতি-

(১) অর্থাৎ প্রথমদিনে বিহিত সময়মধ্যে এই দুই শব্দ থাকি আবশ্যক; সেইরূপ পরবর্তী লক্ষণও থাকিবে।

(২) ১।৭৪।১। প্রকৃতিবজ্রের আজ্যশস্ত্র “প্র বো দেবার অয়য়ে” ইত্যাদি (পূর্বের দেখ)।

(৩) ১।২।১ (৪) ৮।৬৮।১

(৪) ৮।২।১ ইহার দ্বিতীয় চরণে “পিবা হৃগূর্ণম্” এইখানে পানার্থক শব্দ আছে।

পং ও অনুচর করিবে ; কেননা “রথ”-শব্দযুক্ত ও পানার্থক-
 শব্দযুক্ত মন্ত্র থাকায়, উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল।
 “ইন্দ্র নেদীয় এদিহি” * ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রনিহব প্রগাথ
 করিবে ; কেননা উহার প্রথম চরণেই দেবতার নির্দেশ থাকায়
 উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল। “ঐপ্রতু ব্রহ্মণস্পতিঃ” †
 ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথ হইবে ; কেননা “প্র” শব্দ
 থাকায় উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল। “অগ্নিনেতা” ‡
 এবং “ত্বং সোম ক্রতুভিঃ” § এবং “পিন্বন্ত্যপঃ” || এই [তিন
 মন্ত্র] ধায়া হইবে ; কেননা প্রথম চরণেই দেবতার নির্দেশ
 থাকায় উহারা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল। “প্র ব ইন্দ্রায়
 রহতে” ¶ ইত্যাদি মন্ত্রে মরুত্বীয় প্রগাথ হইবে ; কেননা
 “প্র”-শব্দ যুক্ত মন্ত্র থাকায় উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনু-
 কূল। “আ যাত্নিন্দো বস উপ নঃ” ** ইত্যাদি সূক্তে
 “আ” শব্দ থাকায় উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল।
 “অভি ত্বা শূর নোন্মঃ” †† ও “অভি ত্বা পূর্বপীতয়ে” ‡‡
 ইত্যাদি মন্ত্রে রথন্তর পৃষ্ঠ হইবে ; §§ কেননা রথন্তরসম্বন্ধী
 প্রথমদিনে উহা প্রথমাহের অনুকূল। “যদ্বাবান পুরুতমং
 পুরাষাট্” ¶¶ ইহাই ধায়া হইবে; ইহার “আব্রত্ৰহেন্দো নামান্য-

(৬) ৮।৫৩।৫ (৭) ১।৪০।৩ (৮) ৩।২০।৪ (৯) ১।২১।২।

(১০) ১।৬৪।৬ “পিশ্বন্ত্যাপো মরুতঃ হৃদানবঃ” এই প্রথম চরণে মরুৎ দেবতার নির্দেশ আছে।

(১১) ৮।৮২।৩ (১২) ৪।২১।১ (১৩) ৭।৩২।২২ (১৪) ৮।৩৭।১।

(১৫) “অভি ত্বা শূর” ইত্যাদি প্রগাথ রথন্তরের যোনি ও “অভি ত্বা পূর্ব” ইত্যাদি প্রগাথ
 তাহার অনুচর।

(১৬) ১০।৭৪।৬

প্রাঃ” এই [দ্বিতীয় চরণে] “আ” শব্দ থাকায় উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল। “পিবা স্ততশ্চ রসিনঃ” ইহা [কোন এক] সামের [আধারস্বরূপ] প্রগাথ হইবে ; কেননা পানার্থক শব্দযুক্ত হওয়ায় উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল। “তাম্বু বাজিনং দেবজুতম্”^১ এই তাক্যসূক্ত [নিবিদ্বান] সূক্তের পূর্বে পাঠ করিবে ; কেননা তাক্যসূক্ত স্বস্তিহেতু ; উহাতে স্বস্তিলাভ ঘটে। যে ইহা জানে, সে এতদ্বারা স্বস্ত্যয়ন করে ও স্বস্তিতেই সংবৎসরের পারগামী হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

ষাদশাহ—নবরাত্রি

প্রথমাহের অন্ত্যানে প্রযুক্ত অত্যাশ্চ মন্ত্র—“আ ন ইন্দ্রো...আগ্নিমাক্তং ভবতি”

“আ ন ইন্দ্রো দূরাদা ন আসাৎ”^২ এই সূক্ত পাঠ করিবে ; কেননা “আ” শব্দ থাকায়, উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল। নিষ্কেবল্য ও মরুত্বতীয় শস্ত্রের নিবিদ্বান সূক্তদ্বয়কে সম্পাত বলে।^৩ পুরাকালে বামদেব এই লোকসকল দেখিয়া-ছিলেন ও সম্পাতদ্বারা তাহাতে সম্পাতিত হইয়াছিলেন

(১) ৮।৩।১ (১৮) ১০।১৭৮।১ ।

(১) ৪।২০।১ এটি উল্লিখিত তাক্যসূক্তের পরে পঠনীয় নিবিদ্বানীয় সূক্ত।

(২) সম্পত্তিং প্রাপ্তু বস্তি আভ্যাং যজমানা ইতি সম্পাতো। মরুত্বতীয় শস্ত্রের নিবিদ্বান সূক্ত “আ ন ইন্দ্রো বসঃ” ইত্যাদি সূক্ত ; নিষ্কেবল্যের নিবিদ্বান সূক্ত “আ ন ইন্দ্রঃ” ইত্যাদি সূক্ত। সম্পাতনাম সন্ধকে পরে দেখ ৬ পক্ষিকা, ২৯ অধ্যায়, ২য় খণ্ড।

(তাহা পাইয়াছিলেন) । যেহেতু তিনি সম্পাতদ্বারা সম্পত্তিত হইয়াছিলেন, তাহাই সম্পাতের সম্পাতত্ব । সেই হেতু প্রথমাহে যে সম্পাতসূক্ত পাঠ করা হয়, ইহাতে স্বর্গলোকের প্রাপ্তি, সম্পত্তি ও সম্ভূতি ঘটে ।

“তৎসবিতুবৃণীমহে”^৩ এবং “অগ্না নো দেব সবিতঃ”^৪ ইত্যাদি [ত্র্যচ-] দ্বয় বৈশ্বদেব শাস্ত্রের প্রতিপৎ ও অনুচর হইবে ; কেননা রথন্তরসম্বন্ধী প্রথমদিনে উহারা প্রথমাহের অনুকূল । “যুঞ্জতে গন উত যুঞ্জতে ধিয়ঃ”^৫ ইত্যাদি সবিতৃ-দৈবত সূক্ত যোজনার্থকশব্দযুক্ত, এই জন্ত উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল । “প্র গ্নাবা যজ্ঞেঃ পৃথিবী ঋতাবৃধা”^৬ ইত্যাদি গ্নাবাপৃথিবীদৈবত সূক্তে “প্র” শব্দ থাকায় উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল । [বৈশ্বদেব শাস্ত্রে] “ইহেহ বো মনসা বন্ধুতা নরঃ”^৭ ইত্যাদি ঋভুদৈবত সূক্ত পাঠ করিবে । যদিও “আ” শব্দ ও “প্র” শব্দ প্রথমাহের লক্ষণ, তথাপি সকল সূক্তই যদি “প্র”-শব্দ-বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে যজমানেরা এই লোক হইতে প্রেত হইতে পারে (মরিয়া যাইতে পারে) ; এই ভয়ে “ইহেহ বা মনসা বন্ধুতা নরঃ” এই ঋভুদৈবত সূক্ত যে প্রথমাহে পাঠিত হয়, উহাতে “ইহ ইহ” পদে এই লোকেই বুঝায় ; অতএব এতদ্বারা যজমানদিগকে এই লোকেই [বর্তমান রাখিয়া] আনন্দ লাভ করায় ।

(৩) ৫৮২।১ । (৪) ৫৮২।৪ । (৫) ১৮১।১ । (৬) ১।১৫৯।১ ।

(৭) ৩।৬০।১ ইহাতে “প্র” শব্দ নাই । তাহাতে ক্ষতি নাই ; কেন, তাহা পদর্শিত

“দেবান্ হবে বৃহচ্ছবসঃ স্বস্তয়ে” ইত্যাদি সূক্ত বৈশ্বদেব-
শাস্ত্রে পঠিত হয়। ইহার প্রথমচরণে দেবতার নির্দেশ
থাকায় ইহা প্রথমাহের অনুকূল। যাহারা সংবৎসরসত্রের
বা দ্বাদশাহের অনুষ্ঠান করে, তাহারা দীর্ঘ পথ যাইতে উদ্যোগ
করে ; সেইজন্য “দেবান্ হবে বৃহচ্ছবসঃ স্বস্তয়ে” এই বৈশ্বদেব
সূক্ত যে প্রথমাহে পঠিত হয়, ইহাতে স্বস্তিলাভই ঘটে। যে
ইহা জানে ও যাহার পক্ষে হোতা ইহা জানিয়া “দেবান্
হবে বৃহচ্ছবসঃ স্বস্তয়ে” এই সূক্ত বৈশ্বদেবশাস্ত্রে প্রথমাহে
পাঠ করেন, সে এতদ্বারা স্বস্তিলাভ করে ও স্বস্তিতেই সংবৎ-
সরের পারগামী হয়।

“বৈশ্বানরায় পৃথু পাজসে বিপঃ” ইত্যাদি মন্ত্র আগ্নিয়ারুত-
শাস্ত্রের প্রতিপৎ হইবে। উহার প্রথমচরণে দেবতার নির্দেশ
থাকায় উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল। “প্রত্ব্যসীং প্রত-
বসো বিরপ্শিনঃ”^১ এই মরুদ্-দৈবত সূক্ত পাঠ করা হয়।
উহার প্রথমচরণে “প্র” শব্দ থাকায় উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের
অনুকূল। “জাতবেদসে স্তনবাম সোনম্”^২ এই জাতবেদার
উদ্দিক্ত ঋক্ [জাতবেদস্ত] সূক্তের পূর্বে পাঠ করিবে। জাত-
বেদার উদ্দিক্ত মন্ত্রসকল স্বস্ত্যয়নস্বরূপ, উহাতে স্বস্তিলাভ ঘটে।
যে ইহা জানে, সে এতদ্বারা স্বস্তিলাভ করে ও স্বস্তিতে সংবৎ-
সরের পরগামী হয়। “প্রতব্যসীং নব্যসীং ধীতিমগ্নয়ে”^৩
ইত্যাদি জাতবেদার উদ্দিক্ত [নিবিদ্ধান] সূক্ত পাঠ করিবে।
“প্র” শব্দ থাকায় ইহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল।

[প্রথমাহে বিহিত] আগ্নিমারুত শাস্ত্র [প্রকৃতি যজ্ঞ]
 অগ্নিস্কোমে বিহিত আগ্নিমারুতের সমান (সমান মন্ত্রসংখ্যা-
 বিশিষ্ট) । যজ্ঞে যে [অঙ্গ] সগান করা হয়, তাহার অনুসরণে
 প্রজা (পুত্রাদি) স্থখে জীবিত থাকে, সেইজন্য আগ্নিমারুত
 শাস্ত্রকে [উভয়স্থলে] সগান করা হয় ।

তৃতীয় খণ্ড

দ্বাদশাহ—নবরাত্র

প্রথমাহের অনুষ্ঠান বর্ণিত হইল । এখন দ্বিতীয়াহ বর্ণিত হইবে, যথা—
 “ইন্দ্রো বৈ.....অচ্যুতঃ”

ইন্দ্র দেবতা, পঞ্চদশ স্তোম, বৃহৎ সাম, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ,
 ইহার দ্বিতীয়াহের নির্বাহক । যে ইহা জানে, সে এতদ্বারা
 যথোচিত দেবতা, স্তোম, সাম ও ছন্দ প্রয়োগ করিয়া
 সমৃদ্ধ হয় ।

যাহাতে “আ” শব্দ ও “প্র” শব্দ নাই, যাহা স্থানার্থক-
 শব্দযুক্ত এবং যে সকল মন্ত্র উর্দ্ধশব্দযুক্ত, প্রতি-শব্দ-যুক্ত,
 অন্তঃ-শব্দ-যুক্ত, বৃষণ্-শব্দ-যুক্ত, বৃধন্-শব্দ-যুক্ত এবং যাহাদের
 মধ্যমপদে দেবতা নির্দিষ্ট আছে, যাহাতে অন্তরিক্ষের উল্লেখ
 আছে, যাহা বৃহৎ-সাম-সম্বন্ধী, যাহার ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, যাহাতে
 বর্তমান ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে, তাহাই দ্বিতীয়াহের লক্ষণ ।

“অগ্নিং দূতং বৃগীমহে” ইত্যাদি সূক্ত দ্বিতীয়াহের আজ্য-

শস্ত্র হইবে। কেননা বর্তমান ক্রিয়ার প্রয়োগ থাকায় উহা দ্বিতীয়দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল।^১ “বায়ো যে তে সহস্রিণঃ” ইত্যাদি সূত্র প্রউগ শস্ত্র হইবে। [এই সূত্রের চতুর্থ মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণ] “স্বতঃ সোম ঋতাবধা” বৃধন্-শব্দযুক্ত হওয়ায় উহা দ্বিতীয়াহের অনুকূল। “বিশ্বানরশ্চ বস্পতিম্” এবং “ইন্দ্র ইৎ সোমপা একঃ”^২ ইত্যাদি [ত্র্যচ-] দ্বয় মরুত্বতীয় শস্ত্রের প্রতিপৎ ও অনুচর। [প্রথমটির দ্বিতীয় ঋকের প্রথম চরণ] বৃধন্-শব্দযুক্ত ও [দ্বিতীয়ের প্রথম মন্ত্রের তৃতীয় চরণ] অন্তঃ-শব্দযুক্ত হওয়ায় উহার দ্বিতীয়দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল। “ইন্দ্র নেদীয় এদিহি”^৩ এই প্রগাথ প্রথম দ্বিতীয় উভয় দিনেই বিহিত। “উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পাতে”^৪ এই ব্রহ্মণস্পতি দৈবত প্রগাথ উর্দ্ধ-বাচক-শব্দযুক্ত হওয়ায় উহা দ্বিতীয়দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল। “অগ্নিনেতা”^৫ “স্বং সোম ক্রতুভিঃ”^৬ “পিন্বন্ত্যপঃ” এই কয়টি ধাব্যাও উভয় দিনে বিহিত। “বৃহদিশ্রায় গায়তা”^৭ এই মরুত্বতীয় প্রগাথ, ইহার [তৃতীয় চরণ] “যেন জ্যোতিরজনয়ন্ তাবধঃ” বৃধন্-শব্দযুক্ত হওয়ায় ইহা দ্বিতীয়দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল। “ইন্দ্র সোম সোমপাতে

(২) এই সূত্রের মূলে “কুর্কৎ” শব্দ আছে ; সাধারণ উহার অর্থ বর্তমানকালের ক্রিয়ামাত্র করিয়াছেন। ধাতুমাত্রই ক্রিয়াবাচক এবং “সুর্গামহে” এটি বর্তমান কালের ক্রিয়া, ইহাতেই “কুর্কৎ” স্বর্গ প্রকাশ হইতেছে (সাধারণ)।

(৩) ২।৪।১।

(৪) ৮। - ৪। এবং ৮।২।৪। (৫) ৮।৪৩।৫।

(৬) ১।৪০।১। ইহাতে “উত্তিষ্ঠ” এই শব্দ উর্দ্ধ-বাচক।

(৭) ১।২০।৪। (৮) ১।৯।১২। (৯) ১।৬৪।৬। (১০) ৮।৮৯।১।

পিবেমম্” ইত্যাদি ” সূক্তে, [দ্বিতীয় ঋকের চতুর্থ চরণ] “সজোষা ঋদ্রেঋপদা বৃষস্ব” বৃষশ্শব্দযুক্ত হওয়ায় ইহা দ্বিতীয় দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল । “ত্বামিদ্ধি হবাগহে” ” এবং “ত্বং হেহি চেরবে” ” এই দুইটিতে বৃহৎসামনিষ্পন্ন পৃষ্ঠস্তোত্র হয় ; বৃহৎসামসম্বন্ধী হওয়ায় ইহারা দ্বিতীয়দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল । “যদ্বাবান” ” এই প্রগাথও উভয় দিনে বিহিত । “উভয়ং শৃণবচ্চ নঃ” ” এই প্রগাথটি [বৃহৎ] সামের সহিত প্রযোজ্য । অস্থলে “উভয়” অর্থে যাহা অগ্ন্য কৰ্ত্তব্য এবং যাহা কল্য কৰ্ত্তব্য ছিল, [এতদুভয়] বুঝাইতেছে । বৃহৎ-সাম-সম্বন্ধী হওয়ায় ইহা দ্বিতীয়দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল । “ত্বয়মু বাজিনং দেব-জুতম্” এই তাক্ষ্যসূক্ত উভয় দিনেই বিহিত ।

চতুর্থ খণ্ড

দ্বাদশাহ—নবরাত্র

দ্বিতীয়াহের অগ্ন্যন্ত মন্ত্র যথা—“যা ত উতিঃ.....অহো রূপম্,”

“যা ত উতিরবমা যা পরমা” ” ইত্যাদি সূক্তে [তৃতীয় ঋকের চতুর্থ চরণ] “জহি বৃষ্যানি ঋণুহী পরাচঃ” বৃষশ্শব্দযুক্ত হওয়ায় ইহা দ্বিতীয়দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল ।

(১১) ৩৩২।১ । (১২) ৬।৪৬।১ । এই প্রগাথ বৃহৎ সামের আধারভূত স্তোত্রিয় ।

(১৩) ৮।৬১।৭ । এই প্রগাথ বৃহৎ সামের অম্বচর । (১৪) ১০।৭৪।৬ । (১৫) ৮।৬১।১ ।

(১) ৬।২৫।১ ।

“বিশ্বো দেবস্য নেতুঃ”^২ এবং “তৎ সবিতুবরৈণ্যম্”^৩ এই [ত্র্যচ] বৈশ্বদেব শস্ত্রের প্রতিপৎ এবং “আ বিশ্বদেবং সৎপতিম্”^৪ এই [ত্র্যচ] উহার অনুচর। বৃহৎ-সামসম্বন্ধী হওয়ায় ইহার দ্বিতীয়দিনে দ্বিতীয়াহে অনুকূল। “উত্থ্য দেব সবিতা হিরণ্যয়া”^৫ এই সবিতৃদেবত সূক্ত উর্দ্ধবাচক শব্দযুক্ত হওয়ায় ইহা দ্বিতীয় দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল। “তে হি দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বসংভূবো”^৬ এই দ্যাবাপৃথিবীদেবত সূক্তে [প্রথম ঋকের তৃতীয় চরণ] “স্বজন্মনী ধিমণে অন্তরীয়তে” অন্তঃশব্দযুক্ত হওয়ায় ইহা দ্বিতীয় দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল। “তন্মুখং হৃষতং বিদ্বানাপসঃ”^৭ ইত্যাদি ঋতুদেবত সূক্তে [প্রথম ঋকের দ্বিতীয় চরণ] “তন্মু-হরী ইন্দ্রবাহা বৃষণসু” বৃষণ-শব্দযুক্ত হওয়ায় ইহা দ্বিতীয়াহের অনুকূল। “যজ্ঞস্য বো রথ্যং বিশ্‌পতিং বিশাম্”^৮ ইত্যাদি বিশ্বদেবদেবতসূক্তে [প্রথম ঋকের চতুর্থ চরণ] “বৃসকেতুর্যজতো দ্যামশায়ত” বৃষণ-শব্দযুক্ত হওয়ায় ইহা দ্বিতীয় দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল। এই সূক্ত শার্ব্যাত (তন্মামক-ঋষিদৃষ্ট)। অঙ্গিরোগণ স্বর্গলোকের উদ্দেশে সত্রানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহারা [পৃষ্ঠা মড়হ অনুষ্ঠান করিতে গিয়া] যেখানে যেখানে দ্বিতীয়াহ অনুষ্ঠানে আসিয়াছিলেন, সেইখানে [শস্ত্রবাহুল্য দেখিয়া কোন্ শস্ত্র পাঠ করিতে হইবে স্থির না পাইয়া] মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শার্ব্যাত নামক মানব (মনু-সন্তান) তাঁহাদিগকে দ্বিতীয়াহে ঐ [“যজ্ঞস্য বো রথ্যম্” ইত্যাদি] সূক্ত পাঠ

(২) ৫।৫০।১। (৩) ৩।৩২।১০। (৪) ৫।৮২।১। (৫) ৩।১২।১, (৬) ১।১৩।১।

(৭) ১।১১।১ : (৮) ১।৯২।১।

করাইয়াছিলেন। তখন তাঁহারা যজ্ঞকে ও স্বর্গলোককে প্রকৃষ্ট ভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য দ্বিতীয়াহে এই সূক্ত যে পাঠ করা হয়, ইহাতে যজ্ঞের প্রকৃষ্ট জ্ঞান ঘটে ও স্বর্গলোকের অবগতি ঘটে। “পৃক্ষস্য রুষো অরুণস্য নৃ সহঃ” ইত্যাদি [ত্র্যচ] আগ্নিমারুত শস্ত্রের প্রতিপৎ। রুষণ-শব্দ-যুক্ত হওয়ায় ইহা দ্বিতীয়দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল। “রুষো শর্দায় হুমথায় বেধসে”^{১১} ইত্যাদি মরুদ্দৈবতসূক্ত রুষণ-শব্দযুক্ত হওয়ায় ইহা দ্বিতীয়দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল। “জাতবেদসে হুনবাম সোগম্”^{১২} এই জাতবেদার উদ্দিষ্ট ঋক্ উভয় দিনে বিহিত। “যজ্ঞেন বর্দ্ধত জাতবেদসম্”^{১৩} এই জাতবেদার উদ্দিষ্ট সূক্ত রধন্-শব্দযুক্ত হওয়ায় ইহা দ্বিতীয়াহের অনুকূল।



পঞ্চম পঞ্চিকা

একবিংশ অধ্যায়

—•—

প্রথম খণ্ড

দ্বাদশাহ—নবরাত্র

নবরাত্রের অন্তর্গত তৃতীয়শাহের নিরূপণ যথা—“বিশ্বে বৈ দেবা.....অচ্যুতঃ”

বিশ্বদেব দেবতাগণ, সপ্তদশ স্তোম, বৈরূপ সাম ও জগতী ছন্দ তৃতীয়াহ নির্বাহ করেন। যে ইহা জানে, সে যথোচিত দেবতা, স্তোম, সাম ও ছন্দ দ্বারা সম্বন্ধ হয়।

যে মন্ত্রের সমাপ্তি সমান, তাহাই তৃতীয়াহের লক্ষণ। আর যাহা অশ্বশব্দযুক্ত, অন্তশব্দযুক্ত, যাহা পুনর্ব্বার আরম্ভ হয়, যাহা [কোন অক্ষর বা চরণ] পুনঃ পুনঃ পঠিত হওয়ায় নর্ত্তন-লক্ষণযুক্ত, যাহা রমণার্থক-শব্দযুক্ত, যাহা পর্য্যাস-শব্দযুক্ত, যাহা ত্রিশব্দযুক্ত, অন্তশব্দযুক্ত, যাহার শেষ চরণে দেবতার নাম আছে ও যাহাতে স্বর্গলোকের উল্লেখ আছে, যাহা বৈরূপ সামের ও জগতী ছন্দের সম্বন্ধযুক্ত, যাহাতে অতীত ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে, এই সকল মন্ত্রই তৃতীয়াহের লক্ষণ।

বুক্ষ্ণা হি দেবহুত মঁ অশ্বঁ অগ্নে রথীরিব” ইত্যাদি সূক্ত

তৃতীয়াহের আজ্যশস্ত্র হয়। দেবগণ তৃতীয়াহ দ্বারা স্বর্গলোকে গিয়াছিলেন; অশ্বরগণ ও রাক্ষসগণ তাঁহাদের পশ্চাতে গিয়া নিবারণ করিয়াছিল। তোমরা বিরূপ (কদাকার) হও, তোমরা বিরূপ হও, এই বলিয়া দেবগণ নিজ রূপেই [স্বর্গে] গিয়াছিলেন। তোমরা বিরূপ হও, তোমরা বিরূপ হও, দেবগণ [অশ্বরদিগকে] ইহাই বলিয়া যে নিজ রূপে [স্বর্গে] গিয়াছিলেন, তাহাতেই বৈরূপ সাম হইয়াছিল। ইহাই বৈরূপের বৈরূপত্ব। যে ইহা জানে, সে পাপ দ্বারা বিরূপ হইলেও পাপকে বিনাশ করিতে পারে। অশ্বরেরা তখনও দেবগণের অনুগমন করিয়াছিল ও তাঁহাদের সঙ্গে চলিয়াছিল। দেবগণ অশ্ব হইয়া তাহাদিগকে পদাবাত করিয়াছিলেন। তাঁহারা অশ্ব হইয়া পদাবাত করিয়াছিলেন, ইহাতেই অশ্বগণের অশ্বত্ব। যে ইহা জানে, সে যাহা যাহা কামনা করে, তাহাই প্রাপ্ত হয়। সেইজন্যই অশ্ব সকল পশুর অপেক্ষা বেগবান্ ও সেই জন্যই অশ্ব পশ্চাতে পায়ের দ্বারা লোককে তাড়না করে। যে ইহা জানে, সে পাপ বিনাশ করে। সেইহেতু ঐ অশ্বযুক্ত মন্ত্র তৃতীয়াহের লক্ষণ হওয়ায় তৃতীয়াহের আজ্যশস্ত্র হইয়া থাকে।

“বায়বায়াহি বীতয়ে”^২ এবং “বায়ো যাহি শিবা দিবঃ”^৩ [এই দুই মন্ত্রে উৎপন্ন ত্র্যুচ], “ইন্দ্রশ্চ বায়বেষাম্ স্ততানাম্”^৪ [ইত্যাদি দুই ঋকে উৎপন্ন ত্র্যুচ], “আ মিত্রে বরুণে বয়ম্”^৫ “অশ্বিনাবেহ গচ্ছতম্”^৬ “আ যাহুদ্রিভিঃ স্ততম্”^৭ “সজু-বিশ্বেভিদেবেভিঃ”^৮ “উত নঃ প্রিয়া প্রিয়ান্”^৯ [ইত্যাদি

(২) ৫।৫।৫। (৩) ৮।২৩।২৩। (৪) ৫।৫।৬। (৫) ৫।৭।৭। (৬) ৫।৭।১।

(৭) ৫।৪।১। (৮) ১।৫।৮। (৯) ৬।৬।১০।

পাঁচটি ত্র্যচ], এই সকল উষিক্ ছন্দের মন্ত্র প্রউগ শস্ত্র হইবে। কেননা ইহাদের সমাপ্তি সমান হওয়ায় ইহারা তৃতীয়াহের অনুকূল।”

“তং তমিদ্ভাধসে মহে” ” ইত্যাদি [ত্র্যচ] এবং “ত্রয় ইন্দ্রস্ত সোমাঃ” ” ইত্যাদি [ত্র্যচ] [যথাক্রমে] মরুত্বতীয় শস্ত্রের প্রতিপৎ ও অনুচর ; নৃত্যবাচক শব্দ থাকায় ও ত্রি-শব্দ থাকায় ইহার তৃতীয়াহের অনুকূল।

“ইন্দ্র নেদীয় এদিহি” ” এই প্রগাথ সকলদিনে বিহিত। “প্র নূনং ব্রহ্মগম্পতিঃ” ” ইহা ব্রাহ্মগম্পত্য প্রগাথ হইবে। [পুনঃপঠন হেতু] নৃত্যলক্ষণযুক্ত হওয়াতে ইহারা তৃতীয়াহের অনুকূল।

“অগ্নির্নেতা” “হং সোম ক্রতুভিঃ” “পিবন্ত্যপঃ” এই তিনটি ধায়া সকলদিনেই বিহিত।

“নকিঃ সূদাসো রথং পর্যাস ন রীরমৎ” ” ইহা তৃতীয়াহে মরুত্বতীয় প্রগাথ হইবে। পর্যাস শব্দ থাকায় ইহা তৃতীয়াহের অনুকূল। “ত্র্যর্যামা মনুষো দেবতাতা” ” ইত্যাদি সূক্ত ত্রি-শব্দযুক্ত হওয়ায় তৃতীয় দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল।

“যদ্ গাব ইন্দ্র তে শতম্” ” ও “যদিন্দ্র যাবতস্বম্” ”

(১০) এই সকল মন্ত্রের অনেকের শেষচরণে সমান যথা—“আ নিত্রে বরুণে” ইত্যাদি সূক্তের তিন মন্ত্রের শেষচরণ “নিবহিঃ” ইত্যাদি।

(১১) ৮।৬৩। ইহার শেষচরণে “কৃষ্টীনাং নৃতুঃ” এই নৃত্যবাচক শব্দ আছে।

(১২) ৮।২। ইহার আরম্ভে ত্রিশব্দ আছে।

(১৩) ৮।৩। (১৪) ১।৪০.৫

(১৫) ৭।৩২।১০। (১৬) ৫।২৯।১। (১৭) ৮।৭০।৫। (১৮) ৭।৩২।১৮।

এই দুই [প্রগাথ] বৈরূপ পৃষ্ঠ হইবে, কেননা উহারা রথন্তর-
সম্বন্ধী তৃতীয়দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল।”

“ঘন্বাবান”^{২০} এই ধায়া সকল দিনেই প্রযোজ্য। “অভি হ্রা
শূর নোনুমঃ”^{২১} এই রথন্তর সামের যোনিকে উক্ত ধায়ামন্ত্রের
পরে পাঠ করিবে। কেননা এই তৃতীয়াহ রথন্তরেরই স্থান।
“ইন্দ্র ত্রিধাতু শরণম্”^{২২} এই [বৈরূপ] সামের প্রগাথটি
ত্রি-শব্দ-যুক্ত হওয়ায় তৃতীয় দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল। “তাম্বু
বাজিনম্ দেবজুতম্” এই তাক্ষ্য সূক্ত সকলদিনেই বিহিত।^{২৩}

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বাদশাহ—নবরাত্র

তৃতীয়াহে বিস্তৃত অগ্ন্যুত্তম মন্ত্র যথা—“যো জাত এব.....যন্তি”।

“যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্”^{২৪} এই [নিবিদ্ধানীয়]
সূক্তের মন্ত্রসকলের সমাপ্তি সমান হওয়ায় উহা তৃতীয়
দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল। এই সূক্ত [প্রতি মন্ত্রের শেষ
চরণে] সজন-শব্দ-যুক্ত, উহা এই জন্ম ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়-স্বরূপ।
ইহা পঠিত হইলে ইন্দ্র ইন্দ্রিয় লাভ করেন। ছন্দোগেরা

(১৯) ঐ দুই প্রগাথের মধ্যে প্রথমটি বৈরূপ সামের স্তোত্রীয় ও দ্বিতীয়টি তাহার অনুরূপ।
এই বৈরূপ সামে তৃতীয়াহের নিঃসবদামন্ত্রের পৃষ্ঠস্তোত্র নিম্পন্ন হয়।

(২০) ১০।৭৪।৬। (২১) ৭।৩২।২২। (২২) ৬।৪৬।৯। (২৩) ৩০।১৭৮।১।

(১) ২।১২।১ এই সূক্তের প্রতিমন্ত্রের শেষে “নৃমন্ত মহা স জনাস ইন্দ্রঃ” এই চরণ আছে।

(সামবেদীরা) এ বিষয়ে বলেন যে [পৃষ্ঠ্য ষড়্‌হের] তৃতীয়াহে বহুচরণ (ঋগ্বেদীরা) এই ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় স্বরূপ [সজন-শব্দ-যুক্ত সূক্ত] পাঠ করিয়া থাকেন । এই সূক্তের ঋষি গৃৎসমদ ; গৃৎসমদ এতদ্বারা ইন্দ্রের প্রিয়ধামের সমীপে গিয়াছিলেন ও পরম লোক জয় করিয়াছিলেন । যে ইহা জানে, সে ইন্দ্রের প্রিয়ধামের নিকটে যায় ও পরম লোক জয় করে ।

“তৎ সবিতুর্বাগীমহে”^২ ও “অগ্না নো দেব সবিতঃ”^৩ এই দুই [ত্র্য্যচ] বৈশ্বদেব শস্ত্রের প্রতিপৎ ও অনুচর হয়, কেননা উহারা রথস্কর-সম্বন্ধী তৃতীয়দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল ।

“তদ্বেবস্ম সবিতুর্বাগীমহৎ”^৪ ইত্যাদি [মহৎ-শব্দ-যুক্ত] সবিতৃদৈবত সূক্ত তৃতীয় দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল ; কেননা যাহা মহৎ, তাহাই [সকলের] অন্ত এবং তৃতীয়াহও [প্রথম ত্র্য্যাহের] অন্তে স্থিত ।

“স্বতেন ঙাবাপৃথিবী অভীরতে”^৫ এই ঙাবাপৃথিবী-দৈবত মন্ত্রের [দ্বিতীয় চরণে] “স্বতশ্রিয়া স্বতপৃচা স্বতারুধা” এস্থলে [স্বতশব্দ] পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হওয়ায় উহা নৃত্য-লক্ষণ-যুক্ত হওয়াতে উহা তৃতীয় দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল ।

“অনশ্বো জাতো অনভীশুরুকথ্যঃ”^৬ ইত্যাদি ঋভুদৈবত সূক্তে [দ্বিতীয় মন্ত্রের শেষ চরণে] “রথদ্বিচক্রঃ” এই ত্রি-শব্দ যুক্ত শব্দ থাকায় উহা তৃতীয় দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল ।

“পর্যাবতো যে দিধিমন্ত আপ্যম্”^৭ এই বিশ্বদেবদৈবত

(২) ৫।৩।১ । (৩) ৫।৮২।৪ ।

(৪) ৪।৫০।১ । (৫) ৬।৭০।৪ । (৬) ৪।৩৬।১ । (৭) ১০।৬৩।১ ।

সূক্তের “পর্যবত” (দূরদেশ) শব্দ অন্তবাচক, তৃতীয়াহও [প্রথম ত্র্যাহের] অন্তে স্থিত, এই হেতু উহা তৃতীয় দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল। এই সূক্তের ঋষি গয়; এতদ্বারা প্লতের পুত্র গয় বিশ্বদেবগণের প্রিয় ধামের সমীপে গিয়াছিলেন ও পরম লোক জয় করিয়াছিলেন। যে ইহা জানে, সে বিশ্বদেবগণের প্রিয় ধামের সমীপে যায় ও পরম লোক জয় করে।

“বৈশ্বানরায় ধিষণামৃতারুধে” এই সূক্ত আগ্নিমারুত শস্ত্রের প্রতিপৎ; উহার “ধিষণা” (অন্তঃকরণ) শব্দ অন্তবাচী; তৃতীয়াহও অন্তে স্থিত; অতএব উহা তৃতীয় দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল।

ধারাবরা মরুতো ধৃক্ষেভাজসঃ” এই মরুৎ-দৈবত সূক্তের মন্ত্রসমূহ বহুশঃ পঠনীয়। যাহা বহু, তাহাই অন্ত; তৃতীয়াহও অন্তে স্থিত, অতএব উহা তৃতীয়দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল।

“জাতবেদসে স্তনবাম সোমম্” এই জাতবেদোদৈবত মন্ত্র সকল দিনে বিহিত। “ত্বমগ্নে প্রথমো অগ্নিরা ঋষিঃ” এই জাতবেদোদৈবত সূক্ত [উহার সকল মন্ত্রের আরম্ভে “ত্বমগ্নে” পদ থাকায়] তৃতীয় দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল। ইহাতে “ত্বং ত্বং” শব্দ [পরবর্তী ত্র্যাহকে সম্মুখে রাখিয়া বলায় প্রথম ত্র্যাহের সহিত] পরবর্তী ত্র্যাহের অবিচ্ছেদ ঘটে। যাহারা ইহা জানিয়া যাগানুষ্ঠান করে, তাহারা পরম্পর অবিচ্ছিন্ন ও সম্বন্ধ ত্র্যহ দ্বারা ই যাগানুষ্ঠান করে।

তৃতীয় খণ্ড

ষাদশাহ—নবরাত্র

ষাদশাহের মধ্যবর্তী নবরাত্রে তিনটি ত্রাহ। তাহার প্রথম ত্রাহের বিবরণ সমাপ্ত হইল। ঐ ত্রাহ পৃষ্ঠা ষড়্‌হের পূর্বভাগ। উহার উত্তর ভাগ নবরাত্রের মধ্যম ত্রাহের বিষয় এখন বলা হইবে। এই মধ্যম ত্রাহের প্রথম দিন নবরাত্রের চতুর্থ দিন। সেই দিনের অনুষ্ঠানাদি যথা—“আপান্তে বৈ.....পরিগৃহীতৌ”

তৃতীয় দিনে স্তোমসকল^১ ও ছন্দসকল^২ সমাপ্ত হয়। তাহার পর যাহা কেবল অবশিষ্ট থাকে, তাহা বাক্। এই অক্ষর তিন-অক্ষর-যুক্ত। “বাক্” এই এক অক্ষর; সেই অক্ষর তিন-অক্ষর-বিশিষ্ট হইয়া উত্তর ত্রাহের স্বরূপ হয়। [তন্মধ্যে] একটির স্বরূপ বাক্, একটির গোঃ, একটির দৌঃ।^৩ সেই জন্ত বাক্ [দেবতাই] চতুর্থাহ নির্বাহ করেন।

যদি চতুর্থাহে ন্যুৎখ করা হয়,^৪ তাহা হইলে তদ্বারা

(১) প্রথম ত্রাহের নির্বাহক তিন স্তোম ;—ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ ও সপ্তদশ।

(২) প্রথম ত্রাহের নির্বাহক তিন ছন্দ ;—গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী।

(৩) প্রথম ত্রাহের দেবতা যথাক্রমে অগ্নি, ইন্দ্র, বিশ্বদেবগণ। মধ্যম ত্রাহের দেবতা বাক্, গোঃ, দৌঃ।

(৪) চতুর্থাহে প্রাতঃসমুদ্যোগের প্রথম ঋক্ পাঠের সময় প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে ন্যুৎখ করা যায়। কোন স্বরবর্ণের বিশেষরূপ উচ্চারণের নাম ন্যুৎখ। যথা, প্রাতঃসমুদ্যোগের প্রথম মন্ত্র “আপো রেবতীঃ ক্ষয়ণ” ইত্যাদি। প্রথম চরণে “আপো” পদের শেষ ওকার উদাত্ত স্বরে তিনমাত্রাব্যুক্ত করিয়া তিন বার উচ্চারণ করিবে। অত্যন্ত বার উদাত্ত উচ্চারণের পর কয়েকবার অনুদাত্ত স্বরে অর্ধমাত্রায় উচ্চারণ করিবে। প্রথম উদাত্তের পর পাঁচ অনুদাত্ত, দ্বিতীয় উদাত্তের পর পাঁচ অনুদাত্ত এবং তৃতীয় উদাত্তের পর তিন অনুদাত্ত উচ্চারণ বিহিত। ত্রিমাত্রাব্যুক্ত দীর্ঘ “ও” এবং অর্ধমাত্রাব্যুক্ত ইথ “ওঁ” চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করিলে প্রথম চরণে ন্যুৎখ উচ্চারণ এইরূপে হইবে :—

প্রাতঃস্নানকে [প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের] মুখে (আরম্ভে অর্থাৎ দ্বিতীয় অক্ষরে) ন্যস্ত করিবে ; কেননা লোকে মুখেই অন্ন ভক্ষণ করে ; যজমানকে এতদ্বারা ভক্ষ্য অন্নের মুখে (সমীপে) স্থাপিত করা হয় । আজ্যশাস্ত্রে মধ্যে (তৃতীয় চরণে) ন্যস্ত করিবে । লোকে [শরীরের] মধ্যভাগে অন্ন ধারণ করে ; এতদ্বারা যজমানকে ভক্ষ্য অন্নের মধ্যে স্থাপিত করা হয় । মাধ্যন্দিনে সন্ধ্যায় মুখে (আরম্ভে) ন্যস্ত করা হয় । লোকে মুখেই অন্ন ভক্ষণ করে ; এতদ্বারা যজমানকে ভক্ষ্য অন্নের সমীপে স্থাপিত করা হয় । এইরূপে উভয় সন্ধ্যায়ই (প্রাতঃসন্ধ্যায় ও মাধ্যন্দিনে) ন্যস্ত করা হয় ; ইহাতে উভয় সন্ধ্যায় দ্বারা ভক্ষ্য অন্নের প্রাপ্তি ঘটে ।

চতুর্থ খণ্ড

নবরাত্র—চতুর্থাহ

চতুর্থাহের বিধান যথা—“বাগ্ বৈ.....অচ্যুতা” ।

বাগ্ দেবতা, একবিংশ স্তোম, বৈরাজ্য সাম, অনুষ্টিপ্ ছন্দ চতুর্থাহের নির্বাহক । যে ইহা জানে, সে যথোচিত দেবতা, স্তোম, সাম ও ছন্দ দ্বারা সমুদ্র হয় ।

যাহা “আ”-শব্দ-যুক্ত এবং “প্র”-শব্দ-যুক্ত, তাহাই চতুর্থাহের লক্ষণ, কেননা [প্রথম ত্র্যাহপক্ষে] প্রথমাহ যেক্ষপ, [মধ্যম

ব্রাহ্মপক্ষে] চতুর্থাহও সেইরূপ । বাহাতে উক্ত শব্দ, রথ শব্দ, ‘আশু’ শব্দ, পানার্থক শব্দ আছে, বাহার প্রথম চরণে দেবতার নাম আছে, বাহাতে এই ভুলোকের উল্লেখ আছে, বাহাতে জননার্থক শব্দ, আহ্বানার্থক শব্দ, ‘শুক্ল’ শব্দ ও বাক্য-প্রতিপাদক শব্দ আছে, বাহা বিমদ ঋষির দৃষ্ট, বাহা বিশেষ ক্রেশে (ন্যূন্য দ্বারা) উচ্চারিত, বাহার নানা ছন্দ, বাহাতে [অক্ষর-সংখ্যা] কোথাও অধিক, কোথাও অল্প, বাহা বৈরাজ সামের ও অনুকৃপ্ ছন্দের সম্বন্ধযুক্ত, বাহাতে ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে, এইরূপে যে যে লক্ষণ প্রথমাহের অনুকূল, সে সকলই চতুর্থাহেরও অনুকূল ।

“আহ্নিঃ ন স্বরক্তিলিঃ” ইত্যাদি সূক্তে চতুর্থাহের আজ্য-শাস্ত্র হইবে । এই সূক্ত বিমদ ঋষির দৃষ্ট, বিশেষ ক্রেশে (ন্যূন্য দ্বারা) উচ্চারিত ও সবিশেষ ক্লিষ্ট [বিমদ] ঋষির সম্পদ-যুক্ত : অতএব ইহা চতুর্থ দিনে চতুর্থাহের অনুকূল । উহাতে আটটি ঋক্ আছে ও উহার ছন্দ পঙ্তি ; যজ্ঞও পঙ্তিযুক্ত ; পশুগণও পঙ্তির সম্বন্ধযুক্ত ; অতএব ইহাতে পশুগণের রক্ষা ঘটে ।

ঐ ঋক্‌সমূহ দশটি জগতীর সমান^১ । এই [গধ্যম] ব্রাহ্মের প্রাক্তঃ সবনের ছন্দ জগতী, এইজন্য উহা চতুর্থাহের অনুকূল । আবার উহার পোনেরটি অনুকৃষ্টের সমান । এই চতুর্থাহের ছন্দ অনুকৃপ্, অতএব উহা চতুর্থাহের অনুকূল ।

(১) ১০।২১।১ ।

(২) ঐ সূক্তের আটটি ঋকের প্রথম ও শেষ ঋক্ তিনবার করিয়া পাঠে ঋকের সংখ্যা সাড়টি হয় । বাহাটি পঙ্তির অক্ষর সংখ্যা দশটি জগতীর প্রায় সমান ।

আবার উহার। বিশটি গায়ত্রীর সমান ; আর এই চতুর্থীহ
[মধ্যম ত্র্যাহের] প্রায়ণীয় (প্রথম দিন) ; [প্রায়ণীয় গায়ত্রীর
সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায়] ইহা চতুর্থীহের অনুকূল । ঐ সূক্ত
[ইতঃপূর্বে] [কোন উদগাতা কর্তৃক] স্তোত্ররূপে গীত বা
[কোন হোতা কর্তৃক] শাস্ত্ররূপে পঠিত না হওয়ায় উহার
সারবত্তা লুপ্ত হয় নাই, উহা সাক্ষাৎ যজ্ঞ স্বরূপ । সেইহেতু ঐ
সূক্তে যে চতুর্থীহের আজ্যশাস্ত্র নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে যজ্ঞ দ্বারাই
যজ্ঞকে বিস্থত করা হয় এবং বাগ্-দেবতাকেই এতদ্বারা
পাওয়া যায় ; যজ্ঞেরও অবিচ্ছেদ ঘটে । ইহা জানিয়া যাহারা
[ঐ সূক্তে] যাগানুষ্ঠান করে, তাহারা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন
ও সম্বন্ধ ত্র্যাহদ্বারাই যাগানুষ্ঠান করিয়া থাকে ।

“বায়ো শুক্রো অয়ামি তে” “বিহি হোত্রা অবীতা” “
“বায়ো শতং হরীণাম্” “ইন্দ্রশ্চ বায়বেষাং সোমানাম্” “
“আ চিকিতানস্ত্রুত্” “আ নো বিশ্বাভিরুতিভিঃ” “তন্ম
নো অপ্রহণম্” “অপত্যং রজিনং রিপুম্” “অম্বিতমে নদী-
তামে” “এই সকল অনুকূপ্ প্রউগ শাস্ত্র হইবে । কেননা
“আ” শব্দ “প্র” শব্দ ও “শুক্র” শব্দ থাকায় ইহার। চতুর্থীদিনে
চতুর্থীহের অনুকূল ।

“তং ভা যজ্ঞেভিরীমহে” “ইহা মরুত্বর্তীয় শাস্ত্রের প্রতিপৎ
হইবে । ইহাতে [দীর্ঘকালে ফলপ্রদ যাক্ত্রার বাচক] “ঈ-
মহে” পদ থাকায় ও এই চতুর্থীহও দীর্ঘ যজ্ঞ হওয়ায় উহা

(১) ১১৪ । (৪) ৪১৮১১ । (৫) ৪১৮১৪ । (৬) ৪১৮১৬ । (৭) ৪১৮১১১

(৮) ১১২৪১৭ । (৯) ১১৪৪১৪ । (১০) ১১৪১১১৩ । (১১) ১১৪১১১৬ ।

(১২) ১১৬৮১১০ ।

চতুর্থাহের অনুকূল । “ইদং বসো স্ততমন্ধঃ”^{১৭} “ইন্দ্র নেদীয়
এদিহি”^{১৮} “ঐপ্রতু ব্রহ্মণস্পতিঃ”^{১৯} “অগ্নিনেতা”^{২০} “ঋ সোম
ক্রতুভিঃ”^{২১} “পিশস্ত্যপঃ”^{২২} “প্র ব ইন্দ্রায় বৃহতে”^{২৩} এই
সকল মন্ত্রও প্রথমাহে শস্ত্ররূপে কল্পিত হওয়ায় উহার চতুর্থ
দিনে চতুর্থাহেরও অনুকূল । “শ্রদ্ধী হবগিন্দ্র মা রিমণ্যঃ”^{২৪} এই
সূক্তে আস্থানার্থক শব্দ থাকায় উহা চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনু-
কূল । “মরুত্বা ইন্দ্র বৃষতো রণায়”^{২৫} এই সূক্তের “উগ্রং
মহোদামিহ তং ছবেম” এই [শেষ চরণে] আস্থানার্থক পদ
থাকায় উহা চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনুকূল । এই সূক্তের
ত্রিষ্টপ্, ছন্দ, ইহার প্রতি চরণ [অক্ষরসংখ্যায়] সমান হওয়ায়
ইহা [মাধ্যন্দিন] সবনকে ধারণ করে ; ইহার প্রয়োগে
[যজ্ঞমান] গৃহ হইতে দ্রষ্ট হয় না ।

ইমং নু গায়িনং ছবে”^{২৬} ইত্যাদি [ত্র্যচ উল্লিখিত মন্ত্র
গুলির] পরে প্রযোজ্য ; আস্থানার্থক শব্দ থাকায় উহা চতুর্থ
দিনে চতুর্থাহের অনুকূল । এই সূক্তের ঋক্সমূহের গায়ত্রী
ছন্দ ; গায়ত্রী মন্ত্রই এই [মধ্যম] ত্র্যাহের মাধ্যন্দিন [সবন]
নির্ব্বাহ করে । বাহার মধ্যে নিবিদের স্থাপনা হয়, সেই
ছন্দের মন্ত্রই সবনের নির্ব্বাহক ; সেইজন্য ঐ গায়ত্রীসমূহের
মধ্যে নিবিৎ স্থাপন করিবে ।

“পিবা নোমগিন্দ্র মন্দতু হ্বা”^{২৭} “শ্রদ্ধী হবং বিপিপানস্তাদ্রেঃ”

(১৩) ৮২২১ । (১৪) ৮২৩৪ । (১৫) ২৪০৩ । (১৬) ৩২০৪ । (১৭) ১৮১২ ।

(১৮) ১৬৪৬ । (১৯) ৮৮১৩ । (২০) ২১১১ । (২১) ৩৭১১ ।

(২২) ৮৭৬১ । (২৩) ৭২২১ ।

^{২২} এই দুই [ত্র্যচ] হইতে পৃষ্ঠস্তোত্রের বৈরাজ্য সাম হয় ।
বৃহৎ সামের সম্বন্ধযুক্ত চতুর্থদিনে উহা চতুর্থাহের অনুকূল ।^{২৩}

“যদ্বাবান” ^{২৪} এই ধায়া মন্ত্র সকলদিনেই বিহিত ।
“ত্বামিদ্ধি হবামহে” ^{২৫} এই বৃহৎ সামের যোনিম্বরূপ
[প্রগাথকে] ঐ ধায়ায় পরে প্রয়োগ করিবে, কেননা এই
চতুর্থাহ স্থানগুণে বৃহৎ সামের সম্বন্ধযুক্ত ।^{২৬}

“ত্বমিদ্ভ প্রভৃতিষু” ^{২৭} এই মন্ত্র [বৈরাজ্য] সামের প্রগাথ
হইবে । উহার “অশস্তিহা জনিতা” এই [তৃতীয় চরণে]
জন্মার্থক পদ থাকায় উহা চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনুকূল ।

“তামৃষু বাজিনঃ দেবজুতম্” ^{২৮} এই তার্ক্যসূক্ত সকল
দিনেই বিহিত ।

পঞ্চম পণ্ড

নবরাত্রি—চতুর্থাহ

চতুর্থাহের অস্ত্রাণ্ড মন্ত্রবিধান যথা—“কুত শ্রুতঃ.....অজ্ঞো রূপম্”

“কুহ শ্রুত ইন্দ্রঃ কস্মিন্নগ্ন” ^১ এই বিমদস্বামিদৃষ্ট বিশেষ
ক্লেশে উচ্চারিত এবং বিশেষ ক্লেশপ্রাপ্ত [বিমদ] স্বামির সূক্ত

(২৪) ৭১২৫৪ (২৫) বৈরাজ্য সাম বৃহৎ সামের পুঙ্খ (পূর্বে দেখ) ।

(২৬) ১০৭৪১৩ । (২৭) ৬৪৬১১ ।

(২৮) যুগ্ম ও শম্বাভেদে তিন তিন দিনে তিন তিন সামের ব্যাভা । (পূর্বে দেখ) ।

(২৯) ৬১২৫৪ । (৩০) ১০১৭৮১১ ।

(১) ১০১২৫৪ ।

চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনুকূল । “বৃদ্ধাশ্র তে রমভশ্র স্বরাজঃ”^১ এই সূক্তের “উরুং গভীরং জনুবাভ্যাগ্রম্” এই চরণে জননার্থক শব্দ থাকায় ইহা চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনুকূল । ইহার ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ ; ঐ ছন্দের সকল চরণে সমান অক্ষর হওয়ায় উহা সবনকে ধরিয়া রাখে ; এতদ্বারা যজমানও স্বগৃহ হইতে ভ্রষ্ট হয় না । “তাম্ বঃ সত্রাসাহম্”^২ ইহাই শেষে প্রবোজ্য [ত্র্যচ] ; ইহার “বিশ্বাস্ত গীর্ষায়তম্” এই চরণে দীর্ঘতাবাচক [আয়ত] শব্দ থাকায় ইহা দীর্ঘ (প্রয়োগবহুল) চতুর্থাহের যোগ্য । ইহার মন্ত্রগুলি গায়ত্রী । গায়ত্রী মন্ত্রই এই [মধ্যম] ত্র্যাহের মাদ্যাদিন সবন নির্বাহ করে । আর বাহাতে নিবিৎ স্থাপিত হয়, সেই ছন্দই সবননির্বাহক ; এই হেতু ঐ গায়ত্রী মধ্যেই নিবিৎ স্থাপন করিবে ।

“বিশ্বো দেবশ্র নেতুঃ”^৩ “তৎসবিতুর্বারেণ্যম্”^৪ “আ বিশ্বদেবং সৎপতিম্”^৫ এই সকল মন্ত্র বৈশ্বদেব শস্ত্রের প্রতিপৎ ও অনুচর হইবে । বৃহৎ ছন্দের সম্বন্ধযুক্ত চতুর্থদিনে ইহার চতুর্থাহের অনুকূল । “আ দেবো যাতু সবিতা সুরভুঃ”^৬ ইত্যাদি সবিতৃ-দৈবত সূক্ত “আ” শব্দ থাকায় চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনুকূল । “প্র ভাবা যজ্ঞেঃ পৃথিবী নমোভিঃ”^৭ ইত্যাদি ভাবাপৃথিবীদৈবত সূক্ত “প্র” শব্দ থাকায় চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনুকূল । “প্র ঋভূভ্যো দূতমিব বাচমিষ্যে”^৮ ইত্যাদি ঋভূদৈবত সূক্তে “প্র” শব্দ ও “বাচমিষ্যে” (বাক্শব্দযুক্ত) থাকায় ইহা চতুর্থ দিনে

(২) ৩৪৬।১ । (৩) ৮।২২।৭ । (৪) ৭।৫০।১ । (৫) ৩।৬২।১০ । (৬) ৭।৮২।৭ ।

(৭) ৭।৪০।১ । (৮) ৭।৫৪।১ । (৯) ৪।৩৩।১ ।

চতুর্থাহের অনুকূল। “প্র শুক্রেতু দেবী মনীষা”^১ এই বৈশ্বদেব সূক্তে “প্র” শব্দ ও “শুক্রে” শব্দ থাকায় ইহা চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনুকূল। ঐ সূক্তের ঋকসমূহ নানা ছন্দের ; কাহারও দুই চরণ, আশ্রের চারি চরণ ; এই জন্য ইহারা চতুর্থাহের অনুকূল।

“বৈশ্বানরস্য স্তমতো স্যাম”^২ এই সূক্ত আগ্নিমারুত শস্ত্রের প্রতিপৎ হইবে। ইহার [তৃতীয় চরণে] “ইতো জাতঃ” এই জননার্থক শব্দ থাকায় ইহা চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনুকূল। “ক জং ব্যক্তা নরঃ সনাড়া”^৩ এই মরুদেবত সূক্তের [প্রথম মন্ত্রের তৃতীয় চরণ] “নকিহোষাং জনৃংষি বেদ” এস্থলে জননার্থক শব্দ থাকায় ইহা চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনুকূল। ইহার মন্ত্রগুলি নানা ছন্দের, কাহারও দুই চরণ, কাহারও চারি চরণ ; সেইজন্য ইহারা চতুর্থাহের অনুকূল।

“জাতবেদসে স্তনবাম সোমম্” এই জাতবেদোদৈবত মন্ত্র সকল দিনেই বিহিত। “অগ্নিং নরো দীধিতিভিররণ্যোঃ”^৪ এই জাতবেদোদৈবত সূক্তের [দ্বিতীয় চরণে] “হস্তচুর্তা জনয়ন্তু” এস্থলে জননার্থক শব্দ থাকায় ইহা চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনুকূল। ইহার মন্ত্রগুলির নানা ছন্দ ; কতকগুলি বিরাট্, অশ্রো ত্রিষ্টুপ্। সেইজন্য ইহারা চতুর্থাহের অনুকূল।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

—0—

প্রথম খণ্ড

নবরাত্রি—পঞ্চমাহ

‘অনন্ত নবরাত্রের অন্তর্গত পঞ্চমাহের বিধান—“গৌর্দৈ...দধাক্তি”

গৌ দেবতা, ত্রিণব স্তোম,^১ শাকর সাম, পঙ্ক্তি ছন্দ, ইহারা পঞ্চমাহের নির্বাহক। যে ইহা জানে, সে যথোচিত দেবতা, স্তোম, সাম ও ছন্দদ্বারা সমৃদ্ধ হয়। যাহাতে “আ” নাই, “প্র” নাই, স্থানার্থক শব্দ আছে, তাহাই পঞ্চমাহের লক্ষণ। [প্রথম ত্র্যাহে] দ্বিতীয়াহ যেরূপ, [মধ্যম ত্র্যাহে] পঞ্চমাহও সেইরূপ। যাহাতে “উর্দ্ধ” শব্দ, “প্রতি” শব্দ, “অন্তঃ” শব্দ, “বৃষণ” শব্দ, “বৃধন্” শব্দ আছে, যাহার মধ্যম চরণে দেবতার নাম আছে, যাহাতে অন্তরিকের উল্লেখ আছে যাহাতে “ছুন্ধ” “উব” “ধেনু” “পৃশ্নি” “মৎ” এই সকল শব্দ আছে, যাহা পশুর মত অধিক চরণযুক্ত ও ছোট-বড়,—কেননা পশুরাও কেহ ছোট, কেহ বড়,—যাহার জগতী ছন্দ—পশুরাও জগতীর সমন্বয়যুক্ত,—যাহার বৃহতী ছন্দ—পশুরাও বৃহতীর

(১) ত্রিণব স্তোমের নিষ্পাদনবিধি যথা—এক ত্র্যাহে তিন পর্ধ্যায়ে পাঠ করিবে। প্রথম পর্ধ্যায়ে প্রথম ঋক্ তিনবার, দ্বিতীয়টি পঁচবার, তৃতীয়টি একবার পাঠ্য। দ্বিতীয় পর্ধ্যায়ে প্রথমটি একবার, দ্বিতীয়টি তিনবার, তৃতীয়টি পঁচবার পাঠ্য। তৃতীয় পর্ধ্যায়ে প্রথমটি পঁচ, দ্বিতীয়টি এক পৃহতী রটি তিনবার পাঠ্য। এইরূপে উৎপন্ন ২৭টি মন্ত্রে ত্রিণব স্তোম পঠিত হয়।

সম্বন্ধযুক্ত,—যাহার পঙ্তি ছন্দ—পশুরাও পঙ্তির সম্বন্ধ-
যুক্ত,—যাহা বাম—পশুরাও বাম অর্থাৎ হ্রস্ব—যাহা হবিঃ-
শব্দযুক্ত—পশুরাও হবিঃস্বরূপ,—যাহা বপুঃশব্দযুক্ত—পশু-
দেরও বপু আছে,—যাহা শাকর সামের ও পঙ্তিছন্দের
সম্বন্ধযুক্ত, যাহাতে বর্তমান ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে এবং
[তদ্ব্যতীত] যাহা দ্বিতীয়াহের লক্ষণযুক্ত, সে সকলই পঞ্চ-
মাহের অনুকূল ।

“ইমমু যু বো অতিথিমুনবুধম্” * ইত্যাদি [নয়টি মন্ত্ৰ]
পঞ্চমাহের আজ্য শস্ত্র হইবে । ইহাদের ছন্দ জগতী, ইহার
[তৃতীয় মন্ত্ৰে চারিটির] অধিক চরণ থাকায় ইহা পশুর লক্ষণ-
যুক্ত ; অতএব ইহার পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল ।

“আ নো যজ্ঞং দিবিস্পৃশম্” * “আ নো বায়ো মাহেতনে” *
“রথেন পৃথুপাজসা” * “বহবঃ সূরচকসঃ” * “ইমা উ বাং দিবি-
ক্য়ঃ” * “পিবা স্ততশ্চ রসিনো” * “দেবং দেবং বো বসে দেবং
দেবং” * “বৃহজুগায়িষে বচঃ” * এই বৃহতীছন্দের মন্ত্ৰগুলি
প্রউগশস্ত্র হইবে । কেননা ইহারা পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের
অনুকূল ।

“বৎ পাক্ষজন্ময়া বিশা” * এই ত্র্যচ মরুত্বতীয় শাস্ত্রের
প্রতিপৎ হইবে । “পাক্ষজন্ময়া” এই [পঙ্তি বা পক্ষশব্দ-
যুক্ত] পদ থাকায় ইহা পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল ।
“ইন্দ্র ইং সোমপা একঃ” * ইন্দ্র নেদীয় এদিহি” * “উ

(২) ৬।১৫।১ ৩। (৩) ৮।১১।২। (৪) ৮।৪৬।২৫। (৫) ৪।৪৬।৫। (৬) ৭।৬৬।১০।

(৭) ৭।১৪।১। (৮) ৮।৩১। (৯) ৮।১২।২। (১০) ৭।২৬।১। (১১) ৮।৬৭।৭।

(১২) ৮।২।৪। (১৩) ৮।৫।৫।

ত্রিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পাতে” ১০ “অগ্নিনেতা” ১১ “স্বঃ সোম ক্রতুভিঃ” ১২
 “পিবন্ত্যপঃ” ১৩ “বৃহদিন্দ্রায় গায়ত” ১৪ এই মন্ত্রগুলি
 দ্বিতীয়াহের শাস্ত্রে প্রযুক্ত হওয়ায় উহার পঞ্চমাহেরও অনুকূল ।
 “অবিতাসি স্তম্বতো বক্তবর্হিষঃ” ১৫ এই সূক্ত [প্রথমমন্ত্রের
 দ্বিতীয়চরণে] মদ্-শব্দ-যুক্ত, উহার ছন্দ পঙ্ক্তি ও চরণ পাঁচটি ;
 অতএব ইহা পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল । “ইথা হি
 সোম ইন্মদে” ১৬ এই সূক্তও ঐ রূপ মদ্-শব্দ-যুক্ত ও উহার
 ছন্দ পঙ্ক্তি ও চরণ পাঁচটি ; অতএব উহা পঞ্চমদিনে পঞ্চ-
 মাহের অনুকূল । “ইন্দ্র পিব তুভ্যঃ স্তম্বো মদায়” ১৭ এই
 সূক্তও মদ্-শব্দ-যুক্ত ও ত্রিষ্টুপ্ছন্দ ; উহার সকল চরণ
 সমান হওয়ায় উহা সর্বদা বারণ করে ; এতদ্বারা যজমান
 গৃহ হইতে ভ্রষ্ট হয় না । “মরুত্বা ইন্দ্র গীচ্‌বঃ” ১৮ ইত্যাদি
 ত্র্য্যচে “আ” শব্দ ও “প্র” শব্দ না থাকায় ইহা [মরুত্বতীয়
 মন্ত্রের] অন্তে প্রযোজ্য, কেননা ইহাও পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের
 অনুকূল । ইহার মন্ত্রগুলি গায়ত্রী ; গায়ত্রী মন্ত্রই এই ত্র্য্যহের
 মাধ্যমদিনে সর্বদা নির্বাহ করে ; আর যাহাতে নিবিৎ স্থাপিত
 হয়, সেই ছন্দই সর্বদা নির্বাহক ; অতএব এই গায়ত্রী-
 মধ্যেই নিবিৎ স্থাপন করিবে ।

(১৪) ১।৪।১ । (১৫) ৩।২।১৪ । (১৬) ১।২১।২ । (১৭) ১।৬৪।৬ । (১৮) ৮।৮।১ ।

(১৯) ৮।৩৬।১ । (২০) ১।৮।১১ । (২১) ৬।৪।১ । (২২) ৮।৭৬।৭ ।

দ্বিতীয় খণ্ড

নবরাত্র—পঞ্চমাহ

পঞ্চমাহের অন্ত্য্য বিধান—“মহানান্নীষু... অচ্যুতঃ”

মহানান্নী মন্ত্র দ্বারা শাকর সামে স্তোত্র হইবে। পঞ্চম দিন রথন্তরের সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় উহা পঞ্চমাহের অনুকূল।^১ ইন্দ্র পুরাকালে মহান হইবার ইচ্ছায় এই [“বিদ্য মববন্” ইত্যাদি] মন্ত্রে আপনাকে নিশ্চাণ করিয়াছিলেন, এই জন্য উহাদের নাম মহানান্নী। আবার এই লোকসকলও মহানান্নীস্বরূপ, এই লোকসকল মহান্, তজ্জন্য ঐ মন্ত্রগুলির নাম মহানান্নী।

প্রজাপতি এই লোকসকল সৃষ্টি করিয়া তৎপরে আর যাহা কিছু আছে সে সকল [সৃষ্টি করিতে] শব্দ হইয়াছিলেন। প্রজাপতি যে এই লোকসকল সৃষ্টি করিয়া তৎপরে আর যাহা কিছু আছে সে সকলের [সৃষ্টি করিতে] শব্দ হইয়াছিলেন, তাহাই শব্দরী হইয়াছিল; ইহাই শব্দরীসকলের শব্দরীহ।

প্রজাপতি এই [মহানান্নী] শাকসমূহকে সীমার উর্দ্ধে রাখিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সীমার উর্দ্ধে রাখিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতেই উহার “সিমা” হইয়াছিল। উহাই সিমাসকলের সিমাহ।^২

(১) “বিদ্য মববন্” ইত্যাদি নয়টি মহানান্নী শব্দের বিশেষ পুঙ্খ নদ্য। শাকর সাম পঞ্চমাহ হইতে উৎপন্ন, ইহাও পুঙ্খ আখ্যায়িকাধায়ে বলা হইয়াছে।

(২) সীমার উর্দ্ধ অর্থাৎ অখণ্ডসংহিতার সীমা ভাড়াহা বাক্যের আরণ্যক মধো (মাধ্যম)। মহানান্নী শব্দ নয়টিব এইবেদ আখ্যায়িকে স্থান আছে। মহানান্নী মন্ত্রের অপর নাম সিমা।

“স্বাদোরিখা বিষবতঃ”^১ “উপ নো হরিতিঃ স্ততম্”^২ “ইন্দ্রঃ
বিশ্বা অবীরুধন্”^৩ “ইহাই [পূর্বোক্ত স্তোত্রিয় ত্র্যচের] অনু-
রূপ হইবে। বৃষণ্ শব্দ, পৃশ্নি শব্দ, মদ্ শব্দ, বৃধন্ শব্দ
থাকায় উহার পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল।

“বহ্নাবান”^৪ এই ধায়া সকল দিনেই বিহিত।

“অতি ত্বা শূর নোভুগঃ”^৫ এই রথন্তরের যোনিমন্ত্রকে
ধায্যার পরে পাঠ করিবে। কেননা এই পঞ্চমাহ স্থানগুণে
রথন্তরের সম্বন্ধযুক্ত।

“মো যু ত্বা বাবতশ্চন”^৬ ইত্যাদি মন্ত্রে [শাকর] সামের
প্রগাথ হইবে। ইহার মধ্যে একটি [দ্বিপদ মন্ত্র] অধিক
থাকায় ইহা পশুর লক্ষণযুক্ত ও পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল।

“ত্যগু ব্ বাজিনং দেবজুতম্”^৭ এই তাক্ষ্যমুক্ত সকল
দিনেই বিহিত।

তৃতীয় খণ্ড

নবরাত্র—পঞ্চমাহ

অন্ত্যত্রি মন্ত্র যথা—“প্রোদং ব্রহ্ম ...রূপম্”

“প্রোদং ব্রহ্মা ব্রতত্ব্যোষাবিথ”^১ এই সূক্তের মন্ত্রের পাঁচ
চরণ ও পঙক্তি ছন্দ; উহা পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল।

(৩) ১।৮৪।১০। (৪) ১।৩৩।১১। (৫) ১।১১।১। (৬) ১।১৭৪।৩। (৭) ৭।৩৩।২২।

(৮) ৭।৩২।১। (৯) ১।১।৩৭।১।

(১০) ৮।৩৭।১।

“ইন্দ্রো মদায় বারুধে”^১ এই সূক্তও মদ-শব্দযুক্ত ও পঞ্চচরণ, উহার পংক্তিছন্দ ; এই জন্য উহাও পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল ।

“সত্রা মদাসস্তব বিশ্বজন্মাঃ”^২ এই সূক্ত মদ-শব্দ-যুক্ত ও ত্রিষ্টুপ্ ; উহার চরণগুলি সমান হওয়ায় উহা সবনকে ধারণ করিতে পারে ; এতদ্বারা যজমানও গৃহ হইতে ভ্রষ্ট হয় না । “তমিদ্ৰং বাজয়ামসি”^৩ এই ত্র্যচ শব্দের পরে প্রযোজ্য । “স বুধা বুধভো ভুবৎ” এই [বুধভশব্দযুক্ত] চরণ থাকায় ঐ মন্ত্র পশুর লক্ষণযুক্ত এবং পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল । ইহার মন্ত্রগুলি গায়ত্রী । গায়ত্রীমন্ত্র এই ত্র্যাহের মাধ্যম্বিন সবন নির্বাহ করে । বাহাতে নিবিৎ স্থাপিত হয়, সেই ছন্দই সবনের নির্বাহক । এই জন্য এই গায়ত্রীমধ্যে নিবিৎ স্থাপন করিবে ।

“তৎ সবিতুরগীমহে”^৪ “অগ্না নো দেব সবিতঃ”^৫ এই দুইটি বৈশ্বদেব শব্দের প্রতিপৎ ও অনুচর । রথন্তরের সম্বন্ধযুক্ত পঞ্চমদিনে ইহার পঞ্চমাহের অনুকূল । “উদুদ্য দেবঃ সবিতা দমৃনা”^৬ এই সবিতৃদৈবত মন্ত্রে [চতুর্থ চরণ] “আ দাশুমে স্তবতি ভুরি বাগম্”, এস্থলে “বাম” শব্দ থাকায় উহা পশুলক্ষণযুক্ত ; এই জন্য উহা পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল । “মহী দ্যাভাপৃথিবী ইহ জ্যেষ্ঠে”^৭ ইত্যাদি দ্যাভা-পৃথিবীদৈবত মন্ত্রে [চতুর্থ চরণে] “রুবন্ধোক্ষা” এই অংশ [উক্তা

(২) ১৩১১ । (৩) ১৩১২ । (৪) ১৩১৩ । (৫) ১৩২১ । (৬) ১৩২৪ ।

(৭) ১৩২৫ । (৮) ১৩২৬ ।

অর্থাৎ রুষ শব্দ থাকায়] পশুলক্ষণযুক্ত, এই জন্ত উহা পঞ্চম-
দিনে পঞ্চমাহের অনুকূল । “ঋভুর্বিভ্রা বাজ ইন্দ্রো নো অচ্ছ”^{১১}
এই ঋভুদৈবত সূক্তে “বাজ” (অন্ন) শব্দ থাকায় উহা পশু-
লক্ষণযুক্ত, কেননা পশুগণ বাজস্বরূপ (অন্নস্বরূপ), এই জন্ত
উহা পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল । “স্তুষে জনং স্তত্রতং
নব্যসোভিঃ”^{১২} এই বৈশ্বদেব সূক্তে একচরণ অধিক থাকায় উহা
পশুলক্ষণযুক্ত, উহা পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল ।

“হবিষ্পান্তুমজরং স্বর্বিদি”^{১৩} এই সূক্ত আগ্নিগারুতশাস্ত্রের
প্রতিপৎ হইবে । হবিঃ শব্দ থাকায় উহা পঞ্চমদিনে পঞ্চ-
মাহের অনুকূল । “বপুর্নু তচ্চিকিতুষে চিদন্তু”^{১৪} এই
মরুদৈবত সূক্তে “বপুঃ” শব্দ থাকায় উহা পঞ্চমদিনে পঞ্চ-
মাহের অনুকূল । “জাতবেদসে স্ননবাগ সোমম্”^{১৫} এই
জাতবেদোদৈবত মন্ত্র সকল দিনেই বিহিত । “অগ্নির্হোতা
গৃহপতিঃ স রাজা”^{১৬} ইত্যাদি জাতবেদোদৈবত [ত্র্যচ] মন্ত্রে
অধিক চরণ থাকায় উহা পশুর লক্ষণযুক্ত ; এই জন্ত উহা
পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল ।

চতুর্থ খণ্ড

নবরাত্র—ষষ্ঠাহ

অনন্তর ষষ্ঠাহ—“দেবক্ষেত্রং বৈ.....যন্তি”

এই যে ষষ্ঠাহ, ইহা দেবক্ষেত্র (দেবগণের বাসস্থান) । যাহারা ষষ্ঠাহের অনুষ্ঠান করে, তাহারা দেবক্ষেত্রেই আগমন করে । দেবগণ একে অন্তের গৃহে বাস করেন না ; এক ঋতুও অন্য ঋতুর গৃহে বাস করেন না, ইহাই [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন । সেই জন্য [এই ষষ্ঠাহে] ঋত্বিকেরা অপরকে না দিয়া আপন আপন ঋতুযাজের যাজ্য পাঠ করিবে । তাহা হইলে ঋতু সকলকে যথাযথ আপন প্রয়োজনে সমর্থ করা হইবে, জন-সমূহও যথাযথ স্থানে থাকিতে পাইবে । ১

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, যে ঋতুযাজের প্রৈশমস্ত্রে প্রৈষণ করিবে না ; ঋতুপ্রৈশদ্বারা বমট্কারও করিবে না । কেননা ঋতুপ্রৈশসকল বাক্‌স্বরূপ, ষষ্ঠাহে বাক্ সমাপ্ত হইয়া থাকে । যদি ঋতুপ্রৈশদ্বারা প্রৈষণ করা যায়, এবং ঋতুপ্রৈশদ্বারা বমট্কার করা যায়, তাহা হইলে শ্রান্ত, যজ্ঞ-ভারব্রান্ত, রোদনশীল বাক্কে সমাপ্ত করিয়া বিনষ্ট করা

(১) প্রকৃত্যজ্ঞে ঋতুযাজ প্রচারের সময় মেহাবরণ প্রৈশমস্ত্রে হোতাদিগকে আসান করিলে তাঁহারা বাজাদ্বারা বমট্কার করেন । অঙ্গনু ও সমুদ্রান প্রৈষিত ২২২২ আপন আপন যাজ্য হোতাকে দান করেন । এতলে বিধি হইতেছে যে, হোতাকে না দিয়া আপন যাজ্যের আপন পাঠ করিবে ।

(২) মেহাবরণ পাঠ্য হোতৃপ্রভৃতির লবোধন “হোতা যক্ষদিশ্রম” ইত্যাদি প্রৈশমস্ত্র । পুঙ্খ দেখ ।

হইবে । [উত্তর] যদি ঐ [প্রৈষ] মন্ত্রে প্রৈষণ করা না হয় এবং যদি ঐ মন্ত্রে বমট্কার করা না হয়, তাহা হইলে ঋত্বিকেরা অবিনষ্ট যজ্ঞ হইতে ভ্রষ্ট হইবেন এবং তাঁহাদিগকে যজ্ঞ হইতে, প্রাণ হইতে, প্রজাপতি হইতে ও পশুগণ হইতে বক্রভাবে যাইতে (ভ্রষ্ট হইতে) হইবে । [উভয়পক্ষে সিদ্ধান্ত] সেই জন্ত [মৈত্রাবরুণ] ঋক্শিরস্ক প্রৈষমন্ত্র পাঠের পর [হোতাকে] প্রৈষণ করিবেন, ও [হোতা] বমট্কার করিবেন । তাহা করিলে শ্রান্ত যজ্ঞভারক্রান্ত রোদনশীল বাক্কে সমাপ্ত করিয়া নষ্ট করা হইবে না, অবিনষ্ট যজ্ঞ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না, এবং কাহাকেও যজ্ঞ হইতে, প্রাণ হইতে, প্রজাপতি হইতে, পশুগণ হইতে বক্রভাবে চলিয়া যাইতে হইবে না ।

পঞ্চম খণ্ড

নবরাত্রি—ষষ্ঠাহ

পঞ্চম ও দ্বিতীয় সবনের পক্ষে বিশেষ বিধি—“পারুচ্ছেপীঃ.....যন্তি”

প্রথম দুই সবনে প্রস্থিত যাজ্যার পূর্ব পুরুচ্ছেপ-ঋষি-দৃষ্ট ঋক্ বসাইবে । ’ পুরুচ্ছেপ-দৃষ্ট ঋকের ছন্দের নাম রোহিত । এতদ্বারা ইন্দ্র সপ্ত স্বর্গলোক আরোহণ করিয়াছিলেন । যে ইহা জানে, সে সপ্ত স্বর্গলোক আরোহণ করে ।

(১) “বৃষস্রিঙ্গ নৃষপাণাস ইন্দ্রবঃ” ইত্যাদি ও “পিবা সোমসিঙ্গহবানমজিতিঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পারুচ্ছেপ ঋষির দৃষ্ট । এই মন্ত্র এক একটি পাঠ করিবার পর, এক এক প্রস্থিত যাজ্ঞা পড়িবে, ইহা বিহিত হইল ।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, পাঁচ চরণের ছন্দ পঞ্চমাহের ও ছয় চরণের ছন্দ ষষ্ঠাহের লক্ষণ হওয়া উচিত, তবে কেন ষষ্ঠাহে সাত চরণের ছন্দ [পারুচ্ছেপ মন্ত্র] পাঠ করা হয় ? [উত্তর] [ঐ ছন্দের প্রথম] ছয়চরণ দ্বারা ষষ্ঠাহ সমাপ্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে [পরবর্তী] যে সপ্তমাহ, তাহাকে [প্রথম ছয় দিন] হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয় । এই সপ্তম চরণ দ্বারা সেই সপ্তমাহকে লক্ষ্য করিয়া অনুষ্ঠান করিলে, বাক্য বিচ্ছিন্ন হইতে পায় না ও [ষষ্ঠ ও সপ্তম দিনের] অবিচ্ছেদ ঘটে । যাহারা ইহা জানিয়া ঐরূপ অনুষ্ঠান করে, তাহারা সকল ত্রাহকে অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া যাগের অনুষ্ঠান করে ।

ষষ্ঠ খণ্ড

নবরাত্র—ষষ্ঠাঙ্ক

পারুচ্ছেপ মন্ত্র সম্বন্ধে আগ্যায়িকা যথা—“দেবাস্থা.....এবং বেদ”

দেবগণ ও অশ্বরগণ এই লোকসকলে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । সেই দেবগণ ষষ্ঠাহ দ্বারা অশ্বরদিগকে এই লোকসকল হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন । সেই অশ্বরগণের হস্তের অভ্যন্তরে [রক্ষিত] যে ধন ছিল, তাহা লইয়া তাহারা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিল । দেবগণ এই [পারুচ্ছেপ] ছন্দের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহাদের অনুসরণ করিয়া সেই হস্তাভ্যন্তরে রক্ষিত ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন । ঐ ছন্দের মধ্যে [ছয় চরণের পর]

পুনরায় আর যে একটি [সপ্তম] চরণ আছে, তাহাই [সমুদ্র
হইতে ধনের] আকর্ষণে আকুশ্মররূপ হইয়াছিল ! যে ইহা
জানে, সে শত্রুর ধন গ্রহণ করিতে পারে ও শত্রুকে সকল
লোক হইতে নিঃসারিত করিতে পারে ।

সপ্তম খণ্ড

নবরাত্র—ষষ্ঠাহ

যজ্ঞোক্তের বিধান যথা—“ত্বোবৈ দেবতা.....অচ্যুতঃ”

ত্বোঃ দেবতা, ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম, রৈবত সাম, অতিচ্ছন্দ
ছন্দ ষষ্ঠাহ নির্বাহ করেন । যে ইহা জানে, সে এতদ্বারা
যথোচিত দেবতা, স্তোম, সাম ও ছন্দ দ্বারা সমৃদ্ধ হয় ।

যে সকল মন্ত্রের সমাপ্তি সমান, তাহারা ষষ্ঠাহের অনুকূল ।
[প্রথম ত্র্যাহে] যেমন তৃতীয়াহ, [মধ্যম ত্র্যাহে] তেমনি
ষষ্ঠাহ । বাহাতে অশ্ব শব্দ, অন্ত শব্দ, আছে, বাহার
পুনরায় আবৃত্তি হয়, বাহা নৃত্যলক্ষণযুক্ত, বাহা রমণার্থক
শব্দযুক্ত, বাহা পর্য্যাস-(অধিকচরণ)-যুক্ত, বাহা ত্রি-শব্দ-যুক্ত,
বাহার শেষচরণে দেবতার উল্লেখ আছে, বাহাতে ঐ [স্বর্গ]
লোকের উল্লেখ আছে ; [তদ্ব্যতীত] বাহার ঋষি পরুচ্ছেপ,
বাহার সাত চরণ, বাহা নরাশংস-মন্ত্রের সম্বন্ধযুক্ত, বাহার
ঋষি নাভানেদিষ্ঠ, বাহা রৈবত সামের ও অতিচ্ছন্দ মন্ত্রের
সম্বন্ধযুক্ত, বাহাতে অতীত ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে, এবং যে যে
লক্ষণ তৃতীয়াহেরও অনুকূল, সেই সমস্ত ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহেরও
অনুকূল ।

“অয়ং জায়ত মনুষ্যো ধরীমনি”^১ ইত্যাদি মন্ত্রে ষষ্ঠাহের আজ্যশস্ত্র হইবে। ইহার ঋষি পরুচ্ছেপ, ছন্দ অতিচ্ছন্দ, ও চরণ সাতটি, অতএব ইহা ষষ্ঠাহের অনুকূল।

“স্তীর্ণং বহিরূপ নো যাহি বীতয়ে”^২ “আ বাং রথো নিয়ু-
জ্ঞান্ বক্ষদবসে”^৩ “স্বযুমায়াতমদ্রিভিঃ”^৪ “যুবাং স্তোমেভি-
দেবয়ন্তো অশ্বিনা”^৫ “অবর্মহ ইন্দ্র”^৬ “রুমমিन्द्र”^৭ “অস্ত
শ্রৌষট্”^৮ “ওষূণো অগ্নে শৃণুহি হৃগীড়িতঃ”^৯ “যে দেবাসো
দিব্যোকাদশস্থ”^{১০} “ইয়মদদাদ্রভসমৃণচ্যুতম্”^{১১} এই মন্ত্র-
গুলি প্রউগশস্ত্র হইবে। ঋষি পরুচ্ছেপ, ছন্দ অতিচ্ছন্দ ও
সাত চরণ হওয়ায় ইহারা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল।

“স পূর্ব্যো মহানাম্”^{১২} এই ত্র্যচ মরুত্বতীয় শস্ত্রের
প্রতিপৎ হইবে। ইহাতে মহৎ শব্দ [প্রথম] চরণের
অন্তে আছে, ষষ্ঠাহও [মধ্যম ত্র্যাহের] অন্তে অবস্থিত ;
অতএব উহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল।

“ত্রয় ইন্দ্রস্ত সোমা”^{১৩} “ইন্দ্র নেদীয় এদিহি”^{১৪} “প্র নুনং
ব্রহ্মণস্পতিঃ”^{১৫} “অগ্নিনেতা”^{১৬} “ত্বং সোম ক্রতুভিঃ”^{১৭} “পিশ্ব-
ন্ত্যপঃ”^{১৮} “নকিঃ সূদাসো রথম্”^{১৯} ইহারা তৃতীয়াহের শস্ত্র-
মধ্যে পঠিত হয়, অতএব উহারাও ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল।
“বং ত্বং রথমিन्द्रং মেধসাতয়ে”^{২০} এই সূক্তের ঋষি পরুচ্ছেপ,
ছন্দ অতিচ্ছন্দ, সাত চরণ, অতএব উহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের

- (১) ১১২৮।১। (২) ১১৩৫।১। (৩) ১১৩৫।৪। (৪) ১১৩৭।১। (৫) ১১৩৯।৩।
(৬) ১১৩৩।৬। (৭) ১১৩৯।৬। (৮) ১১৩৯।১। (৯) ১১৩৯।৭। (১০) ১১৩৯।১১।
(১১) ৬৬১।১। (১২) ৮৬৩।১। (১৩) ৮২।৭। (১৪) ৮৫৩।৪। (১৫) ১৪০।৫।
(১৬) ৩২০।৪। (১৭) ১৯১।২। (১৮) ১৬৪।৬। (১৯) ৭৩২।১। (২০) ১১২৯।১।

অনুকূল। “স যো বৃষা বৃষ্যেভিঃ সোমোকা”^{২১} এই সূক্তের সমাপ্তি [মন্ত্রগুলির চতুর্থ চরণ] সমান হওয়ায় ইহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। “ইন্দ্র মরুত্ব ইহ পাহি সোমম্”^{২২} এই সূক্তের [তৃতীয় মন্ত্রের তৃতীয় চরণ] “তেভিঃ সাকম্ পিবতু বৃত্রখাদঃ” ; এস্থলে বৃত্রখাদ (বৃত্রকে ভক্ষণ, অতএব বৃত্রের প্রাণান্ত) এই অন্তবাচী ‘খাদ’ শব্দ আছে ; ষষ্ঠাহও [ত্র্যাহের] অন্তে স্থিত, অতএব উহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। এই সূক্তের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্, উহার সকল চরণ সমান হওয়ায় উহা সবনকে ধরিয়া থাকে ; যজমানও এতদ্বারা গৃহ হইতে ভ্রষ্ট হয় না। “অয়ং হ যেন বা ইদম্”^{২৩} এই মন্ত্র শব্দের শেষে প্রযোজ্য। ইহার দ্বিতীয় চরণে “স্বমরুত্বতা জিতম্” এ স্থলে অন্তবাচক “জিত” (জয় বা যুদ্ধাবসান) শব্দ আছে, অতএব উহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। এই মন্ত্রগুলি গায়ত্রী, গায়ত্রী মন্ত্রই এই ত্র্যাহের মাধ্যন্দিন সবন নির্বাহ করে। অতএব ঐ গায়ত্রীতেই নিবিৎ স্থাপন করিবে।

“রৈবতীর্ন সধমাদে”^{২৪} “রৈবী ইদ্রেবতঃ স্তোতা”^{২৫} ইত্যাদি রৈবত-সামের পৃষ্ঠস্তোত্র হইবে। বৃহতীর সম্বন্ধযুক্ত ষষ্ঠদিনে উহারা ষষ্ঠাহের অনুকূল। “যদ্বাবান”^{২৬} এই ধায়া সকল দিনেই বিহিত। “স্বাগিদ্ধি হবামহে”^{২৭} এই বৃহৎ সামের যোনিরূপ প্রগাথকে ধায়ার পরে বসাইবে, কেননা এই ষষ্ঠাহ স্থানগুণে বৃহৎ সামের সম্বন্ধযুক্ত। “ইন্দ্রমিদেবতাতয়ে”^{২৮}

এই নামপ্রগাথ [সকল চরণে ইন্দ্র শব্দ থাকায়] নৃত্যানু-
কারী, অতএব উহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। “তাম্বু-
বাজিনং দেবজুতম্”^১ এই তাক্ষ্যসূক্ত সকলদিনেই বিহিত।

অষ্টম খণ্ড

নবরাত্র—ষষ্ঠাহ

অষ্টম মন্ত্র—“এন্দ্র যাহু প নঃ পরাবতঃ”^২ বৈশ্বদেবম্

“এন্দ্র যাহু প নঃ পরাবতঃ”^৩ এই মন্ত্রের ঋষি পরাশ্রম্য,
ছন্দ অতিছন্দ, ও সাতটি চরণ থাকায় উহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের
অনুকূল। “প্র যা যস্য মহতো মহানি”^৪ এই মন্ত্রের [চতুর্থ
চরণে] সমাপ্তি সমান হওয়ায় উহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল।
“অভূরেকো রয়িপতে রয়ীণাম্”^৫ এই মন্ত্রের [পঞ্চম মন্ত্রের
দ্বিতীয় চরণে] “রথমাতিষ্ঠ ভুবিনৃম্ণ ভীমম্” ইহাতে স্থিতিবাচক
[তিষ্ঠ পদ] অন্ত্যবাচক, এই ষষ্ঠাহও [মধ্যম ত্র্যাহের] অন্তে
স্থিত ; অতএব উহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। ইহার ছন্দ
ত্রিষ্টুপ, সকল চরণ সমান হওয়ায় উহা সর্বদা ধরিয়া
থাকে ; যজমানও এতদ্বারা গৃহ হইতে দ্রষ্ট হয় না।

“উপ নো হরিভিঃ স্ততম্”^৬ এই ত্র্য্যচ [নিষ্কেবল্য শস্ত্রের]
শেষে বসিবে। ইহার [তিন মন্ত্রে] সমাপ্তি সমান হওয়ায়

ইহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। ইহার মন্ত্রগুলি গায়ত্রী, গায়ত্রীমন্ত্রই এই ত্র্যাহের মাধ্যন্দিন সবন নির্বাহ করে। যাহাতে নিবিৎ স্থাপিত হয়, সেই ছন্দই সবন নির্বাহ করে। এইজন্য ঐ গায়ত্রীমধ্যেই নিবিৎ স্থাপন করিবে।

“অভি ত্যং দেবং সবিতারগোণ্যোঃ”^১ এই মন্ত্র বৈশ্বদেব শাস্ত্রের প্রতিপৎ হইবে। ইহার ছন্দ অতিচ্ছন্দ হওয়ায় ইহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। “তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্”^২ এই [দুইটি মন্ত্র প্রতিপদের শেষাংশ] এবং “দোমো আগাৎ” এই ত্র্যচ উহার অনুচর হইবে। কেননা ইহাতে অন্তবাচক গমনার্থক পদ আছে। এই ষষ্ঠাহও [ত্র্যাহের] অন্তে স্থিত। এইজন্য উহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। “উদ্ব্য দেবং সবিতা সবায”^৩ এই সবিতৃদৈবত সূক্তে “শশ্বত্তমং তদপা বহ্নিরস্থাতং” এই [দ্বিতীয় চরণে] স্থিতিবাচক পদ অন্তবাচী, ষষ্ঠাহও ত্র্যাহের অন্তে স্থিত। এইজন্য উহা ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। “কতরা পূর্বা কতরাহপরাযোঃ”^৪ এই দ্বাবাপৃথিবীদৈবত সূক্তের [মন্ত্রের বহু চরণ] সমান হওয়ায় উহা ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। “কিমু শ্রেষ্ঠঃ কিং যবিষ্ঠো ন আজগন্”^৫ এবং “উপ নো বাজা অধ্বরম্ভুকা”^৬ এই দুই ঋভুদৈবত সূক্ত নরাশংস-লক্ষণযুক্ত ও ত্রিশব্দযুক্ত হওয়ায় ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। “ইদমিথা রৌদ্রং গৃভ্বচা”^৭ এবং “যে যজ্ঞেন দক্ষিণয়া সমক্তাঃ” এই দুই বিশ্বদৈবতসূক্ত [পাঠ করিবে]।

(৫) বাজসনেয়-সংহিতা ৪।৫।

(৬) ৩.৬২।১০-১১। (৭) ২।৩৮।১। (৮) ১।১৪৪।১। (৯) ১।১৬১।১। (১০) ৪।৩৭।১।

নবম খণ্ড

নবরাত্র—ষষ্ঠাহ

উক্ত বিশ্বদেবদৈবত সূক্তদ্বয়ের ঋষি নাভানেদিষ্ঠ, তৎসম্বন্ধে আখ্যায়িকা—
“নাভানেদিষ্ঠং.....এবং বেদ”

[উক্ত] নাভানেদিষ্ঠসূক্ত [দুইটি] পাঠ করিবে ।

মানব (মনুপুত্র) নাভানেদিষ্ঠ যখন ব্রহ্মচর্য্যে বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে [পিতৃধনের] ভাগ দেন নাই । তিনি আসিয়া বলিলেন, আগাকে তোমরা কি ভাগ দিয়াছ ? তাঁহার নিষ্ঠাব (ধর্ম্মনির্ণয়সমর্থ) ও অববদিতা (ভাগনির্ণয়সমর্থ) সেই মনুকে [ভাগনির্দেশের জন্য] দেখাইয়া দিলেন । সেইজন্য আজিও পুত্রেরা পিতাকেই নিষ্ঠাব (ধর্ম্মনির্ণয়সমর্থ) ও অববদিতা (ভাগনির্ণয়সমর্থ) বলিয়া থাকে ।

তখন সেই নাভানেদিষ্ঠ পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন, পিতা, তোমার নিকট আমার ভাগ রহিয়াছে । পিতা তাঁহাকে বলিলেন, পুত্র, উহাদের কণায় আদর করিও না ; ঐ অঙ্গিরোগণ স্বর্গলোকের জন্য সত্রানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা ষষ্ঠাহে উপস্থিত হইয়া পুনঃ পুনঃ [মন্ত্রবাহুল্য হেতু] মুগ্ধ (সত্রসমাধানে অশক্ত) হইতেছেন ; তুমি ষষ্ঠাহে তাঁহাদের নিকট ঐ দুই সূক্ত^১ পাঠ করাও । তাহা হইলে তাঁহাদের

(১) অর্থাৎ উহার আমার নিকট তোমার ভাগ রাখে নাই ।

(২) উল্লিখিত “ইদমিথা রৌদ্রং গূর্ধ্ববচা” এবং “যে যজেন দক্ষিণা সমস্তাঃ” ইত্যাদি দুই সূক্ত । উপরে ২৭ ।

সত্ৰসমাধানের পর যে সহস্র সংখ্যক [ধন] থাকিবে, তাহা তাঁহারা স্বর্গে যাইবার সময় তোমাকে দিবেন ।

তাহাই করিব, এই বলিয়া নাতানেদিষ্ঠ “প্রতিগৃভীত মানবঃ স্তমেধসঃ”—অহে শোভনমেধায়ুক্ত [অঙ্গিরোগণ], মনুপুত্রকে আপনারা গ্রহণ করুন—এই বলিতে বলিতে অঙ্গিরোগণের সমীপস্থ হইয়াছিলেন । তাঁহারা বলিলেন, তুমি কি কামনা করিয়া এরূপ বলিতেছ ? [নাতানেদিষ্ঠ বলিলেন] আমি আপনাদিগকে ষষ্ঠ দিনের অনুষ্ঠান বিশেষ করিয়া জানাইব ; সত্ৰসমাধানের পর আপনাদের যে সহস্রসংখ্যক [ধন] থাকিবে, তাহা আপনারা স্বর্গে যাইবার সময় আমাকে দিবেন । [তাঁহারা বলিলেন] তাহাই হইবে । তখন নাতানেদিষ্ঠ তাঁহাদিগকে ঐ সূক্তদ্বয় পাঠ করাইলেন । তাঁহারা তখন যজ্ঞ এবং স্বর্গলোক প্রকৃষ্টভাবে জানিতে পারিলেন ।

সেই হেতু ষষ্ঠ দিনে যে এই ছুই সূক্ত পাঠ করা হয়, ইহাতে যজ্ঞকে প্রকৃষ্টরূপে জানা যায় ও স্বর্গলোক পাওয়া যায় ।

অঙ্গিরোগণ স্বর্গে যাইবার সময় বলিলেন, অহে ব্রাহ্মণ, এই সহস্র [ধন] তোমার থাকিল । সেই ধন গ্রহণ করিবার সময় একজন কৃষ্ণবস্ত্রপরিধায়ী পুরুষ [যজ্ঞভূমির]^৩ উত্তরদিকে উখিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, বাস্তবতে (যজ্ঞ

(৩) এখানে সহস্র ধন অর্থে সহস্র গাভী । যথা হানান্তরে “তে হুবর্গং লোকং যন্তো ষ এযাং পশব আসংস্তান্ অস্মা অদদুঃ ।”

(৪) ঐত্যন্তরে এই কৃষ্ণবস্ত্র পুরুষ পশুপতি রুদ্র । “তং পশুভিক্তরন্তং যজ্ঞবাস্তৌ রুদ্র আগচ্ছৎ ।”

ভূমিতে) পরিত্যক্ত এই [ধন] আমার । তিনি বলিলেন, অগ্নিরোগণ ইহা আমাকে দিয়াছেন । [সেই পুরুষ] তাঁহাকে বলিলেন, তবে আমাদের [প্রাপ্য নির্ণয়ে] তোমার পিতাকেই প্রশ্ন করা যাউক । তখন তিনি পিতার নিকট গেলেন । পিতা তাঁহাকে বলিলেন, অহে পুত্র, সেই অগ্নিরোগণ তোমাকে কি দিলেন ? তিনি বলিলেন, তাঁহারা আমাকে ইহাই দিয়াছেন, কিন্তু এক কৃষ্ণবস্ত্রপরিধায়ী পুরুষ [যজ্ঞভূমির] উত্তর হইতে উঠিয়া আমাকে বলিল, ইহা আমার, বাস্তবতে পরিত্যক্ত ধন আমারই ইত্যাদি । তখন পিতা তাঁহাকে বলিলেন, পুত্র, উহা তাঁহারই বটে, তবে তিনি সেই [ধন] তোমাকেই দিবেন । তখন তিনি আবার সেই পুরুষের নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে ভগবন্, ইহা তোমারই বটে, আমার পিতা ইহাই বলিলেন । তখন সেই পুরুষ বলিলেন, তুমি যখন সত্য বলিয়াছ, তখন ঐ ধন আমি তোমাকে দিলাম ।

সেই জন্ম যে ইহা জানে, সে সত্য বলিবে ।

এই যে নাভানেদিষ্ঠদৃষ্ট মন্ত্র, ইহার সহস্র ধনের লাভ জনক । যে ইহা জানে, সে সহস্র [ধন] প্রাপ্ত হয় ও মঠাহ দ্বারা স্বর্গলোক প্রকৃষ্টভাবে জানিতে পারে ।

দশম পঙ্‌

নবরাত্র—মঠাহ

অতীত মন্ত্র যথা—“তাত্তেতানি.....যন্তি”

নাভানেদিষ্ঠ, বালখিল্য, বৃষাকপি, এরয়ামরুৎ, এই কয়টি মন্ত্রজাতের নাম সহস্র মন্ত্র ; এই মন্ত্রগুলি একমন্ত্রে পাঠ

করিবে।' ইহার মধ্যে একটিকে পরিত্যাগ করিলে যজ্ঞমানের [মঙ্গল] পরিত্যাগ করা হইবে। নাভানেদিষ্ঠ পরিত্যাগে যজ্ঞমানের রেতঃ পরিত্যক্ত হয়, বালখিল্য পরিত্যাগে প্রাণ পরিত্যক্ত হয়, বৃষাকপি পরিত্যাগে আত্মা পরিত্যক্ত হয় এবং এবয়ামরুত সূক্ত পরিত্যাগে দৈব ও মানুষ প্রতিষ্ঠা হইতে ভ্রষ্ট করা হয়। নাভানেদিষ্ঠ দ্বারা রেতঃসেক হয় ; বালখিল্য দ্বারা ঐ রেতঃ বিকৃত (গর্ভাকার) হয়। কক্ষীবানের পুত্র স্মকীর্তি কর্তৃক দৃষ্ট সূক্তে^১ “উরৌ বথা ত শশ্বন্ মদেম” এই চরণ থাকায় যোনির বিস্তৃতি সম্পাদিত হয় ; সেই জন্ত গর্ভ (ক্রাণ) [আকারে] বৃহৎ হইয়াও ক্ষুদ্র যোনিকে রেশ দেয় না ; কেননা সেই যোনি ব্রহ্ম কর্তৃক (স্মকীর্তি-দৃষ্ট মন্ত্র কর্তৃক) নিম্নিত। আর এবয়ামরুত সূক্ত দ্বারা [উহা] সর্বত্র গমনক্ষম হয়। এই জগতে বাহ্য কিছু আছে, তাহা তদ্বারা গমনক্ষম হইয়া চলিয়া থাকে।

“অহশ্চ কৃষ্ণমহরজ্জুনঞ্চ”^২ এই সূক্ত আগ্নিমারুত শাস্ত্রের প্রতিপৎ হইবে। ইহাতে “অহশ্চ অহশ্চ” পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হওয়ায় ইহা নৃত্যলক্ষণযুক্ত এবং ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। “মধ্বো বো নাম মারুতং যজ্ঞত্রাঃ”^৩ এই মরুদৈবত সূক্তে [মরুদ্বিসয়ক] বহু কথা আছে ; আর যাহা বহু, তাহা

(১) নাভানেদিষ্ঠ সূক্তদ্বয় উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। বালখিল্য মন্ত্র “অভি প্র বঃ সুরাধসম্” ইত্যাদি। (৮।৪২-৪২) বৃষাকপি সূক্ত “বি হি সোতারহৃকত” ইত্যাদি। (১০।৮৬) এবয়ামরুত কর্তৃক দৃষ্ট সূক্ত “প্র বো মহে মতয়ো যন্ত বিধবে ইত্যাদি। (৪।৮৭)

(২) “অপ প্রাচ ইন্দ্র” ইত্যাদি (১।১২-১১) স্মকীর্তি দৃষ্ট সূক্ত বৃষাকপি সূক্তের পূর্বে পঠনীয়।

(৩) ৬।২।১। (৪) ৭।৭।১।

অন্তবাচক ; ষষ্ঠাহও ত্র্যাহের অন্তে অবস্থিত, অতএব উহা ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠাহের লক্ষণযুক্ত ।

“জাতবেদসে শ্রনবাম সোময়” “ এই জাতবেদোদৈবত মন্ত্র সকল দিনেই বিহিত । “স প্রত্নথা সহসা জায়মানঃ” * এই জাতবেদোদৈবত সূক্তের সমাপ্তি (চতুর্থ চরণ) সকল মন্ত্রে সমান হওয়ায় ইহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল । [রজ্জু-রূপী] যজ্ঞের অন্তভাগ খুলিয়া যাইবে এই ভয়ে ঐ সূক্তে [প্রতিমন্ত্রে চতুর্থ চরণে] “ধারয়ন্” “ধারয়ন্” এই পদ পুনঃ পুনঃ পাঠ করা হয় ; যেমন [রজ্জুকে] অন্তভাগে পুনঃ পুনঃ গ্রহি দিয়া বাঁধিয়া থাকে, অথবা [চক্ষ্মকার চক্ষ্মের সঙ্কোচ নিবারণার্থ] উহাকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য দুই প্রান্তে ময়ূখ (শঙ্কু) প্রোথিত করে, উহাও সেইরূপ । এই যে “ধারয়ন্” “ধারয়ন্” পুনঃ পুনঃ পঠিত হয়, উহা [যজ্ঞকে] অবিচ্ছিন্ন রাখিবার নিমিত্ত । যাহারা ইহা জানিয়া যাগানুষ্ঠান করে, তাহারা অবিচ্ছিন্ন ত্র্যাহ দ্বারাই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

—“—

প্রথম খণ্ড

নবরাত্র—সপ্তমাহ

দ্বাদশাহের অন্তর্গত ও নবরাত্রের অন্তর্গত তিনটি ত্র্যাহের প্রথম দুই ত্র্যাহ সমাপ্ত হইল । এই দুই ত্র্যাহে পৃষ্ঠা বড়হ । তৃতীয় ত্র্যাহের তিন দিনের নাম ছন্দোম ।

এখন সেই তৃতীয় ব্রাহ্ম বর্ণিত হইবে। তাহার প্রথম দিন অর্থাৎ নবরাত্রের সপ্তমাহ বর্ণিত হইতেছে যথা—“যদ্বা এতি.....অচ্যুতঃ”

যাহাতে “আ” শব্দ ও “প্র” শব্দ আছে, তাহাই সপ্তমাহের লক্ষণ। [প্রথম ত্র্যাহে] যেমন প্রথমাহ, [তৃতীয় ত্র্যাহে] সপ্তমাহও সেইরূপ। যাহাতে “উক্ত” শব্দ, “রথ” শব্দ, “আশু” শব্দ এবং পানার্থক শব্দ আছে, যাহার প্রথম চরণে দেবতার উল্লেখ আছে, যাহাতে এই লোকের অভ্যুদয় আছে, যাহাতে জন্মার্থক শব্দ আছে, যাহাতে দেবতার উল্লেখ নাই, যাহাতে ভবিষ্যৎক্রিয়ার প্রয়োগ আছে এবং যাহা প্রথমাহের লক্ষণ, সে সকলই সপ্তমাহেরও লক্ষণ।

“সমুদ্রাদুগ্মির্মধুমা উদারাৎ” এই সূক্তে সপ্তমাহের আজ্য-শস্ত্র হইবে। ইহাতে দেবতার উল্লেখ না থাকায় ইহা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল। সমুদ্র বাক্যস্বরূপ; বাক্যের ক্ষয় নাই। সমুদ্রেরও ক্ষয় নাই। সেইজন্য এতদ্বারা যে সপ্তমাহের আজ্যশস্ত্র নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞকে বিস্তৃত করা হয় ও তদ্বারা বাক্যকেই পাওয়া যায় ও যজ্ঞের অবিচ্ছেদ ঘটে। যাহারা ইহা জানিয়া যাগানুষ্ঠান করে, তাহারা অবিচ্ছিন্ন ব্রাহ্ম দ্বারাই যাগানুষ্ঠান করে। ষষ্ঠাহেই স্তোমসকল সমাপ্ত হইয়াছে ও ছন্দ সকল সমাপ্ত হইয়াছে। [দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞে] যেমন [পুরোডাশ হব্যের] অবদানসকলের উপর [তাহাদের উষ্ণতাসাধনের জন্য] দ্ব্যতসেক করিলে উহাদের সামর্থ্য ফিরিয়া আসে, এ স্থলেও সেইরূপ ঐ সূক্তে

আজ্যশস্ত্র করিলে [ষষ্ঠাহে সমাপ্ত] স্তোমসকল ও ছন্দ-
সকলকে পুনর্ব্বার সমর্থ করা হয় ।^১ ঐ সূক্তের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্,
এই ত্রাহের প্রাতঃসবনের ছন্দও ত্রিষ্টুপ্ ।^২

“আ বায়ো ভূষ শুচিপা উপ নঃ”^৩ “প্র যাভির্ব্বাসি দাশ্বাং
সমচ্ছ”^৪ “আ নো নিযুক্তিঃ শতিনীভিরধ্বরম্”^৫ “প্র সোতা
জীরো অধ্বরেষস্বাৎ”^৬ “যে বায়ব ইন্দ্রমাদনাসঃ”^৭ “বা বাং
শতং নিযুতো যাঃ সহস্রম্”^৮ “প্র যদ্বাং মিত্রাবরুণা স্পর্ধূর্দন”^৯
“আ গোমতা নাসত্যা রথেন”^{১০} “আ নো দেব শবসা যাহি
শুম্নিন্”^{১১} “প্র বো যজ্ঞেযু দেবয়ন্তো অর্চ্চন”^{১২} “প্র ক্ষোদসা
ধায়সা সস্র এষা”^{১৩} এই মন্ত্রগুলিতে প্রাউগশস্ত্র হইবে । “আ”
শব্দ ও “প্র” শব্দ থাকায় উহারা মণ্ডনদিনে মণ্ডনাহের অনুকূল ।
উহাদের ছন্দও ত্রিষ্টুপ্ ; এই [তৃতীয়] ত্রাহের প্রাতঃসবনের
ছন্দও ত্রিষ্টুপ্ । “আ ত্বা রথং যথোত্যে”^{১৪} “ইদং বসো
মৃতমন্ধঃ”^{১৫} “ইন্দ্র নেদীয় এদিহি”^{১৬} “প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ”^{১৭}

(২) আভিতির জন্ত পুরোডাশাদি হব্যকে কতিপয় খণ্ডে বিভক্ত করিলে ঐ সকল খণ্ডকে
অবদান বলে । অবদানের উপর যতক্ষেপ করিয়া উচ্চদানধনের নাম প্রত্যাহার ; ত্রিবৃৎ,
পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ, ত্রিগব ও ত্রয়সিংগ এই কয়টি স্তোমের এবং গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী,
অনুষ্টুপ্, গংক্তি ও অতিচ্ছন্দা এই কয়টি চন্দের যথাক্রমে প্রথম চয়দিনে পৃষ্ঠানভূত্রেই প্রয়োগ
হইয়াছে । তৃতীয় ত্রাহে আর নূতন স্তোম বা নূতন চন্দের ব্যবহার নাই । ঐ সকল স্তোমের ও
চন্দের কতিপয়কেই পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করিয়া দেওয়া হয় মাত্র, যেমন প্রত্যাহার দ্বারা হবোর
অবদানকে পুনরায় হবনযোগ্য করা যায় সেইরূপ ।

(৩) প্রথম ত্রাহের প্রাতঃসবনে গায়ত্রী, দ্বিতীয় ত্রাহের প্রাতঃসবনে জগতী ও তৃতীয় ত্রাহের
প্রাতঃসবনে ত্রিষ্টুপ্ চন্দ্র বিহিত । পূর্বে দেখ ।

(৪) ৭১২২১ । (৫) ৭১২২৩ । (৬) ১১৩৫৩ । (৭) ৭১২২২ । (৮) ৭১২২৪ ।
(৯) ৭১২২৬ । (১০) ৬১৭১৯ । (১১) ৭১৭২১ । (১২) ৭১৩০১ । (১৩) ৭১৩০১ ।
(১৪) ৭১২৭১ । (১৫) ৮১৬৮১ । (১৬) ৮১২১১ । (১৭) ৮১৩০১ । (১৮) ১১৪২৩১ ।

“অগ্নিনেতা” ^{১৯} “ত্বং সোম ক্রতুভিঃ” ^{২০} “পিশ্বন্ত্যপঃ” ^{২১}
 “প্র ব ইন্দ্রায় বৃহতে” ^{২২} এই সকল মন্ত্রে প্রথমাহের শস্ত্র
 কল্লিত হয় বলিয়া ইহার সপ্তম দিনে সপ্তমাহেরও অনুকূল।
 “কয়া শুভা সবয়সঃ সনীড়াঃ” ^{২৩} এই মূক্তে “ন জায়মানো
 ন শতেন জাতঃ” এই [নবম ঋকের তৃতীয় চরণে] জননার্থক
 শব্দ থাকায় উহা সপ্তম দিনে সপ্তমাহের অনুকূল। এই
 মূক্তের নাম কয়াশুভীয় ^{২৪}, এই কয়াশুভীয় মূক্ত একতাসাধক
 ও অবিচ্ছেদ্যমস্পাদক; এতদ্বারা ইন্দ্র অগস্ত্য ও মরুদগণ
 পরস্পর একতা লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য একতাপ্রাপ্তির
 জন্য কয়াশুভীয় মূক্ত পাঠ করা হয়। আবার এই মূক্ত
 আয়ুঃপ্রদ; সেইজন্য যে ব্যক্তি যজমানের প্রিয়, তাহার
 আয়ুর্ধ্বির জন্য এই মূক্ত প্রয়োগ করিবে। আবার ইহার
 ছন্দ ত্রিষ্টুপ্; ত্রিষ্টুভের চরণগুলি সর্গান হওয়ায় ইহা
 সবনকে ধরিয়া রাখে। যজমানও এতদ্বারা স্বর্গহ তে ভ্রষ্ট
 হয় না। “ত্যাং স্ব মেমং মহয়া স্বর্বিদম্” ^{২৫} এই মূক্তে “অত্যাং
 ন বাজঃ হবনস্যদং রথম্” এই [তৃতীয় চরণে] রথ শব্দ থাকায়
 উহা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল। ইহার ছন্দ জগতী;
 জগতী ছন্দই এই ত্র্যাহের মাধ্যম্দিন সবন নির্বাহ করে।
 যাহাতে নিবিৎ স্থাপিত হয়, সেই ছন্দই সবন নির্বাহ করে;
 সেইজন্য ঐ জগতীর মধ্যে নিবিৎ স্থাপন করিবে। উক্ত

(১৯) ৩।২০।৪। (২০) ১।৯।১২। (২১) ১।৬৪।৬। (২২) ৮।৮২।৩। (২৩) ১।১৬৫।১।

(২৪) এই মূক্তে কয়াশুভ শব্দ থাকায় উহার নাম কয়াশুভীয়।

(২৫) ১।৫২।১।

ত্রিঋণ্ ছন্দে ও জগতীছন্দে সূক্তগুলি মিথুনরূপে পঠিত হয়। পশুগণ মিথুনস্বরূপ ; ছন্দোমসকলও^{২৬} [পশুলাভহেতু বলিয়া] পশুস্বরূপ। এতদ্বারা পশুলাভ ঘটে।

“স্বামিন্দি হবামহে”^{২৭} ও “স্বং হোহি চেরবঃ”^{২৮} এই দুই [স্তোত্রিয় ও অনুরূপ প্রগাথ দ্বারা] সপ্তমাহে রহৎ-সামসাধ্য পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন হয়। ষষ্ঠাহের যে পৃষ্ঠস্তোত্র, এই সপ্তমাহেরও তাহাই। কেননা যাহা রথন্তর, তাহাই বৈরূপ ; যাহা রহৎ, তাহাই বৈরাজ ; যাহা রথন্তর, তাহা শাকর ; যাহা রহৎ, তাহাই রৈবত। অতএব এই [সপ্তমাহে] যে রহৎ-সামে পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন হয়, ইহাতে [সপ্তমাহের] রহৎ দ্বারাই [ষষ্ঠাহের] রহৎকে (অর্থাৎ রহতের সহিত অভিন্ন রৈবতকে) তুলিয়া রক্ষা করা হয় ; ইহাতে স্তোমসকল পরম্পর হইতে ছিন্ন হয় না। [সপ্তমাহে] রথন্তরকে পৃষ্ঠস্তোত্র করিলে উহা [ষষ্ঠাহের অনুরূপ হইতে] ছিন্ন হইয়া যায়। এই জন্য [সপ্তমাহে] রহৎ হইতেই পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন করিলে।

“বদ্বাবান” এই ধায়া সকল দিনেই বিহিত। “অভি স্বা শূর নোন্মঃ” এই রথন্তরের যোনিমন্ত্রকে ঐ ধায্যার পরে প্রয়োগ করিবে ; কেননা এই সপ্তমাহ স্থানগুণে রথন্তরের

(২৬) চতুর্দশিংশ, চতুষ্ছত্রিংশ ও অষ্টাচত্রিংশ এই তিন স্তোমের সাধারণ নাম ছন্দোম। ঐ তিন স্তোমেব ব্যবহার হেতু তৃতীয় স্তোমের দিনত্রয়ের নামও ছন্দোম।

(২৭) সপ্তমাহে রৈবত হইতেও সপ্তমাহে রহৎ হইতে পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন হয়। রৈবতের সহিত রহতের অভিন্নতা হেতু উভয় দিনে সমতা পটিল। সপ্তমাহে রথন্তর অনুরূপ করিলে সেই সমতা নষ্ট হয়।

সম্বন্ধযুক্ত ।” “পিবা স্ততশ্চ রসিনঃ” এই সামপ্রগাথে পানার্থক শব্দ থাকায় উহা সপ্তমাহের অনুকূল ।

“তন্ম যু বাজিনং দেবজুতম্” এই তাক্য সূক্ত সকল দিনেই বিহিত ।

দ্বিতীয় খণ্ড

নবরাত্র—সপ্তমাহ

সপ্তমাহের অত্যাশ মন্ত্র—“ইন্দ্রশ নু.....ব্রাহঃ”

“ইন্দ্রশ নু বীর্য্যাণি প্রবোচম্”^১ এই সূক্তে প্র শব্দ থাকায় উহা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল । ইহা ত্রিকূপ্, ত্রিকুভের চরণসকল সমান হওয়ায় উহা সবনকে ধরিয়া রাখে ; এতদ্বারা যজমান নিজ গৃহ হইতে ভ্রষ্ট হয় না । “অভি ত্যং মেগং পুরুহুতমুগ্মিয়ম্”^২ এই সূক্তে যে “অভি” শব্দ আছে উহা “প্র” শব্দের সমানার্থক ; অতএব উহা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল । উহার ছন্দ জগতী । জগতী ছন্দই এই ত্র্যাহের মাধ্যমদিন সবন নির্বাহ করে । বাহাতে নিবিৎ স্থাপিত হয়, সেই ছন্দই সবনের নির্বাহক । অতএব ঐ জগতীর মধ্যেই নিবিৎ স্থাপনা করিবে ।

(২৯) যুগ্ম ও অযুগ্ম দিনভেদে সামের বিভেদ হয় । অযুগ্ম দিনে রথস্তর প্রযোজ্য । সপ্তমাহ অযুগ্ম দিন হওয়ায় এ িন রথস্তরেরই স্থান । তবে বিশেষ কারণে উহাতে বৃহৎ সামের প্রয়োগ এস্থানে বিহিত হইয়াছে ।

(১) ১।৩২।১ । (২) ১।৩১।২ ।

ত্রিষ্কৃপ্ ও জগতী ছন্দের মন্ত্রসকল মিথুন হইয়া পাঠিত হয়। পশুগণ মিথুন, আর ছন্দোম সকলও পশুস্বরূপ; এতদ্বারা পশুলাভ ঘটে।

“তৎ সবিতু র্বগীমহে” * ও “অত্না নো দেব সবিতঃ” * এই দুইটি বৈশ্বদেবশাস্ত্রের প্রতিপৎ ও অনুচর হইবে। সপ্তমাহ [স্থানগুণে] রথন্তরের সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় উহারা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল। “অভি ত্বা দেব সবিতঃ” * এই সবিতৃ-দৈবত সূক্তে যে “অভি” শব্দ আছে, উহা “প্র” শব্দের সমান, এইজন্য উহা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল। “প্রোতাং বজ্রস্য শংভুবা” * এই দ্যাবাপৃথিবী-দৈবত মন্ত্রে “প্র” শব্দ থাকায় উহা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল। “অয়ং দেবায় জন্মানে” * এই ঋভুদৈবত সূক্তে জননার্থক শব্দ থাকায় উহা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল। “আ যাহি বনসা সহ” * ইত্যাদি দ্বিপদ ঋক্ পাঠ করিবে। পুরুষের দুই পদ; পশুগণ চতুষ্পদ; ছন্দোমসকল পশুলাভহেতু পশুস্বরূপ। এই হেতু এই যে দ্বিপদ মন্ত্র পাঠ করা হয়, তাহাতে দুই পদে প্রতিষ্ঠিত বজ্রমানকে চতুষ্পদ পশুতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। “এভিরয়ে ছুবো গিরঃ” * ইত্যাদি বিশ্বদেবদৈবত মন্ত্র সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল। এই সকল সূক্তের গায়ত্রী ছন্দ, এই ত্র্যাহের তৃতীয় সবনের ছন্দও গায়ত্রী।

(৩) ৪৮২।১ । (৪) ৫৮২।৪ । (৫) ১।২৪।৩ । (৬) ২।৪১।১২ । (৭) ১।২০।১ ।
(৮) ১০।৬২।৮ । (৯) ১।১৪।১ ।

“বৈশ্বানরে। অঙ্গীজনৎ” ইহা আগ্নিমারুতশস্ত্রের প্রতিপৎ হইবে। জননার্থক শব্দ থাকায় উহা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল। “প্র যদ্বস্ত্রিষ্টুভগিষম্” ” এই মরুদৈবত সূক্তে “প্র” শব্দ থাকায় উহা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল।

“জাতবেদসে স্তনবাম সোমম্” ” এই জাতবেদোদৈবত সূক্ত সকল দিনে বিহিত। “দূতং বো বিশ্ববেদসম্” ” এই জাতবেদোদৈবত সূক্তে দেবতার উল্লেখ নাই; এই হেতু উহা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল। ইহার ছন্দ গায়ত্রী; এই ত্র্যাহের তৃতীয় সবনের ছন্দও গায়ত্রী।

তৃতীয় খণ্ড

নবরাত্র—অষ্টমাহ

অনন্তর অষ্টমাহ—“যবৈ নেতি.....অচ্যুতঃ”

যাহাতে “আ” শব্দ ও “প্র” শব্দ নাই, যাহাতে স্থিত্যর্থক শব্দ আছে, তাহাই অষ্টমাহের লক্ষণ। [প্রথম ত্র্যাহে] যেমন দ্বিতীয়াহ, [তৃতীয় ত্র্যাহে] অষ্টমাহও সেইরূপ। যাহাতে “উর্দ্ধ” শব্দ, “প্রতি” শব্দ, “অন্তঃ” শব্দ, “বৃষণ্” শব্দ, “বৃধন্” শব্দ ও “গদৃ” শব্দ আছে, যাহার মধ্যম চরণে দেবতার উল্লেখ আছে, যাহাতে অন্তরিক্ষের অভ্যুদয়, যাহাতে “অগ্নি” শব্দ দুইবার আছে, যাহাতে “মহৎ” শব্দ আছে, দুই দেবতার আহ্বান আছে, “পুনঃ” শব্দ আছে, যাহাতে বর্তমান ক্রিয়ার

প্রয়োগ আছে, এবং যাহা দ্বিতীয়াহের লক্ষণ, এ সকলই অষ্ট-
মাহেরও লক্ষণ।

“অগ্নিঃ বো দেবগ্নিভিঃ সজোষা” ইত্যাদি মন্ত্র অষ্টমাহের
আজ্যশস্ত্র হইবে। ইহার [প্রথম চরণে] অগ্নি শব্দ দুইবার
থাকায় উহা অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। ইহার ছন্দ
ত্রিষ্টুপ্ ; এই ত্র্যাহের প্রাতঃসবনের ছন্দও ত্রিষ্টুপ্। “কুবিদঙ্গ
নমসা যে ব্রধাসঃ” ১ পীবো অন্নং রয়িবধঃ স্বমেধাঃ” “উচ্ছন্নু যসঃ
স্বদিনা অরিপ্রা” ২ “উশান্তা দূতা ন দভায় গোপাঃ” ৩ “যাবত্তর-
স্তম্বোহযাবদোজঃ” ৪ “প্রতি বাং সূর উদিতে সূত্রঃ” ৫ “ধেনুঃ
প্রত্নস্য কাম্যং দুহানা” ৬ “ব্রহ্মা ৭ ইন্দ্রোপ যাহি বিদ্বান্”
“উর্দ্ধো অগ্নিঃ স্বমতিং বশ্মো অশ্রোৎ” ৭ “উত স্মা নঃ সরস্বতী
জুয়াণা” ৮ ইত্যাদি মন্ত্রে প্রউগ শব্দ হইবে। প্রতি শব্দ
অন্তঃ শব্দ, ও উর্দ্ধ শব্দ থাকায় এবং দুইবার দেবতার আহ্বান
থাকায় উহারা অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। ইহাদের ছন্দ
ত্রিষ্টুপ্ ; এই ত্র্যাহের প্রাতঃসবনের ছন্দও ত্রিষ্টুপ্।

“বিশ্বানরস্য বস্পতিম্” “ইন্দ্র ইৎ সোমপা একঃ” ৯
“ইন্দ্র নেদীয় এদিহি” ১০ “উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পাতে” ১১ “অগ্নিনেতা” ১২
“স্বং সোম ক্রতুভিঃ” ১৩ “পিনন্ত্যপাঃ” ১৪ “বৃহদিন্দ্রায় গায়তা” ১৫
এই সকলমন্ত্রে দ্বিতীয়াহের শব্দ কল্পিত হয়, অতএব ইহার
অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। “শংসা মহামিন্দ্রং যশ্বিন্

(১) ৭৭৩১। (২) ৭৭৩১। (৩) ৭৭৩১। (৪) ৭৭৩১। (৫) ৭৭৩১। (৬) ৭৭৩১।
(৭) ৭৭৩১। (৮) ৭৭৩১। (৯) ৭৭৩১। (১০) ৭৭৩১। (১১) ৭৭৩১।
(১২) ৭৭৩১। (১৩) ৭৭৩১। (১৪) ৭৭৩১। (১৫) ৭৭৩১। (১৬) ৭৭৩১।
(১৭) ৭৭৩১। (১৮) ৭৭৩১। (১৯) ৭৭৩১। (২০) ৭৭৩১। (২১) ৭৭৩১।

বিশ্বা”^{২০} এই সূক্তে “মহৎ” শব্দ থাকায় উহা অষ্টমদিনে অষ্ট-
মাহের অনুকূল। “মহশ্চিদ্ধমিন্দ্র যত এতান্”^{২১} এই সূক্তেও
মহৎ শব্দ থাকায় উহা অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল।
“পিবা সোম অভি যমুগ্ৰে তদ”^{২২} এই সূক্তে “উর্বং গব্যং মহি
গৃণান ইন্দ্র” এই [দ্বিতীয় চরণে] মহৎ শব্দ থাকায় উহাও
অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। “মহা ইন্দ্রো নৃবদা চর্মণিপ্রা”^{২৩}
এই সূক্তেও মহৎ শব্দ থাকায় উহা অষ্টমদিনে অষ্টমাহের
অনুকূল। এই সকল সূক্তের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। ত্রিষ্টুপ্তের সকল
চরণ সগান হওয়ায় উহা সবনকে ধরিয়া থাকে। যজমানও
এতদ্বারা গৃহ হইতে ভ্রষ্ট হয় না।

“তমশ্চ ঞ্চাপৃগির্বা সচেতসা”^{২৪} এই সূক্তে “যদৈৎ
কৃণানো মহিমানমিন্দ্রিয়ম্” এই [তৃতীয় চরণে] মহৎ শব্দ থাকায়
উহা অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। ইহার ছন্দ জগতী ;
জগতী ছন্দই এই ত্র্যাহের মাধ্যমদিন সবন নির্বাহ করে।
বাহাতে নিবিৎ স্থাপিত হয়, সেই ছন্দই সবনের নির্বাহক।
এই ক্ষুণ্ণ ঐ জগতীর মধ্যেই নিবিৎ স্থাপন করিবে। ত্রিষ্টুপ্
ও জগতী ছন্দের সূক্তগুলি [এক যোগে] মিথুন হইয়া পঠিত
হয়। পশুগণ মিথুন ও ছন্দোমসকল পশুগণের লাভহেতু
বলিয়া পশুস্বরূপ। “মহৎ” শব্দযুক্ত সূক্তসকল পাঠ করিবে।
অন্তরিক্ষই মহৎ ; ইহাতে অন্তরিক্ষের প্রাপ্তি ঘটে। [মহৎ
শব্দযুক্ত উল্লিখিত] পাঁচটি সূক্ত পাঠ করিবে। পঙ্তি ছন্দের
পাঁচ চরণ ; যজ্ঞ পঙ্তির সম্বন্ধযুক্ত, পশুগণও পঙ্তির
সম্বন্ধযুক্ত। ছন্দোমসকলও পশুলাভহেতু বলিয়া পশুস্বরূপ।

“অভি জ্ঞা শূর নোনুমঃ” ২০ ও “অভি জ্ঞা পূর্বপীতয়ে” ২১
এই দুইটি [স্তোত্রিয় ও অনুরূপ] দ্বারা অষ্টমাংহে রথস্তর
সামের পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন হয় ।

“যদ্বাবান” এই ধায়া সকল দিনেই বিহিত ।

“স্বামিদ্ধি হবামহে” এই বৃহৎ সামের যোনিমন্ত্রকে ধায়ার
পরে পাঠ করিবে ; কেননা এই দিন স্থানগুণে বৃহৎ সামের
সম্বন্ধযুক্ত ।

“উভয়ং শৃণবচ্চনঃ” ২২ ইত্যাদি মন্ত্র [বৃহৎ] সামের
প্রণাথ হইবে । ইহার “উভয়” শব্দে যাহা অগ্ধকার কার্য্য
হইবে ও যাহা কল্যাকার কার্য্য ছিল, সেই উভয়ই বুঝাইতেছে ;
এই হেতু বৃহৎ সামের সম্বন্ধযুক্ত অষ্টমদিনে উহা অষ্টমাংহের
অনুকূল । “তামুযু বাজিনং দেবজুতম্” এই তাক্ষ্যসূক্ত সকল
দিনেই বিহিত ।

চতুর্থ খণ্ড

নবরাত্র—সপ্তমাংহ

অথাত্ত মন্ত্র—“অপূৰ্ণা পুরুতমানি.....ত্রাহঃ”

“অপূৰ্ণা পুরুতমান্যস্মা” ১ এই সূক্তের “মহে বীরায়
তবসে তুরায়” এই [দ্বিতীয়] চরণ মহৎ-শব্দযুক্ত হওয়ায় ইহা
অষ্টমদিনে অষ্টমাংহের অনুকূল । “তাং স্নতে কীৰ্ত্তিং মঘবন্

মহিত্বা”^২ এই সূক্তও মহৎ-শব্দযুক্ত হওয়ায় অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। “ঋং মহাঁ ইন্দ্র যো হ শুঋঃ”^৩ এই সূক্তও মহৎ শব্দযুক্ত করায় অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। “ঋং মহাঁ ইন্দ্র তুভ্যং হ ক্ষা”^৪ এই সূক্তও মহৎ-শব্দযুক্ত হওয়ায় অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। এই সকলের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্; ত্রিষ্টুভের সকল চরণ সমান হওয়ায় উহা সবনকে ধরিয়া রাখে; যজমানও এতদ্বারা গৃহ হইতে ভ্রষ্ট হয় না।

“দিবশ্চিদস্য বরিমা বিপপ্রথে”^৫ এই সূক্তে “ইন্দ্রং ন মহা” এই [দ্বিতীয়] চরণ মহৎ-শব্দ-যুক্ত হওয়ায় উহা অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। এই সূক্তের ছন্দ জগতী; জগতী এই ত্র্যাহের মাধ্যন্দিন সবন নির্বাহ করে। বাহাতে নিবিৎ স্থাপিত হয়, সেই ছন্দই সবনের নির্বাহক। এইজন্য ঐ জগতী মধ্যেই নিবিৎ বসাইবে।

ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দের সূক্তগুলি গিথুন করিয়া পাঠ করিবে। পশুগণ গিথুন; ছন্দোমসকলও পশুলাভহেতু বলিয়া পশুস্বরূপ। মহৎ-শব্দযুক্ত সূক্তসকল পাঠ করিবে; অন্তরিক্ষই মহৎ; এতদ্বারা অন্তরিক্ষের প্রাপ্তি ঘটে। পাঁচ পাঁচ সূক্ত পাঠ করিবে। পঙক্তির পাঁচচরণ, যজ্ঞও পঙক্তি ছন্দের সম্বন্ধযুক্ত; পশুগণও পঙক্তির (পঞ্চসংখ্যার) সম্বন্ধযুক্ত; ছন্দোমসকল পশুস্বরূপ। এতদ্বারা পশুলাভ ঘটে।

ঐ সূক্তসকল দুইভাগে বিভক্ত; [মরুত্বতীয় শস্ত্রে পাঠিত] পাঁচটি ও [নিষ্কেবল্য শস্ত্রে পাঠিত] আর পাঁচটি; ইহার একযোগে দশটি হয়; উহারা দশসংখ্যায়ুক্ত বিরাটের সমান।

বিরাট, অন্ন, পশুগণও অন্ন, ছন্দোমসকল পশুস্বরূপ । এতদ্বারা পশুলাভ ঘটে ।

“বিশ্বো দেবস্ব নেতুঃ”^১ “তৎসবিতুর্বরৈণ্যম্”^২ “আ বিশ্বদেবং সৎপতিম্”^৩ এই সকল মন্ত্র বৈশ্বদেব শাস্ত্রের প্রতিপৎ ও অনুচর । বৃহৎ-সামসম্বন্ধযুক্ত অষ্টমদিনে উহার অষ্টমাহের অনুকূল । “হিরণ্যপাণিমূতয়ে”^৪ এই সবিতৃদেবত সূক্ত উর্দ্ধশব্দযুক্ত হওয়ায় উহা অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল । “যুবানা পিতরা পুনঃ”^৫ এই ঋতুদেবত ত্র্যচ “পুনঃ” শব্দযুক্ত হওয়ায় অষ্টম দিনে অষ্টমাহের অনুকূল । “ইমা নু কং ভুবনা সীমধাম”^৬ এই দ্বিচরণমন্ত্র পাঠ করিবে । পুরুষের দুই পদ ; পশুগণ চতুষ্পদ ; ছন্দোমসকলও পশুস্বরূপ, ইহাতে পশুলাভ ঘটে । এই যে দ্বিপদ মন্ত্র পাঠ করা হয়, এতদ্বারা দুই পদে প্রতিষ্ঠিত যজমানকে চতুষ্পদ পশুতে প্রতিষ্ঠিত করা হয় । “দেবানামিদবো মহৎ”^৭ এই বিশ্বদেব-দেবত সূক্ত মহৎ-শব্দ-যুক্ত হওয়ায় অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল । ইহার ছন্দ গায়ত্রী ; এই ত্র্যাহের তৃতীয় সবনের ছন্দও গায়ত্রী । “ঋতাবানং বৈশ্বানরম্”^৮ এই ত্র্যচ অগ্নিগারুতছন্দের প্রতিপৎ । ইহার [দ্বিতীয় ঋকের দ্বিতীয় চরণ] “অগ্নির্কৈশ্বানরো মহান্” মহৎ-শব্দযুক্ত হওয়ায় উহা অষ্টম দিনে অষ্টমাহের অনুকূল । “ক্ৰীড়ং বঃ শর্ধো গারুতম্”^৯ এই মরুদেবত সূক্তে “জন্তে রসস্য বারুধে” [এই পঞ্চম মন্ত্র] বৃধন্-শব্দযুক্ত হওয়ায় উহা অষ্টম

(১) ৫২০১ (২) ৩৬২১০ । (৩) ৫৮২১৭ । (৪) ১২২১৪ । (৫) ১২০১৪ ।

(৬) ১০১৩৭ । (৭) ৮৮৩১ । (৮) ২২৩১২ । (৯) ১৩৭১১ ।

দিনে অষ্টমাহের অনুকূল। “জাতবেদসে স্ননবাম সোমম্” এই জাতবেদো-দৈবত মন্ত্র সকলদিনেই বিহিত। “অগ্নে যুড় মহা অসি” এই জাতবেদোদৈবত সূক্ত মহৎশব্দযুক্ত হওয়ায় উহা অষ্টম দিনে অষ্টমাহের অনুকূল। ইহার ছন্দ গায়ত্রী; এই ত্র্যাহের ছন্দও গায়ত্রী।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

নবমাহ

অনন্তর নবমাহ অন্তষ্ঠান। যথা—“যদৈ...অচ্যুতঃ”

যাহার সমাপ্তি সমান, তাহা নবমাহের অনুকূল। তৃতীয়া-
হের যে যে লক্ষণ, এই যে নবমাহ ইহারও সেই সেই লক্ষণ।
যাহা অশ্বশব্দযুক্ত, অন্তশব্দযুক্ত, যাহা পুনঃপাঠিত হয়, যাহা
নৃত্যলক্ষণযুক্ত, যাহাতে রমণার্থক শব্দ আছে, যাহাতে ত্রিশব্দ ও
অন্তবাচক শব্দ আছে, যাহার শেষচরণে দেবতার উল্লেখ
আছে, যাহাতে স্বর্গলোকের অভ্যুদয় আছে, অপিচ যাহাতে
শুচি শব্দ, সত্য শব্দ, ক্ষয়ার্থক শব্দ, গমনার্থক শব্দ এবং ওক
শব্দ আছে, যাহাতে অতীত ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে, এবং
যাহা তৃতীয়াহের লক্ষণযুক্ত, সে সমস্তই নবমাহেরও লক্ষণ।

“অগম্ম মহা নমসা যবিষ্ঠম্”^১ এই সূক্তে নবমাহে আজ্যশস্ত্র হয়। গমনার্থক শব্দ থাকায় উহা নবম দিনে নবমাহের অনুকূল। উহা ত্রিষ্টুপ্; এই ত্র্যাহের প্রাতঃসবনের ছন্দও ত্রিষ্টুপ্।

“প্র বীরয়া শুচয়ো দদ্রিরে তে”^২ “তে সত্যেন মনসা দীধ্যানাঃ”^৩ “দিবি ক্ষয়ন্তা রজসঃ পৃথিব্যাম্”^৪ “আ বিশ্ববারা-
শ্বিনা গতং নঃ”^৫ “অয়ং সোম ইন্দ্র তুভ্যং স্নম্ব আ তু”^৬ “প্র
ব্রহ্মাণো অঙ্গিরসো নক্ষন্ত”^৭ “সরস্বতীং দেবয়ন্তো হবন্তে”^৮
“আ নো দিবো বৃহতঃ পর্বতাদা”^৯ “সরস্বত্যভি নো নেমি
বশ্মঃ”^{১০} এই সকল মন্ত্রে প্রউগশস্ত্র হইবে। এই সকল মন্ত্রে
শুচি শব্দ, সত্য শব্দ, ক্ষয়ার্থক শব্দ, গমনার্থক শব্দ, ওক শব্দ
থাকায় উহারা নবম দিনে নবমাহের অনুকূল। উহাদের ছন্দ
ত্রিষ্টুপ্; এই ত্র্যাহে প্রাতঃসবনের ছন্দও ত্রিষ্টুপ্।

“তং তগিদ্রাধসে মহে” “ত্রয় ইন্দ্রশ্চ সোমা” “ইন্দ্র
নেদীয় এদিহি” “প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতিঃ” “অগ্নিনে তা” “স্বঃ
সোম ক্রতুভিঃ” “পিশ্বন্ত্যপঃ” “নকিঃ স্নদাসো রথম্” এই সকল
মন্ত্র, তৃতীয়াহের সহিত শস্ত্রকল্পনা সমান হওয়ায়, নবম দিনে
নবমাহের অনুকূল। “ইন্দ্রঃ স্বাহা পিবতু যশ্চ সোমঃ”^{১১}
এই সূক্তের স্বাহা শব্দ [হোমমন্ত্রের] অন্তে থাকে, নবমাহও
[নবরাত্রের] অন্তে স্থিত; এই জন্য এই সূক্ত নবম দিনে
নবমাহের অনুকূল। “গায়ংসাগ নভ্যস্তং যথা বেঃ”^{১২} এই

(১) ৭।১২।১। (২) ৭।৯।১। (৩) ৭।৯।৫। (৪) ৭।৬৪।১। (৫) ৭।৭০।১।

(৬) ৭।২৮।১। (৭) ৭।৪২।১। (৮) ১০।১৭।৭। (৯) ৪।৪৩।১১। (১০) ৬।৬১।১৪।

(১১) ৩।৫০।১। (১২) ১।১৭।৩।

সূক্তের “অর্চাম তদ্বারুধানং স্বৰ্বং” এই চরণের “স্বঃ” (স্বৰ্গ) শব্দ [লোকত্রয়ের] অন্তে স্থিত ; নবমাহও [নবরাত্রের] অন্তে স্থিত ; এই হেতু এই সূক্ত নবম দিনে নবমাহের অনুকূল । “তিষ্ঠা হরী রথ আ যুজ্যমানা” এই সূক্তে স্থিত্যর্থক শব্দ অন্ত-লক্ষণযুক্ত ; নবমাহও [নবরাত্রের] অন্তে স্থিত ; এই হেতু এই সূক্ত নবম দিনে নবমাহের অনুকূল । “ইমা উ ত্বা পুরুতনস্য কারোঃ” এই সূক্তের “ধিয়ো রথেষ্ঠাম্” এই চরণের স্থিত্যর্থক শব্দ অন্তলক্ষণযুক্ত ; নবমাহও অন্তে স্থিত, এই হেতু ইহা নবম দিনে নবমাহের অনুকূল । এই সকল সূক্তের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ ; উহা সকল চরণ সমান হওয়ায় সবনকে ধরিয়া রাখে, সবনও ইহাদ্বারা স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হয় না ।

“প্র মন্দিনে পিতুমদর্চতা বচঃ” এই সূক্তের সকল মন্ত্রের সমাপ্তি সমান হওয়ায় ইহা নবম দিনে নবমাহের অনুকূল । ইহার ছন্দ জগতী ; জগতীছন্দের মন্ত্রই এই ত্র্যাহের মাধ্যন্দিন সবন নির্বাহ করে ; যাহাতে নিবিদের স্থাপনা হয়, সেই ছন্দই সবনের নির্বাহক ; এই হেতু জগতী মন্ত্রেই নিবিদ স্থাপন করিবে ।

ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী এই মিথুন (উভয়) ছন্দই পাঠ করিবে ; পশুগণ মিথুন, পশুগণই ছন্দোগ ; ইহাতে পশুলাভ ঘটে ।

পাঁচটি সূক্ত পাঠ করিবে ; পঙক্তির পাঁচ চরণ, যজ্ঞ পঙক্তির সম্বন্ধযুক্ত, পশুগণও পঞ্চসম্বন্ধযুক্ত ; পশুগণই ছন্দোগ ; ইহাতে পশুলাভ ঘটে ।

(২৪) ৩৩৫।১ । (১৫) কেননা পতির অন্তে স্থিতি (সারণ)

(১৬) ৬১২।১ । (১৭) ১১০.১১।

“আমিদ্ধি হবামহে” ^{১০} “ত্বং হেহি চেরবে” ^{১১} এই দুই ত্র্যচ দ্বারা নবমাহে [নিষ্কেবল্য শাস্ত্রের] বৃহৎ সামের পৃষ্ঠ-স্তোত্র নিষ্পন্ন হয় ।

“যদ্বাবান” ^{১২} এই ধায়া সকল দিনেই বিহিত । “অভি ত্রা শূর নোমুমঃ” ^{১৩} এই মন্ত্রকে রথন্তরের যোনির পরে বসাইবে । এই নবমাহ স্থানগুণে রথন্তরের সম্বন্ধযুক্ত । “ইন্দ্র ত্রিধাতু শরণম্” ^{১৪} এই মন্ত্রে সামপ্রগাথ হইবে; ত্রি শব্দ থাকায় ইহা নবমদিন নবমাহের অনুকূল । “তাম্ যু বাজিনং দেব-জতম্” ^{১৫} এই তাক্ষ্যসূক্ত সকল দিনেই বিহিত ।

দ্বিতীয় খণ্ড

নবরাত্র—নবমাহ

নবমাহের অত্যাশ্রয় সূক্ত যথা—“সং চ হে...ত্ৰাহঃ”

“সং চ ত্বে জগ্মুর্গির ইন্দ্র প্রবীঃ” ^১ এই সূক্তে গমনার্থক শব্দ থাকায় ইহা নবমদিনে নবমাহের অনুকূল । “কদা ভুবন রথ ক্ষয়াণি ব্রহ্ম” ^২ এই সূক্তে ক্ষেতি-ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ আছে ; অপিচ [লোকে পথের] অন্তে বাইয়া বাস করে, এই হেতু [নিবাসার্থক] ক্ষেতি-ধাতু অন্তলক্ষণযুক্ত ; এই হেতু এই সূক্ত নবমদিনে নবমাহের অনুকূল । “আ সত্যো যাতু মববাঁ ঋজীমা”

(১৮) ৬।৪৬।১ । (১৯) ৮।৬১।৭ । (২০) ১০।৭৪।৬ । (২১) ৭।৩৩।২২ ।

২ । ৮।৬।২ । (২৩) ১০।১৭৮।১ ।

(১) ৬।৩৪।১ । (২) ৬।৩৪।১ । (৩) ৪।১৬।১ ।

এই সূক্তে সত্য শব্দ থাকায় উহা নবমদিনে নবমাহের অনুকূল। “তত্ত ইন্দ্রিয়ং পরমং পরাচৈঃ” * এই সূক্তের পরম শব্দ অন্ত-বাচক, নবমাহও [নবরাত্রেয়] অন্তে স্থিত, এই হেতু উহা নবমদিনে নবমাহের অনুকূল। এই সকল সূক্তের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ ; সকল চরণ সমান হওয়ায় উহা সবনকে ধরিয়৷ রাখে ; ইহা দ্বারা সবনও সম্বান হইতে ভ্রষ্ট হয় না।

“অহং ভুবং বহ্ননঃ পূর্ব্যাম্পতিঃ” * এই সূক্তে “অহং ধনানি সংজয়ামি শশ্বতঃ” এই চরণের জয়ার্থক শব্দ [যুদ্ধের] অন্ত বুঝায় ; নবমাহও [নবরাত্রেয়] অন্তে স্থিত ; এই হেতু উহা নবমদিনে নবমাহের অনুকূল। এই সূক্তের জগতী ছন্দই এই ত্র্যাহের মাধ্যমদিন সবন নির্বাহ করে। যাহাতে নিবিদ্ স্থাপিত হয়, সেই ছন্দই সবনের নির্বাহক ; সেইজন্য জগতী-তেই নিবিদ্ স্থাপন করিবে।

ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী এই মিথুন (উভয়) ছন্দের সূক্তই পঠিত হয়। পশুগণ মিথুন, পশুগণ ছন্দোম, ইহাতে পশু-গণের রক্ষা ঘটে।

পাঁচ পাঁচ সূক্ত পঠিত হয়। পণ্ডিতের পাঁচ চরণ ; যজ্ঞ পণ্ডিতের সম্বন্ধযুক্ত, পশুগণ পঞ্চসম্বন্ধযুক্ত ; পশুগণ ছন্দোম, ইহাতে পশুগণের রক্ষা ঘটে। এই সূক্তসকল [মরুত্বতীয় শস্ত্রে] পাঁচটি ও [নিক্বেবল্য শস্ত্রে] পাঁচটি, এইরূপে দশটি হয়। এইরূপে দশটি হইয়া উহা বিরাটের তুল্য হয়। বিরাট্ অন্নস্বরূপ, পশুগণ অন্নস্বরূপ, পশুগণ ছন্দোম ; ইহাতে পশু-গণের রক্ষা ঘটে।

“তৎ সবিভূর্গীমহে” * এবং “অগ্না নো দেব সবিভূঃ” † এই দুইটি বৈশ্বদেব শাস্ত্রের প্রতিপৎ ও অনুচর হইবে। রথন্তর-সম্বন্ধযুক্ত নবমদিনে উহার। নবমাহের অনুকূল। “দোষো আগাৎ” এই সবিভূদৈবত মন্ত্রে গগনার্থক শব্দ [স্থিতির] অন্ত বুঝায়। নবমাহও [নবরাত্রের] অন্তে স্থিত। এই হেতু উহা নবমদিনে নবমাহের অনুকূল। “প্র বাৎ মহি দ্যাবী অতি” ‡ এই দ্যাবাপৃথিবীদৈবত মন্ত্রে “শুচী উপ প্রশস্তয়ে” এই চরণ শুচিশব্দযুক্ত হওয়ায় উহা নবমদিনে নবমাহের অনুকূল। “ইন্দ্র ইমে দদাতু নঃ” § “তে নো রত্নানি ধত্তন” ¶ ইত্যাদি ঋভূদৈবত মূক্তে “ত্রিরা সাপ্তানি স্তম্বতে” এই চরণে ত্রিশব্দ থাকায় উহা নবমদিনে নবমাহের অনুকূল। “বজ্ররেকে। বিষুঃ সূনরো যুবা” ** এই দ্বিচরণযুক্ত মন্ত্র পঠিত হয়। পুরুষের দুই পদ, পশুগণ চতুষ্পদ, পশুগণ ছন্দোম ; ইহাতে পশুগণের রক্ষা ঘটে। এই যে দ্বিচরণ মন্ত্র পঠিত হয়, ইহাতে দুই চরণে প্রতিষ্ঠিত যজমানকে চতুষ্পদ পশুতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

“যে ত্রিংশতি ত্রয়স্পরঃ” †† এই বিশ্বদেবদৈবত মূক্ত ত্রিশব্দযুক্ত হওয়ায় ইহা নবমদিনে নবমাহের অনুকূল। ইহার মন্ত্র-সকলের ছন্দ গায়ত্রী। এই ত্রাহের তৃতীয় সর্বনের ছন্দও গায়ত্রী।

“বৈশ্বানরো ন উতয়ে” ††† এই মন্ত্র আগ্নিমারুত শাস্ত্রের

(৬) ৫।৮২।১ । (৭) ৫।৮২।৪ । (৮) ৪।৪৭।৪ । (৯) ৮।৩৩।৪ । (১০) ১।৭৭।৭ ।

(১১) ৮।২-১১ । (১২) ৮।২৮।১ ।

(১৩) [আ. শ্রী. ৭. ৮।১১]

প্রতিপৎ । ইহার “আ প্রয়াতু পরাবতঃ” এই চরণের [দূরদেশ-
বাচক] পরাবত শব্দ অন্তবাচক, নবগাহও [নবরাত্রের]
অন্তে স্থিত, এই হেতু ইহা নবমদিনে নবমাহের অনুকূল ।
“মরুতো যস্য হি ক্ষয়েঃ” এই মরুদৈবত সূক্তে ক্ষয় শব্দ অন্ত-
লক্ষণযুক্ত ; [লোকেও পথের] অন্তে গিয়া নিবাস করে ; এই
হেতু ইহা নবমদিনে নবমাহের অনুকূল ।

“জাতবেদসে স্তনবাম সোমম্” এই জাতবেদোদৈবত মন্ত্র
সকল দিনে বিহিত । “প্রাগ্নয়ে বাচমীরয়” এই জাতবেদো-
দৈবত সূক্তের সকল মন্ত্রেরই সমাপ্তি সমান ; এই হেতু ইহা
নবমদিনে নবমাহের অনুকূল । উহার “স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ”
“স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ” এইরূপে এই চরণ বহুবার পাঠিত হয় ।

এই নবরাত্র অনুষ্ঠানে [কর্তব্যবাহুল্যহেতু] নানাবিধ
নিবদ্ধ কৰ্ম্ম বহুবার ঘটিয়া থাকে । এই জন্য [ঐ দোষের]
শান্তির জন্যই “স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ” “স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ”
এইরূপ [বহুবার] যে পাঠ হয়, তদ্বারা ইহাদিগকে (যজমান
ও ঋত্বিকদিগকে) পাপ হইতে মুক্ত করা হয় ।

এই সকল সূক্তের ছন্দ গায়ত্রী । এই ত্র্যহের তৃতীয়
সবনের ছন্দও গায়ত্রী ।

তৃতীয় খণ্ড

দশমাহ

দ্বাদশাহ যাগের প্রথম দিন প্রায়ণীয় ও শেষ দিন উদয়নীয় রূপে গণ্য হয়। মধ্যস্থ দশ দিনের তিন ভাগ। প্রথমভাগে ছয় দিনে পৃষ্ঠা যড়হ; দ্বিতীয় ভাগে তিন দিনের অনুষ্ঠানের নাম ছন্দোম। প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগের তিন ত্রাতে সেই নয় দিনের অনুষ্ঠান বর্ণিত হইল। তৃতীয়ভাগে দশম দিনের অনুষ্ঠান এক্ষণে বর্ণিত হইবে। এই তৃতীয়ভাগের সহিত পূর্ববর্তী দুই ভাগের সম্বন্ধ নিকরূপ হইতেছে, যথা—“পৃষ্ঠাঃ যড়হঃ...শ্রেয়সঃ”

্য যড়হ অনুষ্ঠিত হয়। [শরীর মধ্যে] যেমন মুখ, [দশরাত্র মধ্যে] পৃষ্ঠা যড়হ সেইরূপ; আর মুখের অভ্যন্তরে যেমন জিহ্বা, তালু ও দন্ত, [এস্থলে তিনটি] ছন্দোম সেইরূপ; আর যে [ইন্দ্রিয়ের] দ্বারা বাক্য উচ্চারিত হয়, যদ্বারা স্বাছ এবং অস্বাছ ভেদ জানা যায়, এই দশমাহ সেইরূপ।

নাসিকাদ্বয় যেরূপ, পৃষ্ঠা যড়হ সেইরূপ; আর নাসিকা-দ্বয়ের মধ্যস্থল যেরূপ, ছন্দোমও সেইরূপ; আবার যদ্বারা গন্ধসকল জানা যায়, দশমাহও সেইরূপ।

অঙ্গি যেরূপ, পৃষ্ঠা যড়হ সেইরূপ; আর অঙ্গিমধ্যে কৃষ্ণবর্ণ [তার] যেরূপ, ছন্দোম সেইরূপ; আর যে কনী-নিকা দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়, দশমাহ সেইরূপ।

কর্ণ যেরূপ, পৃষ্ঠা যড়হ সেইরূপ; কর্ণের মধ্যস্থল যেরূপ, ছন্দোম সেইরূপ; আর যদ্বারা শুনিতে পাওয়া যায়, দশমাহ সেইরূপ।

দশমাহ শ্রীস্বরূপ; যাহারা দশমাহ অনুষ্ঠান করে, তাহারা

শ্রীলাভ করে। সেইজন্য দশমাহে [কোন নিষিদ্ধ অনুষ্ঠান করিলেও] তাহার প্রতিবাদ করিবে না। কেননা, শ্রীর প্রতিবাদ (নিন্দা) করা উচিত নহে, শ্রীমান্ লোকের আচরণও প্রতিবাদযোগ্য নহে। ’

তৎপরে দশমাহের অনুষ্ঠান বর্ণিত হইতেছে, যথা—“তে ততঃ সর্পাস্তি... জুহোতি”

তদনন্তর [পত্নীসংযাজ অনুষ্ঠানের পর] অনুষ্ঠানকর্তারা [নানসগ্রহ অনুষ্ঠানের নিমিত্ত সদঃস্থান হইতে বাহির হইয়া] গমন করিবেন। [গমনান্তে তীর্থদেশ] মার্জ্জন করিবেন। [তৎপরে] পত্নীশালায় উপস্থিত হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি আহুতি দিবেন, তিনি অন্য সকলকে বলিবেন, তোমরা আমাকে স্পর্শ কর। তৎপরে তিনি এইমন্ত্রে আহুতি দিবেন “ইহ রমেহ রমধর্মিহ ধৃতিরিহ স্বধৃতিরমেহবাট্ স্বাহাবাট্।”

এই মন্ত্রের “ইহ রম” এই বাক্যের তাৎপর্য্য, যজমানেরা ইহ লোকেই আনন্দ লাভ করুন ; “ইহ রমধর্ম্”বাক্যের তাৎপর্য্য, তাঁহাদের পুত্রাদি তাঁহাদিগকে লইয়া আনন্দ লাভ করুক। “ধৃতিরিহ” এই বাক্যে অপত্যের ও “স্বধৃতিরিব” এই বাক্যে

(১) অগ্নি দিনের মধ্যে ব্রহ্মপ্রমাদ ঘটিলে বা নিষিদ্ধ অনুষ্ঠান ঘটিলে তাহার সংশোধন ও প্রতিষেধের ব্যবস্থা আছে, দশমাহ শ্রীস্বরূপ হওয়ায় ঐ দিনের ব্রহ্মপ্রমাদের প্রতিবাদ আবশ্যক হয় না।

(২) গার্হপত্য অগ্নির নিকটে পত্নীশালা। সেইখানে গিয়া হোম করিতে হয়।

(৩) এই মন্ত্রের অর্থ—[হে যজমানগণ], তোমরা ইহলোকে রমণ কর ; [তোমাদের পুত্রাদি] তোমাদিগকে সঙ্গে রমণ করুক ; তোমাদের ধৃতি (অণত্যাদির স্থিরত্ব) হউক ; তোমাদের স্বধৃতি (বেদবাক্যে স্থিরত্ব) হউক। অগ্নি (রথস্বরূপে) তোমাদের যজ্ঞ বহন করুন ; স্বাহা (বৃহৎ ঋষিরূপে) তোমাদের যজ্ঞ বহন করুন।

বেদবাক্যের যজ্ঞমানগণে স্থিতিকামনা হইতেছে । “অগ্নেহবাট্” এই বাক্যে রথন্তরের এবং “স্বাহাহবাট্” এই বাক্যে বৃহতের স্থিতি কামনা হইতেছে ।

এই যে বৃহৎ ও রথন্তর, ইঁহারা দেবগণের পক্ষে মিথুন-স্বরূপ । এই দেবগণের মিথুনদ্বারা [মনুষ্যের] মিথুন পাওয়া যায় ; দেবগণের মিথুনদ্বারা [মনুষ্যের] মিথুন উৎপন্ন হয় । যে ইঁহা জানে, সে প্রজা ও পশুদ্বারা বদ্ধিত হইয়া সমৃদ্ধ হয় ।

তৎপরে [পত্নীশালার গার্হপত্য স্থান হইতে] তাঁহারা বাহিরে আসিবেন, সেই স্থান মার্জজন করিবেন ও আগ্নীধ্রীয়ে উপস্থিত হইবেন । তাঁহাদের মধ্যে যিনি আছতি দিবেন, তিনি আর সকলকে বলিবেন, তোমরা আমাকে স্পর্শ কর ; ও তৎপরে এই মন্ত্রে আছতি দিবেন ; “উপস্বজন্ ধরুণং মাতরং ধরুণো ধয়ন্ । রায়স্পোমগিসমূর্জমস্মাস্থ দীধরং স্বাহা ।”^১

যেখানে ইঁহা জানিয়া এই আছতি দেওয়া হয়, সে স্থলে আপনার জন্ম ও যজ্ঞমানদিগের জন্ম ধন পুষ্টি অন্ন ও রস রক্ষা করা হয় ।

(৪) এই মন্ত্রের অর্থ, লগ্নতের ধারণকর্তা প্রজাপতি আমাদের ধারণকর্তা পিতাকে ও মাতাকে আমাদের দিহিত যুক্ত করিয়া আমাদের দত্ত হবা পান করুন ও আমাদের ধন, পুষ্টি, অন্ন ও রস সম্পাদন করুন—স্বাহা ।

চতুর্থ খণ্ড

দশমাহ

পত্নীশালার গার্হপত্যে ও তদনন্তর আগ্নীধীয়ে হোমের পর অগ্ন্যাদি কৰ্ত্তব্য
যথা—“তে ততঃ.....বেদ”

তদনন্তর তাঁহারা [আগ্নীধীয় হইতে] বাহিরে আসেন ও
সদঃ স্থানে উপস্থিত হন । [সদঃ প্রবেশ কালে] উদ্যাতারা
একসঙ্গে যান, অগ্নি ঋষিকেরা আপন আপন নির্দিষ্ট পথে যান ।
উদ্যাতারা সর্পরাজ্যের ঋক্সমূহ দ্বারা স্তোত্র পাঠ করেন ।

এই যে [ভূমি], ইনিই সর্পরাজ্যী ; ইনিই সর্পগণীল
(গতিশীল) সকল [জীবের] রাজ্যী ; ইনি অগ্রে (বৃক্ষোৎ-
পত্তির পূর্বে) লোমহীনা ছিলেন ; তিনিই “আহয়ং গোঃ
পৃথিবীক্ৰমীৎ” এই মন্ত্র ’ দেখিয়াছিলেন । তাহাতেই তিনি
‘পৃথিবীবর্ণ অর্থাৎ [নীলপীতাদি] নানা রূপ পাইয়াছিলেন ।
বনম্পত্তি ও ওষধি যাহা কিছু আছে, তন্মধ্যে তিনি যাহা
যাহা কামনা করিয়াছিলেন, সে সকলই তিনি পাইয়াছিলেন ।
যে ইহা জানে, সে যাহা যাহা কামনা করে, সেই সমস্ত
নানারূপ পৃথিবীবর্ণ বস্তু পাইয়া থাকে ।

এই [সর্পরাজ্যীর স্তোত্র গানে] প্রস্তোতা মনে মনে
প্রস্তাবাংশ পাঠ করেন, উদ্যাতা মনে মনে উদ্যাদাংশ পাঠ
করেন, প্রতিহর্তা মনে মনে প্রতিহারাংশ পাঠ করেন ; কেবল

(১) ১০।১৯০।১ ঐ মন্ত্রগুলির বাম সর্পরাজ্যী মন্ত্র । ভূমিদেবী এই মন্ত্র দর্শনের পর নানা
বর্ণের বৃক্ষ ও ওষধিসমূহ পাইয়া লোমযুক্ত হইয়াছিলেন ।

হোতা স্পষ্ট বাক্যে শাস্ত্র পাঠ করেন। কেননা, বাক্য ও মন উভয়েই দেবগণের পক্ষে মিথুনস্বরূপ ; দেবগণের সেই মিথুন দ্বারা [মনুষ্যের] মিথুন পাওয়া যায় ; দেবগণের মিথুন দ্বারা [মনুষ্যের] মিথুন উৎপন্ন হয়। যে ইহা জানে, সে প্রজা ও পশুদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া সমৃদ্ধ হয়।

তদনন্তর হোতা চতুর্হোতৃমন্ত্র উচ্চে পাঠ করেন ; উদগাতৃগণের [সর্পরাজ্ঞী] স্তোত্রপাঠের পর ইহা পঠিত হয়। এই যে চতুর্হোতৃ-মন্ত্রসমূহ, ইহা দেবগণের গুহ্য যজ্ঞীয় নাম। হোতা যে এই চতুর্হোতৃমন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন, এতদ্বারা দেবগণের গুহ্য যজ্ঞীয় নাম প্রকাশ করা হয়। ঐ নাম এইরূপে প্রকাশিত হইয়া হোতাকেও প্রকাশিত (খ্যাতিযুক্ত) করে। যে ইহা জানে, সেও প্রকাশ (খ্যাতি) লাভ করে।

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যদি কোন অনুচান (বেদজ্ঞ) ব্রাহ্মণ [বাগ্নিতার অভাবে] যশোলাভে বঞ্চিত হন, তিনি অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কুশতৃণসমূহ উদ্ধৃদ্ধুখে গাঁগিয়া আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে কোন [বেদজ্ঞ] ব্রাহ্মণকে বসাইয়া উচ্চস্বরে চতুর্হোতৃমন্ত্র পাঠ করিবেন।

এই যে চতুর্হোতৃ মন্ত্র, ইহা দেবগণের গুহ্য ও যজ্ঞীয় নাম। যিনি চতুর্হোতৃমন্ত্রের উচ্চে পাঠ করেন, তিনি দেবগণের গুহ্য যজ্ঞীয় নাম প্রকাশ করেন। সেই নাম প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে প্রকাশিত করে। যে ইহা জানে, সেও প্রকাশ লাভ করে।

পঞ্চম খণ্ড

দশমাহ

চতুর্হোত্ মন্ত্র পাঠের পূর্ববর্তী আহুযজ্ঞিক অমুষ্ঠান উদ্ভবর শাখা স্পর্শ যথা—
“অগোত্মস্বরীং.....দিস্বজেরন”

অনন্তর সকলে মিলিয়া “ইবগৃজ্জগম্বারভে”—অম্বরূপ ও রসরূপ এই উত্মস্বরী স্পর্শ করিতেছি—এই মন্ত্রে [সদঃস্থানে নিহিত] উত্মস্বর-শাখা স্পর্শ করেন। এই উত্মস্বরই [ঐ মন্ত্রোক্ত] অম্বরূপ ও রসরূপ। পুরাকালে দেবগণ আপনাদের মধ্যে অন্ন ও রস বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন ; তৎকালে [ভূমিপতিত অম্বরসের অংশ হইতে] উত্মস্বর উৎপন্ন হইয়াছিল। সেইজন্য সেই উত্মস্বররূপ সংবৎসর মধ্যে তিনবার ফলবান্ হয়। এই যে উত্মস্বর স্পর্শ করা হয়, এতদ্বারা ভক্ষণীয় অম্নকে ও রসকেই স্পর্শ করা হয়।

তৎপরে বাক্-সংযম (মৌনধারণ) করা হয়। যজ্ঞই বাক্-স্বরূপ ; এতদ্বারা যজ্ঞকেই নিয়মিত করা হয়। দিবাভাগে বাক্-সংযম হয় ; দিবাভাগ স্বর্গলোকস্বরূপ, এতদ্বারা স্বর্গলোকেই নিয়মিত (অধীন) করা হয়।

দিবাভাগে বাগ্-বিসর্গ করিবে না (কথা কহিবে না) ; দিবাভাগে বাগ্-বিসর্গ করিলে দিনকে শত্রুর স্থানে দেওয়া হইবে। রাত্রিতেও বাগ্-বিসর্গ করিবে না। রাত্রিতে বাগ্-বিসর্গ করিলে রাত্রিকেও শত্রুর স্থানে দেওয়া হইবে।

[দিনে বা রাত্রিতে কথা না কহিয়া] যখন সূর্য্য অস্তগমন কাল প্রাপ্ত হইবে, সেই সময়ে বাগ্-বিসর্গ করিবে। তাহাতে

কেবল সেই [অন্তগমন] কালটুকুই শত্রুর স্থানে দেওয়া হইবে।

অথবা সূর্য্য অন্তগত হইবামাত্র বাগ্-বিসর্গ করিবে ; তদ্বারা দ্বেষকারী শত্রুকে তমোমগ্ন করা হইবে।

[সদঃস্থান হইতে বাহিরে আসিয়া] আহবনীয়ে পরিভ্রমণ করিয়া বাগ্-বিসর্গ করিবে। আহবনীয় যজ্ঞস্বরূপ ; আহবনীয় স্বর্গলোকস্বরূপ ; ইহাতে যজ্ঞদ্বারা ও স্বর্গলোক দ্বারা স্বর্গলোক পাওয়া যায়।

“যদিহোনমকর্ষ্ম যদত্যরীরিচাম প্রজাপতিং তৎ পিতর-মপ্যেতু”—এই যজ্ঞে যে কর্ষ্ম উন (অসম্পূর্ণ) ২৭ বাক্য অকর্ষ্ম (অননুষ্ঠিত) আছে এবং বাহ্য অতিরিক্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত [দোষজনক অনুষ্ঠান] পিতা প্রজাপতিকে প্রাপ্ত হউক—এই মন্ত্রে বাগ্-বিসর্গ করিবে। সকল প্রজা প্রজাপতির পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছে ; উন বা অতিরিক্ত উভয় পদার্থেরই আশ্রয়স্থান প্রজাপতি ; সেইজন্য [এই মন্ত্র পাঠ করিলে] উন বা অতিরিক্ত কোন দোষই অনুষ্ঠাতার বিঘ্ন জন্মায় না। যে ইহা জানিয়া ঐ মন্ত্রে বাগ্-বিসর্গ করে, সে উন ও অতিরিক্ত উভয় কর্ষ্মকেই লক্ষ্য করিয়া প্রজাপতি-কেই প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য এইরূপ জানিয়া ঐ মন্ত্র দ্বারাই বাগ্-বিসর্গ করিবে।

ষষ্ঠ খণ্ড

দশমাহ

‘অনন্তর চতুর্হোত্মস্তের ব্যাখ্যান যথা—’ অধ্বর্য্যো!..... উপবক্তাসীং”

চতুর্হোতৃ মন্ত্র বলিবার পূর্বে হোতা “অধ্বৰ্যো” বলিয়া আহ্বান করিবেন ; ইহাই এস্থলে আহাব মন্ত্র হইবে ।’

“ওঁ হোতাস্থথা হোতঃ”—অহে হোতা, তাহাই হউক, অহে হোতা, তাহাই কর—এই মন্ত্রে অধ্বৰ্য্য প্রতিগর করিবেন । [হোতার পাঠ্য পরবর্তী] দশটি পদের প্রত্যেক পদের অবসানে প্রতিগর করিবেন । [প্রথম পদ] “তেমাং চিত্তিঃ অগ্নাসীৎ”—[প্রজাপতি গৃহপতি ও দেবগণ যজ্ঞমান হইয়া যে হোম করিয়াছিলেন তাহাতে] সেই দেবগণের চিত্তি (বিদ্যবোধ শক্তি) অগ্নি- (জুহু)-স্বরূপ হইয়াছিল । [দ্বিতীয় পদ] “চিত্তমাজ্যমাসীৎ”—তঁাহাদের চিত্ত (অন্তঃ-করণ) আজ্য হইয়াছিল । [তৃতীয় পদ] “বাগ্বেদিরাসীৎ”—বাগিন্দ্রিয় বেদি হইয়াছিল । [চতুর্থ পদ] “আধীতং বহিরাসীৎ”—ধ্যানলব্ধ যাবতীয় বস্তু বর্হি হইয়াছিল । [পঞ্চম পদ] “কেতো অগ্নিরাসীৎ”—জ্ঞান অগ্নি হইয়াছিল । [ষষ্ঠ পদ] “বিজ্ঞাতমগ্নীদাসীৎ”—বিজ্ঞান আগ্নীধ্র নামক ঋত্বিক হইয়াছিল । [সপ্তম পদ] “প্রাণো হবিরাসীৎ”—প্রাণ হব্য হইয়াছিল । [অষ্টম পদ] “সামাধ্বৰ্য্যুরাসীৎ”—সাম অধ্বৰ্য্য হইয়াছিল । [নবম পদ] “বাচস্পতির্হোতাসীৎ”—বহস্পতি হোতা হইয়াছিলেন । [দশম পদ] “মন উপবত্তা আসীৎ”—মন উপবত্তা (মৈত্রাবরুণ) হইয়াছিলেন ।’

(১) শস্ত্র পাঠের পূর্বে যেমন “শোংসাবোম্” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আহাব হয়, এস্থলে সেইরূপ আহাব মন্ত্র “অধ্বৰ্যো” ।

(২) চিত্তি প্রভৃতি শব্দের সাধারণ এইরূপ অর্থ দিয়াছেন ।

ইদং বস্তু ঐদৃশমেব ন তু অন্তথা ইতি বা সমাগ্ জ্ঞানরূপা মনোবুদ্ধিঃ সা চিত্তিঃ । পূর্বোক্তবাক্যঃ

চতুর্হোতৃ মন্ত্র পাঠের পর মানসগ্রহ গ্রহণের জন্ত হোতার পাঠ্য অবগ্রহ মন্ত্র যথা—“তে বা এতং . . . রাৎস্রাম”

“তে বা এতং গ্রহমগৃহুত” তাঁহারা (প্রজাপতি সহিত দেবগণ) এই [মানস] গ্রহ গ্রহণ করিয়াছিলেন । [গ্রহণ-কালে বৃহস্পতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন] “বাচস্পাতে বিধে নামন্”—অহে বাচস্পতি, অহে বিধি, অহে নময়িতা ; “বিধেম তে নাম”—তোমার নাম খ্যাত করিতেছি ; “বিধেস্তস্মাকং নাম্না দ্যাং গচ্ছ”—তুমি আমাদের কীর্তি সম্পাদন কর ও কীর্তি সহিত স্বর্গে যাও—“দ্যাং দেবাঃ প্রজাপতি-গৃহপতয়ঃ ঋক্মিৱরাধ্ব বংস্তামৃক্মিঃ রাৎস্রামঃ”—প্রজাপতিকে গৃহপতিরূপে পাইয়া দেবগণ যে ঋক্মি (ঐশ্বর্য) লাভ করিয়া ছিলেন, আমরা (যজমানেরা) যেন সেই ঋক্মি পাইতে পারি ।

চতুর্হোতৃ মন্ত্র ও গ্রহমন্ত্র পাঠের পর হোতা প্রজাপতিতনু নামক মন্ত্র ও ব্রহ্মোক্ত নামক মন্ত্র পাঠ করিবেন যথা—“অথ প্রজাপতেঃ.....অরাৎস্রাম”

অনন্তর প্রজাপতিতনুমন্ত্র ও ব্রহ্মোক্ত মন্ত্র যথাক্রমে পাঠ করিবে ।

[প্রজাপতিতনু মন্ত্র] “অন্নাদা চান্নপত্নী চ ভদ্রা চ কল্যাণী চ অনিলয়া চাপভয়া চ অনাপ্তা চানাপ্যা চ অনাপ্সম্যা চাপ্রতিপ্সম্যা

চিস্তিরূপায়াঃ বৃত্তেরাধারভূতং বসন্তঃকরণং তৎ চিত্তম্ । বাগ্ বাগ্মিল্লিয়ম্ । আ সমদ্যাদ্ দীতঃ মনসা ধ্যাতং বসন্ত ভদ্ আধীতম্ । কেদৃজ্ঞানমাত্রম্ । মনসা বিশেষণ নিশ্চিতং বসন্ত ভদ্ বিজ্ঞাতম্ । প্রাণঃ প্রাণবায়ুঃ । সাম যদ্ গীতমানম্ । বাচস্পতিঃ/বৃহস্পতিঃ । মনঃ অধঃকরণম্ । যদ্যপোকেমবাস্তঃকরণং চিত্তপদেন মনঃশব্দেন অভিদীয়তে তথাপি যদবস্থা বিশেষো দৃষ্টব্যঃ । চিস্তি-কেদাপি বুদ্ধিজনকাদ্বাক্যকারণে চিত্তম্ । বৃত্তিরহিত-স্বরূপঃ সত্ত্বানাকারণে মনঃ ।

উক্ত দশটি পদের প্রত্যেক পদ পাঠের পর অক্ষরুা প্রতিগর উচ্চারণ করেন । এই দশ পদ একত্র যোগে চতুর্হোতৃ মন্ত্র ।

চ অপূৰ্বা চাত্ৰাতৃব্য চ” * এস্থলে অন্নাদা ও অন্নপত্নী [প্রজাপতির এই দুই মূর্তি মধ্যে] অন্নাদা মূর্তি অগ্নি এবং অন্নপত্নী মূর্তি আদিত্য; তদ্রূপ ভদ্রা মূর্তি সোম ও কল্যাণী মূর্তি পশুগণ; অনিলয়া মূর্তি বায়ু, কেননা এই বায়ু কখনও গতিহীন হন না, আর অপভয়া মূর্তি মৃত্যু, কেননা আর সকলেই মৃত্যু হইতে ভয় পায়; অপিচ অনাপ্তা (অপ্রাপ্তা) মূর্তি পৃথিবী ও অনাপ্যা (অপ্রাপ্যা) মূর্তি স্বর্গ; অনাধ্ব্যা মূর্তি অগ্নি ও অপ্রতিধ্ব্যা মূর্তি আদিত্য; অপূৰ্বা (সকলের অগ্রে স্থিত) মূর্তি মন ও চাত্ৰাতৃব্য (অপরাজ্য়েয়) মূর্তি সংবৎসর।

এই দ্বাদশটিই প্রজাপতির তনু (মূর্তি); এই দ্বাদশ তনুতে প্রজাপতি সম্পূর্ণ হন; এই মন্ত্র পাঠে দশমাহ সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত প্রজাপতিকে লাভ করে।

অনন্তর ব্রহ্মোক্ত মন্ত্র বলিবে। * কেহ বলিবেন “অগ্নিগৃহপতিঃ”—অগ্নিই গৃহপতি; অন্যে বলিবেন “সোহস্র লোকস্র গৃহপতিঃ”—না, অগ্নি কেবল এই ভূলোকেরই গৃহপতি; কেহ বলিবেন “বায়ুগৃহপতিঃ”—বায়ুই গৃহপতি; অন্যে বলিবেন “সোহস্তরিকলোকস্র গৃহপতিঃ”—বায়ু কেবল অন্তরিক্ষলোকের গৃহপতি; তখন সকলে বলিবেন, “অসৌ বৈ গৃহপতির্ঘোহসৌ তপতি”—ঐ যিনি তাপ দেন, সেই [আদিত্যই] গৃহপতি। ঋতুসকল গৃহস্বরূপ ও উনিই তাহার পতি। যে

(৩) অন্নাদা ও অন্নপত্নী মূর্তি প্রজাপতির দ্বাদশ মূর্তির স্বরূপ কথিত হইতেছে।

(৪) ব্রাহ্মণগণের কথামতে যে মন্ত্র কথিত হয়, তাহা ব্রহ্মোক্ত মন্ত্র। ব্রাহ্মণানামুখ্যঃ সংখ্যাদে ব্রহ্মোধ্যম্।

দেব সেই ঋতুসকলের পতি, তাঁহাকে গৃহপতি জানিয়া যে গৃহপতি হয়, সেই গৃহপতিই সমৃদ্ধি লাভ করে, ও সেই যজ্ঞমানেরাও সমৃদ্ধি লাভ করে। ঋতুসকলের পতি ঐ দেবতাকে পাপহীন জানিয়া যে গৃহপতি হয়, সেই গৃহপতি স্বয়ং পাপহীন হয়, সেই যজ্ঞমানেরাও পাপহীন হয়। [শেষে বলিবেন] “অধ্বৰ্যো অরাৎস্ব”—অহে অধ্বর্যু, আমরাও সমৃদ্ধ হইব, আমরাও সমৃদ্ধ হইব।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

অগ্নিহোত্র

ষোড়শাং যাগের বিবরণ সমাপ্ত হইল। এইবার অগ্নিহোত্রের বিবরণ দেওয়া হইবে। অগ্নিহোত্র যাগে কেবল একজন ঋত্বিক আবশ্যক হয় ; তিনি অধ্বর্যু। তিনি যজ্ঞমান কর্তৃক প্রেরিত হইয়া গার্হপত্য অগ্নি হইতে জলমু অগ্নি উদ্ধৃত করিয়া আহবনীয়ে স্থাপিত করেন। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে এই অমুষ্ঠানে অগ্নিহোত্রের আরম্ভ হয়। যথা—

যজ্ঞমান অপরাহ্নে [অধ্বর্যুকে] বলিবেন, [গার্হপত্য হইতে] আহবনীয় অগ্নি উদ্ধৃত করুন। যজ্ঞমান সমস্ত দিন যে সংকর্ষ করিয়াছেন, এতদ্বারা তৎসমস্তই উদ্ধৃত করিয়া নির্ভয় আহবনীয়ে স্থাপন করা হয়। যজ্ঞমান প্রাতঃকালে

[অশ্বযুক্ত্যকে] বলিবেন, আহবনীয় অগ্নি উদ্ধৃত করুন । তিনি সমস্ত রাত্রিতে যে মৎস্কর্ম করিয়াছেন, এতদ্বারা তৎসমস্তই উদ্ধৃত করিয়া নির্ভয় আহবনীয়ে স্থাপন করা হয় । আহবনীয় যজ্ঞস্বরূপ ; আহবনীয় স্বর্গস্বরূপ ; যে ইহা জানে, সে স্বর্গলোকে যজ্ঞস্বরূপ স্বর্গলোকে স্থাপন করে । যে যজ্ঞমান অগ্নিহোত্রে ব্যবহার্য্য হোমদ্রব্যকে বিশ্বদেবদৈবত, ষোড়শকলান্বিত ও পশুগণে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানে, সে বিশ্বদেবদৈবত, ষোড়শকলান্বিত ও পশুগণে প্রতিষ্ঠিত অগ্নিহোত্র যজ্ঞদ্বারা সমৃদ্ধ হয় । ঐ হোমদ্রব্য (ক্ষীর) বভ্রফণ গাভীর শরীরে থাকে, তখন উহার দেবতা রুদ্র ; যখন বৎসের স্পর্শে আইসে, তখন উহার দেবতা বহু ; যখন উহা দোহন করা যায়, তখন দেবতা অশ্বিদ্বয় ; দোহনান্তে দেবতা সোম ; অগ্নিতে পাকের সময় দেবতা বরুণ ; পাত্রনধ্যে তাপে স্ফীত হইয়া উঠিবার সময় দেবতা পুনা ; পাত্র হইতে উথলিয়া পড়িবার সময় দেবতা মরুদগণ ; বুধুদবুদ্ধ অবস্থায় দেবতা বিশ্বদেবগণ ; শব্দ গড়িলে দেবতা মিত্র ; অগ্নি হইতে নামাইয়া রাখিলে দেবতা গাবাপৃথিবী ; হোমের জন্ম গ্রহণের উপক্রম করিলে দেবতা সবিতা ; গ্রহণ করিয়া লইয়া যাইবার সময় দেবতা বিষ্ণু ; বেদিতে রাখিলে দেবতা বৃহস্পতি ; প্রথম আহুতিকালে দেবতা অগ্নি, শেষাহুতিকালে দেবতা প্রজাপতি ; আহুতির পর দেবতা ইন্দ্র । এইরূপে অগ্নিহোত্রের হোমদ্রব্য বিশ্বদেবদৈবত, [উল্লিখিতরূপ] ষোড়শ-অবস্থাবুদ্ধ এবং পশুগণে প্রতিষ্ঠিত হয় । যে ইহা জানে, সে বিশ্বদেবদৈবত, ষোড়শকলান্বিত ও পশুগণে প্রতিষ্ঠিত অগ্নিহোত্র যজ্ঞদ্বারা সমৃদ্ধ হয় ।

দ্বিতীয় খণ্ড

অগ্নিহোত্র

অগ্নিহোত্র যজ্ঞে বৈকল্য ঘটিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা যথা—“যস্মাগ্নি-
হোত্ৰী.....জুহোতি”

যে যজমানের অগ্নিহোত্রী গাভী বৎসসংযোগের পর দোহন-
কালে বসিয়া পড়ে, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে ?

সেই গাভীকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে
“যস্মান্দ্ভীয়া নিষীদসি ততো নো অভয়ং কুধি । পশূন্মঃ সৰ্ব্বান্
গোপায় নমো রুদ্রায় গীতুমে”—যাহার ভয়ে তুমি বসিয়াছ,
তাহা হইতে আমাদের অভয় সম্পাদন কর ; আমাদের সকল
পশুকে রক্ষা কর ; সেচনসমর্থ রুদ্রকে প্রণাম । তৎপরে
এই মন্ত্রে গাভীকে উঠাইবে—“উদস্বাদ দেব্যাদিতিরায়ুর্গজ্জপতা-
বধাৎ । ইন্দ্রায় কৃণুতী ভাগং মিত্রায় বরুণায় চ”—দেবা
অদिति উঠিয়াছেন, উঠিয়া যজ্ঞপতিতে (যজ্ঞমানে) আয়ু স্থাপন
করিয়াছেন ; ইন্দ্রকে, মিত্রকে ও বরুণকে আপনার ভাগ
দিয়াছেন । তৎপরে তাহার বাঁটে জল দিয়া ও মুখে জল
দিয়া সেই গাভী ব্রাহ্মণকে দান করিবে । ইহাই এস্থলে
প্রায়শ্চিত্ত ।

যাহার অগ্নিহোত্রী গাভী বৎসসংযোগের পর দোহনকালে
হস্তারব করে, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত ? ঐ গাভী যজ্ঞমানকে
আপনার ক্ষুধা জানাইবার জন্যই ঐরূপ রব করে ; অতএব
[অমঙ্গলের] শান্তির জন্য তাহাকে এই মন্ত্রে অন্ন (ভূণাদি)

থাওয়াইবে ; কেননা অন্নই শান্তিহেতু । [মন্ত্র] “সূর্যবসান্তুগ-
বতী হি ভূয়াঃ”—ভগবতী, তুমি সুন্দরত্বগভোজিনী হও ।
এস্থলে ইহাই প্রায়শ্চিত্ত ।

যাহার অগ্নিহোত্রী গাভী বৎসসংযোগের পর দোহনকালে
বিচলিত হয় [ও ক্ষীর ফেলিয়া দেয়], সেস্থলে কি
প্রায়শ্চিত্ত ? ভূমিতে যে ক্ষীর ফেলিয়া দিবে, তাহা স্পর্শ
করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে—“যদন্ত দুক্ষং পৃথিবীমশ্বপু
যদোষধীরত্যশ্বপদ যদাপঃ । পয়ো গৃহেষু পয়ো অগ্ন্যায়াং
পয়ো বৎসেষু পয়ো অশ্ব তন্ময়া”—যে দুক্ষ পৃথিবীতে পতিত
হইয়াছে, যাহা ওষধির উপর (বাসের উপর) পড়িয়াছে,
যাহা ভূলে পড়িয়াছে, সেই সমুদয় দুক্ষ আমাদের গৃহে,
আমাদের গাভীতে, আমাদের বৎসে ও আমাদের শরীরে
(উদরে) স্থানলাভ করুক । সে দুক্ষ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা
যদি হোমের পক্ষে পর্যাপ্ত হয়, তবে [প্রায়শ্চিত্তের পর]
তদ্বারাই হোম করিবে । কিন্তু যদি সমস্ত দুক্ষই ভূপতিত
হয়, তাহা হইলে অন্য গাভী আনিয়া তাহাকে দোহন করিয়া
তদ্বারা হোম করিবে । [যদি অন্য গাভী না পাওয়া যায়]
তাহা হইলে অন্য দ্রব্যে, অন্ততঃ শ্রদ্ধা দ্বারাও, হোম করিবে ।
যে ইহা জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, তাহার সকল দ্রব্যই
যজ্ঞযোগ্য হইয়াছে, সকল দ্রব্যই হোমার্থ গৃহীত হইয়াছে ।

(১) দুক্ষ না পাইলে দধি বা ঘবাণ্ড প্রভৃতি হোমদ্রব্যে হোম করিবে । তাহাও না পাইলে
“অহং শ্রদ্ধাং জুহোমি” এই সঙ্কল্প দ্বারা শ্রদ্ধা হোম করিবে । অগ্নিহোত্র কিছুতেই পরিভ্যাগ
করিবে না ।

তৃতীয় খণ্ড

অগ্নিহোত্র

শ্রদ্ধাহোমের কথা বলা হইল। শ্রদ্ধাহোমে কোন পার্থিবদ্রব্য হব্যরূপে দেওয়া হয় না ; ইহার দক্ষিণায়নরূপ গা-দিগি পশ্চিম দিক দিতে হয় না। এইহেতু ইহাকে ভাবনাহোমও বলে। এই ভাবনাহোমের সম্বন্ধে বলা হইতেছে যথা—“অসৌ বা অস্ত্র..... অগ্নিহোত্রং জুহোতি”

[ভাবনা-হোম বিষয়ে] যজ্ঞমানের পক্ষে ঐ আদিত্য যুগ্মস্বরূপ, পৃথিবী বেদিস্বরূপ, ওষধিসকল বর্হিঃস্বরূপ, বনস্পতি সকল ইন্দ্রস্বরূপ, জল প্রোক্ষণীয়স্বরূপ ও দিক্‌সমূহ পরিধিস্বরূপ হইয়া থাকে। যে ইহা জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, তাহার সম্পর্কবৃত্ত যাহা কিছু ইহলোকে নষ্ট হয়, যে কেহ মরিয়া যায়, যাহা কিছু অপগত হয়, সে সমস্তই যজ্ঞে প্রদত্ত বস্তুর ন্যায় ঐ স্বর্গলোকে তাহার নিকট ফিরিয়া আসে। ঐ শ্রদ্ধাহোমকারী কখনও দেবগণকে, কখনও মনুষ্যকে, এমন কি জগতে যাহা কিছু আছে, তৎ সমস্তই দক্ষিণায়নরূপে কল্পনা করেন। সায়াংকালে আহুতির সময় [পান্ডিক-রূপে কল্পিত] দেবগণের হস্তে মনুষ্যগণকে ও এমন কি জগতে যাহা কিছু আছে, তৎ সমস্তই, দক্ষিণায়নরূপে অর্পণ করা হয়। দেবগণে দক্ষিণায়নরূপে সমর্পিত হইলে মনুষ্যগণ [রাত্রিকালে] গৃহবুদ্ধি-শূন্য হইয়া শয়্যার লীন হইয়া পড়ে। প্রাতঃকালে আহুতির সময় [পান্ডিক-রূপে কল্পিত] মনুষ্যগণের হস্তে দেবগণকে ও এমন কি জগতে যাহা কিছু আছে তৎ সমস্তই, দক্ষিণায়নরূপে দেওয়া হয়। তখন (দিবাভাগে) দেবগণ [মনুষ্যের

অধীন হইয়া] আমি [ঐ ব্যক্তির] এই কার্য্য করিব, আমি [ঐ ব্যক্তির নিকট] ঐ স্থানে যাইব, এইরূপ বলিতে বলিতে [মনুষ্যের] অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা করেন।^১ যে ইহা জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, সে, সর্ব্বদা [দক্ষিণাশ্বরূপে] দান করিলে যে যে লোক অৰ্জ্জন করা যায়, সেই সমস্ত লোকই অৰ্জ্জন করিয়া থাকে।

তৎপরে অগ্নিহোত্রপ্রশংসা যথা—“অগ্নয়ে বা এষঃ.....অগ্নিহোত্রং জুহোতি”

সায়ংকালে অগ্নিতে যে আহুতি দেওয়া যায়, তাহা [গবাময়ন যাগের আরম্ভে প্রযুক্ত] আশ্বিনশাস্ত্রের তুল্য। এস্থলে [অগ্ন্যুদ্ধরণ মন্ত্রের অন্তর্গত] বাক্ শব্দই প্রতিগরের কার্য্য করে। যে ইহা জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, অগ্নির সাহায্যে তাহার [গবাময়নের আরম্ভে] রাত্রিতে বিহিত আশ্বিনশাস্ত্র পাঠের ফল হয়।

প্রাতঃকালে আদিত্যকে যে আহুতি দেওয়া যায়, তাহা [গবাময়নের শেষভাগে প্রযুক্ত] মহাব্রতের তুল্য হয়। এস্থলে [অগ্নিহোত্রভক্ষণ মন্ত্রের অন্তর্গত] অন্ন শব্দে [অন্নরূপ] প্রাণই প্রতিগরের কার্য্য করে। যে ইহা জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, আদিত্যের সাহায্যে তাহার মহাব্রত দিবসের [নিঃস্কবল্য] শাস্ত্র পাঠের ফল হয়।

(১) সায়ংহোমে দেবগণ ঋত্বিক্, মনুষ্য ও অশ্ব বাষভীয় জাগতিক পদার্থ দক্ষিণা। দক্ষিণা-রূপে দেবগণের হস্তে সমর্পিত হইলে মনুষ্য রাত্রিকালে ঘুমাইয়া পড়ে ও সম্পূর্ণভাবে দেবগণের অধীন হয়। প্রাতঃহোমে মনুষ্যগণই ঋত্বিক্, দেবগণ ও জাগতিক পদার্থ তাঁহাদের নিকট প্রদত্ত দক্ষিণা। দিনের বেলায় দেবতারা মনুষ্যের অধীন হইয়া তাঁহাদের হিতসাধনার্থ নিযুক্ত থাকেন।

(২) পন্নঃ পন্নো রেতোহমাহ্—এই মন্ত্রে অগ্নিহোত্রের হব্য ভক্ষণ করিতে হয়।

এই অগ্নিহোত্রে সংবৎসর মধ্যে সায়ংকালীন আহুতি-সংখ্যা সাতশত বিশ ; সংবৎসরমধ্যে প্রাতঃকালীন আহুতি-সংখ্যাও সাতশত বিশ ; এইরূপে আহুতিসংখ্যা [গবাময়ন যাগে] অগ্নির যজুর্মন্ত্রপূত ইষ্টকসংখ্যার সমান । সে ঈদা জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, তাহার সংবৎসরমধ্যে [গবাময়ন মন্ত্রের] চিত্তা অগ্নিদ্বারা যাগ করার ফল হয় ।^১

চতুর্থ খণ্ড

অগ্নিহোত্র

তৎপর অগ্নিহোত্রের সময় সম্বন্ধে কথা—“বৃষগুয়ো হ.....হোতবাম”

জাতুকর্ণ্য (জতুকর্ণের পৌত্র) বাতাবত (বতাবতের পুত্র) বৃষশুশ্র্য^১ ঋষি [অগ্নিহোত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া] বলিয়া-ছিলেন, পূর্বে অগ্নিহোত্র দুইদিনে আহুত হইত, এখন কিন্তু একদিনেই হইতেছে, ইহা দেবগণকে আমি বলিয়া দিব ।^২

গন্ধর্ব্বকর্তৃক গৃহীতা কুমারী (কোন ঋষিকন্যা) এইরূপ বলিয়াছিলেন, পূর্বে অগ্নিহোত্র দুইদিনে আহুত হইত, এখন কিন্তু একদিনেই হইতেছে, ইহা আমি পিতৃগণকে বলিয়া দিব ।

(৩) গবাময়ন যাগারম্ভে অগ্নিহোত্রে উত্তর বেদি নির্মাণ করিতে হয় । উহাতে ১০০০খানি ইষ্টক আবশ্যক ; প্রত্যেক ইষ্টকের স্থাপনার পৃথক্ যজুর্মন্ত্র পঠিত হয় । এই বেদিতে স্থাপিত অগ্নির নাম—চিত্তা অগ্নি ।

(১) সূর্যের চার বলশালী (সায়ণ)

(২) প্রাচীন ঋষিরা দুই দিনে হোম করিতেন । আধুনিক ঋষিরা একদিনে করিতেছেন । ইহা অস্বাভাবিক । (সায়ণ)

[সূর্য্য] অন্তগত হইলে সায়াং হোম করিলে ও অনুদিত থাকিতে প্রাতঃকালে হোম করিলে একদিনে অগ্নিহোত্রের হোম হয় ; আর অন্তগমনের পর সায়াংকালে ও উদয়ের পর প্রাতঃকালে হোম করিলে দুইদিনে হোম হয় ।

এইজন্য উদয়ের পরই হোম কর্তব্য ।

যে অনুদয়ে হোম করে, সে চব্বিশ বৎসরে গায়ত্রী লোক প্রাপ্ত হয় ;^{*} আর যে উদয়ে হোম করে, সে বার বৎসরে প্রাপ্ত হয় । সে ব্যক্তি দুই বৎসর অনুদয়ে হোম করিলে এক বৎসরে কৃত উদয়ে হোমের ফল হয় । যে ইহা জানিয়া উদয়ে হোম করে, সে সংবৎসরেই সংবৎসরের ফল পায় । এইজন্য উদয়ের পরই হোম কর্তব্য ।

যে অন্তগমনের পর সায়াংহোম করে ও উদয়ের পর প্রাতঃহোম করে, সে দিন ও রাত্রি উভয়ের তেজেই হোম করিয়া থাকে ; কেননা রাত্রি অগ্নির তেজেই তেজস্বতী, আর দিন আদিত্যের তেজেই তেজস্বী । যে ইহা জানিয়া উদয়ের পর হোম করে, তাহার দিন রাত্রি উভয়ের তেজেই হোম করা হয় । সেইজন্য উদয়ের পরই হোম কর্তব্য ।

পঞ্চম খণ্ড

অগ্নিহোত্র

অগ্নিহোত্র সম্বন্ধে আরও কথা—“এতে হ বৈ.....হোতব্যম্”

এই যে দিন ও রাত্রি, উহা [রথরূপী] সংবৎসরের

ছুইখানি চাকা । এ ছুয়ের সাহায্যেই সংবৎসর পাওয়া যায় । এক চাকায় চলিলে যে রূপ হয়, যে অনুদয়ে হোম করে, সে যেন সেইরূপ । আর ছুই চাকায় চলিলে যেমন দ্রুতবেগে পথ অতিক্রম করা চলে, যে উদয়ের পর হোম করে, সে সেইরূপ । এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া এই যজ্ঞগাথা^১ গীত হইয়া থাকে :—

“যাহা ভূত ও যাহা ভবিষ্যৎ, সে সমস্তই বৃহৎ ও রথন্তর এই [পৃষ্ঠস্তোত্রনিষ্পাদক] সামদ্বয়ে যুক্ত হইয়া চলিতেছে । ধীর ব্যক্তি অগ্নির আধান করিয়া তদুভয় দ্বারা যাগ করিবেন ; দিবাভাগে একের (সূর্য্যের) হোম করিবেন, রাত্রিতে অণের (অগ্নির) হোম করিবেন ।”

রাত্রির সহিত রথন্তরের সম্বন্ধ ও দিনের সহিত বৃহতের সম্বন্ধ ;^২ অগ্নিই রথন্তর ও আদিত্যই বৃহৎ । যে ইহা জানিয়া উদয়ের পর হোম করে, ঐ ছুই দেবতা তাহাকে ব্রহ্মের (আদিত্যের) স্থান স্বর্গলোক প্রাপ্ত করান । সেইজন্য উদয়ের পরই হোম করিবে ।

এই বিষয়ে [আর একটি] যজ্ঞগাথা গীত হইয়া থাকে :—

“দ্বিতীয় অশ্ব যোজনা না করিয়া যে ব্যক্তি একটিমাত্র অশ্ব দ্বারা [রথ চালাইয়া] যায়, যেসকল ব্যক্তি উদয়ের পূর্বে হোম করে, তাহারাও সেইরূপ চলিয়া থাকে ।”

এ ভ্রগতে যাহা কিছু আছে, তৎ সমস্তই ঐ [আদিত্য]

(১) যজ্ঞগাথা যজ্ঞ প্রতিপাদিকা গাথা । হুভাধিত্বেন সর্কেগৌরমানা গাথা । (সারণ)

(২) সমস্ত অগ্নি (ভূত ও ভবিষ্যৎ) বৃহৎ ও রথন্তরের দ্বায়ে চলিতেছে ।

দেবতার পশ্চাৎ গমন করে ;’ এই জন্ত জগতে যাহা কিছু আছে, তৎ সমস্তই এই দেবতার অনুচর ; ঐ দেবতাও এইরূপে বহু-অনুচর-যুক্ত । যে ইহা জানে, সে অনুচর লাভ করে ও তাহার বহু অনুচর হয় ।

ঐ আদিত্য একমাত্র অতিথির ন্যায় হোমকর্তার গৃহে [উপস্থিত হইয়া] বাস করেন । এ বিষয়ে একটি গাথা আছে :—

“যে চোর হইয়া পদ্মের মূল অপহরণ করিয়াছে, সে নিষ্পাপ ব্যক্তির প্রতি পাপাপবাদের ফল ভোগ করুক, সে পাপীর পাপের ফল ভোগ করুক, সে নায়ংকালে সমাগত একমাত্র অতিথিকে [গৃহ হইতে] বাহির করার ফল ভোগ করুক”^৩ ।

ঐ [গাথায় উক্ত] একমাত্র অতিথি ঐ আদিত্য । তিনিই হোমকারীর নিকটে আসিয়া বাস করেন । যে ব্যক্তি অগ্নি-হোত্রে সমর্থ হইয়াও অগ্নিহোত্র হোম না করে, সে সেই [অতিথিরূপী] দেবতাকে বাহির করিয়া দেয় । যে অগ্নিহোত্রে সমর্থ হইয়াও অগ্নিহোত্র হোম না করে, ঐ দেবতা তাকে এই লোক ও ঐ [স্বর্গ] লোক, উভয় লোক হইতেই বাহির করিয়া দেন । অতএব যে অগ্নিহোত্রে সমর্থ, সে যেন হোম

(৩) এই বিষয়ে এই মন্ত্রে স্মৃতি আছে । সূর্য্য সকলের প্রাণ গ্রহণ করিয়া অন্ত নান ও সকলের প্রাণ গ্রহণ করিয়া উপস্থিত হন ।

(৪) কোন ব্যক্তি, পদ্মের মূল (বিস) চুর করিয়াছে, এই অপবাদগ্রস্ত হইয়া সপ্তবিদের সম্মুখে আসন্নোষ কালনার্থ ঐ গাথাবারা শপথ করিয়াছিল । সেই গাথা এখানে উদ্ধৃত হইতেছে । (সায়ণ) এখানে উহার যৌক্তিকতা পরে দেখান হইতেছে ।

করে। সেইজন্য লোকে বলে যে, সায়ংকালে সমাগত অতিথিকে বাহির করিয়া দিবে না।

এইরূপ শুনা যায়, যে জনশ্রুতের পুত্র নগরবাসী ঋষি এই তত্ত্ব জানিয়া উদয়ের পর হোমকারী মনুতন্তুর পৌত্র একাদশাঙ্কের পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, ইনি সেই তত্ত্ব জানিয়া হোম করেন, কি না জানিয়া হোম করেন, তাহা ইহার প্রজা (বংশবৃদ্ধি) দেখিয়া স্থির করিব। সেই একাদশাঙ্কের পুত্রের [বহু জনাকীর্ণ] রাষ্ট্রের মত বহু সন্তান হইয়াছিল। যে ঐ তত্ত্ব জানিয়া উদয়ের পর হোম করে, তাহার রাষ্ট্রের মতই বহু সন্তান জন্মে। এই হেতু উদয়ের পরই হোম করিবে।

ষষ্ঠ খণ্ড

অগ্নিহোত্র

অগ্নিহোত্র সম্বন্ধে অত্যাশ্চর্য কথা—“উত্তম.....এযামিতি”

আদিত্য উদয়ের পরই [হব্যার্থী হইয়া] আহবনীয়ে আপন রশ্মি যোজনা করেন। যে অনুদয়ে হোম করে, সে যেন [ভূগিষ্ঠ হইবার পূর্বেই] অজাত বালককে বা বৎসকে স্তন দিয়া থাকে। যে উদয়ে হোম করে, সে যেন জাত বালককে বা বৎসকে স্তন দেয়। যে ব্যক্তি [উদিত] সূর্যকে হব্যদান করে, ভক্ষণীয় অন্ন উভয় লোকেই, ইহলোক ও অর্গলোক উভয় লোকেই, তাহার নিকট উপস্থিত হয়।

যে ব্যক্তি অনুদয়ে হোম করে, সে যেন মনুষ্যকে বা হস্তীকে হস্ত প্রসারণের পূর্বেই [খাণ্ড] দান করিতে যায়। আর যে উদয়ে হোম করে, সে যেন মনুষ্যকে বা হস্তীকে হস্তপ্রসারণের পর [খাণ্ড] দান করে। যে ইহা জানিয়া উদয়ের পর হোম করে, তাহাকে [আদিত্য] ঐ [হব্যগ্রহণার্থ প্রসারিত] হস্তদ্বারা উর্দ্ধে তুলিয়া স্বর্গলোকে স্থাপন করেন। এই হেতু উদয়ের পরই হোম করিবে।

আদিত্য উদয়ের পরই সকল ভূতকে প্রণয়ন করেন (সকলকে চেষ্টাযুক্ত করেন); এইজন্য ইহার নাম প্রাণ। যে ইহা জানিয়া উদয়ের পর হোম করে, তাহার সমস্ত দ্রব্য প্রাণেই আচ্ছত হয়। অতএব উদয়ের পরই হোম করিবে।

যে ব্যক্তি সূর্য্য অস্তগমন করিলে সায়াংহোম করে, ও উদিত হইলে প্রাতঃহোম করে, সে সত্য মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সত্যেই হোম করে। “ভূভুবঃ স্বরোম্ অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ” বলিয়া সায়াংকালে এবং “ভূভুবঃ স্বরোম্ সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ” এই বলিয়া প্রাতঃকালে হোম করা হয়। যে ইহা জানিয়া উদয়ের পর হোম করে, তাহার সত্যমন্ত্র উচ্চারণ হয় ও সত্যে হোম হয়। অতএব উদয়ের পরই হোম করিবে।

এই উপলক্ষে এই যজ্ঞগাথা গীত হয় :—“যাহারা উদয়ের পূর্বে অগ্নিহোত্র হোম করে, তাহারা দিবাভাগে কীর্তনীয় [সূর্য্যের] রাত্রিতে কীর্তন করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে অসত্য কহিয়া থাকে। কেননা, সূর্য্য জ্যোতিঃস্বরূপ; কিন্তু সে সময়ে (উদয়ের পূর্বে) সূর্য্যের সেই জ্যোতি থাকে না।

সপ্তম খণ্ড

প্রায়শ্চিত্ত

বাহুতি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন যথা—“প্রজাপতির কাময়ত.....কর্ষবা”

প্রজাপতি কামনা করিলেন, আমি বহু হইয়া জন্মিব । তিনি তপস্যা করিলেন । তিনি তপস্যা করিয়া পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যলোক, এই লোকসকল সৃষ্টি করিলেন ; তৎপরে সেই লোকসকলের পর্যালোচনা করিলেন । তাঁহার পর্যালোচনায় সেই লোকসকল হইতে তিনটি জ্যোতি জন্মিল ; পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরিক্ষ হইতে বায়ু, ও দ্যলোক হইতে আদিত্য জন্মিল । তখন তিনি সেই তিন জ্যোতির পর্যালোচনা করিলেন । তাঁহার পর্যালোচনায় তিন বেদ জন্মিল ; অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্বেদ, ও আদিত্য হইতে সামবেদ জন্মিল । তখন তিনি সেই বেদের পর্যালোচনা করিলেন । তাঁহার পর্যালোচনায় সেই বেদ হইতে তিন শুদ্ধ (জ্যোতিঃপদার্থ) জন্মিল ; ঋগ্বেদ হইতে ভূঃ, যজুর্বেদ হইতে ভুবঃ, সামবেদ হইতে স্বঃ জন্মিল । তখন তিনি সেই শুদ্ধের পর্যালোচনা করিলেন । তাঁহার পর্যালোচনায় তাহা হইতে তিন বর্ণ জন্মিল ;—আকার, উকার ও নকার । তিনি সেই তিন বর্ণকে একত্র যোগ করিলেন ; তাহাতে তাহা ঐ হইল । এইজন্য ঐ বলিয়াই প্রণব করে ; ঐ স্বর্গলোকও ঐ-স্বরূপ ; ঐ যে আদিত্য তাপ দেন, তিনিও ঐ-স্বরূপ ।

সেই প্রজাপতি যজ্ঞ বিস্তার করিলেন, যজ্ঞের আয়োজন

করিলেন ও তদ্বারা যাগ করিলেন। ঋক্‌দ্বারা হোতার কৰ্ম্ম করিলেন, যজুঃদ্বারা অধ্বয্যুর কৰ্ম্ম করিলেন, সামদ্বারা উদগীথ (উদগাতার কৰ্ম্ম) করিলেন ; এবং ত্রয়ীবিদ্যার মধ্যে যাহা শুক্ল (সারভূত), তদ্বারা ব্রহ্মার কৰ্ম্ম করিলেন। সেই প্রজাপতি দেবগণকে যজ্ঞ দান করিলেন। দেবগণ যজ্ঞ বিস্তার করিলেন, যজ্ঞের আয়োজন করিলেন, তদ্বারা যাগ করিলেন ; তাঁহারা ঋক্‌দ্বারা হোতার কৰ্ম্ম, যজুঃদ্বারা অধ্বয্যুর কৰ্ম্ম, সামদ্বারা উদগীথ করিলেন, এবং ত্রয়ীবিদ্যার যাহা শুক্ল, তদ্বারা ব্রহ্মার কৰ্ম্ম করিলেন।

সেই দেবগণ প্রজাপতিকে বলিলেন, যদি আগাদের যজ্ঞে ঋক্ বা যজুঃ বা সাম মন্ত্র হইতে কোন আৰ্ত্তি (প্রমাদ) ঘটে, অথবা আগাদের অজ্ঞাত কোন মন্ত্র হইতে আৰ্ত্তি ঘটে, অথবা যদি সকলপ্রকার মন্ত্র হইতেই আৰ্ত্তি ঘটে, তাহা হইলে কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে? সেই প্রজাপতি দেবগণকে বলিলেন, যদি তোমাদের যজ্ঞে ঋক্ হইতে আৰ্ত্তি ঘটে, তবে ভূঃ এই মন্ত্রে গার্হপত্যে হোম করিবে; যদি যজুঃ হইতে আৰ্ত্তি ঘটে, তবে আগ্নীধীয়ে ভূবঃ মন্ত্রে হোম করিবে, অথবা হবির্ঘজ্ঞস্থলে [আগ্নীধীয়ের অভাবে] দক্ষিণায়িতে ভূবঃ মন্ত্রে হোম করিবে; যদি সাম হইতে আৰ্ত্তি ঘটে, তবে আহবনীয়ে ষঃ মন্ত্রে হোম করিবে। যদি [আৰ্ত্তির কারণ] অজ্ঞাত হয় বা সকল মন্ত্র হইতে আৰ্ত্তি ঘটে, তাহা হইলে ভূভূবঃ ষঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহবনীয়ে হোম করিবে।

(১) হবির্ঘজ্ঞে আগ্নীধীয়ে থাকে না। অগ্ন্যধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণ্যমাস, চাতুর্মাস, দাক্ষায়ণ, কৌণ্ডিনিয়ামন, সৌত্রামণী এই কয়টি হবির্ঘজ্ঞ।

এই যে [তিনটি] ব্যাহতি, ইহারাই বেদের আন্তরিক সংযোগসাধনের উপায়। যেমন একদ্রব্য দ্বারা অন্তদ্রব্য সংযুক্ত করা যায়, যেমন [হস্তপদাদির] এক পর্ব্বদ্বারা অন্য পর্ব্ব যুক্ত থাকে, শ্লেষ্মাদ্বারা [দেহের অন্য ধাতু] যুক্ত হয়, চৰ্ম্মদ্বারা চৰ্ম্মজদ্রব্য যুক্ত হয় অথবা ভগ্ন দ্রব্য যুক্ত হয়, সেইরূপ এই ব্যাহতিত্রয় যজ্ঞের ভগ্ন অঙ্গ যুক্ত করিয়া প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে ; অতএব ইহাকেই যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত করিবে ।

অষ্টম খণ্ড

ব্রহ্মার কৰ্ত্তব্য

মহাবদেরা (ব্রহ্মবাদীরা) প্রশ্ন করেন, ঋক্‌দ্বারা হোতার, যজুঃদ্বারা অধ্বর্যুর এবং সামদ্বারা উদগাথ কৰ্ম্ম নিষ্পন্ন হয় ; ত্রয়ী বিদ্যা ইহাতেই সমাপ্ত হইল ; তবে কিসের দ্বারা ব্রহ্মার কৰ্ম্ম নিষ্পন্ন হইবে ? [উত্তর] ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারাই হইবে, এই উত্তর দিবে ।

এই যিনি সঞ্চরিত হন, যজ্ঞ সেই বায়ুস্বরূপ ; বাক্য ও মন সেই যজ্ঞের সঞ্চরণ পথ ; কেন না বাক্যদ্বারা ও মনদ্বারা লোকে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়। এই [ভূমি] বাক্যস্বরূপ ; ঐ [স্বৰ্গ] মনঃস্বরূপ ; এই হেতু বাক্যরূপ ত্রয়ীবিদ্যা দ্বারা যজ্ঞের এক পক্ষ (ভাগ) সংস্কৃত (সুসম্পাদিত) হয় ; এবং ব্রহ্মা মনদ্বারা [অন্য পক্ষ] সংস্কৃত করেন ।

কোন কোন ব্রাহ্মা [অধ্বর্য়ুকর্তৃক] প্রাতরনুবাক পাঠে অনুজ্ঞার পর স্তোমভাগ নামক মন্ত্র ' জপ করিয়া কথা কহিতে কহিতেই সেখানে উপস্থিত থাকেন । এক ব্রাহ্মণ প্রাতরনুবাক পাঠে অনুজ্ঞার পর ব্রাহ্মাকে কথা কহিতে দেখিয়া এ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, এই যজ্ঞের অর্দ্বেক অন্তর্হিত হইয়াছে ; মানুষে এক পায়ে হাঁটিতে গেলে অথবা রথ এক চাকায় চলিতে গেলে যেমন প্রমাদ লাভ করে, এই যজ্ঞও সেইরূপ প্রমাদ পাইতেছে ; যজ্ঞের প্রমাদের সঙ্গে যজ্ঞমানেরও প্রমাদ ঘটিতেছে । এইহেতু ব্রাহ্মা প্রাতরনুবাক পাঠে অনুজ্ঞার পর বাক্য সংযম করিবেন । উপাংশু ও অন্তর্যাম গ্রহে হোমের সময় হোমসমাপ্তি পর্য্যন্ত, পবমানস্তোত্র পাঠের অনুজ্ঞার পর শেষ ঋকের পাঠ পর্য্যন্ত, আর যে সকল [আজ্যাদি] স্তোত্র শস্ত্রসমন্বিত, তাহাদের বষট্কার পর্য্যন্ত, বাক্য সংযম করিয়া থাকিবেন । তাহা হইলে মানুষে দুই পায়ে হাঁটিলে বা রথ দুই চাকায় চলিলে যেমন কোন রিষ্টি ঘটে না, সেইরূপ যজ্ঞের রিষ্টি (বিঘ্ন) হইবে না ; যজ্ঞের রিষ্টি না হইলে যজ্ঞমানেরও রিষ্টি হইবে না ।

নবম খণ্ড

ব্রাহ্মার কর্তব্য

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে :—ইনি আমার হিতার্থ [ঐন্দ্রবায়বাদি] গ্রহ গ্রহণ করিয়াছেন, আমার জন্ম গ্রহ প্রচার করিয়াছেন,

আমার জন্ম আত্মতা দিয়াছেন, এই ভাবিয়া যজমান অধ্বর্য্যাকে দক্ষিণা দেন ; ইনি আমার জন্ম উদগাতার কৰ্ম্ম করিয়াছেন, এই ভাবিয়া তিনি উদগাতাকে দক্ষিণা দেন ; ইনি আমার জন্ম অনুবাক্য পাঠ করিয়াছেন, আমার জন্ম শস্ত্রপাঠ করিয়াছেন, আমার জন্ম যাজ্ঞ্য পাঠ করিয়াছেন, এই ভাবিয়া তিনি হোতাকে দক্ষিণা দেন ; ব্রহ্মা তবে কোন্ কৰ্ম্ম করিয়া দক্ষিণা লয়েন ? অথবা বুঝি কোন কৰ্ম্ম না করিয়াই দক্ষিণা লয়েন !

[উত্তর] যিনি ব্রহ্মা, তিনি যজ্ঞের ভিসক্ (চিকিৎসক) ; তিনি যজ্ঞের ভেষজ (বৈকল্যনাশ বা চিকিৎসা) করিয়া দক্ষিণা লন । আবার ব্রহ্মা ছন্দের (বেদের) সারভাগ বহুসংখ্যক ব্রহ্মদ্বারা (বেদমন্ত্রদ্বারা) ঋত্বিক্ কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন, এই জন্মই ইঁহার নাম ব্রহ্মা । ইনি অগ্নি ঋত্বিক্দের অগ্নেই অর্দ্ধভাগ পাইয়া থাকেন । [দক্ষিণাসম্বন্ধে] ব্রহ্মার ভাগ অর্দ্ধেক, অগ্নি ঋত্বিকের ভাগ অর্দ্ধেক । সেইজন্ম যদি যজ্ঞে ঋক্ হইতে বা যজুঃ হইতে বা সাম হইতে অথবা কোন অজ্ঞাত মন্ত্র হইতে অথবা সকলপ্রকার মন্ত্র হইতে আৰ্ত্তি ঘটে, তবে [অগ্ন্যগ্নি ঋত্বিকেরা] ব্রহ্মাকেই তাহা জ্ঞাপন করেন ; এবং সেই ব্রহ্মা, যজ্ঞে ঋক্ হইতে আৰ্ত্তি ঘটিলে ভূঃ মন্ত্রদ্বারা গার্হপত্যে, যজুঃ হইতে ঘটিলে ভুবঃ মন্ত্রদ্বারা আগ্নীধীয়ে, অথবা হবির্যজ্ঞস্থলে দক্ষিণাগ্নিতে, সাম হইতে ঘটিলে স্বঃ মন্ত্রদ্বারা আহবনীয়ে, কোন অজ্ঞাত কারণে আৰ্ত্তি ঘটিলে বা সকলপ্রকার মন্ত্র হইতে আৰ্ত্তি ঘটিলে ভূভুবঃ স্বঃ মন্ত্রদ্বারা আহবনীয়ে হোম করিবেন ।

অধ্বর্য্যকর্তৃক স্তোত্রপাঠে অনুজ্ঞার পর প্রস্তোতা

(তন্মামক উদগাতা) ব্রহ্মাকে বলিবেন, অহে ব্রহ্মা, অহে প্রশান্তা, [তোমার অনুজ্ঞা পাইলে] আমরা স্তোত্র গান করিব। প্রাতঃসবনে ব্রহ্মা “ভূঃ” উচ্চারণান্তে বলিবেন, ইন্দ্রদৈবত স্তোত্র গান কর। মাধ্যম্নিন সবনে “ভুবঃ” উচ্চারণান্তে বলিবেন, ইন্দ্রদৈবত স্তোত্র গান কর। তৃতীয় সবনে “স্বঃ” উচ্চারণান্তে বলিবেন, ইন্দ্রদৈবত স্তোত্র গান কর। উক্থ্যে বা অতিরাত্রে “ভূভুবঃ স্বঃ” উচ্চারণ করিয়া বলিবেন, ইন্দ্রদৈবত স্তোত্র গান কর। ইন্দ্রদৈবত স্তোত্র গান কর, ব্রহ্মা এই অনুজ্ঞা দিলে তদ্বারা সেই উদগীথকে (স্তোত্রকে) ইন্দ্র-যুক্ত করা হয় এবং উহা ইন্দ্র হইতে অপগত হয় না ; কেননা ইন্দ্রই যজ্ঞ, ইন্দ্রই যজ্ঞের দেবতা। এই জন্তই তাঁহাদের প্রতি ব্রহ্মা বলিয়া থাকেন যে ইন্দ্রদৈবত স্তোত্র গান কর।

অষ্ট পঞ্চিকা

ষড়বিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

গ্রাবস্ত্বতের কর্তব্য

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে ব্রহ্মার কর্তব্য নির্দিষ্ট হইল। অত্ৰাত ঋত্বিকের কর্তব্য
যথা—“দেবা হ বৈ……এবং বেদ”

দেবগণ পুরাকালে সর্বচরু নামক দেশে সত্র অনুষ্ঠান
করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহারা পাপনাশ করিতে পারেন নাই।
কদ্ম্বর পুত্র অর্ব্বুদ নামক মন্ত্রদ্রষ্টা সর্প-ঋষি তাঁহাদিগকে
বলিয়াছিলেন, তোমরা হোতার কর্তব্য একটি ক্রিয়া কর নাই,
আমি তোমাদের জন্য ঐ ক্রিয়া করিব ; তাহা হইলে তোমরা
পাপ নাশ করিতে পারিবে। দেবগণ বলিলেন, তাহাই হউক।
তখন সেই ঋষি প্রতিদিন মাধ্যন্দিন সময়ে তাঁহাদের নিকট
আসিতেন ও [সোমের অভিষবার্থ রক্ষিত] গ্রাবথণ্ডের (পাষণ-
থণ্ডের) অভিষ্টব (স্তুতি পাঠ) করিতেন। সেইহেতু ঐ সর্পঋষির
অনুকরণে ঋত্বিকেরাও প্রতিদিন মাধ্যন্দিনে গ্রাবথণ্ড সকলের
অভিষ্টব করিয়া থাকেন। সেই সর্পঋষি যে পথে আসিতেন,
সেই স্থানে এখনও অর্ব্বুদোদাসর্পণী নামক পথ রহিয়াছে।

[সর্পঋষির বিষে মাদকত্ব পাইয়া] রাজা সোম দেবগণের

মত্ততা উৎপাদন করিয়াছিলেন। দেবগণ বলিলেন, হায়, এই আশ্বিবিষ (সর্প) আমাদের রাজা সোমের প্রতি দৃষ্টি দিতেছে; উষ্ণীষ দ্বারা ইহার চোখ বাঁধিয়া দেওয়া যাক। তাহাই হউক বলিয়া তাঁহারা উষ্ণীষদ্বারা সেই ঋষির চোখ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সেই জন্মই ঐ ঘটনার অনুকরণে ঋত্বিকেরা উষ্ণীষদ্বারা মুখ বেষ্টিত করিয়া গ্রাবস্ততি করিয়া থাকেন।

সেই রাজা সোম পুনরায় দেবগণের মত্ততা উৎপাদন করিয়াছিলেন। তখন দেবগণ বলিলেন, হায়, এই ঋষি স্বকীয় মন্ত্রদ্বারা গ্রাবস্ততি করিতেছেন, আমরা ঐ মন্ত্রকে অন্য ঋক্ দ্বারা সম্পৃক্ত^১ করিব। তাহাই হউক বলিয়া তাঁহারা ঐ সর্প-ঋষির মন্ত্রকে অন্য মন্ত্রদ্বারা সম্পৃক্ত (যুক্ত) করিয়াছিলেন। তাহাতে রাজা সোম দেবগণের মত্ততা উৎপাদন করিতে পারিলেন না। এইজন্ম শান্তির উদ্দেশে ঐ সর্পঋষির মন্ত্রকে অন্য মন্ত্রদ্বারা সম্পৃক্ত করিবে।

এইরূপে দেবগণ পাপ নাশ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের পশ্চাৎ সর্পগণও পাপ নাশ করিয়াছিল। এই সর্পেরা আপনাদের পূর্ববর্তী জীর্ণ স্বক্ পরিত্যাগ করিয়া নূতন স্বক্ ধারণ করিয়া পাপহীন হইয়া বিচরণ করে। যে ইহা জানে, সেও পাপ নাশ করে।

(১) সর্পঋষি অর্ক্বেদ “ঐত্রেতে বদন্ত এ বয়ং বদাম” ইত্যাদি দশম মণ্ডলের ২৪ সূক্তের ঐষ্টী। গ্রাবস্ততিতে ঐ যুক্ত প্রযুক্ত হয়। উহার শান্তির মন্ত্র “আপায়াম্ব সমেতু তে” (১।২১।১৬) মন্ত্র পরিণত হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

গ্রাবস্ত্বতের কর্তব্য

গ্রাবস্ত্বতিবিষয়ক মন্ত্রাদি যথা—“তদাহঃ.....প্রতিপত্ততে”

এ সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে :—কতগুলি মন্ত্র দ্বারা গ্রাবস্ত্বতি করিবে ? [উত্তর] শত মন্ত্রদ্বারা, এই উত্তর দেওয়া হয় । কেননা, মনুষ্য শতায়ু, শতবীৰ্য্য ও শতেন্দ্রিয় ; এতদ্বারা যজমানকে আয়ুতে, বীৰ্য্যে ও ইন্দ্রিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয় ।

কেহ কেহ বলেন, তেত্রিশ মন্ত্রদ্বারা স্তুতি করিবে । কেননা, দেবতা তেত্রিশ জন এবং সেই [অবুঁদ] ঋষি তেত্রিশ জন দেবতার পাপ নাশ করিয়াছিলেন ।^১

কেহ বলেন, অপরিমিত (বহু সংখ্যক) মন্ত্রদ্বারা স্তুতি করিবে । কেননা, প্রজাপতি অপরিমিত (সৰ্বদশক্তিমান) ; আর এই গ্রাবস্ত্বতি সম্বন্ধে হোতৃকৰ্ম্মও প্রজাপতির সম্বন্ধযুক্ত । অপরিমিত মন্ত্রদ্বারা স্তুতি করিলে এই ক্রিয়াতে সকল কামনা লাভ করা যায় ও সকল কামনার প্রাপ্তি ঘটে । যে ইহা জানে, সে সকল কামনা লাভ করে । সেইজন্য অপরিমিত মন্ত্রদ্বারাই স্তুতি করিবে ।

এ বিষয়ে আরও প্রশ্ন আছে :—কি রূপে স্তুতি পাঠ করিবে ? প্রতি অক্ষরের পর বিরাম দিবে ? না চারি অক্ষর পরে ? না প্রতি চরণ পরে ? না অর্দ্ধশব্দ পরে ? না প্রতি শব্দের পরে ? [উত্তর] প্রতি শব্দের পর বিরাম সম্ভবপর হয় না ; প্রতি

(১), অষ্ট বহু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ অগ্নিতা, প্রজাপতি ও ঋগ্বেদে এই তেত্রিশ জন । (মাধৱ)

চরণের পর বিরামও সম্ভবপর হয় না ; প্রতি অক্ষরের পর বা চারি অক্ষরের পর বিরাম দিলে ছন্দোভঙ্গ হয় ও বহু অক্ষর কমিয়া যায় ; এইজন্য অর্ধ ঋকের পরই বিরাম দিবে । তাহাতে প্রতিষ্ঠা ঘটবে । মনুষ্য দুইপদে প্রতিষ্ঠিত ; পশুগণ চতুষ্পদ ; এতদ্বারা দুইপদে প্রতিষ্ঠিত যজমানকে চতুষ্পদ পশুতে প্রতিষ্ঠিত করা হয় ; এইজন্য অর্ধঋক্ পরেই বিরাম দিয়া স্তুতি পাঠ করিবে ।

এ বিষয়ে আবার প্রশ্ন আছে :—যদি প্রতিদিন কেবল মাধ্যম্নিন সবনেই গ্রাবস্তুতি হয়, তাহা হইলে অন্য দুই সবনে অভিষ্টব কিরূপে সিদ্ধ হইবে ? [উত্তর] প্রাতঃসবনে গায়ত্রীর প্রয়োগ আছে ; সেই জন্য প্রাতঃসবনে গায়ত্রীদ্বারাই অভিষ্টব সিদ্ধ হয় ; তৃতীয় সবনে জগতীর প্রয়োগ আছে, সেই জন্য তৃতীয় সবনে জগতীদ্বারাই অভিষ্টব সিদ্ধ হয় । যে ইহা জানে, সে প্রতি মাধ্যম্নিনে গ্রাবস্তুতি করিলে সকল সবনেই তাহার অভিষ্টব সিদ্ধ হয় ।

এ বিষয়ে আবার প্রশ্ন আছে :—অধ্বর্যু্য অন্যান্য ঋত্বিক্কে প্রৈষমন্ত্রদ্বারা [স্তুতিপাঠাদিতে] প্রেষণ (অনুজ্ঞা) করেন, তবে এস্থলে গ্রাবস্তুত্ব কেন ঐরূপে [অধ্বর্যু্য কর্তৃক] প্রেষিত না হইয়াই পাঠ আরম্ভ করিয়া থাকেন ? [উত্তর] গ্রাবস্তুতি-সম্বন্ধীয় ঋক্ মনঃস্বরূপ ; মন কাহারও প্রেষণার অপেক্ষা রাখে না (স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কার্য্য করে) । সেই জন্য গ্রাবস্তুত্ব প্রেষিত না হইয়াই স্তুতিপাঠ আরম্ভ করেন ।

তৃতীয় খণ্ড

স্বত্রজ্ঞাণের কর্তব্য

প্রাথমিকের কর্তব্য বিহিত হইল। এখন স্বত্রজ্ঞাণোক্ত কর্তব্য বিধান—“বাগ্-
বৈ স্বত্রজ্ঞাণা...প্রতিষ্ঠাপয়তি”

স্বত্রজ্ঞাণা (তন্নামক নিগদ মন্ত্ৰ)’ বাক্যস্বরূপ; রাজা সোম
[ধেনুরুপী] স্বত্রজ্ঞাণ্যার বৎসস্বরূপ ; সেই জন্ত যেমন বৎস
(বাছুর) দেখাইয়া ধেনুকে [নিকটে] আহ্বান করা হয়,
সেইরূপ রাজা সোমের ক্রয়ের পর স্বত্রজ্ঞাণ্যাকে আহ্বান
করিবে (ঐ নিগদ পাঠ করিবে)। এতদ্বারা যজমানের সকল
কামনাকেই দোহন করা হইবে। যে ইহা জানে, সে যজমানের
জন্ত সকল কামনাই দোহন করিয়া থাকে।

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে,—স্বত্রজ্ঞাণ্যার স্বত্রজ্ঞাণা নামের
কারণ কি ? [উত্তর] উহা বাক্যস্বরূপ, এই উত্তর দিবে।
বাক্যই ব্রহ্ম এবং স্বত্রজ্ঞা (বেদবাক্যের সার)।

আরও প্রশ্ন আছে,—ঐ [নিগদ] পুংলিঙ্গ হইলেও উহার
কেন স্ত্রীলিঙ্গবিশিষ্ট নাম দেওয়া হয় ? [উত্তর] স্বত্রজ্ঞাণ্যাই
বাক্ [তন্নামী স্ত্রীদেবতা], এই জন্ত ঐ নাম ; এই উত্তর
দিবে।

আবার প্রশ্ন হয়,—অন্যান্য ঋত্বিকে বেদির অভ্যন্তরে
ঋত্বিক্-কৰ্ম্ম করেন, কিন্তু [স্বত্রজ্ঞাণ্য কর্তৃক] স্বত্রজ্ঞাণ্যার আহ্বান
বেদির বাহিরে হয় ; ইহাতে ইহারও ঋত্বিক্-কৰ্ম্ম বেদির
অভ্যন্তরে কিরূপে সিদ্ধ হয় ? [উত্তর] উৎকর (আবর্জনা)

বেদির নিকট হইতেই আনিয়া বাহিরে [উৎকরনামক স্থানে] ফেলা হয় ; ইনি (স্বত্রক্ষণ্য নামক ঋত্বিক্) উৎকরে দাঁড়াইয়াই স্বত্রক্ষণ্য আস্থান করেন ; সেইহেতু [বেদির অভ্যন্তরে থাকাই সিদ্ধ হয়] ; এই উত্তর দিবে ।

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে,—[আহবনীয় ত্যাগ করিয়া] উৎকরে দাঁড়াইয়া কেন স্বত্রক্ষণ্যর আস্থান হয় ? [উত্তর] ঋষিগণ পূর্বে সত্র অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ ছিলেন, তাঁহাকে বলা হইল, তুমি স্বত্রক্ষণ্য আস্থান কর ; তুমি [বার্কিক্যহেতু অন্তের তুলনায় দেবগণের] অতি নিকটে বর্তমান, এইজন্য তুমিই দেবগণের আস্থানে সমর্থ হইবে । এইজন্য সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধকেই স্বত্রক্ষণ্য আস্থানে নিযুক্ত করা হয়, এতদ্বারা সমস্ত বেদিকেও তুষ্ট করা হয় ।

আরও প্রশ্ন আছে, ইহাকে (স্বত্রক্ষণ্যকে) [গাভী না দিয়া] বৃষভ দক্ষিণা দেওয়া হয় কেন ? [উত্তর] বৃষভ পুরুষ, আর স্বত্রক্ষণ্য স্ত্রী ; এইরূপ উহা মিথুন হয় ও মিথুনদ্বারা সম্ভানোৎপত্তি ঘটে ।

আগ্নীধ্র [-নামক] ঋত্বিক্ উপাংশু (যুদ্ধস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া) পাত্নীবতে (তন্নামক গ্রহে) যাগ করেন । এই পাত্নীবতগ্রহ রেতঃস্বরূপ ; রেতঃসেকও উপাংশু (নিঃশব্দে) ঘটয়া থাকে । [পাত্নীবত গ্রহযাগে] অনুবষট্কার করিবে না ; এই যে অনুবষট্কার, ইহা [হোমের] সমাপ্তিসূচক ; ঐরূপ করিলে রেতঃশোকেরও সমাপ্তি ঘটবার আশঙ্কা ঘটে ।

রেতঃসেক অসমাপ্ত হইলেই যজমান সমৃদ্ধ (অপত্যোৎপাদনে সমর্থ) হয় । সেইজন্য অনুবষট্কার করিবে না ।

[আগ্নীধ্র নামক ঋত্বিক্] নেম্ভার (তন্মামক ঋত্বিকের) নিকটে বসিয়া [হবিঃশেষ] ভক্ষণ করেন । নেম্ভার সহিত [যজমানের] পত্নীর সম্বন্ধ আছে ।^১ এতদ্বারা অগ্নিস্বরূপ ঋত্বিক্ (অর্থাৎ আগ্নীধ্র) কর্তৃক পত্নীতেই সন্তানোৎপত্তির উদ্দেশে রেতঃসেকের ফল হয় । ইহাতে অগ্নিদ্বারা রেতঃসেক ঘটে ও সন্তানোৎপাদন ঘটে । যে ইহা জানে, সে প্রজা ও পশুদ্বারা সমৃদ্ধ হয় ।

দক্ষিণার পর সূত্রক্ষণ্য সমাপ্ত হয় । সূত্রক্ষণ্য বাক্য এবং দক্ষিণা অন্ন । এতদ্বারা [যজ্ঞের] সমাপ্তিকালে যজ্ঞকেও বাক্যে ও ভক্ষণীয় অন্নে প্রতিষ্ঠিত করা হয় ।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

হোত্রকগণের কৰ্ম্ম

গ্রাবস্ত্বং ও সূত্রক্ষণ্যের কর্তব্য উক্ত হইল । এখন মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছন্দী ও অচ্ছাবাক নামক হোত্রকগণের পাঠ্য শাস্ত্রনির্দেশ যথা—“দেবা বৈ.....কুর্ষন্তি”

দেবগণ যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছিলেন । যজ্ঞবিস্তারে নিযুক্ত

(২) নেম্ভা যজমানের পত্নীকে যজ্ঞস্থলে আনিয়ন করেন ।

দেবগণের নিকট অশ্বরেরা ইহাদের বস্তু নষ্ট করিব এই উদ্দেশে আসিয়াছিল । [দেবযজনের] দক্ষিণদেশকে দুর্বল মনে করিয়া অশ্বরেরা সেইখানে দেবগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল । দেবগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া সেই দক্ষিণদেশে মিত্র ও বরুণকে স্থাপন করিয়াছিলেন । মিত্র ও বরুণ প্রাতঃসবনে দক্ষিণদিক্ হইতে অশ্বরগণকে ও রাক্ষসগণকে অপসারিত করিয়াছিলেন । সেইজন্ত যজ্ঞমানেরাও ঐরূপ করিয়া থাকেন, এবং মৈত্রাবরুণ প্রাতঃসবনে মিত্রাবরুণ-দৈবত শস্ত্র পাঠ করেন ; কেননা, দেবগণ মিত্র ও বরুণের সাহায্যেই প্রাতঃসবনে দক্ষিণদিক্ হইতে অশ্বরগণকে ও রাক্ষসগণকে অপসারিত করিয়াছিলেন ।

দক্ষিণ দিক্ হইতে অপসারিত হইয়া অশ্বরেরা [দেবযজনের] মধ্যদেশে গিয়া বস্তু প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিয়াছিল । দেবগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া ইন্দ্রকে মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়াছিলেন । তাঁহারা ইন্দ্রের সাহায্যেই প্রাতঃসবনে মধ্যদেশ হইতে অশ্বরগণকে ও রাক্ষসগণকে অপসারিত করিয়াছিলেন । সেইজন্ত যজ্ঞমানেরাও ইন্দ্রের সাহায্যেই প্রাতঃসবনে মধ্যস্থল হইতে অশ্বরগণকে ও রাক্ষসগণকে অপসারিত করিয়া থাকেন, এবং ব্রাহ্মণাচ্ছংসী প্রাতঃসবনে ইন্দ্রদৈবত শস্ত্র পাঠ করেন ; কেননা ইন্দ্রের সাহায্যেই দেবগণ প্রাতঃসবনে মধ্যদেশ হইতে অশ্বরগণকে ও রাক্ষসগণকে অপসারিত করিয়াছিলেন ।

মধ্যদেশ হইতে অপসারিত হইয়া অশ্বরেরা উত্তর দিক্ গিয়া বস্তু প্রবেশ করিয়াছিল । দেবগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া

ইন্দ্রকে ও অগ্নিকে উত্তর দিকে স্থাপন করিয়াছিলেন । তাঁহারা ইন্দ্রের ও অগ্নির সাহায্যেই প্রাতঃসবনে উত্তর দিক্ হইতে অশ্বরগণকে ও রাক্ষসগণকে অপসারিত করিয়াছিলেন । সেইজন্য যজ্ঞমানেরাও ঐরূপ করেন এবং অচ্ছাবাক প্রাতঃসবনে ইন্দ্রাগ্নি-দেবত শাস্ত্র পাঠ করেন ; কেননা দেবগণ ইন্দ্রের ও অগ্নির সাহায্যেই প্রাতঃসবনে উত্তর দিক্ হইতে অশ্বরগণকে ও রাক্ষসগণকে অপসারিত করিয়াছিলেন ।

উত্তর দিক্ হইতে অপসারিত হইয়া অশ্বরেরা মসৈন্যে পূর্বদিক্ হইতে আক্রমণ করিয়াছিল । দেবগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া অগ্নিকে প্রাতঃসবনে পূর্বদিকে স্থাপন করিয়াছিলেন । তাঁহারা অগ্নির সাহায্যেই প্রাতঃসবনে পূর্বদিক্ হইতে অশ্বরগণকে ও রাক্ষসগণকে অপসারিত করিয়াছিলেন । সেইরূপ যজ্ঞমানেরাও অগ্নির সাহায্যেই প্রাতঃসবনে পূর্বদিক্ হইতে অশ্বরগণকে ও রাক্ষসগণকে অপসারিত করিয়া থাকেন । সেইজন্য প্রাতঃসবনের দেবতা অগ্নি । যে ইহা জানে, সে পাপ নাশ করিতে সমর্থ হয় ।

পূর্বদিক্ হইতে অপসারিত হইয়া অশ্বরগণ পশ্চিম দিক্ দিয়া যজ্ঞপ্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিল । দেবগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের আত্মস্বরূপ বিশ্বদেবগণকে তৃতীয়সবনে পশ্চিম দিকে স্থাপন করিয়াছিলেন । তাঁহারা আত্মস্বরূপ বিশ্বদেবগণের সাহায্যে তৃতীয়সবনে পশ্চিম দিক্ হইতে অশ্বরগণকে ও রাক্ষসগণকে অপসারিত করিয়াছিলেন । সেইরূপ যজ্ঞমানেরাও আত্মস্বরূপ বিশ্বদেবগণের সাহায্যেই তৃতীয়সবনে পশ্চিম দিক্ হইতে অশ্বরগণকে ও

রাক্ষসগণকে অপসারিত করেন। সেইজন্য তৃতীয়সবনে দেবতা বিশ্বদেবগণ। যে ইহা জানে, সে পাপনাশে সমর্থ হয়।

সেই দেবগণ এইরূপে অশ্বরগণকে সমস্ত যজ্ঞ হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন ; তখন দেবগণের জয় ও অশ্বরগণের পরাভব হইয়াছিল। যে ইহা জানে, সে নিজে জয়লাভ করে ও তাহার দ্বেষ্টা অনিষ্টকারী শত্রু পরাভূত হয়।

সেই দেবগণ এইরূপে রক্ষিত যজ্ঞদ্বারা পাপী অশ্বরগণকে অপসারিত করিয়া স্বর্গলোক জয় করিয়াছিলেন। যে ইহা জানে এবং যে ইহা জানিয়া সবনসকল কল্পনা করে, সে দ্বেষ্টা ও অনিষ্টকারী শত্রুকে অপসারিত করে ও স্বর্গলোক জয় করে।

দ্বিতীয় খণ্ড

হোত্রকগণের কৰ্ম্ম

পৃষ্ঠ্যসড়্ভাদি যজ্ঞে বিশেষ বিধান যথা—“স্তোত্রিয়ং……কুর্কান্তি”

[পৃষ্ঠ্যসড়্ভের প্রাতঃসবনে হোত্রকগণের শস্ত্রপাঠকালে]
[পরদিনের] স্তোত্রিয় ত্র্যচকে [পূর্বদিনের] স্তোত্রিয় ত্র্যচের অনুরূপ করিবে। ইহাতে পরদিনের অনুষ্ঠানকে পূর্বদিনের অনুষ্ঠানের অনুরূপ করা হয় ও পূর্বদিনকে অভিযুথ রাখিয়া পরদিনের অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হয়।^১

(১) যে ত্র্যচে সামগায়ীরা স্তোত্র নিষ্পাদন করেন, তাহাই স্তোত্রিয় ত্র্যচ। পূর্বদিনে ত্র্যচের যে ছন্দ ও যে দেবতা, পরদিনের ত্র্যচেও সেই ছন্দ ও সেই দেবতা থাকিলে উহা অনুরূপ হইবে।

কিন্তু মাধ্যন্দিনে ঐরূপ করিবে না। মাধ্যন্দিনের পৃষ্ঠস্তোত্রসকল শ্রীষ্মরূপ, অতএব [প্রাতঃসবনের] স্তোত্রের সদৃশ নহে ; সেই জন্য [মাধ্যন্দিনে] [পর দিনের] স্তোত্রিয় [পূর্বদিনের] স্তোত্রিয়ের অনুরূপ হয় না।

সেইরূপ তৃতীয়সবনেও [পরদিনের] স্তোত্রিয় [পূর্বদিনের] স্তোত্রিয়ের অনুরূপ হয় না।

তৃতীয় খণ্ড

হোত্রকগণের কন্ম

তৎপরে হোত্রকপাঠ্য শব্দের বহু বর্ণা—“অপাতঃ.....অভিসম্ভারিত্ত্ব”

তদনন্তর (স্তোত্রিয়ানুরূপের পর) শাস্ত্রারম্ভের মন্ত্র পাঠ করিবে। মৈত্রাবরণের শাস্ত্রে “ধাজুনীতী নো বরুণঃ”^১ এই মন্ত্রে “মিত্রো নয়তু বিদ্বান্” এই চরণ আছে। এই যে মৈত্রাবরণ, ইনি হোত্রকগণের প্রণেতা (প্রবর্তক) ; সেই জন্য ঐ মন্ত্রে প্রণেত্বাচক [“নয়তু”] পদ রহিয়াছে। ব্রাহ্মণাচ্ছন্দীর শাস্ত্রে “ইন্দ্রং নো বিধ্বতম্পরি”^২ এই মন্ত্রে “হবামহে জনেভ্য ইতীন্দ্রম্” এই চরণ থাকায় এতদ্বারা প্রতিদিন ইন্দ্রকেই আহ্বান করা হয়। যে স্থলে ইহা জানিয়া ব্রাহ্মণাচ্ছন্দী প্রতিদিন এই মন্ত্র পাঠ করেন, সেখানে যজ্ঞগানগণের যজ্ঞে কেহ ইন্দ্রের আগমনে ব্যাঘাত দিতে পারে না।

অচ্ছাবাকের শস্ত্রে “যৎ সোম আ স্তুতে নরঃ”^১ এই মন্ত্রে “ইন্দ্রাণী অজোহবুঃ” এই চরণ থাকায় এই মন্ত্রদ্বারা প্রতিদিন ইন্দ্রের ও অগ্নিরই আহ্বান হয়। যে স্থলে ইহা জানিয়া অচ্ছাবাক প্রতিদিন এই মন্ত্র পাঠ করেন, সেখানে যজমানের যজ্ঞে ইন্দ্রাগ্নির আগমনে কেহ ব্যাঘাত দিতে পারে না।

ঐ মন্ত্রগুলি স্বর্গলোকে পার করিবার জন্য নৌকাস্বরূপ ; এতদ্বারা স্বর্গলোকের অভিমুখেই উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

চতুর্থ খণ্ড

হোত্রকগণের কৰ্ম্ম

অনন্তর হোত্রকপাঠ্য শাস্ত্রসমূহের সমাপনমন্ত্রনির্দেশ যথা—“অথাতঃ... এবং বেদ”

অনন্তর [শস্ত্র-] সমাপনের মন্ত্র বলা যাইতেছে। মৈত্রোবরুণের শস্ত্রের শেষ মন্ত্র “তে স্যাম দেব বরুণ”^১ মধ্যে যে “ইযং স্বশ্চ ধীমহি” চরণ আছে, উহার “ইয” শব্দে এই ভূলোক ও “স্বঃ” শব্দে স্বর্গলোক বুঝাইতেছে ; এতদ্বারা এই দুই লোকই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর শস্ত্রে “ব্যস্তুরিক্ষমতিরং”^২ ইত্যাদি মন্ত্রে যে ত্র্যচ নিষ্পন্ন হয়, উহাতে “বি” শব্দ থাকায় যজমানের উদ্দেশে স্বর্গলোককে বিবৃত করা হয় (খুলিয়া দেওয়া হয়)। ঐ ঋকে “মদে সোমস্য রোচনা”

(৩) ৭।২৫।১০।

(১) ৭।৬৬।২। (২) ৮।১৫।৭।

এবং “ইন্দ্রো যদভিনবলম্” এই দুই চরণ আছে। যজমানেরা [যজ্ঞে] দীক্ষিত হইলে ফলকামী (জয়কামী) হইয়া থাকেন; সেই জন্য এই [ইন্দ্রকর্তৃক পরাজিত] বলের (তন্মামক অশ্বরের) নামযুক্ত মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। [ঐ ত্র্যচের অন্তর্গত দ্বিতীয় মন্ত্র] “উদগা আজদঙ্গিরোভ্যঃ অবিক্শুণ্ণন্ গুহা মতীঃ । অর্কবাঞ্চ নুনুদে বলম্” —[বলের] গুহা অবিক্কার করিয়া [ইন্দ্র] গাভীগণকে অঙ্গিরোগণের সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং অতিনীচ বলকে হত্যা করিয়াছিলেন—এই মন্ত্রদ্বারা যজমানদিগের ধন রক্ষা হয়। [ঐ তৃতীয় ঋকে] “ইন্দ্রেণ রোচনা দিবঃ” * এই চরণোক্ত ইন্দ্রকর্তৃক শোভমান দ্যুলোকের অর্থ স্বর্গলোক। “দৃঢ়াণি দৃংহিতানিচ, স্থিরাণি ন পরানুদঃ”—[ইন্দ্র] দৃঢ় ও দৃঢ়ীকৃত ও স্থির [নক্ষত্র-গণকে] নষ্ট করেন নাই—এই দুই চরণ দ্বারা [যজমানকে] প্রতিদিন স্বর্গলোকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

অচ্ছাবাকের শাস্ত্রে “আহং সরস্বতীবতোঃ ইন্দ্রাধ্যোরবো ব্রুণে” * এই মন্ত্রে ইন্দ্র ও অগ্নিকেই বাগ্-যুক্ত (সরস্বতীবান্) বলা হইতেছে, কেননা সরস্বতীই বাক্, এবং বাক্যই ইন্দ্র ও অগ্নির প্রিয় ধাম। এতদ্বারা ঐ দেবতাকে তাঁহাদের প্রিয়ধামদ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়। যে ইহা জানে, সে প্রিয় ধামদ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

(৩) ৮।১৫।৮।

(৪) বল নামক অশ্বর মহর্ষিগণের গাভী অপহরণ করিয়া গুহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল।
 * বলকে হত্যা করিয়া সেই গুহা হইতে গাভী উদ্ধার করিয়া মহর্ষিগণকে দিয়াছিলেন।

(৫) ৮।১৫।৯। (৬) ৮।৩৯।১০।

পঞ্চম খণ্ড

হোত্রকগণের কৰ্ম্ম

সমাগন-মন্ত্র সম্বন্ধে অত্যাচ্ছ কথ্য যথা—“উভয়াঃ.....ভবন্তি”

হোত্রকগণের ^১ শস্ত্রসমাপনের মন্ত্র প্রাতঃসবনে ও মাধ্যম্নদিনসবনে দ্বিবিধ হইয়া থাকে ; অহীন যজ্ঞে একরূপ আর ঐকাহিক যজ্ঞে অন্মরূপ । ^২ তবে মৈত্রাবরুণ [উভয় সবনে] ঐকাহিকের মন্ত্র দ্বারাই [অহীনের শস্ত্রও] সমাপ্ত করেন ; তাহাতে তিনি এই লোক হইতে ভ্রষ্ট হন না । কিন্তু অচ্ছাবাক অহীনের মন্ত্রদ্বারাই [অহীন শস্ত্র সমাপ্ত করিবেন] ; তাহাতে তাঁহার স্বর্গলোক প্রাপ্তি ঘটিবে । ^৩ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী দ্বিবিধ নিয়মেই শস্ত্র সমাপ্ত করিবেন । ^৪ তদ্বারা তিনি এই লোক ও ঐ স্বর্গলোক উভয় লোকের সম্পর্ক রাখেন । আবার এতদ্বারা তিনি মৈত্রাবরুণ ও অচ্ছাবাক এই উভয়ের সম্পর্ক রাখেন, অহীন ও একাহ উভয় যজ্ঞের সম্পর্ক রাখেন, সংবৎসর সত্বে এবং অগ্নিস্টৌম এতদুভয়েরও সম্পর্ক রাখেন ।

তৃতীয়সবনে ঐকাহিকের মন্ত্রে হোত্রকগণের দ্বিবিধ

(১) মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক এই তিনজন হোত্রক ।

(২) প্রকৃতি যজ্ঞ একাহে সম্পন্ন হয় বলিয়া ঐকাহিক । একের অধিক দিনে সম্পন্ন যজ্ঞ অহর্গণ বা অহীন ।

(৩) তাঁহার পক্ষে ঐকাহিকের মন্ত্র ও অহীনের মন্ত্র পৃথক্ ।

(৪) তাঁহার পক্ষে প্রাতঃসবনে অহীন ও ঐকাহিক যজ্ঞের মন্ত্র বিভিন্ন ; কিন্তু মাধ্যম্নদিনে যজ্ঞেই এক মন্ত্র ।

যজ্ঞের শস্ত্রসমাপন হয় । একাহ যজ্ঞ প্রতিষ্ঠাস্বরূপ ; এতদ্বারা যজ্ঞকে সমাপ্তিকালে প্রতিষ্ঠাতেই স্থাপন করা হয় ।

প্রাতঃসবনে যাজ্ঞ্যপাঠে মন্ত্রমধ্যে বিরাম দিবে না ।

[প্রাতঃসবনে] ঋক্‌সংখ্যা স্তোমের তুলনায় বাড়াইতে হইলে, এক বা দুইয়ের অধিক বৃদ্ধি করিবে না । পিপাসিত অশ্ব যখন হ্রেয়ারব করে, তখন তাড়াতাড়ি কিছু [জল] দিতে হয় ; সেইরূপ দেবগণকেও ভক্ষণীয় অন্ন ও পানীয় সোম শীত্র দিতে হইবে, এই মনে করিয়া মন্ত্রসংখ্যা আর অধিক বাড়াইবে না ; ইহাতে শীত্রই ইহলোকে প্রতিষ্ঠা ঘটিবে ।

অন্য দুই সবনে অপরিমিত (বহুসংখ্যক) মন্ত্রদ্বারা স্তোম-বৃদ্ধি করিবে । কেননা স্বর্গলোক অপরিমিত ; ইহাতে স্বর্গলোক প্রাপ্তি ঘটে ।

[অহীনযজ্ঞে] হোত্রকগণ পূর্বদিনে যে সূক্ত পাঠ করেন, পরদিনে হোতা [শস্ত্রপাঠ কালে] যথেষ্ট সেই সূক্ত পাঠ করিবেন । অথবা হোতা যাহা পাঠ করেন, হোত্রকেরাও [পরদিনে] তাহা পাঠ করিবেন । হোতা প্রাণস্বরূপ ও হোত্রকগণ অঙ্গস্বরূপ । এই প্রাণ সকল অঙ্গেরই সমানভাবে সঞ্চরণ করে ; সেইজন্য হোত্রকগণ পূর্বদিনে যে সূক্ত পাঠ করেন, হোতা [পরদিনে] তাহা যথেষ্ট পাঠ করিবেন অথবা হোতা যাহা পাঠ করিবেন, হোত্রকেরাও তাহাই [পরদিনে] পাঠ করিবেন ।

হোতা সূক্তের অন্তে স্থিত মন্ত্রদ্বারা শস্ত্র সমাপন করেন ; তৃতীয়সবনে হোত্রকগণেরও সেই মন্ত্রে শস্ত্রসমাপন হয় । হোতা শরীর ; হোত্রকগণ অঙ্গস্বরূপ । [হস্তপদাদি] অঙ্গসমূহের

শেষভাগও [অঙ্গুলিসংখ্যায়] সমান । এইজন্য তৃতীয়-
সবনে হোত্রকগণের শস্ত্রসমাপন মন্ত্রও [হোতার মন্ত্রের]
সমান হয় ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

চমসোন্নয়ন

সোমদ্বারা চমসপূরণের নাম উন্নয়ন । উন্নয়নের সময় যে সকল সূক্ত অনু-
বাক্যরূপে পঠিত হয়, তাহার নাম উন্নয়মান সূক্ত । অধ্বৰ্য্য্যপ্রেরিত মৈত্রাবরুণ
উহা পাঠ করেন । তৎসম্বন্ধে বর্ণন যথা — “আ দ্বা.....অনুক্রয়াৎ”

প্রাতঃসবনে [চমস] উন্নয়নের সময় [মৈত্রাবরুণ]
“আ দ্বা বহন্তু হরয়ঃ”^১ ইত্যাদি সূক্ত পাঠ করিবেন । বৃষণশব্দ,
গীতশব্দ, স্নতশব্দ ও মদশব্দ থাকায় উহা এই কশ্মে অনুকূল ।
ইন্দ্র যজ্ঞস্বরূপ, এইজন্য ঐ ইন্দ্রদেবত সূক্ত পাঠ করা হয় ।
প্রাতঃসবনের ছন্দ গায়ত্রী, এইজন্য ঐ গায়ত্রীছন্দের মন্ত্রই
পাঠ করা হয় ।

প্রাতঃসবনে নয়টি মন্ত্র পাঠ করা হয়^২; উহা [মাধ্য-

(১) ১।১৬।১

(২) ঐ সূক্তে নয়টি শব্দ আছে ।

দিনের সূক্ত] অপেক্ষা অল্প^৩ ; ক্ষুদ্রস্থানেই (যোনিদেশে) রেতঃসেক হইয়া থাকে ।

মাধ্যন্ধিনে দশটি মন্ত্র পাঠ করিবে । কেননা ক্ষুদ্রস্থানে রেতঃ সিক্ত হইয়া স্ত্রীলোকের [গর্ভের] মধ্যে আসিয়া স্থূল [ক্রণে] পরিণত হয় ।

তৃতীয় সবনে আবার নয়টি মন্ত্র পাঠ করিবে , ঐ সূক্তও [মাধ্যন্ধিনের] তুলনায় অল্প ; সম্ভানও ক্ষুদ্রস্থান (যোনিদেশ) হইতেই জন্মলাভ করে ।

ঐ সকল সূক্ত সম্পূর্ণ পাঠ করিবে । ক্রণহুপ্রাপ্ত যজমানকে এতদ্বারা দেবযোনিস্বরূপ যজ্ঞ হইতে [পূর্ণ দেবত্বে] জন্মদান হয় । কেহ কেহ বলেন, [সম্পূর্ণ সূক্ত না পড়িয়া প্রতি সূক্তে] সাতটি সাতটি মন্ত্র পাঠ করিবে, প্রাতঃসবনে সাতটি, মাধ্যন্ধিনে সাতটি, তৃতীয়সবনে সাতটি । কেননা যতগুলি মন্ত্র যাজ্য হয়, পুরোনুবাक্যাও ততগুলি হওয়া উচিত ; সাতজন ঋত্বিক^৪ পূর্বমুখ হইয়া [সাতটি] যাজ্য পাঠ করেন, সাতজনেই বষট্কার উচ্চারণ করেন ; [চমসোন্নয়নে পঠিত] ঐ মন্ত্রগুলি ঐ [সাতটি] যাজ্যারই পুরোনুবাक্যা, ইহারাই এইরূপ বলেন । কিন্তু একপ করিবে না । উহাতে যজমানের রেতঃ লুপ্ত হইবে ও [তাহার ফলে] যজমানকেও লুপ্ত করা হইবে ; যজমানই সূক্তস্বরূপ । মৈত্রাবরুণ [প্রাতঃসবনে] নয়টি মন্ত্র দ্বারা যজমানকে এই লোক হইতে অন্তরিক্ষ-লোকের অভিমুখে প্রেরণ করেন ; [মাধ্যন্ধিনে] দশটি মন্ত্র

(৩) মাধ্যন্ধিনে দশ মন্ত্রের সূক্ত পঠিত হয় ।

(৪) হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছন্দী, নেষ্টা, পোতা, আগ্নীধ্র, অচ্ছাবাক, এই সাত জন ।

দ্বারা অন্তরিক্ষলোক হইতে ঐ [নাকপৃষ্ঠ নামক] লোকের
অভিমুখে প্রেরণ করেন ; ঐ লোক অন্তরিক্ষলোক হইতেও
বৃহৎ ; [তৃতীয়সবনে] নয়টি মন্ত্রদ্বারা সেই লোক হইতে
স্বর্গলোকের অভিমুখে প্রেরণ করেন । যাঁহারা সাতটি সাতটি
মন্ত্র পাঠ করিতে বলেন, তাঁহারা যজমানকে স্বর্গলোক
অভিমুখে আরোহণে সমর্থ করেন না । সেইজন্য সম্পূর্ণ
সূক্তগুলি পাঠ করিবে ।

দ্বিতীয় খণ্ড

চমসোন্নয়ন

সবনত্রে চমসান্বয়গণ কর্তৃক চমসোন্নয়নের পর সোমাহুতি দিবার সময়
পূর্বোক্ত সাতজন হোতা সাতটি প্রস্থিত যাজ্য পাঠ করেন ; তৎসম্বন্ধে
বিধান যথা—“অথাহ...উপাগোতি”

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে :—ইন্দ্র যজ্ঞস্বরূপ ; তবে কেন
প্রাতঃসবনে প্রস্থিতযাজ্যপাঠে^১ কেবল হোতা ও ব্রাহ্মণাচ্ছসী
এই দুইজনমাত্র প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রদৈবত মন্ত্রে যাজ্য পাঠ
করেন ? হোতা “ইদং তে সোম্যং মধু”^২ এই মন্ত্রে ও
ব্রাহ্মণাচ্ছসী “ইন্দ্র ত্বা বৃষভং বয়ম্”^৩ এই মন্ত্রে যাজ্যপাঠ
করেন ; অন্য [পাঁচ] ঋত্বিক কিন্তু নানা দেবতার উদ্দিষ্ট মন্ত্রে

(১) উল্লিখিত সাতজন ঋত্বিকের পঠিত যাজ্যের নাম প্রস্থিত যাজ্য ।

(২) ৮।৬।৮ । (৩) ৩।৪।১ ।

যাজ্য পাঠ করেন ; তবে সেই মন্ত্র কিরূপে ইন্দ্র-দৈবত রূপে গণ্য হয় ?

[উত্তর] “মিত্রং বয়ং হবামহে”^১ এই মন্ত্র মৈত্রাবরুণের যাজ্য ; উহাতে “বরুণং সোমপীতয়ে”, এই যে পীতশব্দযুক্ত [দ্বিতীয়] :চরণ আছে, উহা ইন্দের অনুকূল, এতদ্বারা ইন্দ্রকে প্রীত করা হয়। “মরুতো যশ্চ হি ক্ষয়ে”^২ এই মন্ত্র পোতার যাজ্য। উহার “স স্থগোপাতমো জনঃ” এই [তৃতীয় চরণে] ইন্দ্রকেই গোপা (রক্ষক) বলা হইয়াছে, এজন্য ইহা ইন্দের অনুকূল ; ইহাতে ইন্দ্রকে প্রীত করা হয়। “অগ্নে পত্নীরিহাবহ”^৩ এই মন্ত্র নেক্টার যাজ্য ; উহার “ঋক্টারং সোমপীতয়ে” এই [তৃতীয় চরণে] ঋক্টা শব্দ ইন্দ্রকে বুঝায়, উহা ইন্দের অনুকূল ; ইহাতে ইন্দ্রকেই প্রীত করা হয়। “উজ্জান্নায় বশান্নায়”^৪ এই মন্ত্র আগ্নীধ্বের যাজ্য ; উহার [দ্বিতীয় চরণে] “সোমপৃষ্ঠায় বেধসে” এস্থলে ইন্দ্রই বেধা (বিধাতা) ; এই মন্ত্র ইন্দের অনুকূল, ইহাতে ইন্দ্রকে প্রীত করা হয়। “প্রাতর্গাবভিরাগতং দেবেভির্জেন্যাবন্। ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে”^৫ অচ্ছাবাকের এই মন্ত্র [ইন্দ্র-শব্দ থাকায়] আপনিই [ইন্দের] অনুকূল।

এইরূপে এইসকল মন্ত্রই ইন্দের অনুকূল। আর ঐ সকল মন্ত্র নানা দেবতার উদ্দিষ্ট হওয়ায় তাহাতে অন্য দেবতারাও প্রীত হন। উহাদের গায়ত্রী ছন্দ হওয়ায় উহারা

অগ্নির অনুকূলও বটে। এইরূপে ঐ সকল মন্ত্রদ্বারা ত্রিবিধ ফল (মন্ত্রোদ্ভিক্ত দেবতাগণের, ইন্দ্রের এবং অগ্নির প্রীতি) পাওয়া যায়।

তৃতীয় খণ্ড

চমসোন্নয়ন

মাধ্যন্দিন সবনে উন্নয়নকালের স্থলবিধান বথা—“অসাবি দেবঃ ভবন্তি”

মাধ্যন্দিন সবনে [চমসের] উন্নয়নকালে “অসাবি দেবঃ গোঋজীকমন্ধঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে অনুবাক্য্য হইবে। উহাতে রষণ্ শব্দ, পীতশব্দ, স্নতশব্দ ও মদশব্দ থাকায় উহারাই এই কর্ম্মে অনুকূল। ঐ ইন্দ্রদৈবত মন্ত্র পাঠ করিবে, কেননা ইন্দ্র যজ্ঞস্বরূপ। ঐ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের মন্ত্র পাঠ করিবে, কেননা মাধ্যন্দিনসবনের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। এ বিষয়ে প্রশ্ন হয়—মদশব্দযুক্ত মন্ত্র তৃতীয় সবনের অনুকূল ; তবে কেন মাধ্যন্দিন সবনে ঐ মন্ত্রে অনুবাক্য্য হয় এবং ঐরূপ মন্ত্রেই যাজ্য্য হয় ? [উত্তর] দেবতার। মাধ্যন্দিন সবনেই [সোমপানে] মত্ত হন ; তৃতীয়সবনে তাঁহার। ভাল করিয়াই একসঙ্গে মত্ত হন। সেইজন্য মাধ্যন্দিনেও মদ-শব্দ-যুক্ত মন্ত্রেই অনুবাক্য্য হয় ও তাদৃশ মন্ত্রে যাজ্য্যও হয়। ঋত্বিকের। সকলেই মাধ্য-

দিনে প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রদেবত মন্ত্রে প্রস্থিত সোমের যাজ্য পাঠ করেন ।^২

তবে [সাতজন ঋত্বিকের মধ্যে] কয়েকজনের মন্ত্রে অভি-
পূর্ব্বক তৃদধাতু নিষ্পন্ন পদও আছে । যথা, “পিবা সোমমভি
যমুগ্র তর্দ”^৩ এই [“অভি” ও “তর্দ” শব্দযুক্ত] মন্ত্র
হোতার যাজ্য । “স ঙ্গে পাহি য ঋজীষী তরুত্ৰঃ”^৪ এই মন্ত্র
মৈত্রাবরুণের যাজ্য । “এবা পাহি প্রত্নথা মন্দতু ত্বা”^৫ এই
মন্ত্র ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর যাজ্য ।

“অর্কবাঙেহি সোমকামং ত্বাহুঃ”^৬ এই মন্ত্র পোতার
যাজ্য । “তবায়ং সোমস্ত্বমেহর্কবাঙ্” এই মন্ত্র^৭ নেক্টার যাজ্য ।
“ইন্দ্রায় সোমঃ প্রদিবো বিদানাঃ”^৮ এই মন্ত্র অচ্ছাবাকের
যাজ্য । “আপূর্ণো অশ্র কলশঃ স্বাহা”^৯ এই মন্ত্র
আগ্নীধের যাজ্য ।

এই সকলের মধ্যে কেবল [তিনটি] মন্ত্র অভিপূর্ব্বক
তৃদধাতুনিষ্পন্ন পদযুক্ত ।^{১০} ইন্দ্র প্রাতঃসবনে বিজয় লাভ
করেন নাই ; তিনি ঐ [তিনটি] মন্ত্রদ্বারা মাধ্যন্দিন সবনকে
অপর সবনদ্বয়ের অভিমুখে তর্দিত (দৃঢ়বদ্ধ) করিয়াছিলেন ;

(২) প্রাতঃসবনে কেবল দুইজন ঋত্বিকের মন্ত্র প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রদেবতার উদ্দিষ্ট, অশ্র
ঋত্বিকের মন্ত্র প্রত্যক্ষভাবে অশ্র দেবতার উদ্দিষ্ট ; কেবল গোণভাবে ইন্দ্রের সম্পর্কযুক্ত ; মাধ্যন্দিন-
সবনে সকল ঋত্বিকের মন্ত্রেরই দেবতা প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্র ।

(৯) ৬।১৭।১ । (১০) ৬।১৭।২ ইহার চতুর্থ চরণে “অভিতৃষ্ণি” পদ আছে ।

(১১) ৬।১৭।৩ ইহার চতুর্থ চরণে “অভিতৃষ্ণি” পদ আছে ।

(১২) ১।১০।৪।২ । (১৩) ৩।৩৫।৬ । (১৪) ৩।৩৬।২ । (১৫) ৩।৩২।১৫ ।

ঐ রূপে তিনি যে অন্যের অভিমুখে তর্দিত করিয়াছিলেন,
এই জন্য ঐ মন্ত্র উক্ত লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে ।

চতুর্থ খণ্ড

চমসোন্নয়ন

অনন্তর তৃতীয়সবনে উন্নয়নকালীন স্বকৃবিধান যথা—“ইহোপ
যাত.....সমুদ্যো”

তৃতীয়সবনে [চমসের] উন্নয়নকালে “ইহোপ যাত
শবসো নপাতঃ” ইত্যাদি সূক্ত অনুবাক্য হইবে। স্বষ্ণ-
শব্দ, গীতশব্দ, স্ততশব্দ ও মদ্-শব্দ থাকায় ঐ সূক্তের মন্ত্রসকল
এই কস্মৈ অনুকূল; ঐ মন্ত্র সকল ইন্দ্রের ও ঋভুগণের উদ্দিষ্ট।
এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে,—[তৃতীয়সবনে পবমানস্তোত্রে সামগায়ীরা]
ঋভুদৈবত মন্ত্রে স্তোত্র সম্পাদন করেন না, তবে কেন
পবমানকে ঋভুদৈবত বলা হয়? [উত্তর] পুরাকালে পিতা
প্রজাপতি মর্ত্য (মানুষ-ধর্মযুক্ত) ঋভুগণকে অমর্ত্য (দেবধর্ম-
যুক্ত) করিয়া তৃতীয় সবনের ভাগী করিয়াছিলেন, সেইজন্য
ঋভুদৈবত মন্ত্রে স্তোত্রসম্পাদন হয় না, অথচ [তৃতীয়সবনের
সম্পর্কহেতু] পবমানকে ঋভুদৈবত বলা হয়। এ বিষয়ে
কেহ কেহ প্রশ্ন করেন,—প্রাতঃসবনে গায়ত্রী ও মাধ্যন্ধিনে

(১৬) উক্ত সাতটি মন্ত্রের মধ্যে হোতা, মৈত্রাবরণ ও ব্রাহ্মণাচ্ছসী এই তিনজনের
(৯) (১০) (১১) চিহ্নিত মন্ত্রই উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট, অস্ত্র মন্ত্র নহে ।

(১) ৪।৩৫।১

ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ পঠিত হওয়ায় ঐ পূর্ববর্তী সৰনদ্বয়ে যথোচিত ছন্দেই অনুবাক্য হইয়া থাকে, তবে তৃতীয়সবনের ছন্দ জগতী হইলেও উহাতে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে কেন অনুবাক্য হয় ? [উত্তর] তৃতীয়সবনের রস [গায়ত্রীকৰ্ত্তৃক] পীত হইয়াছিল^১ ; আর ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের রস পীত না হওয়ায় উহা শুক্রযুক্ত (সারযুক্ত) ; এইজন্য তদ্বারা তৃতীয়সবনের সরসতা সম্পাদন ঘটে, এই উত্তর দিবে । অতএব এতদ্বারা এই সবনে ইন্দ্রের ভাগ সম্পাদিত হয় ।

এ বিষয়ে আরও প্রশ্ন আছে :—তৃতীয়সবনের দেবতা ইন্দ্র ও ঋভুগণ ; কিন্তু তৃতীয়সবনে প্রস্থিত সোমের যাজ্যবিধানে কেবল হোতা “ইন্দ্র ঋভুভির্বাজবদ্ভিঃ সমুক্ষিতম্”^২ এই প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রদেবত ও ঋভুদেবত মন্ত্রে যাজ্য করেন, অন্য ঋষিকেরা নানা দেবতার উদ্দিষ্ট মন্ত্রে যাজ্য করিলেও কি রূপে উহা ইন্দ্র ও ঋভুগণের উদ্দিষ্ট বলিয়া গণ্য হয় ? [উত্তর] “ইন্দ্রাবরুণা স্ততপাবিগং স্ততম্”^৩ এই মন্ত্র মৈত্রাবরুণের যাজ্য, উহার “যুবো রথো অধ্বরং দেববীতয়ঃ” এই চরণে [“দেববীতয়ঃ” এই] বহুবচনান্ত পদ আছে ; এই জন্য উহা [বহুসংখ্যক] ঋভুগণেরই অনুকূল । “ইন্দ্রশ্চ সোমং পিবতং বৃহস্পতে”^৪ এই মন্ত্র ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর যাজ্য । ইহার

(২) সোমাহরণকালে গায়ত্রী ছই চরণদ্বারা প্রথম সৰনদ্বয় ও মুখদ্বারা তৃতীয়সবন গ্রহণ করিয়া উভার রস পান করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে শ্রুতি যথা “পত্ন্যাং দে সৰনে সমগৃহ্ণান্মুখে নৈক” যন্মুখেন সমগৃহ্ণাং তদধয়ত্তস্মাদ্ দে সৰনে শুক্রবতী প্রাভঃসবনং মাধ্যান্নিনক তস্মাৎ তৃতীয়সবনং স্কন্ধীষমভিগৃহ্ণতি দীভমিষ হি মজ্জতে” ।

“আ বাং বিশস্ত্রিন্দবঃ স্বাভুবঃ” এই চরণেও বহুবচনান্ত পদ থাকায় উহাও ঋভুগণের অনুকূল।

“আ বো বহন্ত সপ্তয়ো রঘুয়াদঃ”^৫ এই মন্ত্র পোতার রাজ্য; ইহার “রঘুপত্নানঃ প্র জিগাত বাহুভিঃ” এই চরণে বহুবচনান্ত পদ থাকায় উহা ঋভুগণের অনুকূল। “অমেব মঃ হুহবা আ হি গন্তন”^৬ এই মন্ত্র নেকার রাজ্য; ইহার “গন্তন” (অর্থাৎ গচ্ছত) এই পদ বহুবচনান্ত হওয়ায় ইহাও ঋভুগণের অনুকূল। “ইন্দ্রাবিস্তৃ পিবতং মধ্বো অশ্ব”^৭ এই মন্ত্র অচ্ছাবাকের রাজ্য; ইহার “অন্ধাংসি মদিরাণ্যশ্বনু” এই চরণে বহুবচনান্ত পদ থাকায় ইহাও ঋভুগণের অনুকূল। “ইমং স্তোগমহাতে জাতবেদমে”^৮ এই মন্ত্র আগ্নীধের রাজ্য; ইহার রথমিব সং মহেমা মনীষয়া” এই পদে বহুবচনান্ত পদ থাকায় উহা ঋভুগণের অনুকূল। এইরূপে ঐ মন্ত্রসকল ইন্দ্র ও ঋভুগণ উভয়েরই সম্বন্ধযুক্ত হয়। আর উহার নাম দেবতায় উদ্ভিক্ত হওয়ায় অথ দেবতাকেও প্রীত করে। এই সকল মন্ত্রে জগতীচ্ছন্দের বাহুল্য আছে; তৃতীয়সবনের ছন্দও জগতী; ইহাতে তৃতীয় সবনেরই সমৃদ্ধি ঘটে।

পঞ্চম খণ্ড

হোত্রক ও হোত্রাংশী

হোত্রক ও হোত্রাংশীর কণ্ঠের সাম্য ও বৈষম্য প্রদর্শন যথা—“অথাহ... ভেনেতি”।

(৫) ১৮৫১৬। (৬) ২৩৬৩। (৭) ৩৬২১৭ (৮) ১১৪১১।

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে :—ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও কৰ্ম্ম শস্ত্রবিশিষ্ট, কাহারও কৰ্ম্ম শস্ত্রবিশিষ্ট নহে^১; তবে কিরূপে যজমানের পক্ষে সকল ঋত্বিকের কৰ্ম্মই শস্ত্রবিশিষ্ট কৰ্ম্মের মত সমানভাবে সমুদ্বিলাভ করে? [উত্তর] এই [উভয় শ্রেণির] ঋত্বিকের কৰ্ম্মকেই একযোগে “হোত্র” বলা হয়, সেইজন্য সকলেই সমান।^২ ইহাদের কাহারও শস্ত্র আছে, কাহারও শস্ত্র নাই, সেইজন্য উভয়ের বৈষম্যও আছে বটে। কিন্তু ঐ কারণে সকলেরই কৰ্ম্ম শস্ত্রবিশিষ্টরূপে গণ্য হইয়া সমানভাবে সমুদ্বি লাভ করে।

আরও প্রশ্ন আছে,—হোত্রকগণ প্রাতঃসবনে শস্ত্রপাঠ করেন, মাধ্যন্ধিনে শস্ত্রপাঠ করেন, তাহাতে তৃতীয়সবনেও তাঁহাদের শস্ত্রপাঠ কিরূপে সিদ্ধ হয়? [উত্তর] মাধ্যন্ধিনে হোত্রকেরা প্রত্যেকে দুই দুই সূক্ত পাঠ করেন, এইজন্য [সিদ্ধ হয়], এই উত্তর দিবে।^৩

আরও প্রশ্ন আছে, হোতারই [প্রত্যেক সবনে] দুইটি শস্ত্রপাঠের বিধান আছে; হোত্রকগণের [তাহা না থাকিলেও] কিরূপে দুই শস্ত্র পাঠের ফললাভ হয়? [উত্তর] তাঁহারা

(১) মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছন্দী ও অচ্ছাবাক এই তিন হোত্রকের শস্ত্র আছে; নেতা, পোতা ও আগ্নীধ্র এই তিন হোত্রাংশদীর শস্ত্র নাই।

(২) হোত্রক ও হোত্রাংশদী উভয়বিধ ঋত্বিকের কৰ্ম্মের সাধারণ নাম হোত্র, এইজন্য হোত্রাংশদীর শস্ত্র না থাকিলেও তিনি হোত্রকের তুল্য হন।

(৩) তৃতীয় সবনে হোত্রকেরা শস্ত্র পাঠ করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় সবনে মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছন্দী ও অচ্ছাবাক ইহারা প্রত্যেকে দুই দুই সূক্ত পাঠ করেন। উহার একটি বৎ মাধ্যন্ধিনে উদ্ভিট ও দ্বিতীয় বৎ পরবর্তী তৃতীয় সবনের উদ্ভিট মনে করিলে হোতারই তৃতীয় সবনের শস্ত্রপাঠে ফললাভ হইবে।

[প্রস্থিত সোমবাগে] দুই দুই দেবতার উদ্দিষ্ট যাজ্যাপাঠ করেন, এইজন্য [ঐ ফললাভ হয়], এই উত্তর দিবে।^১

যষ্ঠ খণ্ড

হোত্রক ও হোত্রাংশঙ্গী

হোত্রক সম্বন্ধে আরও বক্তব্য—“অথাহ.....শংসতঃ”।

এ বিষয়ে আরও প্রশ্ন আছে,—তিনজন হোত্রকের হোত্র শস্ত্রবিশিষ্ট, তবে অপরের (হোত্রাংশঙ্গীদের) কৰ্ম্মও কিরূপে শস্ত্রবিশিষ্ট বলিয়া গণ্য হয় ? [উত্তর][হোতার পঠিত] আজ্য-শস্ত্র আগ্নীধ্বের শস্ত্ররূপে, মরুত্বতীয় শস্ত্র পোতার শস্ত্ররূপে, বৈশ্বদেবশস্ত্র নেষ্ঠার শস্ত্ররূপে গণ্য হয় ; এইরূপে তাঁহাদের কৰ্ম্মও শস্ত্রচিহ্নযুক্ত হইয়া থাকে।^২

আরও প্রশ্ন আছে,—অন্য হোত্রকগণের প্রত্যেকের জন্য একটিমাত্র প্রেমের বিধান আছে ; তবে কেন পোতার জন্য দুইটি প্রেম আর নেষ্ঠার জন্য দুইটি প্রেম ?^৩ [উত্তর]

(৪) হোতার শস্ত্র প্রাতঃসবনে আজ্য ও প্রুগ, মাধ্বন্ধিনে মরুত্বতীয় ও নিক্বেবল্য ; তৃতীয়ে বৈশ্বদেব ও আগ্নিমারুত ; হোত্রকগণের কাহারও দুইশস্ত্রের বিধান নাই। কিন্তু প্রস্থিত যাজ্যার মন্ত্রের দ্বিবিধ দেবতা ; এক ক্ষণতঃ প্রত্যক্ষভাবে মন্ত্রের উদ্দিষ্ট, অন্য দেবতা গোপভাবে সম্বন্ধযুক্ত (পূর্বের দেব) ; এতদ্বারা ঐ ফললাভ হয়।

(১) আগ্নীধ্বের গাজ্য আগ্নির উদ্দিষ্ট, আজ্যশস্ত্রও আগ্নির উদ্দিষ্ট। পোতার যাজ্য মরুত্বগণের উদ্দিষ্ট, মরুত্বতীয় শস্ত্রও মরুত্বগণের উদ্দিষ্ট। নেষ্ঠার যাজ্যমন্ত্রে দেবগণের উল্লেখ আছে ; এই হেতু উহার সহিত বৈশ্বদেব শস্ত্রের সম্বন্ধস্থাপন চলিতে পারে। এইরূপে প্রত্যেকের জন্য হোতৃপঠিত শস্ত্রের সহিত হোত্রকপঠিত যাজ্যার সামান্য দেখান হইতেছে।

(২) প্রথমমন্ত্র সাকল্যে বারটি এবং হোতা, পোতা, নেষ্ঠা, আগ্নীধ্ব, ব্রাহ্মণাচ্ছঙ্গী, মৈত্রাবরুণ,

যে সময়ে ঐ গায়ত্রী স্বপ্নরূপ ধরিয়া সোম আহরণ করিয়া-
ছিলেন, সেই সময়ে তিনি ঐ হোত্রকগণের শস্ত্র লোপ করিয়া
হোতাকে [সেই শস্ত্র] দান করিয়াছিলেন, এবং [ঐ হোত্রক-
গণকে বলিয়াছিলেন] তোমরা আহাবপর্যন্ত করিতে পাইবে
না, যেহেতু তোমরা [আগার অবস্থা] জানিতে পার নাই ।
তখন দেবগণ বলিলেন, এই দুই জনকে (পোতা ও
নেষ্টাকে) [প্রৈষমন্ত্ররূপ] বাক্যদ্বারা বর্দ্ধিত করিব ; সেইজন্য
তঁাহার দুই দুই প্রৈষ হইল । আর দেবগণ আগ্নীশ্রের
ক্রিয়াকে ঋকমন্ত্রদ্বারা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন ; সেই জন্য
আগ্নীশ্রের বাজ্যায় একটি ঋক্ অধিক আছে । ”

আরও প্রশ্ন আছে,—মৈত্রাবরণ “হোতা যক্ষৎ” “হোতা
যক্ষৎ” ইত্যাদি প্রৈষমন্ত্রে হোতাকে প্রৈষণ করেন, [ইহা

হোতা, পোতা, নেষ্টা, অচ্ছাবাক, অক্ষর্যা ও গৃহপতি এই কয়েক জনের জন্য যথাক্রমে বিহিত ।
হোতার দুই প্রৈষ পূর্বে বলা হইয়াছে । হোত্রকগণের মধ্যে কেবল পোতার ও নেষ্টার দুই দুই
প্রৈষ ; অন্দের এক এক । “হোতা যক্ষন্ মরতঃ পোতাং” এবং “হোতা যক্ষদেবং দ্রিষণোদাং
পোতাদৃত্তুঃ” এই দুইটি পোতার প্রৈষ । “হোতা যক্ষদ্রাবো নেষ্টা” এবং “হোতা যক্ষদেবং
দ্রিষণোদাং নেষ্টাং” এই দুইটি নেষ্টার প্রৈষ ।

(৩) আদ্য, মরুতীয় ও বৈশদেব এই তিন শস্ত্র পূর্বে হোতার পাঠ্য ছিল না ; পোতা,
নেষ্টা ও আগ্নীশ্রের অর্থাৎ তিনজন হোত্যাশংসীর পাঠ্য ছিল । পায়ত্রীকর্তৃক সোমাহরণে ইন্দ্র
শোকভিভূত হইলে সকল ঋত্বিক ইন্দের নিকট সাংসনা দিবার জন্য আনিয়াছিলেন ; কেবল ঐ তিন
ঋত্বিক আসেন নাই । তাহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের শস্ত্র হোতাকে দান করেন এবং তাঁহা-
দিগকে আহাবমন্ত্রপাঠের অধিকারে বর্দ্ধিত করেন । অশ্বদেবতার হোত্যাশংসীদের এই দুর্দশায়
ব্যথিত হইয়া নেতা ও পোষ্টাকে দুইটি করিয়া প্রৈষ দিলেন এবং আগ্নীশ্রের বাজ্যামন্ত্রে ঋক-সংখ্যা
একটি বাড়াইয়া দিলেন । সাতজন ঋত্বিকেরই তিনটি করিয়া প্রস্থিত বাজ্যামন্ত্র ছিল, ওদবাধি
আগ্নীশ্রের চারিটি মন্ত্র হইল । “এভিরয়ে সদথন্” এই মন্ত্রটি আগ্নীশ্রের চতুর্থ মন্ত্র ; পাদ্বীযত গ্রহ-
বায়গ উহার প্রয়োগ হয়

যুক্তিযুক্ত] ; কিন্তু যাঁহারা হোতা নহেন, হোত্ৰাংশসীমাত্র তাঁহাদিগকেও কেন “হোতা যক্ষৎ” “হোতা যক্ষৎ” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রেষণ করা হয় ? [উত্তর] হোতা প্রাণ-স্বরূপ, সকল ঋত্বিক্ই প্রাণস্বরূপ ; ঐ রূপে [সকলকে] প্রেষণ করিলে “প্রাণো যক্ষৎ” “প্রাণো যক্ষৎ” ইহাই বলা হয় ।^৪

আরও প্রশ্ন আছে,—উদগাতৃগণের জন্ত প্রৈষমন্ত্র আছে কি নাই ? [উত্তর] আছে, এই উত্তর দিবে । প্রশাস্তা (মৈত্রাবরুণ) জপের পর “স্তুধম্”—স্তোত্র আরম্ভ কর—[উদগাতাদিগকে] যে এই কথা বলেন, উহাই তাঁহাদের পক্ষে প্রৈষমন্ত্র ।

আরও প্রশ্ন আছে,—অচ্ছাবাকের প্রবর [প্রকৃষ্টভাবে বরণমন্ত্র) আছে কি নাই ? [উত্তর] আছে, এই উত্তর দিবে । অক্ষর্যু যে [অচ্ছাবাককে] বলেন “অচ্ছাবাক বদস্ব যন্তে বাগম্”—অচ্ছাবাক, তোমার যাহা বক্তব্য, তাহা বল,—উহাই তাঁহার পক্ষে প্রবর বলিয়া গৃহীত হয় ।^৫

আরও প্রশ্ন আছে,—[অগ্নিষ্টোমের বিকৃতি উক্থ্য নামক ক্রতুতে] তৃতীয় সবনে মৈত্রাবরুণ ইন্দ্রের ও বরুণের উদ্দিষ্ট

(৪) মৈত্রাবরুণই সকল ঋত্বিকে প্রৈষমন্ত্রবাক্স প্রেরণ করেন । প্রৈষমন্ত্রমাত্রেরই আরম্ভে “হোতা যক্ষৎ” এই বাক্য আছে, উহা হোতার পক্ষে সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত ; হোতা ব্যতীত অগ্নি ঋত্বিকের পক্ষে ঐ রূপ বাক্য কিরূপে সঙ্গত হইবে, উক্ত প্রশ্নের এই তাৎপৰ্য্য ।

(৫) অগ্নি ঋত্বিকেরা বরণের পর সবট্কার উচ্চারণে হোম করেন । অচ্ছাবাকের পক্ষে সরূপ বিধান নাই ; এখানে অক্ষর্যু-কথিত উক্ত বাক্যই অচ্ছাবাকের বরণমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ।

সূক্ত পাঠ করেন,“ তবে কেন অগ্নির উদ্দিষ্ট মন্ত্রে উহার স্তোত্রিয় ও অনুরূপ সম্পাদিত হয় ?’ [উত্তর] দেবগণ অগ্নিকে মুখ (প্রধান) করিয়া তাঁহার সাহায্যে অম্বরগণকে উদ্ধৃত হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন, সেই জন্য এস্থলে অগ্নিদৈবত মন্ত্রেই স্তোত্রিয় ও অনুরূপ সম্পাদিত হয় ।

আরও প্রশ্ন আছে,—তৃতীয় সবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ইন্দ্রের ও বৃহস্পতির উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করেন ও অচ্ছাবাক ইন্দ্রের ও বিষ্ণুর উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করেন ; তবে কেন কেবল ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট মন্ত্রে উহার স্তোত্রিয় ও অনুরূপ সম্পাদিত হয় ? [উত্তর] ইনিই অম্বরগণকে উদ্ধৃতকালের নিকট হইতে জয় করিয়াছিলেন ; তখন ইনি [দেবগণকে] বলিয়াছিলেন, [তোমাদের মধ্যে] কে [আগার সঙ্গে আসিবে] ? তখন দেবতারা আমি [যাইব] আমি [যাইব], এই বলিয়া ইন্দ্রের পশ্চাতে গিয়াছিলেন । সেই ইন্দ্র সকলের পূর্বে গিয়া [অম্বরদিগকে] জয় করিয়াছিলেন, তজ্জন্ম ইন্দ্রদৈবত মন্ত্রেই স্তোত্রিয় ও অনুরূপ সম্পাদিত হয় । অন্য দেবতারাও যে “আমি, আমি” বলিয়া ইন্দ্রের পশ্চাতে গিয়াছিলেন, তাহাতেই [ঐ দুই ঋত্বিক তৃতীয় সবনে অন্য দেবতার উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন]

(৬) “ইন্দ্রাবরুণা যুবন্” ইত্যাদি সূক্ত ।

(৭) এই শাস্ত্রে অগ্নির উদ্দিষ্ট মন্ত্রে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ সম্পাদিত হইয়া থাকে ।

সপ্তম খণ্ড

হোত্রককৰ্ম

হোত্রক সম্বন্ধে অজ্ঞাত কথা—“অথাহ.....অভ্যস্তেং”।

আরও প্রশ্ন আছে, তৃতীয় সবনের দেবতা বিশ্বদেবগণ, তবে কেন তৃতীয় সবনের আরম্ভে ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট অথচ জগতী ছন্দের সূক্ত পাঠিত হয়? [উত্তর] এরূপ করিলে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যেই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান হয়, এই উত্তর দিবে। আর তৃতীয় সবনের ছন্দ জগতী, অতএব উহাতে জগতেরই কামনা হয়। ইহার [আরম্ভে পাঠিত সূক্তের] পর যে কিছু ছন্দ পাঠিত হয়, সে সমস্তও জগতীর সম্বন্ধযুক্ত হইয়া পড়ে। এইজন্য তৃতীয় সবনের আরম্ভে ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট জগতী ছন্দেই ঐ সকল সূক্ত পাঠিত হয়।

অজ্ঞাবাক শব্দের অন্তে “সং বাং কৰ্ম্মণা”^১ এই ত্রিষ্টুপ্ সূক্ত পাঠ করেন, এতদ্বারা যে কৰ্ম্ম (সোমপান) স্তুতিযোগ্য, তাহাকেই লক্ষ্য করা হয়। ঐ মন্ত্রের “সমিষা” এই পদে ইষ শব্দে অন্নকে বুঝায়; এতদ্বারা ভক্ষণীয় অন্নের রক্ষা ঘটে। উহার “অরিস্টৈর্ন পাপিভিঃ পারয়ন্তু” এই [চতুর্থ চরণ] স্বস্তি লাভের উদ্দেশ্যে [পৃষ্ঠ্য দড়হে] প্রতি দিনই পাঠ করা হয়।

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে, তৃতীয় সবনের ছন্দ জগতী,

(১) এস্থলে বিশ্বদেবদৈবত মন্ত্রই পাঠিত হওয়া উচিত; আবার ইন্দ্রদৈবত মন্ত্র পাঠিত হইলেও উহার ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ হওয়া উচিত।

(২) ৬৬৯১।

তবে কেন ত্রিকটুপ্ মন্ত্রে উহার [শস্ত্রের] সমাপনমন্ত্র সম্পাদিত হয় ? [উত্তর ত্রিকটুপ্ বীৰ্য্যস্বরূপ ; এতদ্বারা শস্ত্র-শেষে বীৰ্য্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনুষ্ঠান করা হয় ।

“ইয়মিन्द्रং বরুণমৰ্কমে গীঃ” * এই মন্ত্রে মৈত্রাবরুণের, “বৃহস্পতির্নঃ পরিপাতু পশ্চাৎ” * এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর এবং “উভা জিগ্যাথুঃ” * এই মন্ত্রে অচ্ছাবাকের শস্ত্র সমাপ্ত হয় । [শেষ মন্ত্রটির অর্থ] তাঁহারা (ইন্দ্র ও বিষ্ণু) উভয়ে জয় লাভ করিয়াছিলেন । [ঐ থাকের মধ্যে] “ন পরাজয়েথে”—এই বাক্যের অর্থ যে তাঁহারা পরাজিত হন নাই, উভয়ের মধ্যে কেহই হন নাই । উহার [শেষার্দ্ধে] “ইন্দ্রশ্চ বিষ্ণো যদপস্পৃধেথাং ত্রেধা সহস্রং বি তদৈরয়েথাম্”—অহে বিষ্ণু, তুমি ও ইন্দ্র উভয়ে যখন [অশ্বরগণের সহিত যুদ্ধার্থ] স্পর্দ্ধা করিয়াছিলে, তখন তোমরা সহস্রকে তিন ভাগ করিয়া যথাস্থানে অর্পণ করিয়াছিলে—এই বাক্যের তাৎপর্য্য যে, ইন্দ্র এবং বিষ্ণু অশ্বরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে জয় করিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, [আইস] আমরা বিভাগ করিয়া লইব । সেই অশ্বরগণ বলিয়াছিল, তাহাই হউক । তখন সেই ইন্দ্র বলিয়াছিলেন, এই বিষ্ণু যে সকল বস্তুর উদ্দেশে তিনবার বিক্রম করিবেন (পদক্ষেপ করিবেন), তাহা আমাদের, আর অণু সমস্ত তোমাদের হউক । তখন বিষ্ণু [এক পাদে] এই লোক-সকলকে, [দ্বিতীয় পাদে] বেদসমূহকে, [তৃতীয় পাদে]

বাক্যকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। উক্ত মন্ত্রের “সহস্র” শব্দের অর্থ কি, এই প্রশ্ন হইয়া থাকে। এই লোকসকল, এই বেদসমূহ এবং বাক্য, [“সহস্র” শব্দের লক্ষ্য], এই উত্তর দিবে।

উক্ত্য ক্রতুতে অচ্ছাবাক [ঐ মন্ত্রের শেষ পদ] “ঐরয়েথাম্ ঐরয়েথাম্” এইরূপে দুইবার উচ্চারণ করেন; উহাই ঐ স্থলে শস্ত্র সমাপন করে। আর হোতা অগ্নিকোণে এবং অতিরাত্রে [স্ব স্ব শস্ত্রের শেষ পদ] দুইবার উচ্চারণ করেন; উহাতেই তাঁহাদের শস্ত্র সমাপ্ত হয়*।

যোড়শী ক্রতুতে দুইবার উচ্চারণ করিবে, কি করিবে না? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়, করিবে। অগ্নি অনুষ্ঠানে যখন দুইবার উচ্চারণ হয়, তখন এখানে কেন ঐরূপ হইবে না, এই হেতুতেই [এখানেও] দুইবার উচ্চারণ করিবে।

অষ্টম খণ্ড

হোত্রক কৰ্ম্ম

অচ্ছাবাক সম্বন্ধে পুনঃ প্রস্তোত্তর—“অগাহ.....শংসতীতি”

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে, তৃতীয় সৰন নরাশংসের সম্বন্ধযুক্ত, তবে কেন অচ্ছাবাক উহার শেষে শিল্লশস্ত্রমধ্যে নরাশংসের

(৬) অগ্নিকোণে ‘যজ্ঞবিত্তে’ ‘জ্ঞবিত্তে’ এবং অতিরাত্রে “যেহি চিত্রং যেহি চিত্রম্” এইরূপে একই পদ দুইবার উচ্চারিত হয়।

(১) নরা সমুখ্যা ঋভবোহসিন্দো যা যত্র শস্যন্তে তৎ নরাশংসং তৎসম্বন্ধি তৃতীয় সৰনম্। (নারায়ণ)

সম্বন্ধরহিত মন্ত্র পাঠ করেন ? [উত্তর] নারাশংস বিকৃতি-
স্বরূপ ; রেতঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া ক্রমে বিকৃত হয়, এবং
বিকৃত হইয়া [শেষে সম্ভানরূপে] উৎপন্ন হয়, এও সেই-
রূপ ।^১ আবার এই যে নারাশংস ছন্দ, উহা মৃদু ও শিথিল ;
আর এই যে অচ্ছাবাক, ইনি অন্তিম ঋত্বিক্ ; সেইজন্য [যজ্ঞের]
দৃঢ়তার জন্য ও উহাকে দৃঢ়স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিব বলিয়া [অন্য
ছন্দে শাস্ত্র সমাপ্ত হয়] ।^২ এইজন্য অচ্ছাবাক [তৃতীয়সবনের
অন্তে] শিল্পশাস্ত্রের মধ্যে [যজ্ঞকে] দৃঢ় করিবার জন্য ও দৃঢ়স্থানে
প্রতিষ্ঠা করিব বলিয়া নারাশংসের সম্বন্ধরহিত মন্ত্র পাঠ করেন ।

উনত্রিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

হোত্রক কৰ্ম্ম

অহীনক্রতুতে হোত্রকগণের 'মাধ্যন্ধিন' সবনের শস্যবিধান যথা—“য যঃ.....
সেন্ত্রভারৈ”

[পৃষ্ঠ্যষড়্‌হের] প্রাতঃসবনে পরদিনে [উদগাতা যে
ব্র্যচে] স্তোত্রিয় করেন, [পূর্বদিনে হোতা] তাহাতেই

(২) নারাশংসই বিকৃত হইয়া মবন শেষে অগ্ন্যচ্ছন্দে পরিণত হয়, এই তাৎপর্য্য ;

(৩) তৃতীয় সন্নে অচ্ছাবাকের পর আর কোন ঋত্বিক্ শাস্ত্রপাঠ করেন না । কাজেই যজ্ঞের
শৈথিল্য নিবারণের পরে কোন উপায় থাকে না, সেই নিমিত্ত সবনশেষে অশিথিল ছন্দ ব্যবহার
করিতে হয় ।

[শস্ত্রের] অনুরূপ সম্পাদন করিবেন ; ইহাতে অহীন ক্রতুর অবিচ্ছেদ ঘটে । একাহ যেরূপ সোমাভিব দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, অহীনও সেইরূপ হইয়া থাকে । সোমাভিবযুক্ত একাহের সর্বসকল যেমন পৃথকভাবে সমাপ্ত করিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেইরূপ অহীনের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানও পৃথকভাবে সমাপ্ত করিয়া অনুষ্ঠিত হয় । সেই জন্ম প্রাতঃসবনে পরদিনের স্তোত্রিয়দ্বারা [পূর্বদিনের] অনুরূপ সম্পাদন করিলে অহীন-যজ্ঞের অবিচ্ছেদ ঘটে ; এতদ্বারা [একদিনের মন্ত্র অন্যদিনে লইয়া যাওয়ায়] অহীনযজ্ঞকে বিচ্ছেদহীন করা হয় ।

সেই দেবগণ ও ঋষিগণ এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন, যে [প্রতিদিন] সমান (একরূপ) অনুষ্ঠানদ্বারা যজ্ঞকে বিচ্ছেদহীন করিব ; এই স্থির করিয়া তাঁহারা ঐ যজ্ঞের এইসকল অনুষ্ঠান সমান করিয়াছিলেন,—প্রগাথ সমান, প্রতিপৎ সমান ও স্তম্ভ সমান করিয়াছিলেন । ইন্দ্র ওকঃসারী (এক স্থানেই সঞ্চরণ করেন) ; ইন্দ্র পূর্বদিন যেখানে যান, পরদিনও সেইখানে যান ; এইরূপে যজ্ঞও [প্রতিদিন] ইন্দ্রযুক্ত হয় । [এইজন্ম প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে প্রগাথাদি সমান করা উচিত] ।

(১) সাধারণ মতে “ওকঃসারী” অর্থে মার্জার। মার্জার একস্থানে চিরকাল বাস করিতে ভাল বাসে ; ইন্দ্র সেই মার্জারসংগত। “ওকঃসারী” স্থানানি গৃহাণি, তেবু সন্নিতি সঞ্চরণ ইতি ওকঃসারী মার্জারঃ। বথা মার্জারঃ পূর্বস্মিন্ দিনে যেযু গৃহেষু সঞ্চরতি তেখেদ গৃহেষু পরেদ্বারপি সঞ্চরতি, এবময়মিন্দ্রোহপি অপগন্তব্যঃ ।”

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাতসূক্ত

সম্পাতসূক্তের নির্ণয় যথা—“তান্ বা এতান্.....সম্ভবন্তি”

এই সম্পাতসূক্তগুলি প্রথমে বিশ্বামিত্র দেখিয়াছিলেন ; বিশ্বামিত্রদৃষ্ট ঐ সূক্ত বামদেব প্রচারিত করেন “এবা হ্যামিত্র বজ্রিন্ত্র”^১ “যন্ন ইন্দ্রো ভুজুমে যচ্চ বশ্টি”^২ “কথা মহামব্ধৎ কস্ম হোভুঃ”^৩ এই সূক্তগুলিকে বামদেব শীঘ্র সম্পাতিত (প্রচারিত) করিয়াছিলেন ।^৪ শীঘ্র সম্পাতিত করিয়াছিলেন বলিয়া উহাদের সম্পাতত্ব । তখন বিশ্বামিত্র স্থির করিছেন, অগ্নি যে সম্পাত সূক্ত দেখিলাম, বামদেব তাহা প্রচার করিয়া ফেলিলেন ;^৫ অগ্নি আরও কতকগুলি তৎসদৃশ সূক্তকে সম্পাতরূপে প্রচার করিব । এই স্থির করিয়া তিনি “সগো হ জাতো ব্রহতঃ কনীনঃ” “ইন্দ্রঃ পৃথিৱীতিরদাসমর্বেঃ” “ইমামূ যু প্রভৃতিং সাতয়ে ধাঃ”^৬ “ইচ্ছন্তি হা সোম্যাসঃ সখায়ঃ”^৭ “শাসদ্বহিহুহিতূর্ণপ্যঙ্গাৎ”^৮ “অভি তর্কেব দীধয়া মনীষান্”^৯ এই সূক্তগুলিকে তৎসদৃশ সম্পাতরূপে প্রচার করিয়াছিলেন ।

(১) ৪।১৯।১ । (২) ৪।২২।১ । (৩) ৪।২৩।১ ।

(৪) বিলম্ব করিলে বিশ্বামিত্র নিজ নামে প্রচার করিষেন, এই আশঙ্কায় বামদেব স্বয়ং শিষ্য ও অধ্যাতাদের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন । “কালবিলম্বে সতি বিশ্বামিত্র আগত্য স্বকীয়ং প্রকটকনিষ্যতি ইতি ভীত্যা স্বয়ং শব্দমেব সমপতৎ সন্মাগধোতুন্ শিষ্যান্ প্রাপ্তবান্ স্বকীয়-পরিদর্শ্যার্থং সৃষ্টুন্ শিষ্যান্ মহমাধাপয়ামাস ।” (সাধারণ)

(৫) সাধারণ এখানে বামদেবের বিশেষণ দিয়াছেন—“সুত্বদোহভীতিরহিতঃ” ।

(৬) ৩।৪৮।১ । (৭) ৩।৩৪।১ । (৮) ৩।৩৬।১ । (৯) ৩।৩৭।১ । (১০) ৩।৩৮।১ । (১১) ৩।৩৯।১ ।

“য এক ইন্ধব্যাশ্চৰ্বণীনাম্”^{১২} এই সূক্ত ভরদ্বাজের, “যন্তিগ্নশৃঙ্গো যযভো ন ভীমঃ”^{১৩} এবং “উহু ব্রহ্মাণ্যৈরত প্রবন্ত”^{১৪} এই সূক্তদ্বয় বশিষ্ঠের, “অস্মা ইহু প্র তবসে তুরায়”^{১৫} এই সূক্ত নোধার ।

প্রাতঃসবনে বড়হস্তোত্রিয় [ত্র্যচসগূহের] পাঠের পর মাধ্যম্নিন সবনে সেই সেই [হোত্রকগণ] অহীনের সূক্তসকল পাঠ করিবেন । এই গুলি অহীন-সূক্ত :—“আ সত্যো বাতু সববা ধাজীযী”^{১৬} এই সত্যশব্দযুক্ত সূক্ত মৈত্রাবরুণের, “অস্মা ইহু প্র তবসে তুরায়”^{১৭} এই সূক্ত ব্রাহ্মণাচ্ছানীর ; উহার “ইন্দ্রায় ব্রহ্মাণি রাততমা” এবং “ইন্দ্র ব্রহ্মাণি গোতনাসো অক্রনু” এই অংশদ্বয় ব্রহ্মান-শব্দযুক্ত ; ‘শাসদ্বহি-র্জনয়ন্ত বহিম্’^{১৮} এই বহিঃশব্দযুক্ত সূক্ত অচ্ছাবাকের ।

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে,—[গবাময়নসত্রে] আয়ত্তিসহিত অনুষ্ঠানে ও আয়ত্তিরহিত অনুষ্ঠানে, উভয় স্থলেই অচ্ছাবাক কেন এই বহিঃশব্দ-যুক্ত সূক্ত পাঠ করেন ?^{১৯} [উত্তর] ঐ [অচ্ছাবাকনামক] বহুচ (ঋগ্বেদানুষ্ঠায়ী) বর্ধ্যবান্ ; (অতএব যজ্ঞভার বহনে সমর্থ) ; ঐ সূক্তও বহিঃশব্দবিশিষ্ট ;

(২) ৬।২২।১। (১৩) ৭।১৯।১। (১৪) ৭।২৩।১। (১৫) ১।৬।১।১। (১৬) ৪।১৩।১।
(১৭) ১।৬।১।১। (১৮) ৩।৩।১।

(১৯) গবাময়ন সত্রে অতিপ্রবণত্বের ও পৃষ্ঠাবড়ের অন্তর্গত অনুষ্ঠান দিনের পর দিন অনুষ্ঠিত হয় ; এই জন্ত উহা আয়ত্তিসহিত । আর চতুর্বিংশাদি অনুষ্ঠান কেবল এক নির্দিষ্ট দিনেই অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া উহা আয়ত্তিরহিত । অচ্ছাবাককর্তৃক ঐ সূক্ত উভয়বিধ অনুষ্ঠানেই পঠিত কেন হয়, প্রশ্নের এই তাৎপর্য্য । উত্তরে বলা হইল চতুর্বিংশাদি অনুষ্ঠান বড়হস্ত অহীন বা একাধিক দিনে সাধ্য না হইলেও অস্ত্র অর্থে অহীন অর্থাৎ হীনতাশূন্য । কাজেই উভয়বিধ অনুষ্ঠানেই একই সূক্তের ব্যবহা ।

বহ্নি (অর্থাৎ বহনসমর্থ অশ্বাদি পশু), যাহার (যে শকটাদির) ধুরায় যোজন করা যায়, তাহার বহনে সমর্থ; এই জন্ম অচ্ছাবাক ঐ বহ্নিশব্দবিশিষ্ট সূক্ত আরম্ভিসহিত ও আরম্ভিরহিত উভয়বিধ অনুষ্ঠানেই পাঠ করেন ।

ঐ সূক্তসকল [গবাময়ন সত্রে] চতুর্বিংশ, অভিজিৎ, বিষুবৎ, বিশ্বজিৎ ও মহাত্রত এই পাঁচ দিনের [আরম্ভিরহিত] অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হয় । এই কয়দিনের অনুষ্ঠানই [অন্য অর্থে] অহীন, কেন না উহা কোন কন্ম্বেই হীন হয় না । আবার ঐ সকল অনুষ্ঠানের আরম্ভি না হওয়ায় উহারা আরম্ভিরহিত । সেইজন্য এই কয় দিনের অনুষ্ঠানে ঐ সকল সূক্ত পাঠ করা হয় । অপিচ অহীন (ভোগ্যবস্তুপূর্ণ) সর্বরূপ (বহুরূপযুক্ত) ও সর্বসমৃদ্ধ (সর্বফলপ্রদ) স্বর্গলোকসমূহ পাইব, এই অভিপ্রায়ে ঐ [অহীন] সূক্তসকল পাঠ করা হয় । বাশিতা (গর্ভগ্রহণকামিনী) ধেনুর জন্ম যেমন রমকে আহ্বান করা হয়, ঐ সূক্ত পাঠ দ্বারা ইন্দ্রকেও সেইরূপ আহ্বান করা হয় । অহীন ক্রতুর অবিচ্ছেদসাধনের জন্ম যে এই সূক্তসকল পাঠ করা হয়, ইহাতে অহীনকেই বিচ্ছদহীন করা হয় ।

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাতসূক্ত

সম্পাতসূক্ত সম্বন্ধে অগ্ন্যায় কথ্য—“ততো বা এতান্.....লোকং জয়তি”

মৈত্রাবরুণ [কেবল ষড়্ধ অনুষ্ঠানে] তিনটি সম্পাতসূক্তের

এক এক সূক্ত এক এক দিন পাঠ করেন। প্রথম দিনে “এক ত্রামিন্দ্র বজ্রিনত্র” এই সূক্ত, দ্বিতীয় দিনে “যন্ন ইন্দ্রো জুজুষে যচ্চ বষ্টি” এই সূক্ত, তৃতীয় দিনে “কথা মহাম-
রুধৎ কস্য হোতুঃ” এই সূক্ত পাঠ করেন। ব্রাহ্মণাচ্ছন্দী
তিন সম্পাতসূক্তের এক এক সূক্ত এক এক দিন পাঠ
করেন ;—যথা, প্রথম দিনে “ইন্দ্রঃ পূর্ভিদাতিরদাসমর্কৈঃ” এই
সূক্ত, দ্বিতীয় দিনে “য এক ইকব্যশ্চর্বণীনাম্” এই সূক্ত, তৃতীয়
দিনে “যস্তিগ্নশৃঙ্গো রুযভো ন ভীমঃ” এই সূক্ত। অচ্ছাবাক
তিনটি সম্পাতসূক্তের এক এক সূক্ত এক এক দিন
যথাক্রমে পাঠ করেন, যথা—প্রথম দিনে “ইমামু যু প্রভৃতিং
সাতয়ে ধাঃ” এই সূক্ত, দ্বিতীয় দিনে “ইচ্ছন্তি ত্বা সোম্যাসঃ
সখায়ঃ এই সূক্ত, তৃতীয় দিনে “শাসদ্বহিহুহিতুনপ্ত্যঙ্গাৎ”
এই সূক্ত। এইরূপে উহাতে নয়টি সূক্ত হয়।

এতদ্ব্যতীত আর তিনটি সূক্ত আছে, তাহার [এক একটি
এক এক ঋত্বিক্] প্রতিদিনই (অর্থাৎ তিন দিনেই) পাঠ
করিবেন।’ এইরূপে সূক্তসংখ্যা দ্বাদশ হয়। দ্বাদশ মাসে
সংবৎসর ; সংবৎসরই প্রজাপতি ; প্রজাপতিই যজ্ঞ।
এতদ্বারা সংবৎসরকে, প্রজাপতিকে ও যজ্ঞকে পাওয়া যায়।
এবং সংবৎসরে, প্রজাপতিতে ও যজ্ঞে প্রতিদিন প্রতিষ্ঠিত
হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয়।

(১) মৈত্রাবরণ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় দিনে যথাক্রমে তিনসূক্ত পাঠ করেন ; তদন্তর আর
একটি চতুর্থ সূক্ত আছে, উহা তিনদিনের প্রত্যেক দিনেই পাঠ করিতে হয়। এইরূপ
ব্রাহ্মণাচ্ছন্দী ও অচ্ছাবাকপক্ষেও ব্যবস্থা। এই চতুর্থ সূক্তের পরবর্তী খণ্ডে ব্যাখ্যাত
হইয়াছে (পরে দেখ)। এইরূপে সূক্তের সংখ্যা মোটের উপর বারটি।

[পৃষ্ঠাষড়্ভের চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠদিনে] ঐ দ্বিবিধ সূক্তের মধ্যস্থলে আর কতিপয় সূক্ত আবপন করিবে (বসাইবে) ।

চতুর্থদিনে ন্যুঙ্খরহিত বিমদঋষিদ্ভ্যে বিরাট্ছন্দে [সাতটি] মন্ত্র, পঞ্চমদিনে পংক্তিছন্দে [সাতটি] মন্ত্র, ও ষষ্ঠদিনে পরাচ্ছেপদ্ভ্যে [সাতটি] মন্ত্র আবপন করিবে ।^২

যে সকল অনুষ্ঠান মহাস্তোমবিশিষ্ট,^৩ সে কয়দিন মৈত্রাবরুণ “কো অগ্ন নর্যো দেবকাগঃ” এই সূক্ত,^৪ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী “বনে ন বা যো ন্যাধায়ি চাকন্” এই সূক্ত, এবং অচ্ছাবাক “আ যাহব্বাঙু প বন্ধুরেষ্ঠাঃ”^৫ এই সূক্ত আবপন করিবে ।

এইগুলি আবপন সূক্ত ; এই আবপনসূক্তদ্বারা দেবগণ এবং ঋষিগণ স্বর্গলোক জয় করিয়াছিলেন ; সেইরূপ যজ্ঞমানেরাও এই আবপনসূক্তদ্বারা স্বর্গলোক জয় করেন ।

চতুর্থ খণ্ড

সম্পাতসূক্ত

সম্পাতসূক্ত পাঠের নিয়ম—“সদ্বো.....প্রতিভিষ্ঠতি”

“সদ্বো হ জাতো বৃষভঃ কনীনঃ”^১ এই সূক্ত মৈত্রাবরুণ

(২) বিশেষ নিয়মে ওঁকার উচ্চারণের নাম ন্যুঙ্খ, উহার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে । প্রতিদিনে বিহিত সাতটি মন্ত্র সাধারণ দিয়াছেন । সাতটি মন্ত্রকে তিনত্রয়ে বিভাগ করিয়া এক এক ত্রয় এক এক হোত্রক পাঠ করেন । এইরূপ প্রতিদিন ।

(৩) সপ্তদশ একবিংশাদি স্তোম অপেক্ষাও বৃহৎ চতুর্বিংশাদি স্তোমকে মহাস্তোম বলা হইতেছে ।

(৪) ৪১২৭১ । (৫) ১০১২৯১ । (৬) ৩৪৩১১ ।

(৭) ৩৪৮১১ ।

প্রতিদিন (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে) আপনার সম্পাত-
সূক্তের পূর্বে পাঠ করিবেন । এই সূক্ত স্বর্গসম্বন্ধযুক্ত ;
এই সূক্তদ্বারা দেবগণ ও ঋষিগণ স্বর্গলোক জয় করিয়াছিলেন ;
সেইরূপ যজ্ঞমানেরাও এই সূক্তদ্বারা স্বর্গলোক জয় করেন ।
এই সূক্তের ঋষি বিশ্বামিত্র, বিশ্বের মিত্র বলিয়াই ইনি
বিশ্বামিত্র । যে ইহা জানে এবং মিত্রাবরুণ বাহার পক্ষে
ইহা জানিয়া প্রতিদিন সম্পাতসূক্তের পূর্বে ঐ সূক্ত পাঠ
করেন, বিশ্ব তাঁহার মিত্র হইয়া থাকে । ঐ সূক্ত বৃষভ-
শব্দযুক্ত ; অতএব পশুলক্ষণযুক্ত হওয়াতে উহাতে পশুরক্ষা
ঘটে । উহার মধ্যে পাঁচটি ঋক আছে ; এজন্য উহা পঞ্চ-
চরণযুক্ত পঙক্তির সদৃশ হয় ; অন্নও আবার পঙক্তির স্বরূপ ;
এতদ্বারা অন্নের প্রাপ্তি ঘটে ।

“উত্থ ব্রহ্মাণ্যৈরত শ্রবন্ত্য”^২ এই ব্রহ্ম-শব্দ-যুক্ত সূক্ত
ব্রাহ্মণাচ্ছংসী প্রতিদিন [আপন সম্পাতসূক্তের পরে] পাঠ
করেন । এই সূক্ত স্বর্গের সম্বন্ধযুক্ত ; এই সূক্তদ্বারা দেবগণ ও
ঋষিগণ স্বর্গলোক জয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যজ্ঞমানেরাও এই
সূক্তদ্বারা স্বর্গলোক জয় করিয়া থাকেন ।

ঐ সূক্তের ঋষি বসিষ্ঠ ; এতদ্বারা বসিষ্ঠ ইন্দের প্রিয়
ধামের সমীপে গিয়াছিলেন ও তিনি পরমলোক জয় করিয়া-
ছিলেন । যে ইহা জানে, সে ইন্দের প্রিয় ধামের সমীপে
যায় ও পরম লোক জয় করে । উহার মধ্যে ছয়টি ঋক
আছে ; ঋতু ছয়টি এতদ্বারা ; ঋতু সকলের প্রাপ্তি ঘটে ।

এই সূক্ত সম্পাতসূক্ত-সমূহের পরে পাঠ করা হয়।
এতদ্বারা স্বর্গলোক লাভ করিয়া যজমানেরা এই লোকে
প্রতিষ্ঠিত হন।

“অভিতক্টেব দীধয়া মনীষাম্” এই সূক্ত অচ্ছাবাক [আপন
সম্পাতের পর] প্রতিদিন পাঠ করেন ; অভি-শব্দ-যুক্ত হওয়ায়
উহা [যজ্ঞের] অবিচ্ছেদ-লক্ষণযুক্ত। ঐ মন্ত্রের “অভি প্রিয়াণি
মমৃশৎ পরাণি” এই তৃতীয় চরণে পরবর্তী দিনের অনুষ্ঠানকেই
[প্রজাপতির] প্রিয় বলা হইতেছে ; যাহারা উহা লক্ষ্য
করিয়া আরম্ভ করে, তাহারা সেই অনুষ্ঠানসমূহকেই অভিমর্শন
(স্পর্শ) করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। আর স্বর্গলোকই
এই লোক অপেক্ষা পর (শ্রেষ্ঠ) ; এতদ্বারা সেই সর্গ-
লোকেই লক্ষ্য করা হইতেছে। “কবাঁ রিচ্ছামি সন্দৃশে
স্মমেধাঃ” এই [চতুর্থ] চরণে যে সকল ঋষি আগাদের পূর্বের
পরলোকে গিয়াছেন, কবিশব্দে তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করা
হইতেছে। এই সূক্তের ঋষি বিশ্বামিত্র ; এই বিশ্বামিত্রে
বিশ্বেরই মিত্র ছিলেন। যে ইহা জানে, বিশ্ব তাহার মিত্র
হয়। এই সূক্তে কোন দেবতার নির্বচন (উল্লেখ) না
থাকায় উহা প্রজাপতির উদ্দিষ্ট ; ঐ সূক্তই পাঠ করিবে।
কেননা প্রজাপতিই নির্বচন-রহিত (অনির্বচ্য বা মূর্ত্তিহীন) ;
এতদ্বারা প্রজাপতিকেই পাওয়া যায়। উহার মধ্যে একবার
নাত্র ইন্দ্রের উল্লেখ থাকায় উহা ইন্দ্র-সম্বন্ধ হইতেও স্থানিত
হয় নাই। উহাতে দশটি ঋক আছে ; বিরাতের দশ অক্ষর ;

বিরাট্ অন্বয়রূপ ; এতদ্বারা অম্মের রক্ষা ঘটে । এই সূক্তে দশটি ঋক্ ; প্রাণ দশটি ; ^১ এতদ্বারা প্রাণসমূহকেই পাওয়া যায় ও আত্মাতে প্রাণসমূহের স্থাপন হয় । এই সূক্ত সম্প্রতিসূক্তসমূহের পরে পাঠ করিবে । তদ্বারা যজ্ঞমানেরা স্বর্গলোক লাভ করিয়া এই লোকে প্রতিষ্ঠিত হয় ।

পঞ্চম খণ্ড

অহীন যজ্ঞ

অহীন যজ্ঞের অন্ত্যন্ত বস্তু—“কস্তমিন্দ্র...সংতবন্তি”

“কস্তমিন্দ্র ইদা বস্তু”^১ “কন্মবো অতসীনাং”^২ “কদু বস্তু-
কৃতম্”^৩ এই তিনটি কৎ-শব্দ-বিশিষ্ট প্রগাথ প্রতিদিন আরম্ভে
পাঠ করিবে । [উহার প্রথম মন্ত্রে] ক শব্দের অর্থ প্রজাপতি ;
এতদ্বারা প্রজাপতিকে পাওয়া যায় । আর ঐ সকল প্রগাথ যে
কৎ-শব্দ-বিশিষ্ট, ঐ “কৎ” অথবা “ক” শব্দের অর্থ অন্ন ;
এতদ্বারা ভক্ষ্য অম্মের রক্ষা ঘটে । উহার কৎ-শব্দ-বিশিষ্ট ;
যজ্ঞমানেরা প্রতিদিন শান্তির কারণ অহীনসূক্তের প্রয়োগ
করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ; এই সূক্ত সকল কৎ-শব্দ-বিশিষ্ট
প্রগাথদ্বারাই শান্তির হেতু হয় । এতদ্বারা শান্তিজনক হইয়া
উহার “ক” (অর্থাৎ স্নাত্ত্বহেতু) হইয়া থাকে । শান্তিজনক

(৪) প্রাণাপনাদয়ঃ পঞ্চ বায়বো নাগকৃন্দাদয়শ্চ পঞ্চ বায়বঃ ইতি দশপ্রাণাঃ ।

(১) ৭।৩২।১৪-১৫ । (২) ৮।৩।১৩-১৪ । (৩) ৮।৬।২-১০ ।

এই সূক্তসকল সেই যজমানদিগকে স্বর্গলোকের অভিযুগে লইয়া যায় ।

[প্রগাথের পরে প্রতিদিন] ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দে সূক্তসকলের প্রতিপৎ সম্পাদন করিবে । কেহ কেহ ঐ ত্রিষ্টুপ্‌ মন্ত্রকে ধায্যারূপে নির্দেশ করিয়া প্রগাথের পূর্বে পাঠ করেন ।^৪ কিন্তু ঐ রূপ করিবে না । হোতা ক্ষত্রিয়স্বরূপ ; আর হোত্রকরূপে যাঁহারা (মৈত্রাবরুণাদি) শস্ত্রপাঠ করেন, তাঁহারা বৈশ্বাস্বরূপ । ঐরূপ করিলে বৈশ্বাণকে ক্ষত্রিয়ের প্রতি (রাজার প্রতি) বিদ্রোহোন্মুখ করা হয় ; উহা পাপকর্ম । ঐ ত্রিষ্টুপ্‌মন্ত্র আগার (অর্থাৎ হোত্রকের) পাঠ্য সূক্তসমূহের প্রতিপৎ স্বরূপ, এইরূপ জানিবে । যাঁহারা সংবৎসর সত্রে বা দ্বাদশাহের অনুষ্ঠান করে, তাঁহারা সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছুকের মত [তুস্তর কশ্মে] পার হইতে চাহে । [সমুদ্র] পারে যাইতে ইচ্ছুক লোকে যেমন সৈরাবতী (অন্নাদিবস্তুপূর্ণ) নৌকা আরোহণ করে, সেইরূপ ইহারাও (যাঁহারা সত্রে পার যাইতে ইচ্ছুক তাঁহারাও) ত্রিষ্টুপ্‌ মন্ত্র আরোহণ (আশ্রয়) করিবেন ।^৫ এই ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ অতিশয়

(৪) হোতা নিম্নেল্ল্য শব্দের প্রগাথের পূর্বে ধায্য পাঠ করেন । কেহ কেহ এতলেণ হোত্রকগণের পক্ষে সেইরূপ ব্যবস্থা করেন ; অর্থাৎ ঐ ত্রিষ্টুপ্‌ মন্ত্রগুলিকে প্রগাথেব পরে প্রাতিপৎ স্বরূপে না বসাইয়া প্রগাথের পূর্বে ধায্য স্বরূপে বসাইতে বলেন । এইরূপ ব্যবস্থা নিষেধ করা হইতেছে । বৈশ্ব প্রজা ক্ষত্রিয় রাজার অনুসরণ করিতে গেলে রাজজ্যোহ ঘটে ; সেইরূপ হোত্রকের পক্ষেও হোতার অনুকরণ অনুচিত ।

(৫) নৌকার বিশেষণ সৈরাবতী । ইরা অন্নং তৎসমুহ ইরং তেন সহ বর্ততে ইতি সৈরং নৌহং বস্তুজাতং তাদৃশং সৈরং যস্তাং নাশ্যন্তি সৈরং নৌঃ সৈরাবতী । সমুদ্রপারগমনন্ত তিরকাণ-

বীৰ্য্যবান্ ; ইহা [যজমানকে] স্বৰ্গলোকে পৌঁছাইয়া দিতে অসমর্থ হয় না। সেই ত্রিষ্টুভের পূৰ্বে আহাব উচ্চারণ করিবে না ; কেননা ইহাদের ছন্দ সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্রের সমান। আর ইহাদিগকে ধাৰ্য্যারূপেও ব্যবহার করিতে নাই।

যখন এই ত্রিষ্টুপ্ মন্ত্র পাঠ করা হয়, তখন বিশেষরূপে জ্ঞাত সূক্তের প্রতিপৎ দ্বারা সূক্তসকলেই আরোহণ করা হয়। যখন এইসকল মন্ত্র পাঠ করা হয়, তখন বাশিতা (সঙ্গমার্থিনী) ধেনুর জন্ত রমের আস্থানের মত ইন্দ্রকেই আহ্বান করা হয়। এই সকল মন্ত্র যে অহীনযজ্ঞের অবিচ্ছেদের জন্ত পাঠ করা হয়, ইহাতে অহীন যজ্ঞের অবিচ্ছেদ ঘটে।

ষষ্ঠ খণ্ড

অহীন যজ্ঞ

অষ্টাঙ্গ বিধি—“অপ প্রাচ...অভিষ্ময়তি”

মৈত্রাবরুণ প্রতিদিন আপন সূক্তের পূৰ্বে “অপ প্রাচ ইন্দ্র বিশ্বা অমিত্রান্” এই ত্রিষ্টুপ্ পাঠ করিবেন। [ঐ মন্ত্রের] “অপাপাচো অভিভূতে নুদস্ব, অপোদীচো অপ শূরাধরা চ

সাধ্যাং তাবতঃ কালস্ত পৰ্য্যাপ্তেন’ন্ন সহ সৰ্ব্বমপেক্ষিতং বস্তুজাতং তস্তাং নাবি সম্পাদ্য পশ্চা-
দ্বাবিকান্তাং নাবমারোহেয়ঃ। সৰ্ব্ববস্তুসমৃদ্ধা নৌরিব এতান্নিষ্টুভঃ পারং নেভুং সমৰ্থাঃ। (সারণ)

উরোঁ যথা তব শর্শ্বান্ মদেম”, এই অংশ অভয় বাক্যস্বরূপ ; [মৈত্রাবরুণ ইহার পাঠে] অভয় পাইতেই ইচ্ছা করেন ।

ব্রাহ্মণাচ্ছংসী প্রতিদিন “ব্রাহ্মণা তে ব্রহ্মযুজা যুনজ্‌মি”^২ এই ত্রিষ্টুপ্ পাঠ করিবেন । উহার “যুনজ্‌মি” এই পদ যোগার্থক ; অহীন যজ্ঞও যুক্ত (ভিন্ন ভিন্ন দিনের সম্বন্ধযুক্ত), এই হেতু ইহা অহীন যজ্ঞেরই অনুকূল ।

অচ্ছাবাক প্রতিদিন “উরুং নো লোকমনু নেষি বিদ্বান্”^৩ এই ত্রিষ্টুপ্ পাঠ করিবেন । ইহাতে “অনু নেষি” এই পদ আছে ; অহীন যজ্ঞই ঐরূপে চলিয়া থাকে ; এই হেতু ইহা অহীনেরই অনুকূল । “নেষি”—পশ্চাতে লইয়া চল,—এই পদ সত্বে অয়নের (গতির) অনুকূল ।

ঐ তিন ত্রিষ্টুপ্ মন্ত্র [হোত্রকেরা] প্রতিদিন [শস্ত্রারম্ভে] পাঠ করিবে ।

সমান (একবিধ) মন্ত্রদ্বারা [শস্ত্রের] সমাপ্তি করিবে । [যাঁহারা ঐ রূপ করেন] তাঁহাদের যজ্ঞে ইন্দ্র ও কঃসারীর (মার্জ্জারের) মত যাতায়াত করেন । বুধ যেমন বাশিতা খেলুর নিকট যায়, গান্ধী যেমন পরিচিত গোষ্ঠের দিকে যায়, ইন্দ্রও সেইরূপ তাঁহাদের যজ্ঞের নিকট যান । [তন্মধ্যে] অচ্ছাবাকের পক্ষে প্রতিদিন পাঠ্য সূক্তে “শুনং হবেম” [এই বাক্যযুক্ত যে মন্ত্র আছে] ঐ “শুনং হবেম” বাক্যযুক্ত মন্ত্রে অহীন যজ্ঞের শস্ত্র সমাপ্ত করিবে না ।

কেননা, এতদ্বারা যে ব্যক্তি শত্রু, তাহাকেই আহ্বান করা হয় এবং তদ্বারা ক্ষত্রিয় (রাজা) রাষ্ট্রচ্যুত হন ।

সপ্তম খণ্ড

অহীন যজ্ঞ

অহীনের সমাপনমন্ত্ৰ ;—“অথাতো.....তনুতে”

অনন্তর অহীন ক্রতুর যোগ ও বিমুক্ত বর্ণিত হইতেছে ।
[প্রাতঃসবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী] “ব্যস্তরিক্শমতিরৎ” ইত্যাদি
[সমাপ্তিসাধক ত্র্যচদ্বারা] অহীনকে যুক্ত করিবেন এবং
[মাধ্যন্ধিনে] “এবেদিল্লম্”^(১) এই মন্ত্রে বিমুক্ত করিবেন ।
[অচ্ছাবাক প্রাতঃসবনে] “আহং সরস্বতীবতোঃ” এই
মন্ত্রে অহীনকে যুক্ত ও [মাধ্যন্ধিনে] “নুনং সা তে”^(২) এই
মন্ত্রে বিমুক্ত করিবেন । [মৈত্রাবরুণ প্রাতঃসবনে] “তে স্যাম
দেব বরুণ”^(৩) এই মন্ত্রে যুক্ত ও [মাধ্যন্ধিনে] “নৃ ঋতুঃ”^(৪)
এই মন্ত্রে বিমুক্ত করিবেন । যে অহীন ক্রতুকে যুক্ত ও বিমুক্ত
করিতে জানে, সে অহীন ক্রতুর বিস্তারে সমর্থ ।

[গবাময়ন সত্রে] চতুর্বিংশ দিনে [সমাপন মন্ত্রদ্বারা]
যে যোগ করা যায়, তাহাই এই সত্রে যোগ এবং
ঐ সত্রে অন্তিম আত্মরাত্রে পূর্ববর্তী দিনে (অর্থাৎ

(১) ৮।১৪।৭। (২) ৭।২৩।৬। (৩) ৮।৩৮।১০। (৪) ২।২৪।১০। (৫) ৭।৬৬।২।

(৬) ৪।২৩।২১।

মহাত্রত দিনে) যে বিমুক্তিসাধন করা যায়, তাহাই এই সত্ত্বের বিমুক্তি ।

যদি [হোত্রকেরা] চতুর্বিংশ দিবসে একাহ যজ্ঞে বিহিত [সমাপন] মন্ত্রে শস্ত্র সমাপ্ত করেন, তাহা হইলে সেই দিনই যজ্ঞেরও সমাপ্তি হইয়া যাইবে ; অহীন কৰ্ম্ম করা হইবে না ; আবার যদি অহীনযজ্ঞে বিহিত সমাপন মন্ত্রে শস্ত্র সমাপ্ত করেন, তাহা হইলে [রথবাহী অশ্ব] শ্রান্ত হইলে তাহাকে খুলিয়া না দিলে সে যেমন বিনষ্ট হয়, যজ্ঞমানও সেইরূপ বিনষ্ট হইবেন । অতএব [একাহে বিহিত ও অহীনে বিহিত] উভয়বিধ [সমাপন] মন্ত্রে [চতুর্বিংশ দিবসে শস্ত্র পাঠ] সমাপ্ত করিবেন ।' দীর্ঘপথ চলিতে হইলে [অশ্বকে] মাঝে মাঝে [বিশ্রামার্থ] খুলিয়া দিয়া যেমন চলিতে হয়, এও সেইরূপ । ইহাদের যজ্ঞও এতদ্বারা বিচ্ছেদরহিত হয় ; [যজ্ঞমানও শ্রম :হইতে] মুক্তি লাভ করেন । সর্বনদ্বয়ে [স্তোমস্বন্ধির সময়ে] শস্ত্রে মন্ত্রসংখ্যা এক বা দুইয়ের অধিক বাড়াইবে না । শস্ত্রমধ্যে বহু মন্ত্র বাড়াইলে [উহা] দীর্ঘ (দুষ্টর) অরণ্যের মত হইয়া পড়ে ।

(৭) এ সম্বন্ধে সিদ্ধান এইরূপ । মৈত্রাবরণ প্রাতঃসবনে ও মাধ্যন্ধিনে উভয়ত্র ঐকাহিক মন্ত্রে সমাপন করেন ; অচ্ছাষাক উভয়ত্র অহীনবিহিত মন্ত্রে সমাপন করেন ; আর ব্রাহ্মণাচ্ছসী প্রাতঃসবনে অহীনবিহিত মন্ত্রে আর মাধ্যন্ধিনে ঐকাহিক মন্ত্রে সমাপন করেন । তৃতীয় সবনে কোন বিধান আবশ্যক হয় না, কেননা, অগ্নিষ্টোমের তৃতীয় সবনে স্বেত্রকগণের শস্ত্র নাই ।

কিন্তু তৃতীয় সবনে অপরিমিত (বহুসংখ্যক) মন্ত্রদ্বারা শাস্ত্র বাড়াইবে ; স্বর্গলোক অপরিমিত । ইহাতে স্বর্গলোকের প্রাপ্তি ঘটে ।

যে ইহা জানিয়া অহীনযজ্ঞের বিস্তার করে, তাহার যজ্ঞ আরম্ভের পর বিচ্ছেদরহিত ও স্থলনরহিত হইয়া থাকে ।

অষ্টম খণ্ড

বালখিল্য সূত্র

এহাংস্তের অস্ত্র বিধান—“দেবা বৈ...শংসতি”

দেবগণ বলের (তন্মামক অস্ত্রের) নিকট তাঁহাদের গাভাসকল আছে জানিতে পারিয়াছিলেন ; যজ্ঞদ্বারা সেই গাভী পাইতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহারা [পৃষ্ঠ্য যজ্ঞের] ষষ্ঠদিনের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহা পাইয়াছিলেন । তাঁহারা প্রাতঃসবনে নভাক-ঋষি-দৃষ্ট মন্ত্র দ্বারা বলকে দমন করিয়াছিলেন । যখন তাহাকে দমন করিয়াছিলেন, তখন তাহাকে [শক্তিক্ষয় দ্বারা] শিথিল (দুর্বল) করিয়াছিলেন । পুনরায় তাঁহারা তৃতীয় সবনে যজ্ঞস্বরূপ বালখিল্য মন্ত্রের সাহায্যে বাক্যকূটস্বরূপ একপদা ঋক্‌দ্বারা বলকে ভগ্ন করিয়া গাভাসকল বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন । সেইরূপ এই ষষ্ঠদিনে যজ্ঞমানেরাও নভাক-দৃষ্ট মন্ত্রদ্বারা বলকে দমন করেন ও যখন তাহাকে দমন করেন, তখন তাহাকে শিথিলও করেন । সেইজন্ম হোত্রকেরা প্রাতঃসবনে নভাকদৃষ্ট মন্ত্রে সম্পাদিত ত্র্যচ পাঠ করিবেন ।

[নভাকদৃষ্ট মন্ত্র মধ্যে] “যঃ ককুভো নিধারয়ঃ”^১ ইত্যাদি ত্র্যচ মৈত্রাবরুণের, “পূর্ব্বীক্ট ইন্দ্রোপমাতয়ঃ”^২ ইত্যাদি ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর ও “তা হি মধ্যং ভরাণাম্”^৩ অচ্ছাবাকের ।

তাহারা তৃতীয় সবনে বজ্রস্বরূপ বালখিল্য মন্ত্রের সাহায্যে বাক্যকৃটস্বরূপ একপদা ঋক্ দ্বারা বলকে বিনষ্ট করিয়া গাভী-সকল লাভ করেন । ছয়টি বালখিল্য মূক্তে প্রথমবার প্রতি চরণের পর বিহ্রতি সম্পাদন করিবে ; দ্বিতীয়বার অর্দ্ধ ঋকের পর, ও তৃতীয়বার প্রতি ঋকের পর বিহ্রতি সম্পাদন করিবে । প্রতি চরণে বিহ্রতি সম্পাদনের সময় প্রত্যেক প্রগাথের পর একপদা ঋক্ বসাইবে । এইরূপে [প্রগাথের ও একপদার সমষ্টি] বাক্যকৃটে পরিণত হয় ।^৪

একপদা ঋক্ পাঁচটি ; তন্মধ্যে চারিটি দশম দিনের অনুষ্ঠান হইতে ও একটি মহাব্রত হইতে গ্রহণ করা হয় ।

অনন্তর মহানাম্নী ঋক্ সকলের মধ্যে যে অষ্টাঙ্গের পদসমূহ আছে, তাহার মধ্যে যতগুলি আবশ্যক হয়, ততগুলি পাঠ করিবে ; অবশিষ্টগুলিকে কোনরূপ আদর করিবে না ।

অনন্তর অর্দ্ধ ঋকের পর বিহ্রতি সম্পাদনের সময়ও সেই সকল একপদা ঋক্ পাঠ করিবে ও মহানাম্নী ঋকের সেই অষ্টাঙ্গের পদসকল পাঠ করিবে ।

আর প্রতি ঋকের পর বিহ্রতি সম্পাদনেও সেই সকল

(১) ৮।৪।১৪ । (২) ৮।ঃ।১৯ । (৩) ৮।৪।১৩ ।

(৪) সাড়শী কৃত্তে বিহ্রতি সম্পাদন হয়, এখানেও বালখিল্য পাঠে বিহ্রতির বিধান আছে । এক নব্বৈন ক্রিয়দংশের সন্নিহিত অস্ত্র মন্ত্রের ক্রিয়দংশ মিশাইয়া বিহ্রতি সম্পাদন করিতে হয় । ইহাও বিশেষ বিবরণ ত্রিশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডে দেপ ।

একপদা ঋক্ পাঠ করিবে ও মহানাম্নী ঋকের সেই অর্চাকর পদসকল পাঠ করিবে ।

প্রথমবারে ছয়টি বালখিল্য সূক্তের যে বিহুতি সম্পাদন হয়, তাহাতে প্রাণের সহিত বাক্যকে মিশ্রিত করা হয় । দ্বিতীয়বারে [বিহুতি সম্পাদনে] চক্ষুর সহিত মনকে এবং তৃতীয়বারে শ্রোত্রের সহিত আত্মাকে মিশ্রিত করা হয় । এতদ্বারা বিহুতি সম্পাদনের ফল পাওয়া যায় ; বজ্রস্বরূপ বালখিল্যের ফল পাওয়া যায় ; বাক্যকূটস্বরূপ একপদার ফল পাওয়া যায় ; প্রাণাদির মিশ্রণের ফলও পাওয়া যায় ।

চতুর্থবারে প্রগাথসমূহের বিহুতি সম্পাদন না করিয়াই পাঠ করিবে । প্রগাথসকল পশুস্বরূপ, এতদ্বারা পশুর রক্ষা ঘটে । এস্থলে একপদা ঋক্ও [প্রগাথদ্বয়ের মধ্যে] ব্যবধান দিবে না (প্রক্ষেপ করিবে না) । যদি এস্থলে একপদা ঋকের ব্যবধান দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাক্যকূটদ্বারা (তৎস্বরূপ বজ্রদ্বারা) যজমানের পশু বিনষ্ট করা হইবে । এরূপ ক্ষেত্রে যদি কেহ আসিয়া বলে, এই ব্যক্তি বাক্যকূট দ্বারা যজমানের পশু নষ্ট করিতেছে ও যজমানকে পশুহীন করিতেছে, তাহা হইলে অবশ্য তাহাই ঘটবে । সেইজন্য এস্থলে একপদা ঋকের ব্যবধান দিবে না ।

অন্তিম দুই সূক্ত (সপ্তম ও অষ্টম বালখিল্য সূক্ত) বিপরীত ক্রমে পাঠ করিবে ; তাহাতেই উহাদের বিহুতি সাধন হইবে ।

বৎসের পুত্র সর্পিঃ (তন্নামক ঋক্) সৌবলের (তন্নামক যজমানের) উদ্দেশে এই [শিল্প] শস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছিলেন, আমি এই যজমানে বহু পশু সম্পাদন করিয়াছি,

অতএব [দক্ষিণাস্বরূপে] আমার নিকটে শ্রেষ্ঠ পশু উপস্থিত হইবে। তদনন্তর সৌবল প্রধান ঋত্বিকদিগকে [বহু পশু] দক্ষিণা দিয়াছিলেন। সেইজন্য এই পশুপ্রদায়ক ও স্বর্গ সাধন [শিল্প] শাস্ত্র পাঠ করা হয়।

নবম খণ্ড

দূরোহণ মন্ত্র

দূরোহণের বিধান যথা—“দূরোহণ...সৌপর্ণে”

দূরোহণ মন্ত্র পাঠ করা হয়। তৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মণ [পূর্বের বিষুবাহপ্রসঙ্গে] বলা হইয়াছে।^১ পশুকামী যজমানের জন্ম ইন্দ্রদৈবত সূক্তে দূরোহণ করিবে; কেন না পশুগণ ইন্দ্রের সম্বন্ধযুক্ত। উহার ছন্দ জগতী হইবে, কেন না পশুগণ জগতীছন্দের সম্বন্ধযুক্ত। ঐ সূক্ত মহাসূক্ত হইবে;^২ তদ্বারা যজমানকে বহুসংখ্যক পশুতে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। বরু-নামক ঋষিদৃষ্ট সূক্তে দূরোহণ করিবে। উহাও মহাসূক্ত এবং উহার ছন্দ জগতী।^৩ প্রতিষ্ঠাকামী যজমানের পক্ষে ইন্দ্রাবরুণ-দৈবত সূক্তে দূরোহণ করিবে। এই [মৈত্রাবরুণ নামক] হোত্রকের সম্পাদ্য ক্রিয়ার ঐ দেবতা; উহার

(১) পূর্বের ১৮ তথ্যায় ৬ খণ্ডে তর্কাসক্ত দেখ।

(২) স্তম্ভ দ্বিবিধ, কৃৎস্নসূক্ত ও মহাসূক্ত। দশ ঋকের অধিক থাকিলে মহাসূক্ত হয়। “দশভাষা অধিকং মহাসূক্তং বিদুব্ধাঃ”।

(৩) “প্রত্যহং” ইত্যাদি সূক্ত (১০।১৬)।

সমাপ্তিকালের [যাজ্যামন্ত্রও] ইন্দ্র-বরুণ-দৈবত ।^১ এতদ্বারা এই মন্ত্রকে শস্ত্রান্তে স্বকীয় সমাপ্তিতেই প্রতিষ্ঠিত করা হয় । ঐ যে ইন্দ্র-বরুণ-দৈবত মন্ত্রে দূরোহণ হয়, উহাই এস্থলে নিবিৎস্বরূপ হয় । নিবিৎ দ্বারা সকল কামনা পাওয়া যায় । যদি ইন্দ্র-বরুণ-দৈবত মন্ত্রে দূরোহণ করা হয় অথবা সৌপর্ণ সূক্তে^২ দূরোহণ করা হয়, তাহা হইলে ইন্দ্র-বরুণ-দৈবত সূক্তের বা সৌপর্ণ সূক্তের ফল পাওয়া যায় ।

দশম খণ্ড

অন্যান্য মন্ত্র

যষ্ঠাহের অন্যান্য মন্ত্র যথা—“তদাহ...অনন্তরিতঃ”

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে,—[দূরোহণ পাঠের পর] [একাছে বিহিত] সূক্তসকল ঐ সঙ্গে যষ্ঠাহে পাঠ করিবে কি পাঠ করিবে না ? [উত্তর]—ঐ সঙ্গেই পাঠ করিবে । [প্রশ্ন] কেন ? [উত্তর]—অন্য [পাঁচ] দিনে যখন একসঙ্গে পাঠ করা হয়, তবে এ দিনেও (যষ্ঠ দিনেও) কেন পাঠ না করিবে ?

কেহ কেহ বলেন, [দূরোহণের সহিত একাহিক

(১) “ইন্দ্রাবরুণা মধুমন্তমন্ত” এই মন্ত্র (৬।৬৮।১১) ।

(২) সৌপর্ণ সূক্ত—“ইমানি বাঃ ভাগধেয়ানি” ইত্যাদি সূক্ত (৮।৫৯) ।

মন্ত্র] একসঙ্গে পাঠ করিবে না। কেন না এই ষষ্ঠ দিন স্বর্গলোকস্বরূপ ও বহুলোকে একসঙ্গে স্বর্গলোকে যাইতে পারে না ; কেহ কেহ (অর্থাৎ বিশেষ পুণ্যবান্) স্বর্গলোকে যাইতে পারে নাও । সেই (মৈত্রাবরুণ) যদি [দূরোহণের সহিত] অন্য মন্ত্র পাঠ করেন, তাহা হইলে ষষ্ঠাহকে [অন্য দিনের] সমান করিয়া ফেলিবেন । আর যদি একসঙ্গে পাঠ না করেন, তাহা হইলে উহাকে স্বর্গলোকের অশুকুল করিবেন । সেই জন্য একসঙ্গে পাঠ না করাই উচিত ।

[আবার বলা হয়,] [এই শিল্পশাস্ত্রে] যে স্তোত্রিয় ত্র্যচ আছে, উহা আত্মার স্বরূপ ; আর বালখিল্যমন্ত্রসকল প্রাণস্বরূপ । যদি [দূরোহণের সহিত অন্য মন্ত্র] একসঙ্গে পাঠ করা হয়, তাহা হইলে ঐ দুই দেবতার (ইন্দ্রের ও বরুণের) দ্বারা যজমানের প্রাণ বহির্গত করা হইবে । এস্থলে যদি কেহ বলে, এই ব্যক্তি (মৈত্রাবরুণ) ঐ দুই দেবতার দ্বারা যজমানের প্রাণ বহির্গত করিতেছে, প্রাণ ইহাকে পরিত্যাগ করিবে, তাহা হইলে অবশ্যই সেইরূপ ঘটিবে । অতএব একসঙ্গে পাঠ করিবে না ।

মৈত্রাবরুণ এইরূপ মনে করিতে পারেন, আমি ত বালখিল্য মন্ত্র পাঠ করিয়াছি ; বেশ, এখন দূরোহণের পূর্বে [ঐকাহিক মন্ত্র] পাঠ করিব।—না সে দিকেও যাইবে না ।

আর সেই মৈত্রাবরুণের যদি দর্প উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দূরোহণের পর বহুশত শত্রু পাঠ করিবে । তাহা

হইলে যে ফলকামনায় এইরূপ করা যায়, সেই ফলই ইহাতে পাওয়া যাইবে।

বালখিল্য মন্ত্রসমূহ ইন্দ্রদৈবত ; তাহাতে দ্বাদশাক্ষরযুক্ত চরণ আছে। ইন্দ্রদৈবত জগতীছন্দের মন্ত্রে যে ফল, উহাতেও সেই ফল পাওয়া যায়। অতএব ইন্দ্রাবরুণদৈবত সূত্র পাঠ করিবে ও ইন্দ্রাবরুণদৈবত মন্ত্রে শস্ত্র সমাপ্ত করিবে। অন্য কোন মন্ত্র সেই সঙ্গে পাঠ করিবে না।

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে,—স্তোত্রও যেমন, শস্ত্রও সেইরূপ হইয়া থাকে ; বালখিল্য মন্ত্রসকল বিহ্বতি সম্পাদন করিয়া পাঠ করা হয় ; তবে স্তোত্রসকলও কি বিহ্বত হইবে না অবিহ্বত হইবে ? [উত্তর] বিহ্বত হইবে, এই উত্তর দিবে। [স্তোত্রগত থাকের] [প্রথম চরণ] অক্টাক্ষর, তদ্বারাই দ্বাদশাক্ষর দ্বিতীয় চরণ বিহ্বত হইবে।

আরও প্রশ্ন আছে,—শস্ত্র যেমন যাজ্ঞ্যও সেইরূপ হইয়া থাকে ; শস্ত্রে অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ এই তিন দেবতা উদ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যাজ্ঞ্যমন্ত্র কেবল ইন্দ্রের ও বরুণের উদ্দিষ্ট ; এখানে অগ্নিকে কেন পরিত্যাগ করা হইল ? [উত্তর]—যিনি অগ্নি, তিনিই বরুণ ; “ত্বগ্নে বরুণো জায়সে যৎ”—অহে অগ্নি, তুমিই বরুণ হইয়া জন্মিয়াছ—এই মন্ত্রে ঋষি সেই কথা বলিয়াছেন। এই হেতু ইন্দ্র ও বরুণের উদ্দিষ্ট মন্ত্রকে যাজ্ঞ্য করিলে অগ্নিকে পরিত্যাগ করা হয় না।

ত্রিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

শিল্পশাস্ত্র

ষষ্ঠাহের বিহিত শিল্পশাস্ত্র যথা—“শিল্পানি...কল্পয়েতি”

শিল্পশাস্ত্রসমূহ পঠিত হয়। এই সকল সূক্ত দেবশিল্প ; এই [মনুষ্যালোকে] হস্তী, কাংস, বস্ত্র, হিরণ্য, অশ্বতরীযুক্ত রথ প্রভৃতি শিল্প দেবশিল্পের অনুকরণ মাত্র।^১ যে ইহা জানে সে [বিবিধ] শিল্প দ্রব্য লাভ করে। এই যে শিল্পসমূহ, ইহার আত্মার সংস্কারসাধন করে ; যজমান এতদ্বারা আত্মাকে ছন্দোময় (বেদময়) করিয়া সংস্কৃত করেন।

নাভানেদিষ্ঠ সূক্ত পাঠ করিবে। নাভানেদিষ্ঠ রেতঃস্বরূপ ; এতদ্বারা রেতঃসেক করা হয়। ঐ সূক্তের দেবতা অনিরুক্ত, (অনির্দিষ্ট) ; রেতঃ-পদার্থও অনিরুক্ত (অলঙ্কিত) ভাবে গুপ্ত যোনিতে সিন্ত হইয়া থাকে। যজমান এইরূপে রেতো-মিশ্রিত হইয়া থাকেন।

“ক্ষয়া রেতঃ সংজ্ঞানো নিষিঞ্চৎ”—ক্ষা (ভূমি) কর্তৃক সঙ্গত হইয়া [প্রজাপতি] রেতঃসেক করিয়াছিলেন—[উক্ত সূক্তের] এই অংশ রেতোবর্দ্ধন করিয়া থাকে।^২ ঐ সূক্ত

(১) শিল্প আশ্চর্যকর কর্ম। হস্তী শব্দে ধাতুনির্দিষ্ট খেলানার হাতী, কাংস শব্দে কাংসময় বস্ত্র বুঝাইতেছে। নাভানেদিষ্ঠাদি সূক্ত সকল দেবগণের নির্দিষ্ট শিল্প ; উহাদের নাম শিল্পসূক্ত।

(২ , নর্য আশ্রয়সা মহর্ঘ্যো মনুষ্যজাতাব্যুৎপন্নত্বাৎ তে শস্তন্তে যস্মিন্। (সাহস)

নারাশংস সূক্তের সহিত পাঠ করিবে। প্রজাই নর ; এবং বাক্যই শংস ;’ এতদ্বারা প্রজাতেই বাক্যের স্থাপন হয়, এবং প্রজাগণ জন্মিয়া বাক্য কহিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, বাক্যের স্থান [শরীরের] পুরোভাগে ; এই হেতু [নাভানেদিষ্ঠের] পূর্বে [নারাশংস] পাঠ করিবে। কেহ বা বলেন, বাক্যের স্থান উপরিভাগে ; এই হেতু উহা পরে পাঠ করিবে। কেহ আবার বলেন বাক্যের স্থান মধ্যভাগে ; এই হেতু উহা মধ্যস্থলে পাঠ করিবে। [কিন্তু ঐরূপ না করিয়া] [নাভানেদিষ্ঠ সূক্তের] উর্দ্ধভাগের নিকটেই এই [নারাশংস] পাঠ করিবে ; কেন না বাক্যের স্থান [শরীরের] উর্দ্ধভাগের নিকটবর্তী। [ঐরূপে পাঠ করিয়া] হোতা সিন্ত—রেতঃস্বরূপ যজমানকে এই বলিয়া মৈত্রাবরুণের প্রতি অর্পণ করেন, [অহে মৈত্রাবরুণ], তুমি এই [রেতঃস্বরূপ যজমানের] প্রাণ সম্পাদন কর।

দ্বিতীয় খণ্ড

শিল্পশস্ত্র

হোতার শিল্পশস্ত্র বিবৃত হইল ; তৎপরে মৈত্রাবরুণপাঠ্য শিল্পশস্ত্রের বিবরণ যথা—“বালখিলাঃ.....প্রজনয়েতি”

(৩) ঐ মন্ত্রে প্রজাপতির চহিৎসঙ্গের উল্লেখ আছে। (সাধারণ)

(৪) বাগিল্লিয় মন্তকের পুরোভাগে আছে, অথবা শরীরের উপরে মন্তকে আছে, অথবা দণ্ডাটের নিম্নে শরীরের মধ্যভাগে আছে, এই ত্রিবিধ কল্পনা হইতে পারে।

(৫) বাগিল্লিয়ার স্থান প্রকৃতপক্ষে শরীরের উর্দ্ধ মধ্য বা সম্মুখ, কোনখানেই নহে ; উর্দ্ধের নিকটবর্তী স্থানেই বাগিল্লিয় অবস্থিত। এই হেতু নাভানেদিষ্ঠের আরম্ভে, শেষে, বা মধ্যে কোথাও না পড়িয়া শেষভাগের নিকটে পাঠ করিবে। নাভানেদিষ্ঠ সূক্তে সাতাইশটি মন্ত্র আছে ; উহার পঁচিশ মন্ত্রের পর দুই মন্ত্র অবশিষ্ট থাকিতে নারাশংস পাঠ করিতে হয়।

বালখিল্য সূক্ত পাঠ করা হয়। বালখিল্য প্রাণস্বরূপ ; এতদ্বারা যজমানের প্রাণ সম্পাদিত হয়। বিহুতি সম্পাদন পূর্বক উহা পঠিত হয় ; প্রাণসকলও পরস্পর বিহুত (মিশ্রিত) ; প্রাণদ্বারা অপান, অপানদ্বারা ব্যান বিহুত রহিয়াছে। সেই [মৈত্রাবরণ] প্রথম দুই সূক্ত প্রতিচরণের পর, দ্বিতীয় সূক্তদ্বয় অর্দ্ধ ঋকের পর, এবং তৃতীয় সূক্তদ্বয় প্রতি ঋকের পর বিহুত করেন। প্রথম সূক্তদ্বয়ের বিহুতিকালে প্রাণের সহিত বাক্যকে, দ্বিতীয় সূক্তদ্বয়ের বিহুতিকালে চক্ষুর সহিত মনকে ও তৃতীয় সূক্তদ্বয়ের বিহুতিকালে শ্রোত্রের সহিত আত্মাকে তিনি মিশ্রিত করেন। কেহ কেহ দুইটি বৃহতী ও দুইটি সতোবৃহতী একসঙ্গে পাঠ করিয়া বিহুতি সম্পাদন করেন ; তাহাতে বিহুতি সম্পাদনের ফল পাওয়া যায় বটে ; কিন্তু প্রগাথ সম্পাদিত হয় না। [এই জন্ম ঐ রূপ না করিয়া] অতিমর্শদ্বারাই বিহুতিসম্পাদন করিবে ; তাহাতে প্রগাথ সম্পাদিত হইবে।' বালখিল্য প্রগাথস্বরূপ ;

(১) বটাহে শিল্পশস্ত্র পাঠের বিধি। নাভানেবিষ্ঠাদি চারিটি শস্ত্রের নাম শিল্পশস্ত্র ; হোতা, মৈত্রাবরণ, ব্রাহ্মণাচ্ছসী ও অচ্ছাবাক যথাক্রমে এই চারি শস্ত্র পাঠ করেন। এতদ্বারা যজমানের নুতন শরীর নিশ্চিত হয়। মৈত্রাবরণের শিল্পশস্ত্র মধ্যে আটটি বালখিল্য সূক্ত বিহিত হইয়াছে। অষ্টম মণ্ডলের ৪২ হইতে ৪৯ পর্যন্ত এগারটি সূক্ত বালখিল্য সূক্ত ; তন্মধ্যে প্রথম আটটি শিল্পশস্ত্রের অন্তর্গত। এই আট সূক্তের প্রথম ও দ্বিতীয়ে দশটি করিয়া মন্ত্র আছে, তৃতীয় ও চতুর্থে দশটি, পঞ্চম ও ষষ্ঠে আটটি এবং সপ্তম ও অষ্টমে পাঁচটি করিয়া মন্ত্র আছে। এইরূপে ঐ আটসূক্তে চারি জোড়া সূক্ত। প্রথম তিন জোড়া প্রগাথরূপে পঠিত হয় ; এক ছন্দে অশু ছন্দ যোগ করিলে প্রগাথ নিষ্পন্ন হয়। ঐ ছয় সূক্তে বৃহতী ও সতোবৃহতী এই দ্বিবিধ ছন্দ আছে ; বৃহতীতে সতোবৃহতীঃ যোগে প্রগাথ হয়। বৃহতীতে বৃহতী যোগ করিলে বা সতোবৃহতীতে সতোবৃহতী যোগ করিলে প্রগাথ হইতে পারে না, সেইজন্ত ঐরূপ যোগ এতদ্বলে নিষিদ্ধ হইল। তৎপরিবর্তে অতিমর্শ নামক বিহুতি সম্পাদন দ্বারা ঐ সূক্ত পাঠের বিধান হইল। এক মন্ত্রের

সেইজন্য অতিমর্শ দ্বারাই বিহতি সম্পাদন করিবে ; কেন না অতিমর্শই উচিত । বৃহতী আত্মা এবং সতোবৃহতী প্রাণ ; সেই [মৈত্রাবরূপ] বৃহতী পাঠ করেন, উহা আত্মা ; তৎপরে সতোবৃহতী পাঠ করেন, উহা প্রাণ । আবার বৃহতী, আবার সতোবৃহতী পাঠ করেন ; তাহাতে প্রাণদ্বারা আত্মাকে

কিয়দংশে অল্প মন্ত্ৰেণ কিয়দংশ যোগ করিয়া দুই মন্ত্ৰ বিশাইলে বিহতি সম্পাদিত হয় । পূর্বে বোড়ীশী শব্দে এই বিহতি সম্পাদনের বিধান হইয়াছে । এস্থলে বালখিলা পাঠেও বিহতি সম্পাদনের বিধান হইল । বিহতির আবার প্রকারভেদ আছে । কখনও বা এক মন্ত্ৰের মন্ত্ৰের একচরণের পর অল্পমন্ত্ৰের মন্ত্ৰের একচরণ, কখনও বা একমন্ত্ৰের মন্ত্ৰের অর্দ্ধাংশের পর অল্পমন্ত্ৰের মন্ত্ৰের অর্দ্ধাংশ, কখনও একমন্ত্ৰের এক ঋকের পর অল্পমন্ত্ৰের এক ঋক্ বসাইয়া বিহতি সম্পাদিত হয় । কখনও বা দুই মন্ত্ৰ যথাক্রমে না পড়িয়া বিপরীতক্রমে পড়িয়াও বিহতির সাধন চলিতে পারে । এস্থলে বালখিলাপাঠে ব্যবস্থা হইল যে উক্ত আট মন্ত্ৰের প্রথম জোড়ায় চরণের পর চরণ, দ্বিতীয় জোড়ায় অর্দ্ধ ঋকের পর অর্দ্ধঋক্, তৃতীয় জোড়ায় ঋকের পর ঋক্ বসাইয়া বিহতি সম্পাদিত হইবে । এইরূপ বিহতির নাম অতিমর্শ । চতুর্থ জোড়ায় সপ্তম মন্ত্ৰের পর অষ্টম না পড়িয়া বিপরীতক্রমে অর্থাৎ অষ্টমের পর সপ্তম পড়িলেই বিহতি হইবে । প্রথম মন্ত্ৰদ্বয়ে চরণের পর চরণ, দ্বিতীয় মন্ত্ৰদ্বয়ে প্রতি অর্দ্ধঋকের পর অর্দ্ধঋক্ ও তৃতীয় মন্ত্ৰদ্বয়ে ঋকের পর ঋক্ বসাইলে যে বিহতি সাধিত হয়, ও এস্থলে যাহার বিধান হইল, এই অতিমর্শ বিহতির নাম হৌগিন বিহতি ; হৌগিনাথ্য ঋষির অনুমত বলিয়া ইহার নাম হৌগিন । তস্তিন্ন মহাবালভিৎ নামক ঋষির অনুমত অন্তরূপ অতিমর্শ বিহতি আছে । পূর্ববর্তী উনত্রিংশ অধ্যায়ের অষ্টমখণ্ডে বালখিলা মন্ত্ৰ পাঠের ব্যবস্থায় সেই মহাবালভিৎ বিহতির বিধান হইয়াছে । উহাতে প্রথম তিনজোড়া বালখিলা মন্ত্ৰের চারিবার আবৃত্তি করিতে হয় । প্রথমবারে চরণের পর চরণ, দ্বিতীয়বারে অর্দ্ধঋকের পর অর্দ্ধঋক্, তৃতীয়বারে ঋকের পর ঋক্ বসাইয়া বিহতি হয় । ঐরূপে বিহতি সম্পাদন দ্বারা প্রগাথ নিষ্পন্ন করিয়া সেই প্রগাথের পর একপদা ঋক্ বা মহানান্দী ঋকের অষ্টাঙ্কর পদ বসাইতে হয় । প্রগাথের পর একপদা প্রক্ষেপ করিলে ঐ প্রগাথ বাক্যকূটে পরিণত হয় । বাক্যকূটে পরিণত হইলে বালখিলামন্ত্ৰ বক্তব্যরূপ শক্তিশালী হইয়া থাকে । চতুর্থবার আবৃত্তিকালে বিহতিসম্পাদন আবশ্যক হয় না, অথবা তৎপরে একপদাও বসাইতে হয় না ।

উদাহরণ দ্বারা এই বিহতি সম্পাদনের তাৎপর্য্য স্পষ্ট হইবে । প্রথমজোড়া অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় বালখিলা মন্ত্ৰের প্রত্যেকের প্রথম দুই মন্ত্ৰ লওয়া হাউক :—

পরিবর্দ্ধন করিয়া কস্মীনাষ্ঠান হয় । এইজন্য অতিমর্শদ্বারা ই
বিহুতি সম্পাদন করিবে ।

ঐ অতিমর্শই উচিত । বৃহতী আত্মা ও সত্যোবৃহতী পশু ;

প্রথম সূক্ত

প্রথম মন্ত্র—অভি ^১প্র বঃ সুরাধসং, ইন্দ্রমর্চ ^২যথা বিদে ।

যো জরিতৃত্যো মঘবা পুরুবহঃ, সহস্রৈণেব শিক্ষতি ॥

দ্বিতীয় মন্ত্র—শতানীকেব ^৩প্র জিগাতি ধুত্বা, হস্তি বৃজাণি দাপ্ষ্যে ।

গিরিরিষ ^৪প্র রসা অস্ত পিষিরে, দত্তাণি পুন্ড্রভোজসঃ ॥

দ্বিতীয় সূক্ত

প্রথম মন্ত্র—প্র ^১সু শ্রুতঃ সুরাধসং, অর্চা ^২শক্রমভিষ্টয়ে ।

যঃ স্বহতে স্তবতে কাম্যঃ বহু, সহস্রৈণেব মংহতে ॥

দ্বিতীয় মন্ত্র—শতানীকা ^৩হেতরো অস্ত দুষ্টরা, ইন্দ্রস্ত সমিষো মহীঃ ।

গিরির্ন ^৪ভুজ্যা মঘবৎস পিষিতে, যদীং ^৫সুতা অমংদিমুঃ ॥

অতিচরণে বিজুতি হইলে নিম্নোক্ত অগাগ উৎপন্ন হইবে :—

অভি ^১প্র বঃ সুরাধসং, ইন্দ্রস্ত ^২সমিষো মহীঃ ।

শতানীকা ^৩হেতরো অস্ত দুষ্টরা, ইন্দ্রমর্চ ^৪যথাবিদোম্ ॥

যো জরিতৃত্যো ^৫মঘবা পুরুবহঃ, যদীং ^৬সুতা অমন্দিমুঃ ।

গিরির্ন ^৭ভুজ্যা ^৮মঘবৎস পিষিতে, সহস্রৈণেব ^৯শিক্ষতোম্ ॥

এই মন্ত্রদ্বয়াক্ত প্রগাথের পর “ইন্দ্রো বিবস্ত গোপতিঃ” এই একপদা স্বাক্ষর হইলে উহা
স্বাক্ষরকূটে পরিণত হইবে ।

মহাবালভিদ্ বিহারে এইরূপে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূক্তদ্বয়ের প্রত্যেক স্বাক্ষর অতিচরণের
পর বিজুতি হয় ও তৎপরে একপদার অথবা মহানামীর অষ্টাক্ষর বসে । হোত্বিন বিহারে কেবল
প্রথম সূক্তদ্বয়ে এইরূপ বিজুতি সম্পাদিত হয় :

অর্ধ স্বাক্ষর পব বিজুতি এইরূপ :—

অভি ^১প্র বঃ সুরাধসং, ইন্দ্রমর্চ ^২যথা বিদে ।

শ্রির্ন ^৩ভুজ্যা ^৪মঘবৎস পিষিতে, যদীং ^৫সুতা অমংদিমোম্ ॥

তিনি যে বৃহতী পাঠ করেন, উহা আত্মা, এবং যে সত্যোবৃহতী পাঠ করেন, উহা পশু । আবার বৃহতী, আবার সত্যোবৃহতী পাঠ করেন, তাহাতে পশুদ্বারা প্রাণকে পরিবর্তন করিয়া কশ্মানুষ্ঠান হয় ; সেইজন্য অতিমর্শ দ্বারাই বিহুতি সম্পাদন করিবে ।

অন্তিম (সপ্তম ও অষ্টম) সূক্ত বিপরীতক্রমে পাঠ করা হয় ; উহাতেই তাহাদের বিহুতি সম্পাদিত হয় । মৈত্রাবরুণ এইরূপে সেই [রেতঃস্বরূপ] যজমানের প্রাণ সম্পাদন করিয়া, তুমি ইহার জন্মপ্রদান কর, এই বলিয়া যজমানকে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর প্রতি অর্পণ করেন ।

মহাবালভিত্তি বিহারে দ্বিতীয়বার আবৃত্তির সময় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূক্তদ্বয়ে এইরূপ বিহুতি হয় । হৌণ্ডিন বিহারে কেবল দ্বিতীয় সূক্তদ্বয়ে এইরূপ বিহার ।

প্রতি ঋকের পর বিহার এইরূপ :—

অভি ^১প্র বঃ ^২তুরাধসঃ, ইল্লমর্চ্চ ^৩যথা ^৪বিদে ।

যো জরিভূভ্যো ^{১৩}মঘবা ^{১৪}পুরুবহঃ, সহশ্রেণেব ^{১৫}শিক্তোম্ ॥

শতানীকা ^{১৬}হেতয়ো ^{১৭}অস্ত ^{১৮}দুষ্টরা, ইল্লস্য ^{১৯}সমিষো ^{২০}মহীঃ ।

গিরিন্ ^{২১}ভূজা ^{২২}মঘবৎস্থ ^{২৩}পিষতে, যদীং ^{২৪}হুতা ^{২৫}অমংদিবোম্ ॥

মহাবালভিত্তিতে তৃতীয় বার আবৃত্তির সময় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূক্তদ্বয়ে এইরূপ বিহার, আর হৌণ্ডিন বিহারে কেবল তৃতীয় সূক্তদ্বয়ে এইরূপ বিহার ।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যে পাঁচটি একপদার উল্লেখ হইয়াছে, তাহার যথাক্রমে এই :—(১) ইল্লো বিশ্বস্ত গোপতিঃ (২) ইল্লো বিশ্বস্ত ভূপতিঃ (৩) ইল্লো বিশ্বস্ত চেততি (৪) ইল্লো বিশ্বস্ত রাজতি (৫) ইল্লো বিশ্বঃ বিশ্বাজতি । প্রথম পাঁচ অগাথের পর এই পাঁচ একপদার আট অক্ষর বসান হয় । পরবর্তী অগাথে মহানামীর আট অক্ষর বসাইতে হয় । মহানামী কাছাকে বলে, পূর্বের বলা হইয়াছে ।

তৃতীয় খণ্ড

শিল্পশাস্ত্র

তৎপরে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর শিল্পশাস্ত্র—“স্বকীর্তিঃ.....করয়েতি”

স্বকীর্তি সূক্ত পাঠ করা হয়।^১ স্বকীর্তি দেবযোনিস্বরূপ ; এতদ্বারা যজমানকে যজ্ঞস্বরূপ দেবযোনি হইতে জন্মদান করা হয়।

ব্রহ্মাকপি সূক্ত পাঠ করা হয়^২। ব্রহ্মাকপি আত্মা ; এতদ্বারা যজমানের আত্মা সম্পাদিত হয়। এই সূক্তকে নৃত্ববিশিষ্ট করিবে। নৃত্ব অন্নস্বরূপ ; [জননী] যেমন কুমারকে (শিশুকে) স্তন দেন, সেইরূপ এতদ্বারা জন্মলাভের পর যজমানের ভক্ষণীয় অন্ন বিধান করা হয়। উহার ছন্দ পঙক্তি ; পুরুষ লোম ত্বক্ মাংস অস্থি ও মজ্জা। এই পাঁচ পদার্থে গঠিত বলিয়া পঙক্তির লক্ষণযুক্ত ; এতদ্বারা পুরুষ যেরূপ, যজমানকেও তদ্রূপ সংস্কৃত করা হয়।

এইরূপে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী যজমানের জন্মদান করিয়া, তুমি ইহার প্রতিষ্ঠা সম্পাদন কর, এই বলিয়া তাঁহাকে অচ্ছাবাকের প্রতি অর্পণ করেন।

(১) “অপ ঞ্চ ইত্র বিধান” ইত্যাদি সূক্ত। (১০।১৩১)

(২) “বিহি সোতোব্রহ্মকৃত” ইত্যাদি সূক্ত। (১০।৮৬)

চতুর্থ খণ্ড

শিল্পশাস্ত্র

তৎপরে অচ্ছাবাকের শিল্পশাস্ত্র—“এবয়ামরুৎ.....শস্ত্রেত”

এবয়ামরুৎ সূক্ত পাঠ করা হয় ।^১ এবয়ামরুৎ প্রতিষ্ঠা-
স্বরূপ ; এতদ্বারা যজ্ঞমানে প্রতিষ্ঠা সম্পাদিত হয় । উহা
ন্যূত্বাচ্ছাবাক্ট করিবে । ন্যূত্ব অম্মস্বরূপ ; তদ্বারা যজ্ঞমানে
ভক্ষণীয় অন্নের স্থাপনা হয় । উহার ছন্দ জগতী, কিয়দংশে
অতিজগতী^২ ; এই সমুদয় [জাগতিক দ্রব্য] জগতীর বা
অতিজগতীর লক্ষণযুক্ত । উহার দেবতা মরুদগণ ; মরুদগণ
অপ্স্বরূপ ; অপ্স অম্মস্বরূপ ; এই ক্রমহেতু তদ্বারা যজ্ঞমানে
অন্নের স্থাপনা হয় ।

নাভানেদিষ্ঠ, বালখিল্য, বৃষাকপি, এবয়ামরুৎ, এই সূক্ত-
গুলিকে সহচর সূক্ত বলে ; উহা হয় [একদিনেই] পাঠ করিবে,
নয় একবারেই পাঠ করিবে না । যদি ইহাদিগকে [বিভক্ত
করিয়া] নানাতাবে (ভিন্ন ভিন্ন দিনে) পাঠ করা যায়, তাহা
হইলে পুরুষকে অথবা [তাহার জন্মহেতু] রেতঃপদার্থকে
বিচ্ছিন্ন (খণ্ডিত) করিলে যাহা হয়, সেইরূপ হইবে ।
সেইজন্য ঐ [চারিটি] শস্ত্র হয় [এক দিনে] পাঠ করিবে,
নয় [একেবারে] পাঠ করিবে না ।

(১) “এ বো মহে মতয়ঃ” ইত্যাদি সূক্ত । (৫।৮৭)

(২) চরণে বার অক্ষর থাকায় জগতী ; চতুর্থচরণে বোল অক্ষর থাকায় অতিজগতী ।

আশ্বি* আশ্বতর* বুলিল (তন্মামক ঋষি) বিশ্বজিৎ যাগে হোতা হইয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, সাংবৎসরিক সত্রেয় অন্তর্গত বিশ্বজিতে ঐ [চারিটি] শস্ত্রের মধ্যে দুইটিকে মাধ্য-
 ন্দিन সবনে আনিতে হইবে ; আচ্ছা, আমি এখন এবয়ামরুৎ
 শস্ত্র পাঠ করাই। এই মনে করিয়া তিনি [অচ্ছাবাককে]
 এবয়ামৎ শস্ত্র পাঠ করাইয়াছিলেন।* ঐ শস্ত্রপাঠের
 সময় গোপ্ল ঋষি আসিয়াছিলেন ; তিনি বলিলেন, অহে হোতা,
 তোমার এই শস্ত্র চক্রহীন [রথের মত] নষ্ট হইবে।
 [বুলিল বলিলেন] কেন, কি দোষ হইল ? তখন গোপ্ল বলি-
 লেন—উত্তর দিকে এই শস্ত্র পাঠিত হয় ; * মাধ্যন্দিনের দেবতা
 ইন্দ্র ; মাধ্যন্দিন হইতে ইন্দ্রকে কেন অপসৃত করিতেছ ?
 তখন বুলিল বলিলেন, না, আমি ইন্দ্রকে মাধ্যন্দিন হইতে
 অপসৃত করিতে চাহি না। [গোপ্ল বলিলেন]—এই শস্ত্রের
 ছন্দ জগতী, কিয়দংশ অতিজগতী ; এই সমুদয় [জাগতিক
 পদার্থ] জগতীর ও অতিজগতীর লক্ষণযুক্ত ; ইহা মাধ্যন্দিনের
 ছন্দ নহে ; অপিচ ইহার দেবতা ইন্দ্র ; ইহা এখন পাঠ করা

(৩) অশ্ব নামক ঋষির পুত্র (সায়ণ)।

(৪) অশ্বতর নামক ঋষি হইতে উৎপন্ন (সায়ণ)।

(৫) শিল্পশস্ত্রচতুষ্টয় হোতা এবং মৈত্রাবরণ ব্রাহ্মণাচ্ছসী ও অচ্ছাবাক এই হোত্রিকত্বয়
 কর্তৃক তৃতীয়সবনে পঠিত হয়। বিশ্বজিৎ যাগে কিস্ত অগ্নিষ্টোমের প্রকারভেদ ; উহার তৃতীয় সবনে
 হোত্রিকগণের শস্ত্র নাই। এইজন্ত ঐ ঋষি স্থির করিলেন, আমি বিশ্বজিতের মাধ্যন্দিনে অচ্ছাবাক
 কর্তৃক এবয়ামরুৎ পাঠ করাইব, তাহা হইলে তৎপূর্বপাঠ্য মৈত্রাবরণ ও ব্রাহ্মণাচ্ছসীর শস্ত্রদ্বয়কেও
 মাধ্যন্দিনে টানিয়া আনা হইবে।

(৬) হোতার বিধের উত্তরে অচ্ছাবাকের বিধ্য ; সেইখানে থাকিয়া অচ্ছাবাক এবয়ামরুৎ
 পাঠ করেন।

উচিত নহে ।' তখন বুলিল বলিলেন, অহে অচ্ছাবাক, 'তুমি [শস্ত্রপাঠে] ক্ষান্ত হও ; আহা, এখন আমি গৌল্লের অনুশাসন (উপদেশ) ইচ্ছা করিতেছি । গৌল্ল তখন বলিলেন, এই অচ্ছাবাক ইন্দ্রদৈবত বিষ্ণুচিহ্নিত সূক্ত পাঠ করুন, আর তুমি [তৃতীয় সবনে আগ্নিগারুত শস্ত্রে] রুদ্রদৈবত ধাম্যার পরে মরুদৈবত সূক্তের পূর্বে এই এবয়ামরুৎ সূক্ত পাঠ করিও ।'

তখন বুলিল তদনুসারে শস্ত্রপাঠ করিয়াছিলেন । সেইজন্য অত্মাপি সেইরূপেই শস্ত্রপাঠ হইয়া থাকে ।

পঞ্চম খণ্ড

শিল্পশাস্ত্র

দ্বিখজিৎ দ্বিবিধ ; অগ্নিষ্টোমসংস্থ ও অতিরাত্রসংস্থ, অগ্নিষ্টোমসংস্থ বিশ্বজিতেৱ তৃতীয়সবনে হোত্রকপাঠ্য শস্ত্রের প্রয়োগ নাই, উহার বিষয় পূৰ্ব্বখণ্ডে বলা হইল । অতিরাত্রসংস্থ বিশ্বজিতে তৃতীয়সবনে হোত্রকপাঠ্য শস্ত্র আছে ; পূৰ্ব্বাষড়্ভের তৃতীয়সবনেও যেরূপ শিল্পশাস্ত্র বিহিত, অতিরাত্রসংস্থ দ্বিখজিতেও সেইরূপ । কিন্তু সংবৎসর সত্বেৱ অন্তর্গত বিশ্বজিৎ অগ্নিষ্টোমসংস্থ হওয়ায় উহার তৃতীয়সবনে হোত্রকের শস্ত্র নাই । হোতা তৃতীয়সবনে বৈশ্বদেব শস্ত্রমধ্যে নাভানেদিষ্ঠ সূক্ত পাঠ করেন । মাধ্যন্দিনে মৈত্রাবরুণ বালখিল্য ও ব্রাহ্মণাচ্ছংসী বুধাকপি পাঠ করেন । মাধ্যন্দিনে নাভানেদিষ্ঠ পাঠিত হয় না । নাভানেদিষ্ঠ অসম্বন্ধেও বালখিল্য বা বুধাকপি পাঠের উচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন ও তাহার উত্তর হইতেছে যথা—“তদাহঃ.....প্রতিষ্ঠাপয়তি”

(৭) জগতী ছন্দ ও মরুৎ পঞ্চম : তৃতীয় সবনের ; মাধ্যন্দিনে উহার প্রয়োগে মাধ্যন্দিনের দেবতা ইন্দ্রকে অপরূপ করা হইতেছে, এই দোষ ।

(৮) “দ্যৌর্নয় ইন্দ্র” (৬২০) ইত্যাদি সূক্ত অচ্ছাবাকের পক্ষে বিহিত হইল । উহার দ্বিখজিৎ শস্ত্রের চতুর্থ চরণে বিষ্ণুর উল্লেখ থাকায় উহা বিষ্ণুচিহ্নিত ।

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে—যষ্ঠাহে যেরূপ, সেইরূপ অতিরাত্র-রূপ বিশ্বজিতেও [তৃতীয় সবনে শিল্পশাস্ত্রপাঠদ্বারা] যজ্ঞ সম্পাদিত হয় ও যজমানের জন্মলাভ সম্পাদিত হয়। এই [সংবৎসরান্তর্গত] বিশ্বজিতে [মাধ্যন্ধিনে] নাভানেদিষ্ঠ পঠিত হয় না, অথচ মৈত্রাবরুণ বালখিল্য পাঠ করেন। ঐ বালখিল্য প্রাণস্বরূপ ; কিন্তু অগ্নে রেতঃসেক ; তৎপরে ত প্রাণের কল্পনা। আবার নাভানেদিষ্ঠ পঠিত হয় না, অথচ ব্রাহ্মণাচ্ছসী বুধাকপি পাঠ করেন ; কিন্তু অগ্নে রেতঃসেক, তৎপরে ত আত্মার কল্পনা। এরূপ স্থলে কিরূপে যজমানের জন্মলাভ ঘটে ও প্রাণ স্থানরহিত হইয়াও কিরূপে অবস্থিত থাকে ? [উত্তর] এই সমস্ত যজ্ঞক্রতু (যজ্ঞসাধন শিল্পশাস্ত্র) দ্বারা যজমানকে সংস্কৃত করা হয়। গর্ভ (ভ্রূণ) যেমন যোনির অভ্যন্তরে ক্রমশঃ সম্ভূত (বর্দ্ধিত) হইয়া অবস্থান করে, যজমানও সেইরূপে রহেন। সেই গর্ভ অগ্নেই (রেতঃসেক কালেই) একবারে সম্পূর্ণ হয় না ; তাহার এক এক অঙ্গ ক্রমশঃ সম্ভূত হয়। ঐ সমুদয় শিল্পশাস্ত্র একদিনেই পাঠ করা হয়। ইহাতেই যজ্ঞ সম্পাদিত হয় ও যজমানের জন্মলাভ সম্পাদিত হয়। হোতা তৃতীয়সবনে এবয়ামরুৎ পাঠ করেন ; ইহাতে (সকল শাস্ত্রের অনুষ্ঠানে) যে প্রতিষ্ঠা ঘটে, এতদ্বারা শাস্ত্রান্তে যজমানকে তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত করা হয় ;

(১) নাভানেদিষ্ঠ পাঠে হোতা রেতঃসেক করেন ; তৎপরে মৈত্রাবরুণ বালখিল্যদ্বারা তাহাতে প্রাণকল্পনা ও ব্রাহ্মণাচ্ছসী বুধাকপি দ্বারা তাহাতে আত্মার কল্পনা করেন। এখানে রেতঃসেক অর্থাৎ কিরূপে প্রাণের বা আত্মার কল্পনা হইজেছে, এই প্রশ্ন

ষষ্ঠ খণ্ড

কুস্তাপমন্ত্র

ব্রাহ্মণাচ্ছংসী বৃষাকপি পাঠের পর কুস্তাপ মন্ত্রসকল পাঠ করেন ; তৎসম্বন্ধে বক্তব্য যথা—“ছন্দসাং বৈ.....প্রতিষ্ঠায়া এব”

ষষ্ঠাহে বিহিত ছন্দসকলের রস স্বস্থান অতিক্রম করিয়া (উচ্ছলিত হইয়া) আসিয়াছিল। প্রজাপতি ভয় করিলেন, এই ছন্দসকলের রস পরাবৃত্ত না হইয়া লোকসকলকে অতিক্রম করিবে (প্লাবিত করিবে)। এই মনে করিয়া তিনি সেই রসকে পরবর্তী ছন্দদ্বারা রুদ্ধ করিলেন ; নারাশংসী ঋক্‌দ্বারা গায়ত্রীর, রৈভীদ্বারা ত্রিষ্টুভের, পারিক্ষিতী দ্বারা জগতীর, কারব্যা দ্বারা জগতীর রস রুদ্ধ করিলেন। তখন সেই রস তত্তৎ ছন্দে পুনরায় স্থাপিত হইল। যে ইহা জানে, তাহার ইষ্টীযাগ রসযুক্ত ছন্দে সম্পন্ন হয়, তাহার যজ্ঞ রসযুক্ত ছন্দে বিস্তৃত হয়।^১

নারাশংসী ঋক্ পাঠ করা হয়।^২ প্রজা নর ও বাক্য শংস। এতদ্বারা প্রজাতে বাক্যের স্থাপনা হয় ; সেইজন্য প্রজাসকল জন্মলাভের পর বাক্য কহিয়া থাকে। যে ইহা জানে, তাহার পক্ষে নারাশংসীই উচিত। ইহা পাঠ করিয়াই দেবগণ ও ঋষিগণ স্বর্গলোক গমন করিয়াছিলেন ; সেইরূপ যজ্ঞমানেরাও

(১) এই কুস্তাপ স্তোত্রান্তর্গত ত্রিশটি মন্ত্র অথর্ববেদসংহিতায় আছে ; অথর্ববেদ ২০।১২৭-১৩৬ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী বৃষাকপির পর কুস্তাপমন্ত্র পাঠ করেন।

(২) কুস্তাপমন্ত্রের অন্তর্গত “ঐদঃ জনা উপশ্রুত নারাশংস” ইত্যাদি তিন ঋক্। নারাশংস শব্দ থাকায় উহা নারাশংসী। অথর্ববেদ ২০।১২

ইহা পাঠ করিয়া স্বর্গলোক গমন করেন । এই মন্ত্র বুধাকপি পাঠের মত প্রতিচরণে বিরাম দিয়া পাঠ করিবে । ইহা বুধাকপির ন্যায় হওয়াতে বুধাকপির সম্বন্ধযুক্ত । ইহাতে ন্যূন্য করিবে না, কিন্তু বিশেষরূপে নিন্দ করিবে ।^১ ঐ নিন্দই উহার ন্যূন্য ।

রৈভী ঋক্ পাঠ করা হয় ।^২ দেবগণ ও ঋষিগণ রেভ (ঋক) করিয়া স্বর্গলোক গিয়াছিলেন ; সেই যজ্ঞমানেরাও রেভ করিয়া স্বর্গলোক গমন করেন । উহাও প্রতিচরণে বিরাম দিয়া বুধাকপির মত পাঠ করিবে । বুধাকপির ন্যায় হওয়ায় উহা বুধাকপির সম্বন্ধযুক্ত । ইহাতে ন্যূন্য করিবে না, বিশেষভাবে নিন্দ করিবে ; উহাই এস্থলে ন্যূন্য ।

পারিক্ক্ষিতী ঋক্ পাঠ করা হয় ।^৩ অগ্নিই পরিক্ষিৎ ; অগ্নিই এই প্রজাসকলের পরিপালন করিয়া বাস করেন ; অগ্নির চারিদিকে এই প্রজাসকল বাস করে ।^৪ যে ইহা জানে, যে অগ্নির সাযুজ্য সরূপতা ও সলোকতা লাভ করে । এইজন্য পারিক্ক্ষিতীই উচিত । পরিক্ষিৎ সংবৎসরস্বরূপ ; সংবৎসর এই প্রজাগণকে পরিপালন করিয়া বাস করে ; এই প্রজাগণ সংবৎসরের চারিদিকে বাস করে । যে ইহা

(১) তৃতীয়চরণে দ্বিতীয় স্বরের পর তেরটি ওকার দ্বারা অবধান করিয়া তিনটি ত্রিমাত্র ওকারের উচ্চারণ ন্যূন্য । বুধাকপিতে উহা বিহিত, নারায়ণীতে কিন্তু নিষিদ্ধ । তৃতীয়চরণের প্রথমাক্ষর অনুদাত্তস্বরে উচ্চারণ করিয়া দ্বিতীয়াক্ষরের উদাত্ত উচ্চারণের নাম নিন্দ । উহা বুধাকপি পাঠে বিহিত, এস্থলেও বিহিত ।

(২) “লচ্যস্ব রেভ বচ্যস্ব” ইত্যাদি রেভশব্দ চিহ্নিত তিনটি ঋক্ । অথর্ববেদ ২.০.১২.৭

(৩) “রাজো বিশ্বজনীশস্ত” ইত্যাদি পরিক্ষিৎশব্দযুক্ত চারিটি ঋক্ । অথর্ববেদ ২.০.১২.৭

(৪) “পরি পরিপালয়ন্ ক্ষেপ্ত নিবসতি” এই অর্থে পরিক্ষিৎ (সাগণ) ।

জানে, সে সংবৎসরের সাযুজ্য সরূপতা ও সলোকতা লাভ করে। উহা প্রতিচরণে বিরাম দিয়া বৃষাকপির মত পাঠ করিবে। বৃষাকপির ঞায় হওয়ায় উহা বৃষাকপির সম্বন্ধযুক্ত। উহাতে ন্যূন্য করিবে না, কিন্তু বিশেষভাবে নিনর্দ করিবে। তাহাই এস্থলে ন্যূন্য হইবে।

কারব্য। ঋক পাঠ করা হয়।' দেবগণ যে কিছু কল্যাণ কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা কারব্যদ্বারাই পাইয়াছিলেন; সেইরূপ এস্থলে যজ্ঞমানেরাও যে কিছু কল্যাণ কৰ্ম্ম করেন, তাহা কারব্যদ্বারাই প্রাপ্ত হন। উহা প্রতিচরণে বিরাম দিয়া বৃষাকপির মত পাঠ করিবে। বৃষাকপির ঞায় হওয়ায় উহা বৃষাকপির সম্বন্ধযুক্ত। উহাতে ন্যূন্য করিবে না, কিন্তু বিশেষরূপে নিনর্দ করিবে। তাহাই এস্থলে ন্যূন্য হইবে।

দিক্‌সমূহের কল্পনাকারক ঋক পাঠ করা হয়।" তদ্বারা দিক্‌সকলের কল্পনা হইবে। ঐ পাঁচ ঋক পাঠ করিবে। দিক্‌ পাঁচটি; তির্ঘ্যাংগত চারিদিক্‌ আর উর্দ্ধগত একদিক্‌। উহাতে ন্যূন্য করিবে না, নিনর্দও করিবে না, তাহাতে দিক্‌-সমূহের ন্যূন্য (চালনা) করিবার আশঙ্কা থাকে। প্রতিষ্ঠার জন্য অর্দ্ধঋকে বিরাম দিয়া উহা পাঠ করিবে।

জনকল্প। ঋক পাঠ করা হয়"। প্রজাসকলই জনকল্প; তদ্বারা দিক্‌সকলের কল্পনা করিয়া তাহাতে প্রজা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তাহাতে ন্যূন্য করিবে না, নিনর্দও করিবে না,

(৭) "ইন্দ্ৰঃ কার্দ্দমবুবুধৎ" ইত্যাদি কার্দ্দমযুক্ত চারিটি ঋক্। অথর্ববেদ ২০।১২৭

(৮) যঃ সজ্জেরো বিদথা" ইত্যাদি পাঁচ ঋক্। অথর্ববেদ ২০।১২৮

(৯) "যোহনাক্তাক্ষো অনভ্যক্তঃ" ইত্যাদি ছয় ঋক্ অথর্ববেদ ২০।১২৮

উহাতে এই প্রজাসমূহের ন্যস্ত করিবার আশঙ্কা থাকে । প্রতিষ্ঠার জন্য অর্দ্ধাঙ্কে বিরাম দিয়া উহা পাঠ করিবে ।

ইন্দ্রগাথা পাঠ করা হয় ।^{১০} দেবগণ ইন্দ্রগাথা দ্বারা অম্বর-গণের সম্মুখে যাইয়া তাহাদিগকে জয় করিয়াছিলেন । সেইরূপ যজমানেরা ইন্দ্রগাথা দ্বারা অপ্রিয় শত্রুর সম্মুখে যাইয়া তাহাকে জয় করেন । প্রতিষ্ঠার জন্য অর্দ্ধাঙ্কে বিরাম দিয়া উহা পাঠ করিবে ।

সপ্তম খণ্ড

ঐতশপ্রলাপ

কুস্তাগনৃত্তের পর ব্রাহ্মণাচ্ছসী ঐতশপ্রলাপ নামক সত্তরটি পদসমূহ পাঠ করেন যথা—“ঐতশ প্রলাপং.....যথা নিবিদঃ”

ঐতশপ্রলাপ পাঠ করা হয় । ঐতশমুনি “অগ্নেরায়ুঃ” নামক মন্ত্রকাণ্ড দেখিয়াছিলেন ; কেহ কেহ ঐ মন্ত্রকাণ্ডের “যজ্ঞের আয়াতয়াম” (যজ্ঞের সারোৎপাদক) এই নাম দিয়াছিলেন । সেই মুনি পুত্রগণকে বলিয়াছিলেন “অরে পুত্রেরা, আমি “অগ্নেরায়ুঃ” নামক মন্ত্রকাণ্ড দেখিয়াছি, তাহা আমি প্রলাপের মত বলিব ; আমি যাহা কিছু বলিব, তোরা তাহার নিন্দা করিস না ।” এই বলিয়া তিনি আরম্ভ করিলেন—“এতা অশ্বা আপ্লবন্তে” “প্রতীপং প্রাতিসত্বনম্” ইত্যাদি ।^১

(১০) “বদিত্রাদো দাশরাজে” ইত্যাদি পাঁচ ঋক্ অথর্ববেদ ২০।১২৮

(১) এই সত্তরটি পদ কুস্তাগনৃত্তের পর অথর্ববেদসংহিতার আছে ; (অথর্ববেদ ২০।১২৯) ইন্দ্রগাথা অস্ব এক প্রলাপবাক্যের দ্বারা প্রায় অর্থহীন । এই জন্ত ইহাদের নাম ঐতশপ্রলাপ ।

ঐতশের পুত্র অভ্যগ্নি, “আমাদের পিতা কি দৃপ্ত (উন্মত্ত) হইলেন”, এই মনে করিয়া অকালে (প্রলাপসমাপ্তির পূর্বে) তাঁহার নিকটে আসিয়া মুখ চাপিয়া ধরিলেন । ঐতশ (ক্রুদ্ধ হইয়া) তাহাকে বলিলেন, “তুই দূরে যা, তুই আমার বাক্য নষ্ট করিলি, উহা তোকে শুনিতে হইবে না ; আমি গরুকে শতায়ু করিতে পারি, মনুষ্যকে সহস্রায়ু করিতে পারি ; তুই আমার এরূপ অপমান করিলি, তোর সম্ভানকে আমি পাপিষ্ঠ (দরিদ্র) করিব ।” সেইজন্য কথিত আছে, যে ঔর্ববংশীয় ঐতশপুত্র অভ্যগ্নিপ্রভৃতি পাপিষ্ঠ ।”

কেহ কেহ এই ঐতশপ্রলাপ বহুসংখ্যক পাঠ করেন । যজ্ঞমান উহা নিষেধ করিবেন না, বরং, “যত ইচ্ছা পাঠ কর”, ইহাই বলিবেন ; কেননা ঐতশপ্রলাপ আয়ুঃস্বরূপ । যে ইহা জানে, সে যজ্ঞমানের আয়ু বর্দ্ধন করে । এই ঐতশ-প্রলাপই উচিত ।

এই যে ঐতশপ্রলাপ, ইহা ছন্দের (বেদের) রসস্বরূপ । এতদ্বারা ছন্দে রসের আধান হয় । যে ইহা জানে সে রস-যুক্ত ছন্দদ্বারা ইষ্ট্রিয়াগ করে ; তাহার যজ্ঞ রসযুক্ত ছন্দদ্বারা বিস্তৃত হয় । এই ঐতশপ্রলাপই উচিত ।

ঐতশপ্রলাপ সারযুক্ত ও অক্ষয়ফলপ্রদ ; আমার যজ্ঞে উহা সারযুক্ত হইবে, উহা অক্ষয় ফলপ্রদ হইবে [এই উদ্দেশে উহা পাঠ করিবে] ।

যেমন নিবিৎ পাঠ করে, ঐরূপ পদে পদে অবগ্রহ দিয়া এই ঐতশপ্রলাপ পাঠ করিবে, এবং নিবিদের মত ইহার শেষ পদে প্রণব বসাইবে ।

ঐতশ প্রলাপের পর অত্যাশ্চর্য স্বাক্ষপাঠের বিধান যথা—প্রবহ্লিকা..... প্রতিষ্ঠায়া এব”

প্রবহ্লিকা স্বাক্ষ পাঠ করা হয় ।^৩ প্রবহ্লিকাদ্বারা পুরাকালে দেবগণ অসুরদিগকে প্রবহ্লন করিয়া (প্রিয়বাক্যে বঞ্চিত করিয়া) পরাস্ত করিয়াছিলেন ; সেইরূপ এস্থলে যজ্ঞমানেরাও প্রবহ্লিকাদ্বারা অপ্রিয় শত্রুকে প্রবহ্লন করিয়া পরাস্ত করেন । প্রতিষ্ঠার জন্য অর্দ্ধধাকে বিরাম দিয়া উহা পাঠ করিবে ।

আজিজ্ঞাসেন্যা স্বাক্ষ পাঠ করা হয় ।^৪ দেবগণ আজিজ্ঞাসেন্যা দ্বারা অসুরদিগকে আজ্ঞা (অবজ্ঞা) করিয়া পরে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়াছিলেন ; সেইরূপ এস্থলেও যজ্ঞমানেরা আজিজ্ঞাসেন্যা দ্বারা অপ্রিয় শত্রুকে আজ্ঞা (অবজ্ঞা) করিয়া পরে তাহাকে অতিক্রম করেন । প্রতিষ্ঠার জন্য অর্দ্ধধাকে বিরাম দিয়া উহা পাঠ করিবে ।

প্রতিরোধ মন্ত্র পাঠ করা হয়^৫ । প্রতিরোধ দ্বারা দেবগণ অসুরদিগকে প্রতিরোধ (সমৃদ্ধি নাশ) করিয়া পরে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়াছিলেন ; সেইরূপ যজ্ঞমানেরাও এস্থলে প্রতিরোধদ্বারা অপ্রিয় শত্রুকে প্রতিরোধ করিয়া পরে তাহাকে অতিক্রম করেন ।

অতিবাদ মন্ত্র পাঠ করা হয়^৬ । অতিবাদদ্বারা দেবগণ অসুরদিগকে অতিবাদ করিয়া পরে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়াছিলেন ; সেইরূপ এস্থলে যজ্ঞমানেরাও অতিবাদ দ্বারা

(৩) “বিততো কিরণো বো” ইত্যাদি চয়টি অণুষ্টুপ্ প্রবহ্লিকা । (অথর্ক ২০।১৩৩)

(৪) “ইহেথ প্রাপপাণ্ডবক্” ইত্যাদি চারিটি স্বাক্ষ । (অথর্ক ২০।১৩৪)

(৫) “ভুগিত্যভিগতঃ” ইত্যাদি তিন মন্ত্র । (অথর্ক ২০।১৩৫)

(৬) “বীমে দেবা অক্ষংসত” ইত্যাদি অণুষ্টুপ্ । (অথর্ক ২০।১৩৬)

অপ্রিয় শত্রুকে অতিবাদ করিয়া পরে তাহাকে অতিক্রম করেন। প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অর্দ্ধধাকে বিরাম দিয়া উহা পাঠ করিবে।

অষ্টম খণ্ড

দেবনীথ

৩৭পদের দেবনীথ নামক পদ পাঠ ১৮: -“দেবনীথং.....তন্মাংসং”

দেবনীথ পাঠ করা হয়।

আদিত্যগণ ও অঙ্গিরোগণ স্বর্গলোকে “আমরা পূর্বে [স্বর্গ] যাইব, আমরা:যাইব” বলিয়া পরস্পর স্পর্ধা করিয়া-ছিলেন। স্বর্গলোকপ্রাপ্তির হেতু সত্য (সোমাত্মিব) কল্য সম্পাদন করিব, অঙ্গিরোগণ এইরূপ প্রথমে স্থির করিয়া-ছিলেন। অগ্নি অঙ্গিরোগণের মধ্যে একজন; অঙ্গিরোগণ সেই অগ্নিকে [আদিত্যদের নিকট] পাঠাইলেন ও [বলিলেন] তুমি আদিত্যগণের নিকট যাইয়া বল, আমরা কল্য স্বর্গলোকের নিমিত্ত সত্যের অনুষ্ঠান করিব। সেই আদিত্যগণ কিন্তু অগ্নিকে দেখিয়া স্বর্গলোকপ্রাপ্তিহেতু সত্যের অনুষ্ঠান সেই দিনই করিয়া ফেলিলেন। অগ্নি তাঁহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, কল্য [আমাদের] স্বর্গলোকপ্রাপ্তিহেতু সত্য হইবে, তোমাদিগকে বলিতেছি। তাঁহারা বলিলেন, [আমাদের]

(১) “আদিত্য হ জরিতরঙ্গিরোভ্যোঃ দক্ষিণামনয়ন” ইত্যাদি মতেরটি পদ আখ্যায়ন দিয়াছেন। (অথর্ব ২০:১৩৫) ঐ পদসমূহের নাম দেবনীথ। উহা দেবলোক নয়নহেতু। পর পাণ্ড ব্যাখ্যা দেখ।

স্বর্গলোকপ্রাপ্তিহেতু সত্য। অতই হইবে, তোমাকে বলি-
তেছি ; তোমাকেই হোতা করিয়া আমরা স্বর্গলোকে যাইব ।
অগ্নি, তাহাই হউক, বলিয়া তাঁহাদের সেই উত্তর লইয়া ফিরিয়া
আসিলেন । অগ্নিরোগণ বলিলেন, [আমাদের কথা] বলিয়াছ
কি ? তিনি বলিলেন, হাঁ বলিয়াছি ; কিন্তু তাঁহারা প্রত্যুত্তরে
আমাকে এই কথা বলিলেন । অগ্নিরোগণ বলিলেন, তুমি
তাহা (হোতৃকর্ম) অঙ্গীকার করিয়াছ কি ? অগ্নি বলিলেন,
হাঁ, তাহা অঙ্গীকার করিয়াছি । যে ঋত্বিকের কর্ম গ্রহণ করে,
সে যশস্বী হইয়া থাকে ; যে তাহা প্রতিরোধ করে, সে যশের
প্রতিরোধ করে ; সেইজন্য অগ্নি উহা প্রতিরোধ করি নাই ।
কেননা যদি ঐ ঋত্বিককর্ম অঙ্গীকার করিতে হয়, তাহা হইলে
নিজে যজ্ঞ করিব বলিয়াই তাহার অঙ্গীকার চলিতে পারে ;
যজমান অযাজ্য হইলে অবশ্য ঋত্বিককর্ম সকল সময়েই প্রত্যা-
খ্যান করা চলে ।

নবম খণ্ড

দেবনীপ

দেবনীপ সম্বন্ধে আরও বক্তব্য—“তে হ……নিবদঃ”

তখন সেই অগ্নিরোগণ [অগ্নির অঙ্গীকারমতে] আদিত্য-
গণের যাজকতা করিয়াছিলেন । সেই যাজকদিগকে দক্ষিণার
সময় আদিত্যেরা পূর্ণা পৃথিবী দান করিলেন । পৃথিবী [দক্ষিণা-
রূপে] গ্রহীত হইয়া অগ্নিরোগণকে তাপিত করিয়াছিল ।

তাহারা তখন পৃথিবীকে বর্জন করিলেন। পৃথিবী তখন সিংহীর আকার ধরিয়া জৃম্বন করিতে করিতে জনসমূহকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। পৃথিবী তখন [ক্ষুধায়] শোকাক্ত হইয়া স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইল। এখন যে সকল স্থান বিদীর্ণ আছে, ইহার পূর্বে তাহা সমতল ছিল। এইজন্য বলা হয়, যে দক্ষিণা কোন কারণে পরিত্যক্ত হইলেও তাহা ফিরিয়া লইবে না। কেননা, [গ্রহণ করিলে] উহা শোকবিক্ত হইয়া [গৃহীতাকে] শোকবিক্ত করিতে পারে। যদিবা তাহাকে ফিরিয়া লওয়া হয়, তবে উহা অপ্রিয় শত্রুকে দান করিবে, তাহা হইলে তাহার পরাভব হইবে।

অনন্তর ঐ যে [আদিত্য] তাপ দেন, তিনি শ্বেত অশ্বরূপ ধারণ করিয়া অশ্ববন্ধন রজ্জুতে আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া উপস্থিত হইলেন ও [বলিলেন], [অহে অঙ্গিরোগণ,] তোমাদের [দক্ষিণার জন্ম] এই অশ্ব আনিলাম।

এই বৃত্তান্তকে দেবনীথ নাম দেওয়া হয়। যথা :—[প্রথম পদ] “আদিত্য হ জরিতরঙ্গিরোভ্যো দক্ষিণাগমনয়ন্”—আদিত্য-গণ জরিতা (স্তোতা) অঙ্গিরোগণের জন্ম [পৃথিবীরূপ] দক্ষিণা আনিয়াছিলেন। [দ্বিতীয় পদ] “তাং হ জরিতর্ন প্রত্যায়ন্”—সেই জরিতা অঙ্গিরোগণ ইহা গ্রহণ করেন নাই। [তৃতীয় পদ] “তামু হ জরিতঃ প্রত্যায়ন্”—সেই [আদিত্যরূপ] দক্ষিণাকে তাহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। [চতুর্থ পদ] “তাং হ জরিতঃ ন প্রত্যগ্ভূন্”—সেই [পৃথিবীরূপ] দক্ষিণা তাহারা প্রতিগ্রহ করেন নাই। [পঞ্চম পদ] “তামু হ জরিতঃ প্রত্যগ্ভূন্”—কিন্তু সেই [আদিত্যরূপ] দক্ষিণাকে তাহারা

প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। [ষষ্ঠ পদ] “অহা নেত সন্নবিচেতনানি”—
 [আদিত্য] এখানে আসিয়াছেন, তজ্জন্ম দিনসমূহ অপ্রকাশ
 হইয়াছে, তোমরা চলিতে পারিবে না, কেননা আদিত্যই দিন-
 সমূহের প্রকাশকর্তা। [সপ্তম পদ] “জজ্ঞা নেত সন্নপুরো-
 গবাসঃ”—হে জ্ঞানী [অঙ্গিরোগণ], পুরোগামী (পথপ্রদর্শক)
 [আদিত্য] এখানে আসিয়াছেন, তাঁহার অভাবে তোমরা
 চলিতে পারিবে না—এস্থলে দক্ষিণাই যজ্ঞের পুরোগবী
 (পুরোগামী) ; অপুরোগব (পুরোগামি বলীবর্দহীন) শকট
 যেমন বিনষ্ট হয়, দক্ষিণাহীন যজ্ঞও সেইরূপ বিনষ্ট হইয়া
 থাকে ; সেইজন্য বলা হয় যে যজ্ঞে দক্ষিণা অতি অল্প হইলেও
 দান করিবে। [অষ্টম পদ] “উত্ত শ্বেত আশুপত্তা”—এই
 শ্বেত [অশ্ব] আশুগামী। [নবম পদ] “উতো পদ্মভির্জ-
 বিষ্ঠঃ”—অপিচ পাদবিক্ষেপে উহা অতিশয় বেগবান্। [দশম
 পদ] “উতেমাশু মানং পিপর্তি”—অপিচ ইনি (এই আদিত্য)
 শীঘ্র মান পূর্ণ করেন। [একাদশ পদ] “আদিত্যা রুদ্রা
 বসবস্তুড়তে”—আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ তোমার পূজা
 করেন। [দ্বাদশ পদ] “ইদং রাধঃ প্রতিগৃহীত্বাঙ্গিরঃ”—অহে
 অঙ্গিরা, এই [আদিত্যরূপ] ধন প্রতিগ্রহণ কর—এই বাক্য
 সেই [আদিত্যরূপ] ধনের প্রতিগ্রহের ইচ্ছা বুঝাইতেছে।
 [ত্রয়োদশ পদ] “ইদং রাধো বৃহৎপৃথু”—এই ধন বৃহৎপৃথু
 বিস্তৃত। [চতুর্দশ পদ] “দেবা দদত্বাবরম্”—দেবগণ
 [আদিত্যকে] বরস্বরূপে দান করুন। [পঞ্চদশ পদ]
 “ভবো অদ্য চেতনন্”—ঐ [আদিত্য] তোমাদের চেতন-
 কর্তা হউন। [সোড়শ পদ] “যুজ্ঞে অস্ত দিবে দিবে”—তিনি

প্রতিদিন তোমাদের নিকট থাকুন। [সপ্তদশ পদ] “প্রত্যেব
গৃভায়ত”—এই [আদিত্যরূপ] দক্ষিণা প্রতিগ্রহণ কর।
এতদ্বারা অঙ্গিরোগণ উহাকেই প্রতিগ্রহণ করিয়াছিলেন,
ইহাই বুঝাইতেছে।

এই সেই দেবনীথ মন্ত্র নিবিদের মত প্রতিপদে অবগ্রহ
দিয়া পাঠ করিবে ও উহার শেষ পদেও নিবিদের মত প্রণব
বসাইবে।

দশম খণ্ড

অন্য মন্ত্র

তৎপরে বিহিত অগ্নাত মন্ত্র যথা—ভূতেচ্ছদঃ.....সংশংসেৎ”

ভূতেচ্ছদ মন্ত্র পাঠ করা হয়।’ ভূতেচ্ছদ দ্বারা দেবগণ
যুদ্ধ ও মায়ার অবলম্বনে অসুরদিগকে বিনাশার্থ আসিয়াছিলেন ;
দেবগণ ভূতেচ্ছদ দ্বারা সেই অসুরদিগের ভূতি (ঐশ্বর্য্য)
আচ্ছাদন করিয়া পরে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়াছিলেন।
সেইরূপ এশ্বমেও যজমানেরা ভূতেচ্ছদ দ্বারা অপ্রিয় শত্রুর
ভূতি আচ্ছাদন করিয়া পরে তাহাকে অতিক্রম করেন।
প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অর্দ্ধধাকে বিরাম দিয়া ঐ মন্ত্র পাঠ করিবে।

আহনস্ত মন্ত্র পাঠ করা হয়।’ আহনস্ত (মৈথুন) ইহিতে

(১) ভূতং ভূতিং বৈবিণাশমশ্বৰ্য্যং ছাদয়ন্তি তিরস্বন্তি ইত্যাদিস্তা অমুষ্টভো
ভূতেচ্ছদঃ (সাগণ)। “কমিল্ল শব্দংগ” ইত্যাদি তিন অমুষ্টপ্। (অথর্ব ২০।১৩৫)

(২) “মদস্তা অংহ” ইত্যাদি দশটি শ্লক্। (অথর্ব ২০।১৩৬) আহনস্তা আহননঃ স্ত্রীপুরুষয়োঃ
সংযোগঃ তদং প্রজোৎপত্তিহেতুত্বং গচোহপি আহনস্তাঃ। (সাগণ)

রেতঃসেক হয় ; রেতঃ হইতে প্রজা জন্মে ; এতদ্বারা জন্মের স্থাপনা হয় । ঐ মন্ত্র দশটি পাঠ করিবে । বিরাটের দশ অক্ষর ; বিরাট্ অনস্বরূপ ; বিরাট্‌রূপ অন্ন হইতে রেতঃসেক হয় ; রেতঃ হইতে প্রজা জন্মে ; এতদ্বারা জন্মের স্থাপনা হয় । ঐ মন্ত্র ন্যূন্বিংশিক করিবে ; ন্যূন্ব অনস্বরূপ ; অন্ন হইতে রেতঃসেক হয় ; রেতঃ হইতে প্রজা জন্মে ; তদ্বারা প্রজার স্থাপন হয় ।

“দধিক্রাব্ণো ঐকারিষম্”^১ ইত্যাদি দধিক্রী ঋক্ পাঠ করা হয় । দধিক্রাশব্দ দেবগণকে পবিত্র করে । ঐ ঐ যে ব্যাহনশ্র (মৈথুনার্থক) [অপবিত্র] বাক্য বলা হইয়াছে, তাহাকে দেবগণের পবিত্রতাসাধক এই বাক্যদ্বারা পবিত্র করা হয় । উহা অনুষ্ঠুপ্ ; অনুষ্ঠুপ্ বাক্যস্বরূপ ; উহা নিজ ছন্দদ্বারা বাক্যকে পবিত্র করে ।

“স্বতাসো মধুমত্তমাঃ”^২ এই পাবমানী ঋক্ পাঠ করা হয় । পাবমানী ঋক্ দেবগণকে পবিত্র করে ; ঐ ঐ যে ব্যাহনশ্র বাক্য বলা হইয়াছে, দেবগণের পবিত্রতাসাধক এই বাক্য দ্বারা তাহাকে পবিত্র করা হয় । উহা অনুষ্ঠুপ্ ; অনুষ্ঠুপ্ বাক্যস্বরূপ ; উহা নিজ ছন্দদ্বারা বাক্যকে পবিত্র করে ।

“অব দ্রপ্সো অংশুমতীমতিষ্ঠৎ”^৩ এই ইন্দ্র-বৃহস্পতি-দৈবত ত্র্যুচ পাঠ করা হয় । উহার মধ্যে “বিশো অদেবী-রভ্যচরন্তীর্ বৃহস্পতিনা যুজেন্দ্রঃ সমাহে”—দেববিরুদ্ধ কৰ্ম্মের আচরণকারী প্রজাগণকে (অম্বরগণকে) বৃহস্পতির সহিত

যুক্ত হইয়া ইন্দ্র তিরস্কার করিয়াছিলেন—এই অংশের তাৎপর্য্য, যে অশ্বরপ্রজা দেবগণের প্রতি অত্যাচার করিয়া অবস্থিত ছিল ; ইন্দ্র বৃহস্পতির সহিত যুক্ত হইয়া দেবক্ষয়কারী অশ্বরদিগের বর্ণ (বিচিত্র পতাকা) বিনষ্ট করিয়াছিলেন । সেইরূপ এস্থলে যজ্ঞমানেরাও ইন্দ্র ও বৃহস্পতির সহিত যুক্ত হইয়া দেবক্ষয়কর অশ্বরদিগের বর্ণ বিনষ্ট করিয়া থাকেন” ।

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে, ষষ্ঠাহে^১ যে সকল ঐকাহিক মন্ত্র বিহিত আছে, তাহার সহিত একত্র ইহা পাঠ করিবে কি একত্র পাঠ করিবে না ? [উত্তর] একত্র পাঠ করিবে, এই উত্তর দেওয়া হয় । অত্যাণ্য দিনে একত্র পাঠ করা হয়, আর এ দিন কেন পাঠ না করিবে ? কেহ কেহ বলেন, একত্র পাঠ করিবে না । বহুলোকে একসঙ্গে স্বর্গলোক যাইতে পারে না, কেহ কেহ যাইতে পারে । কাজেই একসঙ্গে পাঠ করিলে এই ষষ্ঠাহকে অন্য দিনের সমান করা হইবে । সেইজন্য এই যে একসঙ্গে পাঠ করা হয় না, ইহা স্বর্গলোকেরই লক্ষণ ; সেইজন্য একসঙ্গে পাঠ করিবে না । একসঙ্গে পাঠ না করাই উচিত ।

এই যে নাত্রানেদিষ্ঠ, বালখিল্য, ব্রহ্মাকপি ও এবরুয়ামৎ, এই কয়টিই এই ষষ্ঠাহের প্রধান শস্ত্র ; ইহাদের সহিত অন্য

(৬) মূলে আছে “অহুধ্যং বর্ণং অভিদাসত্বমপাহন ।” সাধারণ অর্থ করিয়াছেন “অহুধ্যং অশ্বর সৈন্তং বর্ণং বিচিত্র পতাকা দিগুস্তং অভিদাসত্বং দেবোপক্ষায়হেতুং অপাহনং বিনাশিতবান । অহুধ্যং বর্ণং অর্থে অশ্বরসম্বন্ধী বর্ণ অর্থাৎ অশ্বরোপাসক জাতি (পারসীক জাতি) বৃদ্ধাইতেও পারে ।

মন্ত্র একসঙ্গে পাঠ করিলে ইহাদের যে ফল তাহা বিনষ্ট করা হইবে । বৃষাকপি ইন্দের উদ্দিষ্ট ; ঐতশপ্রলাপ সকল ছন্দের স্বরূপ ; ইন্দ্রদৈবত ঐ জগতীছন্দের মন্ত্রের যে ফল, তাহা ইহাতেই পাওয়া যায় । আবার এই সূক্ত^১ ইন্দ্র-বৃহস্পতি-দৈবত । উহার অন্তিম মন্ত্রও ইন্দ্র-বৃহস্পতি-দৈবত ; সেইজন্য উহা একসঙ্গে পাঠ করিবে না ।

সপ্তম পঞ্চিকা

একত্রিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

পশুবিভাগ

হোচরণ^(১) ও হোত্রকগণের শব্দসমূহ বর্ণিত হইল। সমস্ত নিগূঢ় ব্যক্তিগণের
পোষণধারণের জন্য উপযুক্ত ভক্ষণ করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত অল্পাংশ দ্রব্য ভিন্ন
সর্বনীয় পশুর মাংসভোজনের বিধান আছে। কোন ব্যক্তি পশুর কোন অংশ
পাইবেন, ভাগ্য বাবস্থা হইতেছে বলা —“অথাতঃ . . . অধীযতে”

অনন্তর পশু-বিভাগ ; পশুর বিভাগের বিষয় বলিব।

জিহ্বাসহিত হনুদ্বয় প্রস্তুততার ভাগ ; শ্বেনাকৃতি বক্ষ
উদ্যাতার ; কণ্ঠ ও কাকুদ্^(২) প্রতিহর্তার ; দক্ষিণ শ্রোণি হোতার ;
বাম শ্রোণি ব্রক্ষার ; দক্ষিণ সন্ধি^(৩) মৈত্রাবরণের ; বাম সন্ধি
ব্রাক্ষণাচ্ছংসোর ; অংসসহিত দক্ষিণপার্শ্ব অধ্বগূর^(৪)ের ; বামপার্শ্ব
উপগাতাদিগের^(৫) ; বাম অংস প্রতিপ্রস্থাতার ; দক্ষিণ দোঃ^(৬)
নেফটার ; বাম দোঃ পোতার ; দক্ষিণ উরু অচ্ছাবাকের ; বাম
উরু আগ্রাপ্রের ; দক্ষিণ বাহু আত্রেয়ের^(৭) ; বামবাহু সদন্তের ;

(১) তালু। (২) সন্ধি —উরুর অধোভাগ।

(৩) উপগাতপণ সামান্য উল্গাতাদের সহকারী ; তাহাদের গীত অংশের নাম উপগান

(৪) দোঃ = বাহুর উদ্ভাগ। (৫) আরোহ দক্ষিণাবর্ত্ত পাইবেন।

সদ^১ ও অনুক^২ গৃহপতির ; দক্ষিণ পদদ্বয় গৃহপতির ব্রতদাতার^৩ ;
বামপদদ্বয় গৃহপতির ভাৰ্য্যার ব্রতদাতার^৪ । ওষ্ঠ উভয় ব্রত-
দাতার সাধারণ ভাগ ; গৃহপতি উহা [দুই জনকে] বিভাগ
করিয়া দিবেন । জাঘনী^৫ পত্নীদিগকে দেওয়া হয় ; পত্নীরা তাহা
কোন ব্রাহ্মণকে দান করিবেন । স্কন্ধস্থিত মণিকা^৬ ও তিন-
খানি কীকস^৭ গ্রাবস্তুতের ; [অন্ত পার্শ্বের] আর তিনখানি
কীকস ও বৈকর্তের^৮ অর্দ্ধেক উন্মেষার ; বৈকর্তের অপরাধ
ও ক্লোম শমিতার^৯ । শমিতা অব্রাহ্মণ হইলে ঐ ভাগ কোন
ব্রাহ্মণকে দান করিবে । মস্তক স্ত্রব্রাহ্মণ্যাকে দিবে । “শ্বঃ
স্ত্রত্যাং” এই নিগদ যিনি পাঠ করেন, সেই আগ্নীধের ভাগ
অজিন^{১০} । আর সবনীয় পশুর যে ইড়াভাগ হইবে, তাহা সৰ্ব-
সাধারণের অথবা একাকী হোতার ।

এক এক পদে অভিহিত ঐ অবয়বগুলি এইরূপে ছত্রিশটি
ভাগে পরিণত হইয়া যজ্ঞ নির্বাহ করে । বৃহতীর ছত্রিশ অক্ষর ;
স্বর্গলোক বৃহতীর সম্বন্ধযুক্ত ; এতদ্বারা প্রাণ ও স্বর্গলোক

(৬) সদ=পৃষ্ঠবংশ । (৭) অনুক=মুত্রবন্তি ।

(৮) যাগকালে বিধিপূৰ্ব্বক ভোজনের নাম ব্রত ; যিনি যজ্ঞমানের ব্রতেন আয়োজন
করেন, তাঁহার ঐ ভাগ ।

(৯) সমুখের পদকে পূৰ্বে বাত থালা হইয়াছে ; তাহা হইলে পদদ্বয়ের সার্থকতা কি, এই
প্রশ্ন হইতে পারে । সাযণ বলিতেছেন, ঐতোকপদের দুইটি করিয়া অবয়ব থাকায় পদশব্দ
দ্বিসংসার হইয়াছে ।

(১০) জাঘনী=পুচ্ছ । (১১) মণিকাঃ=মণিসদৃশমাংসখণ্ডাঃ । (সাযণ)

(১২) কীকস=মাংসখণ্ড । (১৩) বৈকর্তঃ=প্রোঢ়া মাংসখণ্ডাঃ (সাযণ) ।

(১৪) ক্লোম—অদয়পার্শ্ববর্তী মাংসখণ্ডাঃ । (সাযণ) শমিতা=পশুঘাতক ।

(১৫) অজিন.—চন্দ্র ।

লাভ করা যায় এবং এতদ্বারা প্রাণে ও স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। যাহারা পশুকে এইরূপে বিভাগ করেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই পশু স্বর্গের অনুকূল হয়। যাহারা অন্য কোনরূপে পশুবিভাগ করে, তাহারা অন্ন-কামুক (উদরপরায়ণ) পাপকারীর মত কেবল পশুহত্যা করে মাত্র।

পশুবিভাগের এই বিধি শ্রুতের পুত্র দেবভাগ নামক ঋষি জানিতেন ; তিনি কাহারও নিকট ইহা প্রকাশ না করিয়াই ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। কোন অমনুষ্য উহা বক্রুর পুত্র গিরিজকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্তী মনুষ্যেরা তদবধি ইহা জানিয়া আসিতেছে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

প্রায়শ্চিত্তবিধি

অনন্তর প্রাশ্নোক্তর প্রণালীতে অগ্নিহোত্রীর বিবিধ দোষের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইতেছে যথা—“তদাহঃ.....প্রায়শ্চিত্তিঃ”

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে, যদি যজমান আহিতাগ্নি হইয়া উপবসথের দিনে (সোম্যভিমবের পূর্বদিন) মরিয়া যান, তাহা

হইলে তাঁহার যজ্ঞ কিরূপ হইবে ? [উত্তর] তাঁহার যাগ করিবে না, এই উত্তর হইবে । কেন না, [স্মৃত্যার পূর্বে] যজ্ঞের প্রাপ্তি ঘটে না ।

আবার প্রশ্ন,—অগ্নিহোত্রের ক্ষীর বা সান্নায্য^১ অথবা [পুরোডাশাদি] অথ কোন হোমদ্রব্য অগ্নিতে পাকের পর আহিতাগ্নি যজ্ঞমানের মৃত্যু হইলে কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে ? [উত্তর] যজ্ঞমানের [মৃতদেহের] পার্শ্বে ঐ সকল দ্রব্য একরূপে রাখিবে, যাহাতে সকলই একমস্ত্রে দগ্ধ হয় ; এস্থলে ইহাই প্রায়শ্চিত্ত ।

আবার প্রশ্ন,—হোমদ্রব্য বেদিতে স্থাপিত হইলে যদি আহিতাগ্নির মৃত্যু হয়, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত ? [উত্তর] যে যে দেবতার উদ্দেশে ঐ হোমদ্রব্য গৃহীত হইয়াছে, “তাভ্যঃ স্বাহা” এই মন্ত্রে সেই সেই দ্রব্যদ্বারা আহবনীয়ে নিঃশেষে হোম করিবে, ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত ।

আবার প্রশ্ন, আহিতাগ্নি [ভার্গ্যার নিকট অগ্নিহোত্র^২ রাখিয়া] যদি প্রবাসে মরেন, তাঁহার অগ্নিহোত্র কিরূপ হইবে ? [উত্তর] গাভীর নিকটে অথ একটি বৎস আনিয়া সেই গাভীর দুগ্ধে হোম করিবে । প্রেত (মৃত) যজ্ঞমানের পক্ষে অগ্নিহোত্র যেমন ভিন্নরূপ, সেইরূপ অথ বৎসের সাহায্যে প্রাপ্ত দুগ্ধও অগ্নিহোত্রী গাভীর দুগ্ধ হইতে ভিন্নরূপ । অথবা যে কোন গাভীর দুগ্ধে হোম করিবে । পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলেন যে মৃত ব্যক্তির শরীর (অস্থ্যাদি অবয়ব) আহরণ করিয়া তপনয়ন পর্য্যন্ত [আহবনীয়াদি] সকল অগ্নিই বিনা

হোমে অজস্র (অবিরাম) জ্বালিয়া রাখিবে। যদি তাহার শরীর না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তিনশত ঘাটি সংখ্যক পর্ণশর (পলাশবৃক্ষের ছিন্ন বৃন্ত) আহরণ করিয়া উহাতে পুরুষমূর্ত্তি-গঠন করিয়া দাহাদি ক্রিয়া করিবে এবং ঐ রূপে গঠিত শরীরে অগ্নিত্রয় স্পর্শ করিয়া অগ্নি নিবাইয়া দিবে। উহার মধ্যে দেড় শত বৃন্তে কায়, দুই পঞ্চাশ ও দুই বিশে সন্ধি-দ্বয় এবং দুই পঁচিশে উরুদ্বয় গঠন করিয়া অবশিষ্ট বিশখানি মস্তকের উপরে স্থাপন করিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রায়শ্চিত্তবিধি

আবার প্রশ্ন, যাহার অগ্নিহোত্ৰী গাভী বৎসসংযোগের পর দোহনকালে বসিয়া পড়ে, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত ?
উত্তর,—সেখানে গাভীকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে।
“যাহার ভয়ে হুমি বসিয়াছি, তাহা হইতে আমাদের অভয় প্রদান কর ; আমাদের সকল পশুকে রক্ষা কর ; সেচনসমর্থ রুদ্রকে প্রণাম।” তৎপরে এই মন্ত্রে গাভীকে উঠাইবে—
“দেবী অদिति উঠিয়াছেন ; উঠিয়া যজ্ঞপতিতে আয়ু স্থাপন করিয়াছেন ; ইন্দ্রকে, মিত্রকে ও বরুণকে আপনার ভাগ দিয়াছেন।” তৎপরে তাহার বাঁটে জল দিয়া ও মুখে জল

দিয়া সেই গাভী ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

যাহার অগ্নিহোত্রী বৎসসংযোগের পর দোহনকালে হস্তা-
রব করে, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত ? উত্তর—ঐ গাভী যজমানকে
আপনার ক্ষুধা জানাইবার জন্যই ঐরূপ রব করে, অতএব
[অমঙ্গলের] শাস্তির জন্য তাহাকে “ভগবতী, তুমি হৃন্দর
তৃণভোজিনী হও” এই মন্ত্রে খাওয়া দিবে। খাওয়াই শাস্তিহেতু।
এস্থলে ইহাই প্রায়শ্চিত্ত।

যাহার অগ্নিহোত্রী গাভী বৎসসংযোগের পর বিচলিত
হয় ও [ক্ষীর ফেলিয়া দেয়], সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত ? ভূমিতে
যে ক্ষীর ফেলিয়া দিবে, তাহা স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র জপ
করিবে :—“যে দুগ্ধ পৃথিবীতে পতিত হইয়াছে, যাহা ওষধির
উপর পড়িয়াছে, যাহা জলে পড়িয়াছে, সেই সমুদয় দুগ্ধ
আমাদের গৃহে, আমাদের গাভীতে, আমাদের বৎসে ও
আমাদের শরীরে স্থানলাভ করুক।” যে দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিবে,
তাহা যদি হোমের পক্ষে পর্যাপ্ত হয়, তবে তদ্বারাই হোম
করিবে। যদি সমস্ত দুগ্ধই ভূপতিত হয়, তাহা হইলে অন্য
গাভী আনিয়া তাহাকে দোহন করিয়া তদ্বারা হোম করিবে।
[অন্য গাভী না পাইলে] অন্যদ্রব্যে, অন্ততঃ শ্রদ্ধাদ্বারাও,
হোম করিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

(১) এই প্রায়শ্চিত্ত বিধি পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাঠে একবার বর্ণিত হইয়াছে। এখানে
ইহা পুনরুক্ত হইল মাত্র। সংস্কৃত মন্ত্রগুলি পূর্বে দেওয়া গিয়াছে, এস্থলে কেবল অনুবাদ দেওয়া
হইল। পূর্বে দেখ।

তৃতীয় খণ্ড

প্রায়শ্চিত্তবিধি

প্রশ্ন,—[দর্শপূর্ণমাস ইষ্টিতে] যাহার সায়ংকালে দুগ্ধ সান্নাধ্য্য কোনরূপে দোষযুক্ত হয় বা অপহৃত হয়, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত ? উত্তর—প্রাতঃকালের দুগ্ধকে দুইভাগ করিয়া তাহার একভাগকে সংস্কৃত করিয়া তদ্বারা যাগ করিবে । ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত ।

প্রশ্ন,—যাহার প্রাতঃকালে দুগ্ধ সান্নাধ্য্য দোষযুক্ত বা অপহৃত হয়, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত ? উত্তর,—ইন্দ্রের উদ্দিক্ত বা মহেন্দ্রের উদ্দিক্ত পুরোডাশ তাহার স্থানে নির্বপণ করিয়া যাগ করিবে । ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত ।

প্রশ্ন,—যাহার সকল (প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন) সান্নাধ্য্যই দোষযুক্ত হয় বা অপহৃত হয়, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত ? উত্তর,—ইন্দ্রের বা মহেন্দ্রের উদ্দেশে পূর্বের মত [পুরোডাশ] হইবে—ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত ।

প্রশ্ন, যাহার সমুদয় হোগদ্রব্য^১ দোষযুক্ত হয় বা অপহৃত হয়, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত ? আজ্যদ্বারা হবিঃ প্রস্তুত করিয়া দেবতানুসারে আজ্যহবি দ্বারা ইষ্টিযাগ করিবে, তৎপরে আর একটি ইষ্টি যথাবিধি বিস্তার করিবে । কেন না, যজ্ঞই যজ্ঞের প্রায়শ্চিত্ত ।

(১) পুরোডাশ, দধি ও দুগ্ধ ।

চতুর্থ খণ্ড

প্রায়শ্চিত্ত বিধি

প্রশ্ন,—যাহার অগ্নিহোত্রের দুগ্ধ পাকের সময় অশুদ্ধ হয়^১, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত ?

উত্তর,—ঐ সমুদয় দুগ্ধ স্রুকে^২ সেচন করিয়া পূর্বমুখে উত্থিত হইয়া আহবনীয়ে সমিধ স্থাপন করিবে, পরে আহবনী-য়ের উত্তর ভাগ হইতে উষ্ণ ভস্ম বাহির করিয়া [অগ্নিহোত্রের মন্ত্রদ্বারা] মনে মনে, অথবা প্রাজাপত্য মন্ত্র [স্পষ্ট] উচ্চারণ দ্বারা ঐ ভস্মে হোম করিবে । এরূপ করিলে ঐ দ্রব্যে হোম হয়, আবার হোম হয়ও না ।^৩ [অগ্নিহোত্রহবণীতে] একবার কিংবা দুইবার উন্নয়নের পর অশুদ্ধ হইলেও এরূপ বিধি । সেই অশুদ্ধ দ্রব্য যদি অপনয়ন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে উহা নিঃসারিত করিয়া স্থলীতে অবশিষ্ট শুদ্ধ দ্রব্য স্রুকে গ্রহণ করিয়া উন্নয়নান্তে হোম করিবে । এখানে ইহাই প্রায়শ্চিত্ত ।

প্রশ্ন,—যদি অগ্নিহোত্রের দুগ্ধ পাকের সময় [স্থালীর] বাহিরে পড়িয়া যায় অথবা উছলিয়া উঠে, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত ? উত্তর—শান্তির জন্য উহাতে জলের ছিটা দিবে, কেন না জল শান্তিস্বরূপ, অনন্তর দক্ষিণ হস্তদ্বারা উহা স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে :—

(১) বেশকি বাদি পতনে অশুদ্ধ হইতে পারে ।

(২) এখানে স্রুৎ শব্দে অগ্নিহোত্রহবণী নামক হাতা বুঝাইতেছে ।

(৩) ভস্ম থাকে, বলিয়া হোম হয়, আবার ভস্মে অগ্নি থাকে না, বলিয়া হোম হয় না ।

“ইহার এক তৃতীয় অংশ দু্যালোকে যাক, যজ্ঞ দেবগণকে প্রাপ্ত হউক, তদনন্তর ধন আমাকে প্রাপ্ত হউক; অন্য তৃতীয়াংশ অন্তরিক্ষে যাক, যজ্ঞ পিতৃগণকে প্রাপ্ত হউক, ধন আমাকে প্রাপ্ত হউক; আর এক তৃতীয়াংশ পৃথিবীতে যাক; যজ্ঞ মনুষ্যগণকে প্রাপ্ত হউক, ধন আমাকে প্রাপ্ত হউক।” এই মন্ত্র জপের পর—“যয়োরোজসা ক্ষভিতা রজাংসি”^১ এই বিষ্ণু-বরুণদেবত ঋক্ জপ করিবে। যজ্ঞের যে অমুষ্ঠান বিধিসঙ্গত হয় নাই, বিষ্ণু তাহা পালন করেন, আর যাহা বিধিসঙ্গত হইয়াছে, বরুণ তাহা পালন করেন। সেইজন্য এতদ্বারা সেই উভয় ভাগের শান্তি ঘটে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—অগ্নিহোত্র দ্রব্য পাকের পর পূর্বমুখে [আহবনৌ] নইয়া বাইবার সময় যদি উহা স্থলিত বা ভ্রষ্ট হয়, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—সেই [অধর্যু] যদি [পশ্চিমমুখে] ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে যজমানকেও স্বর্গলোক হইতে ফিরিতে হইবে; অতএব তিনি সেইখানেই বসিয়া থাকিবেন ও অন্ত্রে অগ্নিহোত্রের অবশিষ্ট অংশ আনিয়া দিলে তিনি তাহা একে উন্নয়নপূর্বক হোম করিবেন। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত’।

প্রশ্ন,—ঋক্ যদি ভাঙিয়া যায়, তাহা হইলে কি প্রায়-

(১) অথর্ববেদসংহিতা ৭।২৭।১।

(২) বিষ্ণু পতনের নাম ধলণ, সমুদ্র হ্রবার ভূপতনের নাম ভ্রংশ।

(৩) হোমজ্ঞা চারিবার স্থালী হইতে অগ্নিহোত্ৰহবণীতে গ্রহণ করিয়া হোম করিতে হয়; হোমার্থ স্থালী হইতে একে গ্রহণের নাম উন্নয়ন। অধর্যু উহা গ্রহণ করিয়া পূর্বমুখে বাইয়া আহবনৌ হোম করেন। পশ্চিমে প্রত্যাবর্তন নির্বিক।

শিচত ? উত্তর—অন্য অক্ষ আনিয়া হোম করিবে এবং সেই ভাঙা অক্ষের দণ্ডভাগ পূর্বে রাখিয়া ও উহার পুষ্কর ভাগ পশ্চিমে রাখিয়া অক্ষটিকে আহবনীয়ে ঝিক্‌প করিবে ।

প্রশ্ন,—যাহার আহবনীয়ের অগ্নি বর্তমান থাকে, আর গার্হপত্যের অগ্নি নিবাইয়া যায়, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত ? উত্তর,—আহবনীয়ের পূর্বভাগের অগ্নি গ্রহণ করিলে যজমানকে স্বস্থানচ্যুত হইতে হইবে ; পশ্চিম ভাগের অগ্নি গ্রহণ করিলে অস্ত্রদিগের মত বজ্র বিস্তার হইবে ; [নূতন] অগ্নি মস্থন করিলে যজমানের শত্রুর উৎপাদন হইবে ; [পুনরায় অগ্ন্যাবান উদ্দেশে] আহবনীয় নিবাইয়া দিলে প্রাণ যজমানকে পরিত্যাগ করিবে । অতএব [ঐরূপ না করিয়া] আহবনীয়ের সমুদয় অগ্নি ভস্ম সমেত তুলিয়া লইয়া গার্হপত্য স্থানে রাখিয়া সেখান হইতে পূর্বমুখে আহবনীয়ে অগ্নি আনয়ন করিবে । ইহাই গ্রন্থে প্রায়শ্চিত্ত ।

পঞ্চম খণ্ড

প্রায়শ্চিত্তবিধি

প্রশ্ন,—[আহবনীয়ে] অগ্নি থাকিতে থাকিতেই যদি [গার্হপত্যের] অগ্নি [আহবনীয়ের জন্ত] আহরণ করা হয়,

(৪) অক্ষের অর্থাৎ হাতার মাথায় বেপানে হোমদ্রব্য রাখিতে হয়, সেই স্থান ।

(৫) গার্হপত্যের অগ্নি মক্ষদা প্রস্থলিত থাকে । আহবনীয়ের অগ্নি গ্রহণে হোমের পণ নিবাহ্য হওয়া হয় । পরদিন আবার গার্হপত্য হইতে অগ্নি লইয়া আহবনীয় স্থালীন হইবে । আহবনীয় বর্তমানে গার্হপত্য নিবাহিলে প্রায়শ্চিত্ত কি হইবে, এই প্রশ্ন ।

(৬) অগ্নিবহিণের অগ্নিস্থাপনেও ক্রম দেবগণের বিপরীত ।

তাহা হইলে কি প্রায়শ্চিত্ত ? উত্তর,—[আহবন্যে] অগ্নি দেখিতে পাইলে সেই পূর্ববর্তী অগ্নিকে বাহির করিয়া দিয়া [গার্হপত্য হইতে উদ্ধৃত] অপর অগ্নি স্থাপন করিবে, আর দেখিতে না পাইলে অগ্নিবান্ অগ্নিদেবতার উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিবে। এই কন্ম্বে “অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে” এই মন্ত্র^১ অনুবাক্য ও “হুং হুগ্নে অগ্নিনা”^২ এই মন্ত্র যাজ্য হইবে। অথবা [পুরোডাশ নির্বপণের পরিবর্তে] “অগ্নয়ে অগ্নিবতে স্বাহা” বলিয়া আহবন্যে [কেবল আজ্যের] আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—যদি গার্হপত্য ও আহবন্য উভয় অগ্নির পরস্পর সংসর্গ (যোগ) ঘটে, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত ? উত্তর,—অগ্নিবীতির উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিবে ; ঐ কন্ম্বে অনুবাক্য “অগ্ন আয়াহি বীতয়ে”^৩ ও যাজ্য “যো অগ্নিঃ দেববীতয়ে”^৪ ; অথবা “অগ্নয়ে বীতয়ে স্বাহা” বলিয়া আহবন্যে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—যদি সকল (ত্রিবিধ) অগ্নিরই পরস্পর সংসর্গ ঘটে, তাহা হইলে কি প্রায়শ্চিত্ত ? উত্তর—অগ্নি বিবিচির উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিবে ; ঐ কন্ম্বে অনুবাক্য “স্বর্গবন্তোরুশসামরোচি”^৫ ও যাজ্য “হুগ্নয়ে মানুযীরীড়তে বিশঃ”^৬ ; অথবা “অগ্নয়ে বিবিচয়ে স্বাহা” বলিয়া আহবন্যে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

(১) ১।১২।৬ । (২) ৮।৪৭।১০ ।

(৩) একের অঙ্গার দৈবব্রহ্মে অন্তে পতিত হইলে দোষ ঘটে ।

(৪) ৬।১৬।১০ । (৫) ১।১২।১০ । (৬) ৭।১০।২ । (৭) ৮।৮।৩ ।

প্রশ্ন,—যাহার অগ্নিসমূহ অগ্নি অগ্নির সহিত সংস্কৃত হয়, তাহার কি প্রায়শ্চিত্ত ? উত্তর,—অগ্নি ক্লামবানের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিবে ; ঐ কশ্মে অনুবাক্য “অক্রন্দদগ্নিস্তনয়ম্ভিব ঘোঃ” ও যাজ্ঞা “অথা যথা নঃ পিতরঃ পরাসঃ” ; অথবা “অগ্নয়ে ক্লামবতে স্বাহা” বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে । ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত ।

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রায়শ্চিত্তবিধি

প্রশ্ন,—যাহার অগ্নিসমূহ গ্রাম্য অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়, ^১ সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত ? উত্তর,—অগ্নি সংবর্গের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিবে ; ঐ কশ্মে অনুবাক্য “কুবিৎস্ব নো গবিষ্ঠয়ে” ^২, যাজ্ঞা “মা নো অগ্নিন্ মহাধনে” ^৩; অথবা “অগ্নয়ে সংবর্গায় স্বাহা” বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে । ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত ।

প্রশ্ন,—যাহার অগ্নিসমূহ দিব্য অগ্নিদ্বারা সংস্কৃত হয়, ^৪ সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত ? উত্তর,—অগ্নি অঙ্গুমানের উদ্দেশে

(৮) ১০।৪৫।৪ । (৯) ৪।২।১৩ ।

(১) বহুনাশালা প্রভৃতির লৌকিক অগ্নি । গ্রাম্য অগ্নিতে অগ্নিহোত্রশালা দগ্ধ হইলে এই ঘোষ ।

(২) ৮।৭৫।১১ । (৩) ৮।৭৫।১২ ।

(৪) বহুনাশাদি জাত অগ্নি

অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিবে ; ঐ কশ্মে অনুবাক্যা “অপ্স্মগ্নে সধিষ্টব”^(৫) ও যাজ্ঞা “ময়ো দধে মেধিরঃ পূতদক্ষঃ”^(৬) ; অথবা “অগ্নয়ে অপ্স্মমতে স্বাহা” বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে । ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত ।

প্রশ্ন,—যাহার অগ্নিসমূহ শবাগ্নি^(৭) দ্বারা সংস্কৃত হয়, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত ? উত্তর,—অগ্নি শুচির উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিবে, এই কশ্মে অনুবাক্যা “অগ্নি শুচিব্রততমঃ”^(৮) ও যাজ্ঞা “উদগ্নে শুচয়ন্তব”^(৯) অথবা “অগ্নয়ে শুচয়ে স্বাহা” এই বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে । ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত ।

প্রশ্ন,—যাহার অগ্নিসমূহ আরণ্য অগ্নিতে দক্ষ হয়, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত ? উত্তর,—তাহা হইলে [অগ্নিদাহের পূর্বেই] অরণ্যস্থলের সহিত অগ্নি সমারোপণ করিবে, অথবা আহবনীয় কিংবা গার্হপত্য হইতে উল্লুক (অগ্নিখণ্ড) বাহির করিয়া লইবে, তাহাতে অশক্ত হইলে অগ্নি সংবর্গের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিবে । ঐ কশ্মে অনুবাক্যা ও যাজ্ঞা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । অথবা “অগ্নয়ে সংবর্গায় স্বাহা” বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে । ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত ।

(৫) ৮।৪৩।৯ । (৬) ৩।১।৩ ।

(৭) শবদহনের অগ্নি ।

(৮) ৮।৪৪।২১ । (৯) ৮।৪৪।১৭

সপ্তম খণ্ড

প্রায়শ্চিত্তবিধি

প্রশ্ন,—যদি আহিতাগ্নি যজমান উপবসথদিনে অশ্রুপাত করেন, তাহা হইলে কি প্রায়শ্চিত্ত ? উত্তর,—অগ্নি ব্রতভূতের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিবে ; ঐ কশ্মে অনুবাক্য “ত্বমগ্নে ব্রতভূৎ শুচিঃ”^১ ও যাজ্ঞ্য “ব্রতানি বিভ্রদ ব্রতপা অদন্ধ”^২ অথবা “অগ্নয়ে ব্রতভূতে স্বাহা” বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে । ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত ।

প্রশ্ন,—যদি আহিতাগ্নি উপবসথদিনে ব্রতবিরুদ্ধ^৩ আচরণ করেন, সেন্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত ? উত্তর,—অগ্নি ব্রতপতির উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিবে, ঐ কশ্মে অনুবাক্য “ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি”^৪ ও যাজ্ঞ্য “বেধো বয়ং প্রমি-
নাম ব্রতানি”^৫ অথবা “অগ্নয়ে ব্রতপতয়ে স্বাহা” বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে । ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত ।

প্রশ্ন,—যদি আহিতাগ্নি কখনও অগাবস্ত্রায় বা পূর্ণিমায়া ইষ্টিধাগ না করিতে পারেন, সেন্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত ? উত্তর,—অগ্নি পথিকূতের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিবে ; ঐ কশ্মে অনুবাক্য “বেথা হি বেধো অধ্বনঃ”^৬

(১) আষ' শ্রৌ' সূত্র ৩১১ । (২) আষ' শ্রৌ' সূত্র ৩১১

(৩) দিশানিষ্ঠাদি আচরণ ।

(৪) ৮১১১২ । (৫) ১০১৫৬ । (৬) ৬১১৩১ ।

ও যাজ্ঞা “আ দেবানামপি পশ্চাগম্য”^১; অথবা “অগ্নয়ে পৃথিবীতে স্বাহা” বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—যদি সকল অগ্নিই নিবাইয়া যায়, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি তপস্বান্, অগ্নি জনদ্বান্ ও অগ্নি পাবকবানের উদ্দেশে অষ্টকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিবে; ঐ কন্ঠে অনুবাক্য “আয়াহি তপসা জনেষু”^২ এবং যাজ্ঞা “আ নো বাহি তপসা জনেষু”^৩; অথবা “অগ্নয়ে তপস্বতে জনদ্বতে পাবকবতে স্বাহা” বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

অষ্টম খণ্ড

প্রায়শ্চিত্তবিধি

প্রশ্ন,—যে আহিতাগ্নি আগ্রয়ণেষ্টি বাগ না করিয়াই নবান্নভোজন করে, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি বৈশ্বানরের উদ্দেশে দ্বাদশকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিবে; ঐ কন্ঠে অনুবাক্য “বৈশ্বানরো অজীজনৎ”^৪ ও যাজ্ঞা “পৃক্টো দিবি পৃক্টো অগ্নিঃ পৃথিব্যাম্”^৫; অথবা “অগ্নয়ে বৈশ্বানরায়

(৭) ১০.২৩।

(৮) আশ্ব শ্রৌ ৭.৪ ১১১।

(৯) আশ্ব শ্রৌ ৭.৪ ১১১।

(১) ১১.৮১২।

স্বাহা” বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—আহিতাগ্নি যদি কপাল ভাঙিয়া ফেলেন, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নিদ্বয়ের উদ্দেশে দ্বিকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিবে। ঐ কন্ম্বে অনুবাক্য “অগ্নিনা বর্তিরশ্মৎ”^২ ও যাজ্ঞ্য “আ গোমতা নামত্যা রথেন”^৩; অথবা “অগ্নিত্যাং স্বাহা” বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—আহিতাগ্নি যদি পবিত্র^৪ নষ্ট করেন, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি পবিত্রবানের উদ্দেশে অষ্টকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিবে; ঐ কন্ম্বে অনুবাক্য “পবিত্রং তে বিততং ব্রহ্মণস্পতে”^৫ ও যাজ্ঞ্য “তপোঙ্গপবিত্রং বিততং দিবস্পদে”^৬; অথবা “অগ্নয়ে পবিত্রবতে স্বাহা” বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—আহিতাগ্নি যদি হিরণ্য নাশ করেন, তাহা হইলে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি হিরণ্যবানের উদ্দেশে অষ্টকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিবে। ঐ কন্ম্বে অনুবাক্য, “হিরণ্যকেশো রজসো বিসারে”^৭ ও যাজ্ঞ্য “আ তে স্বপর্ণা

(২) ১।৯২।১৬। (৩) ৭।৭২।১।

(৪) কৃশনির্দিষ্ট পবিত্র।

(৫) ৯।৮৩। (৬) ৯।৮৩।২।

(৭) ১।৭৭।১।

অমিনস্তু এবৈঃ”^(৮); অথবা “অগ্নয়ে হিরণ্যবতে স্বাহা” এই বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—আহিতাগ্নি যদি প্রাতঃস্নান না করিয়া অগ্নিহোত্র করেন, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি বরুণের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিবে। ঐ কৰ্ম্মে অনুবাক্য “স্বং নো অগ্নে বরুণস্ত বিদ্বান্”^(৯) ও যাজ্ঞ্য “স স্বং নো অগ্নে অবমো ভবোতী”^(১০); অথবা “অগ্নয়ে বরুণায় স্বাহা” বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—আহিতাগ্নি যদি সূতকাম^(১১) ভরণ করেন, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি তস্তমানে^(১২)র উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিবে; ঐ কৰ্ম্মে অনুবাক্য “তস্তং তস্মন্ রজসো ভানুমন্ বিহি”^(১৩) ও যাজ্ঞ্য “অক্ষানহো নহতনোত সোম্যাঃ”^(১৪); অথবা “অগ্নয়ে তস্তমতে স্বাহা” বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—যদি আহিতাগ্নি জীবন থাকিতে আপনার মরণ-সংবাদ শুনে, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি সুরভিমানের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিবে, ঐ কৰ্ম্মে অনুবাক্য “অগ্নিহোতা সূসীদদ্ যজীয়ান্”^(১৫) ও যাজ্ঞ্য “সান্ধ্বীমকর্দেববীতিং নো অতু”^(১৬); অথবা অগ্নয়ে সুরভিমতে

(৮) ১।৭২।২। (৯) ৪।১।৪। (১০) ৪।১।৫।

(১১) স্তম্ভিকাগৃহস্থিত ব্রীকর্ষক পক অন্ন।

(১২) ১০।৫৩।৬। (১৩) ১০।৫৫।১। (১৪) ৪।৩।৬। (১৫) ১০।৫৩।৩।

স্বাহা” বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এশ্বলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—যদি আহিতাগ্নির ভার্য্যা কিংবা গাভী যমজ অপত্য প্রসব করে, সেশ্বলে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি মরুত্বানের উদ্দেশে ত্রয়োদশকপাল পুরোডাশ নিৰ্ব্বপণ করিবে। ঐ কশ্মে অনুবাক্য “মরুতো যশ্ব হি ক্ষয়ে” * ও যাজ্ঞ্য “অরা ইবেদচরমা অহেব” * ; অথবা “অগ্নয়ে মরুত্বতে স্বাহা” বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এশ্বলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—অপত্নীক ব্যক্তি অগ্নিহোত্র আহরণ করিবে, না করিবে না? উত্তর,—আহরণ করিবে, এই উত্তর দিবে। না করিলে পুরুষ অনদ্ধা (অসত্যানায়া) হইবে। অনদ্ধা পুরুষ কাহাকে বলে? যে ব্যক্তি দেবগণ, পিতৃগণ বা মনুষ্যগণের পূজা করে না, সেই ব্যক্তি। সেইজন্য অপত্নীক হইলেও অগ্নিহোত্র আহরণ করিবে। এ বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া এই যজ্ঞগাথা গীত হয় :—“অপত্নীক ব্যক্তি সোমপানে অধিকারী না হওয়ায় মাতাপিতার [শুশ্রূষার ন্যায়] সৌত্রাগণি যাগ করিতে পারে। কেন না, ঋণ পরিহারনিমিত্ত, যাগ করিবে, এই শ্রুতিবচন রহিয়াছে।” * সেইজন্য সৌম্যকে যাগ করাইবে।

(১৬) ১৮৬১। (১৭) ৫৫৮, ৫।

(১৮) “জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণত্বিঃ ঋণবান্ জায়তে, ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋণিত্যো বজ্জেন দেবেভ্যে প্রজয়া পিতৃভ্য এষ বা অনুণো যঃ পুত্রী যজ্ঞা ব্রহ্মচারী।” তথাচ “যজ্ঞদেবান্ অধীষ বেদান্ প্রজাসুং পানয়।” ইতি শ্রুতিঃ। যাহার সৌত্রাগণিতে অধিকার আছে, তাহার অগ্নিহোত্রে অধিকার ত আশ্রুত, ইত্য বলা বাস্তব্যঃ ; যজ্ঞগাথা উদাহরণের এই তাৎপৰ্য্যঃ।

নবম খণ্ড

প্রায়শ্চিত্তবিধি

প্রশ্ন, অপত্নীক ব্যক্তি কিরূপে বাচিক অগ্নিহোত্র হোম করিবে ? [বিবাহের পর অগ্নিহোত্র] অনুষ্ঠান আরম্ভ হইলে যদি পত্নীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই অগ্নিহোত্র নষ্ট হয় ; সেস্থলে [অপত্নীক] কিরূপে অগ্নিহোত্র হোম করিবে ?

উত্তর,—পুত্র, পৌত্র ও নপ্তাদিগকে এই কথা বলিবে, যে ইহলোকে ও ঐ [পর] লোকে [শ্রেয়ঃ আবশ্যক] ; ইহলোকে যে স্বর্গ [শুনা যায়], অস্বর্গ অনুষ্ঠান (কাম্য কর্ম) দ্বারা সেই স্বর্গলোকে আরোহণ করিবে । এইরূপে সেই [অপত্নীক] ব্যক্তি ঐ [স্বর্গ] লোকের অবিচ্ছেদ সম্পাদন করেন । যে ব্যক্তি [পুনরায় বিবাহ দ্বারা] পত্নী ইচ্ছা করেন না, তাঁহার উক্ত বাক্যে প্রেরিত [পুত্রাদি] অগ্নিহোত্র আধান করেন । [ইহাই অপত্নীকের পক্ষে বাচিক অগ্নিহোত্র] ।

অপত্নীক [মানসিক] অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানে কিরূপে অগ্নিহোত্র হোম করিবে ? [উত্তর] শ্রদ্ধাই [যজমানের] পত্নী ও সত্যই যজমান ; শ্রদ্ধা ও সত্য [একযোগে] উত্তম মিথুনস্বরূপ ; শ্রদ্ধা ও সত্য এই মিথুনের সাহায্যে [মানস অগ্নিহোত্র দ্বারা] স্বর্গলোক জয় করা হয় ।

(১) নবমখণ্ড ও দশমখণ্ড কোন কোন প্রদেশের ঐতরেয়ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় না, বলিয়া সাদৃশ্য উল্লেখ করিয়াছেন । সাদৃশ্য দশমখণ্ডের বাখ্যা পূর্বে দিয়া পরে নবমখণ্ডের বাখ্যা দিয়াছেন ।

দশম খণ্ড

প্রায়শ্চিত্তবিধি

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, দর্শপূর্ণমাসে উপবাস করিবে' । দেবগণ ব্রতহীন ব্যক্তির দত্ত হব্য ভোজন করেন না ; আমার হব্য দেবগণ ভোজন করিবেন, এই উদ্দেশ্যেই উপবাস করা হয় । পূর্বদিন পূর্ণিমায় উপবাস করিবে, ইহা পৈঙ্গির মত ; পরদিন পূর্ণিমায় উপবাস করিবে, ইহা কোষীতকির মত । পূর্বদিনের পূর্ণিমার নাম অনুমতি, পরদিনের পূর্ণিমার নাম রাকা । ঐ রূপ পূর্বদিনের অমাবস্তার নাম সিনীবালী, পরদিনের অমাবস্তার নাম কুহু ।^১ যাহাকে প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্য অস্ত যান এবং যাহা অভিমুখে রাখিয়া সূর্য্য উদিত হন, সেই [দুই দিনই কৰ্ম্মানুষ্ঠান যোগ্য] তিথি ; এস্থলে পূর্বদিন পূর্ণিমায় উপবাস করিবে, [ইহাই পৈঙ্গির মত] ।

চন্দ্রমা পূর্বদিকে উঠিবে না ইহা জানিয়া [প্রতিপদযুক্ত] অমাবস্তায় যে উপবাস করা হয় ও [তৎপরদিনে] যাগ করা হয়, সেই নিয়ম অনুসারেই পর পর [পূর্ণিমায় ও অমাবস্তায়]

(১) উপবাস শব্দের তিনরূপ অর্থ হইতে পারে । ১ । উপবাস—সমীপে বাস অর্থাৎ বাগের পূর্বে গার্গভ্যাদির সমীপে বাস । ২ । দেবগণ যজ্ঞের সমীপে বাস করিবেন, এই সঙ্কল্প । ৩ । ব্রতগ্রহণার্থ গ্রামাতোজন ত্যাগ করিয়া আরণ্যভোজনের নিয়ম ।

(২) দর্শপূর্ণমাস বাগের পূর্বদিনে উপবাস ; তিথি দুইদিন পাইলে কোন দিন বাগ করিবে । সামবেদী পৈঙ্গির মতে চতুর্দশীযুক্ত তিথির দিনে উপবাস, পরদিনে বাগ ; ঋগ্বেদী কোষীতকির মতে প্রাপ্তযুক্ত তিথির দিনে উপবাস ও তৎপরদিনে বাগ ।

উপবাস করিবে ও তৎপরদিন যাগ করিবে। সেই যাগ সোমযাগসদৃশ হইয়া থাকে। সোমের যাগে সকল দেবতার যাগ হয়। এই যে চন্দ্রমা, ইনি দেবগণের সোম ; সেই জন্ম পরদিনেই উপবাস করিবে। [ইহা কৌষীতকির মত]।

একাদশ খণ্ড

প্রায়শ্চিত্তবিধি

প্রশ্ন,—[গার্হপত্য হইতে আহবনীয়ে] অগ্নি উদ্ধারের পূর্বেই যদি সূর্য উদিত হন বা অস্তমিত হন, অথবা [যথাকালে আহবনীয়ে] স্থাপিত হইয়াও অগ্নি যদি হোমের পূর্বে নিবাইয়া যায়, সেন্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে ? উত্তর,—সায়ংকালে [অস্তগমনের পর অগ্নি উদ্ধার করিতে হইলে] হিরণ্য সম্মুখে রাখিয়া অগ্নি উদ্ধার করিবে। হিরণ্য শুক্র (দীপ্তিযুক্ত) ও জ্যোতিঃস্বরূপ ; ঐ [আদিত্যও] তদ্রূপ। ঐ রূপ করিলে জ্যোতিঃ ও শুক্র সম্মুখে রাখিয়াই অগ্নির উদ্ধার হয়। প্রাতঃকালে [উদয়ের পর অগ্নির উদ্ধার হইলে] রজত উপরে রাখিয়া অগ্নি উদ্ধার করিবে ; ঐ রজত রাত্রিস্বরূপ। [সাধ্যপক্ষে] ছায়া মিশাইয়া যাইবার পূর্বে (অর্থাৎ সূর্য থাকিতেই) আহবনীয় অগ্নির [গার্হপত্য হইতে] উদ্ধার করা উচিত। অন্ধকার ও ছায়া মৃত্যুস্বরূপ ; এই হেতু জ্যোতিঃস্বরূপ [সেই আদিত্য] দ্বারা অন্ধকার

ছায়ারূপ মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—যাহার গার্হপত্য ও আহবনীয়ের মধ্যে শকট বা রথ বা কুকুর উপস্থিত হয়, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—উহা মনে করিবে না, এই উত্তর দেওয়া হয়। কেন না, ঐ সকল দ্রব্য আত্মার মধ্যেই রহিয়াছে।^১ আর যদি মনে করিতেই হয়, তবে “তস্তুং তস্বন্ রজসো ভানুমন্ বিহি” এই মন্ত্রে গার্হপত্য হইতে আহবনীয় পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন জলধারা দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—[ইষ্টির আরম্ভে] অগ্নির অম্বাধান কালে অম্বাহার্য্য পাচন (দক্ষিণাগ্নি)^২ জ্বালিবে কি জ্বালিবে না? জ্বালিবে এই উত্তর দেওয়া হয়। যে অগ্নির আধান করে, সে আত্মায় প্রাণের স্থাপনা করে। এই যে অম্বাহার্য্যপাচন, উহা তাহাদের অন্নভক্ষণবিষয়ে প্রশস্ত হয়। “অগ্নয়ে অন্নাদায় অন্নপত্যে স্বাহা” বলিয়া উহাতে আহুতি দেওয়া হয়। যে ইহা জানে, সে অন্নাদ (অন্নভক্ষণ সমর্থ) ও অন্নপতি হয় ও প্রজার সহিত অন্ন ভোজন করে।

হোম করিতে গিয়া গার্হপত্য ও আহবনীয়ের মধ্যদেশে সঞ্চরণ করিবে। ঐ রূপ সঞ্চরণকারীর সম্বন্ধে অগ্নির মনে ভাবেন, এই ব্যক্তি আগাদিগের হোম করিবে। এরূপ করিলে গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নিদ্বয় ঐ সঞ্চরণকারীর পাপনাশ

(১) মৃত্যুগের আত্মার মধ্যেই শকটাদি দ্রব্য আছে; শকটকে শকট মনে না করিয়া আত্মা মনে করিবে। (সারণ)

(২) অম্বাহার্য্য নামক অন্ন দক্ষিণাগ্নিতে পাক করা বাস বলিয়া উহায় ঐ নাম।

করেন । সে ব্যক্তি গতপাপ হইয়া উর্দ্ধমুখে স্বর্গলোকে গমন করে । এইরূপ ব্রাহ্মণের অনেক উদাহরণ আছে ।*

প্রশ্ন,—অগ্নিহোত্রী প্রবাসকালে অথবা প্রবাস হইতে ফিরিয়া অথবা [স্বগৃহে] প্রতিদিন কিরূপে অগ্নির উপস্থান করিবে ? তুষীস্তাবে করিবে, এই উত্তর দেওয়া হয় । কেন না, তুষীস্তাবে গুরুজনের নিকট প্রার্থনা করিতে হয় । কেহ বলেন, অগ্নি প্রতিদিন ভয় করেন, এই ব্যক্তি অশ্রদ্ধা করিয়া আগাকে উদ্ভাসন করিবে বা অন্যকর্মে নিযুক্ত করিবে । সেই জন্য “অভয়ং বো অভয়ং মেহস্ত”—তোমার অভয় হউক, আমার অভয় হউক,—এই মন্ত্রে উপস্থান করিবে । ইহাতে ঐ ব্যক্তির অভয় জন্মে ।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

শুনঃশেপের উপাখ্যান

ইক্ষাকুবংশীয় বেধার পুত্র^১ রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র হয় নাই । তাঁহার শত জায়া ছিল ; কোন জায়াতে তিনি পুত্রলাভ

(৩) অন্তান্ত শাখার ব্রাহ্মণে উদাহরণ আছে ।

(১) মূলে আছে — বৈধসঃ ইক্ষাকঃ ।

করেন নাই। পৰ্ব্বত ও নারদ তাঁহার গৃহে বাস করিয়া-
ছিলেন। তিনি নারদকে প্রশ্ন করিলেন—“যাহাদের জ্ঞান
আছে (অর্থাৎ মনুষ্যাদি) ও যাহাদের জ্ঞান নাই (অর্থাৎ
পশুাদি), তাহারা সকলেই যে পুত্রের ইচ্ছা করে, সেই পুত্রে
কি লাভ, অহে নারদ, আমাকে তাহা বলুন।” এই এক গাথায়
জিজ্ঞাসিত^১ হইয়া নারদ দশ গাথায় তাহার উত্তর দিলেন :—

“পিতা যদি উৎপন্ন ও জীবিত পুত্রের মুখ দেখেন, তাহা
হইলে সেই পুত্রে আপনার ঋণ সমর্পণ করিয়া অমৃতত্ব লাভ
করেন”। “প্রাণিগণের পৃথিবীতে যে সকল ভোগ আছে^২,
অগ্নিতে যাহা আছে ও জলে যাহা আছে, পিতার পক্ষে তদ-
পেক্ষা অধিক ভোগ পুত্রে রহিয়াছে।” “পিতা সর্বদা
পুত্রের সাহায্যে বহু দুঃখ অতিক্রম করেন ; আত্মাই আত্মা
হইতে [পুত্ররূপে] উৎপন্ন ; সেই পুত্র [ভবসমুদ্রে] পার
করিবার পক্ষে অন্নপূর্ণ উৎকৃষ্ট তরণীস্বরূপ।” “মল, অজিন,
শ্মশ্রু ও তপস্যা^৩ এ সকলে কি হইবে ?

(২) হরিশ্চন্দ্রের প্রশ্ন একটি গাথার উত্তরে নারদ দশটি গাথায় তাহার উত্তর দিতেছেন।
গাথা সর্কৈর্গাতুঃ যোগ্য। গীতিঃ। (সায়ণ) এই আখ্যায়িকার মধ্যে আরও অনেকগুলি গাথা
আছে ; সমুদয় গাথার সংখ্যা ৩১।

(৩) পিতা পুত্রের উপর আপনার ঋণ হাপন করেন ; উক্তান্ত বিশেষ অনুষ্ঠান আছে। পিতা
বলেন “স্বং ব্রহ্ম স্বং বজ্রঃ স্বং লোকঃ”, পুত্র বলেন “অহং ব্রহ্মা অহং বজ্রোহহং লোকঃ।”

(৪) ভোগ=স্বথহেতু ভোগ্যনিবর, পৃথিবীতে ভোগ শস্তাদি, অগ্নিতে ভোগ অন্নপাকাদি,
জলে ভোগ স্নানপানাদি (সায়ণ)

(৫) মল, অজিন, শ্মশ্রু ও তপস্যা এই চারিটি শব্দে আশ্রমচতুষ্টয়ের বুঝাইতেছে। মলরূপ
শ্মশ্রুশোণিত সংযোগহেতু মলশব্দে পার্শ্বহ্য, কৃকাজিন সংযোগহেতু অজিন শব্দে ব্রহ্মচর্য্য ; কৌর-
কর্ম নিষেধহেতু শ্মশ্রুশব্দে স্নানপ্রসঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সংব্রমহেতু তপঃ শব্দে পারিত্রাজ্য বুঝাইতেছে। (সায়ণ)

হে ব্রহ্মগণ (বিপ্রগণ), তোমরা পুত্র ইচ্ছা কর ; পুত্রই
 অনিন্দনীয়* লোকস্বরূপ ।” “অন্ন প্রাণ দেয়, বস্ত্র শরণ (শীত
 হইতে আশ্রয়) দেয়, হিরণ্য রূপ দেয় ; বিবাহ করিয়া পশু
 পাওয়া যায় ; জায়া (পত্নী) সখিস্বরূপ ; ছুহিতা দৈন্ত্যহেতু* ;
 কিন্তু পুত্র পরম বোমে জ্যোতিঃস্বরূপ ।” * “পতি জায়াতে
 প্রবেশ করেন ; গর্ভ (ভ্রূণ) স্বরূপে তিনি [সেই ভ্রূণের]
 মাতাতে প্রবেশ করেন ; সেইখানে পুনরায় নূতন হইয়া দশম
 মাসে উৎপন্ন হন ।” “[পিতা] ইহাতে পুনরায় জাত হন
 (জন্মলাভ করেন), এই কারণে জায়ার (পত্নীর) নাম জায়া ;
 ইনিই ভূতি ও ইনিই আভূতি ; ইহাতে বীজ স্থাপিত হয় ।”
 “দেবগণ ও ঋষিগণ ইহাতে মহাতেজ প্রদান করিয়াছিলেন ;
 দেবগণ মনুষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, ইনিই পুনরায় তোমাদের
 জননী হইবেন ।” “অপুত্রকের কোন লোক নাই” ইহা
 সকল পশুতেও জানে ; সেই জন্তই [পশুमध्ये] পুত্র মাতা
 ও স্বসার সহিত সংসর্গ করে ।” “পুত্রবান্ ব্যক্তি শোকরহিত
 হইয়া যে পথ প্রাপ্ত হন, সেই পথ সুখসেব্য ও মহৎ জনের

(৬) মূলে “অবদাখন” শব্দ আছে ; ‘অনিত্যবোধোগ্যানি নিম্ন-বাক্যানি অবদাঃ তৈর্বাচ্যক্যে’-
 যাতে ন কথ্যতে ইতি অবদাখনো লোকঃ দোষরাহিত্যাম্লানর্হ ইত্যর্থঃ । সাধারণ

(৭) মূলে আছে “কৃপণং হ ছুহিতা” । “ছুহিতা হ পুত্রোতি কৃপণং কেবল দুঃখকারিছাদৈন্ত্য-
 হেতুঃ ।” (সাধারণ)

(৮) “জ্যোতির্হি পুত্রঃ পরম বোমন্”—সাধারণ অর্থ করিয়া পুত্র জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া পিতাকে
 পরম বোমে (পরব্রহ্মে) স্থাপন করেন ।

(৯) ভবতি অস্তাং পুত্ররূপেণ পতিরিত্যেবা ভূতিঃ । রেতোরূপেণ আগন্তা অস্তাং পুত্র-
 রূপেণ ভবতি ইতি আভূতিঃ । (সাধারণ)

(১০) লোকঃ লোকজন্তুঃ স্বধম্ । (সাধারণ)

প্রাশংসিত । পশুগণ ও পক্ষিগণও সেই পথ জানে ; সেইজন্য তাহারা মাতার সহিতও মিথুন হয় ।

নারদ হরিশ্চন্দ্রকে ইহাই বলিয়াছিলেন ।

দ্বিতীয় খণ্ড

শুনঃশেপের উপাখ্যান

অনন্তর নারদ হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন, তুমি রাজা বরুণকে প্রার্থনা কর, যে আমার পুত্র হউক, তদ্বারা তোমার যাগ করিব । তাহাই করিব বলিয়া, হরিশ্চন্দ্র বরুণ রাজাকে প্রার্থনা করিলেন, আমার পুত্র হউক, তদ্বারা তোমার যাগ করিব । [বরুণ বলিলেন] তাহাই হউক । তখন উহার রোহিত নামে পুত্র জন্মিল । তখন বরুণ হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন, তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, এতদ্বারা আমার যাগ কর । তিনি তখন বলিলেন, [জন্মের পর অশৌচকালে] দশদিন গত না হইলে পশু মেধ্য (যাগযোগ্য) হয় না ; ইহার দশদিন উত্তীর্ণ হউক, তখন তোমার যাগ করিব । বরুণ বলিলেন, তাহাই হউক ।

পরে দশদিন উত্তীর্ণ হইলে বরুণ বলিলেন, দশদিন উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখন এতদ্বারা আমার যাগ কর । তিনি বলিলেন, যখন পশুর দাঁত উঠে, তখন সে মেধ্য হয় ; ইহার দাঁত বাহির হউক, তখন তোমার যাগ করিব । বরুণ বলিলেন, তাহাই হউক ।

পরে তাহার দাঁত উঠিলে বরুণ বলিলেন, ইহার দাঁত উঠিয়াছে, এখন এতদ্বারা আমার যাগ কর । তিনি বলিলেন, পশুর দাঁত যখন পড়িয়া যায়, তখন সে মেধ্য হয় ; ইহার দাঁত পড়ুক, তখন তোমার যাগ করিব । বরুণ বলিলেন, তাহাই হউক ।

পরে তাহার দাঁত পড়িলে বরুণ বলিলেন, ইহার দাঁত পড়িয়াছে, এখন এতদ্বারা আমার যাগ কর । তিনি বলিলেন, পশুর দাঁত যখন আবার জন্মে, তখন সে মেধ্য হয় ; ইহার দাঁত আবার উঠুক, তখন তোমার যাগ করিব । বরুণ বলিলেন, তাহাই হউক ।

পরে তাহার দাঁত আবার উঠিলে বরুণ বলিলেন, ইহার দাঁত আবার উঠিয়াছে, এখন এতদ্বারা আমার যাগ কর । তিনি বলিলেন, ক্ষত্রিয় যখন সন্মাহ (ধনুর্বাণ কবচাদি) ধারণে সমর্থ হয়, তখন সে মেধ্য হয় । এ সন্মাহ প্রাপ্ত হইলে তোমার যাগ করিব । বরুণ কহিলেন, তাহাই হউক ।

পরে সেই (বালক) সন্মাহ প্রাপ্ত হইলে বরুণ বলিলেন, এ সন্মাহ প্রাপ্ত হইয়াছে, এখন এতদ্বারা আমার যাগ কর । তাহাই হউক বলিয়া হরিশ্চন্দ্র পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, পুত্র, এই বরুণ তোমাকে আমায় দান করিয়াছিলেন ; হায়, তোমাদ্বারা আমাকে ইহার যাগ করিতে হইবে । তাহা হইবে না, এই বলিয়া সেই রোহিত ধনু গ্রহণ করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন ও সংবৎসর ধরিয়া অরণ্যে বিচরণ করিলেন ।

তৃতীয় খণ্ড

শুনঃশেপের উপাখ্যান

তখন বরুণ ইক্ষাকুবংশধরকে চাপিয়া ধরিলেন ; তাঁহার উদরী রোগ উৎপন্ন হইল ।’ রোহিত তাহা শুনিতে পাইলেন ও অরণ্য হইতে গ্রামে আসিলেন ; ইন্দ্র পুরুষরূপ ধরিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া [গাথায়] বলিলেন “অহে রোহিত, যে ব্যক্তি [পর্যটনদ্বারা] শ্রান্ত হয়, তাহার নানা সম্পদ ঘটে, আর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও মনুষ্যসমাজে বসিয়া থাকিলে ক্লেশ পায় ; যে চলিয়া বেড়ায়, ইন্দ্র তাহার সখা ; অতএব তুমি বিচরণ কর ।”

ব্রাহ্মণ^১ আমাকে বিচরণ করিতে বলিয়াছেন, এই ভাবিয়া তিনি দ্বিতীয় সংবৎসর অরণ্যে বিচরণ করিলেন ; পরে অরণ্য হইতে গ্রামে আসিবার সময় পুরুষরূপী ইন্দ্র আবার তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন—“যে ব্যক্তি বিচরণ করে, তাহার জজ্ঞাদ্বয় পুষ্পিত [বৃক্ষের ন্যায় শোভাযুক্ত] হয়, তাহার শরীর বর্দ্ধমান হইয়া ফলবান্ [বৃক্ষের ন্যায়] হয়, উৎকৃষ্ট পথে [বিচরণপ্রযুক্ত] শ্রমদ্বারা তাহার সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া শয়ান থাকে (হতবীর্য্য হয়) ; অতএব তুমি বিচরণ কর ।”

ব্রাহ্মণ আমাকে বিচরণ করিতে বলিলেন, এই ভাবিয়া তিনি তৃতীয় সংবৎসর অরণ্যে বিচরণ করিলেন, পরে অরণ্য

(১) “উদরঃ জন্মে” জলেনপূরিতমূচ্ছূনং মহাধরনামকং রোগধরুণমুৎপন্নং

(২) ব্রাহ্মণবন্দী ইন্দ্র ।

হইতে গ্রামে আসিবার সময় পুরুষরূপী ইন্দ্র তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, “যে ব্যক্তি বসিয়া থাকে, তাহার ভাগ্যও বসিয়া থাকে ; যে দাঁড়ায়, তাহার ভাগ্যও উঠিয়া দাঁড়ায় ; যে নীচে পড়িয়া থাকে, তাহার ভাগ্যও শুইয়া পড়ে ; আর যে চরিয়া বেড়ায়, তাহার ভাগ্যও [সর্বত্র] বিচরণ করে ; অতএব তুমি বিচরণ কর ।”

ব্রাহ্মণ আমাকে বিচরণ করিতে বলিলেন, এই ভাবিয়া তিনি চতুর্থ সংবৎসর অরণ্যে বিচরণ করিলেন ; তিনি অরণ্য হইতে গ্রামে আসিবার সময় পুরুষরূপী ইন্দ্র তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন “কলি শয়ান থাকে, দ্বাপর [শয়ন] ত্যাগ করিয়া বসে, ত্রেতা উঠিয়া দাঁড়ায়, আর কৃত বিচরণ করিয়া সম্পন্ন হয় ; অতএব তুমি বিচরণ কর ।”

ব্রাহ্মণ আমাকে বিচরণ করিতে বলিলেন, এই ভাবিয়া তিনি পঞ্চম সংবৎসর অরণ্যে বিচরণ করিলেন । পরে অরণ্য হইতে গ্রামে আসিবার সময় পুরুষরূপী ইন্দ্র তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন,—“যে ব্যক্তি বিচরণ করে, সে মধু লাভ করে, স্বাদু উদ্বাস্তর ফল লাভ করে ; যে সর্বদা বিচরণ করিয়াও তন্দ্রা [আলস্য] লাভ করে না, সেই সূর্য্যের মাহাত্ম্য দেখিতে পাইতেছে ; অতএব তুমি বিচরণ কর ।”

ব্রাহ্মণ আমাকে বিচরণ করিতে বলিলেন, এই ভাবিয়া

(১) সায়ণ কলি দ্বাপর ত্রেতা ও কৃত এই চারিটিকে চারিযুগের বাহক ধরিয়াছেন ও তাহাদের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া অশ্বকীর্ত্তী পুরুষের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । “চতুঃ পুরুষস্তাবহাঃ । নিত্রা তৎপরিত্যাগ উখানং সংরক্ষণং চ । ভাস্ত উত্তরোত্তরশ্রেষ্ঠত্বাৎ কলিদ্দ্বাপর-ত্রৈতাকৃতযুগৈঃ সমানাঃ । শুভশ্রবণস্ত সৰ্ব্বোত্তমত্বাচ্চৈবেতি ।

তিনি ষষ্ঠ সংবৎসর অরণ্যে বিচরণ করিলেন ; এবং [বিচরণ কালে] সূর্যবসের পুত্র ক্ষুধাগীড়িত অজীগর্ভকে দেখিতে পাইলেন । সেই অজীগর্ভের শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেপ ও শুনো লাস্কুল নামে তিনি পুত্র ছিল । তিনি সেই অজীগর্ভকে বলিলেন, অহে ঋষি, তোমাকে একশত [গাভী] দিতেছি, আমি ইহাদের (তোমার পুত্রদের) মধ্যে একজনকে নিষ্ক্রয়-রূপে দিয়া আপনাকে মুক্ত করিব । তখন অজীগর্ভ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, আমি ইহাকে কিছুতেই দিব না । মাতা (অজীগর্ভের পত্নী) কনিষ্ঠকে [টানিয়া লইয়া] বলিলেন, আমি ইহাকে দিব না । তাঁহারা উভয়ে মধ্যম শুনঃশেপকে দান করিলেন । তখন অজীগর্ভকে একশত [গাভী] দিয়া তিনি সেই শুনঃশেপকে লইয়া অরণ্য হইতে গ্রামে আসিলেন । [তদনন্তর] তিনি পিতার নিকট গিয়া বলিলেন, অহো, আমি এই ব্যক্তিকে নিষ্ক্রয় (মূল্য) স্বরূপে দিয়া আপনাকে মুক্ত করিতে চাহি । তখন হরিশ্চন্দ্র রাজা বরুণকে বলিলেন, আমি এই ব্যক্তিদ্বারা তোমার যাগ করিব । বরুণ বলিলেন, তাহাই হউক,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা অধিক আদরণীয় । এই বলিয়া তাঁহাকে রাজসূয় নামক যজ্ঞক্রতু অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন । হরিশ্চন্দ্রও রাজসূয়ের অভিষেক অনুষ্ঠানের দিনে সেই শুনঃশেপকে পুরুষ (মনুষ্য) পশুরূপে নির্দেশ করিলেন ।

চতুর্থ খণ্ড

শুনঃশেপের উপাখ্যান

সেই হরিশ্চন্দ্রের [রাজসূয় যাগে] বিশ্বামিত্র হোতা, জমদগ্নি অধ্বর্যু, বসিষ্ঠ ব্রহ্মা ও অয়াস্র উদগাতা হইয়াছিলেন ; পশুর উপাকরণের পর' নিযোক্তা (যুপে বন্ধনকর্তা) পাওয়া গেলনা । সেই সূয়বসের পত্র অজীগর্ত বলিলেন, আনাকে আর একশত [গাভী] দাও, আমি ইহাকে নিয়োজন (যুপে বন্ধন) করিব । তখন হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে আর একশত [গাভী] দিলেন ; তিনিও নিয়োজন করিলেন ।

উপাকরণ ও নিয়োজনের পর আগ্নী মন্ত্র পঠিত ও পর্য্যগ্নিকরণ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে বিশসন (বধ) কশ্মের জন্য কাহাকেও পাওয়া গেল না । তখন অজীগর্ত বলিলেন, আমাকে আর একশত [গাভী] দাও, আমি ইহার বিশসন (বধ) করিব । তখন হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে আর একশত [গাভী] দিলেন । তখন তিনি অসি (খড়্গ) শানাইয়া (তীক্ষ্ণ করিয়া) উপস্থিত হইলেন ।

তখন শুনঃশেপ ভাবিলেন, ইহারা আনাকে অমানুষের (মনুষ্যেতর পশুর) মত বধ করিবে, দেখিতেছি ; আচ্ছা,

(১) বহিযুক্ত প্রক্ষাল্যপাদারা পশুকে সমস্তক স্পর্শের নাম উপাকরণ । অধ্বর্যু পশুকে উপাকরণ করেন । তৎপরে নিযোক্তা তাহাকে যুপে বন্ধন করেন । এখানে উপাকরণের পর শুনঃশেপকে যুপে বন্ধন করিয়া কেহ সম্মত হইলনা । কটি, মস্তক ও দুই পা রজ্জুতে বাধিয়া ঐ রজ্জুর অগ্রভাগ যুপে বন্ধনেন নাম নিয়োজন ।

আমি দেবতার আশ্রয় লই ।’ এই ভাবিয়া তিনি দেবতাগণের প্রথম প্রজাপতিকে “কস্ম নুনং কতমশ্চামৃতানাম্”^১ এই ঋকে উপাসনা করিলেন ।^২ প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন, অগ্নিই দেবগণের অত্যন্ত সমীপবর্তী থাকেন, তাঁহার আশ্রয় লও । তিনি তখন “অগ্নের্বয়ং প্রথমশ্চামৃতানাম্”^৩ এই ঋকে অগ্নির উপাসনা করিলেন । অগ্নি তাঁহাকে বলিলেন, সবিতাই প্রসব কর্মে (কার্যে প্রেরণায়) সমর্থ ; তাঁহারই আশ্রয় লও । তিনি তখন “অভি স্বা দেব সবিতঃ”^৪ ইত্যাদি তিনটি ঋকে সবিতার উপাসনা করিলেন । সবিতা তাঁহাকে বলিলেন, তুমি রাজা বরুণের উদ্দেশে নিযুক্ত (যূপে বন্ধ) হইয়াছ ; তাঁহারই আশ্রয় লও । তখন তিনি [উক্ত তিন ঋকের] পরবর্তী একত্রিশটি ঋকে বরুণের উপাসনা করিলেন ।^৫ তখন বরুণ তাঁহাকে বলিলেন, অগ্নিই দেবগণের মুখস্বরূপ ও প্রধান স্বেদন ; তাঁহারই স্তুতি কর ; তখন তোমাকে ত্যাগ করিব । তখন তিনি পরবর্তী বাইশটি ঋকে অগ্নির স্তুত করিলেন ।^৬ তখন

(২) নিরোজনের পর একাদশটি প্রবাজবাজ্য। যেরে আগ্নীহুত পাঠ হয় । পরে তিনবার অগ্নির উল্লুখ প্রদক্ষিণ করান হয়, উহা পধ্যগ্নিকরণ । পূর্বে দেখ । মনুষ্যাণ্ডকে পধ্যগ্নিকরণের পর ছাড়িয়া দেওয়ার বিধি সম্বন্ধে এখানে বধের উদ্যোগ দেখিয়া স্তনঃশেষ এই কথা বলিলেন ।

(২) মূলে আছে উপধাবামি—সমীপে ধাবন করি—সায়ণ অর্থ করেন—ভজামি ।

(৩) ১।২৪।১ ।

(৪) মূলে আছে উপসসার—উপাসিতস্থান সেবিতবাম্ (সায়ণ) ।

(৫) ১।২৪।২ । (৬) ১।২৪।৩-৫

(“ন হিতে ক্ষত্রম্” (১।২৪।৬) হইতে ঐ স্তবের অবশিষ্ট দশটি স্তব ও (১।২৫) স্তবের “যচ্চিচ্চি তে বিলঃ” ইত্যাদি একশ স্তব ; সাকল্যে একত্রিশ স্তব ।

(৮) “বসিষাঃ” ইত্যাদি ১।২৬ স্তবের দশ স্তব ও “অবঃ ন স্বা” ইত্যাদি ১।২৭ স্তবের তের স্তবের মধ্যে শেষ দ্বয় বর্জন করিয়া অন্ত দশটি ; সাকল্যে বাইশটি স্তব ।

অগ্নি তাঁহাকে বলিলেন, তুমি বিশ্বদেবগণের স্তব কর, তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিব। তিনি তখন “নমো মহেন্দ্রো নমো অৰ্ভকেভ্যঃ” ইত্যাদি এক ঋকে বিশ্বদেবগণের স্তব করিলেন। তখন বিশ্বদেবগণ তাঁহাকে বলিলেন, ইন্দ্রই দেবগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ওজিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, সহিষ্ঠ, সত্তম ও পারয়িষুতম” ; তাঁহারই স্তব কর, তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিব। তখন তিনি “যচ্চিক্চি সত্য সোমপাঃ” ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা ” ও পরবর্তী পোনেরটি ঋক্ দ্বারা ” ইন্দ্রের স্তব করিলেন। সেই স্তবের পর ইন্দ্র প্রীত হইয়া মনে মনে তাঁহাকে হিরণ্য রথ দান করিলেন ; তিনিও “শশ্বদিন্দ্রঃ” এই ঋক্ দ্বারা ” মনে মনেই ইন্দ্রকে প্রতিগমন করিলেন। তখন ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, অশ্বিদ্বয়ের স্তব কর, তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিব। তখন তিনি [ঐ মন্ত্ৰের] পরবর্তী তিনটি ঋক্ দ্বারা ” অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিলেন। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে বলিলেন, উষার স্তব কর, তবে তোমাকে ছাড়িব। তখন তিনি পরবর্তী আর তিনটি ঋকে উষার স্তব করিলেন।^{১০} এই তিন ঋকের এক এক ঋক্

(৯) ১।২৭।১৩।

(১০) এই কয়টি বিশেষণের অর্থবিষয়ে সাধারণ পুরোচাণাদির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, “ওরোদীপ্তির্বলং দাক্ষ্যং প্রদহকরণং সহঃ। সৃজনঃ সন্ পারয়িষুতপাকান্তসমাপ্তিকৃৎ।”

(১১) ১।২৯ সূক্তের মন্তব্যখণ্ড ৭।

(১২) ১।৩০ সূক্তের অন্তর্গত ২২ মন্ত্ৰের মধ্যে প্রথম পোনেরটি।

(১৩) ঐ পোনের মন্ত্ৰের পরবর্তী মন্ত্ৰ “শশ্বদিন্দ্রঃ পোপ্রশস্তির্জিগায়” (১।৩০।১৬)

(১৪) “অবিনাষধাত্যঃ” ইত্যাদি তিন ঋক ১।৩০।১৭-১৯।

(১৫) “কন্ত উষঃ” ইত্যাদি তিনটি (১।৩০।২০-২২)

উচ্চারণ করিতে শুনঃশেপের পাশ খুলিয়া গেল ; ইক্ষাকুবংশ-
ধরের উদরও ছোট হইল । শেষ ঋক্ উচ্চারণে পাশ সমস্ত
খুলিয়া গেল ; ইক্ষাকুবংশধরও রোগশূন্য হইলেন ।

পঞ্চম খণ্ড

শুনঃশেপের উপাখ্যান

তখন [বিশ্বামিত্র প্রভৃতি] ঋত্বিকেরা শুনঃশেপকে বলি-
লেন, আমাদের এই [অভিষেচনীয়] অনুষ্ঠানের তুমিই
সমাপ্তিবিধান কর । তখন শুনঃশেপ সরল উপায়ে সোমোভি-
ষবের ব্যবস্থা স্থির করিলেন ; “যচ্চিক্চি ত্বং গৃহে গৃহে”^১ ইত্যাদি
চারিটি ঋকে সোমের অভিষব করিলেন ; [পরবর্তী] “উচ্ছিষ্ণং
চম্বোৰ্ত্তর” এই ঋকে^২ সেই সোমকে দ্রোণকলশে নিক্ষেপ
করিলেন ; তৎপরে অশ্বারস্ত্রের পর (যজমান হরিশ্চন্দ্রকর্তৃক
শুনঃশেপের দেহস্পর্শের পর) স্বাহাকারসমেত পূর্ববর্তী
চারিটি ঋক্‌দ্বারা হোম করিলেন^৩ ; তদনন্তর “ত্বং নো অগ্নে
বরুণস্ত বিদ্বান্” ইত্যাদি দুই ঋকে^৪ অবভৃথযাগ সম্পাদন
করিলেন ও সর্ব্বশেষে “শুনশ্চিচ্ছেপং নিদিতং সহস্রাৎ”^৫ এই
ঋকে হরিশ্চন্দ্র দ্বারা আহবনীয় অগ্নির উপস্থান করাইলেন ।

(১) ১১২৮৫-৮ । (২) ১১২৮৯ ।

(৩) “যত্র গ্রামাঃ” ইত্যাদি ২৮ মন্ত্রের প্রথম চারিটি ঋক্, ১১২৮১-৪

(৪) ৪১২৪-৫ । (৫) ৪১২৭ ।

অনন্তর শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের অঙ্কে বসিলেন । তখন সূর্যবসের পুত্র অজীগর্ত বলিলেন, অহে ঋষি, তুমি আমার পুত্র ফিরাইয়া দাও । বিশ্বামিত্র বলিলেন, না, দেবগণ ইহাকে আমায় অর্পণ করিয়াছেন ।

তদবধি শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের পুত্র দেবরাত (দেবদত্ত) নামে প্রথিত হইলেন ; কপিলগোত্রে ও বজ্রগোত্রে উৎপন্ন ব্যক্তিগণ এইরূপে তাঁহার [বন্ধু] হইলেন ।

সূর্যবসের পুত্র অজীগর্ত শুনঃশেপকে বলিলেন, তুমি [আমাদের নিকট] আইস, আমরা উভয়ে (আমি ও আমার পত্নী) তোমাকে আহ্বান করিতেছি । সূর্যবসের পুত্র অজীগর্ত আবার বলিলেন, “তুমি জন্মহেতু আগ্নিরস অজীগর্তের পুত্র ও কবি (বিদ্বান্) বলিয়া প্রসিদ্ধ ; অহে ঋষি, তুমি পৈতামহ বংশপরম্পরা ত্যাগ করিয়া যাইওনা,—পুনরায় আগার নিকট আইস ।” শুনঃশেপ বলিলেন—“লোকে তোমাকে শাস (অসি) হস্তে [পুত্রবধে উদ্বৃত] দেখিয়াছে, শূদ্রগণেও এমন কৰ্ম্ম করে না । অহে আগ্নিরস, তুমি আমার পরিবর্তে তিনশত গাভী চাহিয়া পাইয়াছ ।” সূর্যবসের পুত্র অজীগর্ত বলিলেন, “বাবা, আমি যে পাপকৰ্ম্ম করিয়াছি, তাহা আমাকে তাপ দিতেছে ; আমি এখন সেই কৰ্ম্মের পরিহার করিতেছি ; সেই [তিন] শত গাভী এখন তুমি গ্রহণ কর ।” শুনঃশেপ বলিলেন “যে একবার পাপ করে, সে সেই পাপ আবার করিতে পারে ; তুমি যে শূদ্রোচিত কৰ্ম্ম করিয়াছ, তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিবেনা ; ঐ কৰ্ম্মের পর আর সন্ধি হইতে পারে না ।”

বিশ্বামিত্রও বলিলেন, না, উহার পর সন্ধি হইতে পারে না। বিশ্বামিত্র আবার বলিলেন “শাস হস্তে বধোদ্যত সূয়বসের পুত্রকে কি ভয়ানক দেখাইতেছিল ; তুমি ইহার পুত্র হইও না ; আমার পুত্রত্বই লাভ কর।” শুনঃশেপ [বিশ্বামিত্রকে] বলিলেন, “অহে রাজপুত্র, আপনি [জন্মে ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণরূপে] যে রূপে পরিচিত, আমিও সেইরূপ আগ্নিরস হইয়াও কিরূপে আপনার পুত্রত্ব লাভ করিব, তাহা আমাকে বলুন।”^৬ সেই শুনঃশেপ তখন বলিলেন, [“আপনার পুত্রগণ] একমত হইয়া স্বীকার করুন, যে আমি আপনার পুত্রতা লাভ করিয়াছি ; অহে ভরতবর্ষ, তাহা হইলে [তাঁহাদের সহিত] আমার সৌহার্দ ও শ্রীলাভ ঘটিবে।” বিশ্বামিত্র তখন পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন, “অহে মধুচ্ছন্দা, ঋষভ, রেণু এবং অষ্টক, তোমরা শ্রবণ কর, তোমরা যে কয় ভাই আছ, তোমরা আপনাকে শুনঃশেপের জ্যেষ্ঠ ভাবিওনা।”

সপ্তম খণ্ড

শুনঃশেপের উপাখ্যান

সেই বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র ছিল ; তন্মধ্যে পঞ্চাশ জন মধুচ্ছন্দার বড়, পঞ্চাশ জন ছোট। যাহারা বড়, তাহারা

(৬) “জন্মে ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণরূপে” এই অংশটুকু মূলে নাই। সায়ণ এই অর্থ টানিয়া আনিয়াছেন ও আশ্চর্য্য সমর্থনার্থ পুরীচাৰ্য্যদের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা—“এতদ্বাক্যাভিপ্রায়ঃ পূর্বেঃ সংক্ষিপ্তা দর্শিতঃ—“পুরাণানং নৃপং বিপ্রং তপসা কৃতবানসি। এবমগ্নিরসঃ মা ত্বং বিশ্বামিত্রম্” ইত্যাদি।”

[বিশ্বামিত্রের] আদেশ সমীচীন বলিয়া মানিল না । বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে শাপ দিলেন, তোদের প্রজা (পুত্রাদি) অন্ত্য-জাতিভাক্ হউক । তাহারাই অক্ষু, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ ও মৃতিব এই অতিশয় অন্ত্য (নীচ) জন হইল ; বিশ্বামিত্রের বংশে উৎপন্ন ইহারা দম্ভ্যগণমধ্যে প্রধান ।

মধুচ্ছন্দা আর পঞ্চাশ জনের সহিত [শুনঃশেপকে] বলিলেন—“আমাদের পিতা যে আজ্ঞা দিতেছেন, আমরা তাহা পালন করিব ; আমরা তোমাকে অগ্রে [জ্যেষ্ঠরূপে] রাখিব ও তোমার অনুগমন করিব ।” বিশ্বামিত্র তাহাদের উপর প্রত্যয় করিয়া তাহাদিগকে এইরূপে তুষ্ট করিলেন—“যাহারা আমার মত অঙ্গীকার করিয়া আমাকে বীরপুত্রবিশিষ্ট করিল, আমার সেই পুত্রগণ পশুলাভ করিবে ও বীরপুত্র লাভ করিবে” ; “অহে গাথিবংশধরগণ,^১ তোমাদের পুরোগামী দেবরাতের সহিত তোমরা বীরপুত্রবিশিষ্ট হইয়া সকলের আরাধনাযোগ্য হইবে ; অহে পুত্রগণ, এই দেবরাত তোমাদিগকে সৎ উপদেশ দিবেন” ; “অহে কুশিকগণ,^২ এই বীর দেবরাত, তোমরা ইহার অনুগমন করিও ; আমার যে ধন আছে এবং আমি যে কিছু বিদ্যা জানি, তাহা তোমরা [সকলে] পাইবে” ; “অহে বিশ্বামিত্রপুত্রগণ, তোমরা সমীচীন কৰ্ম্ম করিয়াছ ; অহে গাথিবংশীয়গণ, তোমরা দেবরাতের সহিত ধনসম্পত্তিভাগী হইবে ; তোমরা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার

(১) মূলে আছে “গাথিনাঃ”=গাথিপৌত্রাঃ (সারণ)

(২) কুশিকাঃ কুশিকনায়ে মৎপিতামহস্ত সবাচিনঃ (সারণ)

করিয়াছ” ; “ঋষি দেবরাত, ইনি জহ্নু বংশের আধিপত্য ও গাথিবংশের দৈবকর্মে ও বেদে অধিকারী হইয়া উভয়ের ধনে ধনী বলিয়া খ্যাত হইবেন ।”

একশত ঋক্ ও [কতিপয়] গাথা লইয়া এই শুনঃশেপের উপাখ্যান ;^৩ [রাজসূয়ের অভিষেচনীয় কর্মে] অভিষেকের পর রাজাকে এই উপাখ্যান হোতা শুনাইয়া থাকেন । হোতা হিরণ্যকশিপুতে আসীন হইয়া [এই উপাখ্যান] কহিয়া থাকেন^৪ ; অধ্বর্যুও হিরণ্যকশিপুতে বসিয়া প্রতিগর করেন । হিরণ্য যশঃস্বরূপ ; এতদ্বারা রাজাকে যশের দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয় । [প্রত্যেক] ঋকের পর পর “ওঁ” এবং [প্রত্যেক] গাথার পর “তথা” ইহাই [এস্থলে অধ্বর্যুর উচ্চারিত] প্রতিগর । “ওঁ” এই শব্দ দৈব, “তথা” শব্দ মানুষ ; দৈব ও মানুষ এই প্রতিগর দ্বারা রাজাকে [ঐহিক ও পারত্রিক] পাপ হইতে মুক্ত করা হয় । যে রাজা বিজয়লাভ করিয়াছেন, তিনি যজমান না হইলেও (রাজসূয়যাগ না করিলেও) যদি এই শুনঃশেপের আখ্যান কহাইয়া লন, তাঁহাতে তাহা হইলে পাপ-শেষ মাত্রও থাকে না । যিনি এই উপাখ্যান কহেন, তাঁহাকে (অর্থাৎ হোতাকে) [যাগের নির্দিষ্ট দক্ষিণা ব্যতীত] সহস্র [গাভী] দান করিবে ; আর যিনি প্রতিগর করেন, তাঁহাকে

(৩) একশত ঋকের মধ্যে ৯৭টি শুনঃশেপের দৃষ্ট, তিনটি অন্তের দৃষ্ট । উপাখ্যান-মধ্যে সাকল্যে একত্রিশটি গাথা আছে ; গাথাগুলির অনুবাদ “ ” চিহ্নমধ্যে দেওয়া হইয়াছে ।

(৪) হিরণ্যকশিপৌ স্বর্গনির্দিষ্টমুত্রৈঃ নিম্পাদিতে কশিপৌ (সায়ণ) । কশিপু অর্থে কাশ্মিনপূর্ণ আসন ।

(অর্থাৎ অধ্বয্যু্যকে) শত (গাভী) দান করিবে, আর সেই হিরণ্যকশিপু দুইখানিও দিবে। অপিচ অশ্বতরীবাহিত শ্বেতবর্ণের রথ^১ হোতাকে দিবে। পুত্রকামীরাও এই আখ্যান কহাইবেন ; তাহাতে তাঁহাদের পুত্রলাভ হইবে।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

ঋত্রিয়ার যজ্ঞলাভ

শুনঃশেপের উপাখ্যানের পর ঋত্রিয়গণের বিহিত ক্রিয়ার বিষয় বলা হইতেছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলির এই বিষয়।

প্রজাপতি যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; যজ্ঞসৃষ্টির পর ব্রহ্ম ও ঋত্নের সৃষ্টি করিলেন ও ব্রহ্মঋত্নের পর এই দ্বিবিধ প্রজার সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মের অনুরূপ হুতাদ ও ঋত্নের অনুরূপ অহুতাদ সৃষ্টি করিলেন। এই যে ব্রাহ্মণগণ, ইহারাই হুতাদ (হুতশেষভোজী) প্রজা ; আর রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারাই অহুতাদ। যজ্ঞ তাঁহাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিল ; ব্রহ্ম ও ঋত্ন যজ্ঞের অনুগমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মের যে সকল আয়ুধ, তাহার সহিত ব্রহ্ম ও ঋত্নের যে

(৫) মূলে আছে “শ্বেতাশ্বতরী রথঃ” ; সায়ণ বলেন, রজতালঙ্কৃত বলিরা যেত রথ। শ্বেতাশ্ব-
তরী বাহিত রথ নয় কি ?

সকল আয়ুধ, তাহার সহিত ক্ষত্র, তাহার অনুগমন করিয়া-
ছিলেন। যজ্ঞের যে সকল আয়ুধ, তাহাই ব্রহ্মের আয়ুধ ;
আর অশ্বযুক্ত রথ, কবচ ও বাণযুক্ত ধনু ইহাই ক্ষত্রের আয়ুধ।
ক্ষত্রের আয়ুধে ভয় পাইয়া যজ্ঞ না ফিরিয়া পলাইতে লাগিল ;
ক্ষত্র তাহাকে ধরিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ব্রহ্ম
তাহার অনুসরণ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন ও তৎপরে
তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার গতি (পথ) রোধ করিলেন।
এইরূপে [পথ] রুদ্ধ হইলে যজ্ঞ দাঁড়াইল ও ব্রহ্মের নিকট
আপনারই আয়ুধসকল দেখিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল।
সেই হেতু অতাপি যজ্ঞ ব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণেই প্রতিষ্ঠিত
রহিয়াছে।

তখন ক্ষত্র সেই ব্রহ্মের অনুগমন করিয়া তাহাকে
বলিলেন, আমাকে এই যজ্ঞে আহ্বান কর। ব্রহ্ম বলিলেন,
আচ্ছা, তাহাই হইবে, কিন্তু তুমি আপনার আয়ুধসকল
ফেলিয়া দিয়া ব্রহ্মের আয়ুধ লইয়া ব্রহ্মের রূপ ধরিয়া ব্রহ্ম-
সদৃশ হইয়া যজ্ঞের নিকটে উপস্থিত হও। “তাহাই হউক”
বলিয়া ক্ষত্র আপন আয়ুধ ফেলিয়া ব্রহ্মের আয়ুধ গ্রহণ করিয়া
ব্রহ্মের রূপ ধরিয়া ব্রহ্মসদৃশ হইয়া যজ্ঞের নিকট উপস্থিত
হইলেন। সেই হেতু অতাপি ক্ষত্রিয় যজ্ঞমান আপন আয়ুধ
ফেলিয়া ব্রহ্মের আয়ুধ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মের রূপ ধরিয়া ব্রহ্ম-
সদৃশ হইয়া যজ্ঞের নিকট উপস্থিত হন।

(১) ক্ষা, কপাল, অগ্নিহোত্রহবর্ণা, হুর্প, কৃষ্ণাঙ্গন, শম্যা, উল্লুখল, মুখল, দ্বন্দ্ব, উপল এই
দশটি যজ্ঞের আয়ুধ।

দ্বিতীয় খণ্ড

দেবযজন লাভ

অনন্তর ঐকারণে [ক্ষত্রিয়কর্তৃক] দেবযজনপ্রার্থনা ।^১ এ বিষয়ে প্রশ্ন হয় যে, ব্রাহ্মণ রাজ্য ও বৈশ্য [যজ্ঞে] দাক্ষিত্য হইবার সময় ক্ষত্রিয় [রাজার] নিকট দেবযজন স্থান চাহিয়া লেন ; ক্ষত্রিয় [রাজা] কাহার নিকট চাহিয়া লইবেন ? [উত্তর] দেব ক্ষত্রের নিকট যাক্ষা করিবেন, এই উত্তর দেওয়া হয় আদিত্যেই দেব ক্ষত্র ; আদিত্য এই ভূতসকলের অধিপতি সেই ক্ষত্রিয় [রাজা] যেদিন দাক্ষিত্য হইবেন, সেই দিন পূর্ব্বাহ্নে “ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্” এই [শাক্ত] মন্ত্রে^২ ও “দেব সবিতর্দেবযজনং মে দেহি দেবযজ্ঞায়ৈ”— অর্থাৎ দেব সবিতা, দেবযাগের জন্য আমাকে দেবযজন স্থান দান কর—এই [যজুঃ] মন্ত্রে উদয়কালীন আদিত্যের উপস্থান করিয়া ভাঁহার নিকট [দেবযজন স্থান] যাক্ষা করিবেন । আদিত্য এইরূপে প্রার্থিত হইয়া যে উত্তরোত্তর [আকাশ-পথে] সরিয়া যান, তাহাতেই ভাঁহার বলা হয় “হাঁ, আমি দান কারতেছি ।”^৩ যিনি ক্ষত্রিয় (রাজা) হইয়া এইরূপে

(১) দীক্ষার পূর্বে দেবযজন যাচঞা করিয়া লওয়া আবশ্যক ।

(২) ১.১১.১৩ ।

(৩) মনুষ্যে যেমন পাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করে, সেইরূপ আদিত্য ও রূপে হাঁঙ্গা হারাই যাক্ষ্যাব উত্তর দেন ।

আদিত্যের উপস্থানানন্তর যাক্কা করিয়া দেবযজন লাভের পর দীক্ষিত হন, দেব-সবিতার অনুজ্জালাভ হেতু তাঁহার কোন রিষ্টি (অনিষ্ট) ঘটে না, এবং তিনি উত্তরোত্তর শ্রীলাভ করেন ও প্রজাগণের আধিপত্য ও ঈশ্বরত্ব লাভ করেন ।

তৃতীয় খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের অনুষ্ঠান

অনন্তর এই কারণে ক্ষত্রিয় যজমানের পক্ষে ইক্টাপূর্তের অপরিজ্যানি হোমের বিষয় বলা হইতেছে ।’ সেই যজমান ইক্টাপূর্তের অপরিজ্যানি (অবিনাশ) উদ্দেশে দীক্ষার পূর্বেই চারিবারে আজ্য গ্রহণ করিয়া আহবনৌয়ে হোম করিবেন । “পুনর্ন ইন্দ্রো মঘবা দদাতু” এই [ঋক্], এবং “ব্রহ্ম পুনরিক্তং পূর্তং দাৎ স্বাহা”—ব্রহ্ম আমাকে পুনঃ পুনঃ ইক্ট ও পূর্ত দান করুন, স্বাহা—এই [যজুঃ] ঐ হোমের মন্ত্র ।

অনন্তর অনুবক্ষ্য পশুযাগের সমিষ্টযজুর্মন্ত্র পাঠের পর “পুনর্নো অগ্নিজাতবেদা দদাতু” এই [ঋক্] এবং “ক্ষত্রং পুনরিক্তং পূর্তং দাৎ স্বাহা” এই [যজুঃ] মন্ত্রে হোম করিবে । এই যে দুই আহুতি, এতদ্বারা ক্ষত্রিয় যজমানের ইক্টাপূর্তের অবিনাশ ঘটে ; অতএব এই দুই আহুতি দিবে ।

(১) অর্ধ কশের নাম পূর্ত, আর শ্রোত কশের নাম ইক্ট । প্রপাতভাগাদির প্রতিষ্ঠা পূর্ত কশের উদাহরণ । দীক্ষণ্যেষ্টির পূর্বে এই হোম কর্তব্য, ইহার ফলে রাজার ইক্টাপূর্ত কশের রক্ষা ঘটে ।

চতুর্থ খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের অনুষ্ঠান

এ বিষয়ে আরাঢ়ের পুত্র সৌজাত বলিয়াছেন, এই যে দুই আছতির বিষয় বলিতেছি, ইহা অজীতপুনর্বণ্য, অর্থাৎ নষ্টবস্তুর প্রাপ্তিহেতু । ’ যে যজমান সেই [সৌজাতের কথিত] অনুশাসন পালন করিতে চাহেন, তিনি যাহা কাগনা করেন, তদ্বদ্বশে ঐরূপ করিবেন । তিনি [পূর্বখণ্ডে উক্ত অপরিজ্যানি হোমের পরিবর্তে] এই দুই আছতি দিবেন :— [দীক্ষণীয়েষ্টির পূর্বে আছতি] “ব্রহ্ম প্রপদ্যে ব্রহ্ম মা ক্ষত্রাদ গোপায়তু ব্রহ্মণে স্বাহা”—এই হোমগল্পের তাৎপর্য্য যে, যে যজমান যজ্ঞ আরম্ভ করে, সে ব্রহ্মেরই শরণ লয় ; কেননা, যজ্ঞ ব্রহ্মস্বরূপ ; যে দীক্ষিত হয়, সে যজ্ঞ হইতেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ; ব্রহ্মের শরণাপন্ন সেই যজমানকে ক্ষত্র হিংসা করিতে পারে না । আর “ব্রহ্ম মা ক্ষত্রাদ গোপায়তু” এই মন্ত্রাংশ বলিলে ব্রহ্ম সেই যজমানকে ক্ষত্র হইতে রক্ষা করেন । আর “ব্রহ্মণে স্বাহা” বলিলে ব্রহ্মকে প্রীত করা হয় ; ব্রহ্ম প্রীত হইয়া তাহাকে ক্ষত্র হইতে রক্ষা করেন ।

অপিচ অনুবক্ষ্য পশুর সমিষ্ঠযজুর্মন্ত্রপাঠের পর “ক্ষত্রং প্রপদ্যে ক্ষত্রং মা ব্রহ্মণো গোপায়তু ক্ষত্রায় স্বাহা” এই মন্ত্রে

আছতি দিবে। ইহার তাৎপর্য এই যে, যে ব্যক্তি রাষ্ট্র লাভ করে, সে ক্ষত্রের শরণ লয় ; রাষ্ট্রই ক্ষত্রস্বরূপ ; ক্ষত্রের শরণাপন্ন সেই যজমানকে ব্রহ্ম হিংসা করিতে পারেন না। আর ক্ষত্র তাহাকে ব্রহ্ম হইতে রক্ষা করিবে, এই উদ্দেশে “ক্ষত্রং মা ব্রহ্মণো গোপায়তু” বলা হয় ; আর “ক্ষত্রায় স্বাহা” বলিলে ক্ষত্রকে প্রীত করা হয় ; ক্ষত্র প্রীত হইয়া তাহাকে ব্রহ্ম হইতে রক্ষা করেন।

এই যে আছতিদ্বয়, ইহাই ক্ষত্রিয় যজমানের পক্ষে ইষ্টাগৃহের অবিনাশহেতু ; অতএব এই দুই আছতিই হোম করিবে।

পঞ্চম খণ্ড

আহবনীয়োপস্থান

ঐ ক্ষত্রিয় (রাজা) দেবতাবিশেষে ইন্দ্রের, চন্দ্রে ত্রিষ্টুভের, স্তোমে পঞ্চদশ স্তোমের, রাজত্বে মোমের সম্বন্ধযুক্ত এবং বন্ধু-সম্পর্কে তিনি রাজত্ব। দীক্ষিত হইয়াই তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, কেননা ইনি [তৎকালে] কৃষাজিন পরিধান করেন, দীক্ষিতের ব্রত আচরণ করেন ও ব্রাহ্মণকর্তৃক সঙ্গত হন। দীক্ষিত হইলে পর ইন্দ্র তাঁহার ইন্দ্রিয় হরণ করেন, ঐ রূপে ত্রিষ্টুপ্ বীৰ্য্য, পঞ্চদশ স্তোম আয়ু, মোম রাজ্য, পিতৃগণ যশ ও কীর্তি হরণ করেন। তাঁহারা তখন

বলেন, এই ঋত্রিয় এখন আমাদের হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে, এ এখন ব্রহ্ম হইয়াছে, এ এখন ব্রহ্মের নিকটে উপস্থিত আছে ।

দীক্ষার পূর্বে [পূর্বোক্ত] আহুতি দেওয়ার পর তিনি এই মন্ত্রে আহবনীর উপস্থান করিবেন, যথা—“ইন্দ্র দেবতা হইতে, ত্রিষ্ণুপ্ ছন্দ হইতে, পঞ্চদশ স্তোম হইতে, রাজা সোম হইতে, পিতৃসম্পর্কীয় বন্ধু হইতে আমি যেন স্বতন্ত্র না হই ; ইন্দ্র যেন আমার ইন্দ্রিয় হরণ না করেন, ত্রিষ্ণুপ্ বীর্য্য, পঞ্চদশ স্তোম আয়ু, সোম রাজ্য, পিতৃগণ যশ ও কীর্ত্তি হরণ না করেন ; আমি ইন্দ্রিয়, বীর্য্য, আয়ু, রাজ্য, যশ ও বন্ধুর সহিত অগ্নি দেবতার সমীপে উপস্থিত হইতেছি ; গায়ত্রী ছন্দের, ত্রিবৃৎ স্তোমের, রাজা সোমের ও ব্রহ্মের শরণ লইয়া আমি ব্রাহ্মণ হইতেছি ।” যে ব্যক্তি ঋত্রিয় হইয়াও এই আহুতি দ্বারা আহবনীর উপস্থান করেন, ইন্দ্র তাঁহার ইন্দ্রিয় হরণ করেন না, ত্রিষ্ণুপ্ বীর্য্য, পঞ্চদশ স্তোম আয়ু, সোম রাজ্য এবং পিতৃগণ যশ ও কীর্ত্তি হরণ করেন না ।

ষষ্ঠ খণ্ড

আহবনীয় উপস্থান

ঐ দীক্ষিত ঋত্রিয় এইরূপে দেবতাবিশয়ে অগ্নির, ছন্দে গায়ত্রীর, স্তোমে ত্রিবৃতের সম্বন্ধযুক্ত ও বন্ধুসম্পর্কে ব্রাহ্মণ হইয়া উদবসানীয় ইষ্টিদ্বারা সোমযাগ সমাপ্তির সময় পুনরায়

ক্ষত্রিয়তা প্রাপ্ত হন। উদবসান কালে অগ্নি তাঁহার তেজ হরণ করেন, গায়ত্রী বীৰ্য্য, ত্রিব্রুং স্তোম আয়ু, ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্ম যশ ও কীর্ত্তি হরণ করেন। তাঁহারা তখন বলেন, এই ব্যক্তি আমাদের হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে, এ এখন ক্ষত্র হইয়াছে, এ এখন ক্ষত্রের সমীপে উপস্থিত হইয়াছে। যজমান এখন অনুবক্ষ্য পশুর সমিষ্টযজুর্মন্ত্রপাঠের পর এই মন্ত্রে আহুতি দিয়া আহবনীয়ের উপস্থান করিবেন, যথা—“আমি যেন অগ্নিদেবতা হইতে, গায়ত্রী ছন্দ হইতে, ত্রিব্রুং স্তোম হইতে, ব্রহ্ম বন্ধু হইতে স্বতন্ত্র না হই; অগ্নি যেন আমার তেজ হরণ না করেন, গায়ত্রী বীৰ্য্য, ত্রিব্রুং স্তোম আয়ু. ও ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্ম যশ ও কীর্ত্তি হরণ না করেন; আমি যেন তেজ, বীৰ্য্য, আয়ু, ব্রহ্ম, যশ, কীর্ত্তি সহিত ইন্দ্রদেবতার নিকট উপস্থিত হইতে পারি; ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের, পঞ্চদশ স্তোমের, রাজা সোমের ও ক্ষত্রের শরণাপন্ন হইয়া আমি [পুনরায়] ক্ষত্রিয় হইতেছি। অহে দেব পিতৃগণ, অহে পিতা দেবগণ, আমি যাহা (যে ব্রাহ্মণ) হইয়াছি, তাহাই থাকিয়া যেন যাগ করিতে পাই; আমার এই ইচ্ছা, আমার এই পূৰ্ত্ত, আমার এই শ্রম, আমার এই হোম, [সমস্তই] স্বকীয় (স্বাধীন) হউক; অগ্নি সমীপস্থ হইয়া আমার এই কৰ্ম্মের দ্রষ্টা হউন, বায়ু সমীপস্থ হইয়া শ্রোতা হউন, ঐ আদিত্য পরে ইহা খ্যাপন করুন; এই আমি যাহা (যে ক্ষত্রিয়) হইয়াছি, তাহাই যেন থাকিতে পাই।”

যে যজমান ক্ষত্রিয় হইয়া এই আহুতিদ্বয়ে আহবনীয়ের উপস্থান করিয়া উদবসান করেন, অগ্নি তাঁহার তেজ হরণ

করেন না ; গায়ত্রী বীৰ্য্য, ত্রিৰং স্তোম আয়ু, ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্ম, যশ ও কীর্তি হরণ করেন না ।

সপ্তম খণ্ড

দীক্ষাবেদন

দীক্ষিত যজ্ঞমানের দীক্ষার বিষয় সৰ্বলোককে—দেবগণকে ও মনুষ্যগণকে—জানাইতে হয় ; ব্রাহ্মণ যজ্ঞমান সেস্থলে স্বীয় প্রবর নির্দেশ করিয়া আত্ম-পরিচয় দেন ; ক্ষত্রিয় দিক্রুপে পরিচয় দিবেন, তদ্বিষয়ে মীমাংসা যথা—
“অথাতো……প্রবরীরহু”

অনন্তর এই কারণে দীক্ষার সম্বন্ধে আবেদন (বিজ্ঞাপন) বিষয়ে প্রশ্ন হয়,—ব্রাহ্মণ দীক্ষিত হইলে “এই ব্রাহ্মণের দীক্ষা হইল” এই বলিয়া দীক্ষার বিজ্ঞাপন হয় ; ক্ষত্রিয় যজ্ঞমানের পক্ষে কিক্রুপে দীক্ষার বিজ্ঞাপন হইবে ? [উত্তর] দীক্ষিত ব্রাহ্মণের পক্ষে যেমন “এই ব্রাহ্মণের দীক্ষা হইল” এই বলিয়া দীক্ষার বিজ্ঞাপন হয়, সেইরূপ পুরোহিতের আর্ষেয় (প্রবর) নির্দেশ দ্বারা ক্ষত্রিয়ের দীক্ষার বিজ্ঞাপন করিবে । এ বিষয়ে ইহাই উচিত । কেননা, এই ক্ষত্রিয় আপনার আয়ুধসকল ফেলিয়া দিয়া ব্রহ্মের আয়ুধ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মরূপে ব্রহ্ম হইয়া যজ্ঞে উপস্থিত হন, সেইজন্য [ব্রাহ্মণ] পুরোহিতের আর্ষেয় দ্বারাই উহার দীক্ষার বিজ্ঞাপন করিবে, পুরোহিতের আর্ষেয় দ্বারাই প্রবর উল্লেখ করিবে ।

অষ্টম খণ্ড

হৃতশেষ ভোজন

দীক্ষণীয়াদি ইষ্টিতে ক্ষত্রিয় যজমানের পক্ষে যজমানভাগ ভক্ষণের বিরূপ ব্যবস্থা হইবে, তাহার মৌমাংসা যথা—“অথাতো……নেয়াৎ”

অনন্তর এই কারণে যজমানভাগ সম্বন্ধে প্রশ্ন হয় যে, ক্ষত্রিয় যজমান [ব্রাহ্মণযজমানের মত] যজমানভাগ ভক্ষণ করিবেন কি ভক্ষণ করিবেন না ? যদি ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে অহুতাদের হৃত-ভোজনে পাপ জন্মিবে, আর যদি ভক্ষণ না করেন, তাহা হইলে আত্মাকে (আপনাকে) যজ্ঞ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে ; কেননা, যজমানভাগ যজ্ঞস্বরূপ ।’

[কেহ ইহার উত্তরে বলেন] সেই যজমানভাগ কোন ব্রাহ্মণে সমর্পণ করিবে । কেননা, এই যে ব্রাহ্ম (ব্রাহ্মণহ), ইহা ক্ষত্রিয়ের পুরোহিতের স্থান ; এই যে পুরোহিত, তিনি ক্ষত্রিয়ের অর্দ্ধাত্মা (অর্দ্ধশরীর) স্বরূপ ; [ঐরূপ করিলে] ক্ষত্রিয়কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে [হৃতশেষ] ভক্ষণ করা হইবে না, অথচ পরোক্ষ ভাবে [অন্তরারা] ভক্ষণে ভক্ষণের ফললাভ হইবে । এই যে ব্রাহ্মা (ব্রাহ্মণ) ইনি প্রত্যক্ষ যজ্ঞস্বরূপ ; সমস্ত যজ্ঞ ব্রাহ্মোতেই প্রতিষ্ঠিত, যজমান যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত ; এই হেতু ঐ রূপ করিলে, জলে জল ও অগ্নিতে অগ্নি সমর্পণের

(১) যজ্ঞের হৃতশেষ যজমানকে ভক্ষণ করিতে হয়, নতুবা যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি ঘটে না, যজ্ঞ হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করা হয় । কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে হৃতভোজন নিষিদ্ধ, তাহা পূর্বে এই অধ্যায়ের প্রথমখণ্ডেই বলা হইয়াছে । পূর্বে দেখ ।

জায় যজ্ঞেই যজ্ঞ সমর্পণ করা হয় ; [ব্রাহ্মণভক্ষিত হোমদ্রব্য] ব্রাহ্মণেই মিশিয়া যায়, উহা আর ক্ষত্রিয়কে হিংসা করিতে পারে না ; এইজন্য ঐ যজমানভাগ ব্রাহ্মণেই সমর্পণ করিবে ।

অন্যের মতে, ঐ যজমানভাগ “প্রজাপতেবিভাগাম লোকস্তশ্মিন্স্থ দধামি মহ যজমানেন স্বাহা”—প্রজাপতির বিভান্ নামে যে লোক আছে, সেইস্থানে যজমানের সহিত তোমাকে (অর্থাৎ হোমদ্রব্যকে) স্থাপন করিতেছি, স্বাহা— এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া উচিত । কিন্তু ঐরূপ করিবে না । যজমানভাগ (হোমশো) যজমানস্বরূপ ; ঐরূপ করিলে যজমানকেই অগ্নিতে অর্পণ করা হইবে । যদি কেহ আসিয়া সেই হোমকর্তাকে বলে, তুমি যজমানকে অগ্নিতে অর্পণ করিয়াছ, অগ্নি ইহার প্রাণ সম্যকরূপে দগ্ধ করিবে ও যজমানের মৃত্যু ঘটিবে, তাহা হইলে অবশ্য সেইরূপই ঘটিবে । অতএব সে ইচ্ছাও করিবে না ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

বিশ্বস্তরের উপাখ্যান

ক্ষত্রিয়ের সোমভক্ষণ নিষিদ্ধ ; তৎসম্বন্ধে উপাখ্যান এই অধ্যায়ের বিষয় ।

স্বয়ম্ভার পুত্র বিশ্বস্তর শ্রাপর্গদিগকে (তন্মামক ব্রাহ্মণ-দিগকে) নিরাকৃত করিবার জন্য শ্রাপর্গদিগকে বর্জজন করিয়া

যজ্ঞের আহরণ করিয়াছিলেন। শ্রাপণেরা তাহা জানিতে পারিয়া সেই যজ্ঞে আগমন করিলেন ও যজ্ঞের বেদিমধ্যে আদীন হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া বিশ্বস্তর বলিলেন, এই শ্রাপণেরা পাপকন্ডকারী, ইহারা বেদিতে বসিয়া অপাৰিত্র বাক্য বলিতেছে, ইহাদিগকে উঠাইয়া দাও ; আমার বেদির মধ্যে যেন ইহারা বসিতে না পায়। [বিশ্বস্তরের নিবৃত্ত পুরুষেরা] তাহাই হউক, বলিয়া তাঁহাদিগকে উঠাইয়া দিল।

উষ্ঠিবার সময় শ্রাপণেরা কলরব করিয়া বলিতে লাগিলেন, পরিক্রিতের পুত্র জনমেজয় [ভূতবীরনাশক ঋত্বিক্দিগ্গোর সাহায্যে] যে কশ্যপ-বর্জিত যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাতে কশ্যপগণের মধ্যে অসিতমুগেরা সেই ভূতবীরদিগের নিকট হইতে সোমযাগকে [বলপূর্বক] কাড়িয়া লইয়াছিলেন ; অসিতমুগদিগের এই কৰ্ম্মদ্বারা কশ্যপেরা বীরত্ব-খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ; আমাদের মধ্যে এমন বীর কে আছে, যে এই [বিশ্বস্তরের] সোমযাগ কাড়িয়া লইতে পারে ?

মুগবুর পুত্র রাম' বলিয়া উঠিলেন, তোমাদের মধ্যে এই আমি সেই বীর আছি।

এই মুগবুপুত্র রাম শ্রাপণগণের মধ্যে অনুচান (বেদজ্ঞ) ছিলেন ; শ্রাপণদিগের সহিত বেদিতে দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, অহে রাজা, আমার মত বিদ্বান্কে ইহারা বেদি হইতে

(১) হুলে আছে “রামো মার্গবেগঃ” ; মার্গ অর্থ করেন, মুগবুর্নাম কাচিং ঘোষিং, তস্যোঃ পুত্রো মনামা কশিচিৎ ব্রাহ্মণঃ ।”

উঠাইতেছে !” [বিশ্বস্তর বলিলেন,] “অরে ব্রাহ্মণাধম, তুই
যে রূপ ব্যক্তি, তুই কিরূপে এমন বিদ্বান্ হইলি !”

দ্বিতীয় খণ্ড

বিশ্বস্তরের উপাখ্যান

[রাম বিশ্বস্তরকে বলিলেন] “ইন্দ্র ঋতোর পুত্র বিশ্বরূপকে
হত্যা করিয়াছিলেন, বৃত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন, যতিদিগকে
সালাবুকের মুখে অর্পণ করিয়াছিলেন, অরুমর্ষদিগকে বধ
করিয়াছিলেন, বৃহস্পতিকে প্রতিহত করিয়াছিলেন ; এই
সকল কারণে যখন দেবতারা ইন্দ্রকে বর্জন করেন, ইন্দ্র তখন
[দেবগণকর্তৃক] সোমপানে নিবারণিত হইয়াছিলেন’ । ইন্দ্রের
সোমপান নিবারণিত হইলে ক্ষত্রিয়ের সোমপান নিবারণিত
হইয়াছিল । পরে ইন্দ্র ঋতোর সোম বলপূর্বক পান করিয়া
সোমপানে পুনরায় অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা
অত্যাধি সোমপানে অধিকারী হইয়া আছে । সোমপানে
অনধিকারী ক্ষত্রিয়ের ভক্ষণীয় কি, যাহা ভক্ষণ করিলে ক্ষত্রিয়ের

(১) ইন্দ্রের ঐ পাঁচ অপরাধে ঋতোর সোমপান নিষিদ্ধ হয় । ঐ অপরাধের উপাখ্যান শাখাস্তরে
বর্ণিত হইয়াছে । ঋতোর পুত্র বিশ্বরূপকে ইন্দ্র হত্যা করিয়া ব্রহ্মহত্যায় লিপ্ত হন । ঋতু বৃত্রনামে
ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করেন, ইন্দ্র সেই বৃত্রকেও হত্যা করেন । ইন্দ্র যতিবেশধারী অহুরদিগকে ছেদন
করিয়া সালাবুক দ্বারা খণ্ডাইয়াছিলেন (সালাবুক = আরণ্য বৃক্ষ) । ইন্দ্র অরুমর্ষ নামক
ব্রাহ্মণবেশধারী অহুরদিগকে হত্যা করেন । তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণও কৌষীতকি-ব্রাহ্মণোপনিষৎ মধ্যে
এই সকল উপাখ্যান আছে । পরে ইন্দ্র ঋতোর সোম বলপূর্বক পান করিয়াছিলেন ।

সম্বন্ধি ঘটবে, ইহা যে ব্যক্তি জানে, সেই বিদ্বান্কে ইহার।
বেদি হইতে কি রূপে উঠাইতে চাহে !”

[বিশ্বস্তুর বলিলেন] “অহে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের কি ভক্ষ্য,
তাহা তুমি জান কি ?” [রাম বলিলেন] “জানি বৈ কি” ।
[বিশ্বস্তুর বলিলেন] “তবে ব্রাহ্মণ, আমাকে তাহা বল”,
[রাম বলিলেন] “আচ্ছা, রাজা, তোমাকে তাহা বলিতেছি ।”

তৃতীয় খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্যানির্দেশ

পরবর্তী কতিপয় খণ্ডে ক্ষত্রিয়েন পক্ষে কোন ভক্ষ্য নিষিদ্ধ ও কি বিহিত,
মার্গবেয় রাম তাহা বিশ্বস্তরকে বুঝাইতেছেন যথা :—

“[তোমার নিষুক্ত অনভিস্কৃত ঋদ্ধিকেরা] সোম, দধি ও
জল, এই তিন ভক্ষ্যমধ্যে কোন একটা হয় ত [তোমার
অর্থাৎ ক্ষত্রিয় যজমানের জন্য] আহরণ করিবেন । যদি সোম
অনা হয়, উহা ত ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য, উহাতে ব্রাহ্মণের প্রীতি
জন্মিতে পারে, কিন্তু উহা ভক্ষণ করিলে তোমার বংশে যে
সন্তান জন্মিবে, সে ব্রাহ্মণের তুল্য হইয়া [পরের দান] গ্রহণ
করিবে, সকলের নিকট [যজ্ঞের সোম] পান করিবে, [পরের
নিকট] অন্ন যাদ্ধা করিবে, অপরে ইচ্ছামত তাহাকে [ঘর
হইতে] তাড়াইয়া দিবে । ফলতঃ ক্ষত্রিয় যখন পাপ (নিষিদ্ধ
আচরণ) করে, তখন তাহার বংশে ব্রাহ্মণকুল সন্তান জন্মে ;
উহার দ্বিতীয় পুরুষ বা তৃতীয় পুরুষ ব্রাহ্মণতা প্রাপ্ত হইয়া
ব্রাহ্মণোচিত স্বত্তিতে কষ্টে জীবিকা নির্বাহে বাধ্য হইবে ।

“আর যদি দধি আনা হয়, উহা বৈশ্বগণের ভক্ষ্য ; উহাতে বৈশ্বের প্রীতি জন্মিতে পারে । উহার ভক্ষণে তোমার বংশে যে সন্তান জন্মিবে, সে বৈশ্বতুল্য হইয়া অপরের শুদ্ধদান করিবে, অপরের অধীন হইবে, অপরের ইচ্ছাক্রমে তিরস্কার্য হইবে । ফলে ক্ষত্রিয় যখন পাপ করে, তখন তাহার বংশে বৈশ্বকল্প সন্তান জন্মিতে পারে ; তাহার দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষ বৈশ্বত্ব লাভ করিয়া বৈশ্বরতিতে জীবিকা নির্বাহ করিবে ।

“আর যদি জল আনা হয়, এই জল ত শূদ্রের ভক্ষ্য ; উহাতে শূদ্রের প্রীতি জন্মিতে পারে ; উহার ভক্ষণে তোমার বংশে যে সন্তান জন্মিবে সে শূদ্রতুল্য হইয়া অপরের অনুজ্ঞায় বাধ্য হইবে, অপরের ইচ্ছায় উঠিবে বসিবে, অপরের ইচ্ছামত বধ্য হইবে । ক্ষত্রিয় যখন পাপ করেন, তখন তাহার বংশে শূদ্রকল্প সন্তান জন্মিতে পারে, উহার দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষ শূদ্রত্ব লাভ করিয়া শূদ্ররতিতে জীবিকা নির্বাহ করিবে ।

চতুর্থ খণ্ড

ভক্ষ্যমিরূপণ

“অহে রাজা, এই যে তিনটি ভক্ষ্যের কথা বলা হইল, ক্ষত্রিয় যজ্ঞমান, ইহার ইচ্ছা করিবেন না । তবে

তাঁহার নিজের ভক্ষ্য কি ? অগ্ৰোধ (বট) বৃক্ষের অবরোধ^১ (শাখালম্বী মূল) এবং উদ্বৃষর, অশ্বখ ও প্লক্ষবৃক্ষের ফল । এই সকলের অভিষব করিবে ও ইহাই ভক্ষণ করিবে ; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ইহাই নিজ ভক্ষ্য ।

“দেবগণ যে ভূমির উপরে যজ্ঞ করিয়া স্বর্গ লোকে গিয়াছিলেন, সেই ভূমিতে তাঁহারা চমসসকল ন্যূজ (অধোমুখ) করিয়া রাখিয়াছিলেন ; সেই ন্যূজ চমসসকলই অগ্ৰোধে পরিণত হইয়াছিল । এখনও সেইস্থানে অগ্ৰোধকে ন্যূজ বলিয়া থাকে । সেই কুরুক্ষেত্রেই অগ্ৰোধ প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল ; অন্যদেশে অগ্ৰোধসকল তাহা হইতেই জন্মিয়াছে । সেই চমসসকল অক্ অর্থাৎ নিম্নমুখে [অব-] রোহণ করিয়াছিল, এইজন্য অগ্ৰোধও নিম্নমুখে রোহণ করে ও উহার নামও অগ্ৰোহ । অগ্ৰোহ হওয়াতেই উহাদিগকে পরোক্ষভাবে “অগ্ৰোধ” নাম দেওয়া হয় ; দেবগণ এইরূপ পরোক্ষ নামই ভাল বাসেন ।

পঞ্চম খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্যানির্দেশ

“সেই চমসমধ্যে যে রস ছিল, তাহা অবাঙ্খুথ (অধোমুখ) হইয়া অবরোধে পরিণত হইয়াছিল ; আর যাহা উর্দ্ধমুখে

(১) অবরোধাঃ শাখাতোহবাঙ্, বৃখ্ষেণ প্ররোহন্তো মূলবিশেষাঃ ।

গিয়াছিল, তাহা ফলে পরিণত হইয়াছিল। যে ক্ষত্রিয়
 ঋগ্বেদের অবরোধ ও ফল ভক্ষণ করেন, তিনিই স্বকীয় ভক্ষ্য
 হইতে বঞ্চিত হন না, এবং পরোক্ষে তাঁহার সোমপানই
 করা হয়, প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার সোমপান হয় না। এই যে
 ঋগ্বেদ, ইহা পরোক্ষভাবে রাজা সোমের স্বরূপ, এবং এই
 যে ক্ষত্রিয়, ইনিও পুরোহিতের দ্বারা ও দীক্ষাদ্বারা ও [পুরো-
 হিত-সম্পর্কযুক্ত] প্রবর দ্বারা পরোক্ষভাবেই ব্রহ্মের (অর্থাৎ
 ব্রাহ্মণের) রূপের সমীপবর্তী হন। এই যে ঋগ্বেদ, ইনি
 বনস্পতিগণের মধ্যে ক্ষত্রস্বরূপ ; রাজাও ক্ষত্রস্বরূপ ; তিনি
 রাষ্ট্রে থাকিয়া [রাজ্যে] প্রতিষ্ঠিত হইয়াও [রাজ্যের অন্তর]
 বিস্তীর্ণ থাকেন ; আর ঋগ্বেদও ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া
 অবরোধ (অখোলস্বী মূল) দ্বারা [বহুদূরে] বিস্তীর্ণ থাকে।
 সেইজন্য ক্ষত্রিয় যজমান যে ঋগ্বেদের অবরোধ ও ফল ভক্ষণ
 করেন, এতদ্বারা তিনি বনস্পতিসকলের ক্ষত্রকে আত্মার
 মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন, ও আত্মাকেও ক্ষত্রমধ্যে প্রতিষ্ঠিত
 করেন। যে ক্ষত্রিয় যজমান এইরূপে এই ভক্ষ্য ভক্ষণ করেন,
 তিনি বনস্পতিসকলের ক্ষত্রকে আপনার ক্ষত্রে প্রতিষ্ঠিত
 করেন এবং ঋগ্বেদ যেমন অবরোধদ্বারা ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত
 হয়, তিনিও সেইরূপ রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হন ; তাঁহার
 রাষ্ট্রও উগ্র (তেজস্বী) থাকিয়া অন্তের নিকট ব্যথা
 পায় না।

ষষ্ঠ খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্যনিরূপণ

“তদনন্তর উদ্বৃষের বিষয় । এই যে উদ্বৃষ, ইহা রস হইতে ও অন্ন হইতে বনস্পতিরূপে জন্মিয়াছিল । ইহা বনস্পতিগণের মধ্যে ভোজনযোগ্য । ইহার ভক্ষণে এই ক্ষত্র-
মধ্যে রসের, অন্নের এবং বনস্পতিগণের ভোজনযোগ্য দ্রব্যের
স্থাপনা হয় ।

“তদনন্তর অশ্বথের বিষয় । এই যে অশ্বথ, ইহা তেজ হইতে বনস্পতিরূপে জন্মিয়াছিল । ইহা বনস্পতিগণের মধ্যে সাত্রাজ্যস্বরূপ । ইহার ভক্ষণে এই ক্ষত্রে তেজের
ও বনস্পতিগণের সাত্রাজ্যের স্থাপনা হয় ।

“অনন্তর প্লক্ষের বিষয় । এই যে প্লক্ষ, ইহা যশ হইতে বনস্পতিরূপে জন্মিয়াছিল । ইহা বনস্পতিগণের স্বারাজ্য-
স্বরূপ ও বৈরাজ্য স্বরূপ’ । ইহার ভক্ষণে এই ক্ষত্রে যশের
এবং বনস্পতিগণের স্বারাজ্যের ও বৈরাজ্যের স্থাপনা হয় ।

“এই [যজমান] ক্ষত্রিয়ের জন্ম এই সকল ভক্ষ্য পূর্বেই
সংগ্রহ করিতে হয় ; তাহার পর সোম রাজার ক্রয় হয় ।
ঋত্বিকেরা রাজা সোমের দ্বারাই উপবসথদিন অবধি সমুদয়
অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন । উপবসথদিনে অধ্বর্যু পূর্ব হই-
তেই এই দ্রব্যগুলি আহরণ করিবেন যথা—অধিববণের জন্ম

চন্দ্র, অধিবর্ণের জন্য দুইখানি ফলক, দ্রোণকলশ, দশাপবিত্র, (অধিবর্ণার্থ) অদ্বিখণ্ড, পূতভূৎ ও আধবর্নীয় পাত্র, স্থালী, উদকন (উন্নয়নপাত্র) এবং চমস। যখন প্রাতঃকালে রাজা সোমের অভিষেক হয়, তখন ঐ [অগ্নিগোদাদি] দুইভাগে গ্রহণ করিবে; তাহার মধ্যে একভাগের [ঐ প্রাতঃকালেই] অভিষেক করিবে, অবশিষ্ট অণুভাগ মাধ্যম্নিনসবনের জন্য রাখিয়া দিবে।^১

সপ্তম পণ্ড

ক্ষত্রিয়ের ভক্ষা

“যখন অন্য ঋত্বিকেরা আপনাদের ত্রৈত চমস উন্নয়ন করেন, সেই সময়ে এই [ক্ষত্রিয়] যজমানের চমসেরও উন্নয়ন করিবে।^১ উহা দ্বিগাছি তরুণ (ছোট) দর্ভ (কুশ)

(২) এইখানে সোমধাগে ব্যবহৃত দ্রব্যের একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। সোমলতা হইতে প্রস্তরের আঘাতে রস বাহির করার নাম অভিষেক। যে চন্দ্রের উপর সোমলতা রাখিয়া রস নিষ্কাশিত হয়, তাহার নাম অধিবর্ণ চন্দ্র; যে কণ্ঠফলকদ্বয়ের মাঝে সোম রাখিয়া প্রস্তরের আঘাত করা যায়, তাহাই অধিবর্ণ ফলক। যে প্রস্তরদ্বারা আঘাত করা হয়, তাহাই অদ্বি বা প্রাণ। নিষ্কাশিত সোমরস যে পাত্রে রাখা যায়, তাহা আধবর্নীয়; উহা হইতে রস ছাঁকিয়া অণু পাত্রে রাখা হয়, এই পাত্র পূতভূৎ। যে কথলে ছাঁকা হয়, তাহা দশাপবিত্র। স্থালী নামক ছোট পাত্রে আজাদিও রক্ষিত হয়। দ্রোণকলশ নামক বৃহৎ পাত্রও ব্যবহৃত হয়। গ্রহ ও চমস হইতে সোমরস অগ্নিতে দগ্ধ ঢালা হয়। উদকন নামক পাত্রে সোমধারা আহুতির জন্য গৃহীত হয়।

(১) প্রাতঃসবনে ও মাধ্যম্নিনে ঋত্বিকদের পক্ষে দুইবার করিয়া এবং তৃতীয়সবনে একবার মাত্র চমসভক্ষণ অর্থাৎ চমস হস্তে সোমপান বিধেয়। যেখানে দুইবার ভক্ষণের বিধি, সেখানে

রাখিবে। তাহার একগাছি [আহুতিকালে] বষট্কার উচ্চারণের পর স্বাহাকারসহিত “দধিক্রাব্ণো অকারিষম্”^২ এই ঋকে পরিধির ভিতর নিষ্কেপ করিবে, অন্যগাছি অনুবষট্কারের পর “আ দধিক্রাঃ শবসা পঞ্চ কৃষ্টীঃ”^৩ এই ঋকে নিষ্কেপ করিবে।

“হোমের পর যখন ঋত্বিকেরা আপন চমস আহরণ করিবেন, তখন যজমানের চমসও আহরণ করিতে হইবে। [চমস ভক্ষণের জন্য] যখন আপন চমস উর্দ্ধে তুলিবেন, তখন যজমানের চমসও উর্দ্ধে তুলিতে হইবে। হোতা যখন ইড়ার আহ্বান করিয়া আপন চমস ভক্ষণ করিবেন, তখন এই মন্ত্রে যজমানও তাঁহার চমস ভক্ষণ করিবেন; যথা “যদত্র শিষ্টং রসিনঃ স্নতস্ত্র যদিদ্ভো অপিবচ্ছচীভিঃ। ইদং তদস্ত্র মনসা শিবেন সোমং রাজানমিহ ভক্ষয়ামি”^৪—ইন্দ্র শচীগণদ্বারা সংস্কৃত অভিযুত ও রসযুক্ত যে হোমদ্রব্যের অবশেষ পান করিয়াছিলেন, সেই দ্রব্যের এই অবশেষকে রাজা সোমের স্বরূপ ভাবিয়া মঙ্গলপূর্ণ মনে এস্থলে ভক্ষণ করিতেছি। যে ক্ষত্রিয় যজমান এই ভক্ষ্যকে এইরূপে ভক্ষণ করেন, এই বনস্পতিজাত ভক্ষ্য তাঁহার মঙ্গলপ্রদ হয়, মঙ্গলপূর্ণ মনে উহা ভক্ষিত হয়, তাঁহার

প্রথমবারে ত্রৈতচমস ও দ্বিতীয়বারে নরাশংসচমস নাম দেওয়া হয়। ঋত্বিকেরা আপনাদেও দশ চমস উন্নয়ন করিয়া সোমপূর্ণ করেন; আহুতির পর স্ততশেষ ভক্ষণ করেন। ঋত্বিরযজমানেও চমস স্তম্ভোদ্যের অবরোধাদির রসদ্বারা পূর্ণ করিয়া উন্নয়ন করিতে হয়।

(২) ৪১৩৮। (৩) ৪১৩৮।১০। (৪) শচী—কর্ম্মবিশেষ (সাধারণ)।

(৫) এস্থলে চমসজ্ঞান স্তম্ভোদ্যের অবরোধ বা স্তম্ভোদ্যঃফলেন রসকেই সোমস্বরূপ করণ করা হইতেছে।

রাষ্ট্র উগ্র (তেজস্বী) থাকিয়া অগ্নের নিকট ব্যথা পায় না ।
তৎপরে “শং ন এধি হৃদে পীতঃ প্রণ আযুর্জীবসে সোম তারীঃ”
—হে সোম (সোমস্থানীয় ভক্ষ্য), তুমি পীত হইয়া আমাদের
হৃদয়ে স্তম্ভদান কর এবং জীবনার্থ আয়ুঃপ্রদান কর—এই মন্ত্র
পাঠ করিয়া [হস্তদ্বারা] আপনার [হৃদয়] স্পর্শ করিবে ।

“[এইরূপে মন্ত্রপূর্বক] স্পর্শ না করিলে ঐ ভক্ষ্য, এই
ব্যক্তি ভক্ষণে অযোগ্য হইয়াও আমাকে ভক্ষণ করিতেছে,
এই মনে করিয়া [ভক্ষণকারী] মনুষ্যের আয়ু বিনাশে সমর্থ
হয় । সেইজন্য [ভক্ষণের পর] ঐ মন্ত্রদ্বারা যে হৃদয় স্পর্শ
করা হয়, ইহাতে আয়ুর বর্দ্ধন সাধিত হয় ।

“আপ্যায়স্ব সমেতু তে”^১ এবং “সং তে পয়াংসি সমু যন্তু
বাজাঃ”^২ এই দুই অনুকূল মন্ত্রে চমসের আপ্যায়ন (পূরণ)
করা হয় ; বাহা যজ্ঞে অনুকূল, তাহাই সমুদ্র !

অষ্টম খণ্ড

ঋত্বিজের ভক্ষ্য

“তদনন্তর (আপ্যায়নের পর) ঋত্বিকদিগের চমস রাখিবার
সময় যজ্ঞমানের চমসও রাখিতে হইবে ; ঋত্বিকদের চমস
প্রকম্পনের সময় যজ্ঞমানের চমসেরও প্রকম্পন করিবে ।
অনন্তর ভক্ষণার্থ আহরণ করিয়া এই মন্ত্রে ভক্ষণ করিবে ।

“নরাশংসপীতস্ত দেব সোম তে মতিবিদ উমৈঃ পিতৃভি-
 র্ভক্ষিতস্ত ভক্ষয়ামি”—হে সোম দেব, নরাশংসযজ্ঞে পীত,
 উমনামক পিতৃগণকর্তৃক ভক্ষিত এবং আগাদের অভিপ্রায়জ্ঞ
 তোমাকে ভক্ষণ করিতেছি—এই মন্ত্রে প্রাতঃসবনে ভক্ষণ
 করিবে। মাধ্যন্ধিনে [ঐ মন্ত্রের “উমৈঃ” পদ স্থলে] “উরৈঃ”
 এবং তৃতীয়সবনে “কাব্যৈঃ” বসাইবে। উমনামক পিতৃগণ
 প্রাতঃসবনের, উরুর্নামক পিতৃগণ মাধ্যন্ধিনের এবং কাব্য-
 নামক পিতৃগণ তৃতীয়সবনের ; এতদ্বারা অমৃত পিতৃগণকে
 সেই সেই সবনের ভাগী করা হয়।’ সোমপায়ী প্রিয়ব্রত
 বলিয়া গিয়াছেন, যে কোন পিতা সবনে ভাগ পান, তিনিই
 “অমৃত” শব্দের লক্ষ্য হইয়া থাকেন। যে ক্ষত্রিয় যজমান
 এইরূপে ঐ ভক্ষ্য ভক্ষণ করেন, তাঁহার পিতৃগণ অমৃত হইয়া
 সবনের ভাগী হইয়া থাকেন, তাঁহার রাষ্ট্রও উগ্র (তেজস্বী)
 থাকিয়া অন্তের নিকট ব্যথা পায় না।

“[প্রাতঃসবনের ন্যায় অন্য দুই সবনেও] সমান মন্ত্রে
 শরীর স্পর্শ ও সমান মন্ত্রে চমসের আপ্যায়ন করিতে হয়।

“[সোমপ্রয়োগ বিষয়ে] প্রাতঃসবনে যে বিধি, [কলাচমস
 বিষয়েও] প্রাতঃসবনে সেইরূপ অনুষ্ঠান করিলে ; মাধ্যন্ধিনের
 বিধি অনুসারে মাধ্যন্ধিনে ও তৃতীয়সবনের বিধি অনুসারে
 তৃতীয়সবনে অনুষ্ঠান করিবে।”

স্বয়ম্ভার পুত্র বিশ্বন্তরকে যুগবুর পুত্র রাম এইরূপে
 সেই [ক্ষত্রিয় যজমানের] ভক্ষ্যের কথা বলিয়াছিলেন।

(১) পিতৃগণ দ্বিবিধ ; তাঁহারা মনুখালোক হইতে মৃত্যুর পর পিতৃলোকে গিয়াছেন, তাঁহারা
 “উমৈঃ”, আর যাহারা পৃথিবীতে পিতৃলোকে গিয়াছেন, তাঁহারা “কাব্যৈঃ” । (সাহস)

তিনি এই কথা বলিলে বিশ্বন্তর তাঁহাকে বলিলেন, অহে, ব্রাহ্মণ, তোমাকে আমি সহস্র [গাভী] দিতোছ ; আমার যজ্ঞে স্থাপণেরা উপস্থিত থাকুন ।

ঐ রূপ ভক্ষ্যের কথা পূর্বের তুর কাববেয় জনমেজয় পারিক্রিতকে বলিয়াছিলেন । পর্বত ও নারদ সোমক-সাহদেব্যকে, সোমক সহদেব-সার্জ্যকে, সহদেব কজ্র-দৈবায়ধকে, কজ্র ভীম-বৈদর্ভকে, ভীম নম্বজিৎ-গান্ধারকে বলিয়াছিলেন । অপিচ ইহা অগ্নি সনশ্রুতকে বলিয়াছিলেন, সনশ্রুত অরিন্দমকে, অরিন্দম ক্রতুবিৎকে, ক্রতুবিৎ জানকিকে বলিয়াছিলেন । পুনশ্চ, ইহা বসিষ্ঠ স্বেদাম্ পৈতৃবনকে বলিয়াছিলেন । তাঁহারা সকলেই এই ভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া মহত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সকলেই মহারাজ হইয়াছিলেন এবং সকল দিক্ হইতে বলি (রাজকর) আদায় করিয়া তাঁহারা শ্রীযুক্ত হইয়া আদিত্যের ন্যায় [শক্রগণকে] তাপ দিয়াছিলেন । যে ক্ষত্রিয় ব্রহ্মমান এইরূপে এই ভক্ষ্য ভক্ষণ করেন, তিনি শ্রীযুক্ত হইয়া সকল দিক্ হইতে বলি আদায় করিয়া আদিত্যের মত তাপ দিতে সমর্থ হন ; তাঁহার রাষ্ট্র উগ্র থাকিয়া কাহারও নিকট ব্যথা পায় না ।

অষ্টম পত্রিকা

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

— ০ —

প্রথম খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের শস্ত্র

সোমযাগে ক্ষত্রিয়জ্ঞমানের ভক্ষ্য নিরূপিত হইল। এখন স্তোত্র ও শস্ত্র সম্বন্ধে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিশেষ বিধি এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

অনন্তর স্তোত্র ও শস্ত্রসম্বন্ধে বলা হইবে। [ক্ষত্রিয়-পক্ষে] প্রাতঃসবন ঐকাহিক যজ্ঞের সমান ও তৃতীয় সবনও ঐকাহিক যজ্ঞের সমান'; এই দুই ঐকাহিক সবন শান্তি-কর, সুকল্লিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত; এতদ্বারা শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও [যজ্ঞের] সুসম্পাদন ঘটে; যজ্ঞও ইহাতে ভ্রষ্ট হয় না। যাহাতে [বৃহৎ ও রথন্তর] উভয় সামের প্রয়োগ আছে এবং যাহাতে বৃহৎ সাম হইতে পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে যেমন মাধ্যম্নিন পবমানের বিধয় বলা হইয়াছে, [ক্ষত্রিয়পক্ষে মাধ্যম্নিন সবনেও] সেইরূপ উভয় সামের প্রয়োগ হইবে।

(১) এই দুই সবনে ক্ষত্রিয়জ্ঞমানের পক্ষে কোন বিশেষ বিধি নাই। প্রকৃতিগত্রে সাধারণ যে বিধি, ক্ষত্রিয়ের পক্ষেও সেই বিধি। মাধ্যম্নিনসবনে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিশেষ বিধি আছে।

(২) বৃহৎ ও রথন্তর এই উভয় সামের একদিনে প্রয়োগ সাধারণতঃ নিষিদ্ধ। তবে অভিজিৎগাদি ঐকাহিক যাগে ঐ রূপ প্রয়োগ আছে। ক্ষত্রিয়ের মাধ্যম্নিন সবনে উভয় সাম প্রয়োগের ব্যবস্থা হইতেছে। মাধ্যম্নিন পবমানস্তোত্রে রথন্তর প্রযুক্ত হইবে এবং বৃহৎসামে মাধ্যম্নিন পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন হইবে ইত্যাহি বিশেষ বিধি।

“আ হা রথং যথোত্যে”^৩ এই ত্র্যুচে নিষ্পন্ন প্রতিপৎ রথন্তরের সম্বন্ধযুক্ত এবং “ইদং বসো হৃতমন্ধঃ”^৪ এই ত্র্যুচে নিষ্পন্ন অনুচরও রথন্তরের সম্বন্ধযুক্ত। এই যে মরুত্বতীয় শস্ত্র, ইহাই পবমান স্তোত্রের উক্থ ; পবমানস্তোত্রে রথন্তরের প্রয়োগ হয় ও বৃহৎ হইতে পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন হয়। এতদুভয় দ্বারা মাধ্যন্দিনসবনকে বীৰ্যযুক্ত করা হয়। এই যে রথন্তর-যুক্ত স্তোত্র, ইহার পর প্রতিপৎ ও অনুচরের অনুশংসন হয়।^৫

রথন্তর ব্রহ্মস্বরূপ ও বৃহৎ ক্ষত্রস্বরূপ ; ব্রহ্ম ক্ষত্রের পূর্ববর্তী ; ব্রহ্ম পূর্ববর্তী থাকিলে ক্ষত্রিয় যজমানের রাষ্ট্রও উগ্র হইয়া অন্যের নিকট ব্যথা পায় না। রথন্তর অন্নস্বরূপ, এই জন্য ঐ [ক্ষত্রিয়] যজমানের জন্য অন্নকেই পূর্ববর্তী করা হয়। অথবা এই পৃথিবী রথস্বরূপ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ ; এতদ্বারাও ঐ যজমানের জন্য প্রতিষ্ঠাকেই পূর্ববর্তী করা হয়।

ইন্দ্রনিহব প্রগাথ [এশ্বলেও প্রকৃতি যজ্ঞের সহিত] সমান হইবে ও অবিকৃত হইবে। সেই প্রগাথ অনুষ্ঠানের অনুকূল।

(৩) ৮।৬।১। (৪) ৮।২।১।

(৫) মাধ্যন্দিন সবনে মরুত্বতীয় ও নিক্বেদ্যা এই দুই শস্ত্রের প্রয়োগ আছে। রাজস্বযজ্ঞে এই দুই শস্ত্রের নাম যথাক্রমে পবমান উক্থ এবং গ্রহ-উক্থ। মরুত্বতীয় শস্ত্রের পূর্বে পবমানস্তোত্র গীত হয়। “আ হা রথং” ইত্যাদি ত্র্যুচ মরুত্বতীয়ের প্রতিপৎ ; পবমানস্তোত্রেও উল্লাভগণ ঐ ত্র্যুচে রথন্তর সাম করিয়া থাকেন। “ইদং বসো হৃতমন্ধঃ” এই ত্র্যুচ মরুত্বতীয় শস্ত্রে প্রতিপদের অনুচর ; এই জন্য উহাও রথন্তরের সম্বন্ধযুক্ত হইল। পবমানস্তোত্রের পর যে পৃষ্ঠস্তোত্র গীত হয়, তাহাতে বৃহৎ সামের প্রয়োগ। জলকৃত্ত বহনের জন্ত যে কাঠদণ্ড কাঁধের উপর থাকে, বাহার হইপ্রান্তে কুন্তলর কুলে, তাহার নাম বীৰ্য (বাঁক)। রথন্তর ও বৃহৎ উভয় সামের প্রয়োগ হেতু মাধ্যন্দিন সবনের সহিত উহার সাধুত্ব !

“উৎ”-শব্দ-বিশিষ্ট [“উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে” ইত্যাদি] ব্রাহ্মণ্য-
স্পত্য প্রগাথও থাকিবে। উহা [বৃহৎ ও রথন্তর] উভয়
সামের অনুকূল ; [ঐ প্রগাথে] উভয় সামেরই প্রয়োগ হয়।

ধায্যাসমূহও [প্রকৃতি যজ্ঞের] সমান ও অবিকৃত হইবে ;
উহারাও অনুষ্ঠানের অনুকূল।

[“প্র ব ইন্দ্রায় বৃহতে” ইত্যাদি] মরুত্বতীয় প্রগাথও
ঐকাহিক [প্রকৃতি যজ্ঞের] সমান হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

শস্ত্র-নিরূপণ

মাধ্যান্দিনের শস্ত্র সম্বন্ধে অত্রাণ্ড কথা—“জনিষ্ঠা উগ্রঃ.....ক্রিয়েতে”

“জনিষ্ঠা উগ্রঃ সহসে তুরায়” ইত্যাদি [মরুত্বতীয় শস্ত্রের
নিবিধানীয়] সূক্ত উগ্রশব্দযুক্ত ও সহঃ-শব্দযুক্ত হওয়ায় ক্ষত্রের
লক্ষণযুক্ত ; উহার “মন্দ্র ওজিষ্ঠঃ” এই অংশ ওজঃশব্দযুক্ত
হওয়ায় উহাও ক্ষত্রের লক্ষণযুক্ত ; “বহুলাভিমানঃ” এই অংশ
“অভি” শব্দযুক্ত হওয়ায় [শত্রুগণের] অভিভবে অনুকূল।
ঐ সূক্তে এগারটি থাক্ আছে। ত্রিষ্টুভের এগার অক্ষর ;
রাজন্ ত্রিষ্টুভের সম্বন্ধযুক্ত। ত্রিষ্টুপ্ ওজঃ, ইন্দ্রিয় ও বীর্ঘ্যের
স্বরূপ ; রাজন্ ও ওজঃ, পুত্র ও বীর্ঘ্যের স্বরূপ ; এতদ্বারা
যজমানকে ওজঃ, পুত্র ও বীর্ঘ্যদ্বারা সম্বন্ধ করা হয়। ঐ সূক্ত

গৌরিবীত ঋষিদৃষ্ট; গৌরিবীতদৃষ্ট সূক্ত সম্পর্কে এই মরুত্বীয় শস্ত্রও সমুদ্র হয়; ইহার ব্রাহ্মণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে।^১

“ত্বামিদ্ধি হবামহে”^২ ইত্যাদি [নিষ্কেবল্য শস্ত্রের প্রতিপৎ] ত্র্যচ হইতে বৃহৎ-সাগমাধ্য পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন হয়। বৃহৎ ক্ষত্রস্বরূপ, ইহাতে ক্ষত্রদ্বারা ক্ষত্রের সমৃদ্ধি ঘটে। বৃহৎ ক্ষত্রস্বরূপ আর নিষ্কেবল্য শস্ত্র যজমানের আত্মা (শরীর); এই জন্য ঐ যে বৃহৎ সাগদ্বারা পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন হয়, বৃহৎ ক্ষত্রস্বরূপ হওয়ায় ক্ষত্রদ্বারাই ঐ যজমানকে সমুদ্র করা হয়। আবার বৃহৎ জ্যেষ্ঠতা (বয়োবৃদ্ধি) স্বরূপ; ইহাতে যজমানকে জ্যেষ্ঠতাদ্বারা সমুদ্র করা হয়। বৃহৎ শ্রেষ্ঠতাস্বরূপ; ইহাতে যজমানকে শ্রেষ্ঠতাদ্বারা সমুদ্র করা হয়।

“অভি ত্বা শূর নোনুমঃ”^৩ এই রথন্তরের আধার ত্র্যচকে [নিষ্কেবল্য শস্ত্রের] অনুচর করা হয়।

এই [ভূ] লোক রথন্তর এবং ঐ [স্বর্গ] লোক বৃহৎ। ঐ লোক এই লোকের অনুরূপ এবং এই লোক ঐ লোকের অনুরূপ। এই হেতু এই যে রথন্তরের আধার মস্ত্রে অনুরূপ করা হয়, ইহাতে যজমানকে উভয় লোকেই সম্যক্রূপে ভোগসমর্থ করা হয়। আবার রথন্তর ব্রহ্ম এবং বৃহৎ ক্ষত্র; ক্ষত্র নিশ্চিতই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মও ক্ষত্রে প্রতি-

(২) “ত্বা ইবং যজমান জননম্” ইত্যাদি ব্রাহ্মণ; পূর্বে দেখ।

(৩) ৬।৪।১। (৪) ৭।১৩।২২।

(৫) “ত্বামিদ্ধি” ইত্যাদি এবং “অভি ত্বা শূর” ইত্যাদি এই দুই প্রগাথে দুইটি করিয়া ঋক আছে, কিন্তু প্রয়োগের সময় দুই একে তিনদিকে পরিণত করিয়া উহারিগকে শস্ত্রের প্রতিপৎ ও অনুচরে পরিণত করা হয়।

ষ্ঠিত । ইহাতেও ঐ [নিষ্কেবল্য] শাস্ত্রের ঐ সামের সহিত
সযোনিহ (সমানস্থানহ) সম্পাদন করা হয় ।

“যদ্বাবান”^৬ ইত্যাদি ধায়া ; তাহার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ পূর্বের
উক্ত হইয়াছে ।^৭

“উভয়ং শৃণবচ্চ নঃ”^৮ ইত্যাদি সামপ্রগাথ [বৃহৎ ও
রথন্তর] উভয় সামের অনুকূল ; উভয় প্রগাথে উভয় সামেরই
প্রয়োগ করিবে ।

তৃতীয় খণ্ড

শস্ত্র নিরূপণ

“তমু ক্ষুহি যো অভিভূত্যোজাঃ” [নিষ্কেবল্য শাস্ত্রের
এই নিবন্ধনীয়] সূক্তে “অভি” শব্দ থাকায় উহা [শস্ত্রের]
অভিভব পক্ষে অনুকূল । [ঐ ঋকের] “অষাঢ়মুত্রং সহ-
মানমাভিঃ” এই [তৃতীয় চরণে] উগ্র শব্দ ও সহমান শব্দ
থাকায় উহা ক্ষত্রের পক্ষে অনুকূল । ঐ সূক্তের ঋক্
পোনেরটি ; পঞ্চদশ স্তোম ওজঃস্বরূপ, ইন্দ্রিয়স্বরূপ ও বীৰ্য্য-
স্বরূপ । রাজন্যও ওজঃস্বরূপ, ক্ষত্রস্বরূপ ও বীৰ্য্যস্বরূপ ।
এতদ্বারা যজমানকে ওজঃ, ক্ষত্র, ও বীৰ্য্য দ্বারা সম্বুদ্ধ করা

(৬) ১০।৭৪।৬ ।

(৭) “তে দেবা অরুণম্ সর্গং বো অবোচো” ইত্যাদি ব্রাহ্মণ পূর্বের দেখ ।

(৮) ৮।১।১ ।

(৯) ১১।

হয় । উহার ঋষি ভরদ্বাজ ; বৃহৎ সামও ভরদ্বাজের সম্বন্ধযুক্ত ;
ঐ ঋষির সম্বন্ধ থাকায় এই ক্রতুও সম্পূর্ণ হয় ।

এই ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞে পৃষ্ঠস্তোত্র [কেবল] বৃহৎ-সামসাধ্য
হইলেও উহা সমৃদ্ধ ;^২ সেই জন্য যেখানে ক্ষত্রিয় যজ-
মান যাগ করেন, সেখানে বৃহৎকেই পৃষ্ঠ করিবে ও তাহাতেই
যজ্ঞ সমৃদ্ধ হইবে ।

চতুর্থ খণ্ড

শস্ত্র নিরূপণ

[মাদ্যান্দিম সর্বনে] হোত্রকগণের শস্ত্র ঐকাহিক
[প্রকৃতি] যজ্ঞের সমান ; ঐকাহিক যজ্ঞে বিহিত হোত্রক-
গণের শস্ত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির হেতু । শান্তি প্রতিষ্ঠা
ও সমৃদ্ধি ঘটাইয়া উহা সকলবিষয়ে অনুকূল হয় ও সর্বপ্রকারে
সমৃদ্ধ হয়, যজ্ঞের ভ্রংশ ঘটায় না । সকল বিষয়ে অনুকূল ও
সর্বপ্রকারে সমৃদ্ধ হওয়ায় এই সর্বানুকূল ও সর্বসমৃদ্ধ
হোত্রকশস্ত্রে সকল কামনা পাওয়া বাইতে পারে । সেই
জন্য যেখানে একাহযজ্ঞে সকল স্তোম ও সকল পৃষ্ঠ বিহিত
হয় না, সেখানে হোত্রকের শস্ত্রও ঐকাহিকের সমান করিলে
যজ্ঞ সমৃদ্ধ হইয়া থাকে ।

২) প্রকৃত যজ্ঞে যুগে ৩ ব্রহ্মস্বর ২০ সামের বিধান আছে, প্রকৃত যজ্ঞে একমাত্র বৃহৎকে

কেহ কেহ বলেন, এই [ক্ষত্রিয় যজ্ঞ] উক্ত্যসংস্থ ; ইহার [সকল স্তোত্রেই] পঞ্চদশ স্তোমের প্রয়োগ করিবে । কেননা পঞ্চদশ স্তোম ওজঃস্বরূপ, ইন্দ্রিয়স্বরূপ ও বীৰ্য্যস্বরূপ ; রাজন্যও ওজঃস্বরূপ ক্ষত্রস্বরূপ বীৰ্য্যস্বরূপ ; এরূপ করিলে যজমানকে ওজঃ, ক্ষত্র ও বীৰ্য্য দ্বারা সমৃদ্ধ করা হইবে । ইহার স্তোত্রের ও শস্ত্রের সংখ্যা [সমুদয়ে] ত্রিশটি হইবে ; কেননা বিরাটের ত্রিশ অক্ষর । বিরাট অন্নস্বরূপ ; এরূপ করিলে যজমানকে অন্নস্বরূপ বিরাটেই প্রতিষ্ঠিত করা হইবে । অতএব এই ক্ষত্রিয় যজ্ঞ উক্ত্যসংস্থ হইয়া পঞ্চদশ-স্তোম-বিশিষ্ট হইবে । ইহাই তাঁহারা বলেন ।

[উত্তর] ;—[ক্ষত্রিয়ের] জ্যোতিষ্টোম [উক্ত্যসংস্থ না হইয়া] অগ্নিষ্টোমসংস্থই হইবে । স্তোম সকলের মধ্যে ত্রিবৃৎ ক্ষত্রস্বরূপ ও পঞ্চদশ ব্রহ্মস্বরূপ ; ব্রহ্ম ক্ষত্রের পূর্ববর্তী ; ব্রহ্ম পূর্বে থাকিলে যজমানের রাষ্ট্র উগ্র হইবে ও অন্যের নিকট ব্যথা পাইবে না । সপ্তদশ স্তোম বৈশ্বাস্বরূপ ও একবিংশ স্তোম শূদ্রবর্ণের অনুরূপ । এতদ্বারা বৈশ্বকে ও শূদ্রবর্ণকে ক্ষত্রিয়ের বর্ণানুগামী করা হয় । আবার স্তোমসকলের মধ্যে ত্রিবৃৎ তেজঃস্বরূপ, পঞ্চদশ বীৰ্য্যস্বরূপ, সপ্তদশ জন্মলাভস্বরূপ, একবিংশ প্রতিষ্ঠাস্বরূপ । এতদ্বারা যজমানকে যজ্ঞশেষে তেজ, বীৰ্য্য, জন্ম ও প্রতিষ্ঠাদ্বারা সমৃদ্ধ করা হয় । অতএব ক্ষত্রিয়ের জ্যোতিষ্টোম [ঐ চারিটি স্তোমে যুক্ত] অগ্নিষ্টোমই হইবে । ঐ অগ্নিষ্টোমে স্তোত্র ও শস্ত্রের সংখ্যা সমুদয়ে চব্বিশ ; চব্বিশটি অর্দ্ধমাস একযোগে সংবৎসর হয় ; সংবৎসরে ত্রয় সম্পূর্ণ হয় । ইহাতে যজমানকে সম্পূর্ণ করে

প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সেইজন্য [ক্ষত্রিয়ের] জ্যোতিষ্টোম অগ্নিষ্টোমই হইবে, অগ্নিষ্টোমই হইবে।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

পুনরভিষেক

ব্রাহ্মণ্যে ঐতু সমাপ্তির পর ক্ষত্রিয়জমানের অভিষেক হয়। এই অভিষেকের নাম পুনরভিষেক। উহাই সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের বর্ণনীয়।

অনন্তর ক্ষত্রিয়ের পুনরভিষেকের বিধান। যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয় হইয়া দীক্ষিত হন, তাঁহার ক্ষত্র প্রসূত হয় (স্বকর্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়)। তিনি অবভূথ অনুষ্ঠানের পর অনুবক্ষ্য [-নামক পশুযাগ] সম্পাদন করিয়া উদবসান ইষ্টিদ্বারা কৰ্ম্ম-সমাপনে প্রবৃত্ত হন। সেই উদবসান ইষ্টি সমাপ্তির পর পুনরায় তাঁহার অভিষেক হয়। এই সকল দ্রব্যসম্ভার ঐ কৰ্ম্মের পূর্বেই সংগ্রহ করিতে হয় যথা :—উদ্বৃশ্বরনির্ম্মিত আসন্দী—উহার প্রাদেশপ্রমাণ [চারিটি] পদ থাকিবে, তাহার মাথার ও পার্শ্বের কাষ্ঠগুলি অরত্নি-(প্রাদেশদ্বয়)-প্রমাণ হইবে। মুঞ্জ ভূগদ্বারা তাহার বয়ন (ছাউনি) হইবে। ব্যাঘ্রচৰ্ম্ম আস্তরণ হইবে। তিন্ত্রম উদ্বৃশ্বরের চমস, ও একটি

উদ্বাস্তর শাখা আবশ্যক । ঐ চমসে এই আটটি দ্রব্য রাখিতে হইবে ; দধি, মধু, সর্পি, আতপযুক্ত বৃষ্টির জল, বাষ্প, তোম্র (অঙ্কুর), সুরা ও দূর্ব্বা । [দেবযজনদেশে বেদির উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণে যে তিনটি রেখা স্ফা দ্বারা অঙ্কিত করা হয় তন্মধ্যে] বেদির দক্ষিণদিকের স্ফা-অঙ্কিত রেখায় পূর্ব্বমুখ করিয়া ঐ আসন্দী স্থাপন করিবে । ঐ আসন্দীর দুই পা বেদির ভিতরে ও দুই পা বেদির বাহিরে থাকিবে । ঐ ভূমি শ্রীস্বরূপ । বেদির ভিতরে যে ভূমি আছে, উহা পরিমিত (অল্প) ; বেদির বাহিরে যে ভূমি থাকে, তাহা অপরিমিত ও বিস্তীর্ণ । সেই জন্য বেদির ভিতরে দুই পা ও বেদির বাহিরে দুই পা রাখিলে বেদির ভিতরে ও বেদির বাহিরে যে যে কামনা সিদ্ধ হয়, সেই উভয় কামনাই লাভ করা যায় ।

দ্বিতীয় খণ্ড

পুনরভিষেক

লোমের দিক্ উপরে রাখিয়া ও গ্রীবাভাগ পূর্ব্বমুখে করিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মের আস্তরণ ঐ আসন্দীর উপর পাতিতে হইবে । ঐ যে ব্যাঘ্র, উহা আরণ্য পশুগণের মধ্যে ক্ষত্রস্বরূপ ; রাজস্রুঙ ক্ষত্রস্বরূপ । ইহাতে ক্ষত্রদ্বারা ক্ষত্রকে সমৃদ্ধ করা হয় । যজমান ঐ আসন্দীর পশ্চাতে পূর্ব্বমুখে বসিয়া দক্ষিণ দিক্ ভূমিস্পৃষ্ট করিয়া উভয় হস্তে আসন্দী স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র

পড়িবেন :—“গায়ত্রীছন্দের সহিত যুক্ত হইয়া অগ্নি, তথা উষ্ণিমের সহিত সবিতা, অনুক্ষুভের সহিত সোম, বৃহতীর সহিত বৃহস্পতি, পঙক্তির সহিত মিত্রাবরণ, ত্রিষ্কুভের সহিত ইন্দ্র, জগতীর সহিত বিশ্বদেবগণ তোমাতে আরোহণ করুন। তাঁহার অনুবর্তী হইয়া রাজ্য, সাম্রাজ্য, ভৌজ্য, স্বারাজ্য, বৈরাজ্য, পারমেষ্ঠ্য রাজ্য, মাহারাজ্য, আধিপত্য, স্ববশতা ও চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠানাভের জন্য আমিও তোমাতে আরোহণ করিব।” এই বলিয়া আগে দক্ষিণ জানু ও পরে বাম জানু দ্বারা ঐ আসন্দীতে আরোহণ করিবেন। এইরূপ অনুষ্ঠানই বিধেয়। যে সকল ছন্দে উত্তরোত্তর চারিটি অক্ষর বাড়িয়া গিয়াছে, সেই সেই ছন্দের সহিত যুক্ত হইয়া দেবগণ এই শ্রীষ্বরূপ আসন্দীতে আরোহণ করিয়াছেন ও উহাতেই তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন; যথা, অগ্নি গায়ত্রীর সহিত, সবিতা উষ্ণিমের সহিত, সোম অনুক্ষুভের সহিত, বৃহস্পতি বৃহতীর সহিত, মিত্রাবরণ পঙক্তির সহিত, ইন্দ্র ত্রিষ্কুভের সহিত ও বিশ্বদেবগণ জগতীর সহিত আরোহণ করিয়াছেন। “অগ্নেগায়ত্র্যভবৎ সযুগ্‌বা”—গায়ত্রী অগ্নির সহিত যুক্ত হইয়া ছিলেন—ইত্যাদি থাকে এই সকল দেবতা ও ছন্দের [যোগের বিষয়] বলা হইয়াছে। যে যজমান ক্ষত্রিয় হইয়া এই সকল দেবতার অনুবর্তী হইয়া এই আসন্দীতে আরোহণ করেন, তাঁহার

(১) রাজ্যঃ দেশাধিপত্যম্। সাম্রাজ্যঃ ধর্মেণ পালনম্। ভৌজ্যঃ ভোগসমৃদ্ধিঃ। স্বারাজ্যঃ অপরাধীনত্বম্। বৈরাজ্যমিস্ত্রতো ভূপতিভ্যো বৈশিষ্ট্যম্। পারমেষ্ঠ্যঃ প্রজাপতিলোকপ্রাপ্তিঃ। মাহারাজ্যঃ তত্তত্তোভ্য ইত্তত্তোভ্যো আধিক্যম্। আধিপত্যঃ তানিতরান্ প্রতি স্বামিত্বম্।
যাযামপাৱন্তম্। সায়

যোগ (অপ্রাপ্ত বস্তুর লাভ) ও ক্ষেম (প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা) সম্পাদিত হয়, তিনি উত্তরোত্তর শ্রীলাভ করেন ও প্রজাগণের ঈশ্বরত্ব ও আধিপত্য লাভ করেন ।

অনন্তর (আসন্দীতে আরোহণের পর) তাঁহার অভিষেক করিবার জন্য জলের শান্তি মন্ত্র বলাইবেন ;—“অহে অপ্সমূহ ; শিব (মঙ্গলময়) চক্ষুদ্বারা আমার দিকে চাহিয়া দেখ ; শিব তনুদ্বারা আমার ত্বক্ স্পর্শ কর ; অপ্সমূদ—জলে অধিষ্ঠিত—দেবগণকে আমি আহ্বান করিতেছি ; তোমরা আমাতে বর্জ্য (কাস্তি) বল ও ওজঃ আধান কর ।” [এই মন্ত্র পাঠ করিলে] অশান্ত অপ্সমূহ অভিষেকান্তে যজমানের বীৰ্য্য হরণ করিতে পারে না ।

তৃতীয় খণ্ড

পুনরাভিষেক

তৎপরে উচ্ছ্বস-শাখা তাঁহার [মস্তকের] উপরে ব্যবধান রাখিয়া পরবর্তী মন্ত্রদ্বারা অভিষেক করিবে । [প্রথম মন্ত্র] “এই জল শিবতম (অত্যন্ত মঙ্গলপ্রদ), ইহা সকল [রোগের] ভেষজস্বরূপ, ইহা অমৃতস্বরূপ ।” [দ্বিতীয় মন্ত্র] “প্রজাপতি যে জলদ্বারা ইন্দ্রকে, রাজা সোমকে, বরুণকে, যমকে ও মরুকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই জলদ্বারা তোমাকে

অভিষিক্ত করিতেছি ; তুমি ইহলোকে রাজার মধ্যে অধিরাজ হও ।” [তৃতীয় মন্ত্র] তোমার জনয়িত্রী দেবী তোমাকে মহতের মধ্যে মহান্ ও চর্যগীগণের (মনুষ্যগণের) মধ্যে সত্রাট-রূপে জন্ম দিয়াছেন, সেই ভদ্রা জননী ইতোমার জন্ম দিয়াছেন ।” [চতুর্থ মন্ত্র] “বল, শ্রী, বশ ও অন্ন লাভের উদ্দেশে সবিতা দেবের প্রেরণাক্রমে অগ্নিদ্বয়ের বাহু, পৃথার হস্ত, অগ্নির তেজ, সূর্য্যের কান্তি ও ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়দ্বারা তোমাকে আমি অভিষিক্ত করিতেছি ।”

এই যজমান অন্ন ভক্ষণ করিবেন, এই ইচ্ছা করিলে “ভু” এই [ব্যাহতি], ইহারা দুই পুরুষে [অন্ন ভক্ষণ করিবেন] এই ইচ্ছা করিলে “ভুভূবঃ” এই [ব্যাহতিবয়], ইহারা তিন পুরুষে [অন্ন ভক্ষণ করিবেন] অথবা ইনি অপ্রতিম (অতুলনীয়) হইবেন, এই ইচ্ছা করিলে “ভুভূবঃ স্বঃ” এই [ব্যাহতি-ত্রয়], উচ্চারণ করিয়া অভিষেক করিবেন । এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, এই যে ব্যাহতিসকল, ইহা সর্ব্বফলপ্রাপ্তিহেতু, এতদ্বারা যজমান অন্ন ক্ষত্রিয়কে অতিক্রম করিয়া সকল মন্ত্রেই অভিষিক্ত হন ; অতএব [ব্যাহতি প্রয়োগ না করিয়া কেবল] “দেবস্ম ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোবাছভ্যাং পৃক্ষো হস্তাভ্যাম্ অগ্নেস্তুজসা সূর্য্যস্ম বর্চসেন্দ্রশ্চেন্দ্রিয়ৈণাভিষিঞ্চামি বলায় শ্রিষ্যৈ বশসেহম্নাদ্যায়” এই [বজুঃ] মন্ত্রেই অভিষেক করা উচিত ।

কিন্তু এই মতের নিরাকরণ হইয়া থাকে । যদি এই যজমানকে অসম্পূর্ণ (ব্যাহতিহীন) বাক্যদ্বারা অভিষিক্ত করা হয়, তাহা হইলে আয়ু পূর্ণ হইবার পূর্বে তাঁহার [ইহলোক

হইতে] প্রয়াণের (মৃত্যুর) আশঙ্কা থাকে। ঐ ব্যাহতি দ্বারা যাহার অভিষেক না হয়, তাহার সম্বন্ধে সত্যকাম জাবাল ইহাই বলিয়াছিলেন। উদ্দালক আরুণি বলিয়াছেন যে, বাঁহাকে ঐ ব্যাহতিত্রয় দ্বারা অভিষিক্ত করা হয়, তিনি পূর্ণ আয়ু পাইতে সমর্থ হন ও [শত্রুর] বিজয় দ্বারা তিনি সকল [ভোগ] পাইয়া থাকেন। এই জন্য “দেবশ্চ ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্টো হস্তাভ্যামগ্নেস্তুজসা সূর্য্যশ্চ বর্চসা ইন্দ্রশ্চেন্দ্রিয়ৈণাভিষিক্ণামি বলায় শ্রিয়ৈ যশসেহন্মাদ্যায় ভূভূবঃ স্বঃ” এই মন্ত্রে তাঁহার অভিষেক করিবে।

যাগকারী ক্ষত্রিয় হইতে এই সকল অপগত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম ও ক্ষত্র ; জলের রস, ওষধিসমূহের বিকার অম্ন ; ব্রহ্মবর্চস, অম্নপুষ্টি ও পুত্রোৎপত্তি। এই সমস্ত ক্ষত্রের অনুকূল। আর অম্নের ও ওষধির রস ক্ষত্রের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ। সেইজন্য অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের সন্মুখে এই যে দুই আহতি দেওয়া হয়, তাহাতে এই যজ্ঞমানে ব্রহ্ম ও ক্ষত্র উভয়ই স্থাপিত হয়।

চতুর্থ খণ্ড

পুনরাভিষেক

উদ্বৃষের আসন্দাঁ, উদ্বৃষের চমস ও উদ্বৃষের শাখা, এই সকলের ব্যবহার হয়। উদ্বৃষ অম্ন ও রসস্বরূপ ;

এতদ্বারা যজ্ঞমানে অম্নের ও রসের স্থাপনা হয় । আর যে দধি, মধু ও ঘূতের ব্যবহার হয়, উহা জলের ও ওষধির রস-স্বরূপ ; এতদ্বারা যজ্ঞমানে জলের ও ওষধির রস স্থাপন করা হয় । আর যে আতপযুক্ত রুষ্টির জল, ঐ জল তেজঃ-স্বরূপ ও ব্রহ্মবর্চসস্বরূপ ; এতদ্বারা যজ্ঞমানে তেজ ও ব্রহ্ম-বর্চন স্থাপিত হয় । আর যে শম্প ও তোম্ব (অন্ধুর), উহা অম্নস্বরূপ, উহা পুষ্টি ও সন্তানোৎপাদনের অনুকূল ; এতদ্বারা যজ্ঞমানে অম্ন, পুষ্টি ও পুত্রোৎপাদন শক্তির স্থাপনা হয় । আর ঐ যে স্রা, উহা ক্ষত্রস্বরূপ ও উহা অম্নের রস ; এতদ্বারা যজ্ঞমানে ক্ষত্রের স্বরূপ অম্নের রস স্থাপিত হয় । আর যে দূর্বা, ঐ দূর্বা ওষধিগণের ক্ষত্রস্বরূপ ; রাজ্ঞ্যও ক্ষত্রস্বরূপ ; ক্ষত্রিয় রাষ্ট্রে বর্তমান থাকিয়াও সর্বত্র বিস্তৃত ও প্রতিষ্ঠিত থাকেন ; দূর্বাও আপন মূলদ্বারা বিস্তৃত হইয়া ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে । এইজন্য এই যে দূর্ব্বার ব্যবহার হয়, :এতদ্বারা যজ্ঞমানে ওষধিগণের ক্ষত্রের ও প্রতিষ্ঠার স্থাপনা হয় । যাগকারী এই ক্ষত্রিয় হইতে এই যে সকল দ্রব্য উৎক্রান্ত হয়, সেই সকলই এই যজ্ঞমানে স্থাপিত হয় ও এতদ্বারা তিনি সমৃদ্ধ হন ।

অনন্তর (অভিষেকের পর) ঐ ক্ষত্রিয়ের হস্তে সুরাপূর্ণ কাংশপাত্র স্থাপন করিবে । “স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া, ইন্দ্রায় পাতবে স্তুতঃ”^১—অহে সোম (সুরাদ্রব্য), অতিশয় স্বাদু ও মাদক তোমার ধারাদ্বারা [এই যজ্ঞমানকে] পূত কর ; তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য অভিযুত হইয়াছ—এই

মন্ত্বে [ঐ কাংশুপাত্ত] হস্তে দিয়া পরবর্তী মন্ত্বে শান্তি বাচন করিবে ; যথা—“অহে সুরা ও সোম, তোমাদের জন্য দেবগণ পৃথক্ রূপে স্থান কল্পনা করিয়াছেন , পরম ব্যোমে,^১ তোমরা পরস্পর সংসর্গ করিও না। তুমি তেজস্বিনী সুরা ; আর ইনি রাজা সোম ; তোমরা আপন আপন স্থানে প্রবেশ কর ও ইহার (এই ক্ষত্রিয়ের) হিংসা করিও না।” এই মন্ত্বে সোমপান ও সুরাপান উভয়কে পৃথক্ করা হইতেছে। ঐ সুরাপানের পর যে ব্যক্তিকে আপনার রাতি (ধনদাতা মিত্র) বলিয়া মনে করিবে, তাহাকেই [পানের পর] অবশিষ্ট সুরা দান করিবে। ইহাই (এইরূপে উভয়ে গিলিয়া একপাত্রে সুরাপান) মিত্রত্বের অনুকূল ; এতদ্বারা ঐ সুরাকে পানান্তে মিত্রেই প্রতিষ্ঠিত করা হয় ও পানকারীও মিত্রে প্রতিষ্ঠিত হন। যে ইহা জানে, সেও প্রতিষ্ঠিত হয়।

পঞ্চম খণ্ড

পুনরাভিষেক

অনন্তর (সুরাপানের পর) [ভূমিস্থিত] উদ্বৃশ্বরশাখার অভিমুখে [আসন্দী হইতে] অবরোহণ করিবে। উদ্বৃশ্বর অন্ন ও রসস্বরূপ ; এতদ্বারা অন্ন ও রসের অভিমুখে অবরোহণ

(১) পদমে ব্যোমনি উৎকৃষ্টে উদরাকাশে - (মাযগ) ক্ষত্রিয় যগমানের উদরে সুরা ও সোমের তত্ত্ব পৃথক্ স্থান নির্দিষ্ট আছে : - এতদ্বারা পদক ভালে স্বকীয় নির্দিষ্ট স্থানে থাকিবে, একত্র সম্মিলিত থাকিবে না, ইহা- ভাষণার্থ।

করা হয় । [আসন্দীর] উপরে উপবিষ্ট থাকিয়াই ভূমিতে উভয় পদ স্থাপন করিয়া এই অবরোহণকালীন মন্ত্র বলিবে—
 “আমি দ্যাবাপৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি, প্রাণ ও অপানে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি, অহোরাত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি, অম্পানে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি, ত্রৈলোক্যে ও এই লোকত্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি ।” যে ক্ষত্রিয় পুনরভিষেকে অভিষিক্ত হইয়া এই মন্ত্রে প্রত্যবরোহণ করেন, তিনি [অভিষেকের] অন্তে সমস্ত আত্মা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হন, এই সমুদয়ে প্রতিষ্ঠিত হন, উত্তরোত্তর শ্রীলাভ করেন ও প্রজাগণের ঈশ্বরত্ব ও আধিপত্য লাভ করেন ।

ঐ প্রত্যবরোহণ মন্ত্রে প্রত্যবরোহণের পর [ভূমিতে] উপস্থ আসনে পূর্বমুখে বসিয়া “নমো ব্রহ্মণে নমো ব্রহ্মণে নমো ব্রহ্মণে” এইরূপে তিনবার ব্রহ্মকে প্রণাম করিয়া “বরং দদামি জিত্য অভিজিত্যে বিজিত্যে সংজিত্যে”^১ জয়, অতিজয়, বিজয় ও সংজয়ের জন্য [ব্রাহ্মণকে] বর (গাভী) দান করিতেছি—এই মন্ত্রে বাক্য ত্যাগ করিবে । “নমো ব্রহ্মণে নমো ব্রহ্মণে নমো ব্রহ্মণে” বলিয়া তিনবার ব্রহ্মকে প্রণাম করা হয়, এতদ্বারা ক্ষত্রকে (ক্ষত্রিয়ত্বকে) ব্রহ্মের (ব্রাহ্মণত্বের) বশীভূত করা হয় । যেখানে ক্ষত্র ব্রহ্মের বশীভূত থাকে, সেখানে রাষ্ট্র সমৃদ্ধ ও বীরপুরুষযুক্ত হয় ; সেই ক্ষত্রিয়ের বীর [পুত্র] জন্মে । আর যে “বরং

(১) উপস্থ আসন-বিশেষঃ ।

(২) জিতিঃ জয়মাত্রম্ । অভিঃ সর্বেষু দেবেষু জিতিঃ অভিজিতিঃ । প্রবলচর্যবশতঃ
 অতিজয়ঃ বিবিধো জয়বিজিতিঃ । পুনঃ শত্রুসাহিত্যায় সম্যগ্জয়ঃ সংজিতিঃ ”

দদামি জিত্য। অভিজিত্যে বিজিত্যে সংজিত্যে” এই মন্ত্রে বাগ্‌বিসর্গ করা হয়, উহার মধ্যে যে “দদামি”—দিতেছি—এই পদ আছে, উহাতেই বাক্যের জয় ঘটে । এই যে বাক্যের জয়, ইহাতেই যজমানের এই কৰ্ম্ম সমাপ্তি লাভ করে ।

বাক্য বিসৰ্জনের পর [আসন হইতে] উঠিয়া এই মন্ত্রে আহবনীয়ে সমিৎ প্রক্ষেপ করিবে ; যথা “সমিদসি সম্বেঙ্ক্ষু ইন্দ্রিয়েণ বীর্যেণ স্বাহা”—তুমি সমিৎ, তুমি ইন্দ্রিয় ও বীর্য্য দ্বারা [আমাকে] সংযুক্ত কর, স্বাহা—এতদ্বারা ইন্দ্রিয় ও বীর্য্যদ্বারা আপনাকে কৰ্ম্মান্তে সমৃদ্ধ করা হয় ।

সমিৎ আধানের পর পূৰ্ব্বোত্তর মুখে (ঈশানকোণের মুখে) এই মন্ত্রে তিন পদ পরিক্রমণ করিবে—“তুমি দিক্‌সমূহের কল্পনা করিতেছ, দেবগণের অভিমুখে আমাকে কল্পনা কর, আমার যোগক্ষেমের কল্পনা কর, আগার অভয় হউক ।” এই-রূপে ক্ষত্রিয় পরাজয়রহিত দিকে উপস্থিত হন ; ঐ দিক্ পূৰ্ব্ব জিত হইয়াছিল, এখন ইহা পরাজয়রহিত হয় । অতএব এই কৰ্ম্মই বিধেয় ।

ষষ্ঠ খণ্ড

পুনরভিষেক

দেবগণ ও অশ্বরগণ এই লোকসমূহে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । তাঁহাদের পূৰ্ব্বদিকে যুদ্ধ হইয়াছিল ; সেখানে অশ্বরেরা জয়লাভ করিয়াছিল ; পরে দক্ষিণদিকে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেখানেও অশ্ব

রেরা জয়লাভ করিয়াছিল ; পরে পশ্চিমদিকে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেখানেও অশ্বরেরা জয়লাভ করিয়াছিল ; পরে উত্তরদিকে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেখানেও অশ্বরেরা জয়লাভ করিয়াছিল । পরে যখন পূর্ব ও উত্তর এই উভয়ের অবাস্তুর (মধ্যবর্তী) দেশে (অর্থাৎ ঈশানকোণে) যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন দেবগণ জয়লাভ করিয়াছিলেন ।

দুই সেনা [যুদ্ধার্থ] পরস্পর সম্মুখীন হইলে যদি [জয়ার্থী] ক্ষত্রিয় সেই অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, “যাহাতে আমি এই [শত্রুপক্ষের] সেনা জয় করিতে পারি, সেইরূপ আগাকে [সাহায্য] করুন”, তাহাতে যদি তিনি “তাহাই করিব” বলিয়া সম্মত হন, তাহা হইলে তিনি (অর্থাৎ সেই সাহায্যকারী অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়) “বনস্পতে বীড়্বঙ্গো হি ভূয়াঃ”^১ এই মন্ত্রে তাঁহার রথের উর্দ্ধভাগ স্পর্শ করিয়া পরে সেই [সাহায্যপ্রার্থী] ক্ষত্রিয়কে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র বলিবেন ;—যথা “তুমি এই [পূর্বোত্তর বা ঈশান] দিকে উপস্থিত হও, তোমার রথ [অস্ত্রাদিতে] সজ্জিত হইয়া [প্রথমে] ঐদিকের অভিযুগে (ঈশান মুখে) চলুক ; পরে রথ [ক্রমান্বয়ে] উত্তরমুখে, পশ্চিমমুখে, দক্ষিণমুখে ও পূর্বমুখে চলিয়া শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হউক ।” তৎপরে “অভিবর্তেন হবিষা”^২ এই সূক্তে [জয়ার্থী] ব্যক্তিকে ঐসকল দিকে যাইতে বলিবেন, এবং তিনি যখন যাইতে পারিবেন,

তখন অপ্রতিরূপসূক্ত " শাসসূক্ত " ও সৌপর্ণসূক্ত " পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিবেন । এরূপ করিলে সেই ব্যক্তি [শত্রুর] সেনা জয় করিতে পারিবেন ।

আর যদি কোন ব্যক্তি সংগ্রামে (দ্বন্দ্বযুদ্ধে) প্রবৃত্ত হইয়া সেই [অভিষিক্ত] ক্ষত্রিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন "যাহাতে আমি এই সংগ্রামে জয়লাভ করি, সেইরূপ আমাকে [সাহায্য] করুন," তাহা হইলেও তিনি সেই ব্যক্তিকে ঐ [ঈশান] দিকেই যুদ্ধ করিতে বলিবেন : তাহাতেই তিনি সংগ্রামে জয়লাভ করিবেন ।

যদি কোন ব্যক্তি রাষ্ট্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া এই [অভিষিক্ত] ক্ষত্রিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, "যাহাতে আমি এই রাষ্ট্র ফিরিয়া পাই, সেইরূপ আমাকে [সাহায্য] করুন," তাহা হইলেও তিনি সেই ব্যক্তিকে সেইদিকে প্রস্থান করিতে বলিবেন ; তাহাতেই সে ব্যক্তি রাষ্ট্র ফিরিয়া পাইবেন ।

সেই [অভিষিক্ত] ক্ষত্রিয় [তিনপদ পরিক্রমণ ও ঈশান মুখে উপস্থানের পর] "অপ প্রাচ ইন্দ্র বিশ্বা অমিত্রান্" * এই শত্রুনাশক ঋক্ উচ্চারণ করিয়া গৃহে যাইবেন । এইরূপ করিলে সকল স্থানেই তাঁহার শত্রুনাশ ও অভয় ঘটে । যিনি এইরূপে ঐ শত্রুনাশক মন্ত্র বলিয়া গৃহে প্রতিগমন করেন, তিনি উত্তরোত্তর শ্রীলাভ করেন, এবং প্রজাগণের ঈশ্বরত্ব ও আধিপত্য লাভ করেন ।

(৩) "আপ্তা শিশানঃ" ইত্যাদি ১০ মণ্ডলের ১০৩ সূক্ত ।

(৪) "শাস ইথা" ইত্যাদি ১০ মণ্ডলের ১৪২ সূক্ত ।

(৫) "প্রধারয়ত্ব মধুনঃ" ইত্যাদি সূক্ত . . . ১০।১৩২।

গৃহে প্রতিগমনের পর অশ্ব কর্মের শেষে গৃহ (স্মার্ত্ত) অগ্নির পশ্চাতে উপবিষ্ট এবং অঘারক সেই ক্রিয়ের অনার্তি (পীড়াহানি), অরিষ্টি (শত্রুহানি), অজ্যানি (দ্রব্যপ্রাপ্তি) ও অভয় কামনায় ঋত্বিক্ (অধ্বর্যু) কাংসাপাত্রে চারিবার আজ্য গ্রহণ করিয়া যথাবিধি [নিম্নোক্ত প্রপদ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক]^১ ইন্দ্রের উদ্দেশে তিনবার আহুতি দিবেন।

মপ্তম খণ্ড

পুনরভিষেক

[১] “পর্য্যুষ প্রধম বাজসাতয়ে, পরি বুত্রা- [ভূব্রজ্ঞ প্রাণমমৃতং প্রপদ্যতেহয়মসৌ শম্ম বর্ষাভয়ং স্বস্তয়ে সহ প্রজয়া সহ পশুভিঃ]-নি সক্ষণিঃ, দ্বিসস্তরধ্যা ঋণয়া ন দ্বয়সে স্বাহা”^২—হে ইন্দ্র, আমাদের চারিদিকে অন্নদানের নিমিত্ত প্রস্তুত হও, বুত্রসমূহের (শত্রুগণের) সক্ষণি (বিনাশকর্তা) হও, আমাদের ধ্বংসকারী শত্রুর বধের জন্য চেফ্টা কর—[এই সেই ক্রিয়্য ভূলোক ব্রহ্ম প্রাণ ও অমৃত প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহঁার সস্তির জন্য প্রজা ও পশুর সহিত শম্ম (স্বখ) বর্ষ (কবচ) ও অভয় দান কর]—স্বাহা।

(১) এই প্রপদ মন্ত্রত্রয় পর খণ্ডে বলা হইবে। এক মন্ত্রের দ্বিত্বের অল্প পদ প্রক্ষিপ্ত করিয়া প্রপদমন্ত্র গঠিত হয়। প্রক্ষিপ্ত পদ সাতঃ যশ্চিন্দু চারণে উচ্চারণং প্রপদম্।

(২) ৯ মণ্ডলের ১১০ শ্লোকের প্রথম ঋক্। ৮৭তম দ্বিতীয় চরণ “পরি বুত্রাণি সক্ষণিঃ” এই চরণের মধ্যে “ভূব্রজ্ঞ..... পশাভঃ” এই পদগুলি প্রক্ষেপ করিয়া প্রথম প্রপদ মন্ত্র গঠিত হইল।

[২] “অনু হি ত্বা স্বতং সোম মদামসি, মহে সম-
[ভুবো ব্রহ্ম প্রাণমমৃতং প্রপদ্যতেহয়মসৌ শর্ম বর্ষ্মাভয়ং স্বস্তয়ে সহ প্রজয়া সহ পশুভিঃ]-ঈ রাজ্যে, বাজাঁ অভি
পবমান প্রগাহসে স্বাহা”^২—হে সোম, অভিষেবের পর
তোমাকে পাইয়া আমরা মত্ত হইয়াছি ; অহে সমরপটু [ইন্দ্র],
মহৎ রাজ্যে ইঁহাকে স্থাপন কর ; হে পবমান, চারিদিকে অন্ন
সম্পাদন কর ;—[এই সেই ক্ষত্রিয় ভুবলোক ব্রহ্ম প্রাণ ও
অমৃত প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইঁহার স্বস্তির জন্য প্রজা ও পশুর
সহিত শর্ম বর্ষ্ম ও অভয় দান কর]—স্বাহা ।

[৩] “অজীজনো হি পবমান সূর্য্যং, বিধারে শ- [স্বব্রহ্ম
প্রাণমমৃতং প্রপদ্যতেহয়মসৌ শর্ম বর্ষ্মাভয়ং স্বস্তয়ে সহ
প্রজয়া সহ পশুভিঃ]-ক্সনা পয়ঃ, গোজীরয়া রন্তমাণঃ
পুং ধ্যা স্বাহা”^৩—হে পবমান [ইন্দ্র], তুমি সূর্য্যের জন্ম
দিয়াছ, শক্তিদ্বারা তুমি [মেঘমধ্যে] জল ধারণ করিতেছ,
গাভীগণের জীবনার্থ যত্নপর হইয়া পূর্ণ ফলদানবিষয়ে চিন্তা
কর ;—[এই সেই ক্ষত্রিয় স্বলোক ব্রহ্ম প্রাণ ও অমৃত প্রাপ্ত
হইয়াছেন ; ইঁহার স্বস্তির জন্য প্রজা ও পশুর সহিত শর্ম বর্ষ্ম
ও অভয় দান কর]—স্বাহা ।

[অভিষেক ক্রিয়ার অন্তে] ঋত্বিক্ (অধ্বর্যু) যাঁহার

(২) ৯ মণ্ডল ১১০ সূক্তের দ্বিতীয় ঋক ; ইঁহার দ্বিতীয় চরণ “মহে সময়া রাজো” ; তাহার
মধ্য “ভুবো ব্রহ্ম.....পশুভিঃ” এই পদগুলি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ।

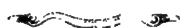
(৩) ৮ মণ্ডল ১১০ সূক্তের তৃতীয় ঋক ; ইঁহার দ্বিতীয়চরণ “বিধারে শক্সনা পয়ঃ,” ইঁহার
মধ্যে “স্বব্রহ্ম.....পশুভিঃ” এই পদগুলি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ।

জন্ম কাংশু পাত্রে চারিবার আজ্য গ্রহণ করিয়া প্রপদ উচ্চারণ-পূর্বক ইন্দ্রের উদ্দেশে এই তিন আহুতি দেন, তিনি আর্ত্তি-হীন, রিষ্টিহীন ও অপরাজিত থাকিয়া এবং ত্রয়ীবিদ্যাদ্বারা রক্ষিত হইয়া^৩ সকল দিক্ অনুসরণ করিয়া সঞ্চরণ করেন ও ইন্দ্রের লোকে প্রতিষ্ঠিত হন।

অনন্তর (হোমের পর) সর্বকর্মাশেষে এই মন্ত্রে গাভী, অশ্ব ও পুরুষের উৎপত্তি প্রার্থনা করিবে ; যথা—“ইহ গাবঃ প্রজায়ধ্বগিহাশ্বা ইহ পুরুষাঃ, ইহো সহস্রদক্ষিণো বীরস্ত্রাতা নিমীদতু”—গাভীগণ, অশ্বগণ, পুরুষগণ, এই রাজ্যে তোমরা উৎপন্ন হও ; এই রাজ্যেই বীর (পুরুষ) সহস্র [গাভী] দক্ষিণাদানে সমর্থ হইয়া [প্রজার] ত্রাণকর্তারূপে অবস্থান করুন। যিনি কর্মান্তে এইরূপে গাভী, অশ্ব ও পুরুষের প্রার্থনা করেন, তিনি বহু প্রজা ও পশুলাভে বদ্ধিত হন। ইহা জানিয়া [ঋত্বিকেরা] যে ক্ষত্রিয়ের যাগ করেন, সেই ক্ষত্রিয় কাহারও নিকট অপকর্ষ প্রাপ্ত হন না। আর ইহা না জানিয়া ঋত্বিকেরা যাঁহার যাগ করেন, তিনিই অপকর্ষ প্রাপ্ত হন। নিষাদ অথবা চোর^৪ অথবা পাপকারীরা যেমন বিভবান্ (ধনী) পুরুষকে অরণ্যে লইয়া গিয়া তাহাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া তাহার বিত্ত অপহরণপূর্বক পলাইয়া যায়, সেইরূপ সেই [অনভিজ্ঞ] ঋত্বিকেরাও যজমানকে [নরকরূপ] গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া তাহার বিত্ত (তদন্ত দক্ষিণাদি) লইয়া পলায়ন করে।

পরিদ্রিতের পুত্র জনমেজয় ইহা জানিয়া এই কথা বলিয়া-
ছিলেন যে, আমি ইহা জানি, আর যাঁহারা ইহা জানেন
সেই ঋত্বিকেরা আমার যাগ করেন, অতএব আমি জয়লাভ
করিব, আমার প্রতিকূলবর্তী সেনাকে আমি তাহার প্রতিকূল
সেনাদ্বারা জয় করিব, দেবপ্রেরিত বা মনুষ্যপ্রেরিত বাণ
আমাকে স্পর্শ করিবে না, আমি পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হইব, ও
সার্বভৌম (অধিপতি) হইব। ইহা জানিয়া ঋত্বিকেরা
যাঁহা জগ্য যাগ করেন, তাঁহাকে দেবপ্রেরিত বা মনুষ্যপ্রেরিত
বাণ স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হন ও
সার্বভৌম (অধিপতি) হইয়া থাকেন।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়



প্রথম খণ্ড

ঐন্দ্র মহাভিষেক

ফল্গিয় রাজার অভিষেক বর্ণিত হইল। দেবগণ ঐন্দ্রকে যে অনুষ্ঠান দ্বারা
দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই ঐন্দ্র মহাভিষেক অনুষ্ঠান এই অধ্যায়ে
বর্ণনীয়। ইহাতে আরোহণ, উৎকোশন, অভিষঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটি অতিরিক্ত
অনুষ্ঠান আছে ; সেইগুলি বিশেষতঃ বর্ণিত হইতেছে।

তদনন্তর ঐন্দ্রের মহাভিষেক। প্রজাপতির সহিত দেবগণ
বলিয়াছিলেন, ইনিই (ইন্দ্রই) দেবগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা

তেজস্বী, বলিষ্ঠ, সহিষ্ণু, সাধুশীল ও [কার্য সম্পাদনে] পারক, ইহাকেই আমরা অভিসিক্ত করিব। তাহাই হউক বলিয়া তাঁহারা ইন্দ্রকেই তখন অভিসিক্ত করিলেন। তাঁহার জন্ম দেবগণ ঋক্-নামক আসন্দী সংগ্রহ করিলেন; বৃহৎ ও রথন্তরকে ঐ আসন্দীর সম্মুখের পা করিলেন, বৈরূপ ও বৈরাজকে পশ্চাতের পা করিলেন, শাকর ও রৈবতকে শীর্ষস্থ ফলক করিলেন, নোধস ও কালেয়কে পার্শ্বস্থ ফলক করিলেন, ঋক্‌সমূহকে পূর্বদিকে বিস্তার করিয়া ও সামসমূহকে তির্ঘ্যাক্ত ভাবে বয়ন করিয়া [ছাউনি] প্রস্তুত করিলেন, যজুঃসকল [ঐ ছাউনির অন্তর্গত] ছিদ্র হইল, যশ আস্তরণ হইল, শ্রী উপবর্হণ (উপাধান) হইল। সবিতা ও বৃহস্পতি ঐ আসন্দীর সম্মুখের দুই পা ধরিলেন, বায়ু ও পৃথ্বী পশ্চাতের দুই পা ধরিলেন, মিত্র ও বরুণ শীর্ষফলকদ্বয় ধরিলেন ও অশ্বিদ্বয় পার্শ্বের ফলকদ্বয় ধরিলেন। ইন্দ্র সেই আসন্দীতে এই মন্ত্রে আরোহণ করিলেন, যথা—“[হে আসন্দি] গায়ত্রী ছন্দ ত্রিব্রহ্ম স্তোম ও রথন্তর সামের সহিত বহুগণ তোমাতে আরোহণ করুন, আমি সাত্রাজ্যের জন্ম তাঁহাদের পশ্চাৎ আরোহণ করি; ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ পঞ্চদশ স্তোম ও বৃহৎ সামের সহিত রুদ্রগণ তোমাতে আরোহণ করুন, আমি ভৌজ্যের জন্ম তাঁহাদের পশ্চাৎ আরোহণ করি; জগতী ছন্দ সপ্তদশ স্তোম ও বৈরূপ সামের সহিত আদিত্যগণ তোমাতে আরোহণ করুন, আমি স্বরাজ্যের জন্ম তাঁহাদের পশ্চাৎ আরোহণ করি; অশ্বিনীপ্ ছন্দ একবিংশ স্তোম ও বৈরাজ সামের সহিত বিশ্বদেবগণ তোমাতে আরোহণ করুন, আমি বৈরাজ্যের

জন্ম তাঁহাদের পশ্চাৎ আরোহণ করি ; পঙ্ক্তি ছন্দ ত্রিণব
স্তোম ও শাকর সামের সহিত সাধ্যগণ ও আণ্ড্যদেবগণ
তোমাতে আরোহণ করুন, আমি রাজ্যের জন্ম তাঁহাদের
পশ্চাৎ আরোহণ করি ; অতিচ্ছন্দ ছন্দ ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম ও
রৈবত সামের সহিত মরুদগণ ও অঙ্গিরোদেবগণ তোমাতে
আরোহণ করুন, আমি পারমেষ্ঠ্য মাহারাজ্য আধিপত্য স্ববশতা
ও চিরপ্রতিষ্ঠার জন্ম তাঁহাদের পশ্চাৎ আরোহণ করি ।” এই
বলিয়া তিনি সেই আসন্দীতে আরোহণ করিলেন ।

তিনি সেই আসন্দীতে আসীন হইলে বিশ্বদেবগণ বলিলেন,
ইহার উৎকোশন’ (গুণকীৰ্তন) না করিলে এই ইন্দ্র বীৰ্য্য
দেখাইতে পারিবেন না, অতএব ইহার উদ্দেশে আমরা
উৎকোশন করিব । তাহাই হউক বলিয়া বিশ্বদেবগণ তাঁহার
উদ্দেশে উৎকোশন করিতে লাগিলেন ও দেবগণও উৎকোশন
করিতে লাগিলেন । যথা—“ইনি সত্ৰাট্—সাত্ৰাজ্যের যোগ্য ;
ইনি ভোজ, অতএব ভোজপিতা (ভোজগণের) পালক ; ইনি
স্বরাট্—স্বরাজ্যের যোগ্য ; ইনি বিরাট্—বৈরাজ্যের যোগ্য ;
ইনি রাজা—অতএব রাজপিতা ; ইনি পরমেষ্ঠী—পারমেষ্ঠ্যের
যোগ্য ; ইহাতে ক্ষত্র জন্মিয়াছেন, ক্ষত্রিয় জন্মিয়াছেন, বিশ্ব-
ভূতের অধিপতি জন্মিয়াছেন, বৈশ্বগণের ভোক্তা জন্মিয়াছেন,
[শত্রুর] পুরের (নগরের) ভেদকর্তা জন্মিয়াছেন, অশ্বর-
গণের হস্তা জন্মিয়াছেন, ব্রহ্মের (বেদের) রক্ষাকর্তা জন্মিয়াছেন,
ধর্মের রক্ষাকর্তা জন্মিয়াছেন ।”

এইরূপ উৎকোশনের পর প্রজাপতি এই [পরবর্তী]
ধাক্কাদ্বারা তাঁহার অভিমন্ত্রণ করিলেন ।

দ্বিতীয় খণ্ড

মহাভিষেক

“ব্রতধারী বরুণ গৃহে আসিয়া সাম্রাজ্য ভৌজ্য স্বরাজ্য
বৈরাজ্য পারমেষ্ঠ্যরাজ্য গাহারাজ্য আধিপত্য স্ববশতা ও
চিরপ্রতিষ্ঠার জন্য স্মসংকল্প করিয়া [আসন্দীতে] আসীন
হইয়াছেন ।”

সেই আসন্দীতে আসীন হইলে পর প্রজাপতি সেই
আসন্দীর পূর্বে পশ্চিমমুখে দাঁড়াইয়া উদ্বৃষের অর্দ্ধ সপত্র
স্বাখার ও স্তবর্ণময় পবিত্রের ব্যবধান দিয়া “ইমা আপঃ শিবতমাঃ”
ইত্যাদি ত্র্যচ “দেবশুভ্রা” ইত্যাদি যজুঃ এবং “ভূভূবঃ স্বঃ”
এই ব্যাহতি দ্বারা তাঁহার অভিষেক করিয়াছিলেন ।

তৃতীয় খণ্ড

মহাভিষেক

[প্রজাপতি কর্তৃক অভিষেকের পরে] বহুদেবগণ ছয়দিন
ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া ঐ ত্র্যচ ঐ যজুঃ এবং ঐ ব্যাহতি দ্বারা
সাম্রাজ্যের জন্য পূর্বদিকে ইন্দ্রের অভিষেক করিয়াছিলেন ।

সেইজন্য পূর্বদিকে প্রাচ্যগণের যেসকল রাজা আছেন, তাঁহারা দেবগণের ঐ বিধান অনুসারে সাম্রাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হন ; অভিষেকের পর তাঁহারা “সত্রাট্” নামে অভিহিত হন ।

পরে রুদ্রদেবগণ ছয় দিন ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া ঐ ত্র্যচ ঐ যজুঃ এবং ঐ ব্যাহতি দ্বারা ভৌজ্যের জন্য দক্ষিণদিকে ইন্দ্রের অভিষেক করিয়াছিলেন । সেইজন্য দক্ষিণদিকে সত্বংগণের (তন্মামক জনগণের) যেসকল রাজা আছেন, তাঁহারা দেবগণের ঐ বিধান অনুসারে ভৌজ্যের জন্য অভিষিক্ত হন ; অভিষেকের পর তাঁহারা “ভোজ” নামে অভিহিত হন ।

পরে আদিত্যদেবগণ ছয় দিন ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া ঐ ত্র্যচ ঐ যজুঃ এবং ঐ ব্যাহতিদ্বারা স্বরাজ্যের জন্য পশ্চিমদিকে ইন্দ্রের অভিষেক করিয়াছিলেন । সেইজন্য পশ্চিমদিকে নীচ্য ও অপাচ্য দিগের যেসকল রাজা আছেন, তাঁহারা দেবগণের ঐ বিধানানুসারে স্বরাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হন ; অভিষেকের পর তাঁহারা “স্বরাট্” নামে অভিহিত হন ।

পরে বিশ্বদেবগণ ছয় দিন ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া ঐ ত্র্যচ ঐ যজুঃ এবং ঐ ব্যাহতি দ্বারা উত্তরদিকে বৈরাজ্যের জন্য ইন্দ্রের অভিষেক করিয়াছিলেন । সেইজন্য উত্তরদিকে হিমবানের (হিমালয় পর্বতের) ওপারে যে উত্তরকুরু ও উত্তর মদ্র জনপদ আছে, তাহারা দেবগণের ঐ বিধানানুসারে বৈরাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হয় ; অভিষেকের পর তাহারা বিরাট্ নামে অভিহিত হয় ।

পরে সাধ্য ও আপ্যদেবগণ ছয়দিন ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া

ঐ ত্র্যুচ ঐ যজুঃ এবং ঐ ব্যাহতি দ্বারা এই ধ্রুব-প্রতিষ্ঠিত মধ্যম দেশে রাজ্যের জন্য ইন্দ্রের অভিষেক করিয়াছিলেন । সেইজন্য এই ধ্রুব-প্রতিষ্ঠিত মধ্যম দেশে সকল দেবগণের ও কুরুপঞ্চালগণের যেসকল রাজা আছেন, তাঁহারা দেবগণের ঐ বিধানানুসারে রাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হন ; অভিষেকের পর তাঁহারা রাজা নামে অভিহিত হন ।

পরে উর্দ্ধদেশে মরুদগণ ও অঙ্গিরোদেবগণ ছয়দিন ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া ঐ ত্র্যুচ ঐ যজুঃ ও ঐ ব্যাহতিদ্বারা পারমেষ্ঠ্য মাহারাজ্য আধিপত্য স্ববশতা ও চিরপ্রাতিষ্ঠার জন্য ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ; তাহাতে ইন্দ্র প্রজাপতির সম্বন্ধবৃত্ত পরনেষ্ঠী (পরম পদে অবস্থিত) হইয়াছিলেন ।

ঐ মহাভিষেকদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া সেই ইন্দ্র সকল বিজয় লাভ করিয়াছিলেন, সকল লোক আনিতে পারিয়াছিলেন, সকল দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা আভিষার প্রাপ্তি ও পরমতা (উৎকর্ষ) লাভ করিয়াছিলেন এবং মাহারাজ্য ভৌজ্য স্বারাজ্য বৈরাজ্য পারমেষ্ঠ্যরাজ্য মাহারাজ্য আধিপত্য লাভ করিয়া ইহলোকে স্বয়ম্ভু* স্বরাট্ ও অমর হইয়া এবং স্বর্গলোকে সকল কামনা প্রাপ্ত হইয়া অমরত্ব পাইয়াছিলেন ।

উনচত্বারিংশ অধ্যায়

-০০০-

প্রথম খণ্ড

মহাভিষেক

দেবগণকর্তৃক অনুষ্ঠিত ইন্দ্রের মহাভিষেক বর্ণিত হইল। এইক্ষণে ক্ষত্রিয়-
রাজার পক্ষে সেই মহাভিষেক অনুষ্ঠান বর্ণিত হইতেছে।

ইহা (ইন্দ্রের মহাভিষেক বৃত্তান্ত) জানিয়া কেহ (কোন
আচার্য্য) যদি ক্ষত্রিয়পক্ষে ইচ্ছা করেন, যে এই ক্ষত্রিয় সকল
বিদ্যে লাভ করিবেন, সকল লোক জানিবেন, সকল রাজার
মধ্যে শ্রেষ্ঠতা অতিশয় প্রতিষ্ঠা ও পরমতা লাভ করিবেন এবং
সাম্রাজ্য ভৌজ্য স্বরাজ্য বৈরাজ্য পারমেষ্ঠ্যরাজ্য মাহারাজ্য
আধিপত্য পাইয়া সর্বব্যাপী হইবেন ও [ভূমির] অন্ত পর্য্যন্ত
সার্বভৌম ও পরাধিকাল পর্য্যন্ত পূর্ণ আয়ুশ্চান্ হইবেন ও সমুদ্র
পর্য্যন্ত পৃথিবীর একরাট্ (একমাত্র রাজা) হইবেন, তাহা হইলে
তিনি সেই ক্ষত্রিয়কে এইরূপে শপথ করাইয়া ঐন্দ্র মহাভিষেক
দ্বারা অভিষিক্ত করিবেন। যথা—[হে ক্ষত্রিয়] যদি তুমি
আমার দ্রোহ (বিরোধাচরণ) কর, তাহা হইলে তুমি যে
রাত্রিতে জন্মিয়াছ ও যে রাত্রিতে মরিবে, তদুভয়ের মধ্যে
তোমার ইষ্টাপূর্ত্ত কৰ্ম্ম, [অর্জিত] লোক, স্মৃকৃত (পুণ্য)
কৰ্ম্ম, আয়ু ও প্রজা এই সমুদয় আমি অপহরণ করিব।

ইহা জানিয়া যে ক্ষত্রিয় ইচ্ছা করেন যে, আমি সকল বিজয় লাভ করিব, সকল লোক জানিব, সকল রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠতা, অতিশয় প্রতিষ্ঠা ও পরমতা লাভ করিব এবং সাম্রাজ্য ভোজ্য স্বারাজ্য বৈরাজ্য পারমেষ্ঠ্যরাজ্য মাহারাজ্য আধিপত্য পাইয়া আমি সর্বব্যাপী হইব, [ভূগির] অন্ত পর্যন্ত সার্বভৌম ও পরাধীনকাল পর্যন্ত পূর্ণ আয়ুত্বান্ হইয়া সমুদ্র পর্যন্ত পৃথিবীর একরাট্ হইব, সেই ক্ষত্রিয় [আচার্য্যের বাক্যে] কোন সংশয় করিবেন না ও প্রহরার সহিত [শপথ করিয়া] বলিবেন, যদি আমি তোমার দ্রোহ করি, তাহা হইলে যে রাত্রিতে আমি জন্মিয়াছি ও যে রাত্রিতে আমি মরিব, তদুভয়ের মধ্যে আমার ইচ্ছাপূৰ্ত্ত কল্প ও [অর্জিত] লোক ও স্বকৃত কর্ম আয়ু ও প্রজা সমুদয় নষ্ট হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের মহাভিষেক

অনন্তর [এই শপথ গ্রহণের] পরে [আচার্য্য] বলিবেন, ঋগ্বেদ, উদ্বৃষ, অশ্বখ ও প্লক্ষ এই চারিটি বনস্পতির [ফল] সংগ্রহ কর। এই যে ঋগ্বেদ, উহা বনস্পতিগণের ক্ষত্রস্বরূপ; ঋগ্বেদফল আহরণ করিলে এই ক্ষত্রিয়ে ক্ষত্রেরই স্থাপনা হয়। এই যে উদ্বৃষ, উহা বনস্পতিগণের মধ্যে ভোজ্যস্বরূপ; উদ্বৃষফল আহরণ করিলে তাঁহাতে ভোজ্যের স্থাপনা হয়। এই যে অশ্বখ, উহা বনস্পতিমধ্যে সাম্রাজ্য-

স্বরূপ ; অশ্বখফল আহরণ করিলে তাঁহাতে সাত্রাজ্যের স্থাপনা হয় । এই যে প্লক্ষ, ইহা বনস্পতিমধ্যে স্বরাজ্য ও বৈরাজ্য স্বরূপ ; প্লক্ষফল আহরণ করিলে তাঁহাতে স্বরাজ্যের ও বৈরাজ্যের স্থাপনা হয় ।

তদনন্তর বলিবেন, ত্রীহি, মহাত্রীহি,¹ প্রিয়ঙ্গু ও যব এই চারিটি ওষধি দ্রব্য অঙ্কুরার্থ সংগ্রহ কর । এই যে ত্রীহি, ইহা ওষধিমধ্যে ক্ষত্রস্বরূপ ; ইহার অঙ্কুর আহরণে তাঁহাতে ক্ষত্রের স্থাপনা হয় ; এই যে মহাত্রীহি, ইহা ওষধিমধ্যে সাত্রাজ্য-স্বরূপ ; ইহার অঙ্কুর আহরণে তাঁহাতে সাত্রাজ্যের স্থাপনা হয় । এই যে প্রিয়ঙ্গু, ইহা ওষধিমধ্যে ভৌজ্যস্বরূপ ; ইহার অঙ্কুর আহরণে তাঁহাতে ভৌজ্যের স্থাপনা হয় ; আর এই যে যব, ইহা ওষধিমধ্যে সেনাপতিত্ব স্বরূপ ; যবের অঙ্কুর আহরণে তাঁহাতে সেনাপতিত্ব স্থাপন করা হয় ।

তৃতীয় খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের মহাভিষেক

অনন্তর ইহঁার জন্ম উদ্ভূতনিশ্চিত আসন্দী সংগ্রহ করিবে ; ঐ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব² বলা হইয়াছে । আর উদ্ভূতনিশ্চিত সেনাপতিত্ব (অন্যরূপ) পাত্র এবং উদ্ভূতশাখা সংগ্রহ

(১) সূক্ষ্মবীজরূপঃ ব্রীহয়ঃ ; শ্রৌতবীজরূপা মহাত্রীহয়ঃ । (মাঘণ)

(২) পূর্ব্ববর্তী ৩৭ অধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ডে ।

করিবে । ঐসকল (পূর্বোক্ত) ওষধিদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ঐ উদ্বৃষরনির্মিত পাত্রে বা চমসে রাখিবে ও রাখা হইলে তাহাতে দধি, মধু, সপি ও আতপযুক্ত রুষ্টির জল আনিয়া তাহাতে স্থাপন করিয়া আসন্দীর উদ্দেশে এই মন্ত্র বলিবে :—
 “বৃহৎ ও রথন্তর তোমার সম্মুখের পা হউক, বৈরূপ ও বৈরাজ তোমার পশ্চাতের পা হউক, শাকর ও রৈবত শীর্ষস্থ ফলক হউক, নোধস ও কালেয় পার্শ্ববর্তী ফলক হউক, ঋক্‌সকল পূর্বমুখে বিস্তৃত হউক ও সামসকল তিৰ্য্যগ্‌রূপে বয়ন করা হউক, যজুঃসকল তন্মধ্যস্থ ছিদ্র হউক, যশ আস্তরণ হউক, ও শ্রী উপবর্হণ (উপাধান) হউক, সবিতা ও বৃহস্পতি সম্মুখের পা ধরিয়া থাকুন, বায়ু ও পৃথ্বী পশ্চাতের পা ধরিয়া থাকুন ; মিত্র ও বরুণ শীর্ষস্থ ফলক ও অশ্বিদ্বয় পার্শ্ববর্তী ফলক ধরিয়া থাকুন ।”

তদন্তর তাঁহাকে ঐ আসন্দীতে এই মন্ত্রে আরোহণ করাইবে যথা :—“গায়ত্রীছন্দ ত্রিষংস্তোম ও রথন্তর সামের সহিত বহুগণ উহাতে আরোহণ করুন ; তাঁহাদের অনুবর্তী হইয়া তুমি সাম্রাজ্যের জন্ম আরোহণ কর । ত্রিষ্ণুপ্‌ছন্দ পঞ্চদশ স্তোম ও বৃহৎ সামের সহিত রুদ্রগণ উহাতে আরোহণ করুন ; তাঁহাদের অনুবর্তী হইয়া তুমি ভৌজ্যের জন্ম আরোহণ কর । জগতীছন্দ সপ্তদশস্তোম ও বৈরূপসামের সহিত আদিত্যগণ উহাতে আরোহণ করুন ; তাঁহাদের অনুবর্তী হইয়া স্বারাজ্যের জন্ম তুমি আরোহণ কর । অনুষ্ণুপ্‌ ছন্দ একবিংশ স্তোম ও বৈরাজ সামের সহিত বিশ্বদেবগণ উহাতে আরোহণ করুন ; তাঁহাদের অনুবর্তী হইয়া বৈরাজ্যের জন্ম তুমি আরোহণ কর ।

অতিছন্দ ছন্দ ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম ও রৈবত সামের সহিত মরুদগণ ও অঙ্গিরোদেবগণ উহাতে আরোহণ করুন; তাঁহাদের অনুবর্তী হইয়া পারমেষ্ঠ্যের জন্য তুমি আরোহণ কর। পঙ্তিছন্দ ত্রিণব স্তোম ও শাকর সামের সহিত সাধ্য ও আপ্যদেবগণ উহাতে আরোহণ করুন; তাঁহাদের অনুবর্তী হইয়া রাজ্য মাহারাজ্য আধিপত্য স্ববণতা ও চিরপ্রতিষ্ঠার জন্য তুমি আরোহণ কর।” এই মন্ত্র বলিয়া তাঁহাকে ঐ আসন্দীতে আরোহণ করাইবেন।

ঐ আসন্দীতে তিনি আসীন হইলে রাজকর্তারা^১ তাঁহাকে বলিবেন, উৎকোশন (গুণকীৰ্ত্তন) না করিলে ক্ষত্রিয় বীৰ্য্য দেখাইতে সমর্থ হন না, অতএব ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উৎকোশন করিব। তাহাই হউক বলিয়া রাজকর্তারা এবং জনসমূহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপে উৎকোশন করিবে যথা “ইনি সম্রাট্—সাম্রাজ্যের যোগ্য, ইনি ভোজ—অতএব ভোজপিতা, ইনি স্বরাট্—স্বরাজ্যের যোগ্য, ইনি বিরাট্—বৈরাজ্যের যোগ্য, ইনি পরমেষ্ঠী—পারমেষ্ঠ্যের যোগ্য, ইনি রাজা—অতএব রাজপিতা; ক্ষত্র ইঁহাতে জন্মিয়াছেন, ক্ষত্রিয় ইঁহাতে জন্মিয়াছেন, বিশ্বভূতের অধিপতি জন্মিয়াছেন, বৈশ্যগণের ভোক্তা জন্মিয়াছেন, শত্রুগণের হন্তা জন্মিয়াছেন, ব্রহ্মের রক্ষক জন্মিয়াছেন, ধর্ম্মের রক্ষক জন্মিয়াছেন।

এইরূপে উৎকোশনের পর, যিনি ইহা জানেন, তিনি এই [পরবর্তী] ঋকে তাঁহার অভিসম্প্রণ করিবেন।

চতুর্থ খণ্ড

ঋত্বিজের মহাভিষেক

[অভিমন্ত্রণ মন্ত্র] “ব্রতধারী বরুণ গৃহে আসিয়া সাত্রাজ্য ভৌজ্য স্বরাজ্য বৈরাজ্য পারমেষ্ঠ্যরাজ্য গাহারাজ্য আধিপত্য স্ববশতা ও চিরপ্রতিষ্ঠার জন্য সঙ্কল্প করিয়া [আসন্দীতে] আসীন হইয়াছেন ।”

সেই আসন্দীতে আসীন ঋত্বিজের সম্মুখে পশ্চিমমুখে দাঁড়াইয়া উত্থ্বরের আর্দ্র সপত্র শাখার ও স্তবর্ণময় পবিত্রের ব্যবধান দিয়া “ইমা আপঃ শিবতমাঃ” ইত্যাদি ত্র্যচ, “দেবশ্চ ভা” ইত্যাদি বহুঃ এবং “ভূভূবঃ স্বঃ” এই ব্যাহতিদ্বারা তাঁহার অভিষেক করিবেন ।

পঞ্চম খণ্ড

ঋত্বিজের মহাভিষেক

[অভিমেকান্তে অভিমন্ত্রণ মন্ত্র] “ছয়দিন ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া এই ত্র্যচ এই যজুঃ এই ব্যাহতিদ্বারা বহুদেবগণ তোমাকে সাত্রাজ্যের জন্য পূর্বদেশে অভিষিক্ত করুন ; ছয়দিন ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া এই ত্র্যচ এই যজুঃ এই ব্যাহতিদ্বারা রুদ্রদেবগণ তোমাকে ভৌজ্যের জন্য দক্ষিণদেশে

অভিষিক্ত করুন ; ছয়দিন ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া এই ত্র্যচ এই যজুঃ এই ব্যাহতিদ্বারা আদিত্যদেবগণ তোমাকে স্বারাজ্যের জন্য পশ্চিমদেশে অভিষিক্ত করুন ; ছয়দিন ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া এই ত্র্যচ এই যজুঃ এই ব্যাহতিদ্বারা বিশ্বদেবগণ তোমাকে বৈরাজ্যের জন্য উত্তরদেশে অভিষিক্ত করুন ; ছয়দিন ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া এই ত্র্যচ এই যজুঃ এই ব্যাহতিদ্বারা মরুদগণ ও অগ্নিরোদেবগণ তোমাকে পারমেষ্ঠ্যের জন্য উর্দ্ধদেশে অভিষিক্ত করুন । ছয়দিন ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া এই ত্র্যচ এই যজুঃ এই ব্যাহতিদ্বারা সাধ্য ও আপ্তাদেবগণ তোমাকে রাজ্য মাহারাজ্য আধিপত্য স্ববশতা ও চিরপ্রতিষ্ঠার জন্য ধ্রুবপ্রতিষ্ঠিত মধ্যমদেশে অভিষিক্ত করুন ; ইনি প্রজাপতির সম্বন্ধবৃত্ত পরমেষ্ঠী হইলেন ।”

যে ক্ষত্রিয়কে শপথের পর ঐন্দ্রমহাভিমেকদ্বারা অভিষিক্ত করা হয়, তিনি এই ঐন্দ্রমহাভিমেকদ্বারা অভিষিক্ত হইলে সকল বিজয় লাভ করেন, সকল লোক জানিতে পারেন, সকল রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠতা অতিশয় প্রতিষ্ঠা পরমতা লাভ করেন, সাম্রাজ্য ভৌজ্য স্বারাজ্য বৈরাজ্য পারমেষ্ঠ্যরাজ্য মাহারাজ্য আধিপত্য লাভ করিয়া ইহলোকে স্বয়ম্ভু স্বরাট্ অমর হয়েন এবং স্বর্গলোকেও সকল কামনা প্রাপ্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করেন ।

ষষ্ঠ খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের মহাভিষেক

এই যে দধি, উহা এইলোকে ইন্দ্রিয়স্বরূপ ; দধিদ্বারা অভিষেক করিলে ইহাতে ইন্দ্রিয়ের স্থাপনা হয় । এই যে মধু, উহা ওষধি ও বনস্পতির রসস্বরূপ ; মধুদ্বারা অভিষেক করিলে ইহাতে রসের স্থাপনা হয় । এই যে ঘৃত (মপিঃ) উহা পশুগণের তেজঃস্বরূপ ; ঘৃতদ্বারা অভিষেক করিলে ইহাতে তেজের স্থাপনা হয় । এই যে জল, উহা এইলোকে অমৃতস্বরূপ ; জলদ্বারা অভিষেক করিলে ইহাতে অমৃতেরই স্থাপনা হয় ।

অভিষেকের পর সেই ক্ষত্রিয় অভিষেককর্ত্তা ব্রাহ্মণকে সহস্র হিরণ্য (স্বর্ণখণ্ড) দিবেন, ক্ষেত্র দিবেন, চতুষ্পদ (পশু) দিবেন । আবার এরূপও বলা হয় যে, অসংখ্য ও অপরিমিত [দক্ষিণা] দিবেন ; কেননা ক্ষত্রিয়ও অপরিমিত; ইহাতে অপরিমিত ফলের রক্ষা ঘটিবে ।

[দক্ষিণাদানের] পরে তাঁহার হস্তে হরাপূর্ণ কাংস্থপাত্র দিয়া বলা হয়,—“স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোমধারয়া, ইন্দ্রায় পাতবে স্নতঃ”—অহে সোম, ইন্দ্রের পানের জন্য অভিযুত হইয়া স্বাদুতম ও মাদকতম ধারাদ্বারা তুমি [ইহাকে] পূত কর ।

ক্ষত্রিয় এই দুইমন্ত্রে ঐ সুরা পান করিবেন “যদত্র শিষ্ঠং রসিনঃ স্নতস্য যদিদ্রো অপিবচ্ছচীভিঃ, ইদং তদস্য মনসা

শিবেন সোমং রাজানমিহ ভক্ষয়ামি”—অভিযুত ও রসযুক্ত [সোমের] শেষভাগ, যাহা ইন্দ্র শচীগণদ্বারা [সংস্কৃত]^১ করিয়া পান করিয়াছিলেন, সেই রাজা সোমকে (অর্থাৎ এস্থলে তৎস্থানীয় ব্রীহাদির অক্ষুরোৎপন্ন এই সুরাকে) আমি মঙ্গলপূর্ণ মনে ভক্ষণ করিতেছি। অপিচ, “অভি ত্বা বৃষভা সূতে সূতং সৃজামি পীতয়ে, তৃম্পা ব্যশ্বহী মদম্”^২—হে বৃষভ (শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ইন্দ্র), তোমার জন্য ইহা অভিযুত হইয়াছে, তোমার পানের জন্য এই অভিযুত [সোম অর্থাৎ সুরা] তোমাকে দিতেছি ; তুমি তৃপ্ত হও ও মদ (আনন্দ) ভোগ কর।

সুরাতে যে সোমপীথ (পেয় সোম) প্রবিষ্ট আছে, ঐন্দ্রমহাভিক্ষেক দ্বারা অভিসিক্ত ক্ষত্রিয় এতদ্বারা তাহাই ভক্ষণ করেন, সুরা ভক্ষণ করেন না।^৩

সুরাপানের পর “অপাম সোমং”^৪ এবং “শং নো ভব”^৫ এই দুই মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ করিবে।

প্রিয় পুত্র যেমন পিতাকে দেহাত্ম্য পর্য্যন্ত মঙ্গলপূর্ণ স্তুতি দেয়, প্রিয়া জায়া যেমন পতিকে স্তুতি দেয়, সেইরূপ

(১) “বদিত্বো অপিবচ্ছচীতিঃ”—যদ্ব দ্বাং শচীতিঃ কপ্তবিশেষেঃ সংস্কৃতমিন্দ্রোপিবৎ।

শচীৎকং কপ্তনাম। / সাধারণ)

(২) চাঃ.২২।

(৩) অর্থাৎ ক্ষত্রিয় এই রূপে বিধিপূর্ব্বক সুরাপান করিলে তাহার সোমপানেরই ফল হয়।

এবং এস্থলে সোমের পরিণত হইয়াছে।

(৪) চাঃ.৮৮। (৫) চাঃ.৮৮।

ঐন্দ্র মহাভিষেক দ্বারা অভিসিক্ত ঋত্বিয়কে, সুরাই হউক বা সোমাই হউক বা অন্য অন্নই হউক, উহাও দেহাত্ম্য পর্য্যন্ত স্থায়ী মঙ্গলপূর্ণ স্তুতি দিয়া থাকে।

সপ্তম খণ্ড

মহাভিষেক

এই ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা তুর কাবষেয়^১ জনমেজয় পারি-
ক্ষিতের অভিষেক করিয়াছিলেন, তাহাতে জনমেজয় পারিক্ষিত
সর্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া পর্য্যটন করিয়া-
ছিলেন ও অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন। সে বিষয়ে এই
যজ্ঞগাথা গীত হইয়া থাকে—“জনমেজয় আসন্দীবান্ দেশে^২
ঐন্দ্রভোজা রুক্ষী (ললাটে শ্বেতচিহ্নধারী) হরিতস্রগ্ভূষিত
নারঙ্গ (শ্রেষ্ঠযাগযোগ্য) অশ্বকে দেবগণের উদ্দেশে
বন্ধন করিয়াছিলেন।”

এই ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা চ্যবন ভার্গব শার্য্যাত মানবকে^৩
অভিষেক করিয়াছিলেন। তাহাতে শার্য্যাত মানব সর্বদিকে
পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া পর্য্যটন করিয়াছিলেন, অশ্বমেধ

(১) কাবষেয়ঃ = কবষপুত্রঃ । এইরূপ পরে সর্বত্র । যেস্থলে পুত্র না হইয়া পৌত্র বা অন্ত
বংশধর বুঝাইবে সেখানেই কেবল টীকা দেওয়া যাইবে ।

(২) মূলে আছে “আসন্দীবতি” — আসন্দীবানিতি দেশবিশেষস্ত নামধেয়ং তস্মিন্
দেশে । (দায়ণ)

(৩) মানবঃ = মনুসংশোধনঃ (দায়ণ) ।

যাগ করিয়াছিলেন এবং দেবগণের সত্রেও গৃহপতি হইয়াছিলেন ।

এই ঐন্দ্রমহাভিমেক দ্বারা সোমশুশ্রা বাজরত্নায়ন^১ শতানীক সাত্রাজিতকে অভিমেক করিয়াছিলেন । তাহাতে শতানীক সাত্রাজিত সৰ্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া পর্য্যটন করিয়াছিলেন ও অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন ।

এই ঐন্দ্রমহাভিমেক দ্বারা পৰ্ব্বত ও নারদ আশ্বাষ্ঠ্যকে অভিমেক করিয়াছিলেন, তাহাতে আশ্বাষ্ঠ্য সৰ্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া পর্য্যটন ও অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন ।

এই ঐন্দ্রমহাভিমেক দ্বারা পৰ্ব্বত ও নারদ যুধাংশ্রোষ্টি ঔগ্রসেন্যকে অভিমেক করিয়াছিলেন, তাহাতে যুধাংশ্রোষ্টি ঔগ্রসেন্য সৰ্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া পর্য্যটন ও অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন ।

এই ঐন্দ্রমহাভিমেক দ্বারা কশ্যপ, বিশ্বকৰ্ম্মা ভৌবনকে অভিমেক করিয়াছিলেন, তাহাতে বিশ্বকৰ্ম্মা ভৌবন সৰ্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া পর্য্যটন ও অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন । উদাহরণ আছে যে ভূমি-দেবতা এই বিষয়ে এইরূপ [গাথা] গান করিয়াছিলেন [এ পর্য্যন্ত] “কোন মন্ত্য আমাকে দান করিবার যোগ্য হয় নাই ; অহে বিশ্বকৰ্ম্মা ভৌবন, তুমি আমাকে কশ্যপকে দিতে চাহিতেছ ; আমি মলিলের (সমুদ্রের) গধ্যে নিমগ্ন হইব, তাহা হইলে তোমার এই দান ব্যর্থ হইবে ।”

এই ঐন্দ্রমহাভিমেক দ্বারা বসিষ্ঠ সুদাস্ পৈজবনকে

অভিষেক করিয়াছিলেন, তাহাতে হৃদাস্ পৈজবন সৰ্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া পর্য্যটন ও অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন।

এই ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা সংবর্ত আগ্নিরস মরুত আবিষ্কৃতকে অভিষেক করিয়াছিলেন, তাহাতে মরুত আবিষ্কৃত সৰ্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া পর্য্যটন ও অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন। তাহাই উপলক্ষ করিয়া এই শ্লোক গীত হয় যথা “মরুদগণ মরুতের গৃহে পরিবেষণ কর্তা হইয়া বাস করিতেন, বিশ্বদেবগণ পূৰ্ণকাম অবিষ্কিৎপুত্রের সভাসদ্ ছিলেন।”

অষ্টম খণ্ড

মহাভিষেক

এই ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা উদময় আত্রেয় অঙ্গের অভিষেক করিয়াছিলেন, তাহাতেই অঙ্গ সৰ্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন। সেই অলোপাঙ্গ (সম্পূর্ণাঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রী রাজা) [তাঁহার পুরোহিত উদময় আত্রেয়কে] বলিয়াছিলেন—“অহে ব্রাহ্মণ, তুমি [তোমার] এই যজ্ঞে আমাকে আহ্বান করিও, আমি [দক্ষিণার্থ] তোমাকে দশসহস্র নাগ (হস্তী) ও দশসহস্র দাসী দান করিব।” এই বিষয় উপলক্ষে এই শ্লোক কয়টি গীত হয় যথা [প্রথম শ্লোক] “প্রিয়মেধের পুত্রগণ (উদময়ের যজ্ঞে

যাঁহারা ঋত্বিক ছিলেন তাঁহারা) যে সমুদয় গাভী লইয়া উদময়ের যাগ করিয়াছিলেন, আত্রেয় (অত্রিপুত্র উদময়) সেই বদ্র (শতকোটি) গাভীর মধ্যে [প্রতিদিন] মাধ্যম্নিন সবনে' ছুই ছুই সহস্র দান করিতেন। [দ্বিতীয় শ্লোক] “বৈরোচন (বিরোচনের পুত্র অঙ্গরাজ) তাঁহার পুরোহিত (উদময়) যাগে প্রবৃত্ত হইলে আটাত্তী হাজার পৃষ্ঠবাহনযোগ্য ধেত অশ্ব [আপন অশ্বশালা হইতে] খুলিয়া আনিয়া দান করিয়াছিলেন। [তৃতীয় শ্লোক] “[দ্বিধ্বজয় কালে] এদেশ ওদেশ হইতে আনীত নিক্ককণ্ঠী আঢ্যহুহিতার মধ্যে দশসহস্রকে' আত্রেয় (অঙ্গরাজ-পুরোহিত উদময়) দান করিয়াছিলেন।” [চতুর্থ শ্লোক] “অঙ্গের ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) আত্রেয় (উদময়) অবচৎনুক নামক দেশে দশ সহস্র নাগ (হস্তা) দান করিয়া [স্বয়ং'] ক্লান্ত হইয়া [শেষে] পরিচারকদিগকে [দান করিতে] আদেশ দিয়াছিলেন।” [পঞ্চম শ্লোক] [পরিচারকদিগকে আদেশের সময়] “তুমি একশত দাও, তুমি একশত দাও, এইরূপ আদেশ দিয়াও ক্লান্ত হইয়াছিলেন, পরে ‘তুমি সহস্র দাও’ এই কথা বলিতে বলিতেও [ক্লান্ত হইয়া তাঁহাকে শ্বাসগ্রহণ করিতে হইয়াছিল।”

(১) মূলে আছে “মধ্যাত্তঃ” সাধারণ অর্থ করেন “মাধ্যম্নিন সবনে”।

(২) ‘নিক্ক নামক আভরণ বাহাদের কণ্ঠে, তাহারা নিক্ককণ্ঠী। আঢ্যহুহিতা ধনিক-কণ্ঠা। অঙ্গরাজ দ্বিধ্বজয় কালে ইহাদিগকে আনিয়াছিলেন ও তদ্বাধ্যে দশ সহস্র কস্তা আপন পুরোহিতকে দানার্থ দিয়াছিলেন।

(৩) স্বয়ং ক্লান্ত হইয়া তৃত্যদিগকে আদেশ দিলেন তোমরা দান কর।

নবম খণ্ড

ঐন্দ্রমহাভিষেক

এই ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা দীর্ঘতমা মামতেয় ভরত দৌশ্বান্তিকে অভিষেক করিয়াছিলেন; তাহাতেই ভরত দৌশ্বান্তি সৰ্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া বহুসংখ্যক অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন। উহা উপলক্ষ করিয়া এই শ্লোকগুলি গীত হইয়া থাকে যথা [প্রথম শ্লোক] “গম্ভার নামক দেশে ভরত কৃষ্ণবর্ণ শুক্লদন্ত হিরণ্যশোভিত একশত-সাত-বদ্রসংখ্যক মুগ^(১) দান করিয়াছিলেন।” [দ্বিতীয় শ্লোক] “দুশ্বন্তপুত্র ভরত সাচাণ্ড নামক দেশে অগ্নিচয়ন করিয়াছিলেন ; সেইখানে সহস্র ব্রাহ্মণের প্রত্যেকে বদ্র (শতকোটি) সংখ্যক গাভী ভাগে পাইয়াছিলেন।” [তৃতীয় শ্লোক] “দুশ্বন্তের পুত্র ভরত যমুনার নিকটে আটাত্তরটি ও গঙ্গাতারে বৃত্রয় নামক স্থানে পঞ্চান্নটি অশ্ব [অশ্বমেধের জন্ত] বাঁধিয়াছিলেন।” [চতুর্থ শ্লোক] “এই দুশ্বন্তপুত্র রাজা [ঐক্যপে] একশত তেত্রিশটি মেধ্য (যাগযোগ্য) অশ্ব বন্ধনের ফলে [বিপক্ষ] রাজার গায়া (কৌশল) আপনার বলবত্তর মায়াদ্বারা পরাভূত করিয়া-ছিলেন।” [পঞ্চম শ্লোক] “মর্ত্য (মনুষ্য) যেমন হস্তদ্বারা দ্যুলোক স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ ভরতের কৃত মহাকর্ষ পূর্ব্বে বা পরে পঞ্চমানবের মধ্যে কোন জন করিতে পার নাই।”

(১) মুগ = হস্তা । মুগশব্দে নার রাজা বিবক্ষিতাঃ (সাংগ) বদ্র = বৃন্দ অর্থাৎ শতকোটি ।

(২) পঞ্চমানবা নিম্নারপঞ্চমঃ শুদ্ধারো বর্ণাঃ । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও নিষাদ এই পঞ্চ শ্রেণিই মনুষ্য । (সাংগ)

এই ঐন্দ্রমহাভিষেক কথা বৃহদ্রুক্ষ ঋষি দুর্মুখ পাঞ্চালকে^৩ বলিয়াছিলেন। তাহাতেই দুর্মুখ পাঞ্চাল রাজা হইয়া এই বিদ্যা (জ্ঞান) দ্বারা সর্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

এই ঐন্দ্রমহাভিষেকের কথা বাসিষ্ঠ সাত্যহব্য^৪ অত্যরাতি জানন্তপিকে^৫ বলিয়াছিলেন, তাহাতেই অত্যরাতি জানন্তপি রাজা হইয়া এই বিদ্যাদ্বারা সর্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

সেই বাসিষ্ঠ সাত্যহব্য [অত্যরাতিক] বলিয়াছিলেন, “তুমি [এই বিদ্যাবলে] সর্বদিকে পৃথিবীর অন্তপর্য্যন্ত জয় করিয়াছ, আগাকে মহত্ত্ব (ঐশ্বর্য্য) প্রাপ্ত করাও”। অত্যরাতি জানন্তপি বলিলেন “অহে ব্রাহ্মণ, আমি যখন উত্তরকুরু জয় করিব, তুমি তখন এই পৃথিবীর রাজা হইবে, আমি তোমার সেনাপতি হইব।” বাসিষ্ঠ সাত্যহব্য বলিলেন, “ঐ দেশ (উত্তরকুরু) দেবক্ষেত্র, মর্ত্য (মনুষ্য) উহা জয় করিবার অযোগ্য; তুমি আমার দ্রোহ (প্রতারণা) করিলে, তোমার এই [বীর্য্য] আমি অপহরণ করিব।”

তদনন্তর (সাত্যহব্যকর্ত্তক অভিশাপের পর) অপহৃতবীর্য্য ও নিঃশুক্র (তেজোরহিত) সেই অত্যরাতি জানন্তপিকে শত্রু-দমন শৈব্য^৬ শুশ্রিণ নামক রাজা বধ করিয়াছিলেন।

(৩) পাঞ্চাল = পঞ্চালদেশবাসী ।

(৪) বাসিষ্ঠ = বাসিষ্ঠগোত্রোৎপন্ন, সাত্যহব্য = সত্যহব্যের পুত্র ।

(৫) জনস্তপের পুত্র ।

(৬) ঔশব্যঃ শিবপুংঃ ।

সেইজন্য যে ব্রাহ্মণ এই [ঐন্দ্রমহাভিমেকের বিষয়] জানেন
ও এই কন্ম করেন, তাঁহার প্রতি ক্ষত্রিয় যেন দ্রোহ
না করেন ; তাহা হইলেই তাঁহার রাষ্ট্র হইতে ভ্রংশের
অথবা প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকিবে না ।

চত্বারিংশ অধ্যায়

—000—

প্রথম খণ্ড

পুরোহিত নিয়োগ

ক্ষত্রিয়ের মহাভিষেক বর্ণিত হইল । ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাখিয়া
গায়েন, সেই পুরোহিত সম্বন্ধে কর্তব্যনিকূপণের পর ঐন্দ্রমহ ব্রাহ্মণ সমাপ্ত
হইতেছে । উহাট এই অন্তিম অধ্যায়ের বিষয় ।

অনন্তর পুরোধার (পুরোহিতের) বিধান । যে রাজার
পুরোহিত নাই, দেবগণ তাঁহার অন্ন ভোজন কবেন না ;
সেইজন্য যে রাজা যাগ করিতে চাহেন, তিনি, দেবগণ
আমার অন্ন ভোজন করিবেন, এই উদ্দেশ্যে নব্বু ও নেক
পুরোহিত করিবেন । এই পুরোহিতেরা তাঁহার যাগ
স্বর্গসাধক অগ্নিরই উদ্ভাবকদিগা থাকেন । পুরোহিত তাঁহার
আহবনীয়ের, জাগা (গজী) গার্হপত্যের ও পুন অম্বাহার্য-

(১) মূল আছে “ব্রাজা পুনরাগতঃ” । “ব্রাজাপুনরাগতঃ” এই তিন পাঠও নাথক
করেন । তাৎপর্য যে রাজা যাগ না করিলেও পুরোহিত রাখিবেন ।

পচনের (দক্ষিণাগ্নির) তুল্য । পুরোহিত সম্পাদন দ্বারা তিনি আহবন্যে হোম করেন, জায়াদ্বারা গার্হপত্যে হোম করেন ও পুত্রদ্বারা ঋদ্ধাহার্য্য-পচনে হোম করেন । সেই অগ্নিগণ এইরূপে আভূতি পাইয়া শান্ততনু হইয়া ও তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে স্বর্গলোক ফল বল রাষ্ট্র ও প্রজার অভিমুখে লইয়া যান । আভূতি না দিলে তাঁহারা অশান্ত-তনু ও অপ্রীত থাকিয়া তাঁহাকে স্বর্গলোক ফল বল রাষ্ট্র ও প্রজা হইতে ভ্রষ্ট করেন ।

এই যে পুরোহিত, তিনি পঞ্চমেনিবিধিষ্ট^১ বৈশ্বানর-অগ্নিস্বরূপ ; তাঁহার বাক্যে একটি, পদদ্বয়ে একটি, ত্রয়ে একটি, হ্রদয়ে একটি ও উপস্থে একটি গেনি (অগ্নিশিখা) আছে ; তিনি সেই জ্বলন্ত দাপ্যমান গেনির সহিত রাজার সমীপে উপস্থিত হন । রাজা যখন বলেন “ভগবান্, আপনি কোথায় ছিলেন ? [অহে ভৃত্যগণ, ইহার বসিবার জগ্ৰ] তৃণ (কুশাসন) আনয়ন কর”, তখন তাঁহার বাক্যে যে গেনি ছিল, তাহা শান্ত হয় । যখন তাঁহার পাদ্য (পাদ প্রক্ষালনার্থ) জল আনা হয়, তখন তাঁহার পদদ্বয়ে যে গেনি ছিল, তাহা শান্ত হয় । পরে যখন তাঁহাকে [বস্ত্রগন্ধাদি দ্বারা] অলঙ্কৃত করা হয়, তখন তাঁহার ত্রকের গেনি শান্ত হয় । যখন তাঁহাকে [ধনাদি দ্বারা] তৃপ্ত করা হয়, তখন তাঁহার হ্রদয়ের গেনি শান্ত হয় । পরে যখন তাঁহাকে গৃহমধ্যে অবিরোধে বাস করিতে দেওয়া হয়, তখন

(২) এস্থলে প্রায়ঃ অর্থে স্থান নহে । মূলে “বিশ্” শব্দ আছে ।

(৩) পূর্বোক্ত পঞ্চবিধি কোষলক্ষণা শক্তিঃ গেনিরিত্যুচ্যতে যথা ঋগ্বেদাংলা তদ্বৎ । (সায়ণ)

তঁাহার উপস্থের মেনি শান্ত হয় । তিনি (সেই অগ্নিস্বরূপ পুরোহিত) এইরূপ আহুতি পাইয়া শান্ততনু ও প্রীত হইয়া তঁাহাকে স্বর্গলোক ক্ষত্র বল রাষ্ট্র ও প্রজার অভিগুণে লইয়া যান, আর ঐরূপ আহুতি না পাইলে অশান্ততনু ও অপ্রীত থাকিয়া তঁাহাকে স্বর্গলোক ক্ষত্র বল রাষ্ট্র ও প্রজা হইতে ভ্রষ্ট করেন ।

দ্বিতীয় খণ্ড

পুরোহিত-প্রশংসা

এই যে পুরোহিত, ইনি পঞ্চমেনিবিশিষ্ট বৈশ্বানর-অগ্নি-দ্বরূপ ; সমুদ্র যেমন ভূমিকে বেষ্টিত করিয়া থাকে, তিনিও সেইরূপ মেনি (শক্তি) দ্বারা রাজাকে বেষ্টিত করিয়া ধরিয়া থাকেন । যে রাজার পক্ষে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাষ্ট্রগোপ (রাষ্ট্ররক্ষক) পুরোহিত থাকেন, সেই রাজার রাষ্ট্র অস্থির হয় না, আয়ু থাকিতে তঁাহার প্রাণ যায় না, তাহা পর্য্যন্ত তিনি জীবিত থাকেন, তিনি পূর্ণ আয়ু লাভ করেন ও পুনরায় তঁাহার মৃত্যু হয় না^১ । অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ যঁাহার রাষ্ট্রগোপ পুরোহিত থাকেন, তিনি ক্ষত্র দ্বারা ক্ষত্র জয় করেন, বল দ্বারা বল লাভ করেন । অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ যঁাহার রাষ্ট্রগোপ পুরোহিত

(১) "ন পুনর্ভিষতে" সংগ্রহ অর্থ কথিত—“মহুয়া দ্বা ন পুনর্ভিষতে পুরোহিতমুখেন তৎক্ষণাৎ সম্পাদ্যমুচ্যতে” অর্থাৎ তঁাহার দ্বিগুণ বার মৃত্যু হয় না, তিনি মৃত্যুর পর মুক্তি লাভ করেন ।

থাকেন, বৈশ্বগণ (প্রজাগণ) তাঁহার সম্মুখে এক মনে ও এক মতে বর্তমান থাকে ।

তৃতীয় খণ্ড

পুরোহিত-প্রশংসা

ঋষিও ' এ বিময়ে [এই ঋক্গুলি] বলিয়াছেন যথা—
[প্রথম ঋক্] “স ইদ্রাজা প্রাতি জ্ঞানি বিশ্বা, শুশ্রোণ
তস্মাবতি বীর্ঘোণ” ১ এই [প্রথম দুই চরণে] “জ্ঞানি”
অর্থে সপ্তর্ষি অর্থাৎ দেবকারী শত্রু ; তাহাদিগকেই “শুশ্রু”
(অধিক) “বীর্ঘ্য” দ্বারা [সেই পুরোহিতযুক্ত “রাজা”] অভি-
ভব করিয়া থাকেন । [তৃতীয় চরণ] “বৃহস্পতিং যঃ স্তুতং
বিতর্জি” —এখানে বৃহস্পতিই দেবগণের পুরোহিত, তাঁহার
অনুসরণেই তাহা রাজাদিগের অন্যান্য পুরোহিত । “বৃহস্পতিং
যঃ স্তুতং বিতর্জি” এই বাক্যে রাজা পুরোহিতকে সগ্যক্
রূপে ভরণ করিয়া পালন করেন, ইহাই বুঝাইতেছে । [চতুর্থ
চরণ] “বন্দ্যসি বন্দতে পূর্বভাজম্” —যিনি অন্যের পূর্বে
[রাজাকে] ভজনা করেন, সেই পুরোহিতকে রাজা অর্চনা
ও বন্দনা করেন—এই স্থলে রাজারই বন্দনযোগ্যতা
বুঝাইতেছে ।

[দ্বিতীয় ঋক্] “স ইৎ ক্ষেতি স্তুতি ওকসি স্মে” ২ এই

[প্রথম চরণের] ওকঃ শব্দের অর্থ গৃহ; উহার অর্থ—সেই রাজা আপন গৃহেই ‘স্বধিত’ (স্বধীত) হইয়া বাস করেন। “তস্মা ইড়া পিষতে বিশ্বদানীন্” এই [দ্বিতীয় চরণে] ইড়া অর্থে অন্ন; উহার অর্থ—[“বিদানীং” অর্থাৎ] সর্বদা সেই রাজার বন উজ্জ্বল (নসন্ত) হইয়া থাকে। “তস্মৈ বিশঃ স্বয়ম্বেবানমন্তে” এই [তৃতীয় চরণে] “বিশঃ” পদের অর্থ রাষ্ট্র; উহার অর্থ—সেই রাজার রাষ্ট্র স্বয়ং (আপনা হইতেই) অবনত (বণীভূত) হয়। “বগ্নিন্ ব্রহ্মা রাজনি পূর্ব এতি”—ব্রহ্মা যে রাজার পূর্বে গমন করেন—এই [চতুর্থ চরণে “ব্রহ্মা” শব্দে] পুরোহিতকেই বুঝাইতেছে।

[তৃতীয় ঋক্] “অপ্রতীতো জয়তি সং ধনানি” এই [প্রথম চরণের] অর্থ—সেই [পুরোহিতযুক্ত] রাজা অপ্রতীত (শত্রুকর্তৃক অনাক্রান্ত) হইয়া সম্যক্রূপে রাষ্ট্র জয় করেন, কেননা এখানে “ধন” শব্দের অর্থ রাষ্ট্র। “প্রতিজন্যান্যত বা সজন্য”—প্রতিজন্য (প্রতিপক্ষ) অপিচ যাহা সজন্য (শত্রুসহিত), তাহাকে [জয় করেন]—এই [দ্বিতীয় চরণে] “জ্ঞানি” পদে সপ্তম অর্থাৎ দ্বেষকারী শত্রু বুঝাইতেছে; উহার অর্থ—সেই শত্রুদিগকেই তিনি অনাক্রান্ত হইয়া জয় করেন। “অবশ্রবে যো বরিবঃ কৃণোতি” এই [তৃতীয় চরণের] অর্থ—যে রাজা অবশ্রবে (বশুহীন বা দরিদ্র ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে) বশুযুক্ত (ধনযুক্ত) করেন। “ব্রহ্মণে রাজা তমবন্তি দেবাঃ—যে রাজা ব্রাহ্মণকে [বশুযুক্ত

করেন], দেবগণ তাঁহাকে রক্ষা করেন—এই [চতুর্থ চরণে] “ব্রাহ্মণে” পদ পুরোহিতকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইতেছে ।

চতুর্থ খণ্ড

পুরোহিত-নির্ব্বাচন

যিনি [পরবর্তী] তিন পুরোহিতের ও তিন পুরোধাতার (পুরোহিতের নিয়োগকর্তার) বিষয় জানেন, সেই ব্রাহ্মণই পুরোহিত হইবেন । তিনি পুরোহিত্যের উদ্দেশে বলিবেন—
 “অগ্নিই পুরোহিত, পৃথিবী [তঁহার] পুরোধাতা; বায়ুই পুরোহিত, অন্তরিক্ষ পুরোধাতা; আদিত্যই পুরোহিত, দ্যুলোক পুরোধাতা; যিনি ইহা জানেন, তিনিই যথার্থ “পুরোহিত”; আর যিনি ইহা না জানেন, তিনি “তিরোহিত” । যঁহার ব্রাহ্মণ ইহা জানিয়া রাষ্ট্রগোপ পুরোহিত হয়েন, সেই রাজার পক্ষে [অন্য] রাজা মিত্র হয়েন ও তিনি দ্বেষকারীকে বিনষ্ট করিতে পারেন । ব্রাহ্মণ ইহা জানিয়া যঁহার পক্ষে রাষ্ট্রগোপ পুরোহিত হয়েন, তিনি ক্ষত্রদ্বারা ক্ষত্রকে জয় করেন, বল দ্বারা বল লাভ করেন । ব্রাহ্মণ ইহা জানিয়া যঁহার পক্ষে রাষ্ট্রগোপ পুরোহিত হয়েন, তাঁহার বৈশ্যগণ (প্রজাগণ) সম্মুখে থাকিয়া তাঁহার সহিত একমত ও একমন হইয়া থাকে ।

[তৎপরে পুরোহিতের বরণ মন্ত্ৰ] “ভূভুবঃ স্বঃ ওঁ” আমি (অর্থাৎ পুরোহিত) অম (দ্যুলোক), তুমি (অর্থাৎ রাজা)

সেই (ভুলোক) ; তুমি সেই, আমি অম । আমি দ্যৌঃ, তুমি পৃথিবী ; আমি সাম, তুমি ঋক্ ; আমরা উভয়ে ইহ-লোকে একত্র থাকিয়া এই পুর (নগর) সকলের [কার্য্য] নির্বাহ করি ; তুমি আমার তনুস্বরূপ ; আমার তনু মহাভয় হইতে রক্ষা কর ।”

[রাজা তৃণনির্ম্মিত আসন দান করিলে পুরোহিতের পাঠ্য মন্ত্র] “সোম যে ওষধি সকলের রাজা, যে ওষধিসকল বহু সংখ্যক ও শত-[অবয়ব]-বিশিষ্ট, তাহারা এই আসনে [থাকিয়া] আমাকে অচ্ছিদ্র মঙ্গল দান করুক ।”

[আসনে উপবেশন মন্ত্র] “সোম যে ওষধিসকলের রাজা, তাহারা এই পৃথিবীতে বিশেষভাবে স্থাপিত আছে, তাহারা এই আসনে [থাকিয়া] আমাকে অচ্ছিদ্র মঙ্গল দান করুক ।”

[পাণ্ডগ্রহণ মন্ত্র] “অহে জল, আমি এই রাষ্ট্রে শ্রী সম্পাদন করিতেছি, অতএব দাপ্তিমান্ জলের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছি ।”

[পুরোহিতের সেই জলে পাদপ্রক্ষালন মন্ত্র] “দক্ষিণ পদ প্রক্ষালন করিতেছি, তাহাতে এই রাষ্ট্রে ইন্দ্রিয়ের (ধন-সম্পত্তির) স্থাপন করিলাম । বাম পদ প্রক্ষালন করিতেছি, তাহাতে এই রাষ্ট্রে ইন্দ্রিয়ের বর্দ্ধন করিলাম । প্রথমে এক পদ, পরে অন্য পদ এইরূপে উভয় পদ প্রক্ষালন করিতেছি, অহে দেবগণ তাহাতে রাষ্ট্রের রক্ষা ও অভয় হউক । পাদপ্রক্ষালনার্থ এই জল আমার দ্বেষকারীকে নিঃশেষে দধ্ব করুক ।”

পঞ্চম খণ্ড

ব্রহ্ম-পরিমর কৰ্ম্ম

অনন্তর [শত্রুক্ষয়কামনায়] ব্রহ্ম-পরিমর কৰ্ম্ম । যে ব্রহ্ম-পরিমর নামক কৰ্ম্ম জানে, তাহার পার্শ্বে দ্বেষকারী শত্রু-গণ মরিয়া যায় । এই যে [বায়ু] সঞ্চরণ করেন, তিনিই ব্রহ্ম । বিদ্যুৎ সৃষ্টি চন্দ্রমা আদিত্য ও অগ্নি এই পাঁচ দেবতা তাঁহার পার্শ্বে মরিয়া থাকেন । বিদ্যুৎ দীপ্তি প্রকাশ করিয়া সৃষ্টিতে অনুপ্রবেশ করেন ও অন্তর্হিত হয়েন ; তাঁহাকে আর দেখা যায় না । যখন কেহ মরে, তখনই সে অন্তর্হিত হয় ; তার পর তাহাকে আর কেহ দেখিতে পায় না । [অতএব] এই মন্ত্র বলিবে “বিদ্যুতের মরণের মত আমার দ্বেষকারী মরুক ও অন্তর্হিত হউক, তাহাকে কেহ যেন দেখিতে না পায় ।” [অতঃপর] অবিলম্বেই আর কেহ সেই দ্বেষকারীকে দেখিতে পায় না । সৃষ্টি বর্ষণের পর চন্দ্রমাতে অনুপ্রবেশ করেন ও অন্তর্হিত হন, আর তাহাকে দেখা যায় না । যখন কেহ মরে, তখনই সে অন্তর্হিত হয় ; তার পর কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না । অতএব এই মন্ত্র বলিবে “সৃষ্টির মরণের মত আমার দ্বেষকারী মরুক ও অন্তর্হিত হউক, তাহাকে কেহ যেন দেখিতে না পায় ।” অতঃপর অবিলম্বেই আর কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না । চন্দ্রমা অমাবস্যাতে আদিত্যে অনুপ্রবেশ করেন ও অন্তর্হিত হন ; আর তাঁহাকে দেখা যায় না । যখন কেহ মরে, তখনই সে অন্তর্হিত হয়,

তার পর তাহাকে দেখা যায় না। অতএব এই মন্ত্র বলিবে “চন্দ্রমার মরণের মত আমার ঘেষকারী মরুক ও অন্তর্হিত হউক, তাহাকে কেহ যেন দেখিতে না পায়।” অতঃপর অবিলম্বেই তাহাকে আর কেহ দেখিতে পায় না। আদিত্য অন্ত গলে অগ্নিতে অনুপ্রবেশ করেন ও অন্তর্হিত হন; আর তাঁহাকে দেখা যায় না। যখন কেহ মরে, তখনই সে অন্তর্হিত হয়, তার পর তাহাকে আর দেখা যায় না। অতএব এই মন্ত্র বলিবে “আদিত্যের মরণের মত আমার ঘেষকারী মরুক ও অন্তর্হিত হউক, তাহাকে কেহ যেন দেখিতে না পায়।” অতঃপর অবিলম্বেই তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না। অগ্নি নিবাইলে বায়ুতে অনুপ্রবেশ করেন ও অন্তর্হিত হন; আর তাঁহাকে দেখা যায় না। যখন কেহ মরে, তখনই সে অন্তর্হিত হয়, তার পর আর তাহাকে দেখা যায় না। অতএব এই মন্ত্র বলিবে “অগ্নির মরণের মত আমার ঘেষকারী মরুক ও অন্তর্হিত হউক, তাহাকে কেহ যেন দেখিতে না পায়।” অতঃপর অবিলম্বেই তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না।

ঐ ঐ দেবতার। ঐ বায়ু হইতেই পুনরায় জন্মলাভ করেন। বায়ু হইতে অগ্নি জন্মেন, প্রাণের বলে মথ্যমান হইয়া অধিক (তেজস্বী) হইয়া জন্মেন। তাঁহাকে (জায়মান অগ্নিকে) দেখিয়া এই মন্ত্র বলিবে “অগ্নি জন্ম লাভ করুন, আমার ঘেষকারী যেন না জন্মে; সে আমার নিকট হইতে পরাঙ্মুখে দূরে যাউক।” অতঃপর সেই ঘেষকারী পরাঙ্মুখে দূরে যায়। অগ্নি হইতে আদিত্য জন্মেন। তাঁহাকে দেখিয়া

এই মন্ত্র বলিবে “আদিত্য জন্মলাভ করুন, আমার দ্বেষকারী যেন না জন্মে ; সে আমার নিকট হইতে পরাঙ্মুখে দূরে যাউক ।” অতঃপর সে পরাঙ্মুখে দূরে যায় । আদিত্য হইতে চন্দ্রমা জন্মেন । তাঁহাকে দেখিয়া এই মন্ত্র বলিবে “চন্দ্রমা জন্মলাভ করুন, আমার দ্বেষকারী যেন না জন্মে ; সে আমার নিকট হইতে পরাঙ্মুখে দূরে যাউক ।” অতঃপর সে পরাঙ্মুখে দূরে যায় । চন্দ্রমা হইতে বৃষ্টি জন্মে । তাঁহাকে দেখিয়া এই মন্ত্র বলিবে “বৃষ্টি জন্মলাভ করুন, আমার শত্রু যেন না জন্মে ; সে আমার নিকট হইতে পরাঙ্মুখে দূরে যাউক ।” অতঃপর সে পরাঙ্মুখে দূরে যায় । বৃষ্টি হইতে বিদ্যুৎ জন্মে । তাঁহাকে দেখিয়া এই মন্ত্র বলিবে “বিদ্যুৎ জন্মলাভ করুন ; আমার দ্বেষকারী যেন না জন্মে ; সে আমার নিকট হইতে পরাঙ্মুখে দূরে যাউক ।” অতঃপর সে পরাঙ্মুখে দূরে যায় ।

এই কৰ্ম্মের নাম ব্রহ্ম-পরিমর । এই ব্রহ্ম-পরিমর কৰ্ম্মের কথা কোষায়ব^১ মৈত্রেয় (তন্মামক ঋষি) কৈরিশি^২ ভার্গায়ণ^৩ স্ত্রী রাজাকে বলিয়াছিলেন । তাঁহার পার্শ্বস্থ [দ্বেষকারী] পাঁচ জন রাজা মরিয়াছিলেন । তাহাতে স্ত্রী (তন্মামক রাজা) মহৎ পদ পাইয়াছিলেন ।

এই কৰ্ম্মপক্ষে এই ব্রত (নিয়ম) বিধেয় । দ্বেষকারীর

(১) কোষায়ব—সুযায়বপুত্র । (সারণ)

(২) কৈরিশি—কিরিশপুত্র । (সারণ)

(৩) ভার্গায়ণ—ভর্গপোদ্ভোৎপন্ন । (সারণ)

পূর্বের উপবেশন করিবে না ; যদি বোধ কর, সেই ঘ্বেষকারী
 দাঁড়াইয়া আছে, তাহা হইলে দাঁড়াইয়া থাকিবে । ঘ্বেষকারীর
 পূর্বের শয়ন করিবে না ; যদি বোধ কর সে বসিয়া আছে, তাহা
 হইলে বসিয়া থাকিবে । ঘ্বেষকারীর পূর্বের ঘুমাইবে না ; যদি
 বোধ কর সে জাগিয়া আছে, তাহা হইলে জাগিয়াই থাকিবে ।
 এরূপ করিলে যদি সেই ঘ্বেষকারীর মাথা পাষাণের মত হয়,
 তথাপি অবিলম্বেই তাহার বিনাশ ঘটে, অবিলম্বেই তাহার
 বিনাশ ঘটে ।



ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সমাপ্ত

প্রথম পরিশিষ্ট

অগস্ত্য—ঋষি—ইন্দ্রের সহিত একতালভ ৪৩৭

অগ্নি—দেবগণের অবম ২ দীক্ষণীয়েষ্টির দেবতা ৩ অগ্নির শরীর ৪ দীক্ষাপালক
১৭ প্রায়ণীয়ে দেবতা ২৮ অন্নপতি ৩০ চক্ষুঃস্বরূপ ৩২ দেবগণের অগ্নিগ্রহণ ৫৭
বজ্রগণের সম্ভৱ ৮৬ দেবগণের বাণে অবস্থিতি ৮৮ দেবহোতা ১০০, ১০১ গোপা ১০২
মায়াবলে সোমরক্ষা ১১০ দেবযোনি ১২৬, ১৫৯ সকল দেবতা ৩, ১২৭ বৃত্রবধে
ইন্দ্রের সহায় ১২৮ যজ্ঞিয় পশুর অগ্রগামী ১৩৭ প্রাতরনুবাকে দেবতা ১৬০ তু-
যাজে দেবতা ১৯৭ নিবিদের দেবতারূপে বিবিধ বিশেষণ ২০৬ অম্বরযুদ্ধে ইন্দ্রের
অগ্রণী ২১৪ বিবিধ রূপ ২৩২ দেবহোতারূপে মৃত্যু অতিক্রম ২৪২, ২৫০ অম্বরযুদ্ধে
দেবগণের অগ্নিস্থিতি ৩০১, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০ অশ্বরূপধারণ ৩২৪ অশ্বতরীযুক্তরথে
আজিধাবন ৩৪৩, ৩৪৫ নবরাত্রে প্রথমাহ্নে দেবতা ৬৯০ অগ্নিহোত্রে
হোমদ্রবোর দেবতা ৪৬৫ অগ্নিহোত্রে দেবতা ৪৭৫ যজ্ঞনাশার্থী অম্বরগণের
অপসারণ ৪৯০ অঙ্গিরোগণের অন্ততম ও আদিত্যগণের যজ্ঞে হোতা ৫৫৩,
৫৫৪ শুনঃশেপ কর্তৃক স্তুতি ৫৯২ ঋত্রিয়ের ভক্ষ্যনির্দেশ ৬২১ অগ্নি অগ্নিবান্
৫৭১ অপ্সুবান্ ৫৭২ কামবান্ ৫৭২ গৃহপতি ১৯৭, ৪৬৩ জনদান্ ৫৭৫ তন্তুবান্
৫৭৭ তপস্বান্ ৫৭৫ পথিকৃৎ ৫৭৪ পবিত্রবান্ ৫৭৬ পাবকবান্ ৫৭৫ মরুত্বান্
৫৭৮ বরুণ ৫৩৫, ৫৭৭ বিবিচি ৫৭১ বীতি ৫৭১ বৈশ্বানর ২৮৯, ৩০৫, ৫৭৫
ব্রতপতি ৫৭৪ ব্রতভূৎ ৫৭৪ শুচি ৫৭৩ সুরভিমান্ ৫৭৭ সংবর্গ ৫৭২, ৫৭৩
স্থিষ্টকৃৎ ১৪৮ হিরণ্যবান্ ৫৭৬ জাতবেদা ৬১

অঙ্গ—অলোপাঙ্গ, বৈরোচন, রাজা, উদময় আত্রেয়ের মজ্জমান, অশ্বমেধযাগ ও
অবচংগুকদেশে নাগদান ৬৬১-৬৬২ প্রিয়মেধ দেখ।

অঙ্গিরোগণ—স্বর্গলাভার্থ সত্রানুষ্ঠান ৩৯৮ নাভানেদিষ্টকে ধনদান ৪৩০-৪৩২
বলাসুরের গাভীগণ প্রাপ্তি ৪৯৪ ইন্দ্রের অভিষেক ৬৪৯

অঙ্গিরোগণ ও আদিত্যগণ—ভূলোকবাসী, অগ্নিপূজারার স্বর্গলাভ ৬৩
প্রজাপতি হইতে জন্ম ২৮৯ আদিত্যগণের ষাটি বৎসর পরে অঙ্গিরোগণের
স্বর্গলাভ ৩৬৪ স্বর্গলাভার্থ যজ্ঞে আদিত্যগণের যাজকতাস্বীকার ৫৫৩-৫৫৫

অজীগর্ত—স্বয়মসের পুত্র ও শুনঃশেপের পিতা, আজিরস ৫০৫ শুনঃশেপকে বিক্রয় ৫০০ শুনঃশেপের বধোদ্যোগ ৫০১ শুনঃশেপ দেখ।

অত্যরাতি—জানস্তপি, রাজা, পৃথিবীজয়ী, উত্তরকুরুজয়ের ইচ্ছা। সাত্যাহব্য কর্তৃক অভিষাপ, শুয়িং রাজার নিকট পরাজয় ও মৃত্যু ৬৬৪

অত্রি—উদময় দেখ।

অথর্বা—অগ্নিমহনকারী ৫৮

অদিতি—দেবগণের বরলাভ, প্রায়ণীয়ের ও উদম্ননীয়ের দেবতা ২৬, ৬২ উর্দ্ধে অবস্থিতি ২৯ ভূমিদেবতা ৩৩ চরুধাগ ৪২ তৃতীয় সর্বনের দেবতা ২৭৮ ইন্দ্র, মিত্র ও বরুণের ভাগদান ৪৬৬

অনুমতি—দেবিকা ৩১৯ অনুমতি=জ্যোঃ ৩২১

অনুমাজ—একাদশ অনুমাজ-দেবতা অসোমপায়ী ১৬৮

অন্ধ্র—অস্ত্যজন, দম্ভ্যপ্রধান—বিশ্বামিত্রবংশে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ, মৃতিব জনগণের উৎপত্তি ৫২৭

অপাচ্য—পশ্চিমদেশবাসী জনগণ ৬৪৮

অপ্সমুহ—দেবতা, সকল দেবতার স্বরূপ ১৬৩ অপ্সদেবতার ধাম ১৭১

অভিপ্রতারা—বৃক্ছ্যম দেখ।

অভ্যগ্নি—ঔর্ধ্ববংশীয় ঐতশ ঋষির পুত্র, পিতার সহিত কলহ ৫৫১ ঐতশ দেখ।

অমনুষ্য—গন্ধর্বাদি—পশুবিভাগ বিধি ৫৬৩

অয়্যাস্ত্র—ঋষি—হরিশ্চন্দ্রের রাজহয়ে উদগাতা ৫০১

অরিন্দম—কত্রিয়ার ভক্ষ্য নির্দেশ ৬২১

অরিন্দেনি—তাক্ষ্য দেখ।

অরুর্মঘগণ—ইন্দ্রকর্তৃক হত্যা ৬১১

অর্বুদ—কদ্দুপুত্র, মন্ত্রদ্রষ্টা, সর্পঋষি, তৎকর্তৃক গ্রাবস্ততি ৪৮২

অর্বুদোদাসর্পণী—অর্বুদ ঋষির পথ ৪৮২

অবচৎনুব—দেশ—অঙ্গরাজার যজ্ঞস্থল ৬৬২

অবৎসার—ঋষি—অগ্নিধাম প্রাপ্তি ১৮৭

অবিন্ধিৎ—মরুতের পিতা, মরুত দেখ।

অশ্ব—বুলিল দেখ ।

অশ্বতর—বুলিল দেখ ।

অশ্বিনয়—দেবগণের ভিবক্ ৬৯ প্রাতরহুবাকে দেবতা ১৬০ সোমপানের, জন্ত ধাবন ও হিদেরতো ভাগ ১৮৮ ঋতুযাজে দেবতা ১৯৭ আজিধাবনে আশ্বিন-শস্ত্রলাভ ৩৪৪ পর্দিতযুক্ত রথে আজিধাবন ৩৪৫ অগ্নিহোত্র হোমদ্রব্যের দেবতা ৪৬৫ পুরোডাশযাগ ৫৭৬ শুনঃশেপ কর্তৃক স্তুতি ৫৯৩ ইন্দ্রাভিষেকে আসন্দী ধারণ ৬৪৫

অসিতযুগগণ—কশপগণের অন্ততম, জনমেজয়ের যজ্ঞে বলপূর্বক স্থান গ্রহণ ৬১০ ভূতবীর দেখ ।

অসুরগণ—পুরীতয় নির্মাণ ৮৩, অহোরাত্র হইতে অপসরণ ৮৫ যজ্ঞনাশ-চেষ্ঠা ১৪৯ অসুরগণের ধন ৩৩৯, ৪২৪ দেবগণ দেখ ।

অসুরগণ ও রাক্ষসগণ—সোমহত্যার চেষ্ঠা ১১০ অগ্নিহারা হত্যা ২১০ দেবশাপে বিরূপত্ব ৪০১ যজ্ঞ হইতে অপসারণ ৪৮৯, ৪৯০

অষ্টক—বিশ্বামিত্রের পুত্র ৫৯৬

অহি=বৃত্র ২৬৩

অহিবৃধ্য=গার্হপত্য অগ্নি ২৯৪

আঙ্গিরস—অজীগর্ত দেখ ।

আঙ্গিরস—সংবর্ত দেখ ।

আঙ্গিরস—হিরণ্যাস্ত্র প দেখ ।

আত্রেয়—উদময় দেখ ।

আদিত্য—আদিত্যের জন্ম ২৮৯ তাপদাতা ৩১২, ৩১৩ উদয়হীন ও অন্তমনহীন ৩১৩ স্বর্গচ্যুতির আশঙ্কা ৩৬৬, ৩৬৮ বিবিধ বিশেষণ ৩৭১ আদিত্যের অহুচর ৪৭৩ আহিত্যগ্নির অতিথি ৪৭৩ স্বেত অশ্বরূপ ধারণ ৫৫৫ দেবগণের ক্ষত্র ৬০১

আদিত্যগণ—দ্বাদশ, তেত্রিশ দেবতার অন্তর্গত ৩৮ বক্রণের সহচর ৮৬ তৃতীয় সর্বনের দেবতা ২৭৮, ২৭৯ সবিতা হইতে ভিন্ন ২৭৯ স্বর্গলাভার্থ অগ্নি-স্তুতি ৩০৯ আদিত্যগণের যজ্ঞ ও তৎসম্বন্ধে দেবনীথ নামক বৃত্তান্ত ৫৫৫ তৎকর্তৃক ইন্দ্রের অভিষেক ৬৪৮ অঙ্গিরোগণ ও আদিত্যগণ দেখ ।

আপ্ত্য দেবগণ—তৎকর্তৃক ইন্দের অভিষেক ৬৪৬, ৬৪৮ সাধাগণ দেখ।

আম্বাঠ্য—রাজা, পর্বত ও নারদকর্তৃক অভিষেক, পৃথিবীজয় ও অশ্বমেধ-
যাগ ৬৬০।

আরাঢ়—সৌজাত দেখ।

আবিক্রিত—মরুত দেখ।

আসন্দীবান্—দেশ—জনমেজয়কর্তৃক অধবকন ৬৫৯

ইক্ষ্বাকু—হরিশ্চন্দ্রের পূর্বপুরুষ ৫৮৩ হরিশ্চন্দ্র দেখ।

ইড়ঃ—আগ্নী দেবতা ১৩১

ইড়া—দেবতা—যাগান্তে আহ্বান ১৪৬ দেবীত্নয় দেখ।

ইন্দু=সোম ১০৫

ইন্দ্র—রুদ্রগণের সহিত মন্ত্রণা ও বরুণগৃহে তম্বরক্ষা ৮৬, ৮৭ ইন্দের বজ্র ১২৫
অগ্নি ও সোমসাহায্যে বৃত্রবধ ১২৮ অম্বরপ্রতি বজ্রক্ষেপ ১৬৩ ইন্দ্রোদ্দেশে
সোমোভিষব ১৭৫ বজ্রদ্বারা বৃত্রহত্যা ৯২, ১৮৩ সবনীয় পুরোডাশাদির দেবতা
১৮৬ সোমপানার্থ ধাবন ও বায়ুর নিকট পরাজয় ১৮৮ বায়ুর সারথি ১৮৯
ঋতুযাজে দেবতা ১৯৭ ইন্দ্র ব্রহ্মা ১৯৭ অগ্নির পরে অম্বর জয় ২১৪ ইন্দের
পলায়ন ও ভূতগণ কর্তৃক অন্বেষণ ২৫২ বৃত্রবধে মরুতগণবাতীত দেবগণের
ইন্দ্রত্যাগ ২৫৩, ২৬২ মরুতগণের সখা ২৬২, ২৬৩ অহি-হত্যা, শম্বর-বধ, বলের
গাভী অন্বেষণ ২৬৩ বৃত্রবধের পর মহেন্দ্র লাভ ২৬৪ ইন্দের পত্নী ২৬৫, ২৬৬
রুদ্রগণ সাহায্যে ঋতুগণকে সোমপানে নিরাকরণ ২৮১ সোমপান ২৯৮ ইন্দ্র
মধবা ২৬৩, ৩০০ বজ্রনির্মাণ ও নিক্ষেপ ৩২৭, ৩২৯ অম্বর নিরাকরণ ৩৩৭,
৩৩৮ আজিধাবনে শম্বলাভ ৩৪৪ অশ্বযুক্ত রথে আজিধাবন ৩৪৫ বৃত্রহত্যা দ্বারা
বিশ্বকর্মা ৩৭৬ সংবৎসররূপী ৩৭৬ দেবগণকর্তৃক জ্যোষ্ঠহ ও শ্রেষ্ঠহ স্বীকার
৩৮২ নবরাত্রে দ্বিতীয়াহের দেবতা ৩৯৫ মহান্ ইহবার ইচ্ছা ৪১৮ সপ্ত
স্বর্গারোহণ ৪২৩ অগস্ত্য ও মরুতগণ সহিত ঐক্যলাভ ৪৩৭ অগ্নিহোত্রে
হোমদ্রব্যের দেবতা ৪৬৫ অম্বররাক্ষসের অপসারণ ৪৮৯, ৪৯০ অম্বরজয়ে
দেবগণের অগ্রণী ৫১০ অম্বরযুদ্ধে বিষ্ণুর সহিত স্পর্ধা ৫১২ ওকঃসারী ৫১৫,
৫২৬ ব্রাহ্মণপুরুষরূপে গুনঃশেপের সহিত আলাপ ৫৮৮, ৫৮৯ গুনঃশেপকর্তৃক

স্বতি ও শুনঃশেপকে ব্রধদান ৫৯৩ বিশ্বরূপ-হত্যা, বৃহত্‌হত্যা, যতিগণকে
সালারুকমুখে অর্পণ, অকর্মঘবধ ও বৃহস্পতিকে প্রতিঘাত হেতু দেবগণকর্তৃক
বর্জ্জন ও সোমপান নিবারণ; পরে ত্বষ্টার সোমপানান্তে সোমপানে অধিকারলাভ
৬১১ দেবগণের শ্রেষ্ঠ ৬৪৪ দেবগণকর্তৃক মহাভিষেক ৬৪৪-৬৪৯ মহাভি-
ষেককালে সবিতা ও বৃহস্পতি বায়ু ও পৃষা মিত্র ও বরুণ এবং অশ্বিনয় কর্তৃক
আসন্দীধারণ ৬৪৫ বিশ্বদেবগণকর্তৃক উৎকোশন ৬৪৬ প্রজাপতিকর্তৃক
অভিষেক ৬৩২, ৬৪৭ তৎপরে বহুগণ রুদ্রগণ আদিত্যগণ বিশ্বদেবগণ
সাধ্য ও আপ্যায়গণ এবং মরুদগণ ও অঙ্গিরোগণ কর্তৃক অভিষেক ৬৪৭-৬৪৯ অমরত্ব
লাভ ৬৪৯

ইলুম—কবচ দেখ।

উগ্রসেন—যুধাংশ্রোষ্টি দেখ।

উচখ্য—দীর্ঘতমা দেখ।

উত্তরকুরু—হিমবানের উত্তরে জনপদ ৬৪৮ দেবক্ষেত্র, মর্ত্যজনের অজ্ঞেয় ৬৬৪
অতারাতি দেখ।

উত্তরমদ্র—হিমবানের উত্তরে জনপদ ৬৪৮

উদময়—আত্রেয়—অঙ্গরাজ্যের পুরোহিত, তৎকর্তৃক ধনদান ৬৬১, ৬৬২

উপযাজ—একাদশ উপযাজদেবতা অসোমপায়ী ১৬৮

উপাবি—জানঞতেয়—জনশ্রুতার পুত্র, ঋষি, উপসং সম্বন্ধে ব্রাহ্মণবর্ণনা ৯১

উশীনর—মধ্যমদেশস্থ জনগণ ৬৪৯ বশ দেখ।

উম—পিতৃগণ ৬২০

উর্ব্ব—পিতৃগণ ৬২০

উষা—প্রাতঃরূপকে দেবতা ১৬০ দেবী ৩২১ প্রজাপতির কন্যা ২৮৭
আজিধাবন দ্বারা আশ্বিন শব্দলাভ ৩৪৪ গোবাহনে আজিধাবন ৩৪৫ শুনঃশেপ
কর্তৃক স্তব ৫৯৩

উষাসানন্তা—আগ্নী দেবতা ১৩২

ঋভুগণ—তপস্শাকলে সোমপানে অধিকার, দেবগণকর্তৃক নিরাকরণ ও প্রজাপতির বরে অধিকারলাভ ২৮১ সবিতার অন্তেবাসী ২৮১ মহুযাগন্ধেতু দেবগণের ঘণিত ২৮২ প্রজাপতি বরে অমর্ত্যত্বলাভ ৫০৩ তৃতীয় সবনে ভাগপ্রাপ্তি ৫০৩, ৫০৪

ঋষভ—বিশ্বামিত্রের পুত্র ৫৯৬

ঋষিগণ—দেবগণের অবেষণ ১১৬ সরস্বতীতীরে সত্রাহুষ্ঠান ও কবষ ঐলুষকে যজ্ঞে আহ্বান ১৭০, ১৭১ সোমপানে ঋষিগণের অমুক্তাপ্রার্থনা ১৯২

একাদশাঙ্গ—মহুতত্ত্বপুত্র—তৎপুত্র কর্তৃক উদয়ের পর অগ্নিহোত্র হোম ৪৭৪

এবয়ামরুৎ—ঋষি ৪৩২

ঐক্ষাক—হরিচন্দ্র দেখ।

ঐতশ—ঋষি—ঔরুবংশীয় মন্ত্রদ্রষ্টা ৫৫০ পুত্র অভ্যগ্নির সহিত কলহ ৫৫১

ঐলুষ—কবষ দেখ।

ঔগ্রসেন্য—যুধাংশৌষ্টি দেখ।

ঔচখ্য—দীর্ঘতমা দেখ।

ঔর্ব্ব—বংশ ৫৫১ ঐতশ দেখ।

ক=প্রজাপতি ২১৮, ৫২৩ প্রজাপতির ক-নাম প্রাপ্তি ২৬৪ ইন্দ্রের পিতা ১৬৬

কক্ষীবানু—ঋষি—অশ্বিনয়ের ধামপ্রাপ্তি ৭৫ সূকীর্তি দেখ।

কক্র—অর্কুদ দেখ।

কপিল—গোত্র—বিশ্বামিত্রের সহিত সম্পর্ক ৪৯৫

কবষ—ঐলুষ—ইলুষ পুত্র, দাসীপুত্র কিতব অব্রাহ্মণ, সত্রাহুষ্ঠানীয় ঋষিগণ কর্তৃক সোমযজ্ঞ ইহিতে অপসারণ; অপোনপত্রীয় স্তুতদর্শন ও অপদেবতার ধামপ্রাপ্তি ১৭০-১৭২ তুর দেখ।

কশ্যপ—বিশ্বকর্মা ভোবনের অভিষেককর্তা, যজমান কর্তৃক ভূমিদানের প্রস্তাব ৬৬৮

কশ্যপগণ—জনমেজয়ের যজ্ঞে অসিতয়ুগ নামক কশ্যপগণের বলপূর্ব্বক স্থান গ্রহণ ৬১০

কাঞ্চীবত—স্বকীৰ্ত্তি দেখ ।

কাদ্রবেয়—কঙ্কপুত্র, অৰ্কুদ দেখ ।

কাবমেয়—কবষপুত্র, ভূর দেখ ।

কাব্যগণ—দেবগণের নিকৃষ্ট ও পিতৃগণের উৎকৃষ্ট ২৯৬ পিতৃগণের
অগ্রতম ৬২০

কুমারী—গন্ধৰ্ব্বগৃহীতা—অগ্নিহোত্র সম্বন্ধে উক্তি ৪৭০

কুরুক্ষেত্র—অগ্নোদধের প্রথম উৎপত্তি স্থান ৬১৪

কুরু-পঞ্চাল—মধ্যমদেশস্থ জনগণ ৬৪৯ পঞ্চাল দেখ ।

কুশিকগণ—বিশ্বামিত্রের সহিত সম্পর্ক ৫৯৭

কুহু—দেবিকা ৩১৯ কুহু=পৃথিবী ৩২১

কুশানু—সোমরক্ষক, তৎকর্তৃক গায়ত্রীর প্রতি বাণনিষ্ক্রেপ ২৭৪

কৌষীতকি—দর্শপূর্ণমাসে উপবাসবিধি ৫৮০

ক্রতুবিৎ—তৎকর্তৃক ক্রত্বিগ্নের ভক্ষ্য নির্দেশ ৬২১

স্বম।—দেবতা—প্রজাপতির রোতঃসেক ৫৩৬

গন্ধাতীর—ভরতের অশ্ববন্ধন ৬৬৩ বৃত্তয় দেখ ।

গন্ধৰ্ব্বগণ—সোমরক্ষক, জীকামী, বাগ্‌দেবী কর্তৃক সোমক্রয় ৯৪ বাগ্‌দেবীর
তৎসমীপে বাস ৯৫, ৯৮

গয়—প্রাত—প্লতের পুত্র, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, বিশ্বদেবধামে গমন ৪০৫

গাথিবংশ—বিশ্বামিত্র গাথিবংশীয় ৫৯৭ গাথিবংশের কর্ম্ম ও বেদে দেবরাতের
অধিকার লাভ ৫৯৮

গান্ধার—নমজিৎ দেখ ।

গায়ত্রী—স্বপ্নরূপে স্বর্ণ হইতে সোমাহরণ ২৭৩, ৫০৮ কুশানু কর্তৃক বাণনিষ্ক্রেপ,
তাহা হইতে বিবিধ জীবোৎপত্তি ২৭৪ সেই সোম হইতে সবনোৎপত্তি ২৭৫
সোমাহরণ কালে তাক্ষ্যকর্তৃক পথপ্রদর্শন ৩৭২

গিরিজ—বালব—বক্রপুত্র, পণ্ডবিভাগবিধি ৫৬৩

গৃৎসমদ—ঋষি—ইন্দ্রের ধামপ্রাপ্তি ৪০৪

গো—দেবী—গো = সিনীবালী ৩২১ নবরাত্রে পঞ্চমাঙ্কের দেবতা ৪০৬, ৪১৫

গোগগণ—শক্ষশৃঙ্গ প্রাপ্তির জন্য সত্রাস্থান ৩৬৩

গোপাল—শুচিবৃক্ষ দেখ।

গৌরিবীতি—ঋষি—শক্তির পুত্র, স্বর্গলাভ ২৫৯ শক্তি দেখ।

গোপ্ল—ঋষি—তৎকর্তৃক শত্ৰুপাঠ সম্বন্ধে উপদেশ ৫৪৪ বুলিল দেখ।

ঘশ্মু—প্রবর্ণ্যযজ্ঞের দেবতা ৮১

চন্দ্রমা—ব্রহ্মস্বরূপ ২২৩ দেবগণের সোম ৫৮১ দেবতা ৬৭২

চ্যবন—ভার্গব—শাৰ্ঘ্যাত মানবকে অভিষেক ৬৫৯

জতুকর্ণ—বৃষশৃঙ্গ দেখ।

জনন্তপ—অতারাতির পিতা, অতারাতি দেখ।

জনমেজয়—পারিক্ষিত—পারিক্ষিতপুত্র রাজা, তৎপ্রতি কাবষেয় তুরের প্রশ্ন ৫৮৭
কশ্চপবর্জিত যজ্ঞে অসিতমৃগগণ দ্বারা ভূতবীরগণের নিরাকরণ ৬১০ কাবষেয় তুর
কর্তৃক ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্যনির্দেশ ৬২১ সার্ক্যভৌমহলাভ ৬৪৪ কাবষেয় তুর কর্তৃক
অভিষেক, পৃথিবীজয়, আসন্ধীবান্ দেশে অশ্ববহন ৬৫৯

জনশ্রুত—নগরবাসী দেখ।

জনশ্রুতা—উপাধি দেখ।

জমদগ্নি—ঋষি—তদৃষ্ট আপ্রীহৃক্তের বিনিয়োগ ৩৮৪ হরিশ্চন্দ্রের রাজস্বয়ে
অধ্বর্যু ৫৯১

জহুবংশ—বিষ্ণুমিত্র ও শুনঃশেপ দেখ।

জাতবেদা—অগ্নি ৬১ পুরোরূকের দেবতা ২১৯ অগ্নির জাতবেদ ২২৪
দেবতা ৩৯৪

জাতুকর্ণ্য—বৃষশৃঙ্গ দেখ।

জানকি—ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্যনির্দেশ ৬২১

জানন্তপি—অতারাতি দেখ।

জানশ্রুতেয়—উপাধি দেখ।

তনুনপাৎ—আপ্ত্রীদেবতা ১৩০

তাক্ষ্য—গায়ত্রীকর্তৃক সোমাহরণে পথপ্রদর্শক, বায়ু স্বরূপ, অরিষ্টমেমি ৩৭২

তিরশ্চীঃ—ঋষি মন্ত্রকণ্ঠা ২৬২

তুর—কাবষেয়—কবষপুত্র, জনমেজয়ের পুরোহিত ৩৮৭, ৬২১, ৬৫৯
জনমেজয় দেখ ।

ত্বষ্টা—আগ্নীদেবতা ১৩২ ঋতুযাজদেবতা ১২৭ ইন্দ্রকর্তৃক বলপূর্বক ত্বষ্টার
সোমপান ৬১১ বিশ্বরূপ দেখ ।

ত্বাষ্ট্র—বিশ্বরূপ দেখ ।

দীর্ঘজীহ্বী—অশ্বরজাতীয়া, তংকর্তৃক সোমলেহন ও সোমের মাদকতা-
প্রাপ্তি ১৮১

দীর্ঘতমাঃ—উচ্যতা এবং মামতেয়—উচ্যতাপুত্র ২৪৭ তংকর্তৃক ভরতের
অভিষেক ৬৬৩

দুরঃ—আগ্নীদেবতা ১৩১

দুমুখ—পাঞ্চাল—পঞ্চালদেশস্বামী, বৃহত্‌কৃৎ ঋষির সমকালীন রাজা, পৃথিবী-
ক্ষয়ী ৬৬৪

দুহ্মন্ত—ভরতের পিতা ৬৬৩ ভরত দেখ ।

দেবগণ—যজ্ঞপ্রাপ্তি ৩ অদিতিকে বরদান ২৬ যজ্ঞদ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি ৩৫, ১১৬,
১৫৬ সোমকে রাজা স্বীকার ৫৪ অশ্বরবিরুদ্ধে মন্ত্রণা শপথগ্রহণ ও বরুণগৃহে
তনুরক্ষা ৮৭ পুরীনির্মাণ ৮৩ বাণনির্মাণ ও অশ্বরগণের পুরীভেদ ৮৮ যুগস্থাপন
১১৬ যুগ দ্বারা পশুপ্রাপ্তি ১২৬ যজ্ঞিয় পশুনয়ন ১৩৭ মনুষ্যাদি মেধা পশুর
আলম্বন ১৪২ যজ্ঞরক্ষার্থ অগ্নিময় প্রাকারনির্মাণ ১৪৯ সোমপান ১৮১ সবনীয়
পুরোডাশ বিধান ১৮২ সোমলাভার্থ ধাবন ১৮৭ দেবগণের রথ ২১২ ব্রতবধে
ইন্দ্রবর্জ্জন ২৫৩, ২৬২ ইন্দ্রের জন্ত বজ্র নির্মাণ, আশ্বিনশত্ৰুর্দ্বার্থ আজিধাবন ৩৪২-৩৪৫
দীক্ষালাভ ৩৮৩ অশ্বরজয়ার্থ অশ্বরূপ ধারণ ৪০১ অন্রবিভাগ ৪৫৯ ভাবনাহোমে
দক্ষিণা ৪৬৮ প্রজাপতির নিকট যজ্ঞলাভ ও যজ্ঞানুষ্ঠান ৪৭৭ সর্বচরুদেশে
সজ্ঞানুষ্ঠান ও সোমপানে মত্ততা ৪৮২, ৪৮৩ যজ্ঞানুষ্ঠান ৪৮৮ অশ্বরজয়ার্থ
ইন্দ্রের অন্রগমন ৫১০ ইন্দ্রবর্জ্জন ৬১১ বলের গাভীলাভ ৫২৯ দেবগণ ও
অশ্বরগণ দেখ ।

দেবগণ ও অশ্বরগণ—দেবগণের সকল দিকে পরাজয় ও ঈশানে জয়

৫৩, ৬৩৯ উভয় পক্ষে পুরীত্ৰয়নিৰ্মাণ ৮৩ অম্বর্যাপসারণ ৮৪, বিরোধ ও দেবগণের সম্মিলনার্থ মজ্জণা ৮৬ অম্বর হইতে যজ্ঞরক্ষার্থ প্রাকারনিৰ্মাণ ১৪৯ প্রজাপতির সাহায্যে অম্বরজয় ১৬০ ইন্দ্র সাহায্যে অম্বরজয় ৬৪ অগ্নিসাহায্যে অম্বরজয় ৩০১, ৩০৮ দেবাম্বরের যজ্ঞানুষ্ঠান ও অম্বরগণের পরাজয় ২০০, ২০১ সদোমণ্ডপে যুদ্ধ ২১০ বিরোধ ও অম্বরনিরাকরণ ৩২৩-৩২৬ রাত্রি আশ্রমে অম্বরগণের বৃদ্ধি ও রাত্রি হইতে নিরাকরণ ৩৩৬ স্বর্গপ্রাপ্তিতে বিরোধ ও অধরূপধারী দেবগণের অম্বরপ্রতি পদাঘাত ৪০১ দেবগণের বাসস্থান ৪২২ দেবগণের জয় ও অম্বরদিগের ধনের সমুদ্রে নিক্ষেপ ৪২৪ দেবগণের যজ্ঞে বিঘ্ন ও অম্বরগণের যজ্ঞ হইতে অপসারণ ৪৮৮-৪৯১ অম্বরগণকে অতিক্রম ৫৫২, ৫৫৭

দেবতা—তেত্রিশ জন ৪৮৪ যথা—অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বশট্কার ৩৮, ২১৪ এই তেত্রিশ জন সোমপায়ী ১৬৮, ২৬৭ অসোমপায়ী দেবতা তেত্রিশ জন, যথা—একাদশ প্রযাজ, একাদশ অম্বযাজ, একাদশ উপযাজ ১৬৮

দেবপত্নীগণ—ঋতুযাজ দেবতা ১৯৭ আগ্নিমাকৃত শস্ত্রের দেবতা ২২৫

দেবভগিনীগণ—২৯৫

দেবভাগ—ঋষি—বিধিকৃতগুত্র, পশুবিভাগবিধি ৫৬৩

দেবরাত—শুনঃশেপ দেখ।

দেববৈশ্য—২৪৫ মরুদগণ ৩৩

দেবাবুধ—বক্র দেখ।

দেবিকাগণ—অম্বমতি, রাক্ষা, সিনীবালা ও কুহ ৩১৯

দেবীগণ—জ্যোঃ, উষা, গো, পৃথিবী ৩২১

দেবীত্ৰয়—ইড়া, সরস্বতী ও ভারতী—আগ্নীদেবতা ১৩২

দৈবাবুধ—বক্র দেখ।

দৈব্য হোতার—আগ্নীদেবতা ১৩২

দৌম্বস্তি—ভরত দেখ।

দ্যাবাপৃথিবী—নিরুব দেবতা ৯৩ দেবগণের হবির্দান ১০৪ অগ্নিহোত্রে হোমদব্যোক্ত দেবতা ৪৬৫

দ্রোণঃ—সোমের সহিত সম্পর্ক ৯৩, দেবগণের হবির্দান ১০৪ দেবীগণের
অন্ততম ৩২১ নবরাত্রে যষ্ঠাহ্নে দেবতা ৪০৬, ৪২৫ প্রজাপতির কণ্ঠা ২৮৭
দ্রুবিণোদাঃ—দেব—ঋতুযাজে দেবতা ১২৭

ধাতা=বষট্কার ৩১৯ সূর্যাস্বরূপ ৩২১

নগরবাসী—জনশ্রুতপুত্র, অগ্নিহোত্রকালসম্বন্ধে মত ৪৭৪ একাদশাক্ষ দেখ।

নগ্নজিৎ—গাক্ষার—কত্রিয়ের ভক্ষ্যানির্দেশ ৬২১

নভাক—ঋষি—বলাম্বর দমনকারী ময়ুর দ্রষ্টা ৫২৯

নরাশংস—আগ্নীদেবতা ১৩১

নাভানেদিষ্ঠ—মানব—মহাপুত্র, ব্রাহ্মণ কর্তৃক পিতৃধনে বঞ্চনা, অগ্নিরোগণের
তাক্ত ধনপ্রাপ্তি, রুদ্রের সহিত আলাপ ৪৩১ মহু দেখ।

নারদ—হরিশ্চন্দ্রের প্রতি উপদেশ ৫৮৪ কত্রিয়ের ভক্ষ্যানির্দেশ ৬২১ আশ্বাচ্চোর
এবং যুধাংশ্রৌষ্টির অভিষেক ৬৬০ পর্বতের সহচর, পর্বত দেখ।

নিঋতি—দেবতা—শকুনিসকল নিঋতির মুখ ১৬১ পাশহস্তা ৩৫০

নিষাদ—চৌর্যদ্বারা বিত্ত অপহারী ৬৪৩

নীচ্য—পশ্চিমদিগ্বাসী জনগণ ৬৪৮

নোধা—ঋষি—মল্লদ্রষ্টা ৫১৭

পঞ্চজন—২৮৩, ৩৮৬

পঞ্চমানব—৬৬৩

পঞ্চাল—জনপদ, কুরুপঞ্চাল দেখ।

পঞ্চাল—হুমুখ দেখ।

পর্জন্ত্য—১৭২

পথ্যা—প্রায়গীয়ে দেবতা ২৭, ৩২ পথ্যা=স্বস্তি, উদয়নীয়ে দেবতা ৪২

পরিষ্কিৎ—জনমেজয় দেখ।

পর্বত—ঋষি—নারদের সহচর ৫৮৪, ৬২১, ৬৬০ নারদ দেখ।

পরিসারক—সরস্বতীতীরে দেশ ১৭১

পরুচ্ছেপ—ঋষি ৪২৩, ৪২৮, ৫২০

পশুমান্—ভূতবান্ দেখ।

পাঞ্চাল—হুম্ দেখ।

পারিক্ষিত—জনমেজয় দেখ।

পাবীরবী—সরস্বতী বা বাগ্‌দেবী ২৯৬

পিতৃগণ—ত্রিবিধ পিতৃগণ “সোম্যাসঃ” ২৯৬ “বর্হিষদঃ” ২৯৭ উম, উর্ক ও কাব্য নামক পিতৃগণ ৬২০ মৃত ও অমৃত পিতৃগণ ৬২০ কাব্যগণ দেখ।

পিজবন—সুদাস্ দেখ।

পুণ্ড্র—অক্ দেখ।

পুরুহূত—ইন্দ্র ৩৪৭

পুলিন্দ—অক্ দেখ।

পৃমা—ইন্দ্রসহচর ১৮৬ অগ্নিহোত্রে হোমদ্রব্যের দেবতা ৪৬৫ ইন্দ্রাভিষেকে আসনদীধারণ ৬৪৫

পৃথিবী—নিরুবদেবতা ৯৩ দেবগণের হবির্দান ১০৪ পৃথিবী=কুহু ৩২১ আদিত্যগণের যজ্ঞে পৃথিবী দক্ষিণা ৫৫৪ পৃথিবীর সিংহীকরণ ধারণ ও কুশায় বিদারণ ৫৫৫

পৈঙ্গি—দর্শপূর্ণমাসে উপবাসবিধি ৫৮০

পৈজবন—সুদাস্ দেখ।

প্রজাপতি—সংবৎসরস্বরূপ ৭, ৬৪, ৯২, ১০৩, ১৬৪, ২১৯, ৩৮১ সপ্তদশ অবয়ব ৭ একবিংশতি অবয়ব ১১৫ প্রজাপতি যজ্ঞস্বরূপ ১৬৪ তেত্রিশ দেবতার অন্ততম ৩৮, ২৬৭ প্রজাপতির যাজকতা ১৬০, ১৬২ অপরিমিত ১৬৫ প্রজাপতির তপস্তা ও ভূতসৃষ্টি ২০৫ দেবগণের মধ্যে যজ্ঞবিভাগ ২৪৮ প্রজাপতির যজ্ঞানুষ্ঠান ২৪৯ ক-স্বরূপ ২৬৪, ৫২৩ ইন্দ্রপত্নী প্রাসহার স্বস্তর ২৬৬ প্রজাসৃষ্টি ও অগ্নিধারা বেষ্ঠন ২৯৩, ২৯৪ কস্তা উষা বা ভোঃ ২৮৭ কস্তাসঙ্কম ২৮৭ পশুমানের বাণক্ষেপ ২৮৮ স্ত্রীরূপ ধারণ ২৭৮ রেতঃ হইতে মানুষ্যোৎপত্তি ২৮৮ আদিত্য, ভৃগু, আদিত্যগণ, অগ্নিরোগণ, বৃহস্পতি ও পশুগণের উৎপত্তি ২৮৯-২৯০ সোমকে সাবিত্রী সূর্য্য নামক কস্তাদান ৩৪১ তপস্তা ও যজ্ঞসৃষ্টি ৩৭৭ প্রজাপতির দ্বাদশাহ যজ্ঞ ও যাজকতা ৩৮০ লোকসৃষ্টি ৪১৮ অগ্রেজাত পিতা ৪৬০ দ্বাদশ মুহূর্ত্তি ৪৬৩ অগ্নিহোত্রে হোমদ্রব্যের দেবতা ৪৬৫ তপস্তা, লোকসৃষ্টি,

বেদসৃষ্টি ব্যাহতি সৃষ্টি ও প্রণব সৃষ্টি ৪৭৬ যজ্ঞ সৃষ্টি ও যাজকতা ৪৭৭ প্রজাপতি
ও ঋতুগণ ৫০৩ শুনঃশেপকে উপদেশ ৫১২ স্কা-সন্ধমে র়েতঃসেক ৫৩৬
শুনঃশেপকর্তৃক স্ততি ৫২২ যজ্ঞ প্রজা ও ব্রহ্মক্ষত্রের সৃষ্টি ৫২৯ ইন্দ্র সোম
বরণ ও মনুর অভিষেক ৬৩২ ইন্দ্রের অভিষেক ৬৪৭

প্রযাজ—একাদশ প্রযাজদেবতা অসোমপায়ী ১৬৮

প্রাচ্যগণ—পূর্বদিকবাসী জনগণ ৬৪৮

প্রাসহা—ইন্দ্রের বাবাতা পত্নী ২৬৫ প্রজাপতির পুত্রবধূ ২৬৬

প্রিয়মেধ—অঙ্গের যজ্ঞে প্রিয়মেধের পুত্রগণ ঋত্বিক্ ৬৬১

প্রিয়ব্রত—সোমপায়ী ব্রহ্মবাদী ৬২০

প্লাত—গয় দেখ ।

প্লাত—গয় দেখ ।

বল্লভ—তদ্ গোত্রজগণ দেবরাতেয় বহু ৫৮৫ দৈবাবৃথ—তৎকর্তৃক কত্রিয়ের
তক্ষানির্দেশ ৬২১ গিরিজ দেখ ।

বহিঃ—আগ্নীদেবতা ১৩১

বহিষদঃ—পিতৃগণ ২২৭

বান্ধব—গিরিজ দেখ ।

বৃদ্ধত্বান্ন—অভিপ্রতারীর পুত্র, রথগৃৎসের পিতা, কত্রিয় যজমান ৩২৩

বৃহদুক্থ—ঋষি—দ্রুমুথ পাঞ্চালের সমসাময়িক ৬৬৪

বৃহস্পতি, ব্রহ্মগম্পতি—ব্রাহ্মণ (ব্রহ্ম) ৪৬, ৭০, ৭৪, ১১০, ২১৭ বিশ্বদেব-
গণের সহচর ৮৬, দেবগণের পুরোহিত ২৫৪ বৃহস্পতির জন্ম ২৮৯ অশ্বর-
বিরোধে ইন্দ্রের সাহায্য ৩২৫ নিঋতির পাশমোচন ৩৫০ ইন্দ্রের যাজকতা ৩৮২
বাচস্পতি ৪৬১ ইন্দ্রকর্তৃক প্রতিষাত ৬১১ হোমদ্রব্যের দেবতা ৪৬৫ ইজ্রাভিষেকে
আসনীধারণ ৬৪৫

ভরত—দোয়ন্তি—দ্রুমপুত্র মহাকর্মকারী, দীর্ঘতমাকর্তৃক অভিষেক, পৃথিবীজর,
অশ্বমেধযাগ, মক্ষারদেশে ও সাচীশুগদেশে দান, যমুনা ও গঙ্গার তীরে
অশ্ববন্ধন ৬৬৩

ভরতগণ—১৮৯, ২৪৮-২৫২

ভরদ্বাজ—কৃশ দীর্ঘ পলিত ঋষি ৩২৩, ৩২৪ মন্ত্রদ্রষ্টা ৫১৭

ভারতী—দেবী ১৩২ সবনীর পুরোডাশভাগ ১৮৬ দেবীজন্ম দেখ।

ভার্গায়ণ—স্বর্ষা দেখ।

ভার্গব—চ্যবন দেখ।

ভীম—বৈদর্ভ—কত্রিয়ের উক্ত্যনির্দেশ ৬২১

ভুবন—বিশ্বকর্মা দেখ।

ভূতবান্—পশুমান্, দেবগণের ঘোরতম শরীর হইতে উৎপন্ন, প্রজাপতির প্রতি
বাণক্ষেপ, মৃগব্যাধে পরিণতি, পশুগণের আশ্রিত্য লাভ ২৮৭, ২৮৮ রুদ্রস্বরূপ ২৯০

ভূতবীরগণ—জনমেজয়ের যজ্ঞে ঋষিক্, অসিতমৃগগণকর্তৃক বধ হইতে
নিরাকরণ ৬১০

ভূমি—দেবতা—কান্ত্রপকে ভূমিদানের প্রস্তাব ৬৬০

ভৃগু—মন্ত্রকর্তা ১৭৫ প্রজাপতি হইতে জন্ম ও বরূণকর্তৃক গ্রহণ ২৮৯
চ্যবন দেখ।

ভোজগণ—দক্ষিণদিকে সত্বেগণের রাজা ৬৪৮

ভৌবন—বিশ্বকর্মা দেখ।

মঘবা—ইজ ২৬৫, ৩০০, ৩৪৪

মধুচ্ছন্দা—ঋষি, বিশ্বামিত্রের পুত্র, শতপুত্রের মধ্যে মধ্যম, দেবরাতের জ্যেষ্ঠপু-
ত্রীকার ও বিশ্বামিত্রের বরলাভ ৫২৬, ৫২৭

মনু—মহর প্রজা ২৯৯ নাতানেদিষ্ঠের ধনভাগ করনা ৪৩০, ৪৩২ প্রজাপতি-
কর্তৃক অভিষেক ৬৩২

মনুতন্তু—একাদশাক্ষ দেখ।

মনুপুত্র, মনুবংশীয়—মানব দেখ।

মনোতা—পশুযাগের দেবতা, বাক্ গো এবং অগ্নি ১৪৭

মমতা—দীর্ঘতমার জননী, উচথোর পত্নী, উচথ্য দেখ।

মরুত—আবিক্ত—আবিক্ত পুত্র, রাজা; সংবর্ত আঙ্গিরসকর্তৃক অভিষেক,
পৃথিবীজয়, অশ্বমেধ যাগ, মরুতের গৃহে মরুদগণ পরিবেষণকর্তা ও বিশ্বদেবগণ
সভাসদ্ ৬৬১

মরুদগণ—দেববৈশ্ব ৩৫,৩৭, অন্তরিক্ষবাসী ৩৭ ঋতুযাজ-দেবতা ১২৭, বৃজবধে ইন্দ্রের সহচর ২৫৩,২৬২ ইন্দ্রের সচিব ২৬৩ অহিহত্যা, শম্বরবধ ও বলের গাভী অশ্বেষণে ইন্দ্রের সহায় ২৬৩ প্রজাপতির রেতঃ কল্পন ২৮৯ হোমদ্রব্যের দেবতা ৪৬৫ ইন্দ্রের ও অগস্ত্যের সহিত ঐক্য ৪৩৭ ইন্দ্রাভিষেকে মরুদগণ ৬৪৬,৬৪৯ মরুত্তের গৃহে পরিবেষণ ৬৬১

মষণার—দেশ, ভরতের যজ্ঞভূমি ৬৬৩

মহেন্দ্র—ইন্দ্রের মহেন্দ্রভাভ ২৬৪, তহুদ্বিষ্ট পুরোডাশ ৫৬৭

মাতরিখা—হোতৃজপে দেবতা ২১৬

মানব—নাভানেদিষ্ঠ ও শার্যাত দেখ।

মামতেয়—দীর্ঘতমা দেখ।

মারুত—ঋষি, মন্ত্রদ্রষ্টা ২৬২

মার্গবেয় রাম—রাম দেখ।

মিত্রে—মিত্রাবরুণ দেখ।

মিত্রাবরুণ—মিত্র ও বরুণ—পয়ত্ত্বাধারা তহুদ্বিষ্ট সোমের মাদকতা নিবারণ ১৮১ সোমপানার্থ ধাবন ও দ্বিদেবতাগ্রহ লাভ ১৮৮ ঋতুযাজদেবতা ১২৭ হোমদ্রব্যের দেবতা ৪৬৫ যজ্ঞ হইতে অম্বর নিরাকরণ ৪৮৯ ইন্দ্রাভিষেকে আসন্দীধারণ ৬৪৫ বরুণ দেখ।

মুদগল—মৌদগল্য দেখ।

মৃতিব—অকু দেখ।

মৃগবু—রাম মার্গবেয় দেখ।

মৃগ—২৮৮ প্রজাপতি দেখ।

মৃগব্যাদ—২৮৮ রুদ্র দেখ।

মৃত্যু—অগ্নিকর্তৃক মৃত্যু অতিক্রম ২৪৯,২৫০

মৈত্রেয়—কৌষাণ্যব—ঋষি ৬৭৪

মৌদগল্য—লাঙ্গলান—লাঙ্গলের পৌত্র, মুদগলের পুত্র, ব্রহ্মা ৪০৭

যজ্ঞ—দেবগণকে ত্যাগ ৮,২৬,৬৮,২৪০,৩১৪ অদিতির বরে যজ্ঞপ্রাপ্তি ২৬ যজ্ঞধারা স্বর্গপ্রাপ্তি ৬২ যজ্ঞের চিকিৎসা ৬৯ দেবগণের রথ ২১২ দেবগণের যজ্ঞস্থান ৩৩,৩১৪,৩১৫

যতিগণ—ইন্দ্রকর্তৃক হত্যা ৬১১

যম—দেবতা ২২৬ প্রজাপতিকর্তৃক অভিষেক ৬৩২

যমুনা—যমুনাতীরে ভরতের যজ্ঞ ৬৬৩

যুধাংশ্রোষ্টি—ঔগ্রসেন্ত—রাজা, পর্কত ও নারদকর্তৃক অভিষেক, পৃথিবীজয় ও অশ্বমেধযাগ ৬৬০

রথগৃৎস—রাজহু, বৃদ্ধহ্যায়ের পুত্র ৩২৩ বৃদ্ধহ্যায় দেখ।

রাকা—সীবনকর্তী ২২৬ দেবিকা ৩১৯, ৩২১

রাক্ষসগণ—যজ্ঞ হইতে অপসারণ ৫৮, ৭১, ১২২ রুধির রাক্ষসগণের ভাগ ১৩৯, ১৪০ যজ্ঞে বর্জিত ১৪০ রাক্ষসের নাম উপাংশু উচ্চাৰ্য্য ১৪০ রাক্ষসগণ প্রচ্ছন্ন ১৪১ রাক্ষসী ভাষা ১৪১ অসুর-রাক্ষস দেখ।

রাম—মার্গবেয়—মৃগবুপুত্র, বিশ্বস্তরের প্রতি ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্য উপদেশ ৬১০-৬২০

রুদ্রে—পশুমান্ ও ভূতবান্ ২২০ মরুদগণের পিতা ২২০ রুদ্রের নাম পরিহর্ভবা ২২১ শঙ্কর ২২১ কৃষ্ণবস্ত্রপরিধায়ী পুরুষ ৪৩১ বাস্তস্থিত ধনের অধিকারী ৪৩২ অগ্নিহোত্রহোমদ্রব্যের দেবতা ৪৬৫ সেচনসমর্থ ও পশুরক্ষক ৪৪৬

রুদ্রেগণ—তেত্রিশ দেবতার অন্তর্গত একাদশ রুদ্র ৩৮ ইন্দ্রের সহচর ৮৬ স্বর্গগমন ৩০৮ ইন্দ্রের অভিষেক ৬৪৮

রেণু—বিশ্বামিত্রের পুত্র ৫২৬ বিশ্বামিত্র দেখ।

রোহিণী—প্রজাপতির রোহিতরূপিণী কন্যার রোহিণীতে পরিণতি ২৮৮

রোহিত—হরিশ্চন্দ্রের পুত্র ৫৮৬ অরণ্যে বিচরণ ও পুরুষরূপী ইন্দ্রের সহিত আলাপ ৫৮৮ শুনঃশেপকে ক্রয় ৫২০

লাঙ্গল—মৌদগালা দেখ।

লাঙ্গলায়ন—মৌদগালা দেখ।

বৎস—সর্পি: দেখ।

বতাবত—বৃষশৃঙ্গ দেখ।

বনস্পতি—আগ্নীদেবতা ১৩৩ পশুবাগে দেবতা ১৭৮

বরুণ—সোমের দেবতা ৫০, ১১৪ আদিত্যগণের সহচর ৮৬ বরুণের গৃহে

দেবগণের তমুরক্ষা ৮৭ বাণে অবস্থিতি ৮৮ ভৃগুকে গ্রহণ ২৮৯ বজ্ররক্ষক ২৯৮
অমুরবিরুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্য ৩২৫ অগ্নিহোত্রদ্রব্যের দেবতা ৪৬৫ হরিশ্চন্দ্রকে
পুত্রবরদান ৫৮৬ হরিশ্চন্দ্রের প্রতি অভিশাপ ৫৮৮ হরিশ্চন্দ্রের যাগ ৫৯০ শুনঃ-
শেপকর্তৃক স্তুতি ৫৯২ প্রজাপতিকর্তৃক অভিষেক ৬৩২ ব্রতধারী ৬৪৭, ৬৫৫
মিত্রাবরণ দেখ।

বল—অমুর, ইন্দ্রকর্তৃক গাভী অধেষণ ২৬৩ ইন্দ্রকর্তৃক গুহা আবিষ্কার,
গাভীপণকে অগ্নিরোগণের নিকট প্রেরণ ও বলের হত্যা ৪৯৪ দেবগণকর্তৃক
বলের দমন ও গাভী অধিকার ৫২৯

বশ—মধ্যমদেশস্থ জনগণ ৬৪৯ উল্লীনর দেখ।

বসিষ্ঠ—ঋষি, মন্ত্রদ্রষ্টা ৫১৭ ইন্দ্রের ধামে গমন ৫২১ হরিশ্চন্দ্রের রাজস্বয়যজ্ঞে
ব্রহ্মা ৫৯১ সুদাস্ পৈজবনকে কত্রিয়ের ভক্ষ্য উপদেশ ৬২১ সুদাস্ পৈজবনের
অভিষেক ৬৬০

বসুগণ—তেজিশ দেবতার অন্তর্গত অষ্ট বসু ৩৮ অগ্নির সহচর ৮৬ অগ্নিহোত্র-
দ্রব্যের দেবতা ৪৬৫ ইন্দ্রের অভিষেক ৬৪৭

বসট্কার—তেজিশ দেবতার অন্তর্গত ৩৮

বাকু—দেবী—গন্ধর্বগণের নিকট সোমাহরণ ৯৪ গন্ধর্বসমীপে অবস্থিতি ৯৫
নবরাজে চতুর্থাহের দেবতা ৪০৬, ৪০৮

বাচস্পতি=বৃহস্পতি, দেবযজ্ঞে হোতা ৪৬১

বাজরভায়ন—সোমশ্রদ্ধা দেখ।

বাতাবত—জাতুকর্ণ্য বৃষশ্রুয়, বৃষশ্রুয় দেখ।

বামদেব—সম্পাতহস্তদ্রষ্টা ৩৯২ বিশ্বামিত্রদৃষ্ট হস্তের প্রচারকর্তা ৫১৬
পুরোহিত সঙ্কে ঋক্ ৬৬৮, ৬৬৯

বায়ু—সোমপানার্থ ধাবন, জয়লাভ ও বিদেবতাগ্রহে ভাগপ্রাপ্তি ১৮৭-১৮৯
দেবতা ২৮০ গৃহপতি ৪৬৩ ইন্দ্রাভিষেকে আসনধারণ ৬৫২

বারুণি—ভৃগু দেখ।

বাসিষ্ঠ—সাতাহব্য—অত্যাতি জানন্তপিকে উপদেশ ৬৬৪ অত্যাতিকে
অভিশাপ ৬৬৪

বিদ—হিরণ্যদং দেখ।

বিদ্যুৎ—দেবতা ৬৭২

বিধিভ্রষ্ট—দেবভাগ দেখ।

বিমদ—ঋষি—মন্ত্রদ্রষ্টা, বিশেষ ভাবে ক্লিষ্ট ৪০৯, ৪১২, ৫২০

বিরোচন—অঙ্গ দেখ।

বিশ্বকর্মা—সংবৎসরস্বরূপ, ইন্দ্র বৃদ্ধহত্যা দ্বারা বিশ্বকর্মা, প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি দ্বারা বিশ্বকর্মা ৩৭৬

বিশ্বকর্মা—ভৌবন—রাজা, কশ্যপকর্তৃক অভিষেক, পৃথিবীজয়, অশ্বমেধযাগ, কশ্যপকে পৃথিবীদানের প্রস্তাব ৬৬০

বিশ্বদেবগণ—বৃহস্পতির সহচর ৮৬ স্বাহাকৃতিদেবতা ১৫৯ স্বর্গগমনচেষ্টা ও অগ্নিস্তুতি ৩০৯ নবরাত্রে তৃতীয়াহ্নের দেবতা ৪০০ হোমদ্রব্যের দেবতা ৪৬৫ যজ্ঞ হইতে অমুরাপসারণ ৪৯০ শুনঃশেপকর্তৃক স্তুতি ৫২৩ ইন্দ্রাভিষেকে উৎকোশন ৬৪৬ ইন্দ্রের অভিষেক ৬৪৮ মরুতের গৃহে সভাসদ ৬৬১

বিশ্বস্তুত—সুষমার পুত্র, যজ্ঞে শ্রাপণগণকে বর্জন ৬১০ তৎপ্রতি মার্গবেয় রামের উপদেশ ৬১১-৬২০ রামকে সহস্র গাভীদান ৬২১

বিশ্বরূপ—ঋত্বি—ঋত্বির পুত্র, ইন্দ্রকর্তৃক হত্যা ও দেবগণের ইন্দ্রবর্জন ৬১১

বিশ্বামিত্র—সম্পাতস্বস্তদর্শন ও তদৃষ্ট সম্পাতস্বস্তের বামদেবকর্তৃক প্রচার ৫১৬ বিশ্বের মিত্র ৫২১, ৫২২ হরিশ্চন্দ্রের রাজস্বয়ে হোতা ৫২১ শুনঃশেপকে পুত্ররূপে গ্রহণ ৫২৫ কপিলগোত্র ও বক্রগোত্রের সহিত সম্বন্ধ ৫২৫ ভরতধৃত ৫২৬ বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ ৫২৬ শত পুত্র ৫২৬ পুত্রগণ প্রতি অভিষাপ ৫২৭ গাধিবংশ ও কুশিকবংশের সহিত সম্বন্ধ ৫২৭ জরুবংশের সহিত সম্বন্ধ ৫২৮

বিষ্ণু—দেবগণের পরম ২ সকল দেবতা ৩ বিষ্ণুর শরীর ৪ ত্রিপাদদ্বারা জগৎ আক্রমণ ৫ দীক্ষাপালক ১৭ যজ্ঞস্বরূপ ৫৫ দেবগণের বাণে অবস্থান ৮৮ উপসদের দেবতা ৯০ দেবগণের দ্বারপাল ১১৩ যজ্ঞরক্ষক ২৯৮, ২৯৯ অমুরবিরুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্য ৩২৬ ইন্দ্রের সহিত স্পর্ধা এবং ত্রিপাদ দ্বারা লোক-সমূহ বেদসমূহ ও বাক্য আক্রমণ ৫১২ হোমদ্রব্যদেবতা ৪৬৫

বুলিল—আশ্বি—আশ্বতর—গৌশ্লের অনুশাসন মতে হোতৃকর্ম ৫৪৪, ৫৪৫ গৌশ্ল দেখ।

বৃত্ত - বৃদ্ধদ্বারা বধ ৯২ অগ্নি ও সোমের সাহায্যে ইন্দ্রকর্তৃক বধ ১২৮ ইন্দ্রের

বৃত্রবধে সন্দেহ ২৫২ দেবগণের ইন্দ্রত্যাগ ২৫৩ দেবগণের বৃত্রবধে চেষ্টা ও বৃত্রের
খাসে দেবগণের পলায়ন ২৬২ বৃত্র = অহি ২৬৩ মরুদগণ সহ অহিহত্যা ২৬৩
বৃত্রবধদ্বারা ইন্দ্রের মহেন্দ্রত্ব ২৬৪ ইন্দ্রকর্তৃক বজ্রপ্রহারে উচ্চনাদ ৩২৯
বৃত্রহত্যাহেতু দেবগণের ইন্দ্রবর্জ্জন ৬১১ ইন্দ্র দেখ।

বৃত্রহ্ন—গঙ্গাতীরস্থ স্থান, ভারতের অশ্ববন্ধন ৬৬৩

বৃশশুশ্রু—জাতুকর্ণা, বাতাবত, অগ্নিহোত্র কাল সম্বন্ধে উক্তি ৪৭০

বৃশাকপি—দেবতা ৪৩২

বৃষ্টি—দেবতা ৬৭২

বেধা—হরিশ্চন্দ্র দেখ।

বৈদর্ভ—ভীম দেখ।

বৈধস—হরিশ্চন্দ্র দেখ।

বৈরোচন—অঙ্গ দেখ।

বৈশ্বানর—অগ্নি—প্রজাপতির রেতোবেষ্টন ও কাঠিক্তসম্পাদন ২৮৯ পুরোহিত
বৈশ্বানরস্বরূপ ৬৬৬

শক্তি—গৌরীবীতি ঋষির পিতা ২৫৯ গৌরীবীতি দেখ।

শতানীক—সাত্রাজিত—রাজা, সোমশুদ্রা কর্তৃক অভিষেক, পৃথিবীজয় ও
অশ্বমেধযাগ ৬৬০

শম্বর—ইন্দ্রকর্তৃক বধ ২৬৩

শবর—অঙ্গ দেখ।

শার্ব্যাত—মানব—মনুবাংশীয় রাজা ও ঋষি, অঙ্গিরোগণের যাজকতা ৩৯৮
চাবনকর্তৃক অভিষেক ও অশ্বমেধযাগ ৬৫৯

শিবি—শৈব্য দেখ।

শুচিবৃক্ষ—গোপালপুত্র, যজ্ঞমান বৃদ্ধছান্নের হিতার্থ দেবী ও দেবিকাগণের
যাগ ৩২২

শুনঃপুচ্ছ—অজীগর্তের জোষ্ঠপুত্র ৫৯০

শুনোলাঙ্গুল—অজীগর্তের কনিষ্ঠপুত্র ৫৯০

শুনঃশেপ—ঋষি, অঙ্গিরস ৫৯৫ অজীগর্তের যদ্যামপুত্র, একশত গাভীর

বিনিময়ে রোহিতকে দান, হরিশ্চন্দ্রের রাজত্বের পশুরূপে বন্ধন ৫২০ অজীগর্ত
কর্তৃক বধের উত্তোগ ৫২১ প্রজাপতি, অগ্নি, বরুণ, বিশ্বদেবগণ, ইন্দ্র, অশ্বিনয়
এবং উবার স্তব ৫২২, ৫২৩ পাশমুক্তি ও স্তনঃশেপকর্তৃক বজ্রসমাপন ৫২৪ বিষ্ণু-
মিত্র কর্তৃক পুত্রত্বে গ্রহণ ও দেবরাত নামপ্রাপ্তি, অজীগর্তকে পরিত্যাগ ৫২৫, ৫২৬
কপিল, বক্র, গাধি, কুশিক ও জহু বংশের সহিত সম্পর্ক স্থাপন ৫২৫, ৫২৭, ৫২৮
দেবরাত দেখ।

শুম্ভিগ—শৈব্য, রাজা, অত্যরাতিকে বধ ৬৬৪ অত্যরাতি দেখ।

শৈব্য—শিবপুত্র, শুম্ভিগ দেখ।

শ্রীপর্ণগণ—বিশ্বস্তরের যজ্ঞে বর্জ্যন ৬০৯ পাপকর্মকারী ৬১০ যুগবুপুত্র
রামকর্তৃক যজ্ঞে অধিকার দান ৬২৫

শত্রাজিৎ—শতানীক দেখ।

সঙ্কংগণ—দক্ষিণদিকে অবস্থিত জনগণ, অতিবেকের পর তাঁহাদের ভোজ
অভিধান ৬৪৮

সনত্রুত—কত্রিয়ের ভক্ষ্যনির্দেশ ৬২১

সমিৎ—আগ্নীদেবতা ১২৯

সরস্বতী—দেবী ১৩২ সবরীয় পুরোডাশ ভাগ ১৮৬ বাগ্‌দেবতা ২৯৬
দেবীত্ব দেখ।

সর্পঋষি—অর্কুদ দেখ।

সর্পরাজ্ঞী—ভূমিস্বরূপা, মন্ত্রদ্রষ্টা, ওষধি প্রভৃতি প্রাপ্তি ৪৫৭

সর্পিঃ—বংশপুত্র, সোবলের ঋষিকৃ ৫৩১

সর্বচরু—দেশ—দেবগণের সত্রাহুষ্ঠান ৪৮২

সবিতা—প্রায়ণীয়ে দেবতা ২৮ প্রসবের প্রভু ৩২, ৫৭, ১০৯ হোমদ্রব্যের
দেবতা ২৭৩, তৃতীয়সবনে ভাগ ২৭৯, ২৮০ স্তনঃশেপের স্তুতি ৫২২ ইন্দ্রের
মহাভিষেকে আসনদীধারণ ৬৪৫

সহদেব—সৌমক দেখ।

সহদেব—সাজ্জর—কত্রিয়ের ভক্ষ্যনির্দেশ ৬২১

সংবর্ত্ত—আজিরস—মরুস্তের অভিষেক ৬৬১ মরুস্ত দেখ।

সাতীপুণ—দেশ—ঐ দেশে ভরতের বজ্জে অগ্নিচয়ন ও দান ৬৬৩

সাত্যাহব্য—বাসিষ্ঠ, বসিষ্ঠগোত্রজ, অত্যাতিবে অতিশাপ ৬৬৪

সাত্ত্বজিত—সাত্ত্বজিৎপুত্র, শতানীক দেখ।

সাধ্যগণ—দেবগণের সাধ্য ৬২ ইন্দ্রের অভিষেক ৬৪৬, ৬৪৮

আপ্যগণ দেখ।

সাজ্জয়—সহদেব দেখ।

সাবিত্রী—সূর্য্য দেখ।

সাহদেব্য—সোমক দেখ।

সিনীবালী—দেবিকা ৩১২, ৩২১

সুকীৰ্ত্তি—কাকীবত—ককীবানের পুত্র মজ্জদ্রষ্টা ৪৩৩, ৫৪২

সুহ্মা—কৈরিশি ভার্গায়ণ—রাজা ৬৭৪

সুদাস্—পৈজবন—পিজবন পুত্র, বসিষ্ঠকর্তৃক কৃত্রিমের উদ্ধারনির্দেশ ৬২১

বসিষ্ঠকর্তৃক অভিষেক, পৃথিবীজয় ও অশ্বমেধযাগ ৬৬১

সুপর্ণ—দেবতা ৫০৮ গায়ত্রী দেখ।

সুষম্মা—বিধস্তর দেখ।

সূর্যবস—অজীগর্ভের পিতা; অজীগর্ভ দেখ।

সূর্য্য—উপাংগুগ্রহের দেবতা ১৭৮ সূর্য্য = ধাতা ৩২১ অতিরিক্তে দেবতা ৩৪৬, ৩৪৭

অগ্নিহোত্রের দেবতা ৪৭৫

সূর্য্য—সাবিত্রী, প্রজাপতির ছহিতা, সোমের উদ্দেশে সম্প্রদান ৩৪১

সেনা = প্রাসহা, ইন্দ্রের প্রেমসী পত্নী ২৬৬ প্রাসহা দেখ।

সোম—প্রায়ণীয়ে দেবতা ২৮ উত্তরদিকে উৎপত্তি ৩১ চক্ষুঃস্বরূপ ৩২ পূৰ্ব্বেদিকে

ক্রয় ৪৩ মনুষ্যের নিকট আসিবার সময় বীৰ্য্যনাশ ৪৪ দেবগণের রাজা ৫৪, ৫৫, ৫৬

দেবগণের বাণে অবস্থান ৮৮ গন্ধৰ্ব্বগণের নিকট অবস্থিতি, বাগ্‌দেবীর বিনিময়ে

সোম-ক্রয় ২৪, ২৫ রাজা ইন্দু ১০৫ অশ্বরগণের সোমকে হত্যাচেষ্টা ১১০

সকল দেবতা ১২৭ বৃত্তবধে ইন্দ্রের সাহায্য ১২৮ বিশ্ববিৎ ২১৭ স্বর্গে অবস্থিতি

ও সুপর্ণরূপী ছন্দোগণসাহায্যে আনয়নের চেষ্টা ২৭২ গায়ত্রীকর্তৃক সোমের

আনয়ন ২৭৩, ২৭৪ সোমরক্ষক কুশাহ ২৭৪ সোম ইহিতে সবনোৎপত্তি ২৭৫

সোমবধ ২৮৬ সোমের উদ্দেশে প্রজাপতির কস্তাদান ৩৪১ সুপর্ণকর্তৃক

সোমানয়ন ৩৭২, ৫০৮ হোমদ্রব্যের দেবতা ৪৬৫, চন্দ্রমা দেবগণের সোম ৫৮১

প্রজাপতিকর্তৃক অভিষেক ৬৩২ ওষধিরাজ ৬৭১

সোমক—সাহদেব্য—সহদেবপুত্র, ক্ষত্রিয়ের ভক্তানিরূপণ ৬২১

সোমশুম্ভা—বাজরহায়ন, বাজরহের পৌত্র, তৎকর্তৃক শতানীকের অভিষেক ৬৬০ শতানীক দেখ।

সোম্যাসঃ—পিতৃগণ ২৯৬

সৌজাত—আর্যপুত্র, ক্ষত্রিয়ের দীক্ষাবিশয়ে উপদেশ ৬০৩

সৌবল—যজ্ঞে বহু দক্ষিণাদান ৫৩১, ৫৩২ সর্পিঃ দেখ।

স্বস্তি—প্রায়শ্চিত্তের ও উদয়নীয়ের দেবতা ৪২ পথ্যা দেখ।

স্বাহাকৃতি—অস্তিম আগ্নীদেবতা ১৩৩, ১৫৫ বিশ্বদেবগণ স্বাহাকৃতির দেবতা ১৫৬

স্মিটকৃত্ত্ব—দেবতা, তদ্দেশে পশুজ যাগ ১৪৮

হরি—ইন্দ্রের অশ্ব ১৮৬

হরিশ্চন্দ্র—ইক্ষাকুবংশীয়, বেধার পুত্র, শতপত্নীবিশিষ্ট ৭৮৩ পর্কত ও নারদের সহিত আলাপ ৫৮৪ বরুণের বরে পুত্র রোহিতের জন্ম ৫৮৬ উদর রোগ ৫৮৮ বরুণের যাগ ও রাজস্বয় অনুষ্ঠান ৫৯০

হিমবান্—পর্কত, উহার পরপারে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্র ৬৪৮

হিরণ্যদৎ—বিদের পুত্র, বষট্কার সম্বন্ধে উক্তি ২৩৬

হিরণ্যাস্তৃপ—আগ্নিরস—মন্ত্রদ্রষ্টা, ইন্দ্রের ধামপ্রাপ্তি ২৭১



দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

অকার—ঔকারের অন্তর্গত ৪৭৬ ঔ দেখ।

অক্ষর—দেবগণের সোমপাত্র ২১৫ ছন্দ দেখ।

অক্ষরপণ্ডিত্তি—১৮৫

অগ্নি—আদিত্যের অগ্নিপ্রবেশ, অগ্নির বায়ুপ্রবেশ ৬৭৩ অগ্ন্যাধান, গৃহ অগ্নি, লৌকিক অগ্নি ও শ্রোত অগ্নি দেখ।

অগ্নিপ্রণয়ন—আহবনীয় অগ্নিকে ঐষ্টিক বেদির নিকট হইতে পূর্বমুখে নয়ন করিয়া উত্তরবেদিতে স্থাপন ২৫-১০৩

অগ্নিমন্ধান—অরণিষয় বর্ষণে অগ্নি উৎপাদন—আতিথোষ্টিতে বিহিত ৫৬-৬৪

অগ্নিষ্টোম—জ্যোতিষ্টোম নামক সোমযজ্ঞের প্রথম সংস্থ, সমুদয় ঐকাহিক সোমযজ্ঞের প্রকৃতি ৩০১ তদ্বারা যজমানকে সুধায় স্থাপন ৩০২ অগ্নিষ্টোমের উৎপত্তি ৩০১ অগ্ন্যন্ত্র যাগের ও ক্রতুর সহিত সম্পর্ক ৩০৫ অগ্নিষ্টোমের বিবরণ ১-৩১৪ প্রথম দিনের অনুষ্ঠান—অগ্নিষ্টোমে দীক্ষা ১০-১৫ দীক্ষণীয় ইষ্টিয়াগ ১-৮, ১৫-২৫ দ্বিতীয় দিনে—প্রায়ণীয় ইষ্টিয়াগ ২৫-৪৩ সোমক্রয় সোমপ্রবহণ ও সোমের উপাবহরণ ৫২-৫৪ আতিথোষ্টি ৫৪-৬৮ দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে সম্পাদ্য উপসদ ইষ্টি ৮৩-৯৩ এবং প্রবর্গ্যাকর্ম ৬৮-৮২ ঐ কয়দিনের আনুষঙ্গিক তানুনপত্র কর্ম ৮৬-৮৭ সোমের আপ্যায়ন ও নিরুব ৯২-৯৩ ব্রতপানের নিয়ম ৮৮-৮৯ চতুর্থদিনে—অগ্নিপ্রণয়ন ২৫-১০৩ হবির্দানপ্রবর্তন ১০৩-১০৮ অগ্নীষোমপ্রণয়ন ১০৯-১১৫ অগ্নীষোমীয় পশুয়াগ ১১৬-১৫৯ পঞ্চম দিনে—প্রত্যাষে প্রাতরম্বাক পাঠ ১৬০-১৬৯ প্রাত্রে একধনা আনয়ন ও অপোনপ্ত্রীয় পাঠ ১৭৬-১৭৭ পূর্কালে প্রাতঃসবন ১৭৭-২৩৫ সবনের অন্তর্গত বিবিধ কর্ম ২৩৫-২৫১ মাধ্যান্দিন সবন ২৫১-২৭১ অপরাহ্নে তৃতীয় সবন ২৭৮-৩০১ অগ্নিষ্টোম সমাপ্তিসূচক উদয়নীয় ইষ্টি ৪০-৪৩ অগ্নিষ্টোমপ্রশংসা—অগ্নিষ্টোমের উৎপত্তি সম্বন্ধে আখ্যায়িকা ৩০১, ৬০৮ অগ্নিষ্টোমের অন্তর্গত অনুষ্ঠান ৩০৩ অগ্ন্যন্ত্র যজ্ঞের সহিত সম্পর্ক ৩০৫ অগ্নিষ্টোম নামের তাৎপর্য ৩১০ সোমযাগ দেখ।

অগ্নিহোত্র—বিবাহান্তে অগ্ন্যাধান অম্লষ্ঠানের পর গৃহস্থ কর্তৃক প্রতিদিন সায়ং-কালে ও প্রাতঃকালে সম্পাদ্য নিত্যকর্ম ৪৬৪ গার্হপত্য হইতে আহবনীর অগ্নির উদ্ধরণ ৪৬৪ হৃদ্যদোহন ও গার্হপত্যে হৃদ্য পাক ৪৬৫ হৃদ্যদোহনে বিবিধ বৈকল্যের প্রায়শ্চিত্ত ৪৬৬, ৫৬৫ শ্রদ্ধাহোম ৪৬৮ অগ্নিহোত্রপ্রশংসা ৪৬৯ হোমকাল ৪৭০-৪৭৫ হোমমন্ত্র ৪৭৫ অস্ত্রান্ত বৈকল্যের প্রায়শ্চিত্ত ৫৬৩-৫৮৩ অপহ্নীকের অগ্নিহোত্রত্যাগ নিষেধ ৫৭৮, ৫৭৯

অগ্নিহোত্রহবণী—অগ্নিহোত্রে হোমদ্রব্য লইবার ক্রক বা হাতা ৫৬৮

অগ্নিহোত্রী—যে গাভীর হৃদ্যে অগ্নিহোত্র নিষ্পন্ন হয়; অগ্নিহোত্রীদোহন বৈকল্যে প্রায়শ্চিত্ত ৪৬৬, ৫৬৫

অগ্নীং—আগ্নীং দেখ।

অগ্নীষোমপ্রণয়ন—অগ্নিষ্টোমে সূত্যার পূর্কদিন অর্থাৎ চতুর্থ দিন ত্রিষ্টিক বেদির পূর্কে স্থিত আহবনীর অগ্নিকে সৌমিক বেদিস্থিত আগ্নীত্রীর ধিক্যে লইয়া বাওয়া হয়; পরদিন অর্থাৎ সূত্যাদিন ঐ অগ্নিকে আগ্নীত্রীর হইতে গ্রহণ করিয়া অস্ত্রান্ত ধিক্য আলাইতে হইবে, এই উদ্দেশ্য। ক্রয়ের পর সোম প্রাচীন বংশশালায় রক্ষিত থাকে; ঐ সোমকেও ঐ সন্ধে লইয়া হবির্দান-মণ্ডপে রাখিতে হয়; পরদিন সোমবাগার্থ সেই সোমের অভিব্যব হইবে, এই উদ্দেশ্য। অধ্বৰ্য্যকর্তৃক অগ্নি ও সোমের এই প্রণয়ন অর্থাৎ পূর্কমুখে আগ্নীত্রীর ধিক্য ও হবির্দানমণ্ডপে আনয়ন কর্ত্ত্বের নাম অগ্নীষোম প্রণয়ন; প্রণয়ন কালে হোতা তদমুকূল মন্ত্র পাঠ করেন ১০৯-১১৫

অগ্নীষোমীয় পশু—অগ্নি ও সোমের প্রণয়নের পর তাঁহাদের অভ্যর্থনার্থ পশুবাগ বিধেয়; ঐ বাগের উদ্দিষ্ট দেবতা অগ্নি ও সোম; এই বাগের বিবরণ ১১৬-১৫৯ অগ্নীষোমীয় পশু হই বর্ণের হইবে ও স্থল হইবে ১২৭ ইহার মাংস ভক্ষণীয় কি না তদ্বিষয়ে বিচার ১২৮; পশুবাগ দেখ।

অগ্ন্যাধান, অগ্ন্যাধেয়—বিবাহের পর গৃহস্থ অগ্নিশালায় হুইখানি ঘর বাঁধিয়া এক ঘরে গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি ও অস্ত্র ঘরে আহবনীর অগ্নি ও বেদি স্থাপন করেন। এই অগ্নিত্রয়ের সমুদয় শ্রৌত যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, এই জন্য এই অগ্নিত্রয়ের নাম শ্রৌত অগ্নি, নামান্তর বৈতানিক অগ্নি। এতন্মধ্যে গার্হপত্য অগ্নি অজস্র জলিয়া থাকে, কখনও নিবায় না; গার্হপত্য হইতে অগ্নি গ্রহণ বা উদ্ধরণ

করিয়া সেই উক্ত অগ্নি দ্বারা আহবনীয় অগ্নি এবং দক্ষিণাগ্নি প্রয়োজনমত যজ্ঞের পূর্বে জালান হয়। বিবাহের পর সপত্নীক গৃহস্থকর্তৃক এই অগ্নিত্রয় স্থাপনের নাম অগ্ন্যধান বা অগ্ন্যাধেয়।

অগ্ন্যধান কর্তৃক অন্ততম হবির্যজ্ঞ ৪৭৭ অগ্নির বিবিধ বৈকল্য ঘটিলে প্রায়শ্চিত্ত ৫৭০-৫৭৩ আহিতান্নির বিবিধ দোষের প্রায়শ্চিত্ত ৫৭৪-৫৭৮ গার্হপত্য অগ্নি নিবাহিয়া গেলে প্রায়শ্চিত্ত ৫৮১ গার্হপত্য, আহবনীয় ও অগ্ন্যধার্য্য-পচন দেখ।

অঙ্গিরসাময়ন—সংবৎসর সাধ্য সোমযাগ—গবাময়নের বিকৃতি ৩৬৪

অচ্ছাবাক—অন্ততম ঋত্বিক—প্রাতঃসবনে অচ্ছাবাক পক্ষে বিশেষ বিধি ২১১, উক্তা ক্রতুতে তৃতীয় সবনে বিশেষ বিধি ৩২৬, ঋত্বিক ও হোত্রক দেখ।

অজ্ঞ—যজ্ঞে মেধ্য পশু ১৪৩

অজিন—পঞ্চ ৫৩২

অজ্ঞন—দীক্ষিত যজ্ঞমানের অজ্ঞন ১১ যুপের অজ্ঞন ১১২

অতিচ্ছন্দ—৩৩২

অতিজগতী—৫৪৩

অতিমর্শ—শত্রুপার্শ্বের বিশেষ রীতি ৫৩১ বিহুতি দেখ।

অতিরাত্র—জ্যোতিষ্টোমের সংস্হাভেদ—অগ্নিষ্টোমের বিকৃতি ৩০৬ অতিরাত্রের উৎপত্তি ৩৩৬ অতিরাত্র যজ্ঞে বিশেষ বিধি রাজিকৃত্য ৩৩৮ বিশেষ বিধি আশ্বিন শত্রু ৩৪১-৩৫৩ সোমযজ্ঞ দেখ।

অতিবাদ মন্ত্ৰ—৫৫২

অদ্রি—সোমরস নিক্ষেপনার্থ পাষণ, নামাস্ত্র গ্রাব ৬১৭

অধিষবণ ফলক—উপরব নামক গর্তের উপর রক্ষিত যে কাষ্ঠফলকের উপর অধিষবণ চন্দ্র পাতিয়া তদুপরি সোম ধৌতলান হয় ৬১৭

অধিষবণ চন্দ্র—৬১৭

অগ্নিগু—পশুবিশদন দেবতা ১৩৬

অগ্নিগুপ্ৰৈষ—যে মন্ত্ৰে হোতা পশুঘাতককে (শমিতাকে) পশুর আলম্বনে আদেশ করেন ১৩৬, ১৪২ প্ৰৈষ দেখ।

অধ্বযূঁ—যজুবেদী প্রধান ঋত্বিক—যজ্ঞে আহুতি দান হইতে হোমদ্রব্য

প্রস্তুত করা প্রভৃতি আবুয্যাক্বিক প্রধান সমুদয় কর্ম ইনি স্বহস্তে সম্পাদন করেন ;
প্রজাপতির ও দেবগণের অধ্বৰ্য্য কর্ম ৪৭৭

অনীক—বাগাংশ ৮৮ সেনামুখ ৩০১

অনুচর—শত্ৰাস্তর্গত প্রতিপৎ মন্ত্রের পরবর্তী কতিপয় ঋক্ মন্ত্র ২৫১ শব্দ দেখ ।

অনুপানীয় মন্ত্র—২৯৮

অনুমতি—চতুর্দশীযুক্ত পূর্ণিমা ৫৮০

অনুমন্ত্রণ—ক্রিয়মাণ কর্মের অমুকুল মন্ত্রের উচ্চারণ ২৩৮

অনুযাজ—ইষ্টিবাগাদিতে প্রধান যাগের পরে অনুযাজবাগ সম্পাদ্য । দর্শপূর্ণমাস
ইষ্টিতে প্রধান যাগের পর বহিঃ নরাংশস ও অগ্নি স্থিষ্টকৃৎ এই তিন দেবতার
উদ্দেশে তিন অনুযাজ যাগ হয় । কোন কোন ইষ্টিতে অনুযাজ বর্জনীয় ; প্রায়ণীয়া
ইষ্টিতে অনুযাজ বর্জন অমুচিত ৩৯ আতিথ্যেষ্টিতে বর্জনীয় ৬৭ উপসদে বর্জনীয়
৯১ পশুবাগে বিশেষ বিধি অহুসারে এগার দেবতার উদ্দেশে এগার অনুযাজ
বিহিত ১৬৮

অনুরূপ—শত্ৰাস্তর্গত স্তোত্রিয় প্রগাথের অনুযায়ী প্রগাথ ২৭০ প্রগাথ দেখ ।

অনুবচন—অধ্বৰ্য্য কোন কর্মে প্রবৃত্ত হইলে হোতার অথবা তাঁহার সহকারীর
তদনুকূল মন্ত্র পাঠ । যথা—দীক্ষণীয়েষ্টির অগ্নিসমিদ্ধন কর্মে অনুবচন (সান্নিধেনী
মন্ত্র) ৬ সোমপ্রবহণ কর্মে অনুবচন মন্ত্র ৪৫ আতিথ্যেষ্টিতে অগ্নিমহুন কর্মে ৫৬ অগ্নি-
প্রণয়ন কর্মে ৯৫ হবির্দান প্রবর্তন কর্মে ১০৩ অগ্নীষোম প্রণয়ন কর্মে ১০৯ যুপ-
সংস্কার কর্মে ১১৯ পশুর পর্যায়িকরণ কর্মে ১৩৪ বপাস্তোকাহতি কর্মে ১৫২
প্রাতিরহুবা ক কর্মে অনুবচন ১৬০

অনুবষট্কার—অধ্বৰ্য্য যখন আহুতি দেন, হোতা সেই সময়ে যাজ্ঞা পাঠ
করিয়া বোষট্ উচ্চারণ করেন, তৎপরে “অগ্নে বীহি”—অগ্নি ভক্ষণ কর—বলিয়া
পুনরায় বোষট্ উচ্চারণ করেন । এই দ্বিতীয়বার বোষট্ উচ্চারণের নাম
অনুবষট্কার । ইষ্টিবাগের প্রধান যাগের পর স্থিষ্টকৃৎবাগ হয়, এই বাগে অনুবষট্-
কার অবিধেয় । প্রবর্গ্যকর্মে অনুবষট্কার বিহিত, উহা স্থিষ্টকৃতের স্থানীয় ৭৯
সোমবজ্জে দ্বিদেবতা গ্রহাহতি কর্মে ও ঋতুযাজে অনুবষট্কার নিবন্ধ ১৯৫,
১৯৮, ২৩৫ অন্ত্রত্র বিহিত ২৩৪ যাগ দেখ ।

অনুবাক্য—নামান্তর পুরোহিতবাক্য—ইষ্টি যজ্ঞাদির অন্তর্গত প্রধান ও

অপ্রধান যাগে অধ্বয়ু আহুতি দিবার সময়ে হোতা যাজ্ঞা মন্ত্র পাঠ করেন ; যাজ্ঞাপাঠের পূর্বে উদ্দিষ্ট দেবতাকে অমুকুল করিবার জন্ত হোতা (অথবা স্থল-বিশেষে তাঁহার সহকারী মৈত্রাবরুণ) অমুবাক্য মন্ত্র পাঠ করেন । ঐতরেয় ব্রাহ্মণের নানাস্থানে এই অমুবাক্য মন্ত্র ও তাহার তাৎপর্য উপদিষ্ট হইরাছে । যথা—
দীক্ষণীয়েষ্টিতে প্রধান যাগে ১৭ ঋষ্টকৃৎবাগে ১৮, ২২, ২৩ প্রায়ণীয়েষ্টিতে ৩৩-৩৮ উদয়নীয়ের অমুবাক্য প্রায়ণীয়েয় যাজ্ঞা হয় ৪১ আতিথোষ্টির আজ্যভাগে ৬৪-৬৬ উপসদে ৯০ পশুবাগের অন্তিম প্রযাজে ১৫৫ সোমযজ্ঞে ঐন্দ্রবায়ব গ্রাহহতিতে ১৯০

অমুফুপ—১২

অমুস্তরগী গাভী—মৃতের সংকারে বধ্য ২৮৬

অনুচান—বেদজ্ঞ ৪৫৮

অনুবধ্য পশু—সোমযাগের সমাপ্তিতে অবত্থন্নানের পর বন্ধ্য গাভী অথবা তদভাবে বৃষদ্বারা যে পশুবাগ হয় ১৮৫, ৬০২ পশুবাগ দেখ ।

অস্তুরিক্ষ—প্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্টি ৪৭৬

অস্ত্রধাম গ্রহ—প্রাতঃসবনে আহুত দ্বিতীয় গ্রহ ১৭৮

অস্ত্রবাসী—ঋভুগণ সবিতার অস্ত্রবাসী ২৮১

অমুফুকা—স্মার্ত অগ্নিতে সম্পাদ্য পাকযজ্ঞ ৩০৩ পাকযজ্ঞ দেখ ।

অব্রাধান—ইষ্টিযাগাদির উপক্রমে অগ্নিকে অমুকুল করিবার উদ্দেশে আহব-নীয়াদিতে সমিৎ স্থাপন ; দক্ষিণাগ্নিতে অব্রাধান উচিত কি না ৫৮২

অব্রারক্ত—স্পর্শ ৫৯৪

অব্রাহার্য্য-পচন—দক্ষিণাগ্নির নামান্তর—ইষ্টিযজ্ঞে ঋত্বিকেরা অন্ন দক্ষিণ পান ; ঐ অন্নের নাম অব্রাহার্য্য ; দক্ষিণাগ্নিতে উহা পাক হয় ও যজ্ঞশেষে ঐ অন্ন ঋত্বিকেরা ভোজন করেন ৫৮২, ৬৬৬

অপন্ন পক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ ৩৮১

অপন্নজ্যানি হোম—৬০২

অপান—বায়ু ১৭৯

অপির্শর্ব্বর—৩৬৮

অপূপ—পিষ্টক বা পুরোডাশ ১৮৬

অপোনপ্ত্রীয় সূক্ত—সোমভিষবার্ধ একধনা নামক জল আনয়ন কালে
হোতৃপাঠ্য হুক্ত ১৭০-১৭৩

অপৌর্যাম—জ্যোতিষ্টোমের সংস্থাতে—অঘিষ্টোমের বিকৃতি ১, ৩০৬

অপ্রতিরথ সূক্ত—৬৪০

অত্রাক্ষণ—সোমযজ্ঞে অনধিকারী ১৭১

অভিচার—২৬০, ২৬১

অভিজিৎ—সংবৎসর সত্বে অস্তর্গত অনুষ্ঠান ৩৫৪, ৩৬৮

অভিপ্লব মড়হ—৩৫৩, ৩৫৪, ৩৬১ মড়হ দেখ।

অভিষব—১৭৫, সোমযাগের দিন সোমলতার খণ্ড খেঁতলিয়া সোমরস নিষ্কাশন—
হবির্দান মণ্ডপে হবির্দান শকটের নিকটে উপরব নামক গর্তের উপর কাষ্ঠফলক
(অধিষবণ ফলক) রাখিয়া তাহার উপর গোচর্ম (অধিষবণ চর্ম) বিছাইয়া সোম-
লতার টুকরা পাষণাঘাতে খেঁতলাইয়া রস বাহির করিতে হয়। এই পাষণের
নাম অদ্রি বা গ্রাব। চারিজন ঋষিক্ পাষণ হস্তে আঘাত করেন। তিন :বনের
পূর্বেই অভিষব বিহিত। পূর্ব দিন সন্ধ্যায় আনীত বসতীবরী ও সোমযাগের
দিন প্রত্যুষে আনীত একধনা, এই দুই জল মিশাইয়া আধবনীয় নামক বৃহৎ
পাত্রে রক্ষিত হয়; নিষ্কাশিত সোমরস ঐ জলে মিশান হয়। আহুতির পূর্বে
এই রস আধবনীয় হইতে ছাঁকিয়া অর্দ্ধাংশ দ্রোণকলশে ও অর্দ্ধাংশ পুতভূতে
ঢালা হয়। দশাপবিত্র নামক মেঘলোমনির্মিত ছাঁকনি পাত্রের মুখে দিয়া
সোমরস ছাঁকিতে হয়।

অভিষেক—যজ্ঞে দীক্ষা উপলক্ষে অভিষেক ১১ হরিশ্চজ্ঞের রাজ্যস্থে অভিষেক
৫২০ ক্ষত্রিয়ের রাজ্যস্থে অভিষেক ৫২৮ পুনরভিষেক ৬২২ মহাভিষেক
৬৪৪, ৬৫০।

অভিষেচণীয় কৰ্ম্ম—৫২৪, ৫২৮

অভিষ্টব—জ্ঞতি—প্রবর্ণ্য কৰ্ম্মে অধ্বযূরুত বিবিধ কৰ্ম্মের অনুকূল হোতৃপাঠ্য
জ্ঞতিমন্ত্র ৭৪-৮১ মাধ্যম্নিন সবনে অভিষেকার্থ পাষণের অভিষ্টব বা গ্রাবজ্ঞতি ৪৮২

অভিহিকার—২০০ হিকার দেখ।

অভ্যঙ্গ—১১

অগ্নয়—যজমানের অমর ৬৫৬

অমাবস্তা—চতুর্দশীর আদিভ্য প্রবেশ ৬৭২

অমৃত—যজমানের অমৃতত্ব ১৫৭

অরুণি—শ্মীগর্ভ অশ্বখের শাখা হইতে ছইখানি অরুণি নিখিত হয় ; যজমান একখানি ধরিয়া থাকেন ; তাঁহার পত্নী ও পরে অশ্বখ্য অগ্ন্যখানি ধরিয়া ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নিমহন করেন । মহনের পূর্বে গার্হপত্য অগ্নিতে অরুণি তপ্ত করা হয় ; এই কণ্ঠের নাম অগ্নি সমারোপণ ৫৭৩

অরুণবর্ণ—পশুর উৎপত্তি ২৯০

অবগ্রহ—৫৫১

অবদান—আহুতির জন্ত হব্যদ্রব্য চারি বা পাঁচ অবদানে (খণ্ডে) কাটিয়া গ্রহণ করিতে হয় । জামদগ্ন্য, বৎসবিদ, আষ্টিসেন, ভার্গব, চ্যাবন এই পাঁচগোত্রে উৎপন্ন যজমানের পক্ষে পাঁচ অবদান, অগ্ন্য চারি অবদান, বিহিত । পশুযাগে বপাহোমে সকলের পক্ষেই পাঁচ অবদান ১৫৮

ভাবভূত—সোমযাগের অন্তে সপত্নীক যজমানের পুরোভাশাহতি পূর্বক নান—নানান্তে তাঁহার বস্ত্র পরিবর্তন করেন ও উদয়নীয় ইষ্টি প্রভৃতি সম্পাদনের জন্ত দেবযজন দেশে ফিরিয়া আসেন । নানের পূর্বে দীক্ষাকালে গৃহীত কৃষ্ণাজিন আদি ত্যাগ করিতে হয় ১৪,৬২২

অবরোধ—৩৬০

অবরোহ—৩৭৪

অবসান—মন্ত্রপাঠকালে বিরাম ৩৭৪

অবাস্তরেড়া—১২২ ইড়া দেখ ।

অবি—মেঘ—মেধ্যপশু ১৪৩

অশ্ব—মেধ্যপশু ১৪২ অশ্বগতির দ্বারা স্বর্গের দূরত্ব পরিমাণ ১৬৫ অশ্বের উৎপত্তি:২৪৩,২২০ ভারবাহী ৩১২ নিয়মিত অশ্ব ৩২৮ দেবগণের অশ্বরূপ ৪০১ অশ্বমেধ দেখ ।

অশ্বতর—ভারবাহী ৩১২

অশ্বতরী—অগ্নির বাহন ৩৪৫

অশ্ববন্ধন—দ্বিখিজদ্রী রাজাদের অশ্ববন্ধন ৬৫২, ৬৬৩

অশ্বত্থ—ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্য ৬১৪, ৬১৪

অশ্বমেধ—৬৬০, ৬৬৪

অসি—৫২১

অস্ত্রমন—হৃদ্য অস্ত্রমিত হন না ৩১৩

অস্থি—১৫২

অফুকা—পাকযজ্ঞ ৩০৩

অহীন—দুইদিন হইতে বারদিনে সম্পাত্ত সোমযজ্ঞ ৪২১-৫২৩

অহুতাদ—ব্রাহ্মণের বর্ণ হবিশেষ ভক্ষণ করেন না ৫২২

অহোরাত্র—৮৫

অংস—৫৬১

আগুঃ—যাজ্ঞামন্ত্রের আরম্ভে “যে যজামহে” ইত্যাদি বাক্য—মৈত্রাবক্ষণ
ঐশ্বের আরম্ভে “হোতা যক্ষৎ” ইত্যাদি বাক্য ১২৫ যাজ্ঞা দেখ।

আগ্নিমারুত শাস্ত্র—তৃতীয় সবনে পাঠ্য শাস্ত্র ২৮৭, ৩০১ শাস্ত্র দেখ।

আগ্নীধ্রু—নামাস্তর অগ্নীং, ব্রাহ্মার সহকারী ঋজিক্। ইষ্টিক্রমে ইনি অধ্বর্ষ্যর
আশ্রাবণের উত্তরে প্রত্যাশ্রাবণ করেন। সোমযজ্ঞে ইহার দিক্ষেয়র নাম আগ্নী-
ধ্রীষ দিক্ষ্য। ঐ দিক্ষ্যকেও আগ্নীধ্রু বলে। প্রাতঃসবনে ঋতুযাগে ইহার কর্তব্য ১২৭
তৃতীয় সবনে কর্তব্য ৪৮৭

আগ্নীধ্রীষ—মহাবেদির উত্তর সীমায় নির্মিত মণ্ডপের মধ্যে অবস্থিত দিক্ষ্য;-
সোমযাগের পূর্বদিন ঐষ্টিক বেদির পূর্বে স্থিত আহবনীয় হইতে অগ্নি প্রণয়ন
করিয়া এই দিক্ষ্যে রক্ষিত হয়, পরদিন সেই অগ্নি হইতে অত্যাগ্ন দিক্ষ্য জালা হয়;
অগ্নীধোম প্রণয়ন দেখ। উৎপত্তি ৮৩ নামকরণ ২১০

আগ্রয়ণ—প্রাতঃসবনের গ্রহ ১২৬ গ্রহ ও প্রাতঃসবন দেখ। অন্ততম পাকযজ্ঞ
৩০৩ তৎপূর্বে নবান্নভোজন নিষিদ্ধ ৫৭৫

আচার্য্য—৬৫১

আজিষ্ঠাসেন্যা—ঋক্ ৫৫২

আজিধাবন—দেবগণের আজিধাবন ৩৪২—৩৪৫

আজ্য—বিলীন (দ্রবীভূত) দ্রুত ১১

আজ্যশাস্ত্র—প্রাতঃসবনে হোতৃপাঠ্য প্রথম শাস্ত্র ২০৪—২২৪ শাস্ত্র ও সবন দেখ।

আতিথ্য ইষ্টি—সোমক্রয়ের পর ক্রীত সোমের সম্বন্ধনার্থ ইষ্টিযজ্ঞ ; এই যজ্ঞে বিশেষ বিধি বিষ্ণুর উদ্দেশে নবকপাল পুরোডাশ ৫৫ অগ্নিমহুদ্র ও মথিত অগ্নির আহবনীয়ে নিক্ষেপ ৫৬ ইড়া ভক্ষণে সমাপ্তি ৬৭ অহুযাজ নিষেধ ৬৭

আত্মা—৭২, ১৭২, ১৮২, ১৯৩, ২১২, ২৩১, ১৮০

আত্রেয়—৫৬১

আদিত্য—অগ্নিপ্রবেশ ৬৭৩ অগ্নি ও চক্ৰমা দেখ ।

আদিত্য গ্রহ—তৃতীয় সপ্তকের প্রথম গ্রহ ২৭২

আদিত্যানাময়ন—সংবৎসরসাধ্য সত্র বা সোমযজ্ঞ—গবাময়ন যজ্ঞের বিকৃতি ৩৬৩, ৩৬৪

আধবনীয়—সোমরস গ্রহণের জন্ত বসতীবরী ও একধনা এই দ্বিবিধ জলে পূর্ণ রহৎ পাত্র ৬১৭ অভিবব দেখ ।

আধিপত্য—৬৩১

আগ্ন্যায়ন—কৃতিপুরণ, শাস্তিবিধান—তানুনপত্রের পর সোমের আপ্যায়ন ৯৩ সোমরসে চমস পূর্ণ করিয়া চমসাপ্যায়ন ৬১২

আগ্নীমন্ত্ৰ—পশুযজ্ঞে বিহিত এগার দেবতার উদ্দিষ্ট এগার প্রযাজ যাগের যাজ্যামন্ত্ৰ ; এগার দেবতার মধ্যে দ্বিতীয় দেবতা সম্বন্ধে যজ্ঞমানের গোত্রভেদে মতভেদ আছে । ঋগ্বেদসংহিতায় দশটি আগ্নীমন্ত্ৰ আছে ; যজ্ঞমান নিজ গোত্রের ঋষির দৃষ্ট আগ্নীমন্ত্ৰ ব্যবহার করেন । ১২৯—১৩৩ দ্বাদশাহ যজ্ঞে দীক্ষার পূর্বে প্রাজাপত্য পশুযাগে জমদগ্নিদৃষ্ট আগ্নীমন্ত্ৰের বিধান ৩৮৪

আয়ুত—ঈষৎগলিত ঘৃত—পিতৃগণের উদ্দিষ্ট ১১

আয়ুধ—নামাস্তর যজ্ঞায়ুধ—যজ্ঞে ব্যবহার্য ক্ষ্য, কপাল, উদুখল মুখলাদি বিবিধ দ্রব্য ৬০০ ।

আয়ুকৌম—ষড়হ অহুষ্ঠানের অন্তর্গত উক্ধ্যযজ্ঞ ৬০০

আরম্ভণীয়—সংবৎসর সত্রে আরম্ভসূচক অহুষ্ঠান, নামাস্তর প্রারম্ভ ৩৫৪—৩৫৬

আরোহ—৩৭৩, ৩৭৪

আর্ষেয়—প্রবর—কজ্রয়ের দীক্ষাবোধনে পুরোহিতের প্রবর ব্যবহার ৬০৭ প্রবর দেখ ।

আলম্বন—যজ্ঞে পশুবধ ১২৫ শমিতা ও শামিত্র দেখ।

আবপন সূত্র—৫২০

আবসখ্য—গৃহ বা স্মার্ত অগ্নি ৬৪১ গৃহ অগ্নি দেখ।

আশ্বযুজ—অন্ততম পাকযজ্ঞ ৩০৩

আশ্বিন গ্রহ—প্রাতঃসবনে বিহিত বিদেত্তব্যগ্রহ ১৮৯, ১৯৩, ১৯৪ বিদেত্তব্য গ্রহ দেখ।

আশ্বিন শাস্ত্র—অতিরাক্ত যজ্ঞে রাজি কৃত্যের পর রাজিশেষে পাঠ্য শাস্ত্র ৩৪১, ৩৫২

আশ্রাবণ—অধ্বর্যু আহুতি দানের পূর্বে “ও শ্রাবয়” —বলিয়া আহ্বান করেন, ইহার নাম আশ্রাবণ; প্রত্যুত্তরে ক্ষ্য-ধারী অগ্নীধ্ব “অন্ত শ্রৌষট্” —বলিয়া যাগের উদ্দিষ্ট দেবগণকে হোতৃপাঠ্য যাজ্যামন্ত্র শুনিতে অমরোদধ করেন, ইহা প্রত্যাশ্রাবণ; তৎপরে হোতা অমুখ্যাক্যা ও যাজ্যাপাঠ করিলে অধ্বর্যু আহাবনীয়াগ্নিতে আহুতি দেন ১৩, ৯২

আসন্দী—বসিবার জন্ত কাষ্ঠাসন ৬২২, ৬৩০

আহনশ্র মন্ত্র—৫৫৭

আহবনীয়—অধ্যাধানকালে স্থাপিত শ্রৌত অগ্নিত্রয়ের মধ্যে অন্ততম। এই অগ্নিতে অধ্বর্যু দেবতার উদ্দেশে হব্য অর্পণ করেন। আহিতাগ্নি গৃহস্থের অধ্যাগারে এই অগ্নির জন্ত স্বতন্ত্র কুণ্ড থাকে; প্রতিদিন দুইবেলা গার্হপত্য কুণ্ড হইতে অগ্নি লইয়া আহবনীয় কুণ্ডে অগ্নি জ্বালাইয়া সেই অগ্নিতে অগ্নিহোত্র হোম করিতে হয়। ৪৬৪ দর্শপূর্ণমাসাদি শ্রৌত কর্ণেও এই আহবনীয়েই হব্যদ্রব্য অর্পণ করা হয়; ইষ্টি, পশু বা সোমবাগ প্রভৃতিতে যজ্ঞভূমিতে যথাবিধি আহবনীয় স্থাপন আবশ্যক ৬০, ৪৬৪, ৬০৫, ৬০৬

আহাব—শস্ত্রপাঠের আরম্ভে শস্ত্রপাঠক কর্তৃক “শোংসাবোম্” এইমন্ত্রে অধ্বর্যুকে আহ্বান—অধ্বর্যু তদন্তরে “শোংসামো দৈবোম্” বলিয়া প্রতিগর করেন ২০০, ২৪৬, ২৪৭, ২৬২

আহিতাগ্নি—অধ্যাধান সম্পাদনের পর গৃহস্থ আহিতাগ্নি হন, আহিতাগ্নির কর্তব্য ৫৬৩, ৫৮৩

আজ্ঞত—পাকযজ্ঞের শ্রেণিভেদ ৩০৩

আজ্ঞতি—দেবোদ্দেশে অগ্নিতে দ্রব্য দান; ঐতরের মতে আহুতির অর্থ আহুতি বা দেবগণের আহ্বান ৯

ইড়া—ইষ্টিয়জ্ঞ পশুযজ্ঞ প্রভৃতিতে প্রধান যাগের পর হবিঃশেষের কিয়দংশ যজমান ও ঋত্বিকেরা ভক্ষণ করেন, এই ভক্ষ্যের নাম ইড়া। ইড়াভক্ষণের সহিতই যজ্ঞের প্রধান অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়, তৎপরে অনুযাজাদি কৰ্ম্ম আনুষঙ্গিক মাত্র। আতিথ্যোষ্টি ইড়া ভক্ষণে সমাপ্ত ৬৭ সোমযজ্ঞে দ্বিদেবত্যা গ্রহের পর সবনীয় পশু-যাগে ইড়া ভক্ষণ ১২৯; ইড়ার কিয়দংশ হোতা পৃথকভাবে ভক্ষণ করেন, এই অংশ অবাস্তরেড়া।

ইড়াদধ—হবিষজ্ঞ বিশেষ ৩০৫

ইড়াহ্মান

ইড়োপহ্মান

}—ইড়াভক্ষণের পূর্বে ইড়ার উদ্দেশে মন্ত্রপাঠ ১৪৬, ৩০৩

ইধ্বা—নির্দিষ্টসংখ্যক যজ্ঞীয় কাষ্ঠ; ইহার কতিপয় খণ্ড অগ্নিসমিক্তনের জন্ত অর্থাৎ আহবনীয় অগ্নি সমিক্ত করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয় ৪৬৮

ইন্দ্রগাথা—অথর্ববেদসংহিতোক্ত ঋক্ ৫৫০

ইন্দ্রনিহব প্রগাথ—মরুতীয় শাস্ত্রের অন্তর্গত প্রগাথ ২৫৩, প্রগাথ দেখ।

ইযু—বাণ ৮৮

ইষ্ট—শ্রোতকৰ্ম্ম ৬০৬

ইষ্টাপূর্ত—ইষ্ট (শ্রোত) ও পূর্ত (স্মার্ত) কৰ্ম্ম ৬০২

ইষ্টি—শ্রোত অগ্নিতে সম্পাদ্য হবিষজ্ঞ; পূর্ণমাসেষ্টি সমুদয় ইষ্টি যজ্ঞের প্রকৃতি। পূর্ণমাসেষ্টির অনুষ্ঠানক্রম স্থূলতঃ এইরূপ :—পূর্ণদিন ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্যু ও আগ্নীধ এই চারিজন ঋত্বিককে নিমন্ত্রণ ও অগ্নিক্রমে সমিদ্ধাধান (অবাধান), যজমান কর্তৃক কেশশ্মশ্রবণপূর্বক সতাবদনাদি ব্রতগ্রহণ, পরদিন প্রাতে ব্রহ্মার বরণ, প্রণীতা প্রণয়ন, অধ্বর্যু কর্তৃক যথাবিধি পুরোডাশ পাক (পুরোডাশ দেখ), অধ্বর্যু কর্তৃক সমিৎ প্রক্ষেপ দ্বারা আহবনীয় অগ্নির সমিক্তন ও হোতা কর্তৃক তদনুকূল মন্ত্র (সামিধেনী) পাঠ; তৎপরে হোতা কর্তৃক যজমানের আর্ষেয় বা প্রবরাগ্নিকে আহ্বান, ও যজ্ঞের উদ্দিষ্ট দেবতাগণের আহ্বান (প্রবরপ্রবরণ ও দেবতাহ্বান) অধ্বর্যু কর্তৃক আধার হোমের পর পুনরায় প্রবর প্রবরণ ও হোতৃবরণ। এই সময়ে দেবতার যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হন। তৎপরে প্রধান যাগের প্রাসঙ্গিক পঞ্চ দেবতার উদ্দেশে পঞ্চ-প্রযাজ যাগ (প্রযাজ দেখ), অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে আজ্যভাগদান (আজ্যভাগ দেখ), তৎপরে প্রধান যাগ অর্থাৎ যজ্ঞের উদ্দিষ্ট প্রধান দেবতার

উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট হব্য (পুরোডাশাদি) দান ; প্রধান যাগের পর ষিষ্টকৃত্ত্ব যাগ ও হবিশেষ ভক্ষণ ; এই উপলক্ষে যজমান ও ঋত্বিকেরা ইড়া ভক্ষণ ও হোতা পৃথক্ ভাবে অবাস্তরেড়া ভক্ষণ করেন ।

তৎপরে প্রধান যাগের আনুষঙ্গিক তিনটি অনুযাজ যাগ (অনুযাজ দেখ), প্রস্তর নামক কুশমুষ্টির দাহন এবং সেই উপলক্ষে হোতাকর্তৃক হৃত্ত্ববাক ও শংযুবাক পাঠ । তৎপরে বিশ্বদেবগণের উদ্দেশ্যে সংশ্রব হোমান্তে যজমানের পত্নীর পক্ষে গার্হপত্য অগ্নিতে দেবপত্নীগণের ও অগ্নিগৃহপতির উদ্দেশ্যে যাগ (পত্নীসংযাজ দেখ) ; এই যাগের আনুষঙ্গিক ইড়া ভক্ষণ ও সংশ্রব হোম ।

তৎপরে পিষ্টলেপাহতি ও সমিষ্ট যজুর্হোমের পর দেবগণ যজ্ঞভূমি হইতে চলিয়া যান । তৎপরে অত্র কতিপয় অনুষ্ঠানের পর যজমান বিষ্ণুক্রম-প্রক্রমণ অনুষ্ঠান করেন ও অধ্যুপস্থানের পর ব্রত বিসর্জন করেন ।

অবাহার্য্য নামক অন্ন দক্ষিণায়িতে পক হয়, ঋত্বিকেরা তাহা দক্ষিণাস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞশেষে ভোজন করেন ।

অগ্নিষ্টোমের অন্তর্গত ইষ্টযজ্ঞ এইগুলি :—

দীক্ষণীয় ইষ্ট—দেবতা অগ্নি ও বিষ্ণু, দ্রব্য একাদশ কপালে পক পুরোডাশ অথবা স্থলবিশেষে দ্ব্যতচর, অগ্নি সমিদ্ধনে সামিধেনী মন্ত্র সতেরটি । [প্রকৃতি যজ্ঞে সামিধেনী সংখ্যা ১৫টি মন্ত্র]

প্রায়ণীয় ইষ্ট—প্রধান দেবতা অদিতি ; তদ্বিষ্ট দ্রব্য চর ; তদ্ব্যতীত পথ্যা-স্বস্তি, অগ্নি, সোম ও সবিতা এই চারি দেবতার উদ্দেশ্যে আজ্যাহতি ; অনুযাজের পর শংযুবাক সমাপ্তি । পত্নীসংযাজ ও সমিষ্টযজুর্হোম নিষিদ্ধ ।

আতিথ্য ইষ্ট—দেবতা বিষ্ণু ; দ্রব্য নবকপাল পুরোডাশ ; প্রধান যাগের পর ইড়া ভক্ষণে সমাপ্তি । অনুযাজাদি নিষিদ্ধ । যাগারম্ভে অগ্নিমহ্ন ও মথিত অগ্নির আহবনীয়ে নিক্ষেপ বিধেয় ।

উপসং—দেবতা অগ্নি সোম বিষ্ণু ; দ্রব্য আজ্য । প্রযাজ ও অনুযাজ নিষিদ্ধ ; সোমযাগের পূর্বে তিন দিন ধরিয়া প্রত্যহ হুইবার—অনুষ্ঠেয় । পূর্বাহ্নের যাজ্য মন্ত্র অপরাহ্নে অনুবাক্যা এবং পূর্বাহ্নের অনুবাক্যা অপরাহ্নে বাজ্যরূপে ব্যবহার্য্য ।

উদয়নীয়েষ্টি—দেবতা দ্রব্য ইত্যাদি প্রায়ণীয়েয়র অনুরূপ ।

উদবসানীয় ইষ্ট—সোমযজ্ঞ সমাপ্তির পর নূতন আহবনীয় অগ্নি জালিয়া সেই

অগ্নিতে সম্পাচ্ছ। দেবতা অগ্নি, দ্রব্য পঞ্চকপাল পুরোডাশ; অরাধান হইতে ব্রাহ্মণভোজন পর্য্যন্ত সমুদয় অনুষ্ঠান বিহিত।

উকার—৪৭৬ ঙ্গ দেখ।

উক্থ—প্রশংসা ১৬৫ শব্দের নামান্তর ২১৭, ২২৫

উক্থ্য ক্রেতু—জ্যোতিষ্টোমের অষ্টতম সংস্থা, অগ্নিষ্টোমের বিকৃতি ৩২৩, তৃতীয় সবনে অতিরিক্ত শব্দ ৩২৫ পোতা ও নৈষ্ঠার কর্ম ৩২৬

উচ্ছ্য়ণ—উত্তোলন ১২০ যুপ দেখ।

উৎকর—বেদিনিশ্চাণকালে বেদির উত্তরে মৃত্তিকা স্তূপীকৃত করিয়া উৎকর নিশ্চিত হয়। ইহা আবর্জনা ফেলিবার স্থান ৪৮৬

উৎকোশন—৬৪৬

উত্তর বেদি—সৌমিক বেদি বা মহাবেদির উপরে নিশ্চিত ক্ষুদ্রাকার বেদি; ইহার নাভিতে আহবনীয় অগ্নি ঐষ্টিকবেদির নিকট হইতে আনীত হইয়া রক্ষিত হয় এবং সেই আহবনীয় অগ্নিতেই পশুযাগ ও সোমযাগ সম্পাদিত হয় ৯৯

উৎপবন—দর্ভদ্বারা আজ্যাদি দ্রব্যের উৎক্ষেপণ করিয়া সংস্কার বা বিশুদ্ধি সাধন ১৮৩

উৎসাদন—৮১

উদঞ্চন—সোমরস তুলিবার জন্ত ছোট পাত্র ৬১৭

উদয়ন—সমাপ্তি ৩১১ প্রণয়ন দেখ।

উদয়নীয় ইষ্টি—সোমযাগের সমাপ্তি হুচক ইষ্টিযজ্ঞ ২৬ ইহা সর্কাংশে প্রায়-গীয়েষ্টির অনুরূপ, প্রায়গীয়ের নিকাস ও স্থানী উদয়নীয়ে ব্যবহার্য্য ৪০, ৪১ একের যাজ্ঞা অস্ত্রের অনুরূপ ৪২ ইষ্টি দেখ।

উদয়—সূর্য্য উদিত বা অন্তর্মিত হন না ৩১৩

উদর—৫৮৮

উদবসান—সর্বকর্ম সমাপন ৩৮৫ উদবসানান্তে ক্ষত্রিয় যজ্ঞমানের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্তি ৬০৬

উদবসানীয় ইষ্টি—অগ্নিষ্টোমে সমাপ্তির পর নূতন অরাধান করিয়া এই বস্তু সম্পাচ্ছ, ৬০৫, ৬২৯ ইষ্টি দেখ।

উদান—বায়ু ২৩

উদ্বাহর—মহাবৈদিতে প্রোথিত উদ্বাহরশাখা (উদ্বাহরী) স্পর্শ করিয়া উদগাতা ও তাঁহার সহকারীরা সোমযাগকালে স্তোত্র গান করেন। উদ্বাহরের উৎপত্তি ৪৫৯ দ্বাদশাহ যজ্ঞে উদ্বাহর শাখা স্পর্শ ৪৫৯ ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্য ৬১৪, ৬১৬ পুনরভিক্ষে উদ্বাহরের ব্যবহার ৬৩২, ৬৩৪

উদগাতা—সামগায়ী প্রধান ঋষিক্ ১৮০, ৪৫৭

উদগীথ—সামগানে উদগাতার গায় অংশ ২৬৯, ৪৫৭, ৪৭৭

উদ্ধরণ—আহবনীয়াদি অগ্নি আলিবার জন্ত গার্হপত্য কুণ্ড হইতে অগ্নিগ্রহণ ৪৬৪ অগ্নিহোত্র দেখ।

উদ্বোধন—৩৬০

উদ্বাসন—৫৮৩

উন্নয়ন—পূতভূৎ হইতে সোমরস তুলিয়া আহুতির জন্ত চমসে গ্রহণ ৪৯৭

উন্নতা—অন্ততম ঋষিক্—চমসে সোমরসের উন্নয়ন ইহার প্রধান কর্ম।

উপগাতা—উদগাতাদিগের সাহায্যকারী ৫৬১

উপপ্রেষণ—মৈত্রাবরণ কর্তৃক হোতাকে প্রেষণ বা কর্মার্থে অনুজ্ঞা ১৩৫

উপপ্রেষ—উপপ্রেষণের মন্ত্র ১৩৫ প্রেষ দেখ।

উপযমনী—৮২

উপযাজ—পশুযজ্ঞে অধ্বর্যু কর্তৃক একাদশ অনুযাজ্যাগের সমকালে তাঁহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা কর্তৃক একাদশ যাগ ১৬৮ পশুযাগ দেখ।

উপবক্তা—মৈত্রাবরণ ৪৬১

উপবসথ—সোমযাগের পূর্বদিন—এই দিনে যজমানের উপবাস ১৮৫, ৩১৬

উপবাস—৫৮০

উপসৎ ইষ্টি—অগ্নিষ্টোমের পূর্বে তিন দিন এই ইষ্টিযজ্ঞ সম্পাদিত। দুই দিন পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে দুই বার করিয়া এবং তৃতীয় দিনে (উপবসথদিনে) পূর্বাহ্নেই দুইবার উপসৎ ইষ্টি অনুষ্ঠেয় ৮৩, ৯৩ উপসৎ সম্বন্ধে আখ্যায়িকা ৮৫ ব্রতপান ৮৮ সামিধেনীত্রয় ৯০ যাজ্ঞানুবাক্যা ৯০ প্রযাজ্ঞানুযাজ নিষেধ ৯১ ইষ্টি দেখ।

উপসর্গ—৩৩৩

উপস্ব—৩৩৩

উপস্থান—উপাসনা ৫২৪

উপাকরণ—যজ্ঞিয় পশুর পক্ষশাখা দ্বারা স্পর্শ ৫২১

উপাবহরণ—শকট হইতে সোমের অবতারণ ৫২, ৫৪

উপাসনা—৫১২

উপাস্থান—৩০৩ ইড়োপস্থান দেখ

উপাংশু—১৪০, ২১৮

উপাংশু গ্রহ—প্রাতঃসবনের প্রথম গ্রহ—সূর্য্যের উদ্যিষ্ট, এই গ্রহের আহুতি-
কালে হোতা অম্বাবাক্য বা যাজ্ঞ্য মন্ত্র পাঠ করেন না ; অম্বাব্যু উপাংশু (অম্বচ্চ-
স্বরে) যজুর্মন্ত্র দ্বারা সোমরস আহুতি দেন ১৭৮, ১৭৯

উপাংশু-সবন—উপাংশুগ্রহের জন্ত সোমরসনিকাশার্থ নির্দিষ্ট অতিরিক্ত
পাষণৎ ১৭৯

উলুক—১৪১

উল্লুক—১৫০, ৫৭৩

উল্ল—১৩

উবধ্য—পুরীষ ১৫১

উষ্ণিক্—১২ ছন্দ দেখ

উষ্ট্র—১৪৩, ২২০

উতি—২, ৭৭

উর্গা—২২

ঋক্—৮২ সোমের সহিত সম্বন্ধ ২৬৮ মন্ত্র দেখ।

ঋগ্বেদ—উৎপত্তি ৪৭৬

ঋতু—পাঁচটি ৭, ৬৪ ছয়টি ৮৪

ঋতুগ্রহ—প্রাতঃসবনে ঋতুপাত্রে গৃহীত সোমরস—অম্বাব্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা
প্রত্যেকে ছয়বার ঋতুগ্রহ যাগ করেন, আহুতিকালে ঋত্বিক্গণ ঋতুযাজ
মন্ত্রে যাজ্ঞ্য পাঠ করেন ১২৭

ঋতুযাজ—ঋতুগ্রহ দেখ।

ঋত্বিক্—১০ যাহারা যজমান কর্তৃক বৃত হইয়া সপত্নীক যজমানের হিতার্থ যজ্ঞাস্থ-
 ঠান করেন ও কর্ম্মান্তে দক্ষিণালাভ করেন। ইষ্টিক্ষে ব্রহ্মা হোতা অধ্বর্যু ও
 আঘ্নীঋ এই চারিজন ; পশুযজ্ঞে ঐ চারিজন ব্যতীত মৈত্রাবরুণও প্রতিপ্রস্থাতা ;
 এবং সোমযজ্ঞে ষোলজন ঋত্বিক্ আবশ্যক যথা :—

(১) (চতুর্বেদী) ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাচ্ছন্দী, আঘ্নীঋ (অঘ্নীং), পোতা (২)
 (সামবেদী) উদগাতা, প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা, সুব্রহ্মণ্যা (৩) (ঋগ্বেদী) হোতা
 মৈত্রাবরুণ (প্রশান্তা), অচ্ছাবাক, গ্রাবস্তং (৪) (যজুর্বেদী) অধ্বর্যু, প্রতিপ্রস্থাতা,
 নেষ্টা, উন্নতা। ব্রহ্মা উদগাতা হোতা ও অধ্বর্যু এই চারিজন প্রধান ঋত্বিক্ ;
 অন্তেরা সহকারী।

ঋশ্য—২৮৭, ২৯০

ঋষি—মন্ত্রদ্রষ্টা ৬৬৮

একধনা—সোমযাগের দিন প্রত্যুষে অধ্বর্যু প্রভৃতি ঋত্বিক্ জলাশয় হইতে কলসে
 করিয়া এই জল আনেন ; পূর্বদিন সন্ধ্যায় আনীত বসতীবরী নামক জলের সহিত
 মিশাইয়া এই জল আধবনীয় পাত্রে ঢালা হয় এবং সেই মিশ্রিত জলে অভিষুত
 সোমের রস মিশান হয়। একধনা আনয়ন কালে হোতার অপোনপ্ত্রীয় মন্ত্রপাঠ
 ১৭৩ বসতীবরীর সহিত মিলন ১৭৫ একধনার সম্বন্ধনা ১৭৬

একপদা—ঋক্ ৫২৯

একরাট্—৬৫০

একবিংশ স্তোম—স্তোম দেখ।

একবিংশাহ—৪০৮ নামান্তর বিযুবাহ ; সংবৎসর সত্বে মধ্যদিন ৩৬৫

ঐকাহিক যজ্ঞ—একদিনে সম্পাদিত সোমযজ্ঞ ৪২৫

ঐতশপ্রলাপ—৫৫০

ঐন্দ্র মহাভিমেক—দেবগণ কর্তৃক অনুষ্ঠান ৬৪৪—৬৪৯

ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ—প্রাতঃসবনে বিহিত অগ্রতম দ্বিদেবত্যাগ্রহ ১৮৮

ওকঃসারী—মার্জার ৫১৫

ওষধি—৬৫২, ৬৭১

ও—১২১, ১৭৬ একাক্ষর; মন্ত্র ২৪৭ প্রণবমন্ত্র অকার উকার ও মকার যোগে উৎপন্ন ৪৭৬

ঔতুম্বরী—ঔতুম্বর শাখা, বাহা স্পর্শ করিয়া উদগাতা ও তাঁহার সহকারীরা স্তোত্র গান করেন ৪৫৯

কচ্ছপ—১৩৯

কপাল—৩ পুরোডাশ : পাকের জন্ত ছোট ছোট মাটির খোলা—কপাল গুলি পাশাপাশি সাজাইয়া তাহার উপর পুরোডাশ সঁকিতে হয়। বিভিন্ন যোগে কপাল সংখ্যা বিভিন্ন ৩ পুরোডাশ দেখ।

কয়াশুভীয় সূক্ত—৪৩৭

করন্ত—ঘৃতপক যবের ছাতু—সবনীয় পশুযোগে ব্যবহৃত হোমদ্রব্য ১৮৪

করবীর—১৩৯

কলি—৫৮৯

কবষ—ঢাল ১৩৯

কবি—৫৯৫

কারব্যা ঋক্—৫৪৯

কালেয় সাম—৬৪৫, ৬৫৩

কাংশ্র—পাত্র—ক্ষত্রিয়ের অভিষেককালে সুরাপানে ব্যবহার্য্য ৬৩৫, ৬৫৭

কিম্পুরুষ—১৪৩

কিংশারু—১৪৪

কীকস—৫৬২

কুকুর—৫৮২

কুহু—প্রতিপৎযুক্ত অমাবস্তা ৫৮০

কৃত—যুগের নাম ৫৮৯

কৃষ্ণবর্ণ—১০৭

কৃষ্ণাজিন—দীক্ষাকালে ব্যবহার্য্য ৬৩

কৌণ্ডপায়িনাময়ন—সত্রবিশেষ—গবাময়নের বিকৃতি ৪৭৭

ক্রতু—১৬৯

ক্রোম—পতুর অঙ্ক ৫৬২

ক্ষত্র—ব্রাহ্মণের সহিত সম্বন্ধ ২৪৩, ৬০৩, ৬৩৭ রাষ্ট্রস্বরূপ ৬০৪

ক্ষত্রিয়—১১৫, ২০৪, ১১৭ ; ২৫০, ২৮০, ৩৪২, ৫২৪, ৬০১, ৬০৪, ৬১৪

ক্ষীর—৪৬৭

ক্ষেম—৫২

খদির—১১৭

খর—অগ্নি জালিবার স্থান ৭১, ৭২

গণ্ড—রোগবিশেষ ২১

গণ্ডপদ—প্রাণিবিশেষ ২৭৪

গন্ধর্ব্ব—২৫৩

গর্দভ—২২০

গবয়—১৪৩, ২২০

গবাময়ন—সংবৎসরব্যাপী সমুদয় সত্বেয় প্রকৃতি ; সংবৎসরে প্রত্যহ একটি না একটি সোমযজ্ঞ বিহিত ৩৫৩-৩৮৬ গবাময়ন সত্বেয় উৎপত্তি ৩৬৩

গাথা—৩১১, ৫৮৩ যজ্ঞগাথা দেখ।

গাভী—দক্ষিণা ৬৪৩

গায়ত্রী—ছন্দঃ ১৮ ব্রাহ্মণের সহিত সম্বন্ধ ২৬

গার্হপত্য—অন্ততম শ্রোত অগ্নি—এই অগ্নি গৃহস্থের অগ্ন্যাগারে দিবারাত্রি জালিয়া থাকে। গার্হপত্যের সমীপে যজমান-পত্নীর আসন থাকে ৪৫৬ ইষ্টিক্তে পত্নীর পক্ষে গার্হপত্য অগ্নিতে বিশেষ যাগ বিহিত ৬২৫ অগ্নিহোত্র ও ইষ্টিক্তে দেখ।

গীর্ণ—যজ্ঞে দোষ ৩১৭

গুগ্‌গুল—মৃগকি দ্রব্য ২২

গৃহপতি—যজমান ৫৬২

গৃহ অগ্নি—নামাস্তর স্মার্ত অগ্নি ও আবসধ্য অগ্নি ; সমাবর্তনের পর এই অগ্নি স্থাপন করিয়া উহাতেই বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ও বিবাহান্তে গৃহস্থকে উপদিষ্ট পাকযজ্ঞাদি শাবতীয় স্মার্ত কর্ম গৃহস্থ কর্তৃক সাধিত হয় ৬৪১ অগ্নি দেখ।

গোত্র—১৩৩

গোশালা—২৫২

গোমৌম—ব্রাহ্মের অন্তর্গত ৩৫৪, ৩৬০, ৩৬১

গৌর—২২০

গৌরমুগ—৪৩

গ্রহ—সোমরসের যে অংশ পান্নে অথবা স্থানীতে আহুতির জন্ত গৃহীত হইয়া আইবনীয় অগ্নিতে দেবোদ্দেশে অর্পিত হয় তাহার নাম গ্রহ ২৪০ অধ্বর্যুৎ এবং স্থলবিশেষে তাঁহার সহকারী প্রতিগ্রহাতা, এই গ্রহ আহুতি দেন। প্রত্যেক গ্রহ নির্দিষ্ট দেবতার উদ্দিষ্ট ; প্রাতঃসবনে কোন কোন গ্রহ দেবতারদের উদ্দিষ্ট— তাহার নাম দ্বিদেবতাগ্রহ। ১৭৭, ২৪০। সোমবাগ ও সবন দেখ।

গ্রাব—৪৮২ সোমের অভিষে অর্থাৎ সোমরস নিক্ষেপনে সোম খেঁতলাইবার জন্ত ব্যবহৃত চারি খানি পাষণ। চারিজন ঋষিক্ চারিখানি পাষণ হস্তে সোমথণ্ডে আঘাত দিয়া রস বাহির করেন। কেবল উপাংশুগ্রহের জন্ত একখানি পঞ্চম স্বতন্ত্র পাষণ ব্যবহৃত হয়। উপাংশুসবন দেখ।

গ্রাবস্তুত্—অন্ততম ঋষিক্। মাধ্যম্নিনসবনে সোমভিষেবের সময় ইনি পাষণথণ্ডের উদ্দেশে স্বতিমন্ত্র অর্থাৎ গ্রাবস্তুতি পাঠ করেন ৪৮২

গ্রাবস্তুতি—গ্রাবস্তোত্র—৪৮৩ গ্রাবস্তুত্ দেখ।

গ্রীবা—৮৮

ঘর্ম্ম—প্রবর্গ্যাকর্ষে আহুতির জন্ত মহাবীর নামক পাত্রে পক্ষ দুই ৬২ প্রধর্গ্যাকর্ষ ও মহাবীর পাত্রেও ঘর্ম্ম বলা হয় ৮২ প্রবর্গ্য দেখ।

মৃত—ময়ূষ্যের ব্যবহার্য্য ১১ বজ্রস্বরূপ ৯২, ১৮৩ মহাভিষেকে ব্যবহার্য্য ৬৫৭
মৃতযাগ—তৃতীয় সবনে অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে সম্পাদ্য ২৮৩

চতুরবন্তী—যাঁহার চারি অবদানে বা থণ্ডে আহুতির জন্ত হবাগ্রহণ করেন ১৫৮ অবদান দেখ।

চতুর্বিংশ স্তোম—৩৫৬ স্তোম দেখ।

চতুর্বিংশাহ—সংবৎসরসত্রে বিত্তীয় দিন ; আরম্ভণীয় দেখ। ৩৫৩, ৩৫৪

চতুর্হোত্মস্ত্র—৪৬১

চতুস্ত্রিংশ স্তোম—৩৬৭ স্তোম দেখ।

চতুষ্টোম—৩১০

চন্দ্রমণ্ডল—কৃষ্ণ চিহ্ন ৩৮৭ যাগকর্তার চন্দ্রমণ্ডলপ্রাপ্তি ৩৮৭

চন্দ্রমা—চন্দ্রমাই ব্রহ্ম ২২৩ চন্দ্রোদয় ৫৮০ চন্দ্রে বৃষ্টির প্রবেশ ও অমাবস্তার চন্দ্রের সূর্য্যপ্রবেশ ৬৭২

চমস—আহুতি কালে সোমরসগ্রহণার্থ ত্রিবিধ পাত্র আবশ্যক—১১ খানা ‘পাত্র’, ৪ খানা ‘স্থানী’, ১০ খানা ‘চমস’—অধ্বয্যু বা প্রতিগ্রহাতা পাত্রে বা স্থানীতে সোমগ্রহণ করিয়া গ্রহাহুতি দেন। চমসের পক্ষে ভিন্ন নিয়ম। যজমান ও নয়জন ঋত্বিকের জন্ত দশখানি চমস ও দশজন চমসাধ্বয্যু থাকে; যাহার চমস তিনি চমসী ও যিনি চমস সোমপূর্ণ করেন তিনি চমসাধ্বয্যু ৪২২ পূতভূৎ হইতে সোমরস তুলিয়া চমস পূরণের নাম চমসোল্লয়ন; ৪২৭-৫০৫, ৬১৭ আহুতির পর রিক্ত চমস পুনরায় পূরণ অর্থে চমসাপ্যায়ন ৬১২ চমসাহুতি কালে চমসী ঋত্বিক দ্বিধে্যে বসিয়া যাজ্যাপাঠ করেন। কোন কোন স্থলে চমসস্থ সোমের আহুতি হয় না; চমসাধ্বয্যু হস্তস্থিত চমস কাঁপাইয়া বা নাড়িয়া দেন; ইহা চমসপ্রকল্পন ৬১২। আহুতির বা প্রকল্পনের পর চমসীরা চমসস্থ সোমশেষ পান করেন, ইহা চমসভক্ষণ। ৬১৮ সোমবাগ দেখ।

চরু—ঘৃতচরু ৫ সোম্যচরু ২৮৫, ২৮৬

চর্শ্ব—৬১৭

চর্ষগী—৬৩৩

চাতুর্মাশ্র—হবিষ্যজ্ঞ ৩০৪, ৪৭৭

চাঞ্চাল—১৭৪ মহাবেদির উত্তরে গর্ত খুঁড়িয়া সেই গর্তের মাটিতে উত্তরবেদি নিশ্চিত হয়—এই গর্ত চাঞ্চাল, ইহার নিকটে বহিস্পবমান স্তোত্র গীত হয়।

চিতাকার্ষ্ট—৩৫১

চিত্য অগ্নি—৪৭০

ছন্দঃ—৫৫, ১৬৭, ২৪৮, ২৭৬, ২৭৮

ছন্দোম—ঋদশাহবাগে নবরাত্র মধ্যে শেষ তিন দিনের অঙ্কটান ৪৩৮, ৪৪৩, ৪৫৪

জগতী—২১, ২৭, ২৭৭, ২৭৮

জঙ্ঘা—যজ্ঞে দোষ ৩১৭

জজ্ঞা—৫৮৮

জরায়ু—১৩

জনকল্পা ঋক্—৫৪২

জপ—৫৬১

জল—শূদ্রের ভক্ষ্য ৬১৩ অমৃতস্বরূপ জলে ক্ষত্রিয়ের অভিষেক ৬২৭

জাঘনৌ—৫৬২

জানু—৬৩১

জিহ্বা—৫৬১

জুহু—যে হাতায় হব্যগ্রহণ করিয়া আহুতি দেওয়া হয়। ইষ্টিযোগে অধ্বৰ্য্য ডান হাতে জুহু ও বাম হাতে উপভূং ধরেন ; জুহুর নীচে উপভূং থাকে ; উদ্দেশ্য, জুহু হইতে হোমদ্রব্যের কোন অংশ স্থলিত হইলে উপভূতেই পড়িবে, ভূমিতে পড়িবে না ১৫৮, ঋক্ দেখ।

জ্যোতিষ্টোম—তন্মাক সোমযাগের সাত সংস্থা ; তন্মধ্যে অগ্নিষ্টোম, উক্ধ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, এই চারি সংস্থা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিবৃত হইয়াছে। অগ্নিষ্টোম সকল সংস্থার প্রকৃতি। জ্যোতিষ্টোম নামের সার্থকতা ৩১০ জ্যাহ্নুষ্ঠানের প্রথম দিনও জ্যোতিষ্টোম ৩৫৪, ৩৬০, ৩৬১

তপস্ত্যা—তপস্ত্যার আনয়ন ২৭২

তানুনপ্ত্র—অবিরোধে কৰ্ম্ম করিবার জন্ত ঋত্বিক্গণের শপথগ্রহণ ৮৬৮৭

তাক্ষাসূক্ত—৩৭২, ৩৯২ দুরোধে দেখ।

তীর্থদেশ—৪৫৫

ভৃষীংশংস—২০০ শস্ত্র দেখ।

ভূচ—ঋক্ভয় ৩১২

ভৃতীয় সবন—২৭৫-৩০০ সবন দেখ।

তেজন—৫৮

তোষ—৬৩০

ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম—৬৫৪ স্তোম দেখ।

ত্রয়ী বিদ্যা—৬৪৩

ত্রিণব স্তোম—৩৬৮, ৪১৫ স্তোম দেখ।

ত্রিবৃৎ স্তোম—৩০৭, ৩২০ স্তোম দেখ।

ত্রিস্টপ্ ছন্দ—২৭৬ ছন্দ দেখ।

ত্রৈতা—৫৮২

ত্রৈত চমস—৬১৭

ত্র্যহ—৩৬১

ত্র্যচ—তৃত দেখ।

ত্বক্—৬৫২, ৬৬৬

দক্ষিণা—৪৮ শ্রদ্ধাহোমে দক্ষিণা ৪৬৮

দধি—সোমে দধি (পয়স্তা) মিশ্রণ ১৮১ বৈশ্বের ভক্ষা ৬১৩ পুনরভিষেক
ব্যবহার ৬৩০ মহাভিষেকে ব্যবহার ৬৫৭

দধিঘর্ষ—৩০৫

দন্ত—৫৮৭

দর্ভ—১২, ৬১৮

দর্শ—অমাবস্তা : দর্শেষ্টি—অমাবস্তায় সম্পাণ্ড ইষ্টিযোগ ৬

দশরাত্র—৩৫৪

দশাপবিত্র—সোমরস ছাঁকিবার জন্ত মেঘলোমে প্রস্তুত ছাঁকনি ৬১৭
অভিষব দেখ।

দম্ব্য—অন্ধ্রাদি জাতি ৫২৭

দাক্ষায়ণ যজ্ঞ—৪৭৭, ৩০৪

দাধিক্রী ঋক্—৫৫৮

দাসী—যজ্ঞে দাসীদান ৬৬১

দাসীপুত্র—দীক্ষায় অনধিকার ১৭০

দিঘাকীর্ত্তা সাম—৩৬৮

দীক্ষণীয় ইষ্টি—যজ্ঞে দীক্ষা উপলক্ষে সম্পাণ্ড ইষ্টিযোগ ১-২৪ ইষ্টিযোগ দেখ।

দীক্ষা—অগ্নিষ্টোমে দীক্ষা ৬ দীক্ষাকালে সংস্কার ১০-১৫ দীক্ষার আনয়ন ২৭২
দ্বাদশাহে দীক্ষাকাল ৩৮৩ ঐ দীক্ষার পূর্বে প্রাজাপত্য পশুযাগ ৩৮৪

দীক্ষাবেদন—দীক্ষার পর বজ্রমানের নাম ধরিয়া “দোকিতোহয়ং ব্রাহ্মণঃ” বলিয়া
সকলের নিকট বোধনা, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিশেষ বিধি ৬০৭

দুষ্ক—৪৬৭

দুরোহণ—সংবৎসরসত্ত্রে বিষুবাহে পাঠ্য মন্ত্র—হংসবতী ঋক্ ও তাক্ষাস্বত ৩৭০

দূর্ব্বা—৬১৫, ৬৩০

দে—জপমন্ত্র ১৮৫

দেবক্ষেত্র—৪২২

দেবপাত্র—অক্ষররূপ পাত্রে দেবগণের সোমপান ২১৫

দেবযজ্ঞন—যে ভূমিতে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ সাধিত হয় ৪৬

দেবযজ্ঞনপ্রার্থনা—৬০

দেবযান—স্বর্গের পথ ১৯৯

দোঃ—পশু ৫৬১

দ্যালোক—দ্যালোকের সৃষ্টি ৪৭৬

দ্রোণকলশ—আধবনীয়ের সোমরস ছাঁকিয়া রাখিবার অস্ত্র অস্ত্রতর বৃহৎ
পাত্র ৬১৭

দ্বাদশাহ—দ্বাদশ দিনে সম্পাদ্য সোমযজ্ঞ। প্রজাপতির দ্বাদশাহ যাগ ৩৭৭
ইহার পূর্বে বার দিন দীক্ষা, বার দিন উপসং ও তৎপরে বার দিন সোম-
যাগ ৩৭৯ ঋক্ পক্ষ ও মাসগণের দ্বাদশাহ যাগ ৩৮০ দীক্ষাকাল ৩৮৩ দীক্ষার
পূর্বে প্রাজাপত্যপশুকর্ম্ম ৩৮৩ ছন্দোবিধান ৩৮৫ সামবিধান ৩৮৮ প্রথম
ও শেষ দিন অতিরাত্র বিহিত; দ্বিতীয় হইতে দশম দিন পর্য্যন্ত বিবিধ শস্ত্রের
বিধান ৩৯০-৪৫৩ একাদশ দিনের অগ্নিষ্ঠান ৪৫৪-৪৬৪

দ্বাপর—৫৮৯

দ্বিদেবত্যা গ্রহ—ইই ইই দেবতার উদ্দেশে দেয় সোমরস; প্রাতঃসবনে
এইরূপ তিন ঘোড়া গ্রহ বিহিত—মৈত্রাবরুণ, ঐন্দ্রবায়ব এবং আশ্বিন
১৮৭-১৯৬

দ্বিপদা—৩৩২

ধনু—৮৮

ধর্মু—রাজা ধর্মের রক্ষাকর্তা ৬৪৬

ধানা—সবনীয় পণ্ডকর্মে বিহিত হব্য ১৮৪-১৮৬

ধামচ্ছৎ—২৩৭

ধায়া—সংখ্যা পুরণের জন্ত যে অতিরিক্ত মন্ত্র যোগ করা হয়—দীক্ষণীয় ইষ্টিতে সামিধেনী মন্ত্রের ধায়া ৭ শাস্ত্রান্তর্গত সূক্ত মধ্যে ধায়া ২৫৬, ২৫৭

ধারাগ্রহ—সোমরস আধবনীয় পাত্র হইতে দ্রোণকলসে ঢালিবার সময় পতন্ত সোমধারা হইতে যে গ্রহ আহতির জন্ত লওয়া হয় ২২৫

ধিক্ষ্য—সোমযজ্ঞে মহাবেদির পশ্চিমাংশে সদঃশালা নামে মণ্ডপ থাকে ; ঐ মণ্ডপে সারি সারি ছয়টি অগ্নিস্থান নির্মিত হয় ; ঐ অগ্নিস্থানের নাম ধিক্ষ্য ; সোমযাগের সময় অচ্ছাবক, নেষ্ঠা, পোতা, লাক্ষণাচ্ছন্দী, হোতা ও মৈত্রাবরুণ এই কয়জন ঋত্বিক্ যথাক্রমে ঐ ছয় ধিক্ষ্যে বসিয়া মন্ত্র পাঠ করেন। এই ধিক্ষ্য শ্রেণির দুই প্রান্তে দুই খানি ছোট ঘরে আর দুইটি ধিক্ষ্য বা অগ্নিস্থান থাকে ; তাহাদের নাম আগ্নীজীয় ও মার্জ্জালীয়। সোমযাগের পূর্বদিন আহবনীয় অগ্নি ঐষ্টিক বেদি হইতে আনিয়া আগ্নীজীয় ধিক্ষ্যে রক্ষিত হয় (অগ্নীষোম প্রণয়ন দেখ), সোমযাগের দিন যাগারম্ভে আগ্নীজীয় ধিক্ষ্য হইতে অগ্নি লইয়া অত্র ধিক্ষ্যগুলি জালিতে হয় ১০১

ধেনু—৫১৮

নগর—৪৭৪

নরাশংস—৫১৩

নরাশংস পণ্ডক্তি—১০৪

নবনীত—১১

নবরাত্র—দ্বাদশাহের অন্তর্গত ৩৮২

নবান্ন—আগ্রয়ণেষ্টির পূর্বে নবান্ন ভোজন নিষিদ্ধ ৫৭৫

নাকপৃষ্ঠ—যজ্ঞমানের নাকপৃষ্ঠ লোকপ্রাপ্তি ৪২২

নাগ—হস্তী ৬৬১

নানদ—সাম ৩২২, ৩৩০

নাভানেদিষ্ঠ—হৃক্ ; তৎসম্বন্ধে আখ্যায়িকা ৪৩০ সহচর মস্ত্রের অন্ততম
৪৩২ শিল্প শস্ত্রের অন্তর্গত ৫৩৬

নাভি—অঙ্গবিশেষ ৭৩, উত্তর বেদির মধ্যস্থান, এইখানে পশুযাগ ও সোম-
যাগের জন্ত আহবনীয় অগ্নি স্থাপিত হয় ৯২ অগ্নিপ্রণয়ন দেখ।

নারাশংস—চমসের বিশেষণ ১৮৫ ত্রৈত চমস দেখ।

নারাশংস সূক্ত—৫৩৭

নারাশংসী ঋক্—৫৪৭

নিগদ—যজুর্মন্ত্র বিশেষ—ইহা উচ্চস্বরে পাঠ্য। বসন্তীবরী ও একধনা জল
মিশ্রণ কালে হোতৃপাঠ্য নিগদমন্ত্র ১৭৫, ১৭৬ সূত্রক্ষণা নামক ঋত্বিক কর্তৃক পাঠ্য
সূত্রক্ষণা নিগদ ৪৮৬ ; এই নিগদ পাঠের নাম সূত্রক্ষণাহ্বান ৪৮৭

নিগ্রাভ্য—হোতৃচমস দেখ।

নিধন—সামের যে অংশ উল্গাতা ও তাঁহার দুই সহকারী এক সঙ্গে গান
করেন ২৬৯

নিদংশী—জন্তবিশেষ ২৭৪

নিদং সাগ—৫৪৮

নিয়োক্তা—নিয়োজন কর্তা ৫৯১

নিয়োজন—যজ্ঞিয় পশুর যুগে বন্ধন ৫৯১

নির্ব্বিপণ—পুরোডাশ প্রস্তুত করিবার জন্ত অধ্বর্যু কর্তৃক শূর্পে ত্রীহিযবাদি
গ্রহণ ৩

নিবিৎ—শাস্ত্রান্তর্গত হৃক্কের মধ্যে কতিপয় সংক্ষিপ্ত পদযুক্ত মন্ত্র প্রক্ষেপ করিতে
হয় ; ঐ সকল মন্ত্রের নাম নিবিৎ মন্ত্র ২০৪, ২০৫, আজ্যশস্ত্রের অন্তর্গত নিবিৎ
২০৬ ব্যাংপত্তি ২৪০

নিবিদ্ধান—শস্ত্রমধ্যে নিবিৎ মন্ত্রের স্থাপন ২৪১-২৪৫, ২৫৬

নিবিদ্ধানীয় সূক্ত—শস্ত্রান্তর্গত যে হৃক্কের মধ্যে নিবিৎ স্থাপিত হয় ২০৬

নিষাদ—৬৪৩

নিষ্ক—৬৬২

নিষ্কাস—৪০

নিষ্কেবল্য শস্ত্র—মাধানিন সবনে বিহিত শস্ত্র ২০২, ২৬৪-২৭১

নিহুব—তান্নপত্র কর্ণের পর যজমান ও ঋত্বিকগণ কর্তৃক জাবাপৃথিবীর
উদ্দেশে প্রণাম অনুষ্ঠান ৯৩

নীচ্য—পশ্চিমদিক্ নিবাসী জাতি ৬৪৮

নীথ—কর্ষ ২১৭

নেষ্ঠা—তন্মামক ঋত্বিক—ঋতুযাজে যাজ্ঞাপাঠক ১৯৭ তৃতীয় সবনে তৎকর্তৃক
পাত্নীবত গ্রহবাগকালে যজমানপত্নীর আনয়ন ৪৮৮

নৌকা—৫১, ৩৫৭

নৌধস সাম—৩৮৬

ন্যগ্রোধ—কত্রিয়ের ভক্ষ্য ৬১৪ কুরুক্ষেত্রে ন্যগ্রোধের উৎপত্তি ৬১৪

ন্যুণ্ধ—প্রাতঃসম্বাকের মন্ত্রপাঠে উচ্চারণের বিশেষ বিধি ৪০৬, ৪০৭

পঙক্তি ছন্দঃ—২০

পঞ্চজন—১৮০

পঞ্চজনীয় ঋক্—২৮৫

পঞ্চদশ স্তোত্র—১০৯ স্তোত্র দেখ।

পঞ্চমানব—৬৬৩

পঞ্চাবত্তী—যে যজমানের জন্ত পাঁচ অবদানে হব্যগ্রহণ করিয়া আহুতি দেওয়া
হয় ১৫৮ অবদান দেখ।

পৎ—জপমন্ত্র ১৮৫

পত্নী—যজমানের পত্নী—ইনি যজ্ঞের ফলভাগিনী ; সপত্নীক যজমান দীক্ষাগ্রহণ
করেন ; যজ্ঞভূমিতে গার্হপত্য অগ্নির নিকটে ইহার নির্দিষ্ট স্থান ও
আসন থাকে।

পত্নীশালা—গার্হপত্যের দক্ষিণপশ্চিমে যজমানপত্নীর বসিবার স্থান ৪৫৫

পত্নীসংযাজ—দেবপত্নীদের উদ্দেশে গার্হপত্য অগ্নিতে বাগ ৪০, ৩১৫

পদ—৫৬২

পয়শ্চা—হুগ্নমিশ্রিত দধি ১৮১, ১৮৪

পরম ব্যোম—৬৩৬

পরমেষ্ঠী—৬৪৬

পর্যায়কাল—৬৫১

পরিষ্কাণ—দক্ষাবশিষ্ট কাঠ ; তাহা হইতে কৃষ্ণবর্ণ পশুগণের উৎপত্তি ২৮৯

পরিধি—আহবনীয়ের তিন দিক্ তিন খণ্ড কাঠ দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিতে হয় ; ঐ কাঠখণ্ডের নাম পরিধি ৬১৮

পরিবাপ—সবনীয় পশুযোগে ব্যবহার্য্য ১৮৪, ১৮৬

পরিবৃতি—রাজপত্নী ২৬৫

পর্ণ—৮৮

পর্যায়িকরণ—চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া অগ্নি পরিভ্রামণ ; পুরোডাশাদি হোম-দ্রব্যের পর্যায়িকরণ আবশ্যক ; পশুযজ্ঞে পশুর পর্যায়িকরণ ১৩৪

পর্যায়—অতিরাত্র যজ্ঞে রাত্রিকৃত্য সোমপানের পর্যায় ৩৩৭

পর্যাহাব—২৮৩

পৰ্বত—১৭২

পলাশ—১১৮

পবমানস্তোত্র—সোম ছাঁকিবার সময় গীত স্তোত্র ২৫৫ স্তোত্র দেখ ।

পবিত্র—বন্দারা কোন দ্রব্যকে পুত বা বিশুদ্ধ করা হয় । দৰ্ভ পবিত্রে আজ্যাদি দ্রব্য সংস্কৃত হয় । সোম ছাঁকিবার জন্ত মেঘলোমনির্গ্মিত দশাপবিত্র ৫৭৬

পশু—১৬৬

পশু কৰ্ম্ম—পশুবন্ধ—পশুযোগ—নিরুক্ত পশুবন্ধ সমুদয় পশুযোগের প্রকৃতি । ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অগ্নীষোমীয় পশুপ্রকরণে পশুযোগের অধিকাংশ অযুষ্ঠান বিবৃত হইয়াছে । অযুষ্ঠানক্রম অনেকাংশে ইষ্টযজ্ঞের মত ; পশুসংক্রান্ত কতিপয় বিশেষ বিধি আছে, যথা যুপনির্মাণ ১১৬, যুপসংস্কার—অগ্নন, উচ্চুরণ বা উন্নয়ন ও রশনাবেষ্টন ১১৯-১২৫ পশুর সংস্কার ও বন্ধন (নিয়োজন দেখ) প্রধান যোগের পূর্বে এগার দেবতার উদ্দেশে এগার প্রযাজ্যবাগ ও তদর্থ হোতার পাঠ্য যাজ্যামন্ত্র বা আগ্রীমন্ত্র (আগ্রী দেখ) ১২৯-১৩৩, পশুর পর্যায়িকরণ ১৩৫ তৎপরে বধস্থানে (শামিত্র দেখ) নয়নকালে শমিতার প্রতি হোতার পাঠ্য অযুক্তামন্ত্র (অত্রিশুটৈপ্রদ দেখ) ১৩৬-১৪২ স্বাসরোধদ্বারা বধ (সংজ্ঞপন) ; পশুর উদর হইতে বপা গ্রহণ করিয়া তদ্বারা অন্তিমপ্রযাজ্যহতি, ১৫৫ ঘৃতাজ্য তপ্ত বপাবিন্দুদ্বারা বপাস্তোকাহতি ১৫২ প্রধান দেবতার উদ্দেশে বপামাগ

১৫৭ পশুযোগের আনুযায়িক পুরোডাশযাগ ১৪৪, ১৪৬ ও তদর্থ স্থিষ্টকৃত্যগ ও ইড়াভক্ষণ ১৪৬ মনোতা ও বনস্পতির যাগ এবং শামিত্র অগ্নিতে পক পশুজ দ্বারা প্রধান দেবতার যাগ স্থিষ্টকৃত্যগ ও পশু-ইড়াভক্ষণ ১৪৭-১৪৮ তদনন্তর আনুযায়িক একাদশ অনুযাজ ও একাদশ উপযাজ্যগ পত্নীসংযাজ ও ইষ্টিযাগানু-যায়ী অগ্রান্ত কর্তব্য। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের উপলক্ষে তিনটি পশুযাগ বিহিত ; (১) সোমযোগের পূর্কদিন অগ্নীষোমপ্রণয়নের পর অগ্নি ও সোমের উদ্ভিষ্ট অগ্নীষোমীয় পশুযাগ ১২৫-১২৮ ; (২) সোমযোগের দিনে সবনীয় পশুযাগ ১৫৭ ; এই যাগে এক বা একাদশ পশুর যাগ বিধেয়। প্রাতঃসবনে বপাযাগ পর্যন্ত সম্পন্ন করিয়া মাধ্যন্ধিনে পশুজ অগ্নিতে পাক হয় ও তৃতীয় সবনে পশুজযাগ করিয়া আনুযায়িক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পশুযোগের সম্পূর্ণতার জন্ত পুরোডাশ যাগ বিধেয় ; তিন সবনেই তিনবার পুরোডাশ যাগ কর্তব্য ১৮২ এবং পুরো-ডাশের সঙ্গে সঙ্গে ধান্য করস্তাদি কতিপয় দ্রব্যেরও যাগ বিধেয় ১৮৪, ১৮৬। (৩) সোমযোগান্তে অবভৃথনানের পর ও উষ্মনেষ্টির পর বক্ষাগাতী বা বৃষদ্বারা অনুবক্ষ্য পশুযাগ কর্তব্য ১৮৫, ৬০২, ৬২২

পশুবিভাগ—ঋত্বিক্গণের মধ্যে পশুবিভাগ ৫৬১

পাকযজ্ঞ—গৃহ অগ্নিতে সম্পাদ্য যজ্ঞ, গৃহস্থত্রের নির্দেশানুসারে সম্পাদ্য ; গৃহস্থত্রভেদে গৃহস্থের পাকযজ্ঞ বিভিন্ন ৩০৩

পাত্নীবত গ্রহ—তৃতীয় সবনে ব্যবহার্য ৪৮৭

পাত্ন্য—৬৬৬

পান্নেজন—একধনা আনিবার সময় যজ্ঞমানপত্নী কর্তৃক আনীত জল।

পারগেষ্ঠ্যরাজ্য—৬৩১

পারিক্ষিতী ঋক্—৫৫৮

পারুচ্ছেপ চন্দ—৪২৪

পার্শ্ব—৫৬১

পাশা—নিষ্ঠাতি দেবতার পাশ ৩৫০

পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ—৩০৩

পিষ্টক—১৪৫

পুনরভিষেক—রাজস্থয়যজ্ঞে অনুষ্ঠান ৬২৩-৬৪৪

পুরী—হর্গ—লৌহময়, রজতময়, স্বর্ণময় ৮৩

পুরীষ—১৫১

পুরীষ মন্ত্ৰ—৩০৬

পুরোডাশ—চাউলের রুটি। অধ্বৰ্য্য স্বহস্তে প্রস্তুত করেন; ধান কুটিয়া চাউল ঝাটিয়া সেই চাউলঝাটা গাইপত্যের অঙ্গারে তপ্ত কপালের (ছোট ছোট খোলার) উপর সেকিয়া প্রস্তুত করা হয়। আহুতির সময় দুই খণ্ড (পঞ্চাবতী যজ্ঞমানের পক্ষে তিন খণ্ড) কাটিয়া জুহুতে গ্রহণ করা হয় ও নীচে ও উপরে ঘৃত দিলে উহা চারি (পঞ্চাবতীর পক্ষে পাঁচ) অবদানে পরিণত হয়; অধ্বৰ্য্য জুহু হইতে উহা আহবনীয়ে অর্পণ করেন। অবশিষ্ট কয়েক খণ্ড (ইড়া, প্রাশিত্র, ষড়বত্ত ইত্যাদি) যজ্ঞমান ও ঋত্বিকেরা যথাবিধি ভক্ষণ করেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দিষ্ট পুরোডাশের কপালসংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন ৩, ১৮৩ পশুযাগের সম্পূর্ণতার জন্য আনুষঙ্গিক পুরোডাশ যাগবিহিত ১৪৪ তৎসম্বন্ধে আখ্যায়িকা ১৪১, ১৮২, ১৮৬ পশুযাগ দেখ।

পুরোধা—৬৬৫

পুরোধাতা—৬৭০

পুরোহনুবাক্য—অনুবাক্য দেখ।

পুবোরুক্—আজ্যশব্দের অন্তর্গত “অগ্নিদেবেদ্ধঃ” ইত্যাদি নিবিৎ ২১৯, ২২৩, ২৪০

পুরোহিত—পুরোহিতের প্রবর ব্যবহার ৬০৭ ঘৃতশেষ ভোজন ৬০৮ পুরোহিত প্রশংসা ৬৬৬-৬৬৯ পুরোহিত নিয়োগ ৬৭০

পূতভূৎ—ছাঁকিবার পর সেই পূত (বিগুন্ধ) সোমরস রন্ধার জন্য অন্ততর বহু পাত্র ৬১৭ অভিষেক ও চমস দেখ।

পূর্ণমাস—পূর্ণিমায় সম্পাদ্য ইষ্টিযাগ ৬ ইষ্টি দেখ।

পূর্ণিমা—৫৮০

পূর্ত্ত—স্মার্ত্ত কন্ধ্য ৬০৬ ইষ্টাপূর্ত্ত দেখ।

পূর্বপক্ষ—শুক্লপক্ষ ৫৮০

পৃথিবী—পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও হ্যালোকের সৃষ্টি ৪৭৬

পৃষ্ঠ—৫৫

পৃষ্ঠ স্তোত্র—৩৬৮ স্তোত্র দেখ।

পৃষ্ঠা ষড়হ—৩৫৩, ৪৫৭ ষড়হ দেখ।

পোতা—অন্ততম ঋত্বিক—ঋত্বাগে যাজ্ঞাপাঠক ১২৭

প্রউগশস্ত্র—প্রাতঃসবনে হোতৃপাঠ্য দ্বিতীয় শস্ত্র ২০২, ২২৫-২৩৩

প্রকৃতি যজ্ঞ—ইষ্টি, পশু, সোম প্রভৃতি প্রত্যেক শ্রেণির যজ্ঞের একটি যজ্ঞ প্রকৃতি; অত্ৰুণি তাহার বিকৃতি। বিশেষ বিধি বা বিশেষ নিষেধ না থাকিলে প্রকৃতি যজ্ঞের সমুদয় কর্ম বিকৃতি যজ্ঞেও অমুঠেয়। সমুদয় ইষ্টিযজ্ঞের প্রকৃতি পূর্ণমাসেষ্টি, পশুযোগের প্রকৃতি নিরুচ পশুবন্ধ, ঐকাহিক সোমযজ্ঞের প্রকৃতি অগ্নিষ্টোম ১

প্রগাথ—শস্ত্রের অন্তর্গত দুই ঋক্কে কোন কোন চরণের পুনরাবৃত্তির দ্বারা তিন ঋকে সমান করিলে প্রগাথ হয় ২৫১, ২৫৬, ২৫৯

প্রচার—যাগাহুতান ৪৭৯

প্রজাপতিতনু মন্ত্র—৪৬৩

প্রণয়ন—সম্মুখে অর্থাৎ পূর্বাদিকে নয়ন—যথা অগ্নিপ্রণয়ন, অগ্নীষোমপ্রণয়ন ৯৫ তত্ত্ব শব্দ দেখ।

প্রণব—ঊঁকার, প্রণবোৎপত্তি ১৭৬

প্রতিগর—শস্ত্রপাঠের পূর্বে আহাবের প্রত্যুত্তর ২০০, ২৪৬ শস্ত্র দেখ।

প্রতিপৎ—শস্ত্রের প্রথম মন্ত্র ২৫১, ২৫৫

প্রতিপ্রস্থাতা—অধ্বর্যুর সহকারী; ইষ্টিযজ্ঞে প্রতিপ্রস্থাতা অনাবশ্যক; প্রবর্গ্যে পশুযোগে ও সোমযোগে আবশ্যক ৬৯, ৫৬১

প্রতিরোধমন্ত্র—৫৫২

প্রতিহর—প্রতিহর্তায় গেষ সামাংশ ২৬৯

প্রতিহর্তা—উদগাতার সহকারী সামগায়ী ঋত্বিক ৪৫৭

প্রত্যবরোহণ—৩০৩

প্রপদ মন্ত্র—৬৪১

প্রমংহিষ্ঠীয় সাম—৩২৪

প্রযাজ—প্রধান যাগের পূর্বে সম্পাদ্য যাগ। ইষ্টিযজ্ঞে প্রযাজসংখ্যা পাঁচ; পশুযোগে এগার ১২৯ পশুযোগে অজিমপ্রযাজ ১৫৫ ইষ্টিযজ্ঞ, পশুযোগ ও

আগ্নী দেখ। অগ্নিষ্টোমের প্রাসঙ্গিক কোন কোন ইষ্টযজ্ঞে প্রযাজ্য অনাবশ্যক ; ইষ্টযজ্ঞ দেখ।

প্রবর—৫০৯, ৬০৭ আর্ষের দেখ। যজমানের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে যাহারা যজ্ঞদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন, তাঁহাদের অগ্নিকে আহ্বান করিয়া ইষ্টযজ্ঞাদি আরম্ভ করিতে হয় ; ঐ অগ্নির নাম প্রবরাগ্নি ও আহ্বানের নাম প্রবর-প্রবরণ। ইষ্টযজ্ঞ দেখ।

প্রবর্গ্য—সোমযাগে অধিকারলাভার্থ তৎপূর্বে তিন দিন অমৃষ্টের কর্ম। দুই দিন পূর্নাক্ষে ও অপরাক্ষে এবং তৃতীয় দিন পূর্নাক্ষে দুই বার অমৃষ্টের। উপসদিষ্টির পর প্রবর্গ্য কর্তব্য। ছয় জন ঋত্বিক আবশ্যক—ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্যু, অগ্নীং, গতিপ্রস্থাতা ও প্রস্তোতা। প্রধান হব্যের নাম ঘর্ষ—মহাবীর নামক মৃংভাণ্ডে গোহুক্ষ ও ছাগহুক্ষ মিশাইয়া পাক করিয়া ইহা প্রস্তুত হয় ; অধ্বর্যু মহাবীর নির্মাণ ও ঘর্ষপাক হইতে আহুতিদান পর্য্যন্ত কর্ম করেন ; প্রতি প্রস্থাতা তাঁহার সহকারী ; প্রস্তোতা সামগান করেন ; হোতা প্রত্যেক কর্মের অনুকূল স্তুতিমন্ত্র বা অভিষ্টব মন্ত্র পাঠ করেন। যাগান্তে সকলে ঘর্ষশেষ ভক্ষণ করেন। ৬৮-৮২ ঘর্ষ, মহাবীর, অভিষ্টব দেখ।

প্রবহণ—পূর্বমুখে বহন—সোমপ্রবহণ দেখ ৪৩

প্রবহিলকা ঋক্—৫৫২

প্রশান্তা—তন্নামক ঋত্বিক ; নামান্তর মৈত্রাবরুণ ৪৮১

প্রসর্পণ—সোমযাগার্থে অধ্বর্যুপ্রমুখ কতিপয় ঋত্বিকের সারি বাঁধিয়া সদঃশালা প্রবেশ ১৮০

প্রস্তর—বেদিতে রক্ষিত কুশমুষ্টি ; ইহার উপর জুহু নামক হাতা (বাহাতে হব্য রাখিয়া আহুতি দেওয়া হয়) রাখিতে হয়। প্রস্তরের উপর হাত দিয়া নিরুবাচুষ্ঠান হয় ২৩ নিরুব দেখ। ইষ্টযাগের পর প্রস্তর আহবনীর অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়—ইষ্টযজ্ঞ দেখ।

প্রস্তাব—প্রস্তোতার গেষ সামাংশ ২৬৯, ৪৫২

প্রস্তোতা—উপসাদির সহকারী সামগারী ঋত্বিক ৪৫৭, ৪৮০

প্রস্থিত যাজ্ঞ্য—চমসাহতিকালে ঋত্বিক চমসী ঋত্বিকের পাঠ বাক্য্য ৪২৩, ৪২২

প্রভৃত—শাক্যজ ৩০৩

প্রাগ্‌বংশ—প্রাচীনবংশ—দেবব্রজভূমির উপর নির্মিত মণ্ডপ—ইহার ছাদের (চালের) মধ্যস্থিত বাশ (বংশ) পশ্চিম হইতে পূর্বে বিস্তৃত। দীক্ষা হইতে অগ্নীষোমীর পণ্ডবাগের পূর্ব পর্য্যন্ত সমুদ্র কন্ঠ এই মণ্ডপ মধ্যে নিম্ন হয় ; ইহার মধ্যেই ঐষ্টিক বেদি ও তাহার তিন দিকে তিন অগ্নি এবং পরীশালা থাকে ১২

প্রাচ্যগণ—৬৪৮

প্রাণ—বায়ু ২৬ নয়টি ৫৫ মন্তকে সাতটি ৬৬, ৬৭, ২২২

প্রাতরনুবাক—সোমযাগের দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্বে হোক্তার পাঠ্য মন্ত্রসমূহ ১৬০-১৬২

প্রাতঃসবন—১৭৭-২৩৫, ২৭৫ সবন দেখ।

প্রায়ণ—আরম্ভ ৩১১

প্রায়ণীয় ইষ্টি—অগ্নিষ্টোমের আরম্ভসূচক ইষ্টিযজ্ঞ, দীক্ষার পরদিন প্রাতঃকালে সম্পাদ্য ২৫-৪৩ ইষ্টি দেখ।

প্রায়শ্চিত্ত—ঋষিক্রোধে ৩১৮ অগ্নিহোত্রে ৪৬৬ বিবিধ ৫৬৩-৫৮৩

প্রিয়ঙ্গু—৬৫২

প্রেত—৫৬৪

প্রেমণ—মন্ত্রদ্বারা কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রেরণ বা অনুজ্ঞা ১৩৫

প্ৰৈষ মন্ত্র—প্রেমণার্থ অনুজ্ঞামন্ত্র, উচ্চে পাঠ্য, যথা অধ্বর্য্য কর্তৃক হোতাকে অগ্নিমন্ত্রে অনুবচনপাঠ্যার্থ প্ৰৈষ ৫৬ প্রবর্ণ্যে অভিষ্টবপাঠ্যার্থ প্ৰৈষ ৬২ অগ্নি-প্রণয়নপ্ৰৈষ ৯৫ প্রাতরনুবাকে ১৬০, ১৬২ ইত্যাদি। প্ৰৈষ নামের তাৎপর্য্য ২৪০, ৫০৮-৫০৯

প্লক্ষ—ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্য ৬১৬

ফলক—৬১৭ অধিবৰণ ফলক দেখ।

বক্ষঃ—৫৬১

বর্হিঃ—যজ্ঞে ব্যবহার্য্য কুশ ৬, ৮৮

বহিষ্পাবগান স্তোত্র—১৭৯ স্তোত্র দেখ।

বহুচ—ঋগ্বেদী ২১২

বৃহৎ সাম—৭৪, ৩৫৭, ৩৮৮, ৬২৩

বৃহতী—২০, ১৬০, ৩৭৯

বৃহদ্বি সাম—৩৫৯

ব্রহ্ম—কোথাও ব্রাহ্মণ কোথাও ব্রাহ্মণ্য অর্থে প্রযুক্ত ৪৬, ৪৭, ৭০, ৮২, ৯৬, ১১০, ২০৪, ২১৭, ২৪৩, ৩৫২, ৪৮০, ৬০৩, ৬০৪, ৬৩৭, ৬৪৭ বেদবাক্যঅর্থে ১৬২, ৪৮০

ব্রহ্মপরিমর—৬৭২

ব্রহ্মবর্চস—১৮, ১৭৭

ব্রহ্মবাক্য—বেদবাক্য ১৬১, ১৫২

ব্রহ্মবাদী—মহাবদ দেখ।

ব্রহ্মসাম—৩৬৮

ব্রহ্মা—চতুর্বেদী ঋত্বিক্—সর্বকর্মের পরিদর্শক ৮০ ব্রহ্মার কর্তব্য ৪৭৮-৪৮১
ব্রহ্মার ভাগ ৪৮০

ব্রহ্মোক্ত মন্ত্র—৪৬২, ৪৬৩

ব্রাহ্মণ—৬৩, ৯১, ১৫৩, ৫৮৮, ৬০১, ৬১২, ৬৫২, ৬৬৫

ব্রাহ্মণাচ্ছংসা—অন্ততম ঋত্বিক্—ঋতুবাগে যাজ্ঞ্যপাঠক ১২৭ শত্ৰুপাঠক ৩২৫
হোত্রিক দেখ।

ব্রীহি—১৪৪, ৬৫২

ভরত দ্বাদশাহ—৩৭৭ দ্বাদশাহ দেখ।

ভাবনাহোম—৪৬৭

ভাস সাম—৩৬৮

ভিষক্—৬৯, ৪৮০

ভূতসকল—২২০, ২২৩

ভূতেচ্ছং মন্ত্র—৫৫৭

ভোজ—৬৪৬

ভোজপিতা—৬৪৬

ভৌজ্য—৩৩১

মকার—ও দেখ।

মজ্জা—১৫২

মণি—৩৩২

মণিকা—৫৬২

মৎ—জপমন্ত্র ১৮৫

মধু—৬৩০, ৬৫৭

মনুষ্য—২৮৩

মন্ত্র—মন্ত্র ত্রিবিধ—পঞ্চমন্ত্র ঋক্, গাথমন্ত্র যজুঃ, গের মন্ত্র সাম। এই ত্রিবিধ-মন্ত্রাঙ্কক বিজ্ঞার নাম ত্রয়ীবিজ্ঞা। সাধারণতঃ হোতা ঋক্, অধ্বর্যু যজুঃ ও উকাতা সাম উচ্চারণ দ্বারা কৰ্ম্মসম্পাদন করেন। এতদ্ব্যতীত সাধারণতঃ ঋক্ উচ্চে, যজুঃ উপাংশে স্বরে, পাঠ্য; সামমন্ত্র উচ্চে গায়। এতদ্ব্যতীত শ্রেষমন্ত্র বা আদেশমন্ত্রকেও চতুর্থ শ্রেণির মন্ত্র বলিয়া গণ্য করা হয়। উচ্চে পাঠ্য নিগদনমন্ত্র যজুর্মন্ত্রের অন্তর্গত। স্বল্পাক্ষরবৃক্ক নিবিংমন্ত্র শব্দান্তর্গত স্ক্রুতমধ্যে পাঠ্য। নিবেদ না থাকিলে সমুদয় কৰ্ম্ম সমস্তক করণীর। তত্তৎ শব্দ দেখ।

মহ্নন—২৩৩ অগ্নিমহ্নন দেখ।

মহ্নাবল—জন্ত ২৭৪

মহ্নী—প্রাতঃসবনে বাবহুত গ্রহ ১৯৬ সবন দেখ।

মরুত্বভ্যয় শব্দ—মাধ্যম্নিনসবনে পাঠ্য ২০২, ২৫১-২৬৪ শব্দ দেখ।

মর্ত্য—৬৬৩

মস্তক—৫৬২

মহাদিবাকীৰ্ত্ত্য সাম—৩৬৮

মহানান্নী ঋক্—৩৩৩, ৩৩৬, ৪১৮

মহাত্রীহি—৬৫২

মহাভিষেক—ঐক্স মহাভিষেক ৬৪৫-৬৪২ ক্ষত্রিয়ের মহাভিষেক ৬৫০-৬৫৭

ম্রাকার মহাভিষেক বিষয়ে পৌত্তালিক দৃষ্টান্ত ৬৫২-৬৬৫

মহাবদ—ব্রহ্মবানী ৪৭৮

মহাবালভিৎ—বিহুতির প্রকারভেদ ৫১৯ বিহুতি দেখ।

মহাবীর—বল্লীকের মাটি, বরাহের উৎখাত মাটি ও বিদ্রুত মাটি
মিশাইয়া তাহাতে ভাঙ গড়িয়া উহাকে আগুনে পোড়াইলে মহাবীর নির্মিত
হয়। প্রবর্গ্য কর্মে এই মহাবীরে ঘর্ম্মপাক হয় ৭১ প্রবর্গ্য ও ঘর্ম্ম
দেখ।

মহাব্রত—সংবৎসরসত্ত্বের অন্তর্গত অন্তর্ধান ৩৫৯

মহিষী—রাজপত্নী ২৬৫

মাদকতা—৩১ সোমরসের মাদকতা ১৮১, ৪৮২

মাধ্যন্দিন সবন—২৫১-২৭১, ২৭৫ সবন দেখ।

মানব—৬৬৩

মানস গ্রহ—৪৫৫

মানুষ—নামের তাৎপর্য ২৮৮

মায়া—১১০, ৬৬৩

মাস—৭, ৪৩, ৬৪

মাহারাজ্য—৬৩১, ৬৫৬

মাংস—১০৯

মিথুনত্ব—১০৯

মুঞ্জত্ব—৬২৯

মুগ—২৮৮ হস্তী ৬৬৩

মৃত্যু—২৪৯

মেথী—১০৭

মেদ—১৫৩, ১৭৪

মেধ—যজ্ঞের ভাগ ১৩৭

মেধ্য—যজ্ঞযোগ্য ৫৮৬

মেনি—৬৬৬

মৈত্রাবরুণ—হোতার সহকারী ঋত্বিক—ইষ্ট্রিয়জ্ঞে বা প্রবর্গ্যে অনাবশ্যক,
পশুকর্মে ও সোমযজ্ঞে আবশ্যক। সাধারণতঃ ইনি অহুবাক্য পাঠ করেন এবং

হোতাকে যাজ্ঞ্যপাঠে অনুজ্ঞা দেন। সোমযজ্ঞে ইহার নির্দিষ্ট শব্দ আছে।
মৈত্রাবরুণের কর্ম্ম ১৩৫, ১২৫-১২৭ হোত্রক দেখ।

মৈত্রাবরুণ গ্রহ—অন্ততম বিদেবতা গ্রহ—পয়শ্যামিশ্রণ ১৮১, ১৮৮, ১৯৩
প্রাতঃসবন দেখ।

যজ্ঞমান—বাহার হিতার্থ যজ্ঞসম্পাদিত হয় ৬ যজ্ঞমানের দীক্ষা ১০—১৫

যজ্ঞন—যাগ ২৭

যজুঃ—৮২ মন্ত্র দেখ।

যজুর্বেদ—উৎপত্তি ৪৭৬

যজ্ঞ—৬, ২৬, ২১২ যজ্ঞযজি ৫৯৯

যজ্ঞক্রতু—৩০৩

যজ্ঞগাথা—৩১১, ৪৭২, ৬৫৯, ৬৬০

যজ্ঞপতি—৪৬৬

যজ্ঞায়জিষ্য শব্দ—তৃতীয়সবনে পাঠা ২৫১

যব—১৫১, ৬৫২

যাগ—দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্য অর্পণ—সাধারণতঃ অধ্বর্ষ্য আহবনীয় অগ্নিতে
দ্রবানিক্ষেপ করিয়া যাগ করেন। তৎপূর্বে হোতা যাজ্ঞ্যমন্ত্র পাঠ করিয়া বোধট
উচ্চারণ (বষট্কার) করেন। যাজ্ঞিকেরা যাগ ও হোম এই উভয়ে পার্ণক্য
করেন। যেখানে অধ্বর্ষ্য বষট্কারান্ত মন্ত্রের পর দাঁড়াইয়া আহুতি দেন, তাহা
যাগ; আর যেখানে স্বাক্ষাকারান্ত মন্ত্রে বসিয়া আহুতি দেওয়া হয়, তাহা হোম। ২৭
যাজ্ঞ্য—যাগের পূর্বে হোতা (বা তাঁহার সহকারী) কর্তৃক উচ্চারিত যাগমন্ত্র—
“যে যজ্ঞামহে” এই আগুঃ উচ্চারণ করিয়া পরে নির্দিষ্ট যাজ্ঞ্যমন্ত্র পঠিত হয়;
তৎপরে বষট্কার হয়; কত্ৰাপি “অগ্নে বীহি” বলিয়া পুনরায় বষট্কার (অনুবষট্-
কার) হয়। ঐতরেরব্রাহ্মণে ইষ্টি, পশু ও সোমযাগের বিবিধ যাজ্ঞ্যমন্ত্র
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১৭

যূপ—পশুবন্ধনার্থ দারুণতন্ত্র। যূপনির্মাণ ইহাতে যূপসংস্কার ও যূপের উচ্চারণ
(উদোলন) পর্য্যন্ত অধ্বর্ষ্যের কার্য—হোতা তদনুকূল অনুবচন পাঠ করেন।
যূপ নির্মাণ ১১৬ যূপ-বজ্রস্বরূপ ১১৭ যূপকাঠ ১১৭, ১১৮ যূপাজন ১১৯

যুগোচ্ছরণ ১২০, ১১২-১২৫ অগ্নিতে নিক্ষেপ ১২৬ স্বরূহোম ১২৭ পশুযাগ দেখ ।

যোগ—৫২

যোগক্ষেম—৫২

যোনি—প্রগাথদ্বয়ের মধ্যে প্রথম প্রগাথ ২৯৩ অম্লরূপ দেখ ।

যৌধাজয় সাম—২৫৫

রজত—৮৩

রথ—১১২ রথচক্র ৩১০, ৪৭২

রথন্তর সাম—৭৪, ৩৫৭, ৩৮৮, ৬২৩

ররাটি—১০৬

রশনা—যুপবেষ্টন রজ্জু ১২৪

রাকা—প্রতিপদ্যুক্ত পুর্ণিমা ৫৮০

রাজকর্তা—৬৫৪

রাজন্য—৯৬, ৩২৩, ৫২৯, ৬০১, ৬০৪

রাজসূয় যজ্ঞ—হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় ৫৯০ কত্রিদের অভিষেক ৬২৯ পুনরভিষেক ও মহাভিষেক দেখ ।

রাজা—৫২৮, ৬৪৬, ৬৪৯

রাজ্য—৬৩১

রাষ্ট্র—৪৭৪, ৬০৪

রাষ্ট্রগোপ—৬৬৭

রিত্ত—বষট্কার-বিশেষ ২৩৬

রৈতঃ—৫, ১৫৮ প্রজাপতিসিদ্ধ ২৮৮-২৮৯

রৈভী ঋক্—৫৪৮

রৈবত সাম—৫৫৮, ৬৮৮

রোহিত—রক্ত ২৮৭ ২৯০

রোহিত ছন্দ—৪২৩

রৌরব সাম—২৫৫

লুক্ক—ঋকপাঠের রীতি ১৩০

লোকত্রয়—১২

লোম—১৫২

লৌকিক অগ্নি—শ্রোত বা স্মার্ত অগ্নি ব্যতীত সাধারণ অগ্নি, যাহাতে লৌকিক
অন্নপাকাদি কৰ্ম সম্পন্ন হয় ৫৭২

লৌহ—৮৩

বক্—জপমন্ত্র ১৮৫

বজ্র—ইন্দ্র বিবিধ বজ্র দ্বারা বৃত্বে ও অসুরদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন। যুতের
বজ্র ৯২ যুপের বজ্র ১১৭ বিবিধ মন্ত্র, ছন্দ ও বাক্যের বজ্র ১২৫, ১৬৩,
১৭৮, ১২৬, ২০১, ২০৯, ২৩৬, ২৩৮, ৩২৭, ৫২৯, ৫৩৯ বজ্রের আকৃতি ২০৯

বদ্ধ—শতকোটি ৬৬২

বনস্পতি—১১৮, ৬৫২

বপা—পশুর উদরের উপর মেদ ; ছুরি (শাস) দ্বারা পেট চিড়িয়া এই বপা বাহির
করা হয় ; ইহার ক্রিয়দংশে একাদশস্থানীয় প্রযাজ্ঞাভিতি হয় ; ক্রিয়দংশ আহবনী
অগ্নির উপর যতসহিত ধরিলে যে বপাবিন্দু গলিত হয়, তদ্বারা বপান্তোকাভিতি হয়;
অবশিষ্ট অংশ পাঁচ অবদানে আহতি দেওয়া হয়। ১৪১, ১৪৫, ১৫২, ১৫৫, ১৫৭
পশুযাগ দেখ।

বপান্তোক—বপাবিন্দু ১৫২ বপা দেখ।

বর্ষ—৯১

বলিহরণ—পাকযজ্ঞ ৩০৩

বলীবর্দ—৫২, ৩৮৬

বশা—২৭৭

বসতীবরী—সোমযাগের পূর্বদিন সান্ন্যাকালে তড়াগাদি হইতে জল আনা হয় ;
ঐ জলের নাম বসতীবরী ; পরদিন প্রাতে আনীত একধনার সহিত মিশাইয়া
উহা আধবনীপাত্রে সোমরসগ্রহণার্থ ব্যবহৃত হয়। ১৭৪, ১৭৫ অভিষব,
একধনা দেখ।

বষট্কার—যাজ্ঞ্যপাঠের পর “বোষট্” উচ্চারণ ; হোতা বষট্কার করিবা-

মাত্র অক্ষর্যু আহতি দেন ; বষট্কারের প্রকারভেদ ২৩৪, ২৩৬ যাঙ্গা ও
যাগ দেখ ।

বহতু—বিবাহে মান্নাদ্রব্য ৩৪১

বাক্—বাক্য—সাতপ্রকার ১৬৬ বাক্য সরস্বতী ২২৭ ব্রহ্মবাক্য দেখ ।

বাক্যকূট—৫০২

বাজ—অন্ন ১৩৫

বাজপেয়—সোমযজ্ঞ—অগ্নিষ্টোমের বিকৃতি ৩০৫

বাজিন—ঘোল ৮০

বায়ু—অগ্নির বায়ুপ্রবেশ ও বায়ু হইতে অগ্নির জন্ম ৬৭৩

বাণ—বাণের তিন ভাগ ৮৮

বান্তু—যজ্ঞে দোষ ৩১৭

বালখিল্য সূক্ত—৫২৯, ৫৩৮

বাবাতা—রাজপত্নী ২৬৫

বিকর্ণ সাম—৩৬৮

বিকৃতি যজ্ঞ—১, প্রকৃতি দেখ ।

বিদ্যুৎ—বৃষ্টিপ্রবেশ ৬৭২ বৃষ্টি হইতে জন্ম ৬৭৪

বিপ্র—৬১

বিতান্—লোকবিশেষ ৬০৯

বিরাট্ ছন্দ—২১ ছন্দ দেখ ।

বিরাট্—৩৪৬, ৪৪৮

বিব্র—১১৮

বিশসন—পণ্ডিত্য ৫২১

বিশ্বজিৎ—সংবৎসরসত্বে অস্তর্গত ৩৫৪, ৫৪৪

বিশ্বরূপ—প্রজাপতির পর জাত ১৬৫

বিষুব—বিষুবৎ—বিষুনাহ—সংবৎসরসত্বে মধ্যদিন ৩০৭, ৩৫৪, ৩৬৫, ৩৭৫

বিষ্ণুতি—স্তোমসম্পাদনের নিয়ম স্তোত্র দেখ ।

বিহরণ—বিহার—বিহতি—শক্তগাঠের রীতি ৩৩০, ৫৩৯, ৫৪০

বৃষভ—মহাব্রতে সবনীয় পশু ৩৭৬

ব্রহ্মাকপি সূক্ত—৫৪২

বৃষ্টি—চন্দ্রে প্রবেশ ৬৭২ চন্দ্র হইতে জন্ম ৬৭৪

বেদ—বেদের উৎপত্তি ৪৭৬

বেদি—যজ্ঞে আবশ্যক ক্রগাদি এবং হোমদ্রব্যাদি রাখিবার জন্ত বেদি নির্মিত হয়; অগ্ন্যাগারে আহবনীর পশ্চিমে বেদি থাকে। ইষ্টিয়জ্ঞে নির্মিত বেদি ঐষ্টিক বেদি; অগ্নিষ্টোমে উহা প্রাচীনবংশমধ্যে থাকে; তাহার পূর্বদিকে পশুযাগের এবং সোম-যাগের জন্ত সৌমিকবেদি বা মহাবেদি নির্মিত হয়। মহাবেদির উপরে পূর্বাংশে ক্ষুদ্রতর উত্তরবেদি নির্মিত হয়; সোমযাগার্থ আহবনীর অগ্নি এই উত্তরবেদির নাভিতে বা মধ্যস্থলে রক্ষিত হয়। বেদির উপর কুশ বিছাইয়া তাহার উপর ক্রগাদি যজ্ঞাযুধ ও হোমদ্রব্য রাখিতে হয়। ৯৯,২৪০,৬৩০

বেন—নাভি ৭৩

বৈকর্ত সাম—১৬২

বৈরাজ সাম—৩৫৭,৩৮৮

বৈরাজ্য—৬১৬,৬৩১

বৈরূপ সাম—৩৫৭,৩৮৮,৪০১

বৈশ্য—৩৫,৯৭,২০৪,২৬০,৫২৪,৫৯৯,৬০১,৬১৩

বৈশ্বদেব শাস্ত্র—তৃতীয়সবনে পাঠ্য ২০২,২৭৯ শাস্ত্র দেখ।

বৌষট্—১৯৫,২৩৬ বষট্কার ও অনুবষট্কার দেখ।

ব্যতিষঙ্গ—৪১

ব্যাস্ত্র—৬৩০ ব্যাস্ত্রচন্দ্র ৬২৯

ব্যান—বায়ু ১৩২,১৭৯

ব্যাঙ্কতি—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন পদ ২০৩,৪৭৮

ব্যুঢ় দ্বাদশাহ—৩৭৭ দ্বাদশাহ দেখ।

ব্যোম—৬৩৬

ব্রত—যজ্ঞারম্ভে যজ্ঞমান সত্যদানাদি নিয়ম পালন স্বীকার করিয়া ব্রতগ্রহণ ও যজ্ঞান্তে ব্রত বিসর্জন করেন। অগ্নিষ্টোমে ব্রতগ্রহণের পর যজ্ঞমানকে তিনদিন ব্রতত্যাগা গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া থাকিতে হয়; দুগ্ধের পরিমাণ ক্রমশঃ কমাইতে হয়। এই দুগ্ধপানের নাম ব্রতপান; ৮৮,৮৯,৩০৩ যিনি যজ্ঞমানকে এই পানার্থ

হুৎ দান করেন, তিনি ব্রতদাতা ৫৬২ সোমযাগের দিনে হবিশেষ ভিন্ন অন্ন পানভোজন নিষিদ্ধ।

শকুনি—১৬১, ১৪২

শচী—৬১৮

শফ—প্রবর্গো ব্যবহৃত ৮২ খুর ৩৬৩

শমিতা—পশুঘাতক ১৩৬ পশুবধস্থান শামিত্র দেশ ; সেইখানে স্থাপিত পশুক পাকার্থ অগ্নি শামিত্র অগ্নি।

শরভ—১৪৪

শল্য—৮৮

শল্যক—শজাক ২৭৪

শস্ত্র—শংসন অর্থে দেবতার প্রশংসা বা স্তুতি ; যে মন্ত্রে শংসন হয় তাহা শস্ত্র ; সোমযাগের সর্বনত্রে হোতা ও হোতৃকত্রয় (মৈত্রাবরণ, ব্রাহ্মণাচ্ছসী, অচ্ছাবাক) আপন আপন ধিক্ষো বসিয়া শস্ত্রপাঠ করেন। প্রতি শস্ত্রের পূর্বে উদ্যাতারা স্তোত্র গান করেন ; শস্ত্রান্তে অধ্বর্যু আহবনীয় অগ্নিতে সোমরস-গ্রহ আহুতি দেন। ইহাই সোমযাগের মুখ্য কর্ম। অগ্নিষ্টোমে সমুদায় শস্ত্রসংখ্যা দ্বারি ; অগ্ন্যত্র বিকৃতিযজ্ঞে শস্ত্রসংখ্যা অধিক। উক্তযাগে পোনের, ঘোড়নীতে ষোল, অতিরাত্রি একশ ; ঐতরেয়ব্রাহ্মণে এই সকল শস্ত্র সবিশেষে বিবৃত হইয়াছে। অগ্নিষ্টোমের সর্বনত্রে বিহিত শস্ত্রের জ্ঞান সর্বন দেখ।

শস্ত্রপাঠের নানা সূক্ষ্ম নিয়ম আছে ; শস্ত্রপাঠক প্রথমে তুষীংজপ করেন ; তৎপরে অধ্বর্যুকে আহাবমন্ত্রে আহ্বান করিলে অধ্বর্যু প্রত্যহরে প্রতিগর করেন। তখন শস্ত্রপাঠক ধিক্ষোর সম্মুখে বসিয়া মনে মনে তুষীংশংস জপ করিয়া শস্ত্রপাঠ আরম্ভ করেন। শস্ত্রের মধ্যে কতিপয় ঋক্-সূক্ত থাকে ; ঐ সূক্তই শস্ত্রের মুখ্য অংশ। কোন কোন সূক্তের মাঝে নিবিং মন্ত্র পাঠ করিতে হয় ; যে সূক্তে নিবিং বসে, তাহা নিবিদ্ধানীয় সূক্ত। শস্ত্রান্তে শস্ত্রপাঠক উক্তযাগী উচ্চারণ করিয়া দেবতার উদ্দেশে যাজ্যমন্ত্র গড়িয়া বষট্কার করিলে পর আহবনীয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অধ্বর্যু গ্রাহুতি দেন অর্থাৎ নির্দিষ্ট পাত্র বা স্থালী হইতে কিঞ্চিৎ সোমরস আহবনীয়ের অর্পণ করেন : যাজ্যপাঠক 'সোমশ্র অগ্নে বীহি' বলিয়া পুনরায় বষট্কার (অবষট্কার) করিলে আর্যথানিকটা সোমরস অগ্নিতে আহুত হয়।

পরে অধ্বৰ্য্য সদঃশালায় আসিয়া শত্ৰুপাঠকের সহিত একযোগে হতাবশিষ্ট সোমরস পান করেন। এইরূপে সোমবাগ নিষ্পাদিত হয়।

একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিশদ হইবে। ঐশ্বর্যসবনে হোতৃপাঠ্য প্রথম শত্ৰুর নাম আজ্ঞাশত্ৰু; এই শত্ৰুপাঠের কিছুপূর্বে উদগাতারা বহিষ্পবমানস্তোত্র গান করেন। শত্ৰু পাঠারম্ভে স্বকীয় ঋক্যোর পশ্চিমে পূর্বমুখে উপবিষ্ট হোতা তৃক্ষীং জপ করেন ১৮৫, ২০০, ২১৬

তৃক্ষীংজপ ২০০ :—“সু মং পদ্ বগ্ দে পিতা মাতরিখাচ্ছিদ্রা পদাধাং অচ্ছিদ্রোক্থাঃ কবয়ঃ শংসন্ সোমো বিশ্ববিনীথা নিনেষদ্ বৃহস্পতিরুক্থা মদানি শংসিষদ্ বাগায়ুবিশ্বায়ুবিশ্বমায়ুঃ ক ইদং শংসিষ্যতি স ইদং শংসিষ্যতি”।

পরে হোতার অধ্বৰ্য্যর প্রতি আশ্বঃ—“শোংসারোম্” [ভদ্রতরে হোতাকে পশ্চাতে রাখিয়া হাতে পায়ে ভর দিয়া উপবিষ্ট ২১৬ অধ্বৰ্য্যর প্রতিগর “শংসারোম্”] পরে হোতার তৃক্ষীংশংস জপ ২০৩ :—“ওঁ ভূরগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতি-রগ্নিঃ”। পরে হোতার নিবিং পাঠ ২০৬ “অগ্নিদেবেকঃ অগ্নিমর্বিদ্ধঃ অগ্নিঃ সূষমিং হোতা দেবরতঃ হোতা নম্রবতঃ প্রণাদেবানাং রথীরধ্বরাণাং অতুর্ভো হোতা তৃণির্বাবাট্ আ দেবো দেবান্ বক্ষৎ যক্ষদগ্নিদেবো দেবান্ সো অধ্বরা করতি জাতবেদাঃ”। তৎপরে হোতার নিম্নোক্তক্রমে হুতপাঠ ২০৮

প্র বো দেবার অগ্নয়ে বহিষ্ঠমর্চ্চামৈ ।

গমদেবেভিরা স নো যজিষ্ঠো বহিরা সদং ॥ ৩১৩১

(তিনবার পাঠ্য)

দীদিবাংসমপূর্বাং বস্বীভিরশ্ব ধীতিভিঃ ।

ঋক্যাণো অগ্নিমিক্রতে হোতারং বিশ্পতিং বিশাম্ ॥ ৩১৩২

স নঃ শর্মাণি বীতয়েহগ্নির্ঘচ্ছত শস্তমা ।

যতো নঃ প্রক্ষবদ্বহু দিবি ক্ষিতিভ্যো অপ্শা ॥ ৩১৩৩

উত নো ব্রহ্মন্নবিষ উক্থেযু দেবহুতমঃ ।

শং নঃ শোচা মরুদ্বৃধোহগ্নে সহস্রসাতমঃ ॥ ৩১৩৪

স যস্তা বিপ্র এষাং স যজ্ঞানামথা হি বঃ ।

অগ্নিং তং বো হুবন্তত দাতা যো বনিতা মমম্ ॥ ৩১৩৫

ধাতাবা যন্ত রোদসী দক্ষং সচন্ত উতয়ঃ ।

হবিষ্যন্তস্তমীড়তে তং সনিষাস্তোহবসে ॥ ৩১৩২

নুনো রাস্ত সন্ত্রবং তোকবং পৃষ্ঠিমদ্বস্ত ।

ছামদগ্ধে স্তবীৰ্য্যং বর্ধিষ্ঠমমুপক্ষিতম্ ॥ ৩১৩৩

(তিনবার পাঠ্য ২১৩)

হুক্তাক্তে হোতার উক্থবীৰ্য্য পাঠ :—“উক্থং বাচি” । ২৪৬ [তৎপরে অধ্বৰ্য্য “ও” উচ্চারণের পর হবির্দানমণ্ডপ প্রবেশ করেন ও সেখান হইতে ঐন্দ্রাগ্রহ হস্তে বাহিরে আসিয়া “ও শ্রাবর” বলিয়া আশ্রাবণ করেন । আগ্নীধ্বকর্ভুক “অস্ত্র শ্রৌষট্” বলিয়া প্রত্যাশ্রাবণ হইলে পর অধ্বৰ্য্য হোতাকে বাজ্যা পাঠে আদেশ দেন “উক্থ শাঃ যজ সোমস্ত” ২৪৭—তখন হোতা “যে যজামহে” পূর্ব্বক বাজ্যা মন্ত্র পাঠ করেন ২৪৮ :—

“অগ্ন ইন্দ্রশ্চ দাণ্ডবো দুরোণে, স্ত্রতাবতো যজ্ঞমিহোপ যাতম্ । অমর্দ্ধস্তা সোমপেয়ায় দেবা” (৩২৫১৪)

বাজ্যান্তে হোতা “বৌষট্” উচ্চারণ করিলে দণ্ডায়মান অধ্বৰ্য্য আহবনীয় অগ্নিতে ঐন্দ্রাগ্রহের আহতি দেন । তৎপরে হোতা “সোমস্ত অগ্নে বীহি বৌষট্” বলিয়া অতুৰবট্কার করিলে অধ্বৰ্য্য ঐন্দ্রাগ্রহের অপরাংশের আর্হতি দিয়া মনঃশালায় আসিয়া হোতার সহিত একযোগে হতাবশিষ্ট সোমপান করেন । ২০০ হইতে ২২৪ দেখ ।

শংযুবাক—৩১৫ হবির্যজ্ঞ দেখ ।

শংসন—২৪৬ শস্ত্র দেখ ।

শাকল—৩১১

শাকর সাম—১৫৮, ৩৮৮

শাপ—২০২

শাসমুক্ত—৩৪০

শাস—ছুরি, বর্ধার শমিতা পশু ছেদন করেন ৫২৫

শিল্লশস্ত্র—৫১৬, ৫১৭

স্ত্র—১৫৮, ৩৮৮

শুক্র—১০৬

শুক্র—শুদোচিত কর্ম ৫৯৫ অহতাশ ৫৯৯ শুদের ভক্ষ্য ৬১৩ ইচ্ছামত
বধ্য ৬১৩ ক্ষত্রিয়ের অনুগমন ৬২৮

শূলগব—পাকযজ্ঞ ৩০৩

শুঙ্গ—৩৬৩

ষড়হ—সংবৎসর সত্বের অন্তর্গত—পৃষ্ঠা ও অভিন্নবভেদে দ্বিবিধ ৩৫৩, ৩৫৪,
৩৬২, ৩৬৪ ষড়হের প্রথম ও শেষ দিনে অগ্নিষ্টোম, মধ্য চারি দিন উক্খ্য যজ্ঞ
বিহিত ৩৬১

ষোড়শীযজ্ঞ—অগ্নিষ্টোমের বিকৃতি সোমযজ্ঞ ৩২৭-৩৩৬ ইহাতে অতিরাত্র
যজ্ঞে বিহিত পনের স্তোত্র ও পনের শত্বের অতিরিক্ত আর একটি স্তোত্র ও
শস্ত্র থাকে ; এই অতিরিক্ত স্তোত্র ষোড়শী স্তোত্র ও অতিরিক্ত শস্ত্র ষোড়শী শস্ত্র :
শস্ত্রমধ্যেও ষোড়শপদযুক্ত নিবিৎ থাকে ৩২৮

ষোড়শী সাম—গোরিবীত অথবা নানদ ৩২৯

ষোড়শী শস্ত্র—ষোড়শ গ্রহাহতির পূর্বে পাঠ্য শস্ত্র ৩২৭

সকৃথি—৫৬১

সতোব্রহ্মী চন্দ—৫৩৮

সত্বে—দ্বাদশ বা ততোধিক দিনে সাধ্য সোমযজ্ঞ ; সংবৎসরসাধ্য সত্বের মধ্যে
গবাময়ন প্রকৃতি ; আদিত্যানাময়ন, অঞ্জিরসাময়ন প্রভৃতি তাহার বিকৃতি ৩৫৩

সদস্য—৫৬১

সদঃ—সদোমগুপ—সদঃশালা—প্রাচীন বংশের পূর্বে মহাবেদি বা সৌমিক
বেদি ; এই বেদির পশ্চিমাংশে সদোমগুপ নিশ্চিত হয়, এই সদোমগুপের মধ্যে
উত্তর হইতে দক্ষিণে সারি বাধিয়া ছয়টি ধিক্ষ্য থাকে ; ধিক্ষ্যশ্রেণির প্রায় মধ্যস্থানে
ওঁহস্বরী স্থাপিত হয়। এই মগুপ-মধ্যে ধিক্ষ্যপার্শ্বে শস্ত্রপাঠকেরা শস্ত্রপাঠ করেন,
ও ওঁহস্বরী ধরিয়া উদগাতারা স্তোত্র গান করেন ৮৩, ২১০

সন্ধিস্তোত্র—৩০৬, ৩৪০

সন্নাহ—৫৮৭

সপ্তদশস্তোম—৩০২, ৩৬৬, ৪০০ স্তোত্র দেখ।

সমানবায়ু—২৬

সমারোপণ—গৃহ হইতে দূরে যজ্ঞ করিতে হইলে গৃহস্থিত অগ্নিতে অরনিষ্ময় তপ্ত করিয়া লইয়া যাইতে হয় ; এই কৰ্ম্ম অগ্নির সমারোপণ ; দূরস্থ যজ্ঞভূমিতে সেই অরনি ঘর্ষণে উৎপন্ন নূতন অগ্নির স্থাপন হইলে বৃষ্টিতে হইবে যে এই নূতন অগ্নি ও গৃহস্থিত অগ্নি অভিন্ন ৫৭৩

সমিৎ—যজ্ঞীয় কাষ্ঠ—আহবনীয় অগ্নিতে সমিৎ প্রক্ষেপ করিয়া সমিদ্ধ করিতে হয় ; এই অগ্নিসমিদ্ধনে হোতার পাঠ্য মন্ত্র সামিধেনী ; সমিদ্ধ অগ্নিতে অধ্বৰ্য্য যাগ করেন ; অস্ত্র স্থলেও সমিৎ প্রক্ষেপ বিধি আছে ৬৩৮

সমিষ্ঠযজুঃ—৪০, ৬১২ ইষ্টিযাগ দেখ।

সমুদ্ৰ—৬৫, ৪৩৫, ৬৬৭

সম্পাতসূক্ত—৩২২, ৫১৬

সত্রাট্—৬৩৩, ৬৪৬, ৬৪৮

সৰ্প—২৮৩, ৪৮৩

সৰ্পরাজ্যমন্ত্র—৪৫৭

সৰ্পবলি—পাকযজ্ঞ ৩০৩

সপিঃ—৬৩০, ৬২৭

সবন—অগ্নিষ্টোম সোমযাগ তিন সবনে সম্পাশ্র—প্রাতঃসবন, মাধ্যহ্নিনসবন ও তৃতীয় সবন ; সোমের অভিষব, সোমাহুতি (গ্রহাহুতি ও চমসাহুতি) এবং সোমপান (গ্রহশেষ পান ও চমসশেষ পান) এই তিন মুখ্যকৰ্ম্ম ও তাহার আমুষজিক পশুযাগ ও পশুপুরোডাশযাগ প্রত্যেক সবনে নিম্পাশ্র। প্রাতঃসবন ১৭৭-২৩৩ মাধ্যহ্নিন ২৫১-২৭১ তৃতীয় ২৭৮-৩০১ সবনীয়পুরোডাশ ১৮১ সবনক্রমে নিবিৎ ২৪২ সবনক্রমে আহাব, প্রতিগব ও উক্থবীর্ঘ্য ২৪৬ সবনক্রমে ছন্দ ২৪৮ সবনোৎপত্তি ২৭৫

সবনপঙক্তি—১৮৪

সবনীয়পুরোডাশ—সবনীয় পশুযাগের অন্তর্গত পুরোডাশ ১৮২ এই পুরোডাশের সহিত ধানাদি দ্রব্যও দিতে হয়।

সহচর সূক্ত—৭০২, ৭৪৩

সংযাজ্য—১৮

সংবৎসর—প্রজাপতিস্বরূপ ৭, ৬৪ দিনসংখ্যা ১৬৪ সংবৎসর সত্র—
গণময়নাদি ৩৬৩

সংসব দোহ—১৪

সংসাদন—৮১

সংস্থিত যজুঃ—৪০

সাকমশ সাম—৩২৪

সান্নায়া—দর্শনাগে মহেশ্বরের উদ্দেশে দেয় দধিফীর ৫৬৭, ৫৬৭

সাম—ঋক মন্ত্র গান করিলে সাম হয় ; উল্লাতা ও তাঁহার সহকারী প্রস্তোতা ও প্রতিহর্তা সাম গান করেন। উদগাতার গায় অংশ উদগীথ, প্রস্তোতার প্রস্তাব, প্রতিহর্তার প্রতিহার ও তিনজনে একসঙ্গে গায় অংশ নিধন। ২৬৮, ২ ৯
সামগায়ী—২১৩ সাম দেখ।

সামবেদ—উৎপত্তি ৪৭৬

সামিধেনী—আহবনীয় অগ্নিতে সমিৎ প্রক্ষেপপূর্বক সমিক্তন বা প্রজ্ঞানকালে হোতার পাঠ্য মন্ত্র ; পূর্ণমাস ইষ্টযজ্ঞে পোনের সামিধেনী বিহিত। বিশেষ বিধি থাকিলে অত্র অস্থসংখ্যা ৬

সামীপ্য—দেবগণের ১৮৬

সাত্রাজ্য—৬১৬, ৬৩১

সায়ুজ্য—দেবগণের ২৩, ১৮৬

সাবিজে গ্রহ—তৃতীয় সর্বনের অন্তর্গত ২৭৯ সোমযাগ দেখ।

সারূপ্য—দেবগণের ২৩

সার্কবভোগ—৬৪৪, ৬৫০

সালারুক—বহুকুর ৬৪৩

সালোক্য—২৩, ১৮৬

সিনীবালী—চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্তা ৫৮০

সিমা—মহানারী মন্ত্র ৪১৮

সীবন—২১৭

সু—অপমন্ত্র ১৮৫

সুকীর্তি সূক্ত—৫৪৩

সূত্যা—সোমযাগের দিন—যে দিন সোমের অভিষব ও তিন সবনে ষাগানুষ্ঠান হয় ৪০, ৯৩

সুধা—৩০২, ৩২১, ৩২২

সুপর্ণ—২৭২, ৩৭২

সুব্রহ্মণ্য—সুব্রহ্মণ্য—তন্মামক ঋজিক্—সুব্রহ্মণ্য—নিগদ পাঠ দ্বারা সুব্রহ্মণ্যাহ্বান করেন ৪৮৬

সুরা—৬৩০ ক্ষত্রিয়ের সুরাপান ৬৩৫, ৬৫৭, ৬৫৮

সুবর্ণ—৬৪৭ স্বর্ণ, হিরণ্য দেখ।

সূক্ত—ঋকসংহিতার অন্তর্গত মন্ত্রসমষ্টি ২০৪

সেনা—২৬৬, ৬৩৯

সেনাপতি—৬৫২

সোম—সোম যজ্ঞের প্রকারভেদ ১ সোমক্রম ৪৩ সোমনিক্রেতা ৪৪ সোম প্রবহণ ৪৫ উপাবহরণ ৫২ রাজা সোমের গৃহপ্রবেশ ও আতিথ্য ৫৫, ৫৬ আপ্যায়ন ৯৩ গন্ধর্ব্ব নিকটে স্থিতি ৯৪ প্রণয়ন ১০৯ সোমের উদ্দিষ্ট পশু ১২৭ অভিষব ১২৮ মাদকতা ১৮১ দেবগণের ভাগ ১৮৮ সোমপান ১৯১-১৯৪, ৬১১ সোমপীথ ১৮১ গায়ত্রী কর্তৃক সোমাহরণ ২৭২-২৭৬ ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য ৬১২ ওমধিরাজ ৬৭১

সোমযাগ—অগ্নিষ্টোমাদি যাগ, যাহার মুখ্যকর্ম্ম দেবোদ্দেশে সোমরসপ্রদান। অগ্নিষ্টোম সকল সোমযজ্ঞের প্রকৃতি। ইহা তিন সবনে নিষ্পাদ্য—প্রাতঃসবন, মাধ্যম্নিন সবন ও তৃতীয় সবন; সোমের অভিষব সোমাহতি ও সোমপান প্রত্যেক সবনে মুখ্য কর্ম্ম; তৎসহিত আত্মসঙ্গিক পশুযাগ ও পশুযাগের আত্মসঙ্গিক সবনীয় পুরোডাশ যাগও বিহিত। অনুষ্ঠানক্রম সংক্ষেপে এইরূপ :—

প্রাতঃসবন

গ্রহ বা চমস	দেবতা	হোমকর্তা	যাগ্যপাঠক বা বসট্‌কর্তা	সোমপানকর্তা
১ উপাংশু	সূর্য্য	অধ্বর্য্যু	—	—
২ অন্তর্য্যাম	সূর্য্য	অধ্বর্য্যু	—	—

৩ ঐন্দ্রবান্ধব	} দ্বি ইন্দ্র-বায়ু- দেবতা মিত্রা-বরুণ এই অশ্বিনয়	{ অধ্বয্যু	হোতা	অধ্বয্যু ও হোতা
৪ মৈত্রাবরুণ				
৫ অশ্বিন				
৬ শুক্রগ্রহ	ইন্দ্র	অধ্বয্যু	হোতা	} হোমকর্তা ও হোতা
৭ মঙ্গিগ্রহ	ইন্দ্র	প্রতিপ্রস্থাতা	হোতা	
দশ চমস	—	চমসাধ্বয্যুগণ	—	—
ছয় চমচ	—	অধ্বয্যু	চমসীগণ	হোমকর্তা ও বষট্‌কর্তা

৮-১৯ দ্বাদশ ঋতুগ্রহ	নানা	অধ্বয্যু ও	ধিক্যস্থ	হোমকর্তা ও
	দেবতা	প্রতিপ্রস্থাতা	ঋত্বিকগণ	বষট্‌কর্তা
*২০ ঐন্দ্রাণি	ইন্দ্রাণি	অধ্বয্যু	হোতা	অধ্বয্যু ও হোতা
*২১ বৈশ্বদেব	বিশ্বদেবগণ	অধ্বয্যু	হোতা	অধ্বয্যু ও হোতা
*২২ উক্তা তিন অংশ	১ মিত্রাবরুণ	অধ্বয্যু	মৈত্রাবরুণ	হোমকর্তা
	২ ইন্দ্র	প্রতিপ্রস্থাতা	ব্রাহ্মণাচ্ছসী	ও
	৩ ইন্দ্রাণি	প্রতিপ্রস্থাতা	অচ্ছাবাক	বষট্‌কর্তা

* এই তিনটি গ্রহ সশস্ত্র গ্রহ অর্থাৎ ইহাদের আহুতির পূর্বে বষট্‌কর্তা শস্ত্র পাঠ করেন ; তৎপূর্বে উদগাতারা স্তোত্রগান করেন । ২০ ও ২১ গ্রহাহুতির পর দশজন চমসাধ্বয্যু সোমপূর্ণ চমস আহুতি না দিয়া কাঁপাইয়া দেন ও চমসীরা স্ব স্ব চমসে সোমপান করেন । ২২ গ্রহে তিন আহুতির পরই চমসাধ্বয্যুগণ স্ব স্ব চমস আহুতি দেন ও চমসীরা স্ব স্ব চমস পান করেন ।

মাধান্দিনসবন

গ্রহ	দেবতা	হোমকর্তা	বষট্‌কর্তা	সোমপানকর্তা
১ শুক্র	ইন্দ্র	অধ্বয্যু	হোতা	হোমকর্তা ও বষট্‌কর্তা
২ মঙ্গী	ইন্দ্র	প্রতিপ্রস্থাতা	হোতা	ঐ

প্রাতঃসবনের ত্রায় চমসাহুতি ও চমসীদের চমসপান ।

৩ মরুত্বতীয়	ইন্দ্র	১ অধ্বয্যু	হোতা	} হোমকর্তা ও বষট্‌কর্তা
দ্বি অংশ	মরুত্বান্	*২ অধ্বয্যু ও	হোতা	
প্রতিপ্রস্থাতা				

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

*৪ মাহেন্দ্র	মহেন্দ্র অধ্বৰ্যু	হোতা	হোমকর্তা ও বযট্‌কর্তা
*৫ উক্থা	{	অধ্বৰ্যু	মৈত্রাবরুণ
তিন অংশ		প্রতিপ্রস্থাতা	ব্রাহ্মণাচ্ছসী হোমকর্তা ও বযট্‌কর্তা
		প্রতিপ্রস্থাতা	অচ্ছাবাক

* ৩ (দ্বিতীয় অংশ) ৪, ৫ এই তিন গ্রহ সশস্ত্র ; ৩ ও ৪ গ্রহাহতির পর চমসাদ্বৰ্যুদের চমসকম্পন ও চমসীদের সোমপান ; ৫ গ্রহাহতির পর চমসাদ্বৰ্যুদের চমসাহতি ও চমসীদের সোমপান ।

তৃতীয় সবন

গ্রহ	দেবতা	হোমকর্তা	বযট্‌কর্তা	সোমপানকর্তা
১ আদিত্য	অদिति	অধ্বৰ্যু	হোতা	—
প্রাতঃসবনের ত্রায় চমসাহতি ও চমসীদের সোমপান				
২ সবিত্র	সविता	অধ্বৰ্যু	হোতা	—
৩ বৈশ্বদেব	विश्वदेवगण	অধ্বৰ্যু	হোতা	হোতা ও অধ্বৰ্যু

এই সময়ে সৌম্যচরুবাগ ।

৪ পারীবত	अग्नि पत्नीवान्	অধ্বৰ্যু	আগ্নীধ	আগ্নীধ
----------	-----------------	----------	--------	--------

এই সময়ে নেষ্টাকর্তৃক যজমানপত্নীর আনয়ন ও পান্নেজনজলে উল্লেখ প্রক্ষালন ।

*৬ আগ্নিমারুত	अग्नि-मरुत	অধ্বৰ্যু	হোতা	অধ্বৰ্যু ও হোতা
*৭ হারিযোজন	इन्द्र हरिवान्	উন্নতা	হোতা	অত্বিক্‌গণ

* ৩ এবং ৫ গ্রহ সশস্ত্র ; ৩ গ্রহের পর চমসাদ্বৰ্যুদের চমসকম্পন ও চমসীদের চমসপান, ৫ গ্রহাহতির পর চমসাদ্বৰ্যুদের চমসাহতি এবং হোতার সহিত চমসীদের চমসপান ।

সবনজন্মে অভিষেধের নিয়ম :—

প্রাতঃসবনে সোমের অর্দ্ধাংশ হইতে ও মাধ্যান্নিন সবনে অপরাৰ্দ্ধ হইতে পাষণঘাতে সোমরস নিক্ষেপিত হয় ; কেবল একথণ্ড সোম তৃতীয় সবনের জন্ত রক্ষিত হয় ; উহা হইতেই যে অন্ন রস পাওয়া যায় তাহা তৃতীয় সবনে গৃহীত হয় । প্রাতঃসবনে উপাংসবন নামক পাষণের আঘাতে রস বাহির করিয়া সেই রসে উপাংস গ্রহাহতি । আর চারিখানি পাষণের আঘাতে

নিকশিত রস আধবনীয় পাত্রে জলে মিশান হয়। দশাপবিদ্রে ছাঁকিয়া ঐ জলের অর্ধাংশ দ্রোণকলশে ও অপার্ক পুতভূতে ঢালা হয়। দ্রোণকলশে ঢালিবার সময় পতন্ত সোমধারা হইতে অন্তর্যাম, ঐন্দ্রবায়ব, মৈত্রাবরুণ, অশ্বিন, শুক্র ও মহী এই কয় গ্রহ গৃহীত হয়; উহাদের নাম ধারাগ্রহ; অন্ত্যাত্ত গ্রহ দ্রোণকলশ অথবা পুতভূৎ হইতে লওয়া হয়। মাধ্যন্দিনে উপাংগুগ্রহ নাই, চমসপূরণার্থ রস পুতভূৎ হইতেই লওয়া হয়। শুক্র ও মহী ব্যতীত ধারাগ্রহও নাই। তৃতীয় সবনের সোমরস কেবল পুতভূতেই ঢালা হয়।

সোমযোগের আনুযায়িক পশুযোগ :—

প্রাতঃসবনে পশুযোগের বপাহতি পর্য্যন্ত হয়; তৎসহিত পুরোডাশ যাগ ও ধান্য করন্ত দধি ও পয়ত্তা দেওয়া হয়; মাধ্যন্দিনে পশ্বক্লের পাক হয় এবং পুরোডাশ ও ধান্যাদি যাগ হয়। তৃতীয় সবনে পশ্বজ যাগ ও পূর্ববৎ পুরোডাশ ও ধান্যাদি যাগ করিয়া পশুযোগ সমাপ্ত করা হয়।

তৃতীয় সবনের শেষে জলাশয়ে গিয়া অবভূথ দান, বরুণের উদ্দেশে পুরোডাশ দান ও দেবযজনে ফিরিয়া আসিয়া উদয়নীয় ইষ্টি, অনুবন্ধ্য পশুযোগ ও মন্বনোৎপন্ন নূতন অগ্নিতে উদবসানীয় ইষ্টিযোগের পর সন্ধ্যার পূর্বেই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ সমাপ্ত হয়।

অগ্নিষ্টোমে সশস্ত্রগ্রহ ১২টি; প্রত্যেকের পূর্বে শস্ত্রপাঠ ও তৎপূর্বে স্তোত্রগান বিহিত। এই স্তোত্র, শস্ত্র ও গ্রহের সম্বন্ধে নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রাতঃসবন

গ্রহ	স্তোত্র	শস্ত্র	শস্ত্রপাঠক ও বযট্‌কর্তা	হোতৃক- ত্রয়
১ ঐন্দ্রাগ্র	বহিষ্পবমান	আজ্য	হোতা	
২ বৈষদেব	আজ্যস্তোত্র	প্রউগ	হোতা	
৩ উকৃথ্য ১ অংশ	আজ্যস্তোত্র	আজ্যশস্ত্র	মৈত্রাবরুণ	
৪ ঐ ২ অংশ	ঐ	ঐ	ব্রাহ্মগাচ্ছংসী	
৫ ঐ ৩ অংশ	ঐ	ঐ	অচ্ছাবাক	

মাধ্যন্দিনসবন

৬ মরুত্ব ত্রীয়	মাধ্যন্দিন পবমান	মরুত্ব ত্রীয়	হোতা
-----------------	------------------	---------------	------

দ্বিতীয়াংশ	পবমান		
৭ মাহেন্দ্র	পৃষ্ঠস্তোত্র	নিষ্কবল্য	হোতা
৮ উক্তা প্রথমাংশ	ঐ	ঐ	মৈত্রাবরুণ
৯ ঐ দ্বিতীয়াংশ	ঐ	ঐ	ব্রাহ্মণাচ্ছসী
১০ ঐ তৃতীয়াংশ	ঐ	ঐ	অচ্ছাবাক

তৃতীয় সবন

১১ বৈশ্বদেব	অর্ভব পবমান	বৈশ্বদেব	হোতা
১২ ঋব বা	যজ্ঞাধিক্রিয়	আগ্নিমারুত	হোতা

আগ্নিমারুত

অগ্নিষ্টোমের তৃতীয় সবনে হোত্রকত্রয়ের শস্ত্র নাই। স্তোত্রমধ্যে প্রাতঃ-সবনে গেয় বহি পবমান স্তোত্র মহাবেদির বাহিরে চান্দ্রালের নিকট গীত হয়; প্রত্যন্ত স্তোত্র ঔত্থরী পার্শ্বে গীত হয়। তিন সবনেই পূতভূতে সোম চালিবার সময় পবমান স্তোত্র গীত হয়।

অগ্নিষ্টোমে ১২ স্তোত্র ১২ শস্ত্র ১ সবনীয় পশু

উক্তো ১৫ স্তোত্র ১৫ শস্ত্র ২ সবনীয় পশু

তৃতীয় সবনে হোত্রকত্রয়ের ৩ শস্ত্র থাকায় শস্ত্রসংখ্যা পোনের হয়।

ষোড়শীতে ১৬ স্তোত্র ১৬ শস্ত্র ৩ সবনীয় পশু

উক্তোর অতিরিক্ত আর একটি ষোড়শশস্ত্র থাকায় শস্ত্রসংখ্যা ষোল।

অতিরাত্র ২৯ স্তোত্র ২৯ শস্ত্র ৪ সবনীয় পশু

অগ্নিষ্টোম, উক্তা ও ষোড়শী যজ্ঞ দিবাভাগেই সমাপ্ত হয়। অতিরাত্র যজ্ঞে তদতিরিক্ত রাত্রিকৃত্য থাকে। ষোড়শীর উপর রাত্রিকৃত্য তিন পর্যায়ে সোমাহুতি; প্রতি পর্যায়ে ৪ শস্ত্র (হোতার এক ও হোত্রকদের তিন) এবং পরদিন প্রত্যুষে ১ শস্ত্র (আগ্নিশস্ত্র)। আগ্নিশস্ত্রের পূর্বে গেয় স্তোত্রের নাম সন্ধিস্তোত্র।

সৌত্রামণি যজ্ঞ—৪৭৭

সৌপর্ণ আখ্যান—২৭২

সৌপর্ণসূক্ত—৫৩৩, ৬৪০

সৌম্যচরু—সৌম্যযাগ—২৮৫

এইরূপে পঞ্চদশ স্তোম ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে নিষ্পন্ন হইতে পারে। এইরূপ বিভিন্ন রীতির নাম বিষ্টুতি। উল্লিখিত রীতিদ্বয়ের প্রথম রীতি পঞ্চপঞ্চিনী বিষ্টুতি, দ্বিতীয় রীতি উত্তরী বিষ্টুতি।

প্রাতঃসবনে হোতার আজ্যশস্ত্রের পূর্বে বহিষ্পবমানস্তোত্র গায়। সামসংহিতা ২।১-২ এই নয়টি মন্ত্র তিন ভাগ করিয়া এক এক ভাগে এক এক পর্যায় হয় ; কোন মন্ত্র একাধিক বার আবৃত্তি হয় না ; কাজেই শেষ পর্যায় নয়টি মন্ত্রই থাকে ; নয় মন্ত্র তিন পর্যায়ে গীত হইলে উহাকে ত্রিবিংশস্তোম বলে।

অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে ১২ মন্ত্র ও ১২ স্তোত্র ; তন্মধ্যে প্রাতঃসবনে বহিষ্পবমানস্তোত্র ত্রিবিংশ (২ মন্ত্রের) স্তোমে, অবশিষ্ট চারিটি আজ্যস্তোত্র পঞ্চদশ (১৫ মন্ত্রের) স্তোমে, মাধ্যন্দিনসবনের মাধ্যন্দিনপবমান স্তোত্র পঞ্চদশস্তোমে ও অবশিষ্ট চারিটি পৃষ্ঠস্তোত্র সপ্তদশ (১৭ মন্ত্রের) স্তোমে গীত হয়। তৃতীয় সবনে আর্ভবপবমান সপ্তদশ স্তোমে ও যজ্ঞাযজ্ঞিয় স্তোত্র একবিংশ (২১ মন্ত্রের) স্তোমে গীত হয়। অগ্নিষ্টোমে এই চারিটি মাত্র স্তোম থাকায় উহা চতুষ্ঠোমযজ্ঞ। অগ্নিষ্টোম ভিন্ন অন্য যজ্ঞে স্তোমসম্বন্ধে অন্যরূপ বিধি। দ্বাদশাহের অন্তর্গত ষড়্‌হের প্রথম দিন ত্রিবিংশ, দ্বিতীয় দিন পঞ্চদশ, তৃতীয় দিন সপ্তদশ, চতুর্থ দিন একবিংশ, পঞ্চমাহে ত্রিণব (২৭ মন্ত্রের), ষষ্ঠাহে একত্রিংশ (৩১ মন্ত্রের) স্তোম বিহিত।

পবমানস্তোত্র—অগ্নিষ্টোমে তিন সবনেরই প্রথম স্তোত্রের নাম পবমানস্তোত্র ; প্রাতঃসবনে বহিষ্পবমান, মাধ্যন্দিনে মাধ্যন্দিন পবমান ও তৃতীয়ে আর্ভবপবমান। সোমপাত্রে গ্রহগ্রহণের পর আধবনীয়ের সোম পূতভূতে ছাঁকিয়া (পূত করিয়া) ঢালিবার সময় সেই পবমান (বাহা পূত হইতেছে) সোমের উদ্দেশে গীত হয় বলিয়া এই নাম। বহিষ্পবমানস্তোত্র বেদির বাহিরে চাত্বালে ও অন্য দুই পবমান ঔদ্বয়ী পার্শ্বে গীত হয়।

পৃষ্ঠস্তোত্র—মাধ্যন্দিন সবনের মাধ্যন্দিন পবমান ব্যতীত অপর চারিটি স্তোত্রের নাম পৃষ্ঠস্তোত্র ; চারিটি পৃষ্ঠস্তোত্রের মধ্যে প্রথমটি (দুই মন্ত্র) রথস্তর সামে, দ্বিতীয়টি (তিন মন্ত্র) বামদেবা সামে, তৃতীয়টি (দুই মন্ত্র) নোধসসামে ও চতুর্থটি (দুই মন্ত্র) কাল্যে সামে গীত হয় ; সমস্তই সপ্তদশ স্তোমে গায়। দ্বাদশাহের অন্তর্গত ষষ্ঠাষড়্‌হের প্রথমাহে রথস্তর, দ্বিতীয়াহে বৃহৎ, তৃতীয়াহে বৈরূপ, চতুর্থাহে বৈরাজ, পঞ্চমাহে শাকর ও ষষ্ঠাহে রৈবত সামে পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন হয়।

স্তোমভাগ—৪৭২

স্থালী—পাত্ৰ ; আজ্য রাধিবার জন্ত আজ্যস্থালী, চরুপাকের জন্ত চরুস্থালী ৪১
অগ্নিহোত্রে ছন্দ্রপাকের জন্ত স্থালী ৫৬২ সোমগ্রহ লইবার জন্ত স্থালী ৬১৬ চমস দেখ।

স্ব্য—খজ্জাকৃতি কাষ্ঠখণ্ড বেদিনিন্দ্রাণে ব্যবহার্য্য ; যাগকালে আগ্নীধ্র উদ্ধমুখ
ক্ষা হস্তে বসিয়া প্রত্যাশ্রাবণ করেন ৬৩০ আশ্রাবণ দেখ।

স্মার্ত অগ্নি—৬৪১ গৃহ অগ্নি দেখ।

স্রব—যজ্ঞকর্মে ব্যবহৃত ঐবা, উপভূত, জুহু ও স্রব এই চারিখানি কাঠের
হাতার সাধারণ নাম স্রব। অধ্বযূ দক্ষিণ হস্তে জুহু লইয়া তাহাতে হোমদ্রব্য
রাখিয়া আহতি দেন। উপভূত বামহস্তে জুহুর নীচে ধরা হয়। বেদিতে
স্থির (ঐব) ভাবে রক্ষিত আজ্যস্থালী হইতে হোমার্থ আজ্যরক্ষণে ব্যবহৃত ঐবা ;
ঐবা হইতে আজ্যগ্রহণার্থ স্রব ৫৬৮

স্রব—১৫২ স্রব দেখ।

স্বজ—প্রাণিবিশেষ ২৭৪

স্বধা—১৮৪

স্বয়ম্ভু—৬৫৬

স্বরসাম—সংবৎসর সত্বে অস্তর্গত ৩৫৪, ৩৬৭, ৩৬৮

স্বরাত্—৬৪৬, ৬৪৮, ৬৫৬

স্বরত—যুগের রশনা মধ্যে রক্ষিত কাষ্ঠখণ্ড ১২৭ পশুযাগ দেখ।

স্বর্গ—১২, ৩৫

স্বর্গ—৮৩

স্ববশতা—৬৩১

স্বস্ত্যয়ন—২৭৩

স্বারাজ্য—৬১৬, ৬৬১

স্বাহা—৩০৩

স্বাহাকার—৫২৪

স্বাহাকৃতি—১৫৫

স্বিষ্টকৃৎ—ইষ্টিয়াগাদিতে প্রধান যাগের পর অগ্নিস্বিষ্টকৃতেষ্য উদ্দেশে সম্পাদ
যাগ ; এই যাগ বিনা প্রধান যাগ সম্পূর্ণ হয় না ১৮, ১৮৭

হনু—৫৬১

হরি—১৮৬

হব—৯

হবিঃ—যজ্ঞে দেবোদ্দেশে অপিত দ্রব্য ৬

হবির্দান—মহাবেদির উপর সদঃশালার পূর্বদিকে একখানি মণ্ডপ নির্মিত হয় ৮৩ উহার নাম হবির্দান মণ্ডপ ; ঐ মণ্ডপের মধ্যে দুইখানি শকট থাকে ; তাহার নাম হবির্দান শকট : উপবসন্য দিনে অর্থাৎ সোমযাগের পূর্বদিন অধ্বর্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা শকট দুইখানি চালনা করিয়া প্রাচীনবংশের পূর্বদ্বার হইতে হবির্দানমণ্ডপে লইয়া যান ; হোতা অহুবচন পাঠ করেন ; এই কৰ্ম হবির্দান প্রবর্তন ১০৩-১০৮ এই হবির্দান মণ্ডপ মধ্যে হবির্দান শকটের উপর যাগের পূর্বদিন সোম স্থাপিত হয় ; প্রাতে সেই মণ্ডপেই শকটের নীচে ভূমিতে সোমের অভিষব হয়, এবং সোমরস দ্রোণকলশ ও পূতভূতে ঢালা হয় । অধ্বর্যু স্থালীতে বা পাত্রে সোমগ্রহণ করিয়া হবির্দান মণ্ডপের বাহিরে আসেন ও আহবনীয়ে আহুতি দেন ।

হবির্যজ্ঞ—শ্রোত অগ্নিতে সম্পাদ্য যজ্ঞ—তন্মধ্যে এই কয়টি অবশ্যকর্তব্য, অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, আগ্রয়ণ, চাতুর্মাশ, নিরূঢ় পশুবন্ধ ।

হবিষ্পাণ্ডক্তি—১৮৪

হব্য—হোমদ্রব্য ১৮৭

হস্তী—৩২৮, ৪৭৫

হংসবতী ঋক্—৩৭১

হিঙ্কার—হঁ শব্দ উচ্চারণ—সামগানের পূর্বে বিহিত ২৬৯ হোতৃজপের পর বিহিত অভিহিঙ্কার ২০০

হিরণ্য—১১৩, ৫৭৬, ৫৮০ স্বর্ণ ও সূবর্ণ দেখ ।

হিরণ্যকশিপু—৫৯৮

হৃত—৩০৩

হৃতাদ—হৃতশেষভোজী ব্রাহ্মণ ; রাজন্ত বৈশ্য ও শূদ্র এই তিনবর্ণ অহৃতাদ ৫৯৯ অহৃতাদ ঋত্বিজ আপন ভাগ ব্রাহ্মণে (পুরোহিতে) অর্পণ করিবে ৬০৮

হৃদয়—পঞ্চ ৬৬৬

হোতা—ঋগ্বেদী প্রধান ঋত্বিক—দেবতার আহ্বানকর্তা বলিয়া নাম হোতা ১০ ইনি অধ্বয্যাকর্তৃক কশের অনুকূল অনুবচন পাঠ ও যাগের পূর্বে যাজ্ঞাপাঠ করিয়া বসট্কার করেন; ইহাই প্রধান কার্য। প্রজাপতি ও দেবগণ কর্তৃক হোতার কর্ম সম্পাদন ৪৭৭ ঐতরেয়ব্রাহ্মণে প্রধানতঃ হোতার কর্মই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

হোতৃচমস—হোতার নির্দিষ্ট চমস—উহাতে হোতা চমসাহতির পর সোমপান করেন। একধনা আনিবার সময় অধ্বয্য হোতৃচমসে করিয়া খানিকটা জল আনেন; ঐ জলে একধনা ও বসতীবরী কিঞ্চৎ মিশাইলে জলের নাম হয় নিগ্রাভ্য ১ অভিষেকের সময় নিগ্রাভ্যজলের ছিটা দিয়া সোম ভিজান হয় ১৭৫

হোতৃজপ—শস্ত্রপাঠের পূর্বে হোতার পাঠ্য জপ ২১৬ শস্ত্র দেখ।

হোতৃষদন—ঐষ্টিক বেদির পার্শ্বে হোতার বসিবার স্থান, যেখানে বসিয়া তিনি যাজ্ঞাপাঠ করেন ১০১

হোত্র—৫০৬

হোত্রক—মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক, ব্রাহ্মণাচ্ছসী এই তিন ঋত্বিক; অগ্নি-ষ্টোমের প্রাতঃসবন ও মাধ্যহ্নিনসবনে ইহঁরা শস্ত্রপাঠ করেন; তৃতীয় সবনে ইহঁদের শস্ত্র নাই। অগ্নিষ্টোমের বিকৃতি উক্থাদি যজ্ঞে তৃতীয় সবনেও শস্ত্র আছে। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে ইহঁদের শস্ত্র বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে ৪৮৮-৩২৭, ৫০৫-৫৬০

হোত্রাংশসী—ধিষ্যন্তিত সাতজন ঋত্বিকের মধ্যে এক জন হোতা, মৈত্রাবরুণ অচ্ছাবাক ব্রাহ্মণাচ্ছসী এই তিন জন হোত্রক এবং নেষ্টা পোতা ও আগ্নীধ্র এই তিন জন হোত্রাংশসী; হোত্রাংশসীরা শস্ত্রপাঠ করেন না ৫০৮ তবে তাঁহাদের পক্ষ হইতে চমসাহতির সময় প্রস্থিত যাজ্ঞ্য পাঠ করেন ৫০৫-৫১০

হোম—স্বাহাকারান্ত মন্ত্রপাঠের পর উপবিষ্ট হইয়া যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহা হোম—যথা অগ্নিহোত্র হোম ৪৬৭ যাগ দেখ।

হৌশ্ণিন বিহতি—বিহতির প্রকারভেদ ৫৩২ বিহতি দেখ।

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	টীকা (১১)	ঋষির্দেবে	ঋষির্দেবো
২	ঐ	১৭।৩১২	১৩১।১
১৩	২	দীক্ষিতের জন্ত নিশ্চিত	দীক্ষিতবিমিত নামক
১৪	১১	সোমযোগ	সোমযোগ
১৫	৬	অনুবাক্য	অনুবাক্য
২৫	১	বিচক্ষণবতী	বিচক্ষণ
৩০	৬	পরে	মধ্যে
৩১	১৫	প্রযাজ	প্রযাজ
৪০	৮	পত্নীদের সংযাজ	পত্নীসংযাজ
৪০	৯	যজুর হোম	যজুর্হোম
৫	১৪	ঋক্ বিধান	বিধান
৫৬	১৩	অনুবাক্য	অনুবচন
৯২	৬	হোতা	অধ্বর্ষ্য
১১৭	১	গোপন	বোপন
১২৭	১৭	অগ্নিষোমীয়	অগ্নীষোমীয়
১৩৬	১৫	আরম্ভ	
১৪৭	৪	পশ্বাজ হোম	পশ্বজ যাগ
১৪৯	৩	পশ্বাজ	পশ্বজ
১৭৮	টীকা (১)	মহী, আগ্রয়ণ, উক্থ, ক্রব	মহী
১৭৮	ঐ	ঐন্দ্রায় ও বৈশ্বদেব	ঐন্দ্রায় বৈশ্বদেব ও উক্থ্য
১৮৮	১১	করিলাম	করি
১৮৮	১৩	করিয়াছি	করিব
১৮৮	১৫	করিয়াছি	করিব
১৯৬	১৯	মহী আগ্রয়ণ উক্থ	মহী

পৃষ্ঠ	পঙ্ক্তি	অনুব্দ	শব্দ
২৬০	টীকা (১)	সাতটি	ছয়টি
২১০	ঐ	অচ্ছাবাক ও আশীধ	অচ্ছাবাক
২২৫	টীকা (২)	দশটি গ্রহের	অষ্ট গ্রহগুলির
২২৬	২	ধারাগ্রহের	গ্রহের
২৫৫	১	ছয়টি	তিনটি
২৮০	২, ১১	বসু	বায়ু
২৮০	টীকা (৬)	বসু	বায়ু
৩০৭	টীকা (৬)	গবাময়ন সত্র	গবাময়নের মধ্যগত অস্থান ৩৬৫ পৃষ্ঠ দেখ
৩১১	১৪	সোম	স্তোম
৪৪৭	২	মহা	মহা
৪৭৬	১৮	আকার	অকার
৫২১	৬	মিত্রাবরণ	মৈত্রাবরণ
৫২৭	৬	বিমুক্ত	বিমুক্তি
৫৬৭	, ১৩	সান্নায়া	সান্নায়া
৫৮২	১১	পাচন	পচন
৬৩৩	২	ভূ	ভূ:
৬৪২	৩	সবশ	বশসহিত

